পবিত্র ত্রিপিটক

(প্রথম খণ্ড)

বিনয়পিটকে পারাজিকা

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২
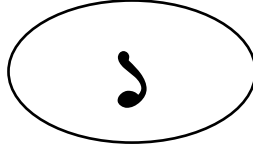
পবিত্র ত্রিপিটক (প্রথম খণ্ড)

[বিনয়পিটকে **পারাজিকা**]

পবিত্র ত্রিপিটক

প্রথম খণ্ড

[বিনয়পিটকে **পারাজিকা**]

ভদন্ত বুদ্ধবংশ ভিক্ষু

কর্তৃক অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু (আহ্বায়ক)

শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু
শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু
শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (প্রথম খণ্ড)

[বিনয়পিটকে পারাজিকা]

অনুবাদক : ভদন্ত বুদ্ধবংশ ভিক্ষু
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক
প্রথম প্রকাশ : ২৫৫১ বুদ্ধবর্ষ; ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ
ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭
ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮
(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
কম্পিউটার কম্পোজ : শ্রীমৎ রত্নাংকুর ভিক্ষু
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-1
(Vinaya Pitake Parajika)
Translated by Ven. Buddhabangsha Bhikkhu
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3063-2

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। ‘এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.’ (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে ‘বৌদ্ধ মিশন প্রেস’ প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে ‘যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট’, ‘রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী’ গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত ‘বুদ্ধবংশ’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত ‘থেরগাথা’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের ‘মহাবর্গ’ গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে ‘যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট’। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত ‘মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড’ উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ 'বনভন্তে প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে 'উৎসর্গ ও সূত্র' নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ 'চূলবর্গ' গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে 'মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের

অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের

মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা

হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তারপরও অনিচ্ছাকৃত ভুল প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক
সম্পাদনা পরিষদ
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
১৯ জানুয়ারি ২০১৬

সূ চি প ত্র

বিনয়পিটকে পারাজিকা

বনভন্তের আশীর্বাণী

যারা নিজেদের বৌদ্ধ বলে পরিচয় দেয়, তাদের জন্যে 'ত্রিপিটক' গ্রন্থটি জানা থাকা অপরিহার্য। কারণ এই পবিত্র গ্রন্থেই বর্তমানে বুদ্ধের সকল বাণী ধারণ করা হয়েছে। বৌদ্ধ বলে দাবী করবে, অথচ ত্রিপিটক জানবে না, এটা খুবই লজ্জার কথা। ত্রিপিটকে বুদ্ধের উপদেশসমূহ পালি ভাষায় ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের নানা ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে ত্রিপিটক পাওয়া যাচ্ছে। ভগবান বুদ্ধও যার যার ভাষায় ত্রিপিটক জানার উপদেশ দিয়েছেন।

কিন্তু, বহুকাল ধরে, বহু চেষ্টার পরও বাংলা ভাষায় ত্রিপিটকের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সম্ভব হয়নি। আমার একান্ত ইচ্ছা সম্পূর্ণ ত্রিপিটক পালি ভাষা বা ইংরেজি ভাষা হতে বাংলায় অনুবাদ করা হোক। এজন্যে ৫০/৬০ জন অনুবাদক দরকার। আমার শিষ্য প্রজ্ঞাবংশ শ্রীলংকায় গিয়ে পালি শিক্ষা করে এসেছে, সে ইংরেজিও জানে। তার কাছে আমার অন্যান্য শিষ্যরা পালি শিক্ষা করছে। তাদের দ্বারা এখন ত্রিপিটক অনুবাদ শুরু হয়েছে। আমি তাতে খুবই খুশি।

বুদ্ধবংশ এখন বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থের অনুবাদ করেছে। করুণাবংশ 'পাচিত্তিয়' অনুবাদ করেছে। প্রজ্ঞাবংশ 'পরিবার' গ্রন্থের অনুবাদ করেছে। তার আগে মহাবর্গ এবং চূলবর্গের অনুবাদ হয়ে গেছে। পাঁচ খণ্ড বিনয়পিটকের অনুবাদ বাংলা ভাষায় এখন সমাপ্ত হলো। এবার পবিত্র বিনয়পিটকের অট্ঠকথার অনুবাদ শুরু করা হোক।

বিনয়ের আচরণ, অনুশীলনই বুদ্ধের ধর্মরাজ্য রক্ষার সহায়। তাই সকলেই বিনয়পিটক জ্ঞাত হোক, বিনয় অনুশীলন করুক, এটাই আমার প্রত্যাশা।

ভূমিকা

'পারাজিকং'—পবিত্র ত্রিপিটকের দ্বিতীয় বিভাগ বিনয়পিটকের প্রথম গ্রন্থ। বিনয়পিটকের পাঁচটি গ্রন্থ; যথা : ১. পারাজিকং, ২. পাচিত্তিয়ং, ৩. মহাবগ্গো, ৪. চূলবগ্গো এবং ৫. পরিবারো। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারাজিকং ও পাচিত্তিয়ং—এই দুটি গ্রন্থকে একীভূত করে নামকরণ করা হয়েছে : 'উভতো-বিভঙ্গো' এবং চূলবগ্গো ও মহাবগ্গো—এই দুই গ্রন্থকে একীভূত করে নামকরণ করা হয়েছে 'খন্ধকো'।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে বুদ্ধবাণী সংগ্রহ মহান ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদের প্রয়াস বিশেষ জোরদার হয়ে উঠেছিল। ছড়া-জাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অঘোরনাথ, ঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ অনেক খ্যাতিমান বাঙালি সন্তান তখন সিন্ধুর-টিপ সিংহল দ্বীপে গিয়ে পালি ভাষা শিক্ষা ও ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ভারত সন্তান, বিশ্বসূর্য ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর বাণীসমূহের উপর অনুবাদ ও নানা গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় হাত দেন। তাঁদের এই উদ্যোগের মধ্যে দর্শন ও সাহিত্যের উপজীব্য বুদ্ধবাণীই প্রাধান্য পায়; কিন্তু মূল ত্রিপিটক সূত্র, বিনয় ও অভিধর্মের উপর মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো অনুবাদের আগ্রহ তখন তেমন পরিলক্ষিত হয়নি।

ভারত উপমহাদেশের সর্বশেষ দক্ষিণপূর্ব বিন্দু এই চট্টগ্রামের শত দারিদ্রতা-তাড়িত অল্প শিক্ষিত বড়ুয়া ভিক্ষুরা এবং কতিপয় গৃহী সর্বপ্রথম বুদ্ধবাণীর মূল সংগ্রহ পবিত্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের মহান লক্ষ্যে লংকায় ও শ্যামদেশে (থাইল্যান্ডে) পাড়ি দিয়ে পালিভাষা ও ত্রিপিটক শিক্ষায় নিজেদের উৎসর্গীত করেছিলেন। এই উৎসর্গীত জীবনগুলোর অগ্রপথিক, অগ্রনায়ক ছিলেন, বাংলার দ্বিতীয় সংঘরাজ আচারিয়া পূর্ণাচার মহাস্থবির (উনাইনপুর)। সেই অগ্রনায়কের হাতে মহামুনি পাহাড়তলীতে প্রতিষ্ঠিত সদ্ধর্মোদয় পালি বিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালে পটিয়ার নাইখাইনে প্রতিষ্ঠিত পুন্নাচার পালি বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভিক্ষু-পুত্রগণ বার্মা ও লংকায় ধর্মবিনয়ের উপর উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে পবিত্র ত্রিপিটক অনুবাদের জন্যে বিভিন্নভাবে

চেষ্টা করেন। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মহামুনি পাহাড়তলীর সদ্ধর্মোদয় পালি বিদ্যালয়ে শ্রীলংকান আচার্য সারানন্দ স্থবিরের নিকটে পালি ভাষার উপর শিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নাইখাইন পুণ্নাচার পালি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব ত্যাগ করে লংকাদ্বীপে গমন করেন ভদন্ত বংশদীপ এবং ভদন্ত জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের পরে। তাঁরা দক্ষিণ শ্রীলংকার পানাদুরা শহরের উপকণ্ঠে স্থিত বিখ্যাত সদ্ধর্মোদয় পালি পরিবেনে আচারিয়া কে. ডৎ. উপসেন মহানায়ক থেরো এবং ভদন্ত বুদ্ধদত্ত মহাথেরোর নিকটে ত্রিপিটকের উপর অধ্যয়ন করেন এবং বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এই মহাত্মনত্রয়ের মধ্যে ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরই মহান ত্রিপিটকের বাংলায় অনুবাদের এক মহা উদ্যোগ হাতে নিয়েছিলেন ১৯২০-এর পরবর্তী সময়ে আকিয়াব বঙ্গীয় বৌদ্ধ বিহার ত্যাগ করে রেঙ্গুনে গিয়ে ধর্মদূত বৌদ্ধ বিহারে ‘বৌদ্ধ মিশন প্রেস’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কিন্তু, গুণধ্বংসী বড়ুয়ার আত্মঘাতী প্রবণতার শিকার হয়ে মাত্র গুটিকয় ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রকাশের পর এই মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়। অতঃপর বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া, ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, ভদন্ত জ্যোতিপাল মহাস্থবির, পণ্ডিত শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শীলভদ্র ভিক্ষু, ডক্টর সুকোমল চৌধুরী, ডক্টর আশা দাস, অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া প্রমুখের অনূদিত ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

অতি সম্প্রতি সর্বজন পূজ্য আর্যশ্রাবক পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উদ্যোগে ও প্রেরণায় রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার হতে ভদন্ত সত্যপ্রিয় মহাস্থবির অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ চূলবর্গ এবং আমার অনূদিত ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ, ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ এবং বাবু প্রকাশ দেওয়ান কর্তৃক সংযুক্তনিকায়ের খন্ধক-বর্গ, এই চারটি পিটকীয় গ্রন্থের মধ্যে তিনটি বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বর্তমানে আমার নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত আয়ুষ্মান বুদ্ধবংশ ভিক্ষু কর্তৃক বিনয়পিটকের প্রথম গ্রন্থ ‘পারাজিকং’ এবং আয়ুষ্মান করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘পাচিত্তিয়ং’—এই দুটি বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। উল্লেখ্য যে, প্রায় অর্ধশত বছর পূর্বে বিনয়পিটকের অপর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ‘মহাবর্গ’ পণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। বর্তমানে আমার মাধ্যমে পবিত্র বিনয়পিটকের সর্বশেষ গ্রন্থ ‘পরিবার’ বাংলায় অনুবাদ সমাপ্ত হলো। আর সেই সাথে বহুকাল, বহুযুগ পরে এই বাংলা মাতৃভাষায় বুদ্ধের ধর্মরাজ্যের সমগ্র বিনয় (৫টি গ্রন্থ) অনুবাদ সমাপ্ত

হলো, বিগত ২৫৫০ বুদ্ধ বর্ষের, ১৫ চৈত্র, ১৪১৩ বাংলা, ২৯ এপ্রিল ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে, গহিরা মহাশ্মশান ভাবনা কেন্দ্রে।

আয়ুষ্মান বুদ্ধবংশ ভিক্ষুর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও পুনঃপুন অনুরোধে তৎ অনুবাদ 'পারাজিকং'-এর ভূমিকা লিখায় অগ্রসর হলাম, পরিবার গ্রন্থের অনুবাদ সমাপ্তির পরে। পরম পূজ্য বনভন্তের মহান ইচ্ছার পরিপূরণে পবিত্র 'পরিবার' গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম সমাপ্তিতে সবিশেষ আত্মনিয়োগ করায় বহুমাস যাবৎ বুদ্ধবংশের অনুরোধ রক্ষায় হাত দেয়া সম্ভব হয়নি। এ পবিত্র দায়িত্বে প্রয়োজনীয় সময়দানে এখনো আমি অক্ষম বহুবিধ দায়-দায়িত্বের চাপে। তবুও আন্তরিক চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব এই পবিত্র গ্রন্থের উপর কিছু পর্যালোচনা করার।

'পারাজিকং' গ্রন্থটির শুরুতেই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে বুদ্ধের শাসনের স্থায়িত্ব নিয়ে। এখানে অনুবুদ্ধের আসনলাভী অগ্রমহাশ্রাবক ভদন্ত সারিপুত্র কর্তৃক ভগবানকে প্রশ্ন করা হলো—"কতজন বুদ্ধের শাসন (ব্রহ্মচর্য) দীর্ঘস্থায়ী ছিল না, আর কতজন বুদ্ধের শাসন দীর্ঘস্থায়ী ছিল। সারিপুত্রের এই প্রশ্নে বুদ্ধ বললেন, সারিপুত্র, বিপস্‌সী, সিখী এবং ভগবান বেস্‌সভূর শাসন দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। আর ককুসন্ধ, কোণাগমন এবং ভগবান কাশ্যপের শাসন দীর্ঘস্থায়ী ছিল।

এই যে ছয়জন মাত্র বুদ্ধের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে কেন মাত্র স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধের নাম উচ্চারিত হলো? বহুকাল থেকে আমরা শুনে আসছি অতীতে অসংখ্য বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন। সেই বুদ্ধগণের মধ্যে আমরা অদ্যাবধি সর্বোচ্চ ২৮জন বুদ্ধের নামই কেবল জানতে পেরেছি। তন্মধ্যে বর্তমান ভদ্রকল্পে উৎপন্ন হয়েছেন, ভগবান ককুসন্ধ বুদ্ধ, কোণাগমন বুদ্ধ, কাশ্যপ বুদ্ধ এবং গৌতম বুদ্ধ। আর আমাদের সেই গৌতম বুদ্ধই এখানে উল্লেখ করলেন ভদ্রকল্পে উৎপন্ন বুদ্ধগণের মধ্যে তিনজনের শাসনই ছিল দীর্ঘ এবং ভদ্রকল্পের পূর্বে উৎপন্ন তিনজনের শাসন ছিল স্বল্পস্থায়ী। আর নিজের শাসন স্বল্পস্থায়ী হবে, কি দীর্ঘস্থায়ী হবে—এ প্রসঙ্গে সঙ্গত কারণে তিনি সরাসরি কোনো আগাম মন্তব্য করেননি। এখানেই প্রকৃত বুদ্ধচরিত্রের পরিচয়। যে-সকল লোকেরা বুদ্ধের অলৌকিকতায় সবিশেষ আগ্রহী ও উৎসাহী; তারা দাবি করতে পারেন, অতীন্দ্রিয় দিব্যচক্ষুসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী বুদ্ধ কেন এই মুহূর্তে সারিপুত্র স্থবিরের প্রশ্নের উত্তরে বলে দিলেন না, আমার শাসন স্বল্পস্থায়ী হবে, না দীর্ঘস্থায়ী হবে, মাত্র পাঁচ হাজার বছর হবে, কল্পস্থায়ী হবে,... ইত্যাদি,

ইত্যাদি। না, আমাদের মহান শাস্তা, যিনি শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞার পরিপূর্ণ সমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনি কখনো এ সকল গল্পকে প্রাধান্য দিতে পারেন না। তাই সারিপুত্রকে বলে দিলেন, কী কী কারণে বুদ্ধগণের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়; আর কী কী কারণে স্বল্পস্থায়ী হয়।

বুদ্ধশাসনের এই স্থায়িত্ব নিয়ে বুদ্ধ ভগবান বললেন, সারিপুত্র, ভগবান বিপস্‌সী, ভগবান সিখী এবং ভগবান বেস্‌সভূ নিজ নিজ শ্রাবকগণকে বিস্তারিত ধর্মদেশনা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাই শ্রাবকগণের মধ্যে সুত্ত, গেয়্যং, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুত-ধর্ম এবং বেদল্য ছিল অল্প পরিমাণে। শ্রাবকগণের শিক্ষাপদ ছিল অপ্রজ্ঞাপ্ত এবং প্রাতিমোক্ষ ছিল অনুদ্দিষ্ট।... সারিপুত্র, সেই ভগবান বুদ্ধগণ শ্রাবকদের চিত্তভাব পরিজ্ঞাত হয়ে উপদেশ দিতে পরিশ্রান্ত হন নাই। সারিপুত্র অতীতে বেস্‌সভূ ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ এক ভয়ংকর গভীর অরণ্যে সহস্র ভিক্ষুর চিত্তভাব পরিজ্ঞাত হয়ে, এভাবে উপদেশ ও অনুশাসন করেন—'তোমরা এরূপে উচ্চ ভাবনা কর; এরূপে হীন ভাবনা করবে না। এরূপে উত্তম মনোনিবেশ কর, এরূপে হীন মনোনিবেশ করবে না। এই অকুশল পরিত্যাগ কর; ইহা (মার্গফল) লাভ করে অবস্থান কর। অনন্তর সারিপুত্র, বেস্‌সভূ ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক এরূপে উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হয়ে, সেই সহস্র ভিক্ষুর চিত্ত আসব হতে বিমুক্ত হয়েছিল। হে সারিপুত্র, তথাপি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।"

"হে সারিপুত্র, কোন হেতুতে, কোন প্রত্যয়ে ভগবান ককুসন্ধ, ভগবান কোণাগমন এবং ভগবান কাশ্যপের শাসন দীর্ঘস্থায়ী ছিল? সারিপুত্র, ভগবান ককুসন্ধ, ভগবান কোণাগমন এবং ভগবান কাশ্যপ নিজ নিজ শ্রাবকগণকে বিস্তারিত ধর্মদেশনা করতে ক্লিষ্ট হননি। তাই তাঁদের সুত্ত, গেয়্যং, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভূতধর্ম এবং বেদল্য বহুল পরিমাণেই ছিল। সুপ্রজ্ঞাপ্ত ছিল শ্রাবকদের শিক্ষাপদ, উদ্দিষ্ট ছিল প্রাতিমোক্ষ।... সে-কারণেই, তারা বুদ্ধশাসন তথা ব্রহ্মচর্যাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন।

ভগবান বুদ্ধ গৌতমের প্রদত্ত এই ব্যাখ্যা হতেই মেধাবীগণের অনুধাবনযোগ্য যে, আমাদের ভগবান বুদ্ধের সময়ে, বুদ্ধ-অনুরাগী সর্বস্তরের জনগণ, এই বলে বুদ্ধ প্রচারিত সদ্ধর্মের গুণকীর্তন করতেন :

"স্বাক্‌খাতো ভগবতা ধম্মো, সন্দিট্‌ঠিকো, অকালিকো, এহি পস্‌সিকো, ওপনযিকো, পচ্চত্তং, বেদিতব্বো, বিঞ্‌ঞূহী'তি।"

বুদ্ধের ধর্মের এই গুণগানে সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছে ভগবানের ধর্ম-

সুব্যাখ্যাত এবং স্বয়ং প্রত্যক্ষযোগ্য। মজ্ঝিমনিকায়ের অনেক সুত্তেই ভগবান স্বয়ং উল্লেখ করেছেন, তিনি সুত্ত, গেয়্যং, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভূত ধর্ম বেদল্য ইত্যাদি অনেক অনেক প্রকারে শ্রাবকগণকে ধর্ম ভাষণ করেছেন। শুধু তাই নহে, অন্তিম শয্যায় শায়িত হয়ে, তিনি ভিক্ষুসংঘকে বার বার জিজ্ঞাসা করেছেন, ধর্ম-বিষয়ে তাঁদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে জিজ্ঞাসা করে নিতে, কোনো বিষয়ে সন্দেহ থাকলে সে সন্দেহ অপনোদন করে নিতে। আমরা এও জানি আমাদের বুদ্ধ তথাগত, অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় বিন্দুমাত্র অনীহা না করে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা সংঘকে সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর যাবৎ তাঁর ধর্মামৃত পরিবেশন করেছিলেন। আর সেই ধর্মবাণীসমূহ অবিকৃতভাবে সুরক্ষার জন্যেই বুদ্ধের পরিনির্বাণের মাত্র তিন মাসের মধ্যেই রাজগৃহে ধর্ম-সঙ্গায়ন করেছিলেন।

ভিক্ষুণীসংঘের প্রবর্তনহেতু বর্তমান বুদ্ধের শাসনের পরমায়ু অর্ধেক যদি কমে যায়; তাহলে একই কারণে অতীত বুদ্ধগণের শাসনের অবস্থাও একই হওয়ার কথা। কারণ, অতীত অতীত সকল বুদ্ধগণের শাসনে ভিক্ষুণীসংঘের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল বলে উল্লেখ আছে। মূলত, বুদ্ধশাসনের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণের মধ্যে উত্তমভাবে, পরিশুদ্ধভাবে প্রাতিমোক্ষ সংবরশীলের সুরক্ষা ও অনুশীলনের উপর। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে ভগবান বুদ্ধকে একটি কথাই বার বার উচ্চারণ করতে আমরা দেখি। তাই ভদন্ত সারিপুত্র অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে ভগবানকে প্রার্থনা জানালেন, "ভগবান, ইহাই উপযুক্ত সময়; সুগত, ইহাই উপযুক্ত কাল; যদি ভগবান এই শ্রাবকগণকে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেন এবং প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করেন।"

ভগবান বুদ্ধের শিক্ষাদর্শের ইহাই মহত্ত্বতা; তিনি উপযুক্ত কারণ এবং উপযুক্ত সময় ব্যতীত কোনো আদেশ, নির্দেশ একান্ত আপন খেয়ালে প্রদান করেননি। আজকে বুদ্ধের সংঘে যিনি অগ্রশ্রাবক, যিনি অনুবুদ্ধ বলে বুদ্ধশিষ্যগণের সকলেই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন, তেমন ব্যক্তিত্ব হতেই আবেদন এসেছে ভগবান কর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত (আইন জারি) করা হোক, প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ (উল্লেখ) করা হোক। তারপরও বুদ্ধ বললেন, হে সারিপুত্র, যথাসময়, যথাকারণ উপস্থিত হলেই প্রতিটি শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হবে। ভগবান তাই করলেন।

এখন দেখা যাক ভগবান কীভাবে 'পারাজিকং' গ্রন্থে শিক্ষাপদসমূহ প্রজ্ঞাপিত করলেন।

এখানে প্রথমেই স্থান পেয়েছে, পারাজিকা নামক প্রধান অপরাধ-বিষয়ক

আলোচনা। পারাজিকা নামক এই অপরাধটি বুদ্ধের সংঘভুক্ত সভ্যগণ, তথা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুগণের মধ্যে যারা প্রাপ্ত হবেন, তারা সংঘ হতে চিরতরে বহিষ্কৃত হবেন, পরিত্যাজ্য হবেন। কিন্তু এখানে দেখা যায়, এই অপরাধটি যিনি প্রথম প্রাপ্ত হলেন, ভগবান বুদ্ধ তাকে সংঘ হতে বহিষ্কৃত করলেন না। কারণ, এ জাতীয় অপরাধের শাস্তি যে এত কঠোর হবে, তা ভগবান ইতিপূর্বে সংঘকে প্রকাশ করেননি বা শিক্ষাপদরূপে প্রজ্ঞাপিত করেননি। অর্থাৎ কোন প্রকারের অপরাধের কোন শ্রেণির দণ্ড বা শাস্তির যোগ্য এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কিছুই ভগবান কর্তৃক প্রকাশিত হয়নি। তাই সঙ্গত কারণেই ভগবান কর্তৃক প্রতিটি সংঘটিত অপরাধের আদিকর্মীকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। যার ফলে, কোনো কোনো অপরাধী চিরতরে, আপন চিত্তকে সর্ব অপরাধ মুক্ত করে শ্রেষ্ঠতম অর্হত্ত্বমার্গজ্ঞান অধিগত করেছেন।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ভগবান বুদ্ধ তৎপ্রবর্তিত সংঘকে অপরাধমুক্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত করতে শিক্ষাপদ নামক যে-সকল আইন বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তাদের মধ্যে পারাজিকা হচ্ছে গুরুতর অপরাধবিষয়ক আইন। তৎপরবর্তী গুরুতর অপরাধ হলো সংঘাদিশেষ। পারাজিকা অপরাধ প্রাপ্ত হলে সংঘ হতে চিরতরে যেমন বহিষ্কার-দণ্ড প্রদান করা হয়; অপেক্ষাকৃত কম কঠোর দণ্ড আরোপ করা হয় সংঘাদিশেষ অপরাধীকে। তেমন অপরাধীকে সংঘ হতে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়, এবং শাস্তির বিধিনিষেধসমূহ যথানিয়মে প্রতিপালন করলে তাকে **‘আহ্বান’** নামক বিনয়কর্মের দ্বারা পুনঃ সংঘসভ্যভুক্ত করা হয়।

বুদ্ধ-প্রজ্ঞাপিত (আদিষ্ট) শিক্ষাপদসমূহের মধ্যে উপরোক্ত দুই গুরুতর অপরাধ দণ্ডবিধানের শ্রেণিবিন্যাসকরণের পর অনিয়ত, নিস্‌সগ্‌গিয় পাচিত্তিয়, প্রতিদেশনীয় এবং সেখিয়া—এ পাঁচটি পর্যায়ে অবশিষ্ট অপরাধসমূহকে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। এবং প্রথম দুই গুরুতর অপরাধ ব্যতীত অপরসমূহকে লঘু অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। এই লঘু অপরাধের জন্যে লঘুতর শাস্তি বা দণ্ড বিধান যথাযথভাবে নির্দেশ করা আছে বিনয়পিটকের অপরাপর গ্রন্থসমূহে।

বর্তমান ‘পারাজিকা’ নামক বিনয়পিটকের এই প্রথম গ্রন্থটি, যদিও নামকরণে কেবল প্রথম পর্যায়ের অপরাধ পারাজিকা-বিষয়ক আলোচনাই নির্দেশ করে থাকে; তবুও এতে সংঘাদিশেষ এবং নিস্‌সগ্‌গিয়—এই দুই অপরাধ-বিষয়ক আলোচনাও সন্নিবেশিত হয়েছে। এখন আমরা পর্যায়ক্রমে এ সকল বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

পারাজিকা-বিষয়ক আলোচনা

প্রথম শ্রেণিভুক্ত অপরাধ পারাজিকার সংখ্যা হচ্ছে ৪টি। এই চারটি অপরাধের প্রথমটি সংঘটিত হয়েছে বৈশালীর কলন্দক নামক গ্রামের ধনাঢ্যপুত্র সুদিন্ন ভিক্ষু কর্তৃক। তিনি মায়ের ঐকান্তিক অনুরোধে বংশধর তথা উত্তরাধিকারী জন্মদানের শর্তে পূর্বস্ত্রীর সাথে মৈথুন সেবন করেছিলেন।

প্রথম পারাজিকার দ্বিতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল বৈশালীর জনৈক ভিক্ষু কর্তৃক। তিনি বৈশালীর মহাবনে অবস্থানকালে ভীষণভাবে কামকাতর হয়ে পড়লে, চিন্তা করলেন, ভগবান ইতিপূর্বে মনুষ্যস্ত্রীর সাথে কামসেবনই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু অন্য কোনো প্রাণীর কথা উল্লেখ করেননি। অতএব, আমি তির্যগ্‌জাতীয় এই বানরীটির সাথে মৈথুন সেবনে তো কোনো দোষ হবে না। খুব সম্ভবত ভিক্ষুটির ভিক্ষান্নলব্ধ উচ্ছিষ্ট অন্ন পরিভোগ করতে করতে এই বানরীটি তার সাথে অবাধ মেলামেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে, কামাতুর ভিক্ষুটি সেই বানরীর সাথেই মৈথুন সেবনে লিপ্ত হয়ে পড়লে, ঘটনাক্রমে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। পর পর কামাচার জাতীয় এ সকল ঘটনায় ভগবান বুদ্ধ তাই, পূর্বের নিষেধাজ্ঞাকে আরও বিস্তারিত করলেন এভাবে :

"যো পন ভিক্‌খু ভিক্‌খূনং সিক্‌খাসাজীব সমাপন্নো সিক্‌খং অপচ্চক্‌খাযং দুব্বল্যং অনাবিকত্বা মেথুনং ধম্মং পটিসেবেয্য অন্তমাসো তিরচ্ছানগতাযাপি পারাজিকো হোতি, অসংবাসো।"

অর্থাৎ, যেই ভিক্ষু ভিক্ষুদের শিক্ষাপদ তথা আচরণীয় বিষয়সমূহ গ্রহণপূর্বক, সেই শিক্ষাপদের প্রতি আপন দুর্বলতা বা অক্ষমতা প্রকাশ করার পূর্বেই স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে, মনুষ্য জাতীয় হতে সর্বনিম্ন পশুপাখী আদি তির্যগ্‌জাতীয় প্রাণীর সাথে মৈথুন সেবন করে, সেই ভিক্ষুর পারাজিকা অপরাধ হবে। আর তেমন অপরাধী ভিক্ষু সংবাস তথা সংঘের সাথে যাবতীয় সংসর্গ বর্জিত হবে।

এখানে আলোচনা করা হয়েছে, শিক্ষাপদসমূহ প্রতিপালনে অক্ষমতার প্রকাশটি কোন ধরনের হবে। সে সম্পর্কে বলা হয়েছে :

এখানে কোনো কোনো ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত, অনুৎসাহিত হয়ে ভিক্ষুত্ব ত্যাগে ইচ্ছুক হয়ে স্বীয় ভিক্ষুজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ, অমনযোগী হয়, পূর্বের ন্যায় গৃহী হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, উপাসক হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, আরামিক বা সেবক হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, শ্রামণের হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, তীর্থিয় বা অন্য ধর্মাবলম্বী হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, অশ্রমণ হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়,

অশাক্যপুত্র হওয়ার ইচ্ছাকামী হয় এবং বলে যে, আমি এভাবেই বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করছি অথবা ধর্মকে, সংঘকে, শীলকে, বিনয়কে, প্রাতিমোক্ষকে, উদ্দেশকে, উপাধ্যায়কে, আচার্যকে, সহবিহারীকে, অন্তেবাসীকে, উপাধ্যায়সমকে, আচার্যসমকে এবং সব্রহ্মচারীকে এরূপেই প্রত্যাখ্যান করছি। আমাকে আজ হতে শ্রামণরূপে অবধারণ করুন; সেবকরূপে অবধারণ করুন, উপাসকরূপে অবধারণ করুন। অথবা আজ হতে আমাকে তীর্থিয় শিষ্যরূপে, অশ্রমণরূপে, অশাক্যপুত্ররূপে অবধারণ করুন, বলে প্রকাশ করলে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করা হয়।

শিক্ষাপদ কীভাবে প্রত্যাখ্যান হয় না? এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

উন্মাদ অবস্থায়, চিত্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায়, বেদনাগ্রস্ত অবস্থায়, দেবতার নিকটে, তির্যগ্‌প্রাণির নিকটে, সুদক্ষ বা আর্য ভিক্ষু কর্তৃক অদক্ষ ভিক্ষুর নিকটে (যদি সেই ভিক্ষু বুঝতে অক্ষম হয়), অদক্ষ ভিক্ষু সুদক্ষের নিকটে (যদি দক্ষ ভিক্ষু বুঝতে অক্ষম হয়), আর্য ভিক্ষু (নিম্নতর মার্গলাভী) আর্য ভিক্ষুকে (যদি সেই ভিক্ষু বুঝতে সক্ষম না হয়), অদক্ষ ভিক্ষু অদক্ষ ভিক্ষুর নিকটে (যদি সেই ভিক্ষু বুঝতে সক্ষম না হয়), সন্তাপপ্রাপ্ত ভিক্ষু হলে, আর্তনাদগ্রস্ত ভিক্ষু হলে, শ্রবণে অনিচ্ছুক ভিক্ষুর নিকটে, শ্রবণেচ্ছু ভিক্ষু শ্রবণ না করলে, অনভিজ্ঞ ভিক্ষু শ্রবণ করলে, বিজ্ঞ ভিক্ষু শ্রবণ না করলে, এ সকল পর্যায়ে ও কারণে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করলেও শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যান হয়। অর্থাৎ কোনো ভিক্ষু ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করলেও বাস্তবে তা ত্যাগ করা হয় না।

এখানে পারাজিকাপ্রাপ্ত ভিক্ষুর সাথে অসংবাস বলতে একই বিনয়কর্ম, একই বিনয়-কর্মবাক্যাদি পাঠ দ্বারা সমশিক্ষা বা ধর্মবিনয়-শিক্ষাচার বুঝায়। আবার বলা হয়েছে, পারাজিকা অপরাধী ভিক্ষু পারাজিকা অপরাধ হয়নি এমন ভিক্ষু বা ভিক্ষুদের সাথে সকল ক্ষেত্রেই সংসর্গ বর্জনকে অসংবাস বলে।

দ্বিতীয় পারাজিকা হচ্ছে চুরি সম্পর্কীত

এখানে বলা হয়েছে :

"যদি কোনো ভিক্ষু গ্রাম বা অরণ্য হতে চৌর্যচিত্তে অপ্রদত্ত কোনো দ্রব্য গ্রহণ করে; এবং যে পরিমাণ দ্রব্য গ্রহণ করলে রাজা চোরকে ধরে হত্যা করে বা বন্দী করে বা দেশ থেকে এই বলে বহিষ্কার করে—তুমি চোর, তুমি মূর্খ, তুমি নির্বোধ ইত্যাদি বলে থাকে। তথারূপ অপ্রদত্ত দ্রব্য ভিক্ষু চুরি করলে পারাজিকা হয় এবং সংবাস বর্জিত হয়।

প্রাতিমোক্ষে এই চুরির স্থান সম্পর্কে মূলে বলা হয়েছে শুধু গ্রাম বা অরণ্য। কিন্তু পারাজিকং গ্রন্থে এ বিষয়ে ৩০টি স্থান উল্লেখ করা হয়েছে ভূমিতে, জলে এবং বায়ুতে। এই ত্রিশ প্রকার কারণসমূহ হচ্ছে—১. মাটির গর্ভে, ২. স্থলে, ৩. বায়ুতে, ৪. উন্মুক্ত স্থানে, ৫. জলে, ৬. নৌকায়, ৭. যান-বহনে, ৮. ভারে, ৯. আরাম বা বাগানে, ১০. বিহারে, ১১. ক্ষেত্রে, ১২. বাস্তু বা ভিটায়, ১৩. গ্রামে, ১৪. অরণ্যে, ১৫. জল, ১৬. দন্তকাষ্ঠাদি, ১৭. বৃক্ষ, ১৮. হরণকৃত বস্তুতে, ১৯. বন্ধকী দ্রব্যে, ২০. সীমান্ত শুল্ক, ২১. প্রাণী, ২২. পদহীনে, ২৩. দ্বিপদী, ২৪. চতুষ্পদী, ২৫. বহুপদী, ২৬. গুপ্তচরবৃত্তি, ২৭. দ্রব্যাদি রাখার বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, ২৮. চুরি করার মানসে পরামর্শকারী, ২৯. সংকেত কর্ম, এবং ৩০. নিমিত্ত কর্ম।

এখানে ২০নং সীমান্ত শুল্ক, ২৬নং গুপ্তচর বৃত্তি, ২৭নং দ্রব্যাদি রাখার বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি এবং ৩০নং নিমিত্ত কর্ম—এই কয়টি বিষয়ে বর্তমান উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিশ্বায়নের যুগে সীমান্ত পারাপার ও শুল্ক ব্যবস্থাদি বিষয়ে ভিক্ষুদের সবিস্তারে অবহিত থাকা প্রয়োজন।

এখানে ২০নং-এ বলা হয়েছে, রাজ্যের সীমান্তে শুল্ক আদায়ের চিহ্নরূপে সেখানে কোনো পর্বতখণ্ড, নদীতীর্থ (বন্দর বা ঘাট) বা গ্রামদ্বারকে চিহ্নিত করা হয়, সেখানে ভিক্ষু প্রবেশ করে রাজার অধিকারভুক্ত কোনো দ্রব্য চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট', নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়', শুল্ক না দেয়ার ইচ্ছায় প্রথম পাদ অতিক্রমে 'থুল্লচ্চয়', দ্বিতীয় পাদ অতিক্রমে 'পারাজিকা' হয়।

আবার বলা হয়েছে, রাজ্যের ভেতরে প্রবেশের সময় অথবা রাজ্যের বাইরে যাওয়ার সময়ে শুল্ক না দিয়ে এক হাত পরিমাণ পাদ অতিক্রমে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। ভুলবশত না দিলে দুক্কট আপত্তি হয়।

এ প্রসঙ্গে, একটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। একসময় আমি ব্যাংকক হতে একটি সাংঘিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে কিছু দ্রব্য নিয়ে বাংলাদেশে আসছিলাম। এ দ্রব্যগুলো বস্তুত বাংলাদেশে কাস্টম টেক্সভুক্ত কোনো দ্রব্যও ছিল না। কিন্তু ঢাকা বিমানবন্দরে এগুলোর উপর শুল্ক দাবি করা হলো। আমার হাতে যা টাকা ছিল তা দিয়ে দ্রব্যগুলোর কিছু ছাড় নিলাম। বাদবাকি দ্রব্যগুলো পরে কীভাবে ছাড় নিতে হবে তা জেনে নিয়ে, পরবর্তীকালে বহু চেষ্টা করেও আর উদ্ধার করা গেল না।

আরও একটি ঘটনার কথা বলি। আমি ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে জাপানের নাগোয়া মহানগরীর আইটি-গা-কুইন ইউনিভার্সিটির Buddhist Studies

Department-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তব্য রাখার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে, উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বিমানভাড়াসহ যাবতীয় খরচ দানের উপর নির্ভরশীল হয়ে চট্টগ্রাম বিমানবন্দর হতে জাপান যাচ্ছিলাম। যেহেতু আমন্ত্রণকারীরা আমার যাবতীয় খরচ বহন করবেন, তাই আমি পাসপোর্টে কোনো ডলার এন্ডোজ করিনি। চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের কর্তব্যরত ব্যক্তিরা এই অজুহাতে আমাকে বিমানে উঠতে বাঁধা দিলে, অন্য সাথী ভিক্ষু ড. জ্ঞানরত্ন মহাথেরো অনন্যোপায় হয়ে সরকারি লোকগুলোর দাবিকৃত ২০০টি ডলার দিয়েই সমস্যার সমাধান করতে হলো। বর্ণিত ঘটনাদ্বয়ের প্রেক্ষাপটে জিজ্ঞাস্য, এমন সব অনৈতিক পরিস্থিতিতে একজন ভিক্ষুকে কোন ধরনের আচরণ করা কর্তব্য? বা কোন উপায় অবলম্বন কর্তব্য?

২৬নং গুপ্তচরবৃত্তিতে ভিক্ষুদের 'পারাজিকা' হয়। কীভাবে? এখানে গুপ্তচরবৃত্তিতে গোপন তথ্য বিনিময়দ্বারা পরের দ্রব্য চুরি, আত্মসাৎ, জোরপূর্বক দখল ইত্যাদি বিষয়ের সাথে ভিক্ষুর সংশ্লিষ্টতাকে বুঝানো হয়েছে। রাজা যেমন গুপ্তচরগণের সহায়তায় শত্রুরাজ্যে সকল দুর্বলতাসমূহ সংগ্রহ করে সে রাজ্যকে পদানত করে বা অধিকার করে নেয়; বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুগণও নিজ ধর্মের প্রসার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রসমূহে সরকার প্রশাসনের পক্ষভুক্ত হয়ে, সে দেশের সরকারি মদদ তথা অর্থাদি নানা সহায়তায় বিশ্বের দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে সেবার নামে, ত্রাণসামগ্রী বিতরণের নামে, যত্রতত্র অবাধে বিচরণ করে থাকেন। আর সে সাথে তারা উক্ত দেশসমূহের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক বিষয়সমূহের দুর্বলতার যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট শক্তিশালী দেশের সরকারকে সরবরাহ করে থাকে। তখন সেই তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতেই শক্তিমান রাষ্ট্রগুলো দরিদ্র, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে নানা উপায়ে তাদের পদানত থাকতে বাধ্য করে অথবা প্রয়োজনে বল প্রয়োগ দ্বারা অধিকার করে নেয়।

২৭নং-এ উক্ত বিশ্বাসঘাতক বা বিশ্বাস ভঙ্গের কর্মও চুরিকর্মের পর্যায়ভুক্ত হয়। এখানে বলা হয়েছে, কোনো ভিক্ষুকে বিশ্বাস করে হোক কোনো দ্রব্য তার সংরক্ষণ দায়িত্বে রাখলে বা তার নিকটে জমা রাখলে, সেই ভিক্ষু যদি উক্ত দ্রব্য আত্মসাৎ ইচ্ছায় নানা মিথ্যা ছলনার আশ্রয় নেয়, তখন সেই পর্যায়ে মালিক নিজ দ্রব্য ফেরত পেতে সন্দিহান হয়ে, পাওয়ার আশা ত্যাগ করা ক্ষণেই ভিক্ষুটির 'পারাজিকা' প্রাপ্ত হবে।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনার কথা বলি। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সান্নিধ্যে থাকা ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের পূর্ণজ্যোতি মহাস্থবির নামক শিষ্যটিকে তার শীল-বিনয় গারবতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অতি বিশ্বাস ভরে শাসন ও জনকল্যাণমূলক পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার এক ফান্ড সংরক্ষণ-সংবর্ধনের দায়িত্বে রেখেছিলাম। কথা থাকলেও ভিক্ষুটি প্রজ্ঞাবংশের নাম বাদ দিয়ে সেই টাকা সে নিজের ও এক বিহারের নামে জমিক্রয় করে নিল। ফান্ডটি ফেরত দেয়ার দাবিতে তিনি কেবল আশ্বাসের পর আশ্বাস দিয়েই চলেছেন, প্রতিশ্রুতির মেয়াদ বার বার উত্তীর্ণ করে করে। মনে করুন, ইতিমধ্যে উভয়ের যেকোনো কেহ কালগত হলে বিষয়টি কোন পর্যায়ে পড়বে?

গুরু এবং সংঘের প্রধান হিসেবে ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরকে এই সমস্যার একটি নিরাপত্তা বিধানমূলক সমাধানের আবেদন জানালে, তিনি শিষ্যের প্রতি পক্ষপাতমূলক মন্তব্য করে বললেন, প্রজ্ঞাবংশ এ টাকা পূর্ণজ্যোতিকে দেয়ার সময় আমাকে কি জানিয়ে দিয়েছে? কেন আমি তার সমাধানের দায়িত্ব নেব? গুরু এবং সংঘের প্রধান হয়ে এমন আচরণে এস্থলে এভাবে অবহেলা দেখালে কোনো অপরাধের শিকার হবেন কি না?

চুরি প্রসঙ্গে ৩০নং নিমিত্তকর্ম বিষয়ে আলোচনা করা যাক। 'পারাজিকং' গ্রন্থে নিমিত্তকর্ম বলতে শুধু ইসারা বা ইঙ্গিত দ্বারা চুরিকর্ম সম্পাদনকে বলা হয়েছে। এই ইঙ্গিতে চুরিকর্মটি এভাবেও সম্পাদন করা যায়; যেমন : কোনো সংঘদানে দানীয়সামগ্রী বণ্টনকালে লটারি বা টিকেট ব্যবহার করার সময়ে, নিজের নামে টিকেট কোনটি তা চিহ্নিত করে রেখে নিজের পছন্দসই দ্রব্যটিতে উক্ত টিকেটটি প্রক্ষেপ করে, সে দ্রব্যটি গ্রহণক্ষণেই ভিক্ষুটির 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

এমনতরো বিপর্যয় হতে রক্ষা পেতে হলে, সেই ভিক্ষুটি সংঘের নিকটে আবেদন করেই দ্রব্যটি সংঘসম্মতিতে গ্রহণ করা উচিত।

'পারাজিকং' গ্রন্থে বলা হয়েছে, চুরি করতে ইঙ্গিতকারী ভিক্ষুর আদেশ বা ইশারায় আদিষ্ট সময়ে যদি অপর ভিক্ষুটি চুরি না করে, অন্য সময়ে চুরি করলে, ইঙ্গিতকারী ভিক্ষুর কোনো অপরাধ বা আপত্তি হবে না।

এখানে বাক্যটি অস্পষ্ট। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে তৎ আদেশেই তো দ্রব্যটি চুরি হলো। অতএব, অপরাধ হবে না কেন? অধিকন্তু, তৎ আদেশে বা ইঙ্গিতে চুরিকৃত বস্তুটির ভাগ-বাটোয়ারায় যদি ভিক্ষুটির অংশ বলবৎ থাকে, শুধু সময়ের হেরফেরে কিভাবে ভিক্ষুটি দোষমুক্ত থাকবে? আসলে বক্তব্যটি এরূপই হওয়া উচিত ছিল, আদিষ্ট সময়ে দ্রব্যটি চুরি না হওয়াতে

উহা প্রাপ্তির আশা ভিক্ষুটি যদি ত্যাগ করে; তখন আদেশকারী ভিক্ষুর কোনো আপত্তি হবে না।

অন্যের প্রয়োজনে বা পরের কল্যাণকামী কোনো দ্রব্য স্বদেশে নিয়ে আসার সময়ে অথবা স্বদেশ থেকে বাইরে নিয়ে যেতে অসাধু শুল্ক ফাঁড়ির বিপদ এড়ানোর জন্যে গ্রিন চ্যানেলে নিয়ে আসায়, কোনো অপরাধ হবে কি, হবে না এ প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যাবে, কুটির বা বিহার-নির্মাণ সম্পর্কিত সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদটিতে। সেখানে বলা হয়েছে, বিনয়বিধানসম্মত পরিমাপের বাইরে এবং সংঘের ভূমিকর্মাদি অনুমোদন ব্যতীত কোনো বিহার বা কুটির নির্মাণে সংঘাদিশেষ আপত্তি হয়। কিন্তু, উহা যদি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে না হয়ে, অন্যের বা সংঘের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, তাতে ভিক্ষুর কোনো আপত্তি হবে না।

এই নিমিত্তকর্মে **২১**নং ক্রমিকে উল্লিখিত চুরির আরও একটি বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। কোনো ভিক্ষু একজনকে কোনো একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য চুরি করতে ইঙ্গিত বা নির্দেশ দিলেন। সে ব্যক্তি ভিক্ষুকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত দ্রব্যটি চুরি না করে অন্য একটি দ্রব্য নিয়ে আসায়, আদেশ প্রদানকারী ভিক্ষুর কোনো আপত্তি হবে না বলা হয়েছে। এরূপ সিদ্ধান্তে দ্বিমত থাকতে পারে। ভিক্ষুর আদেশেই তো চুরিটি হলো। অতএব, এতে ভিক্ষুর পারাজিকা না হলেও অন্তত পাচিত্তিয় বা দুক্কট জাতীয় অপরাধ হওয়া উচিত। আর সেই চুরিকৃত ভিন্ন দ্রব্যটিও যদি ভিক্ষু গ্রহণ করে তাতে ভিক্ষুটির পারাজিকা আপত্তি না হলেও, অন্তত নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি হওয়া উচিত। অর্থাৎ দ্রব্যটি ভিক্ষুর ব্যবহার অযোগ্য বস্তুতে পরিণত হওয়া দরকার। আর ভিক্ষুটি যদি, চুরিকৃত সেই ভিন্ন দ্রব্যটিও লুব্ধ চিত্তে গ্রহণ করে, তাতে পারাজিকা হবে কি না, তা বিবেচ্য নহে কি?

এখন পারাজিকা অপরাধের **তৃতীয় পারাজিকার** বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় আসা যাক।

এই শিক্ষাপদটিতে সজ্ঞানে মানুষ হত্যা বিষয়ে বলা হয়েছে, যদি কোনো ভিক্ষু সজ্ঞানে মানুষ হত্যা করে, সেই ভিক্ষুর 'পারাজিকা' হয়।

সজ্ঞানে যে-সকল উপায়ে মানুষ হত্যা করতে পারে তা নির্দিষ্ট করতে 'পারাজিকং' গ্রন্থে **১৭৩**নং-এ **২৯**টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত এ সকল বিষয় ছাড়াও আরও কিছু বিষয় এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যায়। যেমন :

বর্তমানে ক্যান্সারের মতো প্রাণঘাতী রোগাক্রান্ত রোগী, যিনি উন্নত

প্রযুক্তির আশ্রয়ে সেই মরণব্যাধির ছোঁবল থেকে রক্ষা পাবে জেনেও কোনো ভিক্ষু যদি আপন আর্থিক লালসার বশবর্তী হয়ে চুক্তির মাধ্যমে জলপরা, লবণ পরা, তাবিজ ইত্যাদির দ্বারা রোগীকে নানা উপায়ে আটকে রেখে মৃত্যুর দিকে যদি ঠেলে দেয়, তাদের অপরাধটি কোন পর্যায়ে পৌঁছবে? এ প্রশ্নটির সঠিক উত্তর বের করে আনার দায়িত্ব বিজ্ঞ মহলের উপর ছেড়ে দেয়া হলো।

তবে বলা হয়েছে, যদি কোনো ভিক্ষু কোনো মহিলাকে গর্ভপাতের পরামর্শ দিলে, সেই মহিলা যদি গর্ভপাত ঘটায়, তাতেও ভিক্ষুর 'পারাজিকা' হয়।

জাতি, গোত্র ইত্যাদি রক্ষার জন্যে যুদ্ধাদিতে জীবন উৎসর্গ করার উৎসাহ দানে, ইদানিং কোনো কোনো ভিক্ষু দোষ আছে বলে মনে করেন না। তেমন ভিক্ষুর উৎসাহে যদি কোনো ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে প্রতিপক্ষের হাতে প্রাণ দিলে ভিক্ষুটির পারাজিকা হবে কি? চুরি বা রাষ্ট্রদ্রোহীতার মিথ্যা অভিযোগে কোনো ভিক্ষু যদি বন্দী হয়, তাহলে সে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' হবে কি?

মূলত, ভগবান বুদ্ধ জীবন ধারণকে মহাদুঃখ বলে উল্লেখ করে, সেই দুঃখের চির অবসানে নির্বাণ সাধনায় উৎসাহিত করেছেন মনের লোভ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়ের মাধ্যমে; দেহস্থ জীবন বিসর্জন দিয়ে নহে। বুদ্ধের এই উপদেশ, কোনো কোনো ভিক্ষু হয় নির্বাণ লাভ, নয় মরণ এমন কঠোর সংকল্পের প্রেক্ষিতে অন্নপানীয় বন্ধ করে যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাতে কি বুদ্ধের কোনো অপরাধ হবে? Do or die ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে। সাধনায় সিদ্ধি লাভে বা কাঙ্ক্ষিত কোনো কঠিন বিষয়ে সাফল্য লাভে, কোনো কোনো মানুষকে এমনতরো জীবনপণ করতে হয়। ভগবান বুদ্ধকে তাঁর বুদ্ধত্ব লাভে সেই কঠোর সংকল্প গ্রহণ করতে দেখা যায়। মহৎ কিছু অর্জনে এমতো সংকল্পে নিজে উদ্বুদ্ধ হলে বা পরকে উৎসাহিত করলে দোষ যদি না থাকে, তাহলে পারাজিকা গ্রন্থের ১৭৯নং প্যারায় এভাবে মৃত্যুবরণ করলে স্বর্গে উৎপন্ন হবে ইত্যাদি বলতে অপরাধ কোথায়?

বস্তুত, এখানে হীনচেতনাবশে, আপন স্বার্থ উদ্ধারে অন্যকে মরণে উৎসাহিত করা বা মৃত্যুর সহায়ক হওয়াতেই পারাজিকা অপরাধটি বিদ্যমান কি না বিচার্য বিষয়।

'পারাজিকং' গ্রন্থের **চতুর্থ পারাজিকা** অপরাধ বর্ণনায় বলা হয়েছে :

এ জগতে পাঁচ প্রকার মহাচোর বিদ্যমান থাকে যারা সংঘবদ্ধ হয়ে গ্রাম, নগর, নিগমে প্রবেশ করে হত্যা, ছেদন, ভেদন, পোষণ, চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন

ইত্যাদি করে থাকে। অনুরূপভাবে, সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনেও পাঁচ প্রকার মহাচোরের প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে। যথা :

১। যে ভিক্ষু উত্তম ভিক্ষান্ন, চীবর, শয়নাসন ও ভৈষজ্য এবং যশ, খ্যাতি সম্মান, পূজা লাভের প্রত্যাশী হয়ে বহুসংখ্যক শিষ্য-পরিবৃত হয়ে গ্রাম, নগর, রাজধানী পরিভ্রমণ করে, সে ভিক্ষু বুদ্ধশাসনে প্রথম মহাচোর বলে আখ্যায়িত হয়।

২। যে সকল ভিক্ষু, তথাগত বুদ্ধকর্তৃক দেশিত ধর্মবিনয় নিজে শিক্ষা ও আয়ত্ত করে নিজেরই জ্ঞান-অভিজ্ঞা বলে প্রকাশ ও প্রচার করে থাকে; এমন পাপবাদী ভিক্ষুকে বুদ্ধের শাসনে দ্বিতীয় মহাচোর বলা হয়।

৩। যে সকল ভিক্ষু ঈর্ষাকাতর হয়ে, অমূলকভাবে শুদ্ধ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচারীকে মিথ্যা দোষারোপ করে, অব্রহ্মচারী বলে নিন্দা, তিরস্কার করে থাকে; তেমন ভিক্ষুকে বুদ্ধশাসনে তৃতীয় মহাচোর নামে আখ্যায়িত করা হয়।

৪। যে সকল ভিক্ষু, বুদ্ধশাসনে সংঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভূমি, বিহার ও দ্রব্যাদি গৃহীদের মন-তোষণে দিয়ে থাকে; তেমন ভিক্ষুকে বুদ্ধশাসনে চতুর্থ মহাচোর বলা হয়।

৫। যে সকল ভিক্ষু এই বুদ্ধশাসনে ধ্যান, সমাধি, মার্গফল ইত্যাদি লাভ না করেও লাভ-সৎকার প্রত্যাশী হয়ে এ সকল লাভ করেছে বলে আত্মপ্রশংসা করে থাকে; দেবতা, ব্রহ্মা, মার—এ সকলের সাথে তার জানা-পরিচয়, প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ইত্যাদি আছে বলে ঠকবাজ ও প্রবঞ্চনামূলক আচারণ করে থাকে; তেমন ভিক্ষুই বুদ্ধশাসনে সবচেয়ে হীন, মহাচোর বলে আখ্যায়িত হয়। আর তেমন মহাচোরকেই বুদ্ধশাসনে পরাজিত, পারাজিকাপ্রাপ্ত বলে উল্লেখ করে ভগবান চতুর্থ পারাজিকা শিক্ষাপদটি প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন। মিথ্যা ভাষণজনিত চতুর্থ পারাজিকাটি এ প্রকারে সংগঠিত হয় :

ভিক্ষুটি (১) মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে, আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি; (২) মিথ্যা বলার সময়ে সে জানে যে, আমি মিথ্যা ভাষণ করছি, (৩) মিথ্যা বলার পর সে জানে যে, আমার দ্বারা অমূলকভাবে, মিথ্যা ধারণার বশে, মিথ্যা রুচিতে, মিথ্যা ইচ্ছা, অভিলাষ বা সংকল্পের বশে মিথ্যাভাষণ করা হয়েছে।

এমন চেতনাজাত মিথ্যা ভাষণটি নিজে প্রত্যক্ষভাবে বললে এবং যাদের বলা হয়, তারা যদি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে মিথ্যাবাদী ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়; আর বুঝতে সমর্থ হলে মিথ্যাভাষী ভিক্ষুর 'পারাজিকা' অপরাধ

হয়ে যায়।

অপর দিকে এই মিথ্যা ভাষণটি প্রত্যক্ষভাবে না বলে, পরোক্ষভাবে বললে, যেমন : 'আপনাদের বিহারে যে ভিক্ষু অবস্থান করেন, তিনি অমুক মার্গফললাভী' এভাবে মিথ্যা ভাষণটি যাদের বলা হয়, তারা বুঝতে পারলে ভিক্ষুর থুল্লচ্চয় আপত্তি হয়; আর বুঝতে না পারলে ভিক্ষুর দুক্কট আপত্তি হয়।

সংঘাদিশেষ-বিষয়ক আলোচনা

পারাজিকা পর্বের শুরুতেই কামরাগ-বিষয়ক শিক্ষাপদটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংঘাদিশেষ পর্বেও দেখা যায়, ঠিক সেই একই বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হলো। কারণ কী? ব্রহ্মচর্যজীবনে এই একটি মাত্র বিষয় হতে কোনো ভিক্ষু যদি নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন, তার পক্ষে অন্যান্য সকল অপরাধ হতে আত্মরক্ষা তেমন কঠিন হয় না। ভগবান এ কারণেই তৎপ্রবর্তিত ব্রহ্মচর্য কামরাগ দমনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কোনো ভিক্ষু এক দিকে কামরাগ দমনে অসমর্থ, অপরদিকে ব্রহ্মচর্যজীবনের প্রতিও প্রেমময় আকর্ষণ বিদ্যমান। এমনতরো দ্বিমুখী পরিস্থিতিতে, ভিক্ষুটি কোনো স্ত্রী বা পুরুষের সাথে মৈথুন সেবন না করে পারাজিকা হতে আত্মরক্ষার্থে হস্তমৈথুন জাতীয় কামসেবনের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এভাবে আত্মরক্ষার আশ্রয় গ্রহণদ্বারা ভিক্ষুটির ভিক্ষুত্ব রক্ষা পায় বটে, কিন্তু তাকে সংঘ হতে সাময়িক বর্জন নামক সংঘাদিশেষ অপরাধের দণ্ড ভোগ করতে হয়। সংঘাদিশেষ অপরাধের দণ্ড বা শাস্তিকে বলা হয় পরিবাস ব্রত। এই দণ্ডপ্রক্রিয়াটির ধরন এমনই যে, অপরাধী তার সেই কু-স্বভাবটি ত্যাগ করতে লজ্জা ও ভয় (হিরি-ওত্তপ্প) উভয়টির শিকার হয়ে থাকেন।

'পারাজিকং' গ্রন্থে শুক্র মোচনের ২৯ প্রকার কারণ প্রদর্শিত হয়েছে। ইহাদের যেকোনো একটি দ্বারা সজ্ঞানে শুক্রমোচনে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ সংঘটিত হয়। এখানে 'সজ্ঞানে শুক্রমোচন' এই বাক্যাংশটিই সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শুক্রমোচনটি যেকোনো কারণেই হোক না কেন, তাতে স্বেচ্ছায় বীর্যপাত ঘটানোটা আসল কথা। পুরুষের লিঙ্গ উত্তেজনায় শুক্রপাত হয়। অনুত্তেজিত লিঙ্গে ডায়বেটিক্স বা বহুমূত্র রোগে আসা বীর্য ক্ষরণের বিষয়টি কোনো অপরাধ বলে গণ্য হয় না। আবার ২৯ প্রকার কারণে সাধারণভাবে প্রাথমিক লিঙ্গ উত্তেজনায় কামভাব জাগ্রত হলে দুক্কটাপত্তি হতে পারে, কিন্তু সংঘাদিশেষ অপরাধ হয় না। সংঘাদিশেষ অপরাধ তখনই সংঘটিত হবে,

যখন সেই কামভাব বৃদ্ধির ফলে লিঙ্গের উত্তেজনা চরমে গিয়ে পৌঁছবে; আর তাতে বীর্যস্থান হতে বীর্যের চ্যুতি ঘটবে। ফলে, স্খলিত বীর্য লিঙ্গদ্বারের বাইরে না আসলেও সংঘাদিশেষ অপরাধটি সংঘটিত হয়ে যায়।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, কীভাবে বুঝা যাবে যে, বীর্যস্থান হতে বীর্যটি স্খলিত হয়ে গেল? কাম উত্তেজনার পাশাপাশি প্রথমে সুখানুভূতি এবং পরে অবসাদ বা দৈহিক দুর্বল ভাব যখনই প্রকাশ পাবে, তখনই বীর্য স্খলিত হয়ে গেছে বলে জানতে হবে।

স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে এই কাম-ইচ্ছা, লিঙ্গ উত্তেজনার চরমতা বীর্য স্খলনে সুখানুভূতি সবই অনুভূত হলেও তা অপরাধের মধ্যে গণ্য হয় না। যেহেতু এ সকল প্রক্রিয়া ঘুমের ঘোরে অবচেতন মনেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু, চরম লিঙ্গ উত্তেজনায় বা বীর্যস্খলন মুহূর্তে জাগ্রত হয়ে কোনো ভিক্ষু বীর্যস্খলনে ইচ্ছুক হলে, বা স্খলন চলাকালে সুখানুভূতিতে অভিরমিত হলেই সংঘাদিশেষ অপরাধের শিকার হতে পারে। এমন সংকট মুহূর্তে চিত্তে অশুচি ভাবনা দ্বারা কামের প্রতি ঘৃণা ও দুঃখভাব জাগ্রত করতে পারলে সংঘাদিশেষ অপরাধ হতে আত্মরক্ষা সম্ভব হয়।

মাতৃজাতির দেহের সাথে কামচিত্তে সংসর্গ বলতে স্ত্রীদেহের যেকোনো অংশ একবার স্পর্শে একটি সংঘাদিশেষ, এভাবে যতবার স্পর্শ করবে ততবার সংঘাদিশেষ হবে।

তবে, স্ত্রী ধারণায় কোনো নপুংসককে কামচিত্তে স্পর্শ করলে দুক্কট অপরাধ হবে। এ সকল বিষয়ে ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির সম্পাদিত ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে।

এই শিক্ষাপদ প্রসঙ্গে আরও কিছু আলোচনা প্রয়োজন। ধরুন, কোনো পিণ্ডপাতিক ভিক্ষুকে কোনো মহিলা পাত্রে পিণ্ডদানের সময়ে অসতর্কতাবশত ভিক্ষুর হাতের সাথে মহিলার হাতের স্পর্শ হয়ে গেল। এমতাবস্থায় ভিক্ষুর মনে স্ত্রীজাতির কোমল স্পর্শে কামচিত্ত জাগ্রত না হয়ে শুধু স্পর্শানুভূতি জাগ্রত হলে বিষয়টি কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে?

আবার, একজন অসুস্থ ভিক্ষুকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে কোনো মহিলা ডাক্তার স্পর্শ করলে বা কোনো মহিলা নার্স ভিক্ষুর অঙ্গাদি স্পর্শ করলে ভিক্ষুর মনে কামচিত্ত জাগ্রত না হলেও স্পর্শ সুখানুভূতি জাগ্রত হতে থাকলে বিষয়টি কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে?

খুব সম্ভব, এ সকল পরিস্থিতিতে ভিক্ষু যদি আপন মনে অবিরাম অশুভ ভাবনা ও কায়গতানুস্মৃতি জাগ্রত রাখতে অসমর্থ হন, তাহলে কিঞ্চিৎমাত্র

সুখানুভূতিক্ষণেই সংঘাদিশেষ অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে।

'পারাজিকং' গ্রন্থে তৃতীয় সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বিষয়ে বলা হয়েছে :

যদি কোনো ভিক্ষু কামচিত্তে মাতৃজাতির সাথে গুহ্যদ্বার-প্রস্রাবদ্বার ইত্যাদির গুণ বর্ণনা করে এবং কামসেবনের অনুরোধ জ্ঞাপন করে বা উভয়ে পরামর্শ করে, তখন ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

এখানে আরও বলা হয়েছে, উক্ত প্রকার বাক্যালাপ কোনো ভিক্ষু এক সাথে দুইজন স্ত্রীলোকের সাথে করলে এক সাথে দুইটি 'সংঘাদিশেষ' হবে। অতএব, স্ত্রীজাতির সংখ্যানুসারেই এই আপত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

তবে, স্ত্রীজাতিকে গুহ্যমার্গ বা প্রস্রাবমার্গ ইত্যাদির নাম উল্লেখ না করে শুধু কণ্ঠাস্থির নিম্নভাগ হতে হাঁটুর উপরিভাগ পর্যন্ত কামচিত্তে বর্ণনা করলে বা আলোচনা করলে ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

এখানেই সংঘাদিশেষ আপত্তি ও থুল্লচ্চয় আপত্তির মধ্যে তফাতটুকু স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অন্যথায়, আপত্তি বিচারের ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় এমনই প্রতীয়মান হয় যে, থুল্লচ্চয় আপত্তিটি যেন পারাজিকা আপত্তির পরবর্তী সংঘাদিশেষ আপত্তি সমপর্যায়ভুক্ত অপরাধবিশেষ।

কিন্তু, এখানে আলোচ্য দুক্কটাপত্তি বিষয়ে কিছু প্রশ্ন জাগে। বলা হয়েছে, স্ত্রীজাতির দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা বাদ দিয়ে, শুধু তার বসন-ভূষণের বর্ণনা করে ভিক্ষু কামচিত্তে যদি মৈথুন সেবনের অনুরোধ জানায়, তাতে সেই ভিক্ষুর কেবল দুক্কট অপরাধই হয়ে থাকে। যেখানে ভিক্ষুর কামচিত্তটি বিদ্যমান এবং সরাসরি মৈথুন সেবনেরও অনুরোধ জ্ঞাপন, সেখানে কেন দুক্কট-এর মতো এত লঘু অপরাধ হবে?

ভিক্ষুর ঘটকী তথা নারী-পুরুষের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণে সংঘাদিশেষ আপত্তিগ্রস্ত হওয়া বিষয়টি এখন আলোচনায় আসা যাক।

ভিক্ষুরা যেহেতু গৃহীদের ধর্ম-কর্মাদি উপলক্ষে দায়ক তথা পরিচিত গৃহীবাড়িতে সহজ যাতায়াত করে থাকে। সেই সুবাদে পরিবারসমূহের সকল সদস্যদের ভালোমন্দ বিষয়াশয় সম্পর্কেও সঠিক তথ্য গোচরীভূত হয়ে থাকে। ফলে গৃহীরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে ভিক্ষুদেরকে সহজ মাধ্যমরূপে অনেকেই গ্রহণ করে থাকেন।

অপরদিকে কন্যাদায়গ্রস্ত মাতাপিতাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখে চারি প্রত্যয় দাতা দায়কদের প্রতি ভিক্ষুরাও সহজেই সহমর্মী হয়ে পড়েন। ফলে, কন্যাদায়গ্রস্ত মাতাপিতাদেরকে চিন্তামুক্ত করতে ভিক্ষুরা করুণা চিত্তে,

এক্ষেত্রে এতটুকু ভূমিকা পালন করতে পারেন :

পাত্রী সন্ধানকারীরা যদি ভিক্ষুর সহায়তা কামনা করেন, তখন ভিক্ষু বলতে পারেন অমুক গ্রামে বা অমুক স্থানে, এই নামের পরিবারে আপনাদের অনুকূল পাত্রীর সন্ধান পেতে পারেন। তদতিরিক্ত কিছু বলা আমার পক্ষে বিনয়বিধানমতে অনুচিত এভাবে বর-কনের শুধু এক পক্ষকে সহায়তা দানে বিনয়গতভাবে ভিক্ষুর কোনো দোষ দেখা যে যায় তা 'পারাজিকং' গ্রন্থের নিম্নোক্ত বর্ণনা হতে অনুধাবন করা যায়। যেমন : ১. ভিক্ষু পুরুষপক্ষের সংবাদ স্ত্রীপক্ষীয় লোকের নিকট প্রকাশ করে, তাদের মতামত পুরুষকে বা তৎপক্ষীয়কে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' হয়। ২. পুরুষপক্ষের সংবাদ স্ত্রীপক্ষকে বলার পর, স্ত্রীপক্ষের মতামত পুরুষপক্ষকে না জানালে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। ৩. ভিক্ষু পুরুষ বা স্ত্রী যেকোনো একপক্ষের শুধু সংবাদ গ্রহণ করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। ৪. যদি কিছুসংখ্যক ভিক্ষুকে এরূপ বলা হয় যে, ভন্তে আপনারা অমুক মহিলাকে গিয়ে বলুন, সে যেন আমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে। ভিক্ষুরা সবাই হোক বা একজনই হোক, যদি মহিলাকে গিয়ে সে সংবাদ জানায় এবং তার মতামত পুরুষকে অবহিত করে, তখন সকল ভিক্ষুরই 'সংঘাদিশেষ' হয়। ৫. কোনো ভিক্ষু পুরুষ বা স্ত্রী যেকোনো একপক্ষের সংবাদ গ্রহণ করে নিজের অন্তেবাসী দ্বারা তা চালাচালি করালে উভয়ের 'সংঘাদিশেষ' হয়। ৬. গুরু হতে অন্তেবাসী সংবাদ গ্রহণের পর গুরুকে না বলে সরাসরি তা চালাচালি করলে উভয়ের 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।"

'পারাজিকং' গ্রন্থে কুঠির বা বিহার নির্মাণ করতে গিয়ে সংঘাদিশেষ অপরাধগ্রস্ত হওয়ার অনেক কারণ উল্লিখিত হয়েছে, মহাশ্মশান, জনপথ এবং উদ্যানের ন্যায় জনকোলাহলপূর্ণ স্থান এবং পাহাড়, টিলাদির মতো ঢালুস্থানে চারিপাশে শকট পরিমাণ স্থানের অভাব যুক্ত হলে বিহার নির্মাণ না করার কথা বলা হয়েছে। এই নিরীখে বিচার করলে শহর, নগরকেন্দ্রিক এবং পার্বত্য এলাকার অনেক বিহারই অনুপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল বিহার নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট ভিক্ষু যদি সংঘাদিশেষ অপরাধে ভিক্ষু সাময়িক বর্জন তথা পরিবাস দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে থাকেন। তখন কুঠির বা বিহারটির কী হবে? বলা হয়েছে, ভিক্ষুটি তখন সেই বিহার বা কুটিরটিকে পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা দিতে হবে এবং বিনয়ানুকূলভাবে পুনর্নির্মাণ করতে হবে। এটা না করলে সেই ভিক্ষুর আরও একটি 'সংঘাদিশেষ' এবং একটি দুক্কটাপত্তি হবে।

অষ্টম সংঘাদিশেষ আপত্তির মধ্যে পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে পারাজিকা দোষে দুষ্ট প্রতীয়মানকারী ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয় বলে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। কিন্তু, প্রকৃত দোষী ভিক্ষুর প্রতি দণ্ডবিধান কেমন হবে? এ প্রশ্নে 'পারাজিকং' গ্রন্থের ৩৮৭নং হতে বর্ণনা পাওয়া যায় :

"পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা, কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।"

একাদশ ও দ্বাদশ সংঘাদিশেষ অপরাধ হচ্ছে সংঘভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে। 'পারাজিকং' গ্রন্থে এ বিষয়ে ১৮ প্রকার সংঘভেদের কারণে শুধুমাত্র সংখ্যাটি উল্লেখ করেই সমাপ্ত করা হলো; তাদের কোনো পরিচিতি দেয়া হয়নি। তবে বলা হয়েছে এই সংঘভেদ সংগঠিত হয় এক নিকায়ে সমন্বিত ভিক্ষু এবং একই সীমায় বসবাসকারী ভিক্ষুদের মধ্যে; ভিন্ন নিকায় ও ভিন্ন সীমায় বসবাসকারী ভিক্ষুদের মধ্যে নহে। এক, দুই বা তিনজন ভিক্ষু দ্বারা সংঘভেদ হয় না। এক দুই করে চার বা ততোধিক ভিক্ষু পৃথকভাবে ধর্মবিনয়কর্ম সম্পাদন শুরু করলে এবং তারা একই নিকায় ও একই সীমায় অবস্থানকারী হলেই সংঘভেদ কর্ম সম্পাদিত হয়।

যে কারণে বা মতবিরোধের ফলে সংঘভেদ হয় তার মীমাংসায়, খণ্ডিত সংঘ ঐকমত্য পোষণ করলে 'সামগ্রিক উপোসথ' নামক বিনয়কর্মের মাধ্যমেই সংঘের পুনঃ একত্রীকরণ হয়, সংঘভেদ রহিত হয়।

১৩নং সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদে কুলদূষক কর্ম নামক যে বিষয়টির উল্লেখ হয়েছে, তা হচ্ছে প্রব্রজিত হয়ে গৃহীদের সাথে ভিক্ষু ধর্মবিনয়ানুকূল সম্পর্ক কোন পর্যায়ে হলে তা দোষনীয় হয়, সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা স্বরূপ। একুশ প্রকারে সেই কুলদূষক কর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে। ধর্মদান ব্যতীত অন্যবিধ উপায়ে গৃহীদের সন্তোষ বিধানে চেষ্টায় গৃহীদেরকে ব্যক্তিগত ও সাংঘিক অধিকারভুক্ত বাঁশ, পত্র, পুষ্প, দন্তকাষ্ঠ, পানীয় ও ব্যবহার্য জল, সাবান, মৃত্তিকা ইত্যাদি দান করা (১-৮.) খোশামোদ করা, সত্যের আবরণে মিথ্যা বলা, ছেলে-মেয়েদের আদর করে মাতাপিতার মন ভুলানো, গৃহীদের সংবাদবাহক হিসেবে কাজ করা, চিকিৎসকের কাজ করা, আবাহ-বিবাহে ওকালতি করা, গৃহীদের কাজ করে দেয়া, পিণ্ড-প্রতিপিণ্ড দেয়া, দাতাকে প্রতিবস্তু দান দেয়া (৯-১৮.) এবং ভিটেমাটি মাপা তথা আমিনের কাজ, জ্যোতিষবিদ্যা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তথা লক্ষণবিচার (১৯-২১.) ইত্যাদি কর্ম সম্পাদন করাকে কুলদূষক কর্ম বলে।

এ জতীয় কুলদূষক কর্ম সম্পাদনকারী ভিক্ষু যে বিহারে অবস্থান করেন, সে বিহারে পরবর্তীকালে কোনো ধর্মবিনয়বাদী সুশীল ভিক্ষু অবস্থান করতে গেলে, সে ভিক্ষুকে গৃহীরা বিরূপ সমালোচনা করেন এবং তেমন শীলবান ধর্মবিনয়গারবী ভিক্ষুর প্রতি অশ্রদ্ধা অগৌরব প্রদর্শিত হওয়ার ফলে তেমন গুণবান ভিক্ষুরা সে সকল বিহারে অবস্থানে অক্ষম হয়ে থাকেন। দুঃশীল দুরাচারী ভিক্ষুরাই সে সকল বিহারে জনপ্রিয় হয়ে থাকে। ফলে বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শবর্জিত এ সকল পাপী ভিক্ষু-গৃহীদের দ্বারা অচিরেই বুদ্ধ শাসন কলুষিত হয়, বিনষ্ট হয়।

অনিয়ত ধর্ম পর্যালোচনা

সংঘাদিশেষ আপত্তির পর অনিয়ত ধর্মের আলোচনায় আসতে হয়। অনিয়ত বলতে অনির্ণীত বা অনির্দিষ্টতা বুঝায়। অর্থাৎ, অপরাধটি কোন পর্যায়ের তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তাই নির্দিষ্ট করতে একজন নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শী তথা স্বাক্ষীর প্রয়োজন। তেমন নির্ভরযোগ্য স্বাক্ষী কে হবেন? স্রোতাপত্তি মার্গফললাভীরা জীবনান্তেও মিথ্যার আশ্রয় নেন না। তাই অনিয়ত ধর্ম জাতীয় বিষয়ে তাঁদের প্রদত্ত স্বাক্ষ্যপ্রমাণকেই নির্ভরযোগ্য বলা হয়েছে। কিন্তু দুই অনিয়ত ধর্মের সত্যতা নিয়ে স্বাক্ষীরূপে শুধু স্রোতাপন্না তথা আর্যশ্রাবিকাকে কেন সুনির্দিষ্ট করা হলো? *পারাজিকং* গ্রন্থের বর্ণনাতে দেখা গেল, মহা উপাসিকা বিশাখাই দেখতে পেলেন, ভিক্ষু উদায়ীকে এক কুমারীর সাথে নির্জনে, একাসনে বসে আছেন। শুধু এ কারণেই যদি স্রোতাপন্না আর্যশ্রাবিকার দেয়া স্বাক্ষ্য প্রমাণকে সুনির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে, তাহলে শিক্ষাপদের এমন উল্লেখের উপর প্রশ্ন উঠা স্বাক্ষীর ভিত্তি হয় অর্থাৎ তেমন একজন আর্য উপাসকই যদি কোনো ভিক্ষুকে কোনো কুমারীর সাথে কামসম্ভোগের উপযোগী কোনো আচ্ছাদিত স্থানে একাকী একাসনে বসে থাকতে বা শুয়ে থাকতে দেখেন, তখন কি সেই আর্য উপাসকের দেয়া স্বাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হবে?

আরও প্রশ্ন থেকে যায় স্রোতাপন্ন নহেন এমন একজনের দৃষ্টিতে উক্ত বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হলে, তখন তার স্বাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হবে কেন, যদি ঘটনাটি সত্য হয়? ভালো, এমন সাধারণ ব্যক্তির স্বাক্ষ্যতার মধ্যে তিনি হয়তো পাচিত্তিয় অপরাধকে সংঘাদিশেষ বলতে পারেন, অথবা সংঘাদিশেষকে পারাজিকা অপরাধ বলতে পারেন। তাই সাধারণ পুদ্গল অনির্ভরযোগ্য বিধায়, স্রোতাপন্নার অভাবে অপরাধটির নিষ্পত্তি কীভাবে

হবে?

এই প্রশ্নে *পারাজিকং* গ্রন্থে কোনো দিকনির্দেশনা নেই। অধিকন্তু এ ক্ষেত্রে যেই সিদ্ধান্তটি আছে, তা এমন অসংলগ্ন যে, পুরো সিদ্ধান্তই অযৌক্তিক মনে হয়। যেমন ৪৪৬নং ক্রমে বলা হয়েছে :

"যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে, আমি উপবিষ্ট অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মৈথুন সেবন করতে দেখেছি। তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : সত্যই আমি উপবিষ্ট ছিলাম বটে, তবে মৈথুন সেবন করিনি। তখন সেই আর্যশ্রাবিকার কথানুযায়ী সত্যতা যাচায়ে যদি উক্ত ভিক্ষু উপবিষ্ট হয়, তাহলে উপবিষ্ট-হেতু সেই ভিক্ষু 'পাচিত্তিয়' আপত্তিতে দোষী বলে গণ্য হবে।"

উপরোক্ত বক্তব্যটি যদি মূলের সঠিক অনুবাদ হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয়, আর্যশ্রাবিকা তো নিশ্চিতভাবে সত্যবাদী। আর তিনিই বলছেন, 'আর্যকে আমি উপবিষ্ট অবস্থায় স্ত্রীলোকের সাথে মৈথুন সেবন করতে দেখেছি।' তখন তাঁর সেই বক্তব্যই তো সিদ্ধান্তের জন্যে চূড়ান্ত বলে গণ্য হওয়া প্রয়োজন ছিল। বাস্তবে তা না হয়ে দেখা গেল অপরাধী ভিক্ষুর বক্তব্য অনুসারেই পারাজিকার পরিবর্তে পাচিত্তিয় আপত্তি বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

এতসব অসংলগ্নতার পরও, আরও কথা থেকে যায় এই অনিয়ত ধর্মানুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিটির বিষয়ে মনে করুন, ভিক্ষুটি পারাজিকা, সংঘাদিশেষ এই তিনটি অপরাধের কোনোটি সংগঠিত করলো, তা নির্ণয়ে স্রোতাপন্না কোনো উপাসিকা যদি না থাকেন, তাহলে অপরাধ নির্ণয়ে উপায়টি কী হবে? এ প্রশ্নে অপরাধীর স্বীকারোক্তিকেই একমাত্র আশ্রয় করতে হয়। এবং এই স্বীকারোক্তি আদায় পদ্ধতিটি যে সকল প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় তার কোনো উপস্থিতি 'পারাজিকং' গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

নিস্‌সগ্গিয় বিষয়ক আলোচনা

'পারাজিকং' গ্রন্থের ৪৬১নং ক্রমিকে দেখা যায়, আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির অতিরিক্ত চীবর (কঠিন চীবর বহির্ভূত) লাভ করাতে তা আয়ুষ্মান সারিপুত্র স্থবিরকে দান করতে ইচ্ছুক হলেন। কিন্তু সারিপুত্র স্থবির তখন সাকেতে অবস্থান করছিলেন। ভগবানকে বিষয়টি ব্যক্ত করলেন। ভগবান তখন আয়ুষ্মান আনন্দের নিকটে জানতে চাইলেন, সাকেত হতে সারিপুত্র কয়দিন পরে আগমন করবেন। ভদন্ত আনন্দ বললেন, নয় বা দশ দিন পরে আসবেন। ভগবান তখন, সেই হিসেবের প্রেক্ষিতে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করে

বললেন, অতিরিক্ত চীবর দশ দিন পর্যন্ত নিজ অধিকারে অধিষ্ঠান অথবা বিকপ্পন ব্যতীত রাখতে পারবে। তদতিরিক্ত রাখলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হবে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, শ্রাবস্তী হতে সাকেতের দূরত্ব এবং ভদন্ত আনন্দের সম্ভাব্য সময় নির্ধারণের উপর ভিত্তি করে ভগবান যেই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করলেন। যদি, সাকেতের চেয়ে কম-বেশি দূরত্বে অবস্থিত কোনো ভিক্ষুকে চীবর দানের ইচ্ছা হতো তখন ভগবান এই দশ দিনের সময়টির কোনো হেরফের করতেন কিনা? তাই এ জাতীয় শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্তির ক্ষেত্রে দূরত্বের মাপকাঠি এবং সম্ভাব্য আগমন সংবাদের উপর নির্ভরশীল রেখেই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্তি হলে তা স্থানকাল ভেদে সর্বযুগে সর্ব সময়ে প্রশ্নাতীত থাকতো।

'পারাজিকং' গ্রন্থের ৪৭১নং ক্রমিকে দেখা যায় ত্রিচীবরধারী ভিক্ষুরা সংঘাটি নিক্ষেপ করে শুধুমাত্র অন্তর্বাস ও উত্তরাসঙ্গ নিয়ে জনপদ পর্যটনে চলে গেলেন। এতে সঙ্ঘাটিগুলো ভিজে, চিটাপড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। আর সেই সংরক্ষণ উদাসীনতা রোধ করতেই ভগবান কর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হলো :

"যদি কোনো ভিক্ষুর চীবর প্রস্তুতিকার্যাদি শেষ হলে এবং কঠিন চীবর প্রাপ্ত হয়ে তার ফল শেষ না হতেই, নিজের অধিষ্ঠিত ত্রিচীবর ব্যতীত কোনো ভিক্ষু একরাত্রিও বাস করে, সেই ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে।"

এখানে শিক্ষাপদের উদ্দেশ্যটি সহজেই অনুমেয় যে, চীবরগুলোর সংরক্ষণে যত্নবান হতেই এমনতরো শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্তি করা। কিন্তু, আইন যখন জারি হয়, তখন কোনো অবস্থাতেই সে আইন লঙ্ঘন করলে অপরাধী হতেই হয়। তাই, ত্রিচীবরের কোনোটিই হস্তপাশের বাইরে রেখে অরুণোদয় করা অনুচিত।

তথাপি ৪৭৩নং ক্রমিকে দেখা যায় ভগবান অসুস্থ তথা অক্ষমতার কারণে ত্রিচীবর ব্যতীত রাত্রিবাসে কোনো অপরাধ নেই বলে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করেছেন। ৪৭৫নং ক্রমে আরও দেখা যায়, বিশেষ কারণে সংঘে সম্মতি নিয়েও ত্রিচীবর ব্যতীত রাত্রিবাস করা যাবে, এমন শিক্ষাপদও ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।

৫৮৩নং, ৫৮৮নং এবং ৫৯৪নং ক্রমিকে ভিক্ষুদের পক্ষে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যেকোনো দেশের প্রচলিত মুদ্রা এবং স্বর্ণ,

রৌপ্য, মণি-মুক্তাদি গ্রহণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেন এই নিষেধাজ্ঞা? টাকা পয়সা ও স্বর্ণ-রৌপ্যাদি লঘুভাব মহার্ঘ সম্পদ ভিক্ষুকে গৃহী সুলভ স্বনির্ভর মানসিকতার জন্ম দেয়, এবং স্বেচ্ছাচারী করে তোলে। অথচ, আদর্শ ভিক্ষুজীবনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে—"পরপটিবদ্ধামে জীবিকাতি" পরের শ্রদ্ধাদত্ত চারি প্রত্যয় (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, এবং ওষুধ)-এর উপরেই নির্ভরশীল থাকা। এমন জীবন থাকে সর্বদা নির্ভাবনাময়, লঘুভারসম্পন্ন এবং স্থান, প্রতিষ্ঠান আর দ্রব্যাসক্তিবিমুক্ত, মান, অহংকারহীন সুউচ্চ ত্যাগময় এক দুর্লভ উদার জীবনের অধিকারী হওয়া যায়।

তবে, বর্তমান বস্তুবিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার ইন্টারনেট আর বিশ্বায়নের দাপটে সমগ্র পৃথিবী একটি ক্ষুদ্রগৃহে পরিণত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আর্থিক মাধ্যমও হয়ে পড়েছে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি মুহূর্তের প্রয়োজনে অপরিত্যাজ্য একটি অঙ্গ। ভিক্ষান্নাদি চারি প্রত্যয় নির্ভরতায় ভিক্ষুজীবনের সহজ অনুশীলন সম্ভব হয় শুধু চাকমা, বড়ুয়া, মার্মাদের মতো বৌদ্ধ আচার-সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত সমাজ পরিমণ্ডলে। এর সামান্য বাইরে পা দিতে গেলেই আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমটি ভিক্ষুর জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে, চট্টগ্রাম হতে রাঙ্গামাটি যাতায়াতে বড়ুয়া-চাকমা-নির্ভর হয়ে চলা সম্ভব হলেও বিশ্বের অন্য কোনো দেশে গমনাগমনে মুদ্রার ব্যবহার একজন ভিক্ষুর পক্ষে অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে বিসর্জন দিয়ে সাংঘিক ও শাসনিক প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়া এবং দেশনাগামী এই নিস্‌সগ্গীয় আপত্তিকে যথানিয়মে, যথাগৌরবে অনুকূল পরিবেশে সংশোধনের ব্যবস্থায় অনুশীলনে রুচিবান থাকা ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প নেই। তাই, যেকোনো ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে বর্জন করে, সাংঘিক সঞ্চয়ের আশ্রয় নেয়াই প্রতিটি নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি মুক্তির একমাত্র সহজতম উপায়।

'পারাজিকং' গ্রন্থের বর্তমান অনুবাদক আয়ুষ্মান বুদ্ধবংশ ভিক্ষু ৬০১নং ক্রমিকের উপর অতিরিক্ত পাত্র ধারণ সম্পর্কিত শিক্ষাপদটির উপর ফুট নোট দিতে গিয়ে কিছুটা অস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন।

"এখানে অতিরিক্ত পাত্র বলতে, যে পাত্রটি বিনয়ানুযায়ী অধিষ্ঠান বা বিকপ্পন (বিসর্জন) কিছুই করা হয় না, সেই পাত্রকেই বুঝায়। ভিক্ষুমাত্রেই নিজের প্রতিদিনে ব্যবহার্য ত্রিচীবর অধিষ্ঠানের ন্যায় একটি পাত্র অধিষ্ঠান করতে হয় এবং যদি অন্য কোনো পাত্র নিজের কাছে থাকে, তাহলে সে পাত্র বিকপ্পন (বেনামা বা বিসর্জন) করে রেখে দিতে হবে।"

এখানে শিক্ষাপদটি হলো অতিরিক্ত পাত্র রাখার বিষয়ে; নিজের পূর্বে অধিষ্ঠিত এবং ব্যবহার্য পাত্র বিষয়ে নহে। নিজের অধিষ্ঠিত পাত্রকে অধিষ্ঠিত ত্রিচীবরের ন্যায় প্রতিদিন রাতে সূর্যোদয় পর্যন্ত হস্তপাশে রেখে অধিষ্ঠান রক্ষা করতে হয় না। ইহা যতদিন পাঁচ বার পর্যন্ত মেরামত কার্যসম্পন্ন করা না হয়, ততদিন অন্য দ্বিতীয় কোনো পাত্র অধিষ্ঠান ও ব্যবহার করা যায় না। ইহাই নিয়ম, ইহাই বিধান।

পবিত্র বিনয়পিটকের প্রথম গ্রন্থ 'পারাজিকং'-এর ভূমিকা লিখতে গিয়ে এ যাবৎ যা আলোচনা করা হলো তাতে ৮টি অধ্যায়ের পারাজিকা, সংঘাদিশেষ এবং নিস্‌সগ্গিয় এবং অনিয়ত এই অধ্যায়ের উপরেই আলোকপাত করা হয়েছে। কারণ গ্রন্থটির এই তিনটি অধ্যায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রাতিমোক্ষভুক্ত অপর অধ্যায়সমূহ হচ্ছে পাচিত্তিয়, প্রতিদেশনীয়, সেখিয়া এবং অধিকরণ শমথ। এ সকল অধ্যায়ের শিক্ষাপদসমূহ পারাজিকা আপত্তি, সংঘাদিশেষ আপত্তি, থুল্লচ্চয় আপত্তি, নিস্‌সগ্গিয় আপত্তি, পাচিত্তিয় আপত্তি এবং দুক্কটাপত্তি এই ছয় আপত্তির জন্মদাতা। আপত্তিসমূহের পর্যালোচনাকালে অধ্যায়সমূহের প্রতিটি শিক্ষাপদ আমার আলোচনায় আসেনি। শুধু সে-সকল শিক্ষাপদ নিয়েই আমি আলোচনা করেছি, যেগুলো বর্তমানকালের ভিক্ষুজীবনে কম-বেশি ঘটতে দেখা যায় এবং যেগুলো নিয়ে প্রায় ক্ষেত্রে নানা প্রশ্ন ও বিতর্কের জন্ম হয়। আমি, এ সকল প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছি, চলমান যুগ প্রেক্ষাপটে। তাই আমার প্রদত্ত সমাধানের উপর যদি কারো ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়, তা ধর্মবিনয়ানুকূল হলে সাধুবাদের সহিত গৃহীত হবে।

পরিশেষে স্নেহভাজন অনুবাদক আয়ুষ্মান বুদ্ধবংশকে মৈত্রীময় অপার আশীর্বাদ জানাই তার শ্রম ও মেধালব্ধ এই অনুবাদ কর্মের জন্যে। অনুবাদের ভাষণ ও বাক্য গঠণগত ত্রুটি এবং মূলের সঠিক অনুবাদ হলো কি না; সেই নিরীক্ষার দায়িত্ব আমি নিতে পারিনি বলে দুঃখিত। পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রেরণায় ও আশীর্বাদে অনুবাদক এ কাজের মাধ্যমে বুদ্ধশাসনের দুর্লভ সেবা করার সুযোগ পেলো। এতে আমিও তৃপ্তি এবং গৌরব বোধ করছি, তাদেরকে পালি ভাষা শিক্ষাদানে যৎকিঞ্চিত অবদান রাখতে পেরেছি বলে। প্রত্যাশা করব, বর্তমান অনুবাদ ধর্মবিনয়ে গৌরবশীল পাঠক এবং গবেষকগণের চিত্তে সমাদৃত হবে। আর তরুণ অনুবাদক মহোদয় আরও অধিকতর উৎসাহ উদ্দীপনায় বিনয়পিটকের অট্ঠকথাসমূহ অনুবাদের প্রতি মনোযোগী হবেন। আমার এ প্রত্যাশা এ জন্যেই যে, "বিনয়স্‌স নাম

সাসনস্‌স আয়ু”—বিনয় বুদ্ধের ধর্মরাজ্যের প্রাণ। বিনয় অবগত না থাকলে, ভিক্ষুরা শীলবান হবেন কী করে? বিনয়ে অজ্ঞ ভিক্ষু দুঃশীল হতে বাধ্য। সেই দুঃশীল ভিক্ষু দ্বারাই বুদ্ধের শাসন তথা ধর্মরাজ্য ধ্বংস হয়ে থাকে।

এদেশে চলমান বুদ্ধশাসনে আলোর দিশারী পরম পূজ্য বনভন্তের পদতলে সকৃতজ্ঞ প্রণতি জানিয়ে এই প্রার্থনাই করি সকল ভিক্ষু বিনয় অভিজ্ঞ হোক, বিনয়গারবী হোক!

“ভবতু সব্ব মঙ্গলম্‌!”

প্রণত

২৫৫১ বুদ্ধ বর্ষের ১লা জ্যৈষ্ঠ
১৪১৪ বাংলা ১৫ই মে, ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ।

শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
গহিরা বৈজয়ন্ত শান্তিময় বিহার
পশ্চিম গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম

অবতরণিকা

সর্বাগ্রে আমি ত্রিরত্নকে পূজা ও বন্দনা জ্ঞাপন করছি। অতঃপর বন্দনা জানাচ্ছি পূজ্য ‘বনভন্তে’, ‘আচার্য-গুরু’ ও মাননীয় ভিক্ষুসংঘকে। এবং বয়োকনিষ্ঠদের কুশল কামনা করে আমার প্রারম্ভিক কথা শুরু করছি :

উত্থান-পতন এই জগতের অপরিহার্য ধারা। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি স্থল হলো ভারতবর্ষ। যে বৌদ্ধধর্ম ভারতব্যাপী প্রসারিত হয়ে কালক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছিল, সেই ধর্মই নিজ জন্মভূমিতে একসময় নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে দেশ হতে সম্পূর্ণরূপে তিরোধান হয়। ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের ধ্বংস সাধন ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতকে শুরু হলেও তার কারণ গড়ে উঠেছিল বহুকাল পূর্বে হতে। বৈশালীর দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর থেকে বৌদ্ধ ধর্মে বহু মতবাদের সৃষ্টি হওয়ায় অনুসারীরা বহুদল-উপদলে ভাগ হয়ে পড়েছিল। কনিষ্কের সময় হতে মূর্তি গড়া আরম্ভ হয়। বুদ্ধের প্রকৃত ধর্মবিনয়, ধ্যান-সাধনা ছেড়ে দিয়ে দেবতা জ্ঞানে বুদ্ধকে পূজার্চনা করতে শুরু করে এবং অসংখ্য দেব-দেবতার সৃষ্টি করে অন্যান্য ধর্মের উপাস্য দেব-দেবতার সংখ্যা অতিক্রম করে যায়। বোধিজ্ঞান, নির্বাণ-মুক্তি কঠোর ধ্যানসাপেক্ষ আর রইল না। পূজার্চনার মাধ্যমে দুঃখমুক্তি সুলভ, সহজ সরল বলে বিবেচিত হলো। মহাযান ও তন্ত্রযান, মঞ্জুশ্রী মূলকল্প, গুহ্য সমাজ, চক্রসংবর এবং তৎসম্পর্কিত ব্রতশ্চারণ, বলিপূজা ইত্যাদি তপ-জপ ও তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত সত্তা, বৈশিষ্ট্য ও বিনয়নীতি উৎপাটিত হয়ে গেল। এভাবে বৌদ্ধধর্মের মূল বৈশিষ্ট ধ্বংস সাধিত হয়। কীরূপে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি ও ধ্বংস হয়েছে তৎসম্পর্কে আমি এস্থলে সংক্ষিপ্তাকারে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব :

মহাসঙ্গীতি ও নিকায় ভেদ

মহাকারুণিক বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন—খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯৫ অব্দে। তিনি সমস্ত ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন মৌখিকভাবে এবং শ্রাবকরা তাঁর জীবদ্দশাতেই সেগুলো কণ্ঠস্থ করেছিলেন। এই উপদেশ ছিল প্রধানত দ্বিবিধ—১. ধর্ম ও দর্শন এবং ২. ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বিনয়-বিধান। প্রথমটি হলো ধর্ম আর

দ্বিতীয়টি বিনয় নামে আখ্যায়িত ছিল। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বৃদ্ধ প্রব্রজিত সুভদ্রের বিনয়বহির্ভূত ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য শ্রবণে মহাকাশ্যপ স্থবির ভবিষ্যতে মতভেদের আশঙ্কায় ধর্মবিনয় সঙ্গায়নের উপযোগিতা অনুভব করেন এবং সেই বৎসরেই রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজগৃহের সপ্তপর্ণী নামক গুহায় পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করে সকলে সমবেত হয়েছিলেন। মহাকাশ্যপ স্থবিরের নেতৃত্বে ঐ গুহায় ধর্মবিনয় সঙ্গায়ন হয়েছিল। বুদ্ধের উপদেশ শীল ও প্রজ্ঞা—এই দুই বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ জোর দেয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ভিক্ষুগণ এই ধর্মবিনয় কণ্ঠস্থ করে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এরূপে যাঁরা ধর্ম বা সূত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন—তাঁরা ধর্মধর, সূত্রধর কিংবা সৌত্রান্ত্রিক নামে এবং যাঁরা বিনয় সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁদেরকে 'বিনয়ধর' নামে আখ্যায়িত করা হতো।

প্রথম সঙ্গীতির এক শতাব্দীর পরে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৩ অব্দে বৈশালীর বজ্জীপুত্র ভিক্ষুগণ কিছু বিনয়বিধির অবহেলা করতে শুরু করেন। ঐ সময়ে সেই বৈশালীর বজ্জীপুত্র ভিক্ষুরা দশটি বিনয়বহির্ভূত বিষয় ঘোষণা করেন। এই দশবিধ বিনয়বহির্ভূত বিষয়কে অবলম্বন করে বিবাদের সূত্রপাত শুরু হয়। এর পর ভিক্ষুসংঘ পুনরায় একত্র হয়ে বিবাদমান বিষয়ের আপনাপন মত প্রকাশ করে বললেন, 'আমরা ধর্মবিনয় আবৃত্তি করব।' এরূপ বলে তাঁরা সাতশতজন প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত ত্রিপিটকধর অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করে বৈশালীর বালুকারামে সমবেত হয়ে মহাকাশ্যপ স্থবির কর্তৃক কৃত সঙ্গীতির অর্থাৎ প্রথম সঙ্গীতির অনুরূপ সকল প্রকার শাসনমল ধৌত করে পুনরায় পিটক, নিকায়, অঙ্গ ও ধর্মস্কন্ধবশে সমগ্র ধর্মবিনয় আবৃত্তি করলেন। এই সঙ্গীতি আট মাস পর শেষ হয়। এই সঙ্গীতি বা সম্মেলনকে দ্বিতীয় সঙ্গীতি বলা হয়। আবার কিছুসংখ্যক ভিক্ষু এই সঙ্গীতিতে একমত হতে পারলেন না। তারা কৌশাম্বীতে মহাসংঘ নাম দিয়ে পৃথক সম্মেলন আহ্বান করলেন এবং নিজ নিজ মতানুসারে বিনয়-বহির্ভূতভাবে পৃথক ধর্মবিনয় সংগ্রহ করেন। সংঘস্থবির অনুগামী বলে প্রথম নিকায় 'আর্য-স্থবির' বা 'স্থবিরবাদ' নামে আর দ্বিতীয় নিকায় 'মহাসাঙ্গিক' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই দুই সম্প্রদায় প্রথম সোয়াশত বৎসরের মধ্যে স্থবিরবাদ সম্প্রদায় হতে মহাশাসক, সর্বাস্তিবাদী ও ধর্মগুপ্তিক, কাশ্যপীয়, সংক্রান্তিক, সৌত্রান্তিক। বাৎসীপুত্রীয় সম্প্রদায় হতে ধর্মোত্তরীয়, ভদ্রযানিক, ছন্নগারিক, সম্মিতীয় এবং মহাসাঙ্গিক সম্প্রদায় হতে গোকুলিক, প্রজ্ঞপ্তিবাদী বা লোকোত্তরবাদ, এক ব্যবহারিক,

বাহুলিক, চৈত্যবাদী মোট এই ১৮ প্রকার নিকায়ের উৎপত্তি হয়েছিল। এদের মধ্যে পরস্পর মতানৈক্য ছিল বিনয় ও অভিধর্মকে ভিত্তি করে। কোনো কোনো নিকায় আর্যস্থবির সম্প্রদায়দের ন্যায় বুদ্ধকে মানুষরূপে না মেনে অলৌকিকরূপে মানতে আরম্ভ করলেন। তারা বুদ্ধের মধ্যে অদ্ভুত ও দিব্যশক্তির সন্নিবেশ স্বীকার করতেন।

আবার কেহ কেহ শুধু বুদ্ধের জন্ম ও নির্বাণ সম্পর্কিত বাহ্যাড়ম্বরের আস্ফালন দেখাতেন। এভাবে বুদ্ধকে বিভিন্ন চক্ষে বিভিন্নভাবে স্বীকার করার ফলে, তাঁর সূত্র ও বিনয়ের মধ্যেও নানা পার্থক্য দেখা যেতে লাগল। বুদ্ধকে মানবাতীত লীলা অভিনেতারূপে স্বীকার করায় নব নব সূত্রের রচনা হয়েছিল। ঐ সময়ে বৌদ্ধধর্মের তিনটি প্রধান কেন্দ্র ছিল—১. বৈশালী, ২. মথুরা ও ৩. কৌশাম্বী। তাদের মধ্যে বিনয়বিষয়ক আচরণেও কিছুটা ভিন্নতা ছিল। বৈশালীর ভিক্ষুরা ছিলেন বিনয়বিষয়ক আচরণে শিথিল, মথুরাবাসীরা ছিলেন কঠোর এবং কৌশাম্বীবাসীরা ছিলেন মধ্যপন্থী। যখন বৌদ্ধধর্ম পূর্বদেশ হতে পশ্চিম দিকে বাড়ে, তখন পরিবর্তন শুরু হয়। পূর্বদেশ অপেক্ষা পশ্চিম দেশে ব্রাহ্মণদের অধিক প্রাধান্য ছিল। বুদ্ধের জীবদ্দশায় বৌদ্ধধর্ম কোশল, মগধ, বৎস, পঞ্চাল এবং কুরুদেশেই বিস্তার লাভ করে পশ্চিমে উজ্জয়িনী পর্যন্ত গিয়েছিল। পূর্ব ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন রূপ ছিল, কিন্তু মধ্যদেশে ব্রাহ্মণদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ পরিবর্তন দেখা দেয়। এখানেই দুইটি নিকায়ে ভাগ হয়ে যায়—এক কৌশাম্বী, যা দক্ষিণদিকের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন, যা হতে স্থবিরবাদের বিকাশ হয়েছে বলে প্রতীত হয়। দ্বিতীয় মথুরাবাসী নিকায়, যা উত্তর-পশ্চিম দিকে বিস্তার লাভ করে এবং সর্বাস্তিবাদ নিকায়ের উৎপত্তি হয়। অবশ্য সিংহলে কিছুদিন ধর্মগুপ্তিক নিকায়ের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল; পরন্তু তথায় প্রথম হতেই আজ পর্যন্ত স্থবিরবাদ প্রভাব অক্ষুন্ন রয়েছে।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুইশত আঠার বৎসর পর সম্রাট অশোক বুদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে ভিক্ষুসংঘের লাভ-সৎকারে প্রলুব্ধ হয়ে বহু মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ভিন্নমতাবলম্বী বুদ্ধশাসনে ভিক্ষুবেশে প্রবেশ করে এবং শাসনের নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। তখন বৌদ্ধ ইতিহাসে বিভিন্ন শাখা ও উপশাখার বন্যায় এক ভীষণ বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ সময়ে বৌদ্ধ সংঘে যে এক বিরাট বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, তা পূর্বোক্ত নিকায় বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান হয়। অশোকের বুদ্ধধর্ম গ্রহণের পূর্বে উল্লিখিত অষ্টাদশ নিকায় বিদ্যমান ছিল। তারা সকলেই বুদ্ধের শিক্ষাবলীর

যথার্থ প্রতিনিধি বলে দাবী করতেন। এমতাবস্থায় কোনটি বুদ্ধের প্রকৃত ধর্মমত, তা সাধারণের বুঝার বা উপলব্ধির বাইরে ছিল। প্রকৃত ভিক্ষুসংঘ সাত বৎসর যাবৎ উপোসথাদি বিনয়কর্ম থেকে বিরত ছিলেন। শাসন বিশুদ্ধিকরণ মানসে এবং এই সকল বিভীষিকা হতে বুদ্ধধর্মকে রক্ষার জন্যে ও ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ অবগতির জন্যে মহারাজ ধর্মাশোক আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থবিরের সভাপতিত্বে পাটলিপুত্রে অশোকারামে এক ধর্ম মহাসম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। সেই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধসংঘে যে ঘোর বিশৃঙ্খলা উদ্ভব হয়েছিল, তা নিরসন করে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করা এবং মূল বুদ্ধোপদেশের সংকলন করা। একে একে প্রত্যেককে বুদ্ধমতবাদ জিজ্ঞেস করে যারা যথার্থ উত্তর দিতে সক্ষম হয়নি, তাদেরকে শ্বেতবস্ত্র পরিয়ে শাসন হতে বের করে দেয়া হয়। এদের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। এরা সবাই পরিব্রাজক, আজীবক ও তৈর্থিক ছিল। যখন শাসন পরিশুদ্ধ হলো তখন ভিক্ষুগণ সমবেত হয়ে উপোসথাদি বিনয়কর্ম সম্পাদন করলেন। উক্ত মহাসমাগমে উপস্থিত ষাট হাজার ভিক্ষুদের মধ্য হতে ধর্মবিনয়ে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ এক সহস্র ভিক্ষু সম্মেলন করার জন্য নির্বাচন করলেন। এই সম্মেলন অশোকারামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সম্মেলনের অধিবেশন নয় মাস পর্যন্ত চলেছিল। উক্ত সম্মেলনে মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থবির বিরুদ্ধ ধর্মমত খণ্ডন করে **‘কথাবত্থু’** গ্রন্থ রচনা করেন। যা অভিধর্মপিটকের এক অঙ্গ মানা হয়। ভিক্ষুসংঘ পূর্বোক্ত দুইটি সঙ্গীতির অনুকরণে ধর্মবিনয় আবৃত্তি অনুমোদন ও সংগ্রহ করেন। অতঃপর পাটলিপুত্রের এই সম্মেলনে অন্তিমরূপে বুদ্ধবচনসমূহের নিশ্চিতস্বরূপ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা ত্রিপিটক নামে পরিচিত। এই সম্মেলন বৌদ্ধ শাস্ত্রে তৃতীয় সঙ্গীতি নামে প্রসিদ্ধ।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের চারশত পঞ্চাশ বৎসর পর লঙ্কাদ্বীপে বট্টগামিনী অভয় রাজার রাজত্বকালে তারই জনপদে অকৃত্রিম ও বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় মাতুল জনপদে আলোপ পর্বতগুহায় পঞ্চশত অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে মহাধর্মরক্ষিত স্থবিরের সভাপতিত্বে চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ত্রিপিটক তথা বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম পুস্তকাকারে মুদ্রিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর এই সিদ্ধান্তে ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করে মুদ্রিত হয়। এই কারণেই এ সঙ্গীতি ‘পুস্তক লিপিবদ্ধ’ সঙ্গীতি নামে অভিহিত। ইতিপূর্বে বুদ্ধের সময় থেকে আরম্ভ করে সাড়ে পাঁচশত বৎসর এই ধর্মবিনয় ছিল শ্রাবকবুদ্ধ তীক্ষ্ণ, স্মৃতিধর, মহাজ্ঞানী অর্হৎ, ধর্মধারী, বিনয়ধারী

মহাপুরুষদের মুখে মুখে শ্রুতিপরম্পরা, গুরু-শিষ্যপরম্পরা এবং বুদ্ধশাসনের উশৃঙ্খল, বিশৃঙ্খল ও বিস্মৃতি ভবিষ্যতে ধ্বংসের আশঙ্কায় মহাজ্ঞানী ভিক্ষুসংঘ লিপিবদ্ধ করে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেছিলেন।

এদিকে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে তার বলিষ্ঠ সহযোগিতায় জালন্ধারে অথবা কাশ্মীরের কুন্দলবনে বা পিঙ্গলবনে সর্বাস্তিবাদী ভিক্ষুদের দলনেতা আচার্য বসুমিত্রের সভাপতিত্বে পুনরায় চতুর্থ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলন লঙ্কাদ্বীপে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সঙ্গীতির মাত্র ষাট বৎসর পরে সম্পাদিত হয়। এ সম্মেলন বসুমিত্রসহ পাঁচশত সর্বাস্তিবাদী ভিক্ষু কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল। এই সঙ্গীতিতে সর্বাস্তিবাদীদের প্রধান গ্রন্থ 'জ্ঞান প্রস্থান শাস্ত্র'-এর উপর সংস্কৃত ভাষায় তিন লক্ষ শ্লোকের যে 'মহাবিভাষা' নামক ভাষ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, উক্ত গ্রন্থটি অশ্বঘোষ কর্তৃক সংশোধনের পর উৎকীর্ণ করে প্রস্তর পেটকে আবদ্ধ করে ভূপৃষ্ঠে প্রোথিত করে রাখা হয়েছিল। যার উপর মহারাজ কনিষ্ক এক বিশাল স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন।

মহাযান মতবাদের উৎপত্তি ও বিস্তার

পূর্বে বর্ণিত অষ্টাদশ নিকায়ের পরেও নিকায়গত মতভেদের প্রবাহ রুদ্ধ হয়নি। পক্ষান্তরে বুদ্ধধর্মের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন নিকায়ের উৎপত্তি হতে থাকে। ঐতিহাসিক গ্রন্থ দ্বীপবংশ, মহাবংশ ও কথাবত্থুর অট্‌ঠকথায় ঐসব অবান্তর তথা অপেক্ষাকৃত নতুন মতবাদ এবং তাদের সিদ্ধান্ত, দর্শন ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, মহাসাঙ্ঘিক নিকায়ের মধ্যে এক নিকায়ের নাম ছিল 'চৈত্যবাদী', যার উৎপত্তিস্থল হলো অন্ধ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ধ্যানকটক মহাচৈত্য বা মহাস্তূপ। এই চৈত্যবাদী নিকায় হতেই অন্ধ্রভৃত্য, রাজাদের শাসনকালে 'অন্ধ্রক' নিকায়ের উৎপত্তি হয়। অন্ধ্রভৃত্য রাজাদের রাজধানী ছিল ধ্যানকটক, যা 'অন্ধ্রক' নিকায়ের প্রধান ছিল। এই 'অন্ধ্রক' নিকায় হতে পরবর্তীকালে বৈতুল্যক, পূর্বশৈল, অপরশৈল, সিদ্ধার্থক এবং রাজগিরিক—এই পাঁচ অবান্তর নিকায়ের সৃষ্টি হয়। যা হতে পরবর্তীকালে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভেই মহাযান ধর্মদর্শনের উৎপত্তি হয়েছিল।

উপর্যুক্ত অষ্টাদশ নিকায়ের মধ্যে কোনো কোনো নিকায় মহাযানের বিকাশে সহায়তা করেছিল। হিউয়েন সাঙ এমন ভিক্ষুরও নামোল্লেখ করেছেন যে, যারা স্থবিরবাদী হয়েও মহাযান ধর্মমতের অনুসারী ছিলেন।

ইৎসিংয়ের মতে, ‘অষ্টদশ নিকায়ের মধ্যে কারা মহাযান, কারা হীনযান, বলা কঠিন।’ তবে স্বীকার করতে হয় যে, অশোকের পর কনিষ্কের সময় পর্যন্ত যে সকল প্রবৃত্তি বিকাশ লাভ করেছিল; তাতে আমরা মহাযানের পূর্বরূপের দর্শন পাই। সম্ভবত, ঐ সময় দীর্ঘদিন সুপ্ত অথচ অভিলাষিত মহাযানপন্থীরা স্বীয় মস্তক উত্তোলন করেছিল এবং তীব্র গতিতে চারিদিকে নির্মাণকার্য শুরু করেছিল। ঐ সময়ই মহাযান সূত্রসমূহ রচিত হয় এবং মহাযান ধর্ম প্রকটরূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্থবিরবাদপন্থী বৌদ্ধেরা যেমন অশোকের আন্তরিক সহায়তায় সমৃদ্ধি লাভ করেছিল এবং তাদের সাহিত্য-সম্পদ সুরক্ষিত হয়েছিল, তদ্রুপ মহাযানপন্থীরা কোনো বাহ্যিক সহায়তা ও সাহায্য পাননি। ঐ সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে মহারাজ কনিষ্ক সিংহাসনারূঢ়। মহারাজ অশোকের ন্যায় তিনিও এক ধর্ম মহাসঙ্গীতির অধিবেশন আহ্বান করেন এবং সেই অধিবেশনে ‘মহাবিভাষা শাস্ত্র’ নামক এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়। উক্ত অধিবেশনে স্থিরকৃত সিদ্ধান্তানুযায়ী দিকে দিকে ধর্মদূত প্রেরিত হয়, যার ফলস্বরূপ সুদূর চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, থাইওয়ান, তিব্বত প্রভৃতি দেশেও বুদ্ধের বাণীসমূহ প্রচারিত হয় এবং তারই ফলশ্রুতিতে এক বিশাল ভূখণ্ড বৌদ্ধধর্মের অমৃত বারিতে সিক্ত হয়, যাদের ধর্মমত আজকাল মহাযান নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রারম্ভিক কাল হতে হর্ষবর্ধনের সময় পর্যন্ত মঞ্জুশ্রী মূলকল্প, গুহ্যসমাজ ও চক্রসংবর ইত্যাদি অনেক তন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছিল। পুরাতন নিকায়সমূহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সরলতার সাথে আপন মুক্তির উদ্দেশ্যে অর্হৎযান ও প্রত্যেক বুদ্ধযানের রাস্তা উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল। মহাযানপন্থীরা সবার জন্যে বুদ্ধযানেই একমাত্র রাস্তা করেছিলেন। ভবিষ্যতে তার কঠোরতাকে দূর করার জন্য তারা ধারণী ও বোধিসত্ত্বের পূজার বিধি আবিষ্কার করেছিলেন। এ প্রকারে যখন সরল-সহজ মার্গ উন্মোচিত হতে লাগল, তখন তার আবিষ্কারের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। মঞ্জুশ্রী মূলকল্প তন্ত্রের জন্য উপায় উদ্ভাবন করে দিল। গুহ্যসমাজ আপন ভৈরবী চক্রের শরার, স্ত্রী-সম্ভোগ তথা মন্ত্র-তন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা আরও সরল সহজ করেছিল। এসব মতবাদ মহাযানের ভিতর হতেই বের হলো। আমরা আরও পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, মহাযান মতবাদ হতে উৎপত্তি অন্য এক পন্থী, যারা বজ্রযান মতবাদ নামে খ্যাত। সেই বজ্রযানপন্থী বিদ্বান ও প্রতিভাশালী কবি চৌরাশি সিদ্ধাগণ বিলক্ষণ বেশে বিচরণপূর্বক অবস্থান করতেন। এসব লোক ছিলেন মদে-মাতাল। মানুষের মাথার খুলি নিয়ে তারা

শ্মশান কিংবা গভীর জঙ্গলে বাস করতেন। জনসাধারণকে তারা যতই শাসন করতেন, ততই লোকজন তাদের পিছনে পিছনে ধাবিত হত। মানুষ বোধিসত্ত্বের প্রতিমা ও অন্যান্য দেবদেবীর ন্যায় এই সিদ্ধাগণকে অদ্ভুত ক্ষমতা দিব্যশক্তিসম্পদে শক্তিশালী মনে করতেন। রাজা-মহারাজাগণ নিজ কন্যা পর্যন্ত তাদেরকে দান করতেন। আর তারা প্রকাশ্যে স্ত্রী ও শরীর উপভোগ করতেন। এই পাঁচশত বৎসরে ধীরে ধীরে এক তরফা সমগ্র ভারতীয় জনগণ এদের খপ্পরে পড়ে কামব্যসনী, মদ্যপায়ী ও অন্ধবিশ্বাসী হয়ে গেল। এভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে মহাযানপন্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, এই মহাযান মতবাদ ভারতবর্ষকে ছাড়িয়ে চীন, জাপান, কোরিয়া, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া ও থাইওয়ান প্রভৃতি মহাযান মতবাদ অধ্যুষিত দেশে বিস্তার লাভ করেছিল।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত উত্তর ভারতে বিশেষত, বাংলাদেশে মহাযান ধর্ম প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশের বৌদ্ধদের মধ্যে প্রাচীনকালে এক স্মরণীয় মন্ত্র প্রচলন ছিল—'বুদ্ধো বোধেয্যং মুত্তো মোচেয্যং, তীন্নো তারেয্যং" অর্থাৎ আমি নিজে বুদ্ধ হয়ে পরকে উদ্বুদ্ধ করব, মুক্ত করব এবং উত্তীর্ণ হয়ে পরকে পরিত্রাণ করব।" এই মতবাদ ছিল মহাযানদের বোধিসত্ত্ব আদর্শবাদ। মহাযান আচার্যগণকে বার্মায় 'আরি' বা আর্য এবং এদেশে রাউলী বা পূজারী বলা হত। অরিমদ্দন নগরে তারা সংখ্যায় অনেক ছিলেন। তাদের ধর্মমত তন্ত্র-বজ্রযান-মিশ্রিত। থেরবাদীরা তাদেরকে 'শ্রমণকুত্ত' কিংবা কৃত্রিম শ্রমণ নামে ডাকতেন। মনে হয় শ্রমণকুত্তকেরা কেউ কেউ ভোগী লামাদের ন্যায় স্ত্রী পরিগ্রহণ করতেন। এরূপ বিবাহিত ধর্মগুরু নেপাল, ভূটান, সিকিম, কোরিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি মহাযান অধ্যুষিত দেশে বর্তমানেও বিদ্যমান। পরন্তু অনেকে ব্রহ্মচারী জীবনযাপন করেছিলেন। এ সময় বজ্রযানের অনাচার দমনের জন্যে বাংলার অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে গমন করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে যা অনাচরণীয় ছিল এবং মুসলমান অধিকারের পরে নুতন সমাজে যা অনাচরণীয় হলো বৌদ্ধধর্ম শেষে তাদের মধ্যে নিবদ্ধ হয়ে পড়ল। এবং তারা ক্রমে ক্রমে ধর্মের প্রকৃত ধর্মনীতি, বিনয়নীতি ও শীলবিনয় ভুলে গেল। তখন রইল শুধু কয়েকজন মূর্খ ভিক্ষু অথবা ভিক্ষু নামধারী বিবাহিত পুরোহিত। তারা নিজের মতো করে বৌদ্ধধর্ম গড়ে তোলে। তারা কূর্মরূপী এক ধর্মঠাকুর তৈরি করে। এই যে কূর্মরূপ এটি অন্য কিছু নয়, স্তূপের আকারমাত্র। কূর্মের যেমন চারিটি পা ও গলা—এই পাঁচটি

অঙ্গ থাকে, স্তূপেরও তেমনি পাঁচটি অঙ্গ থাকত। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চারদিকে চারটি ধ্যানী বুদ্ধ রাখতেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোনে আর একটি ধ্যানীবুদ্ধ রাখতেন। এরূপে স্তূপটি পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের আবাসস্থান হয়ে ধর্মের সাক্ষাৎ মূর্তিরূপে পরিগণিত হত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, রায়ু, বরুন, ভগবতী, বিশালাক্ষী, বাশুলি, কালী, গণেশ, রাজা, কোটাল, মন্ত্রী, এই সকল ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা। হিন্দুদের নিয়ে প্রবাদ আছে যে—হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতা। এখন দেখা যায় মহাযানী বৌদ্ধেরা হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেব-দেবতার সংখ্যা অতিক্রম করে গেছেন। যা দেখলে বা শুনলে নিজের কাছে লজ্জাবোধ উৎপন্ন হয়। আমরা কি প্রকৃত বৌদ্ধ?

এস্থলে একটি কথা উল্লেখ না করলে হয় না যে—বর্তমানে কিছুসংখ্যক সুবিধাবাদী, স্বার্থান্ধ, অর্থলোভী, প্রকৃত ধর্মবিনয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও নরনারী সেই পূর্বেকার 'গাছা' 'ওজা' বৈদ্যের ভেল্কিবাজীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ঝাড়-ফুক, তন্ত্র-মন্ত্র এবং দেবদেবীর পূজা-অর্চনায় গা ভাসিয়েছেন। যা আপনাদেরকে পূর্বে বুদ্ধের ধর্মের নামে অশুভ বিপজ্জনক দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ধরনের অশুভ কর্ম কাণ্ডকে বিপুলসংখ্যক জ্ঞানী ও প্রকৃত ধর্মবিনয় অভিজ্ঞ ভিক্ষু ও দায়ক যৌথভাবে সম্মিলিত না হলে বন্ধ করা যাবে না। এ কারণে আমি সুশীল ভিক্ষু ও দায়ক সমাজের প্রতি দূরদর্শীসম্পন্ন, বিবেচনামূলক সুন্দর ও শুভ দৃষ্টি কামনা করছি।

বাংলাদেশে রাউলী ও লুরী পুরোহিত

কখন হতে বৌদ্ধ ধর্মাচার্যদের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়েছিল, তা বলা কঠিন। এই বিবাহিত পুরোহিত নেপাল, তিব্বত, কোরিয়া, চীন ও জাপান ইত্যাদি মহাযান অধ্যুষিত দেশে দেখা যায়। বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় যে—আউল, বাউলদের ন্যায় 'রাউল' নামে একটি পুরোহিত সম্প্রদায় কোনো কোনো স্থানে বিদ্যমান ছিল। পূর্বে বড়ুয়া সমাজে যধরা রাউলী, থান রাউলী, খুদ্যা রাউলী, চান রাউলীর গোষ্ঠি বা বংশপরম্পরা কোনো কোনো অঞ্চলে ছিল। বাংলাদেশে প্রতিবেশী অন্য জাতির কাছে বৌদ্ধ-পুরোহিতেরা তখন 'রাউলী' নামে পরিচিত ছিলেন। আরাকানী ভাষায় পুংগ্রী উপাধিধারী কয়েকটি পুরোহিত গোষ্ঠী সমাজে দেখা যায়, যেমন : আরিপা পুংগ্রী, আনপ্প, মোরপ্প ও হাড়িপা পুংগ্রী ইত্যাদি। তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য হাড়িপা, কানুপা, তিলোপা প্রভৃতি নামের সাথে তাদের

নামের সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এই সকল গৃহী পুরোহিতেরা বংশপরম্পরা বৌদ্ধ সমাজে কালীপূজা, দুর্গাপূজা, মনসাপূজা প্রভৃতি পশুবলি পর্যন্ত স্বহস্তে সম্পাদন করত।

এবারে আসা যাক 'লুরী'দের সম্পর্কে—পূর্বে পার্বত্যাঞ্চলে চাকমা সমাজে ধর্মাচার্য 'লুরী' দেখা যেত। বর্তমানে কোনো কোনো অঞ্চলে দেয়া যায়। আমি ২০০০ সালে, পানছড়ি থানাধীন লোগাং তারাবন অরণ্য কুটিরে অবস্থানকালীন সেখানে 'লুরী' পুরোহিত দেখেছি। এই লুরী শব্দটি 'রাউলী'; চাঙমা ভাষারই উচ্চারণগত রূপ। মনে হয়, চাঙমাদের লুরী শব্দটি রালী শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত বড়ুয়া 'রাউলী' অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বড়ুয়া সমাজে যেরূপ বিদ্যমান ছিল; সেরূপ এই 'লুরী'ও চাঙমা সমাজে বিদ্যমান ছিল। তখন যে সকল ধর্মগ্রন্থ ছিল, তদ্‌দ্বারা 'লুরী' সম্প্রদায় ঐ সকল ধর্ম-কর্ম অর্থাৎ পৌরহিত্য-কার্য সম্পাদন করত। লুরী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শাস্ত্রের নাম 'আঘরতারা'। 'আঘর' শব্দের অর্থ পৌরাণিক বা পূর্বেকার, 'তারা' শব্দের অর্থ সমষ্টি, অর্থাৎ পৌরাণিক শাস্ত্রের সমষ্টি। চাঙমা সমাজের জনগণ এ সমস্ত আঘরতারায় নিহিত বিধানানুসারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পূজাদি সম্পন্ন করত। এ ছাড়া ধর্মীয় রীতিনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্মকাম বা শিবপূজা, বুরপারা বা মাথাধোয়া, মরা মৃত্যুতে শবদাহ, সাত দিন্যা বা সাপ্তাহিক ক্রিয়া, বজরি বা বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, ভাত-দ্যা ইত্যাদি সম্পন্ন করার সময় এই 'লুরী' ধর্মীয় গুরু হিসেবে ভূমিকা পালন করে। রাউলী বা চাকমা লুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে কারো থেরবাদ ধর্মবিনয়ানুযায়ী উপসম্পদা ছিল না। উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে এদেশে তান্ত্রিক পৌরহিত লুরী কিংবা রাউলীদের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে ধর্ম সংস্কারের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, এর প্রেরণা আরাকানের থেরবাদী ভিক্ষুসংঘ হতে এসেছিল। তবে বর্তমানে পূজ্য বনভন্তের আবির্ভাবে এ পাবর্ত্যাঞ্চলে পূর্বের সেই লুরী পুরোহিতের প্রভাব বা তৎপরতা অনেকাংশে কমে গেছে বৈকি।

বাংলাদেশে থেরবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ সংঘরাজ সারমেধের অবদান

সাধারণত, আমরা পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাই যে—সমাজ, জাতি ও কালের প্রয়োজনে মহাত্যাগী, মহাজ্ঞানীগণ, এ বিশ্ব-জগতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এ বাংলার বৌদ্ধদের সামাজিক অবস্থা, রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা কতদূর উন্নত ছিল, তার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। সেই সময় সামাজিক

পরিস্থিতি নিতান্তই পশ্চাদপদ ছিল। বৌদ্ধ সমাজ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বিবিধ কুসংস্কার ও মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন ও প্রকৃত ধর্মজ্ঞানহীন অন্ধ হয়ে পড়েছিল। তারা তান্ত্রিক ও প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমান সমাজের অনুকরণে দেবদেবীর পূজা পার্বণে অভ্যস্ত ছিল, পীর-ফকিরদের সিন্নি দিত এবং তাদের কুল দেবতা 'মা মগধেশ্বরী'র সেবাপূজাও করত। দেবদেবীর দয়া-দাক্ষিণ্য ও করুণা লাভের প্রত্যাশায় গৃহপালিত পশুপক্ষী পর্যন্ত বলিদান করত। গৃহী বৌদ্ধরা নিষিদ্ধ পশুপক্ষী লালনপালন করত। শ্রাদ্ধে, বিবাহাদিতে সেই সকল প্রাণীর মাংস ব্যবহার করা হত। বর্তমানেও দেখা যাই যে—এখনো পর্যন্ত এদেশের বৌদ্ধ বড়ুয়া, চাকমা, মারমারা প্রাণীর মাংস দিয়ে বিবাহাদি অনুষ্ঠান সম্পাদন করে থাকেন—যা মোটেই বৌদ্ধোচিত ন্যায়সংগত নহে; যা সদ্ধর্মের পরিপন্থী। এসব বিনয়বিরুদ্ধ কাজে বৌদ্ধ পুরোহিতগণ সক্রিয় নেতৃত্ব দিতেন। সেই সময়কে বলা হত—প্রকৃত থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের ঘোরান্ধকার ও শোচনীয় অবস্থার কাল। যে-সকল মহাত্যাগী, মহাজ্ঞানী ও মহাগুণসম্পন্ন ব্যক্তি জীবন উৎসর্গ করে সেই ঘোরান্ধকার ও শোচনীয় অবস্থা হতে সদ্ধর্মের পুনরুত্থান ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরো অন্যতম অগ্রপথিক।

এই মহাজ্ঞানী, তেজস্বী ব্যক্তিত্বের জন্ম হয় ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে, কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত চকরিয়া থানার 'হারবাং' গ্রামে। মাতাপিতা অল্প বয়সে তাঁকে আচার্য সারালঙ্কার মহাথেরোর নিকট প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষা দান করেন। তখন তাঁর নাম রাখা হলো 'সারমেধ' শ্রামণ। নবদীক্ষিত 'সারমেধ' শ্রেষ্ঠ গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে উত্তমরূপে পরিয়ত্তি, প্রতিপত্তি ও প্রতিবেধ হিসেবে বৌদ্ধধর্মের এই ত্রিবিধ বিভাগ শিক্ষা প্রাপ্ত হলেন। সঠিক যোগ্যতা অর্জন হলে দীক্ষাগুরু সারালঙ্কার মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে তিনি ১৮২১ সালে শুভ উপসম্পদাপ্রাপ্ত হন। পূজ্য সারমেধ মহাথেরো মহোদয় মাঝেমধ্যে আকিয়াব হতে এসে স্বজাতির নিকট ধর্মপ্রচার করতেন। ঐ সময় চট্টগ্রামের 'বড়ুয়া এবং পার্বত্যাঞ্চলের চাঙমাদের ধর্মগুরু ছিল পূর্বে বর্ণিত সেই তান্ত্রিক 'রাউলী' ও 'লুরী' সম্প্রদায়।

মহামান্য সারমেধ মহাথেরো সশিষ্যে তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে ১৮৫৬ সালের চৈত্র মাসে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সীতাকুণ্ডে আগমন করেন। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ পাহাড়ে নাগরাজ বাসুকি বুদ্ধের এক কেশধাতু এনে 'চুন্দা' নামে এক চৈত্য নির্মাণ করে বুদ্ধপূজা করতেন। সারমেধ মহাথেরো সশিষ্যে সীতাকুণ্ডে তীর্থভ্রমণে আসলে, সেখানে রাধু মাথের (রাধারাম থেরো) সাথে

উঁনাদের সাক্ষাৎ হয়। মহামান্য সারমেধ মহোদয় সশিষ্যে রাধুমাথের সঙ্গে সীতাকুণ্ড হতে চক্রশালা হয়ে মহামুনি মেলায় উপস্থিত হন। মহামুনি তখনকার চাকমা, মারমা, বড়ুয়া, বোমাং প্রভৃতি সকল শ্রেণির বৌদ্ধদের মিলনতীর্থ ছিল। উনার ধর্মসংস্কারের আলোচনায় প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট হন। উনার জন্যে শাক্যমুনি মন্দিরের পাশে এক পর্ণকুটির নির্মিত হয়। তিনি সেখানে প্রায় দুই বৎসর অবস্থান করে বড়ুয়া ও চাকমা সমাজের সর্বত্র বিচরণ করে তান্ত্রিক মতবাদের অসারতা, বিশেষ করে দেবদেবীর পূজায় পশুবলির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য পরিচালনা করেন। এর ফলে প্রায় বৌদ্ধ পরিবার হতে কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি পূজার্চনা অন্তর্হিত হয়।

তদানীন্তন সময়ে পুণ্যশীলা রাণী 'কালিন্দী' চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্ত্রী ছিলেন। তিনি সারমেধ মহাথেরকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করেন এবং উঁনার ধর্মোপদেশ ও সদ্ব্যবহারে কালিন্দী রাণী শ্রদ্ধান্বিতা হয়ে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম বুঝতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। ঐ সময়ে চট্টগ্রামের চন্দ্রমোহন ভিক্ষু কলিকাতা মহানগর বিহারে অবস্থান করতেন। সালটি ছিল ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দ। তখন জরীপ বিভাগের উচ্চপদস্থ জনৈক ইংরেজ কর্মকর্তা মিষ্টার পল নামক ব্যক্তি সিংহল হতে বদলি হয়ে কলিকাতায় আসেন। উনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মে সুপণ্ডিত। চন্দ্রমোহন ভিক্ষু উনার নিকট 'ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ' অধ্যয়নকালে বুঝতে পারেন যে—চট্টগ্রামের ভিক্ষুরা যথাযথভাবে 'ধর্মবিনয়' মেনে চলেন না। তারা প্রকৃত ভিক্ষু নয়, তার কারণ তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ বৎসরের কম বয়সেই উপসম্পদা গ্রহণ করেছিলেন। চন্দ্রমোহন নিজেও ষোল বৎসর বয়সে উপসম্পদা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং উনার উপসম্পদাও পরিশুদ্ধ ছিল না। এই হেতু উনি বিচলিত হন। বার্মা অথবা শ্রীলঙ্কায় গিয়ে পুনঃ উপসম্পদা গ্রহণ ও প্রকৃত ধর্মবিনয় শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেন। তিনি মাননীয় আচার্য সারমেধ মহাথেরো কথা জানতে পেরে প্রকৃত ধর্মবিনয়ানুকূল উপসম্পদা গ্রহণের নিমিত্তে আকিয়াব গমন করেন। সালটি ছিল ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ। তিনি সেখানকার সংঘরাজ বিহারে উপনীত হয়ে কয়েক মাস ধর্মবিনয় অনুশীলন করেন। পরবর্তীকালে তিনি পূর্ব-উপসম্পদা ত্যাগ করে সংঘরাজের উপাধ্যায়ত্বে স্থানীয় ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক 'উদক-উপেক্ষ সীমায়' নতুন করে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। তখন এই ঘটনার পর এদেশের ভিক্ষুদের ভুল ধরা পড়ে এবং অনেকের মধ্যে থেরবাদ বিনয়ানুযায়ী প্রকৃত উপসম্পদা গ্রহণের

জন্যে উৎসাহ জাগ্রত হয়। তখন তারা সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরোকে চট্টগ্রামে আসার জন্য প্রার্থনা জানালেন এবং এখানকার 'রাউলীরা' নতুন করে উপসম্পদা গ্রহণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে রাউলীদের উপসম্পদার আয়োজন হলে, মহামুনির পূর্বপাশে 'হাঞ্চারঘোনা'য় এক পাহাড়ীছড়ায় অর্থাৎ 'নদী সীমায়' শ্রদ্ধেয় জ্ঞানলঙ্কার (লোলমোহন ঠাকুর) প্রমুখ সাতজন মহাযানী পুরোহিত (রাউলী) সর্বপ্রথম নতুন করে থেরবাদ বিনয়সম্মতভাবে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ সারমেধ চট্টগ্রামে এক বৎসরকাল অবস্থান করে নব-উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুদের প্রকৃত ধর্মবিনয় শিক্ষা প্রদান করেন। এর মধ্যে আরও অনেক মাথে সশিষ্যে উঁনার নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করেন। এই বিনয়সম্মত উপসম্পদা কার্যক্রমের মাধ্যমে মহাযানের তান্ত্রিক ধর্মগুরু রাউলীদের মধ্যে প্রকৃত উপসম্পদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই নব উপসম্পন্ন ভিক্ষুসংঘের নাম হলো 'সংঘরাজ নিকায়'। তবে কতিপয়, প্রাচীনপন্থী মাথে মহাস্থবির তাদের মর্যাদাহানির ভয়ে সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরোর নিকট উপসম্পদা গ্রহণের পূর্বসিদ্ধান্ত পরিহার করে উপসম্পদা অনুষ্ঠানে যোগদান করেননি। এমনকি পথপ্রদর্শক ও দোভাষী রাধারাম মহাস্থবিরও গা ঢাকা দিয়ে সরিয়ে পড়েন। তারা হলেন মাথের দলের ভিক্ষু।

শ্রদ্ধেয় আচার্য চন্দ্রমোহন মহাথেরো ও পুণ্যশীলা কালিন্দী রাণী ১৮৬৯ সালে মহামান্য সারমেধ মহাথেরোকে আমন্ত্রণ জানালে, তিনি বিনয়কর্মের উপযোগী ভিক্ষুসংঘ নিয়ে সংঘরাজ নিকায়ের সর্বপ্রথম রাঙ্গুনীয়া রাজানগরে বিনয়সম্মত 'সুমঙ্গল রত্নসীমা' নামক সীমাঘর প্রতিষ্ঠা করেন। এই কালজয়ী, তেজস্বী সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরো ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

পূজ্য বনভন্তের আদর্শ ও উদ্দেশ্য

এখানে আর একজন বিরল পুণ্যপারমীসম্পন্ন মহাপুরুষের কথা উল্লেখ করলে মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ যাঁর আবির্ভাবে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা ভারত-বাংলার প্রকৃত ধর্মবিনয় না জানা বৌদ্ধভিক্ষু ও দায়কসমাজ বুদ্ধের প্রচারিত প্রকৃত ধর্মবিনয়, নীতি-আদর্শ ও অমৃতোপম নৈর্বাণিক বাণীর মূল মর্মার্থ জ্ঞাত হতে, উপলব্ধি করতে কিছুটা হলেও সক্ষম হচ্ছেন। যাঁর উপদেশের মাধ্যমে মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যান্ধকার বিদূরিত করে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে বিদ্যালোকে নিজেদেরকে উদ্ভাসিত করার জন্যে সচেষ্ট

হচ্ছেন। এই মহান পুণ্যপুরুষ এক দিকে যেমন আত্মজয়ী বীরপুরুষ হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, তেমনি অন্যদিকে উঁনার ত্যাগ-তিতিক্ষায়, জ্ঞান-গরিমায়, সহনশীলতায় ও মৈত্রী, করুণার স্পর্শে, গাম্ভীর্যে ঔদার্যে, বিনয় সৌজন্যবোধের মাধ্যমে সকল শ্রেণির মানুষের হৃদয় করেছে জয়, বিস্ময়াভিভূত। এই বিরল পুণ্যপারমীর অধিকারী মহাপুরুষটি হলেন আমাদের সকলের প্রিয় ব্যক্তিত্ব ও মুক্তির পথপ্রদর্শক পূজ্য শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথেরো মহোদয় বনভন্তে।

সর্বজন পূজ্য বনভন্তের উৎপত্তিতে এই বাংলার মাটিতে সৃষ্টি হয়েছে : এক অবিস্মরণীয় ধর্মবিপ্লব। মহামান্য বনভন্তের বিমুক্তি চিত্তজাত বুদ্ধ শাসনের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের নিমিত্তে যে চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, আদর্শ, উদ্দেশ্য তা অকল্পনীয়। তিনি বর্তমান ভিক্ষুদের লেখাপড়া করার বিষয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাপারটি বর্ণনা করেন, তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করছি ইদানিং বহু ভিক্ষু বুদ্ধধর্মের প্রকৃত সার রত্নমর্মার্থ উপলব্ধি করতে না পেরে ভিক্ষুজীবনে শীল-বিনয় প্রতিপালনে শৈথিল্যতা দেখাচ্ছেন। তারা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে নিজেরাও উৎসাহী এবং অন্যদেরকেও উৎসাহী করে তোলেন। এমনকি অনেক ধর্মবিনয় না জানা বিত্তবান ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত গৃহীরাও এক্ষেত্রে সমর্থন ও প্রেরণা যোগায়। তারা বলে যে, এখন আর বুদ্ধের সেই দিন নেই। বর্তমানে আমাদেরকে যুগোপযোগী হয়ে চলতে হবে। যুগোপযোগী হয়ে চলতে না পারলে আমরা পিছিয়ে পড়বো, অধঃপতনে যাবো। তাদের এমন মনোপ্রবৃত্তি সত্যিকারভাবে বুদ্ধকে অস্বীকার করা নয় কি? তিনি আরও বলেন, যদি কেউ সত্যিকারভাবে নিজেকে বিশ্বাস করে যে, আমি বুদ্ধের প্রতি এবং তাঁর উপদেশের প্রতি বিশ্বাসী; তাহলে বুদ্ধের উপদেশ প্রতিপালনে কোনো শৈথিল্যতা দেখানো অবান্তর। তোমরা বুদ্ধের জীবনাদর্শের প্রতি দৃষ্টি দাও। সারিপুত্র, মোগ্গল্যায়ন, মহাকাশ্যপ, আনন্দ প্রমুখ হাজার হাজার কুলপুত্ররা, তাঁর উপদেশে বিশ্বাস স্থাপন করে দুঃখমুক্তি সাধনে প্রব্রজ্যা নিয়েছিলেন। তাঁরা সেই প্রব্রজিত অবস্থায় অন্য কোনো গুরুর নিকটে কিংবা অন্য কোনো স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তথা গুরুগৃহে পড়তে গিয়েছিলেন? বর্তমানে ভিক্ষু-শ্রামণেরা বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়ে তারা যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করতে যাচ্ছে। তাতে এ কথা কী বলা যায় না? 'প্রভু বুদ্ধ, আমি তোমাকে অদ্বিতীয় জ্ঞানী মনে করে প্রব্রজ্যা নিয়েছিলাম। এখন দেখছি তোমার চেয়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাই বেশ

জ্ঞানী। তাই তাদের কাছে জ্ঞান নিতে যাই। কিন্তু, আমি গরিব-দুঃখীর সন্তান বিধায় এই কাষায় বস্ত্রটি ত্যাগ করে যেতে পারছি না। তার কারণ, এই কাষায় বস্ত্র আমার গায়ে রয়েছে বিধায় জনসাধারণ আমাকে বিশ্বাস করছে। তারা আমাকে চতুর্প্রত্যয় দিচ্ছে, দান করছে, দক্ষিণা দিচ্ছে। তাতে আমি সংকোচহীন হয়ে নিরাপদে তোমার কাঁধে চড়ে আইএ; বিএ; এমএ; ডক্টরেট নামক ডিগ্রিধারী হতে পারব।' বাহ্, কী চমৎকার বুদ্ধি, বুদ্ধকেও বেকুব বানানো গেল এবং নির্বুদ্ধিসম্পন্ন সহজ-সরল দায়কদের সাথেও ফাঁকিবাজী করা গেল! ভিক্ষু-শ্রামণেরা এভাবে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার এই মানসিকতার কারণেই তারা এখন এতই হীনমন্যতার শিকার হয়েছে যে—MP; DC; মন্ত্রী বা কোনো বড় ধনী ব্যক্তি দেখলেই নিজেরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হয়। তাদের সঙ্গে করমর্দন করে নিজেদেরকে অনেক উচুমানের প্রমাণ করতে চাই। বুদ্ধের শিষ্যদের সেই শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা-বিমণ্ডিত শ্রেষ্ঠ জীবনাচার সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে তারা এখন সিংহচর্ম-পরিহিত সেই গাধার ন্যায় ধান খাওয়ার জ্ঞানহীন, নিকৃষ্ট হীনাচরণ করে যাচ্ছে অকেন দিন ধরে।

বনভন্তে আরও বলেন, যেই ভিক্ষু প্রব্রজ্যা নিয়ে শীল-বিনয় রক্ষা না করে, আসব-ক্ষয়জ্ঞান উৎপন্নের চেষ্টা না করে, চিত্তবিমুক্তি-জ্ঞান উৎপত্তির চেষ্টা না করে; কেবল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া, চাকুরি, অনাথাশ্রম ইত্যাদি নিয়ে সারা জীবন গত করে; তাদের ধর্মবিনয় রক্ষা কোথায়? এসব ভিক্ষুদের ধর্মবিনয় শুধু মুখে আর বইয়েতে; অন্তরে লেশমাত্রও নাই। এ প্রকারের ভিক্ষুরা নিজেরা যেমন অপায়গতি প্রাপ্ত হবে, তেমনি এ সদ্ধর্ম শাসনকেও অধঃপতনে নিয়ে যাবে।

একদিন জনৈক ভিক্ষু পূজ্য বনভন্তেকে দর্শনে আসলে, শ্রদ্ধেয় ভন্তে সেই ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করে বর্তমান ভিক্ষুদের দুঃশীলতার সম্পর্কে ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন। তখন উক্ত ভিক্ষু ভন্তেকে বলে বসলেন, "ভন্তে, ভগবান বুদ্ধ বলেছেন যে, এই হতে আড়াই হাজার বৎসর পরে ভিক্ষুগণ দুঃশীল হবে, দূরাচারী হবে, বুদ্ধের প্রকৃত ধর্মবিনয় মানবে না। আর আমরা যদি দুঃশীল, দূরাচারী না হই অর্থাৎ শীলবান, প্রজ্ঞাবান হই, ধর্মবিনয় রক্ষা করি; তাহলে তো বুদ্ধের কথা মিথ্যা হয়ে যাবে। কারণ বুদ্ধের বাণী অব্যর্থ।" পূজ্য বনভন্তে আমাদেরকে উক্ত ভিক্ষুর বর্ণিত কথা উল্লেখ করে বললেন, দেখ, বর্তমানে ভিক্ষুরা কেমন মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ হয়ে যাচ্ছে। তারা বুদ্ধের বাণীকে বিশ্বাস করছে না, কর্ম ও তার ফলকে বিশ্বাস করছে না, ইহ ও পরলোক

বিশ্বাস করছে না বিধায় বুদ্ধের সম্পর্কে ভালো-মন্দ কথা বলতে তাদের দ্বিধাবোধ জন্মায় না। তার একমাত্র কারণ হলো যে, এই সকল ভিক্ষুরা বুদ্ধের প্রকৃত ধর্মবিনয়, নীতি-আদর্শ ও ত্রিপিটক সম্পর্কে জ্ঞাত নয় বিধায় তারা যা ইচ্ছা তা করে বেড়াচ্ছে; যা ইচ্ছা তা বলে বেড়াচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে শীলবান ভিক্ষুর বড়ই অভাব। তোমরা শীলবান, ধার্মিক ভিক্ষু অনুসন্ধান করলে মনে হয় হাতেগোণা কয়েকজন ভিক্ষু পাবে কি না সন্দেহ থাকে যথেষ্ট। চিৎমরমের বড়ভন্তে আমাকে তখন বলেছিলেন, "পণ্ডিত শ্রমণ, তুমি কেঁদে কেঁদে শীলবান ভিক্ষু খোঁজ করলে একজনও পাবে না। এখন শীলবান ও জ্ঞানী ভিক্ষু নাই। আমি নিজেও অপরিষ্কার, অপরিশুদ্ধ।" ইদানিং ভিক্ষুরা যে হারে রং-বস্ত্রের ব্যবসা শুরু করেছে মনে হয়, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে বুদ্ধের শাসন অধঃপতনের শেষ সীমায় নিয়ে যাবে। ভিক্ষুরা বিএ; এমএ; ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে চীবর ত্যাগ করে গৃহাশ্রমে ফিরে যাচ্ছে। তারা রং-বস্ত্র গায়ে দিয়ে থাইল্যাণ্ড, শ্রীলঙ্কায় গিয়ে কিছু দিন অবস্থান করার পর আমেরিকা, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি ধনী দেশে অর্থোপার্জনের জন্যে পাড়ি জমাচ্ছে নিরাপদ, নির্বিঘ্নে। বর্তমানে দুঃশীল, দুরাচারী, নীতি-আদর্শভ্রষ্ট ভিক্ষুর সংখ্যা অধিক। বিহার নিয়ে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত, টাকা-পয়সা, ভূমি, নারী-সংক্রান্ত কেলেঙ্কারিতে জড়িত; এমনো দেখা যাই যে, অনেক ভিক্ষু সাংসারিক চিন্তা-চেতনা নিয়ে বসবাস করছে। গ্রাম্য রাজনীতির সাথে জড়িত হচ্ছে। আবার কেউ কেউ লাভ-সৎকারের প্রতি লালায়িত হয়ে মার্গফল, ধ্যান-বিমুক্তির অধিকারী বলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনসমাজে প্রকাশ করে বেড়াচ্ছে। মার্গফল বা ধ্যান-বিমুক্তির অধিকারী না হয়েও অধিকারী হয়েছে বলে যারা অহংকার বশে মিথ্যাচার করে, তাদের ভিক্ষুত্ব থাকে না এবং তারা যেমন নিজেদেরকে অধঃপতনে নিয়ে যায়; তেমনভাবে বুদ্ধশাসনেরও প্রভূত ক্ষতিসাধন করে থাকে। অনেক ভিক্ষু দেখা যায়, অর্থ-বিত্ত ও ক্ষমতাশালী দায়ক-দায়িকাদের কথায় উঠছে, বসছে; তাদের মন রক্ষার্থে বহুবিধ অনাচার আচরণ সম্পাদন করছে গোপনে। কোনো কোনো ভিক্ষু প্রকৃত সত্য ও জ্ঞানহীন বিদ্যাশিক্ষা, ডিগ্রি অভিমানে, আত্মকলহে, পদ গৌরবে এবং নেতৃত্বের দাবীতে প্রায় অন্ধ হয়ে পড়েছে। ভিক্ষুদের সহিত সমাজের কতিপয় দায়কও তেমন হীনাচরণ দেখাচ্ছে। তাই আজ ভিক্ষু ও দায়কসমাজ পঙ্গুত্বের শিকার হচ্ছে। এক গভীর অজ্ঞানান্ধকার আমাদেরকে উত্থানশক্তি পতন ঘটায়ে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে মরণের পথে, মুক্তিহীন

অন্ধকার মার্গে; যা আমাদের অনুমানের বাইরে।

এদেশের মাটিতে সদ্ধর্ম শাসনের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ সাধন কল্পে পূজ্য বনভন্তের মহৎ এক চিন্তা ধারা উচ্চারিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তিনি প্রায়শ বলেন, এই বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় চাকমা, মারমা, বড়ুয়ারা ঘোরতর মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ এবং বুদ্ধধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না। এদেরকে প্রকৃত বুদ্ধধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে সর্ব প্রথমে প্রয়োজন **'ত্রিপিটক'** শিক্ষা। 'ত্রিপিটক' শিক্ষা, গবেষণা ও চর্চা ছাড়া বুদ্ধধর্ম সম্পর্কে জানা, বুঝা কঠিন। তাই আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা শুধু 'পালি ভাষা' শিক্ষা কর; 'ত্রিপিটক' শিক্ষা কর, আর অন্য বাজে শিক্ষা গ্রহণ কর না। আমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ পালি ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে ছাপানো এবং বুদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানান্বেষণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা। যাতে করে বড়ুয়া, চাকমা, মারমা তথা সমগ্র জাতি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করে সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ হয়ে দান, শীল ও ভাবনায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখে সুখে, শান্তিতে, নিরাপদে অবস্থান করতে পারে।

বাংলা-ভারতে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থানের বর্তমান পথিকৃৎ পূজ্য বনভন্তে ভিক্ষু ও দায়কসমাজকে তথাগত বুদ্ধের হুবহু নৈর্বাণিক বাণী শোনায়ে যাচ্ছেন অবিরত বিশ্রামহীনভাবে। ইদানিং কালে, আধুনিকতার বিকৃতিতে এই বাংলা-ভারতের ভিক্ষুদের যেভাবে দৃষ্টিহীনতার বিকার ঘটেছে; সর্বজন পূজ্য বনভন্তের জীবন, বিবেকবোধ ও সদ্ধর্ম প্রচার, এই বিকৃতি নিরসনের জন্যে প্রবল প্রতিবাদ। বুদ্ধের প্রকৃত শীল-বিনয় চর্চাহীন, উচ্চশিক্ষিত নামধারী কিছুসংখ্যক ভিক্ষু ও দায়ক দ্বারা এদেশের সমতল এবং পার্বত্যাঞ্চলে মূল বুদ্ধধর্মের এক ভয়ানক, মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে আজ তিনি আর এক পুনরুত্থানের অগ্রপথিক বললে, কিছুতেই অত্যুক্তি করা হবে না।

এবারে আসা যাক, ধর্ম ও বিনয় সম্পর্কীত পর্যালোচনায়—সম্যকসম্বুদ্ধের উপদেশ ও আদেশ অনুসারে বুদ্ধবচন দুই প্রকারের, যথা : ধর্ম ও বিনয়। পিটক অনুসারে ত্রিবিধ, যথা : সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম। পরিচ্ছেদ গণনা অনুসারে চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ (বা ৮৪০০০ ধর্মখণ্ড)। বুদ্ধবচনের ধর্ম ও বিনয় বিভাগ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বুদ্ধের উক্তির মধ্যে এই বিভাগটি দৃষ্ট হয়। যেমন : **"সিযা খো পন আনন্দ তুম্হাকং এবমস্স অতীতসত্থুকং পাবচনং, নত্থি নো সত্থাতি। ন খো পনেতং আনন্দ এবং দট্ঠব্বং। যো বো আনন্দ মযা**

ধম্মো চ বিনযো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো সো বো মমচ্চযেন সত্থা।” অর্থাৎ “হে আনন্দ, তোমাদের এমনও মনে হতে পারে যে, শাস্তার প্রবচন (প্রকৃষ্ট বাণীসমূহ) অতীত হয়েছে। অতএব আমাদের শাস্তা নাই। কিন্তু আনন্দ, এভাবে বিষয়টি দেখলে হবে না। কেননা যেই ধর্ম ও বিনয় আমার দ্বারা উপদিষ্ট ও প্রজ্ঞাপিত হয়েছে, তা আমার অবর্তমানে তোমাদের শাস্তা বা শিক্ষক।” ধর্ম ও বিনয় যে কালক্রমে পিটক বা গ্রন্থবিভাগকে নির্দেশ করেছে তা সন্দেহহীনভাবে বলা যায়। বিনয়পিটকের ‘চূলবগ্গ’ নামক গ্রন্থে প্রথম ও দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতের যে বিবরণ দেখা যায়, তার মধ্যে ধর্ম ও বিনয় বস্তুত পক্ষে দুইটি পিটকের আখ্যারূপে ব্যবহার হয়েছে। এই গ্রন্থের বিবরণ অবলম্বন করেই বুদ্ধঘোষ লিখেছেন, **‘বিনয পিটকং বিনযো, অবসেস বুদ্ধ বচনং ধম্মো’তি।’** অর্থাৎ—“বিনয়পিটক ‘বিনয়’ এবং অবশিষ্ট বুদ্ধবচন ধর্ম।”

‘বিনয়’ হলো বুদ্ধশাসনের আয়ু। বিনয় ব্যতীত বুদ্ধশাসনের স্থিতি চিন্তা করা অসম্ভব। জগতে সূত্র ও অভিধর্ম বিলুপ্ত হয়ে গেলেও যদি ভিক্ষুগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিনয় শিক্ষা করে তা শ্রদ্ধা, বিশ্বাসের সহিত প্রতিপালন করে, তাহলে বুদ্ধের শাসন বিলুপ্ত হবে না। তাই বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে বিনয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে মহাকাশ্যপ স্থবির প্রমুখ সঙ্গীতিকারকগণ সর্বপ্রথম বিনয়পিটক সংগ্রহ করেছিলেন। এর প্রয়োজনস্বরূপ বলা যায় যে, শীল ও বিনয় ব্যতীত কারো সুপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সুউচ্চ অট্টালিকা যেমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেরূপ বুদ্ধের ধর্ম জীবন নীতি-আদর্শ, শৃঙ্খলা, বিনয়-বিধান ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। তদ্ধেতু শীল-বিনয়কে বাদ দিয়ে পবিত্র ভিক্ষুজীবন আশা করা যায় না। বুদ্ধ ভগবান বিনয় শব্দের অর্থ সম্পর্কে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন যে :

“বিবিধ বিসেস নযত্তা বিনযনতো চেব কাযবাচানং, বিনযত্থ বিদূহি অযং বিনযো বিনযো’তি অক্খাতো।” অর্থাৎ বিনয় শব্দের অর্থ বিশেষ ও বিবিধ ন্যায়। বিষয়-বিন্যাস এবং কায় ও বাক্যকে বিনয়ন বা বিনীত করে অর্থে বিনয়। এক্ষেত্রেও বর্ণিত গাথা প্রাচীন উক্তি, ব্যাখ্যা বুদ্ধঘোষের নিজের। তাঁর ব্যাখ্যামতে বিনয়পিটকে **‘আণা দেসনা’** অর্থ বিধিনিষেধাত্মক উপদেশের আধিক্য আছে বেশি। ‘আণা’ শব্দের অর্থ আজ্ঞা বা আদেশ। বিনয়ে আরও দৃষ্ট হয়—**‘যথাপরাধসাসন’** বা অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা। **‘সংবরাসংবর-কথা’** বা স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিকূল বিধিনিষেধাত্মক উক্তি নিহিত রয়েছে বিনয়পিটকে। **‘বিসেসেন অধিসীল সিক্খা বুত্তা’**—বিশেষভাবে

শীলাচার-বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং **'বীতিক্কম-পহাণ'** বা নীতি-ব্যতিক্রম পরিহারের বিধান, কিংবা **'দুচ্চারিত-যংকিলেস-পহান'** দুর্নীতি পরিহার করার উপায় ইত্যাদিরূপে বর্ণিত হয়েছে বিনয়পিটকে, তথাগত কর্তৃক শ্রাবকদের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্তির মাধ্যমে।

আমরা যদি আরও সহজভাবে বিনয়ের অর্থ নির্ণয় করতে চাই, তাহলে নীতি, সুনীতি, আদর্শ, ন্যায়বোধ, সৎপথ, নিয়মনীতি, আইন-কানুন, সংবিধান বা শাসনতন্ত্র ও সুশৃঙ্খলা প্রভৃতিকে দেখে থাকি। এই বিশ্ব-জগতের মধ্যে সকল প্রকার বস্তুই কোনো-না-কোনো নীতিনিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। গ্রহতারা, ঋতুচক্র নিয়মের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, আলো-অন্ধকার, এমনকি সদ্য উদ্ভূত তৃণখণ্ড পর্যন্ত একটি কার্যকারণ নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ। এই বিশ্বজগৎ একেকটি নিয়ম-শৃঙ্খলাধীন। অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা, মাত্রজ্ঞানহীন, প্রমত্ততা, দুঃশীলতা প্রভৃতি সকল প্রকার উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধির পরিপন্থী। মানবসমাজে নীতি-আদর্শ, সংযম, সৎচরিত্র, দান, শীল, ভাবনা, প্রজ্ঞা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অপ্রমাদ প্রভৃতি সৎগুণের দ্বারা নিজকে ও অপরকে জয় করা সহজ এবং সকল প্রকার কলুষ হতে উদ্ধার করা সম্ভব। তদ্ধেতু মহাকারুণিক বুদ্ধ তার শ্রাবকসংঘের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে বিনয়ে বর্ণিত শিক্ষাপদসমূহ প্রজ্ঞাপ্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে পণ্ডিত ভাষ্যকারগণ যেভাবে বিনয়শীলের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন, তা নিম্নোক্ত গাথায় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে :

"নবকোটি সহস্সাতি অসীতিং সতকোটিযো,
পঞ্ঞাসং সতসহস্সানি ছত্তিংসা চ পুনাপরে।
এতে সংবর বিনযা সম্বুদ্ধেন পকাসিতা,
পেয্যাল মুখেন নিদ্দিট্‌ঠা সিক্‌খা বিনয সংবরো।"

উপরোল্লিখিত গাথানুসারে বিনয়শীলের সংখ্যা দাঁড়ায়, ১৭ হাজার কোটি ৫০লক্ষ ৩৬টি। ত্রিপিটকের মধ্যে বিনয়পিটকের পাঁচটি গ্রন্থ, যথা : **১. পারাজিকা, ২. পাচিত্তিয, ৩. মহাবর্গ, ৪. চূলবগ্গ এবং ৫. পরিবার**। প্রথম দুইটি গ্রন্থকে একত্রে 'উভয় বিভঙ্গ', তৃতীয় ও চতুর্থ গ্রন্থকে একত্রে 'খণ্ডক' এবং শেষোক্ত গ্রন্থটি 'পরিবার' নামে আখ্যায়িত করা হয়। বুদ্ধবাণীকে বুদ্ধভাষিত, শ্রাবকভাষিত, ঋষিভাষিত এবং দেবভাষিত—এই চারিভাগে ভাগ করা হয়েছে। ত্রিপিটকের ৮৪,০০০ হাজার ধর্মস্কন্ধের মধ্যে ২০০০ হাজার শ্রাবক, ঋষি ও দেবগণ কর্তৃক ভাষিত। আর অবশিষ্ট ৮২,০০০ হাজার স্বয়ং বুদ্ধ ভাষণ করেছিলেন। তন্মধ্যে বিনয়পিটক সর্বমোট ২১ হাজার ধর্মস্কন্ধ।

বর্তমান প্রতিপাদ্য গ্রন্থটি হলো বিনয় পিটকের প্রথম গ্রন্থ 'পারাজিকা'। উক্ত গ্রন্থটিতে বুদ্ধ কর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্তি অনুসারে শিক্ষাপদসমূহ চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা : ১. পারাজিকা শিক্ষাপদ বর্ণনা, ২. সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা, ৩. অনিয়ত শিক্ষাপদ বর্ণনা এবং ৪. নিস্‌সগ্গিয পাচিত্তিয় শিক্ষাপদ বর্ণনা। বিনয়পিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থ হলো 'পাচিত্তিয়'; এই গ্রন্থেও প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদ অনুসারে চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা : ১. পাচিত্তিয় শিক্ষাপদ বর্ণনা, ২. পাটিদেসনীয় শিক্ষাপদ বর্ণনা, ৩. সেখিয়া এবং ৪. অধিকরণ সমথ। *পারাজিকা* ও *পাচিত্তিয়* গ্রন্থ দুটিতে মূলত প্রাতিমোক্ষে বর্ণিত ২২৭টি শিক্ষাপদ ভিক্ষুশীলেরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা, আলোচনা ও বর্ণনা নিবদ্ধ রয়েছে। উক্ত শিক্ষাপদসমূহের মধ্যে ৪টি পারাজিকা, ১৩টি সংঘাদিশেষ, ২টি অনিয়ত এবং ৩০টি নিস্‌সগ্গিয পাচিত্তিয়, মোট ৪৯টি শিক্ষাপদ '*পারাজিকা*' গ্রন্থে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর '*পাচিত্তিয*' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : ৯২টি পাচিত্তিয়, ৪টি পাটিদেসনীয়, ৭৫টি সেখিয় এবং ৭টি অধিকরণ সমথ, মোট ১৭৮টি শিক্ষাপদ। এই শিক্ষাপদ বা বিনয়-বিধানসমূহের মধ্যে প্রথম শিক্ষাপদ ভঙ্গকারী কে ছিল? প্রথম শিক্ষাপদ কোথায় কীভাবে বুদ্ধ কর্তৃক শ্রাবকদের জন্যে প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল? শীলবিশুদ্ধি সম্পর্কীত অপরাধসমূহ কীরূপে নির্ধারণ করতে হয়? শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করলে কীরূপে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে অপরাধপ্রাপ্ত ভিক্ষু অপরাধ হতে মুক্তি লাভ করতে পারে এসব বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণই উক্ত গ্রন্থ দুটির প্রধান উপজীব্য। শিক্ষাকামী ও বিনয়াবনত ভিক্ষুসংঘ ও পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ এই গ্রন্থ দুটি তথাগত বুদ্ধের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভক্তি রেখে পাঠ করে উক্ত বিষয়গুলো জেনে নিবেন, এই প্রত্যাশাই করছি।

সমগ্র বিনয়পিটক পাঁচখণ্ড পালি টেক্সট সোসাইটি, লণ্ডন কর্তৃক রোমান অক্ষরে প্রকাশিত ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 'পারাজিকা, পাচিত্তিয় ও পরিবার এই তিনটি মহান বিনয় গ্রন্থ ইংরেজি অনুবাদ করেন I. B. Horner, M. A.। এগুলো যথাক্রমে ১৯৩৮, ১৯৪০, ১৯৪২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সমগ্র বিনয়পিটক বর্মী ও সিংহলী ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। *পারাজিকা, পাচিত্তিয়* এই উভয় গ্রন্থ এই প্রথম বাংলা-ভারত তথা এই উপমহাদেশে অনুবাদ ও প্রকাশ করা হলো। আমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহদানকারী আমার দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু পূজ্য প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয় কিছুদিন হলো মহান বিনয়পিটকের অন্তর্গত পঞ্চম ও শেষ খণ্ড ***'পরিবার'*** নামক গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ সুসম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে উক্ত গ্রন্থটি

প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। বিনয়পিটকের অন্তর্গত তৃতীয় খণ্ড ‘মহাবর্গ’ গ্রন্থটি অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছিল ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে। উক্ত গ্রন্থটি বঙ্গানুবাদ করেছিলেন তৎকালীন নালন্দা বিদ্যাভবনের অন্যতম আচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো মহোদয় এবং চতুর্থ খণ্ড ‘চূলবগ্গো’ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন, রামু মেরেং লোয়া সীমা বিহারাধ্যক্ষ পূজ্য সত্যপ্রিয় মহাথেরো মহোদয়। সেটি ২০০৩ইং, ১৬ মে বনভন্তে প্রকাশনী, রাজবন বিহার হতে প্রকাশ করা হয়েছিল, মহান আর্যপুরুষ বনভন্তের ঐকান্তিক আগ্রহ ও ইচ্ছায়।

আমি **‘পারাজিকা’** গ্রন্থটি অনুবাদকালে বহু গ্রন্থ প্রণেতা বিনয়াচার্য মহামান্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাথেরো ও বৌদ্ধ মনীষা, ভিক্ষুকুল গৌরব শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির মহোদয় কর্তৃক অনূদিত ‘ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ’ এবং আচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির মহোদয় কর্তৃক অনূদিত ‘মহাবর্গ’ ও রামু সীমা বিহারাধ্যক্ষ পূজনীয় সত্যপ্রিয় মহাস্থবির মহোদয় কর্তৃক অনূদিত ‘চূলবগ্গো’ গ্রন্থসমূহ হতে ক্ষেত্র বিশেষে সাহায্য নিয়েছি। এ ছাড়াও সদ্ধর্ম শাসন হিতৈষী, বহু গ্রন্থের অনুবাদক আমার দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু পূজ্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয় কর্তৃক অনূদিত ‘ভিক্ষুণী বিভঙ্গ’ গ্রন্থ হতেও বিশেষ সহযোগিতা গ্রহণ করেছি। তজ্জন্য আমি উক্ত সদ্ধর্মের শাসন হিতকামী পূজনীয় গুরু সদৃশ ভন্তেদেরকে অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা, ভক্তির সহিত বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে I. B. Horner, M.A. মহোদয়াকেও কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, তার অনূদিত ‘The book of the Discipline (VoL. I. II)’ গ্রন্থ হতে বিশেষ সাহায্য গ্রহণের জন্যে। আমার প্রতি অকৃত্রিম দরদী আয়ুষ্মান রত্নাংকুর ভিক্ষু সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি অতি কষ্ট করে কম্পিউটার কম্পোজের ন্যায় দুষ্কর কার্য সম্পাদন করে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। তার এই ধর্মদায়িত্বের ফলে গ্রন্থটি ছাপানোর কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে। আমার বহু উপকারী স্নেহপ্রতিম আয়ুষ্মান করুণাবংশ ভিক্ষু এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট তৈরি, প্রুফ দর্শন, বানান শুদ্ধিসহ প্রভৃতি কার্য সুদক্ষতার সাথে সুসম্পন্ন করে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। তজ্জন্য আমি ভ্রাতৃপ্রতিম আয়ুষ্মানদ্বয়ের প্রজ্ঞাবিমণ্ডিত সুন্দর, সুস্থ জীবন ও দুঃখমুক্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ কামনা করছি। স্নেহের শ্রীমান ধর্মরক্ষিত শ্রামণ বুদ্ধশাসনের প্রতি দরদী হয়ে বহু কষ্ট স্বীকার করে এই গ্রন্থের সমগ্র পাণ্ডুলিপি সুন্দর ও পরিমার্জিত হস্তাক্ষরে লিখে দিয়েছে এবং স্নেহের শ্রীমান প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণও বানান শুদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে, সেজন্য

আমি তাদেরকে আন্তরিক আশীর্বাদ জানাচ্ছি এবং তাদের শীল, সমাধি ও প্রাজ্ঞোজ্জ্বল বুদ্ধজ্ঞান-মণ্ডিত সুন্দর জীবন প্রত্যাশ্যা করছি।

মহান বিনয়পিটকের অন্তর্গত এই 'পারাজিকা' গ্রন্থের অতিমূল্যবান বিশ্লেষণাত্মক, তাৎপর্যপূর্ণ ও বিশদ ব্যাখ্যাসহ বহু তত্ত্বসমৃদ্ধ 'ভূমিকা' লিখে দিয়েছেন, মদীয় দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয়। তিনি এই গ্রন্থের গাথা, তস্‌সুদ্দানং ও ক্ষেত্র বিশেষে প্রুফ সংশোধনসহ বিবিধ প্রয়োজনীয় কার্য অতি কষ্ট স্বীকার করে সুসম্পন্ন করে দিয়েছেন, বুদ্ধ শাসনের প্রতি অশেষ হিতকামী হয়ে। সেজন্য উঁনাকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল হতে গভীর শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে পূজা, বন্দনা ও অনন্ত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৮ সালের ২২শে জুন তারিখে আমি ভন্তের নিকটে কাটাছড়ি অরণ্য ধ্যান কেন্দ্রে দুর্লভ প্রব্রজ্যা লাভ করেছিলাম। সেই হতে এখনো পর্যন্ত তিনি আমার প্রতি পুত্রবৎ অকৃত্রিম স্নেহ, ভালোবাসা, দয়া-দাক্ষিণ্য দেখায়ে আসছেন এবং আমিও উঁনার স্নেহ-আদর, ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে আসছি সেই হতেই। যার ফলশ্রুতিতে ভ্রাতৃপ্রতিম আয়ুষ্মান করুণাবংশসহ আমি ২০০২ সালের মাঝামাঝি সময় হতে পূজ্য বনভন্তের সদয়ানুমতিক্রমে উনার নিকট 'পালি ভাষা' শিক্ষা শুরু করি। কিন্তু মারের অশুভ শক্তির বাধা-বিপত্তির কারণে শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারিনি সেই সময়ে। পুনরায় ২০০৪ সালের প্রথমদিকে আমাদের প্রবল আগ্রহ ও ইচ্ছার কথা পূজ্য বনভন্তেকে জ্ঞাত করলে তিনি আমাদেরকে অতি উৎসাহ-উদ্দীপনাসহকারে পালিভাষা শিক্ষা সম্পর্কে ধর্মোপদেশ প্রদান করে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্যে অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন আর মারের অশুভ শক্তি, বাধা-বিপত্তি আমাদেরকে ধরে রাখতে পারেনি। অনন্ত গুণের আধার ত্রিরত্ন ও পূজ্য বনভন্তের আশীর্বাদ এবং দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর অপ্রমেয় আদর-যত্নের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম মোটামুটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হই। আজ আমার বহু শ্রমের বিনিময়ে এই অনূদিত '*পারাজিকা*' গ্রন্থটি সেই মহান করুণাময় আর্যপুরুষ মদীয় উপাধ্যায়গুরু পূজা বনভন্তে ও আমার প্রতি অশেষ স্নেহ দানকারী দীক্ষাগুরুদ্বয়ের শ্রীচরণে পূজার অর্ঘ্যস্বরূপ সমর্পন করছি।

শিক্ষাকার্যক্রম চলাকালীন সময় হতে শুরু করে বর্তমান গ্রন্থ অনুবাদকার্য সুসম্পন্ন করা পর্যন্ত আমার চিরসুহৃদ, অশেষ উপকারী, সব্রহ্মচারী শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র স্থবির ভন্তে মহোদয় আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এবং শ্রদ্ধাভাজন সুপরামর্শদাতা জিনলঙ্কার স্থবির

ভন্তেসহ আরও অনেক পূজ্য ও প্রাজ্ঞ ভিক্ষু বহুভাবে সহায়তা করেছেন। আমরা উনাদের এই ধর্মপ্রেম কোনোদিন ভুলব না। তজ্জন্য আমরা শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তে ও জিনলঙ্কার ভন্তেকে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত অভিবাদন জ্ঞাপন করছি এবং ভিক্ষুসংঘকেও জানাচ্ছি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও বন্দনা। আমার বন্ধুভাজন প্রিয়শীল, স্নেহের প্রিয়দর্শী ভিক্ষুও আমাকে বিভিন্ন সময়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। সেজন্য আমি তার ভবিষ্যৎ উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, নিরোগ-সুন্দর, দীর্ঘায়ু জীবন ও নির্বাণ শান্তি কামনা করছি। স্নেহের ধর্মভাই—মেত্তাবংশ ভিক্ষু, জ্ঞানদীপ ভিক্ষু, করুণারত্ন ভিক্ষু ও মুদিতারত্ন ভিক্ষুসহ উক্ত বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার অপ্রমেয় কৃতজ্ঞতা ও শুভকামনা।

মূলপালি মহান বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থ অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে স্বতঃই মনে এই চিন্তার উদয় হয়েছিল যে, আমার ন্যায় পালি ও বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ ভিক্ষুর দ্বারা মূলের সাথে সংগতি ও ভাব গাম্ভীর্য অব্যাহত রেখে অনুবাদ সম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব হবে কি না। যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি মূলানুবাদ করতে, যাতে করে শিক্ষাকামী ও বিনয়াবনত ভিক্ষুসংঘ এবং আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাগণ পাঠ করে পবিত্র বিনয়ের মর্মার্থ উপলব্ধি করে বিশেষ উপকৃত হতে পারেন। তবে জানি না, আমি অধম কতটুকু কৃতকার্য ও সফল হয়েছি, তা বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের বিচার্য। এক্ষেত্রে শব্দ চয়ন, বাক্য গঠনপ্রণালী কিংবা বানানগত কিছু ভুল-ভ্রান্তি সহজে মার্জনীয়। কারণ আমি যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি, যাতে করে পালি শিক্ষাপদসমূহের সাথে মূল মর্মার্থ উৎঘাটন করে বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করতে। অনুবাদকালে **'পারাজিকা অট্ঠকথা'**-এর সাহায্য নিয়েছি, বিশেষ করে দুরূহ বাক্য, শব্দ অনুবাদ করতে গিয়ে। আর কঠিন শব্দ ও বিষয়সমূহ নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে এবং সম্যক উপলব্ধির জন্য ক্ষেত্র বিশেষে টীকা প্রদান করেছি। তবুও যদি কোনো শিক্ষাকামী ভিক্ষু বা পাঠক কোনো অংশে বুঝতে কষ্ট হয় কিংবা সন্দেহ উদয় হয়, তাহলে দয়া করে আমাকে জ্ঞাত করলে যথাসাধ্য আলোচনার মাধ্যমে অবগত করার চেষ্টা করব।

এই গ্রন্থটি মুদ্রণের ব্যাপারে প্রেসের সমস্ত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন, আমার প্রতি অকৃত্রিম মৈত্রী ও দয়া প্রদর্শনকারী পূজ্য শ্রীমৎ সৌরজগৎ স্থবির ভন্তে মহোদয়। তজ্জন্য আমি উঁনাকে এবং উঁনার সহযোগীদেরকে জানাই ক্ষেত্র বিশেষে বন্দনা, কৃতজ্ঞতা ও অশেষ মৈত্রীময় শুভাশীর্বাদ। রাজবন বিহার অফ্‌সেট প্রেসের 'প্রেস চালক' বাবু দীলিপ

বড়ুয়া এবং বই বাইন্ডার স্নেহের জাহিদ ও তার সহকর্মীদের প্রতি রইল আমার আশীর্বাদসহ শুভকামনা। আর আমার অনুবাদকর্ম চলাকালে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা, সৎপরামর্শ, সাহায্য সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার অনুবাদজনিত সমস্ত-পুণ্যরাশি তাঁদের অনন্ত জীবন-দুঃখের অবসানের তরে নির্বাণ সাক্ষাৎ কামনায় দান করছি।

'সদ্ধর্ম দান সকল দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'—মহাকারুণিক বুদ্ধের এই সর্বোত্তম বাণীর প্রতি অগাধ বিশ্বাসী হয়ে খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি থানার অন্তর্গত কৃপাচরণ পাড়া (লতিবান মূখ)-এর গ্রামজাত সুসন্তান বাবু সুভাশীষ চাকমা ও তদীয় স্ত্রী মৌসুমী চাকমা, রাউজান থানাধীন আবুরখীল গ্রামজাত সুসন্তান বাবু অভয় বড়ুয়া (রানা) ও তদীয় পত্নী কেমি বড়ুয়া (মুক্তা) এবং ঢাকা-চট্টগ্রামের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ এই গ্রন্থ ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে বুদ্ধপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন। আমি তাদের সকলের ভবিষ্যৎ বুদ্ধজ্ঞান সম্বৃদ্ধ উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, নিরাপদ, সুন্দর জীবন ও পরম শান্তি নির্বাণ প্রত্যাশা করছি। তাদের সবার সুখ-শান্তি বয়ে আসুক, এই অনন্ত পুণ্যকর্মের ফলে। আমার বহু শ্রমসাধ্য এই অনূদিত মহান বিনয়পিটকের অন্তর্গত *পারাজিকা* গ্রন্থটি যদি কোনো বিনয়গারবী ও শাসন-সদ্ধর্মহিতৈষী ভিক্ষু কিংবা পাঠক অধ্যয়ন, অনুশীলন করে সম্যক উপলব্ধি করে স্বীয় জীবনকে সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক প্রশংসিত জীবন গঠনে সক্ষম হন, তাহলে নিজকে অনেক ভাগ্যবান বলে মনে করব।

পরিশেষে, আমাদের পালি শিক্ষার মূল উৎসাহ ও প্রেরণাদাতা মহান পুণ্যপুরুষ উপাধ্যায়গুরু পূজ্য বনভন্তে এবং পালি শিক্ষাদাতা দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে মহোদয়কে জানাই—আমার অবনত শিরে শ্রদ্ধার্ঘ্য ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা।

ইতি
অনুবাদক

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে প্রণতি"

পারাজিকা[1]-বাংলা

বৈরঞ্জ অধ্যায়

[শিক্ষাপদসমূহ উৎপত্তির কারণ বর্ণনা]

[স্থান : বৈরঞ্জ[2]]

১. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহতী ভিক্ষুসংঘের সহিত বৈরঞ্জ নামক স্থানের নলেরুপুচিমন্দমূলে[3] অবস্থান করছিলেন। তখন বৈরঞ্জ নামক ব্রাহ্মণ শুনলেন যে—"শাক্যকুল হতে প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘের সহিত বৈরঞ্জের নলেরুপুচিমন্দমূলে অবস্থান করছেন। সেই ভগবান গৌতমের এরূপ কল্যাণকীর্তি (যশকীর্তি) অভ্যুত্থিত (প্রচারিত) হয়েছে : 'তিনি ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর, দম্যপুরুষ সারথি, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মালোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, প্রজাবর্গ এবং সকল দেবমনুষ্যগণসহ এসব লোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে এগুলোর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন যা আদিতে কল্যাণকর, মধ্যে কল্যাণকর, পর্যাবসানে (অন্তে) কল্যাণকর। তিনি অর্থ-ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র পরিপূর্ণ এবং

---

[1]. 'পারাজিকা' শব্দটি সম্ভবত 'পরাজয়' শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায় পরাজয়প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম হতে চ্যুত, বর্জিত, ভ্রষ্ট, বহিষ্কৃত, ভিক্ষুদের সহিত উপোসথ, প্রবারণাদি বিনয়কর্ম করার সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য।

[2]. 'বৈরঞ্জ' একটি নগরের অধিবচন। এটি শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী নগর।

[3]. 'নলেরু' এক যক্ষের নাম। 'পুচিমন্দ' অর্থে নিম্ব বৃক্ষ। এবং 'মূলে' বলতে সমীপে। পুচিমন্দ এবং তার সমীপবর্তী চতুর্দিকের এলাকা নলেরু যক্ষের অধিকারভুক্ত স্থান ছিল। সেই 'পুচিমন্দ' নাকি অন্যান্য বৃক্ষরাজির মধ্যে অগ্রগণ্য; দেখতেও অতি রমণীয়, প্রাসাদিক (আনন্দদায়ক) এবং উক্ত বৃক্ষ নগরের অদূরে গমনাগমনসম্পন্ন স্থানে ছিল। ভগবান বুদ্ধ বৈরঞ্জ নগরে গিয়ে অনুকূল স্থান দেখে সেই বৃক্ষের মূলে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন।
[পারাজিকা অট্‌ঠকথা]

পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যই প্রকাশ করেন। তাদৃশ অর্হতের দর্শন লাভ করা উত্তম।”

২. অনন্তর বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণ যেস্থানে ভগবান সেস্থানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানের সহিত প্রীতিপূর্ণ আলাপ করলেন। এবং প্রীত্যালাপ ও কুশলবিনিময়াদি শেষ করে একান্তে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, “হে গৌতম, আমি এরূপ শুনেছি যে, ‘শ্রমণ গৌতম নাকি জীর্ণ, বৃদ্ধ, প্রবীণ, বয়সগত, প্রাপ্তবয়স্ক ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান অথবা আসন দিয়ে বসার জন্য আহ্বান করেন না। হে গৌতম, ইহা কি যথাযথ সঠিক যে, শ্রমণ গৌতম জীর্ণ, বৃদ্ধ, প্রবীণ, বয়সগত, প্রাপ্তবয়স্ক ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান অথবা আসন দিয়ে বসার জন্য আহ্বান করেন না?”

তখন ভগবান বললেন :

“হে ব্রাহ্মণ, আমি এমন কাউকে দেখছি না যে, এই দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোকে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-প্রজাবর্গ এবং দেব-মনুষ্যগণের মধ্যে আমার দ্বারা অভিবাদন, প্রত্যুত্থান অথবা আসন দ্বারা বসার জন্য আহ্বানযোগ্য হতে পারে। ব্রাহ্মণ, যদি তথাগত অভিবাদন, প্রত্যুত্থান অথবা আসন দিয়ে বসার জন্য আহ্বান করেন, তাহলে সেই ব্যক্তির মস্তক নিশ্চিত বিদীর্ণ হবে।”

অতঃপর বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণ ভগবানকে প্রশ্নযোগে আরও জিজ্ঞাসা করলেন :

৩. মাননীয় গৌতম, আপনি কি রূপে রসহীন হন?

ভগবান বললেন, হে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো কারণ-পর্যায় আছে যা দ্বারা যারা সত্যকথা বলতে চায়, তারা আমার সম্পর্কে এরূপ বলতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম রূপে রসহীন।’ ব্রাহ্মণ, যেগুলো রূপরস, শব্দরস, গন্ধরস, রসরস, ও স্পর্শরস সেগুলো তথাগতের প্রহীন হয়েছে, সমূলে উচ্ছিন্ন হয়েছে, তালবৃক্ষের ন্যায় সমূলোৎপাটিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে উৎপন্নধর্ম রহিত হয়েছে।

হে ব্রাহ্মণ, এইভাবে কোনো কোনো কারণ-পর্যায় আছে যা দ্বারা যারা সত্য কথা বলতে চায়, তারা আমার সম্পর্কে এরূপ বললেও বলতে পারে : “শ্রমণ গৌতম রূপে রসহীন।” ব্রাহ্মণ, নিঃসন্দেহে আপনি এই প্রসঙ্গকে এরূপেই অবধারণ করুন।

৪. মাননীয় গৌতম আপনি কি ভোগহীন?

হে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো কারণ-পর্যায় আছে যা দ্বারা যারা সত্য কথা বলতে চায়, তারা আমার সম্পর্কে এরূপ বলতে পারে : “শ্রমণ গৌতম

ভোগহীন।” ব্রাহ্মণ, যেগুলো রূপভোগ, শব্দভোগ, গন্ধভোগ, রসভোগ এবং স্পর্শভোগ সেগুলো তথাগতের প্রহীন হয়েছে, সমূলে উচ্ছিন্ন হয়েছে, তালবৃক্ষের ন্যায় সমূলোৎপাটিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে উৎপাদিকা শক্তি রহিত হয়েছে।

হে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো কারণ-পর্যায় আছে যা দ্বারা যারা সত্যকথা বলতে চায়, তারা আমার সম্পর্কে এরূপ বললেও বলতে পারে : “শ্রমণ গৌতম ভোগহীন।” ব্রাহ্মণ, আপনি এই বিষয়কে এরূপেই অবধারণ করুন।

৫. মাননীয় গৌতম, আপনি কি অক্রিয়াবাদী?

হে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো কারণ-পর্যায় আছে যা দ্বারা সত্যবাদীগণ বলতে চায়, তারা আমার সম্বন্ধে ইহা বলতে পারে, “শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী।” ব্রাহ্মণ, আমি কায়িক দুশ্চরিত্র, বাচনিক দুশ্চরিত্র ও মানসিক দুশ্চরিত্রকে অক্রিয়া বলি। এবং নানাপ্রকার পাপ-অকুশলধর্মকে অক্রিয়া (অকরণীয়) বলে থাকি।

হে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো কারণ-পর্যায় আছে যা দ্বারা সম্যকবাদীগণ বলতে চায়, তারা আমার সম্বন্ধে এরূপ বললেও বলতে পারে : “শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী।” ব্রাহ্মণ, আপনি এই প্রসঙ্গকে এরূপেই অবধারণ করুন।

৬. মাননীয় গৌতম, আপনি কি উচ্ছেদবাদী?

হে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো কারণ-পর্যায় আছে যা দ্বারা সত্যবাদীগণ বলতে চায়, তারা আমার সম্পর্কে এরূপ বলতে পারে : “শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদবাদী।” হে ব্রাহ্মণ, আমি কাম, ক্রোধ, অজ্ঞান এবং বিবিধ পাপ অকুশল ধর্মের উচ্ছেদ সাধন করার জন্যে বলে থাকি। হে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো কারণ-পর্যায় আছে যা দ্বারা সত্যবাদীগণ বলতে চায়, তারা আমার সম্পর্কে এরূপ বললেও বলতে পারে : “শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদবাদী।” ব্রাহ্মণ, নিঃসন্দেহে আপনি এই বিষয়কে এরূপেই অবধারণ করতে পারেন।

৭. মাননীয় গৌতম আপনি কি জুগুপ্সী (অবজ্ঞাকারী)?

হে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো কারণ-পর্যায় আছে যা দ্বারা সত্যবাদীগণ বলতে চায়, তারা আমার সম্পর্কে এরূপ বলতে পারে : “শ্রমণ গৌতম জুগুপ্সী (নিন্দাকারী)।” ব্রাহ্মণ, আমি কায়িক, বাচনিক, মানসিক এবং অনেক প্রকার পাপ অকুশল ধর্ম সম্পাদনকারীকে নিন্দা করে থাকি। হে ব্রাহ্মণ, কিছু কিছু কারণ-পর্যায় আছে যা দ্বারা যারা সত্য কথা বলতে চায়, তারা আমার সম্বন্ধে এরূপ বললেও বলতে পারে : “শ্রমণ গৌতম

জুগুপ্সী।” ব্রাহ্মণ, নিঃসন্দেহে আপনি এই প্রসঙ্গকে এভাবেই বলতে পারেন।

৮. মাননীয় গৌতম, আপনি কি বৈনয়িক (বিনাশবাদী)?

হে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো কারণ-পর্যায় আছে যা দ্বারা যারা সত্যকথা বলতে চায়, তারা আমার সম্পর্কে এরূপ বলতে পারে : “শ্রমণ গৌতম বৈনয়িক (বিনাশবাদী)।” ব্রাহ্মণ, আমি রাগ, দ্বেষ, মোহ বিনয়নের নিমিত্তে ধর্মদেশনা করি। এই বিবিধ প্রকার পাপ-অকুশলধর্ম বিনয়নের (বিনাশের) জন্য ধর্মদেশনা করে থাকি। হে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো কারণ-পর্যায় আছে যা দ্বারা যারা আমার সম্পর্কে সত্যকথা বলতে চায়, তারা এরূপ বললেও বলতে পারে : “শ্রমণ গৌতম বৈনয়িক।” ব্রাহ্মণ, আপনি নিঃসন্দেহে এই বিষয়কে এরূপেই বলতে পারেন।

৯. মাননীয় গৌতম, আপনি কি তপস্বী?

হে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো কারণ-পর্যায় আছে যা দ্বারা যারা সত্যকথা বলতে চায়, তারা আমার সম্পর্কে এরূপ বলতে পারে : “শ্রমণ গৌতম তপস্বী।” ব্রাহ্মণ, আমি কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক পাপ-অকুশলধর্মকে তপনীয় বলে থাকে। ব্রাহ্মণ, যার তপনীয় (সন্তাপদায়ক), পাপ-অকুশলধর্মের মূলোচ্ছিন্ন হয়েছে, তালবৃক্ষের ন্যায় উৎপাটিত হয়েছে, বিলুপ্ত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে উৎপাদিকা শক্তি রহিত হয়েছে। আমি তাকেই তপস্বী বলে থাকি।

“হে ব্রাহ্মণ, তথাগতের সেই তপনীয় (দুঃখদায়ক), পাপ, অকুশল, অধর্ম প্রহীন (ধ্বংস) হয়েছে, সমূলে ছিন্ন হয়েছে, তালবৃক্ষের ন্যায় উৎপাটিত হয়েছে, চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে, অনাগত উৎপাদিকা শক্তি রহিত হয়েছে। হে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো কারণ-পর্যায় আছে যা দ্বারা যারা আমার সম্বন্ধে সত্যকথা বলতে চায়, তারা এরূপ বললেও বলতে পারে : “শ্রমণ গৌতম তপস্বী।” ব্রাহ্মণ, আপনি এই বিষয়কে এরূপেই অবধারণ করতে পারেন।

১০. মাননীয় গৌতম, আপনি কি অপগর্ভবাদী?

হে ব্রাহ্মণ, কোনো কোনো কারণ-পর্যায় আছে যা দ্বারা যারা আমার সম্পর্কে সত্যকথা বলতে চায়, তারা এরূপ বললেও বলতে পারে : “শ্রমণ গৌতম অপগর্ভবাদী।” ব্রাহ্মণ, যার ভবিষ্যৎ গর্ভবাস, পুনর্ভবে উৎপত্তি সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে, সমূলে ছিন্ন হয়েছে, তালবৃক্ষের ন্যায় সমূলোৎপাটিত হয়েছে, সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে এবং ভাবী উৎপাদিকা শক্তি চিরতরে রহিত হয়েছে। আমি তাকেই অপগর্ভ বলে থাকি। হে ব্রাহ্মণ,

কোনো কোনো কারণ-পর্যায় আছে যা দ্বারা যারা আমার সম্পর্কে সত্যকথা বলতে চায়, তারা বলতে পারে : "শ্রমণ গৌতম অপগর্ভবাদী।" ব্রাহ্মণ, আপনি নিঃসন্দেহে এই বিষয়কে এরূপেই বলতে পারেন।

১১. "যেমন ব্রাহ্মণ, কোনো কুক্কুটির আট, দশ অথবা বারোটি অণ্ড আছে। কুক্কুটির দ্বারা সেগুলো (অণ্ডগুলো) সম্যকরূপে উপরিশায়িত, উত্তমরূপে পরিস্বেদিত (তাপ দেওয়া), সম্পূর্ণরূপে পরিভাবিত (ভাব দেওয়া) হয়। যথাকালে সেই কুক্কুটির শাবকগুলোর মধ্যে যেটি প্রথমেই পায়ের নখশিখা কিংবা মুখতুণ্ড দ্বারা অণ্ডকোশ (ডিম) বিদীর্ণ করে (ভেঙে) নিরাপদে বাহির হয়, তাহলে কি বলেন, কোনটি জ্যেষ্ঠ কিংবা কনিষ্ঠ"?

মাননীয় গৌতম, যেটি প্রথমেই বাহির হয়, সেটি জ্যেষ্ঠ। তদ্রুপ ব্রাহ্মণ, আমিও অবিদ্যা ক্ষয় এবং পুনর্জন্ম নিরোধের দ্বারা অণ্ডকোশসদৃশ অবিদ্যাকে পদদলিত করে একাই এই জগতে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি (সর্বজ্ঞতা জ্ঞান) প্রাপ্ত হয়েছি। হে ব্রাহ্মণ, জগতের মধ্যে আমিই জ্যেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ।

ব্রাহ্মণ, আমার বীর্য (উদ্যম) আরব্ধ প্রাপ্ত হয়েছে, যা শিথিল হবার নহে; স্মৃতি উপস্থিত হয়েছে, যা সংমূঢ় (অজ্ঞান) হবার নহে; চিত্ত সমাহিত একাগ্র হয়েছে।

ব্রাহ্মণ, সেই অবস্থায় আমি কাম হতে বিভক্ত (পৃথক) হয়ে সকল অকুশলধর্ম পরিহার করে সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ (বিবেকযুক্ত) প্রীতিসুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে তাতে অবস্থান করি। বিতর্ক-বিচার উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী (প্রসন্নতা), চিত্তের একাগ্রভাব (দৃঢ়তা) আনয়নকারী বিতর্ক-বিচারহীন সমাধিময় প্রীতি সুখযুক্ত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে উহাতে অবস্থান করি। প্রীতিতেও বিরাগী (অনাসক্ত) হয়ে উপেক্ষায় অবস্থান করি, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞান হয়ে স্বচিত্তে সুখানুভব করি, যেই ধ্যান-স্তরে আরোহণ করলে আর্যগণ 'ধ্যানী-উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে সুখে অবস্থান করেন' বলে বর্ণনা করে থাকেন, সেই তৃতীয় ধ্যান-স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে তাতে বিহার করি। সকল প্রকার কায়িক সুখ-দুঃখ প্রহীন (পরিত্যাগ) করে পূর্বেই মনের সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত (পরিহার) করে, না-দুঃখ না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে তাতে বিহার (অবস্থান) করি।

১২. হে ব্রাহ্মণ, এরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নিষ্কলঙ্ক, বিনাশপ্রাপ্ত-উপক্লেশ, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও নিষ্কম্প (শান্ত) অবস্থায় পূর্বানুস্মৃতি-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করি। তখন সে অবস্থায়

আমি অনেক প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি, যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমনকি এরূপে শতসহস্র জন্ম; অনেক সংবর্ত কল্প[1], অনেক বিবর্ত কল্প[2], এমনকি বহু সংবর্ত বিবর্ত কল্পে অমুক স্থানে আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এরূপ গোত্র, এরূপ জাতি, এরূপ বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ আমার সুখ-দুঃখ অনুভব, এরূপ পরমায়ু, আমি সে স্থান হতে চ্যুত হয়ে এই স্থানে উৎপন্ন হই। এই স্থানেও আমার এই নাম, এরূপ গোত্র-জাতি-বর্ণ-আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ অনুভব, এরূপ পরমায়ু। পুনরায় সে-স্থান হতে চ্যুত হয়ে আমি এই স্থানে (এই যোনিতে) উৎপন্ন হয়েছি। এভাবে সাকার ও স-উদ্দেশ[3], স্বরূপ গতিসহ অনেক প্রকারে বহু পূর্বনিবাস (জন্ম) অনুস্মরণ করি। ব্রাহ্মণ, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও সাধনায় তৎপর হলে সাধকের যেরূপ হয়, সেভাবেই রাত্রির প্রথম যামে আমার প্রথম বিদ্যা (জাতিস্মর জ্ঞান) উৎপন্ন হয়, অবিদ্যা বিনষ্ট হয়ে বিদ্যা উৎপন্ন হয়, অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়ে, জ্ঞানালোক উৎপন্ন হয়।

হে ব্রাহ্মণ, কুক্কুটি শাবকের ডিম্বকোষ হতে বাহির হওয়ার ন্যায় ইহা আমার প্রথম অভিজ্ঞান।

১৩. হে ব্রাহ্মণ, এরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নিষ্কলঙ্ক, বিগত উপক্লেশ, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত ও নিষ্কম্প (নিশ্চল-শান্ত) অবস্থায় সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি (জন্ম-মৃত্যু) জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করি। সে অবস্থায় দিব্যচক্ষুতে বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় (অলৌকিক) দৃষ্টিতে দেখতে পাই যে, সত্ত্বগণ এক যোনি (জন্ম) হতে চ্যুত হয়ে অন্য যোনিতে উৎপন্ন হচ্ছে। তা আমি সম্যকরূপে জানতে পারি যে, হীনোৎকৃষ্ট জাতীয়,

---

[1]. জগৎ ধ্বংসারম্ভ হতে ধ্বংশ শেষ অবস্থা পর্যন্ত সময়কে 'সংবর্ত কল্প' বলে। এখানে 'সংবর্ত' ত্রিবিধ, যথা : (১) তেজ-সংবর্ত, (২) জল-সংবর্ত ও (৩) বায়ু-সংবর্ত। আবার সংবর্ত সীমা ত্রিবিধ, যথা : (১) আভস্‌সর ব্রহ্মলোক, (২) সুভকিণ্‌হা ব্রহ্মালোক ও (৩) বেহপ্‌ফল ব্রহ্মালোক পর্যন্ত।

[2]. জগৎ সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতে পৃথিবীর সবকিছু সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির কাল পর্যন্ত সময়কে 'বিবর্ত কল্প' বলে।

[3]. বর্ণাদিবশে সাকার (আকার) এবং নাম গোত্রবশে স-উদ্দেশ। 'দত্ত', 'তিষ্য', 'গৌতম' ইত্যাদি নাম-গোত্র নির্দেশ করে। শ্বেত, শ্যাম, কালো ইত্যাদি দৈহিক বর্ণ দ্বারা আকার নির্দেশ করে। এরূপে নাম-গোত্রকে উদ্দেশ এবং অন্যটি আকার হিসেবে বুঝতে হবে।

[পারাজিকা অট্‌ঠকথা]

উত্তম-অধম বর্ণের জীবগণ নিজ নিজ কর্মবিপাক অনুসারে সুগতি-দুর্গতিতে পতিত হচ্ছে; এ সকল হীনতর প্রাণী কায়-দুশ্চরিত্র সমন্বিত, বাক্য-দুশ্চরিত্র সমন্বিত, মন-দুশ্চরিত্রে সমন্বিত, এসব জীব আর্যগণের নিন্দাকারী, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টি প্ররোচনায় অকুশল কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি, বিনিপাত-নিরয়ে জন্ম হচ্ছে অথবা যে সকল মহানুভব প্রাণী কায়-সুচরিত্র সমন্বিত, বাক্য-সুচরিত্র সমন্বিত, মন-সুচরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সম্যক দৃষ্টি প্রণোদিত কুশলকর্ম সম্পাদন করার ফলে কায়ভেদে মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হচ্ছে। এই প্রকারে দিব্যনেত্রে বিশুদ্ধ মনুষ্যাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখতে পাই যে, প্রাণীগণ একযোনি হতে চ্যুত হয়ে অপর যোনিতে উৎপন্ন হচ্ছে; আরও প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারি যে, হীনোকৃষ্ট জাতীয়, উত্তম-অধম বর্ণের জীবগণ আপনাপন কর্ম বিপাকানুযায়ী সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছে। হে ব্রাহ্মণ, অপ্রমত্ত, বীর্যবান সাধনায় তৎপর হলে, ধ্যানীর যেমন হয় তেমনভাবেই রাত্রির মধ্যম যামে আমার দ্বিতীয় বিদ্যা (কর্মফলানুসারে প্রাণীগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান) অধিগত (জ্ঞাত) হয়, অবিদ্যা বিনাশ হয়ে বিদ্যা উৎপন্ন হয়, অজ্ঞানান্ধকার বিদূরীত হয়ে জ্ঞানালোক উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মণ, কুক্কুটির অণ্ডকোশ হতে বাচ্চা বাহির হওয়ার ন্যায় ইহা আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞান।

১৪. হে ব্রাহ্মণ, এরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নিষ্কলঙ্ক, বিগত-উপক্লেশ, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত ও নিষ্কম্প অবস্থায় আসবক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে আমার চিত্ত অভিনিবেশ করি। সে অবস্থায় উচ্চতর জ্ঞানে যথাযথরূপে জানতে পারি যে, ইহা দুঃখ আর্যসত্য, ইহা দুঃখসমুদয় আর্যসত্য, ইহা দুঃখনিরোধ আর্যসত্য, ইহা দুঃখনিরোধগামী-প্রতিপদা আর্যসত্য। ইহা আসব, ইহা আসব সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধগামী প্রতিপদ। সে অবস্থায় এরূপে আর্যসত্য জ্ঞাত হওয়ার ফলে কামাসব হতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব হতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হতেও আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়। বিমুক্তচিত্তে 'বিমুক্ত হয়েছি' এরূপ জ্ঞান উদয় হয়, উচ্চতর জ্ঞানে জানতে পারি যে, চিরতরে আমার জন্মবীজ ক্ষয় হয়েছে, সম্যকরূপে ব্রহ্মচর্য-ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে। যা কিছু করণীয় কার্য ছিল, তা করা হয়েছে। অতঃপর এই জগতে পুনর্বার আসতে হবে না।

হে ব্রাহ্মণ, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও ধ্যানে সচেষ্ট হলে যেরূপ হয়, সেরূপেই

রাত্রির শেষ যামে আমার এই তৃতীয় বিদ্যা (আসবক্ষয় জ্ঞান) অধিগত হয়, অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে বিদ্যা উৎপন্ন হয় এবং অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়ে জ্ঞানালোক উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মণ, কুক্কুটির ডিম্বকোশ হতে শাবক বাহির হওয়ার ন্যায় ইহা আমার তৃতীয় অভিজ্ঞান (সম্বোধিজ্ঞান)।

১৫. ভগবান কর্তৃক এরূপ বর্ণিত হলে, বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, "অতি উত্তম মহানুভব গৌতম, অতি শ্রেষ্ঠ মহানুভব গৌতম, অতি সুন্দর হে গৌতম, অতি মনোহর হে গৌতম, যেমন কেহ নিম্নমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিপথগামীকে পথ প্রদর্শন করে কিংবা ঘোর অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দৃশ্যমান বস্তু দেখতে পায়; তেমনভাবেই মাননীয় গৌতম কর্তৃক অনেক প্রকারে বহু যুক্তি-উপমার দ্বারা ধর্ম প্রকাশিত হলো। আমি মহানুভব গৌতমের, তৎপ্রচারিত নির্বাণপ্রদায়ী ধর্মের এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণ গ্রহণ করছি। অদ্য হতে আমাকে আমরণকাল পর্যন্ত শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন। মাননীয় গৌতম, আপনার ভিক্ষুসংঘের সহিত বৈরঞ্জাতে বর্ষাবাস যাপনের জন্য আমার আমন্ত্রণ (ফাং) গ্রহণ করুন।" ভগবান মৌনতার সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণ ভগবান ফাং গ্রহণ করেছেন, ইহা বিদিত হয়ে গাত্রোত্থান করে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

১৬. সে সময়ে বৈরঞ্জাতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছিল। শলাকাবৃত্ত (টিকেট) দ্বারা এবং ভিক্ষান্ন সুলভ না হওয়ার কারণে ভিক্ষুদের জীবন ধারণ করতে কষ্টদায়ক হচ্ছিল। তখন উত্তর দিক হতে অশ্ববণিকগণ পঞ্চশত-পঞ্চশত অশ্বসহ বৈরঞ্জাতে বর্ষা যাপনার্থে উপস্থিত হলেন। সেই বণিকেরা অশ্বমণ্ডলে (অশ্বশালায়) ভিক্ষুদের জন্যে এক এক নালি[1] করে মেপে যব ও চাউল পাত্রে রেখে দিতেন। পূর্বাহ্ণ সময়ে ভিক্ষুগণ বহির্বাস পরিধান করে পাত্র-চীবর লয়ে বৈরঞ্জাতে ভিক্ষান্নের জন্য প্রবেশ করে ভিক্ষান্ন না পেয়ে উক্ত অশ্বমণ্ডলের মধ্যে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে উক্ত বণিকদের দেয়া যব ও চাউল যথারুচি বিহারে এনে ঢেঁকিতে গুড়ি করে সন্তুষ্ট চিত্তে ভোজন করতে। আয়ুষ্মান আনন্দের প্রাপ্ত যব ও চাউল শিলায় পিষে ভগবানকে প্রদান করলে ভগবান তা ভোজন করেন।

অনন্তর ভগবান ঢেঁকির শব্দ শুনলেন। তথাগতগণ কোনো কোনো বিষয়ে

---

[1]. পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত পাত্রবিশেষ।

জ্ঞাত থেকেও জিজ্ঞাসা করেন; আবার কোনো কোনো বিষয়ে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করেন না। কোনো কোনো বিষয়ে সময় বিদিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন; আবার কোনো কোনো বিষয়ে কাল বুঝে জিজ্ঞাসা করেন না। অর্থসংহিত (মঙ্গলজনক) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন; অনর্থসংহিত (অমঙ্গলজনক) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন না। তথাগতগণের অনর্থসংহিত বিষয়ের মূলোৎচ্ছেদ হয়েছে। ভগবান বুদ্ধগণ দ্বিবিধ কারণে ভিক্ষুগণকে প্রতিজিজ্ঞাসা করেন—"ধর্মদেশনা প্রদান করব অথবা শ্রাবকগণের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত (নির্দেশ) করব এই ইচ্ছায়।" অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করলেন, "হে আনন্দ, কী কারণে এই ঢেঁকির শব্দ শুনা যাচ্ছে?" তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয়ে প্রকাশ করলেন। "সাধু আনন্দ, তোমরা সৎপুরুষগণ কর্তৃক প্রশংসিত কার্যই করেছ। আনন্দ, তোমাদের এমন কার্যে প্রসন্ন হয়ে পরবর্তী জনতা উত্তম শালি-ধানের অন্ন ও মাংস ঘৃণাবশত পরিত্যাগ করবে।"

১৭. অনন্তর আয়ুষ্মান মহামোদ্‌গল্যায়ন যথায় ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহামোদ্‌গল্যায়ন ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, এখন বৈরঞ্জাতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ায় শলাকাবুত্ত (টিকেট) দ্বারা এবং ভিক্ষান্ন দুষ্প্রাপ্যহেতু জীবন যাপন করতে বহু কষ্ট সাধ্য হচ্ছে। ভন্তে, মৌচাকের মধু যেমন আস্বাদযুক্ত; তেমন এই মহাপৃথিবীর নিম্নস্তর[1] ও মধুর আস্বাদযুক্ত নির্যাসসম্পন্ন। ভন্তে, ইহা উত্তম হবে যে, আমি যদি এই পৃথিবীর নিম্নভাগ উপরদিকে উল্টায়ে দিই। যাতে করে ভিক্ষুরা পুষ্টিযুক্ত পৃথিবীমণ্ডের নির্যাস পরিভোগ করতে পারেন।" "হে মোদগল্যায়ন, যে-সকল প্রাণী পৃথিবীকে আশ্রয় করে আছে তারা কী করবে?" "ভন্তে, আমি এক হস্তে এই মহাপৃথিবীসদৃশ অন্য একটি পৃথিবী সৃষ্টি করব; যে-সকল প্রাণী এই পৃথিবীকে আশ্রয় করে রয়েছে; তাদের জন্যে তথায় বসবাসের নিমিত্তে সংস্থান করে দেব। হে মোদ্‌গল্যায়ন, বিপদগ্রস্ত প্রাণীরাও স্থান লাভ করুক। পৃথিবী পরিবর্তনের সেই ইচ্ছা পোষণ করবে না।

"হ্যাঁ ভন্তে।"

"ভন্তে, সকল ভিক্ষুসংঘ ভিক্ষান্নের জন্য কুরুরাজ্যে যেতে পারবে কি?"

---

[1]. পৃথিবীর নিম্নভাগে পৃথিবী-মণ্ড, পৃথিবী-ওজ ও পৃথিবী-নির্যাস এই ত্রিবিধ স্তর রয়েছে। সে কারণে পৃথিবীতে উৎপন্ন বৃক্ষাদির ফল-মূলসমূহ ওজ ও রসযুক্ত হয়ে থাকে।

“না মোদগল্যায়ন, উত্তরকুরুতে ভিক্ষান্নের জন্য সকল ভিক্ষুসংঘ গমনের সেই ইচ্ছাও ত্যাগ কর।”

১৮. অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্রের একাকী নির্জন স্থানে অবস্থান করার সময়ে এরূপ চিত্ত-পরিবিতর্ক উদয় হলো : “কতজন ভগবান বুদ্ধের ব্রহ্মচর্য (শাসন) দীর্ঘস্থায়ী ছিল না? আর কতজন ভগবান বুদ্ধের ব্রহ্মচর্য দীর্ঘস্থায়ী ছিল? অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র সায়াহ্ন সময়ে নির্জন স্থান হতে উঠে যে স্থানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট হয়ে সারিপুত্র ভগবানকে এরূপ বললেন, “ভন্তে, আমি একাকী নির্জনে অবস্থানকালে আমার এরূপ চিত্তবির্তক উদয় হয়েছিল যে—কতজন ভগবান বুদ্ধের ব্রহ্মচর্য (শাসন) দীর্ঘস্থায়ী ছিল না? আর কতজন ভগবান বুদ্ধের ব্রহ্মচর্য দীর্ঘস্থায়ী ছিল?” “সারিপুত্র, বিপশ্বী, সিখী এবং ভগবান বেস্সভূর ব্রহ্মচর্য (শাসন) দীর্ঘস্থায়ী ছিল না; আর ককুসন্ধ, কোণাগমন এবং ভগবান কাশ্যপের ব্রহ্মচর্য দীর্ঘস্থায়ী ছিল।”

১৯. “ভন্তে, কোন হেতুতে, কোন প্রত্যয়ে ভগবান বিপশ্বী, ভগবান সিখী এবং ভগবান বেস্সভূর ব্রহ্মচর্য (শাসন) দীর্ঘস্থায়ী ছিল না?” “সারিপুত্র, ভগবান বিপশ্বী, ভগবান সিখী এবং ভগবান বেস্সভূ নিজ নিজ শ্রাবকগণকে বিস্তারিত ধর্মদেশনা করতে ক্লিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের সূত্র, গেয়্যং, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম এবং বেদল্য ছিল অল্প পরিমাণে। শ্রাবকগণের শিক্ষাপদ ছিল অপ্রজ্ঞাপ্ত এবং প্রাতিমোক্ষ ছিল অনুদ্দিষ্ট। সেই ভগবান বুদ্ধগণ এবং তাঁদের অগ্র ও মহাশ্রাবকরা তিরোধানের (পরিনির্বাণের) পরবর্তীকালে যারা (বুদ্ধশাসনে) প্রব্রজিত হয়েছিল তারা নানা নাম, নানা গোত্র, নানা বংশ এবং নানা কুল হতে প্রব্রজিত। সে কারণে তাঁদের সেই ব্রহ্মচর্য (শাসন) অতি শীঘ্রই অন্তর্ধান হয়েছিল। যেমন সারিপুত্র, নানা পুষ্পরাশি সুতার দ্বারা যদি উত্তমরূপে না গেঁথে কাষ্ঠফলকে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে সেই পুষ্পরাশি বায়ুতে বিকীর্ণ হবে, উড়ে যাবে এবং বিনাশপ্রাপ্ত হবে। তার কারণ কী? যেহেতু সেগুলি সুতার দ্বারা উত্তমরূপে গাঁথা হয় নাই। তদ্রূপ সারিপুত্র, সেই ভগবান বুদ্ধগণ এবং তাঁদের অগ্র ও মহাশ্রাবকগণের তিরোধানের পর যারা বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হয়েছিল, তারা নানা নাম, নানা গোত্র, নানা বংশ এবং নানা কুল হতে প্রব্রজিত। সে কারণে তাঁদের সেই ব্রহ্মচর্য অতি শীঘ্রই অন্তর্ধান হয়েছিল। সারিপুত্র, সেই ভগবান বুদ্ধগণ শ্রাবকদের চিত্তভাব পরিজ্ঞাত হয়ে উপদেশ দিতে পরিশ্রান্ত হন নাই।

সারিপুত্র, অতীত বেস্‌সভূ ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কোনো ভয়ংকর গভীর অরণ্যে সহস্র ভিক্ষুসংঘের চিত্তভাব পরিজ্ঞাত হয়ে এভাবে উপদেশ ও অনুশাসন করেন : "এরূপ উচ্চ ভাবনা কর; এরূপ হীন ভাবনা করবে না; এরূপে উত্তম মনোনিবেশ কর; এরূপে হীন মনোনিবেশ করবে না। ইহা (অকুশল) পরিত্যাগ করে ইহা (মার্গফলজ্ঞান) লাভ করে অবস্থান কর।" অনন্তর, সারিপুত্র, বেস্‌সভূ ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক এরূপে উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হয়ে সেই সহস্র ভিক্ষুর চিত্ত আসব হতে সম্পূর্ণরূপে অনাসব হয়ে বিমুক্ত হয়েছিল। সারিপুত্র, সেই ভয়ংকর গভীর অরণ্যের ভয়ভীতি কিরূপ? যদি কোনো অবীতরাগ ব্যক্তি (তৃষ্ণাযুক্ত) সেই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে, তাহলে তার অবশ্যই ভয়ভীতির কারণে লোমহর্ষ (রোমাঞ্চ) উৎপন্ন হবে। হে সারিপুত্র, এই হেতুতে, এই প্রত্যয়ে যা দ্বারা ভগবান বিপশ্বী, ভগবান সিখী এবং ভগবান বেস্‌সভূর ব্রহ্মচর্য (শাসন) দীর্ঘস্থায়ী ছিল না।

২০. "ভন্তে, কোন হেতুতে, কোন প্রত্যয়ে যা দ্বারা ভগবান ককুসন্ধ, ভগবান কোণাগমন এবং কাশ্যপ ভগবানের ব্রহ্মচর্য (শাসন) দীর্ঘস্থায়ী ছিল?" সারিপুত্র, ভগবান ককুসন্ধ, ভগবান কোণাগমন এবং ভগবান কাশ্যপ নিজ নিজ শ্রাবকগণকে বিস্তারিত ধর্মদেশনা করতে ক্লিষ্ট হন নাই। তাঁদের সূত্র, গেয়্যং, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুত ধর্ম এবং বেদল্য ছিল বহু পরিমাণে। প্রজ্ঞাপ্ত ছিল শ্রাবকদের শিক্ষাপদ। উদ্দিষ্ট ছিল প্রাতিমোক্ষ। সেই ভগবান বুদ্ধগণ এবং তাঁদের অগ্র ও মহাশ্রাবকদের তিরোধানের পর যারা বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হয়েছিল; তারা নানা নাম, নানা গোত্র, নানা বংশ এবং নানা কুল হতে প্রব্রজিত। সেই কারণে তারা সেই ব্রহ্মচর্যকে (শাসন) দীর্ঘকাল অবধি ধরে রেখেছিল। যেমন সারিপুত্র, নানা পুষ্পরাশি যদি সুতার দ্বারা উত্তমরূপে গেঁথে (রচনা করে) কাষ্ঠফলকে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে সেই পুষ্পরাশি বায়ুতে বিকীর্ণ হবে না, উড়ে যাবে না, বিনাশপ্রাপ্তও হবে না। কী হেতুতে? যেহেতু সেগুলি সুতার দ্বারা উত্তমরূপে গাঁথা হয়েছে। তদ্রুপ সারিপুত্র, সেই ভগবান বুদ্ধগণ এবং তাঁদের অগ্র ও মহাশ্রাবকগণের তিরোধানের (পরিনির্বাণের) পর যারা বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হয়েছিল; তারা নানা নাম, নানা গোত্র, নানা বংশ এবং নানা কুল হতে প্রব্রজিত। সে কারণেই তারা সেই ব্রহ্মচর্যকে (বুদ্ধশাসনকে) দীর্ঘকাল পর্যন্ত ধরে রেখেছিল। হে সারিপুত্র, এই হেতুতে, এই প্রত্যয়ে যা দ্বারা ভগবান ককুসন্ধ, ভগবান কোণাগমন এবং কাশ্যপ ভগবানের ব্রহ্মচর্য দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

২১. অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র গাত্রোত্থান করে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে যেদিকে ভগবান সেদিক করে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে ইহা নিবেদন করলেন, "ভগবান, ইহাই উপযুক্ত সময়; সুগত, ইহাই উপযুক্ত কাল। যদি ভগবান এই শ্রাবকগণকে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত এবং প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করেন। তাহলে এই ব্রহ্মচর্য দীর্ঘকাল দীর্ঘস্থায়ী হবে।" "হে সারিপুত্র, অপেক্ষা কর; সারিপুত্র, প্রতীক্ষা কর, তথাগত সেই যথার্থ সময় জানবে। সারিপুত্র, যে পর্যন্ত না, এই আসব স্থানীয় (তৃষ্ণাতুল্য) অকুশল ধর্মসমূহ ভিক্ষুসংঘে বিদ্যমান থাকবে, সে পর্যন্ত শাস্তা শ্রাবকগণের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবে এবং প্রাতিমোক্ষ নির্দেশ করবে। অধিকন্তু হে সারিপুত্র, সেই আসব স্থানীয় (তৃষ্ণাতুল্য) অকুশল ধর্মের প্রতিঘাতের (বিনাশের) জন্য শাস্তা শ্রাবকগণের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবে, প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করবে; যে পর্যন্ত এই আসব স্থানীয় অকুশল ধর্মসমূহ সংঘে উৎপন্ন হবে। সারিপুত্র, যে পর্যন্ত না, সংঘ দীর্ঘস্থায়ী মহত্ত্বতা প্রাপ্ত না হবে, সে পর্যন্ত এই আসব স্থানীয় অকুশল ধর্মসমূহ সংঘে উৎপন্ন হবে। উপরন্তু সারিপুত্র, সংঘ দীর্ঘস্থায়ী মহত্ত্বতা প্রাপ্তির জন্য এবং সেই আসব স্থানীয় অকুশল ধর্মের প্রতিঘাতের (বিনাশের) জন্য শাস্তা শ্রাবকগণের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবে, প্রাতিমোক্ষ নির্দেশ করবে; যে পর্যন্ত এই আসব স্থানীয় অকুশল ধর্মসমূহ সংঘে বিদ্যমান থাকবে। হে সারিপুত্র, যে পর্যন্ত না, সংঘ বিপুলতা ও মহত্ত্বতা প্রাপ্ত না হবে, সে পর্যন্ত এই আসব স্থানীয় অকুশল ধর্মসমূহ সংঘে উৎপন্ন হবে। অধিকন্তু, সারিপুত্র, সংঘ বিপুলতা ও মহত্ত্বতা প্রাপ্তির জন্য এবং সেই আসব স্থানীয় ধর্মসমূহ বিনাশের জন্য শাস্তা শ্রাবকগণের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবে, প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করবে; যে পর্যন্ত এই আসব স্থানীয় অকুশল ধর্মসমূহ সংঘে বর্তমান থাকবে। সারিপুত্র, যে পর্যন্ত না, সংঘ অগ্রলাভ ও মহত্ত্বতা প্রাপ্ত না হবে, সে পর্যন্ত এই আসব স্থানীয় অকুশল ধর্ম সংঘে উৎপন্ন হবে। উপরন্তু, সারিপুত্র, সংঘ অগ্রলাভ ও মহত্ত্বতা প্রাপ্তির জন্য এবং সেই আসব স্থানীয় (তৃষ্ণাতুল্য) অকুশল ধর্মসমূহ বিনাশের জন্য শাস্তা শ্রাবকগণের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবে; প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করবে। যে পর্যন্ত এই আসব স্থানীয় অকুশল ধর্ম সংঘে বিদ্যমান থাকবে। হে সারিপুত্র, যে পর্যন্ত না, সংঘ মহাজ্ঞান (আর্যসত্য জ্ঞান) ও মহত্ত্বতা প্রাপ্ত না হবে, সে পর্যন্ত আসব স্থানীয় অকুশল ধর্ম সংঘে উৎপন্ন হবে। অধিকন্তু সারিপুত্র, সংঘ মহাজ্ঞান (আর্যসত্য জ্ঞান) ও মহত্ত্বতা প্রাপ্তির জন্য এবং আসব স্থানীয় অকুশল ধর্মসমূহ ক্ষয়ের জন্যে শাস্তা শ্রাবকগণের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবে; প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করবে;

যে পর্যন্ত এই আসব স্থানীয় অকুশলধর্ম সংঘে বিদ্যমান থাকবে। হে সারিপুত্র, ভিক্ষুসংঘ দুঃখমুক্ত, দোষমুক্ত। অপগতকালক (জন্ম-মৃত্যুহীন) শুদ্ধস্থানে (নির্বাণে) প্রতিষ্ঠিত। হে সারিপুত্র, এই পঞ্চশত ভিক্ষুগণের মধ্যে যে ভিক্ষু সর্বকনিষ্ঠ সেও স্রোতাপন্ন, চারি অপায়মুক্ত। সে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।"

২২. অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করে বললেন, "হে আনন্দ, তথাগতগণ বিনা আহ্বানে জনপদে বিচরণ করে থাকেন। ইহাই তথাগতগণের আচরিত নীতি। কিন্তু নিমন্ত্রিত না হয়ে কোনো স্থানে বর্ষাব্রত যাপন করেন না। চল আনন্দ, এই বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণকে বর্ষাবাস যাপনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করব।"

"হ্যাঁ ভন্তে" বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর দিলেন। তারপর ভগবান বহির্গমনোপযোগী চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর লয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে পশ্চাৎপদ শ্রামণের ন্যায় সঙ্গে নিয়ে যেখানে বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণের নিবাস তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। অনন্তর বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণ ভগবানের সমীপে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণকে ভগবান এরূপ বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, আপনার দ্বারা পূর্বে নিমন্ত্রিত হয়ে বর্ষাবাস যাপনের সম্মতি জ্ঞাপন করার জন্যে এবং আমরা জনপদসমূহে বিচরণের ইচ্ছায় বাহির হয়েছি।"

"মাননীয় গৌতম, নিশ্চয়ই আমার দ্বারা বর্ষাবাস যাপনের জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছেন। অধিকন্তু, আমাদের মধ্যে দানীয় বস্তু বিদ্যমান এবং দান দেওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা কোথায় প্রদত্ত হলে পুণ্য লাভ হবে, উহা আমরা যথার্থরূপে জ্ঞাত নই। মাননীয় গৌতম, গৃহবাসে বহুকৃত্য ও বহুকরণীয় আছে। আগামীকল্য ভিক্ষুসংঘের সহিত আমার অন্ন গ্রহণের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করুন।" ভগবান মৌনতার সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তৎপর ভগবান বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণকে ধর্ম কথায় সন্দর্শিত[1], সমাদাপিত[2], সমুত্তেজিত[3], এবং সম্প্রহৃষ্ট[4] করলেন। ভগবান বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণকে ধর্মকথায় সন্দর্শিত,

---

[1]. **সন্দর্শিত :** পার্থিব জগতের সুখ-দুঃখ ও মুক্তির মার্গ প্রদর্শন করলেন।

[2]. **সমাদাপিত :** সকল প্রকার পুণ্যকর্মের বিপাক সমাধান বা গ্রহণ করলেন।

[3]. **সমুত্তেজিত :** সর্দ্ধমাচারণের জন্য উৎসাহান্বিত করলেন।

[4]. **সম্প্রহৃষ্ট :** বুদ্ধের অনন্ত গুণরাশি ধর্মামৃতরস বর্ষণ করে সন্তুষ্টি ও আনন্দ বর্ধন

সমাদাপিত, সমুত্তেজিত, এবং সম্প্রহৃষ্ট করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। অতঃপর বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণ সে-রাত্রি অবসানে উত্তম উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করায়ে ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করলেন, "মাননীয় গৌতম, ভোজনের সময় উপস্থিত, আহার প্রস্তুত করা হয়েছে।"

২৩. অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্ণ সময়ে বহির্গমনোপযোগী চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে, যথায় বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণের নিবাস তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুসংঘের সহিত প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। তৎপর বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিষেধ না করা পর্যন্ত স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রদান করলেন। ভগবান আহার শেষ করে পাত্র হতে হস্ত অপসারণ করলে বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণ ভগবানকে ত্রিচীবর এবং এক একজন ভিক্ষুকে এক এক জোড়া চীবর দ্বারা আচ্ছাদিত (দান) করলেন। অতঃপর ভগবান বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণকে ধর্ম কথায় সন্দর্শিত, সমাদাপিত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। তদনন্তর ভগবান বৈরঞ্জাতে যথাভিরুচি অবস্থান করে সোরেয়্য, সাংকাশ্য, কন্নকুজ্য নামক স্থানে আনুপূর্বিক বিচরণ করে যেখানে পয়াগ-প্রতিস্থান সেখানে উপস্থিত হয়ে গঙ্গানদী পার হয়ে যথায় বারাণসী তথায় বিশ্রাম (অবস্থান) করলেন। তৎপর ভগবান বারাণসীতে যথাভিরুচি বিহার করে বৈশালীতে বিচরণের জন্য প্রস্থান করলেন। আনুপূর্বিক বিচরণ করতে করতে যথায় বৈশালী তথায় পৌঁছলেন। ভগবান বৈশালীস্থ মহাবনের কূটাগার শালায় অবস্থান করছেন।

[বৈরঞ্জ অধ্যায় সমাপ্ত]

❊❊❊ ❊❊❊ ❊❊❊

করলেন। [পারাজিকা অট্‌ঠকথা]

১. পারাজিকা অধ্যায়

প্রথম পারাজিকা

সুদিন্ন পরিচ্ছেদ

(মৈথুন সেবন সম্পর্কীত শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : বৈশালী]

২৪. সে সময়ে বৈশালীর নিকটবর্তী কলন্দক নামক এক গ্রাম ছিল। সেখানে কলন্দপুত্র সুদিন্ন নামে এক শ্রেষ্ঠীপুত্র ছিলেন। কলন্দপুত্র সুদিন্ন বহুসংখ্যক সহায়কগণের সহিত কোনো এক করণীয় কার্যোপলক্ষে বৈশালীতে গমন করেছিলেন। তখন ভগবান মহতী পরিষদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় ধর্মদেশনা করছিলেন। সেই মহতী পরিষদে ভগবানকে ধর্মদেশনা করতে দেখে কলন্দপুত্র সুদিন্নের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো : "যদি তাই হয়, তাহলে আমিও ধর্মদেশনা শ্রবণ করব।" অতঃপর কলন্দপুত্র সুদিন্ন যেখানে সে পরিষদ তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে একান্তে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট সুদিন্নের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি যেই যেইভাবে উপলব্ধি করছি; তাতে এই একান্ত পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, শঙ্খলিখিত (নির্মল, সমুৎকৃষ্ট) ব্রহ্মচর্য গৃহে বাস করে প্রতিপালন করা সহজ সাধ্য নহে। যদি সেরূপ হয়, আমি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করে কাষায়-বস্ত্র আচ্ছাদনপূর্বক আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।" তদনন্তর সেই পরিষদ ভগবান কর্তৃক ধর্ম কথায় সন্দর্শিত, সমাদাপিত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট হয়ে গাত্রোত্থান করে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

২৫. অতঃপর কলন্দপুত্র সুদিন্ন শীঘ্রই পরিষদ হতে উঠে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট সুদিন্ন ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমি যেই প্রকারে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছি, তাতে আমার মনে হয় এই একান্ত পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য গৃহে বাস করে প্রতিপালন করা সুখকর নহে। ভন্তে, আমার ইচ্ছা হয়েছে যে, কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করে কাষায়-বস্ত্র পরিধানপূর্বক আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে। ভন্তে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।"

"সুদিন্ন, তুমি আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্যে মাতাপিতা হতে

অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছ কি?”

“ভন্তে, আমি আগার হতে অনাগরিক প্রব্রজ্যার জন্য মাতাপিতা হতে অনুমতি পাইনি।”

“সুদিন্ন, তথাগতগণ মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত পুত্রকে প্রব্রজ্যা দেন না।”

“তাহলে, ভন্তে, আমি সেটাই করব। যাতে আমাকে মাতাপিতা আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্য অনুমতি দেন।”

২৬. অনন্তর সুদিন্ন বৈশালীতে সেই করণীয় কার্য সমাপ্ত করে কলন্দক গ্রামে তার মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে মাতাপিতাকে এরূপে নিবেদন করলেন, “মা-বাবা, আমি ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম যেই যেই প্রকারে উপলব্ধি করেছি, তাতে আমার মনে হয় এই একান্ত পরিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ, শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য গৃহে বাস করে প্রতিপালন করা সহজসাধ্য নহে। তাই আমি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করে কাষায়-বস্ত্র আচ্ছাদনপূর্বক আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছি। আমাকে অনুমতি দিন।” ইহা বিবৃত হলে, সুদিন্নের মাতাপিতা সুদিন্নকে এরূপ বললেন, “বৎস সুদিন্ন, তুমি আমাদের অতি প্রিয়, অতি মনাপ (আনন্দবর্ধক), তুমিই আমাদের সুখে-শান্তিতে পরিবর্ধিত ও পরিপোষিত একমাত্র আদরের সন্তান। বৎস সুদিন্ন, তুমি কিঞ্চিৎ মাত্রও দুঃখ যে কী তা জান না। আমরা তোমাকে প্রব্রজ্যার নিমিত্তে অনুমতি প্রদান করব না, অনিচ্ছাসত্ত্বে মৃত্যু না হলেও আমরা তোমার কাছ হতে বিচ্ছেদ হব। আমাদের জীবদ্দশায় কী প্রকারে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্য তোমাকে অনুমতি দিব?” দ্বিতীয়বারও সুদিন্ন তার মাতাপিতাকে এরূপ বললেন, “মা-বাবা, আমি যেই যেই প্রকারে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছি, তাতে আমার মনে হয় এই একান্ত পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য গৃহে থেকে প্রতিপালন করা সহজসাধ্য নহে। সুতরাং আমি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করে কাষায়-বস্ত্র আচ্ছাদন করে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করছি।

দ্বিতীয়বারও সুদিন্নের পিতামাতা সুদিন্নকে ঐ একই কথা বললেন, “বৎস সুদিন্ন, তুমি আমাদের অতি প্রিয়, অতি মনাপ, তুমিই আমাদের সুখে-শান্তিতে পরিবর্ধিত ও পরিপোষিত একমাত্র আদরের পুত্র। বৎস সুদিন্ন, তুমি কিছুমাত্র দুঃখ যে কী তা জান না। আমরা তোমাকে প্রব্রজ্যার জন্য অনুমতি দিতে পারব না; মৃত্যু না হলেও অনিচ্ছাসত্ত্বে আমরা তোমার নিকট হতে

বিচ্ছিন্ন হব। আমরা জীবিত থাকতে কী প্রকারে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার নিমিত্তে তোমাকে অনুমতি দিব?"

তৃতীয়বারও সুদিন্ন তার পিতামাতাকে একই কথা বললেন, "মা-বাবা, আমি যেই যেই প্রকারে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছি, তাতে আমার মনে হয় এই একান্ত পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য গৃহে বাস করে প্রতিপালন করা সহজ সাধ্য নহে; অতএব আমি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করে কাষায়-বস্ত্র আচ্ছাদন করে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা লাভ করতে ইচ্ছা পোষণ করছি।

তৃতীয়বারও সুদিন্নের মাতাপিতা সুদিন্নকে ঐ একই কথা বললেন, "বৎস সুদিন্ন, তুমি আমাদের অতি প্রিয়, অতি মনাপ, তুমিই আমাদের সুখে-শান্তিতে পরিবর্ধিত ও পরিপোষিত একমাত্র আদরের পুত্র। বৎস সুদিন্ন, তুমি কিঞ্চিৎ মাত্রও দুঃখ যে কী তা জান না। অনিচ্ছাসত্ত্বে মৃত্যু না হলেও আমরা তোমার নিকট হতে বিচ্ছেদ হব। আমরা জীবিত অবস্থায় কী প্রকারে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্য তোমাকে অনুমতি দিব?"

২৭. অনন্তর সুদিন্ন কলন্দপুত্র মাতাপিতার নিকট আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার অনুমতি প্রাপ্ত না হওয়ায় এ বলে সে স্থানেই শয্যাহীন ভূমিতে শয়ন করলেন, "এখানেই আমার মৃত্যু কিংবা প্রব্রজ্যা হবে।" তৎপর সুদিন্ন এক দিন, দুদিন এরূপে ভোজন না করে সপ্তাহকাল অতিক্রম করলেন।

২৮. অতঃপর সুদিন্নের পিতামাতা সুদিন্নকে এরূপ বললেন, "বৎস সুদিন্ন, তুমি আমাদের অতি প্রিয়, অতি আনন্দদায়ক, তুমিই সুখে-শান্তিতে পরিবর্ধিত ও পরিপোষিত একমাত্র আদরের পুত্র। তুমি কিছুমাত্রও দুঃখ যে কী তা জান না। অনিচ্ছাসত্ত্বে মৃত্যু না হলেও আমরা তোমার কাছ হতে বিচ্ছেদ হব। আমরা জীবিত থাকতে কী করে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্য তোমাকে অনুমতি দিব?"

বৎস সুদিন্ন, উঠ, ভোজন কর, পান কর আর বিচরণ কর। ভোজন করে, পান করে, বিচরণ করে, কামসুখ ভোগ করে পুণ্যকর্ম করে গৃহে অভিরমিত হও। আমরা তোমাকে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার নিমিত্তে অনুমতি দিব না।" এরূপ বললেও সুদিন্ন নীরব থাকলেন।

দ্বিতীয়বারও সুদিন্নের মাতাপিতা সুদিন্নকে একই কথা বললেন, "বৎস সুদিন্ন, তুমি আমাদের অতি প্রিয়, অতি মনাপ, তুমিই আমাদের সুখে-শান্তিতে পরিবর্ধিত ও পরিপোষিত একমাত্র আদরের পুত্র। তুমি কিছুমাত্রও দুঃখ যে কী তা জান না। অনিচ্ছাসত্ত্বে মৃত্যু না হলেও আমরা তোমার নিকট

হতে বিচ্ছিন্ন হব। আমরা জীবিত থাকতে কী করে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্য তোমাকে অনুমতি দিব?" বৎস সুদিন্ন, উঠ, খাও, পান কর, বিচরণ কর। খেয়ে, পান করে, বিচরণ করে, কামসুখ ভোগ করে পুণ্যকর্ম করে সংসারে অভিরমিত হও। আমরা তোমাকে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার নিমিত্তে অনুমতি দিব না।"

দ্বিতীয়বারও এরূপ বললে সুদিন্ন নীরব থাকলেন।

তৃতীয়বারও সুদিন্নের পিতামাতা সুদিন্নকে একই কথা বললেন, "বৎস সুদিন্ন, তুমি আমাদের অতি প্রিয়, অতি মনাপ, তুমিই আমাদের সুখে-শান্তিতে পরিবর্ধিত ও পরিপোষিত একমাত্র আদরের পুত্র। তুমি কিঞ্চিৎ মাত্রও দুঃখ যে কী তা জান না। মৃত্যু না হলেও অনিচ্ছাসত্ত্বে আমরা তোমার নিকট হতে বিচ্ছেদ হব। আমরা জীবিত থাকতে কী প্রকারে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্য তোমাকে অনুমতি দিব? বৎস সুদিন্ন, উঠ, ভোজন কর, পান কর, বিচরণ কর। ভোজন করে, পান করে, বিচরণ করে, কামসুখ ভোগ করে, পুণ্যকর্ম করে গৃহে অভিরমিত হও। আমরা তোমাকে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার নিমিত্তে অনুমতি দিব না।"

তৃতীয়বারও সুদিন্ন নীরব থাকলেন।

অতঃপর সুদিন্নের সহায়কগণ যেস্থানে সুদিন্ন সেস্থানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে সুদিন্নকে এরূপ বললেন, "সৌম্য সুদিন্ন, তুমি মাতাপিতার অতিপ্রিয় ও অতি মনাপ, তুমিই তাদের সুখে-শান্তিতে পরিবর্ধিত ও পরিপোষিত একমাত্র আদরের পুত্র। সৌম্য সুদিন্ন, তুমি কিঞ্চিৎ মাত্রও দুঃখ যে কী তা জান না। মৃত্যু না হলেও অনিচ্ছাসত্ত্বে মাতাপিতা তোমার নিকট হতে বিচ্ছেদ হবেন। তোমার মাতাপিতা জীবিত থাকতে কী প্রকারে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্য তোমাকে অনুমতি দিবেন?"

সৌম্য সুদিন্ন, উঠ, খাও, পান কর আর বিচরণ কর। খেয়ে, পান করে, বিচরণ করে, কামসুখ ভোগ করে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে সংসারে অভিরমিত হও। তোমার মাতাপিতা আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার নিমিত্তে অনুমতি দিবেন না। ইহা বলা সত্ত্বেও সুদিন্ন নীরব রইলেন।

দ্বিতীয়বারও সুদিন্নের সহায়কগণ সুদিন্নকে ঐ একই কথা বললেন, "সৌম্য সুদিন্ন, তুমি তোমার মাতাপিতার অতিপ্রিয়, অতি মনাপ, তুমিই তাদের সুখে-শান্তিতে পরিবর্ধিত ও পরিপোষিত একমাত্র আদরের সন্তান।" তুমি কিঞ্চিৎ মাত্রও দুঃখ যে কী তা জান না। মৃত্যু না হলেও অনিচ্ছাসত্ত্বে মাতাপিতা তোমার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হবেন। তোমার মাতাপিতা জীবিত

থাকতে কী প্রকারে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্য তোমাকে অনুমতি দিবেন? সৌম্য সুদিন্ন, উঠ, খাও, পান কর আর বিচরণ কর। খেয়ে, পান করে, বিচরণ করে কামসুখ ভোগ করে, পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে গৃহে অভিরমিত হও। এরূপ বললেও সুদিন্ন নীরব থাকলেন।

তৃতীয়বারও সুদিন্নের সহায়কগণ সুদিন্নকে একই কথা বললেন, "সৌম্য সুদিন্ন, তুমি তোমার পিতামাতার অতিপ্রিয়, অতিমনাপ, সুখে-শান্তিতে পরিবর্ধিত ও পরিপোষিত একমাত্র আদরের পুত্র। তুমি কিছুমাত্রও দুঃখ যে কী তা জান না। অনিচ্ছাসত্ত্বে মৃত্যু না হলেও মাতাপিতা তোমার কাছ হতে বিচ্ছিন্ন হবেন। তোমার মাতাপিতা জীবদ্দশায় কী প্রকারে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার নিমিত্তে তোমাকে অনুমতি দিবেন?"

সৌম্য সুদিন্ন, উঠ, ভোজন কর, পান কর, আর বিচরণ কর। ভোজন করে, পান করে, বিচরণ করে কামসুখ ভোগ করে, পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে গৃহবাসে অভিরমিত হও। ইহা বললেও আয়ুষ্মান সুদিন্ন নীরব রইলেন।

২৯. অনন্তর সুদিন্নের সহায়কগণ যথায় সুদিন্নের মাতাপিতা তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে সুদিন্নের মাতাপিতাকে এরূপ বললেন, "মা-বাবা, সুদিন্ন এই বিছানাহীন ভূমিতে পড়ে রয়েছে এ বলে যে, "এস্থানেই আমার মৃত্যু অথবা প্রব্রজ্যা হবে।" যদি আপনারা সুদিন্নকে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্য অনুমতি না দেন, তাহলে নিশ্চয় তথায় তার (সুদিন্নের) মৃত্যু হবে। যদি আপনারা তাকে অনুমতি দেন, তবে সে প্রব্রজিত হলেও দেখতে পাবেন। আর যদি সুদিন্ন আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় অভিরমিত না হয় তাহলে তার আর কী গতি হবে? অবশ্যই এখানেই প্রত্যাগমন করবে। সুতরাং সুদিন্নকে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্য অনুমতি দিন।" বৎসগণ, সুদিন্নকে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্য অনুমতি দিলাম। অতঃপর সুদিন্নের মিত্রগণ সুদিন্নকে এরূপ বললেন, "উঠ, সৌম্য সুদিন্ন, তুমি আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার নিমিত্তে অনুমতি পেয়েছ।"

৩০. অতঃপর সুদিন্ন মাতাপিতা হতে প্রব্রজ্যার জন্য অনুমতি লাভ করে আনন্দিত ও উল্লসিত হয়ে হস্ত দ্বারা শরীর পরিষ্কার করে উঠলেন। তারপর সুদিন্ন কতিপয় দিনের মধ্যে দৈহিক শক্তি সঞ্চয় করে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এরূপ নিবেদন করলেন, "ভন্তে, আমি আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যার জন্য মাতাপিতার নিকট হতে অনুমতি পেয়েছি। ভগবান আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।" অতঃপর সুদিন্ন ভগবানের সমীপে প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা উভয়টি

প্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধপ্রশংসিত আরণ্যিক, পিণ্ডপাতিক, পাংশুকূলিক, সপাদানচারিক ধুতাঙ্গ-ব্রত সমাদান (গ্রহণ) করে অন্যতর বজ্জী গ্রামকে আশ্রয় করে অবস্থান করছিলেন।

সে সময়ে (সুদিন্ন অবস্থানকালীন) বজ্জীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হলো। শালাকাবুত্ত (খাদ্য লাভের জন্য ব্যবহৃত টিকেট) দ্বারা এবং ভিক্ষান্ন সুলভ নহে বিধায় জীবন যাপন করতে কষ্টসাধ্য হচ্ছিল। তখন আয়ুষ্মান সুদিন্নের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো : "এখন বজ্জীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে; শলাকাবুত্ত (টিকেট) এবং ভিক্ষালব্ধ আহার দ্বারা জীবন যাপন করতে দুঃসাধ্য হচ্ছে। বৈশালীতে আমার বহু আঢ্য মহাধন, মহাভোগ সম্পদশালী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্য, প্রভূত বিত্তোপকরণ, প্রভূত ধন-ধান্যসম্পন্ন জ্ঞাতিগণ আছেন। যদি তাই হয়, আমি জ্ঞাতিগণকে আশ্রয় করে অবস্থান করব। জ্ঞাতিরা আমাকে আশ্রয় করে দান দিয়ে পুণ্যাদি সঞ্চয় করে ভিক্ষুগণের দর্শন লাভ করতে পারবেন; আর আমিও ভিক্ষান্নের জন্য ক্লিষ্ট হব না।" তখন আয়ুষ্মান সুদিন্ন শয্যাসন সামলায়ে রেখে স্বীয় পাত্রচীবর লয়ে বৈশালীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। আনুপূর্বিক বিচরণ করতে করতে বৈশালীতে পৌঁছলেন। তারপর আয়ুষ্মান সুদিন্ন তথায় অবস্থান করছিলেন মহাবনে[1] কুটাগারশালায়[2]। আয়ুষ্মান সুদিন্নের জ্ঞাতিবর্গ শুনলেন যে—"সুদিন্ন নাকি বৈশালীতে অবস্থান করছেন।" অতঃপর তাঁরা সুদিন্নের জন্য ষষ্টি পাত্র পরিমাণ পাককৃত ভোজনাদি পাঠিয়ে দিলেন। তখন আয়ুষ্মান সুদিন্ন সেই রন্ধনকৃত পাত্রের আহারাদি ভিক্ষুদের জন্য প্রেরণ করে নিজে পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্গমনোপযোগী আচ্ছাদন পরিধান করে পাত্রচীবর নিয়ে কলন্দক গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে প্রবেশ করলেন। ক্রমান্বয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে করতে যেখানে স্বীয় পিতৃনিবাস সেখানে উপস্থিত হলেন।

৩১. সে সময়ে আয়ুষ্মান সুদিন্নের জ্ঞাতিদাসী আভিদোষিক কুল্মাষ (বাঁসি-ভাতের মাড়) ফেলে দেয়ার ইচ্ছুক হলো। তৎপর আয়ুষ্মান সুদিন্ন উক্ত জ্ঞাতি দাসীকে এরূপ সম্বোধন করে বললেন, "ভগিনী, যদি তুমি সেই আভিদোষিক কুল্মাষ পরিত্যাগে ইচ্ছুক হও, তাহলে আমার এই পাত্রে ঢালতে পার।" তখন আয়ুষ্মান সুদিন্নের জ্ঞাতিদাসী সেই বাসি ভাতের মাড়

---

[1]. বৈশালীর নিকটবর্তী শালবন বা মহাবন। এটি স্বয়ংজাত, অরোপিত ও সসীম বন।

[2]. 'কূটাগার শালা' বলতে হংস-বর্তকাকৃতির আচ্ছন্ন কূটাগার, যা ভগবান বুদ্ধের গন্ধকুটির ছিল।

সুদিন্নের পাত্রে ঢালবার সময় হাত-পা ও কণ্ঠস্বরের নিমিত্ত লক্ষ করল। তৎপর আয়ুষ্মান সুদিন্নের জ্ঞাতিদাসী যে-স্থানে সুদিন্নের মাতা সে-স্থানে উপস্থিত হলো। উপস্থিত হয়ে সুদিন্নের মাতাকে বলল, "হে আর্যে, জানেন কি আর্যপুত্র সুদিন্ন এসেছেন?" "ওরে, যদি তা সত্য বলিস, তুই দাসীত্ব হতে মুক্তি পাবি।"

৩২. তখন আয়ুষ্মান সুদিন্ন কোনো এক বিশ্রামশালার দেওয়ালের সন্নিকটে বসে সেই বাসি ভাতের মাড় ভোজন করছিলেন। ঐ সময়ে আয়ুষ্মান সুদিন্নের পিতা কোনো এক কার্য শেষ করে আসার সময় বিশ্রামশালার দেওয়ালে বসে সেই বাসি ভাতের মাড় ভোজন করা অবস্থায় সুদিন্নকে দেখলেন। দেখে সেখানে উপস্থিত হয়ে সুদিন্নকে এরূপ বললেন, "বৎস সুদিন্ন, তুমি বাসি ভাতের মাড় ভোজন করছ; তার চাইতে তোমার স্বীয় গৃহে যাওয়া উচিত নহে কি?"

"হে গৃহপতি, আপনার গৃহে গিয়েছিলাম, তথায় হতে এই বাসি ভাতের মাড় লাভ করেছি।" তারপর আয়ুষ্মান সুদিন্নের পিতা সুদিন্নের বাহুতে ধরে সুদিন্নকে বললেন, "এসো, পুত্র সুদিন্ন, চল গৃহে যাই।" অতঃপর সুদিন্ন নিজ পিতৃনিবাসে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। তার পিতা বললেন, "বৎস সুদিন্ন, ভোজন কর।" "নিষ্প্রয়োজন গৃহপতি, আজকের মতো আমার আহারকার্য সমাপ্ত হয়েছে।" "বৎস সুদিন্ন, তাহলে আগামীকল্যের জন্য ভোজন গ্রহণ করতে সম্মত হও।" আয়ুষ্মান সুদিন্ন মৌনতার সাথে সম্মতি দিলেন। অতঃপর সুদিন্ন আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

৩৩. অনন্তর আয়ুষ্মান সুদিন্নের মাতা সেই রাত্রি অবসানে হরিৎ গোমল দ্বারা মাটি লেপন করায়ে হিরণ্য ও সুবর্ণের দুই বৃহৎ স্তূপ করালেন। সেই দুটি বৃহৎ স্তূপ এমনভাবে স্থাপন করালেন যে, এক পাশের স্থিত পুরুষ অপর পাশের স্থিত পুরুষকে দেখে না; আর অপর পাশের স্থিত পুরুষ এই পাশের স্থিত পুরুষকে দেখে না। সেই স্তূপ দুটিকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে মধ্যে আসন প্রজ্ঞাপ্ত করলেন এবং আবরণ দিয়ে চতুর্দিক পরিবেষ্টন করলেন। তৎপর আয়ুষ্মান সুদিন্নের পূর্বের স্ত্রীকে ডেকে বললেন, "হে বৌমা, তুমি যেই অলংকারে অলঙ্কৃত হয়ে আমার পুত্র সুদিন্নের প্রিয় হয়ে আনন্দ বর্ধন করেছিলে সেই অলংকারে সজ্জিত হও।"

"হ্যাঁ আর্যে," বলে আয়ুষ্মান সুদিন্নের পূর্বের ভার্যা আয়ুষ্মান সুদিন্নের মাতাকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

৩৪ অতঃপর পরের দিন পূর্বাহ্ন সময়ে আয়ুষ্মান সুদিন্ন বহির্গমনোপযোগী চীবর পরিধান করে পাত্রচীবর নিয়ে স্বীয় পিত্রালয়ে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। তখন আয়ুষ্মান সুদিন্নের পিতা সুদিন্নের নিকট গেলেন; গিয়ে সেই স্তূপকৃত হিরণ্য ও স্বর্ণের পর্দা উন্মোচন করে সুদিন্নকে বললেন, "বৎস সুদিন্ন, ইহা তোমার মাতৃপক্ষের মাতৃধন ও স্ত্রীধন এবং অন্যটি পৈতৃক ও পিতামহের ধন। পুত্র সুদিন্ন, ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করে গৃহী হয়ে বিষয়বস্তু (পঞ্চকামগুণ) ভোগ করতে এবং পুণ্যকর্মাদি সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। এসো সুদিন্ন, (পঞ্চকামগুণে) বিষয় ভোগে রত হও; আর পুণ্যকর্মও সম্পাদন কর।" "পিতা, ইহাতে (বিষয় ভোগে) আমি উৎসাহিত নই, আগ্রহী অথবা অভিরমিতও নই; আমি ব্রহ্মচর্যই আচরণ করব।" দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও সুদিন্নের পিতা সুদিন্নকে ঐ একই কথা বললেন, "বৎস সুদিন্ন, ইহা তোমার মাতৃপক্ষের মাতৃধন ও স্ত্রীধন; অন্যটি পৈতৃক ও পিতামহের ধন। পুত্র সুদিন্ন, ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করে গৃহী হয়ে বিষয়ভোগ করে পুণ্যকর্মাদি সম্পাদন করতে সক্ষম হবে।" "গৃহপতি, যদি আপনি আমার উপদেশ গ্রহণ করেন, তাহলে আমি কিছু বলতে পারি।"

"বৎস সুদিন্ন, বলতে পার।" "গৃহপতি, আপনি বড় বড় বস্তাতে এই হিরণ্য ও সুবর্ণ স্তূপগুলো পূর্ণ করে শকটসমূহে তুলে বহন করে গঙ্গানদীর স্রোতে নিক্ষেপ করুন। তার কারণ কী? যেহেতু, গৃহপতি, এই ধনের জন্যই আপনার ভয়, রোমাঞ্চ, শোক-পরিতাপ, দুঃখ-দৌর্মনস্য উৎপন্ন হবে।" এরূপ বিবৃত হলে আয়ুষ্মান সুদিন্নের পিতা অসন্তোষ প্রকাশ করে এরূপ বললেন, "পুত্র সুদিন্ন, তুমি ইহা কী বলছ!"

৩৫. অনন্তর আয়ুষ্মান সুদিন্নের মাতা সুদিন্নের পূর্বের ভার্যাকে ডাকলেন—"হে বৌমা, তুমিই তার (সুদিন্নের) প্রিয়, মনাপ (প্রীতিদায়িনী)। ইহা সম্ভব যে, তুমি কথা বলতে পার।" তখন সুদিন্নের পূর্বের স্ত্রী সুদিন্নের পায়ে ধরে আয়ুষ্মান সুদিন্নকে বললেন, আর্যপুত্র, সেই অপ্সরেরা কীরূপ, যাঁদের নিমিত্তে আপনি ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন করছেন?" "হে ভগিনী, আমি অপ্সরার কারণে ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন করছি না।" "আর্যপুত্র সুদিন্ন আমাকে ভগিনী সম্বোধন করে ব্যবহার করছেন" এরূপ মনে করে, তখন সুদিন্নের স্ত্রী সেখানেই মূর্ছা (অচৈতন্য) প্রাপ্ত হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন। তৎপর আয়ুষ্মান সুদিন্ন পিতাকে বললেন, "গৃহপতি, যদি আমাকে ভোজন দেয়া উচিত মনে করেন, তবে দেন, (অন্যথায় পঞ্চকামগুণে প্রলুব্ধ করে) আমাকে আর উৎপীড়ন করবেন না।" "বৎস সুদিন্ন, ভোজন কর।" তারপর আয়ুষ্মান

সুদিন্নের মাতাপিতা সুদিন্নকে উত্তম উত্তম খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা স্বহস্তে সন্তুষ্ট ও সম্প্রবারিত করলেন। আয়ুষ্মান সুদিন্ন আহারাবসানে ভোজন পাত্র হতে হস্ত অপসারণ করলে সুদিন্নকে সুদিন্নের মাতা বললেন, "পুত্র সুদিন্ন, এই গৃহে, আঢ্য, মহাধন, মহাভোগ-সম্পত্তি, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্য, প্রভূত বিত্তোপকরণ, প্রভূত ধন-ধান্য রয়েছে। বৎস সুদিন্ন, ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করে গৃহস্থ হয়ে বিষয়বস্তু ভোগ করে পুণ্যকর্মাদি সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। এসো সুদিন্ন, বিষয়বস্তু ভোগে রত হও এবং পুণ্যও সম্পাদন কর।" "মা, আমি বিষয়বস্তু ভোগ করতে উৎসাহিত নই, আগ্রহী অথবা অভিরমিতও নই; অধিকন্তু আমি ব্রহ্মচর্যই আচরণ করব।" দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান সুদিন্নের মাতা সুদিন্নকে সেই একই কথা বললেন, "বৎস সুদিন্ন, এই কুলে (গৃহে) আঢ্য মহাধন, মহাভোগসম্পত্তি, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্য, প্রভূত বিত্তোপকরণ, প্রভূত ধন-ধান্য বিদ্যমান। বৎস সুদিন্ন, ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করে গৃহস্থ হয়ে বিষয়বস্তু ভোগ করে পুণ্যকর্মাদি সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। এসো সুদিন্ন, বিষয়বস্তু ভোগে অভিরমিত হও এবং পুণ্যকর্মাদি সম্পাদন কর।" আয়ুষ্মান সুদিন্ন দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও সেই একই কথায় উত্তর দিলেন—"মা, আমি বিষয়বস্তু ভোগ করতে উৎসাহিত নই, আগ্রহী কিংবা অভিরমিতও নই; উপরন্তু আমি ব্রহ্মচর্যই প্রতিপালন করব।" "তাহলে বৎস সুদিন্ন, পুত্র লাভের উপায় করে দাও; না হয় অপুত্রক (মালিকহীন) সম্পত্তি লিচ্ছবী রাজা কর্তৃক নিয়ে যাওয়া হবে।" "মাতা, এরূপ হলে আমি তা করতে সক্ষম।" "বৎস সুদিন্ন, এখন তুমি কোথায় অবস্থান করছ?

"মহাবনে, মা," তারপর আয়ুষ্মান সুদিন্ন আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

৩৬. অনন্তর আয়ুষ্মান সুদিন্নের মাতা সুদিন্নের পূর্বের স্ত্রীকে ডেকে বললেন, "হে বৌমা, যখন তুমি ঋতুমতি হবে এবং তোমার ফুল উৎপন্ন হবে, তখন আমাকে প্রকাশ করবে।" "হ্যাঁ আর্যে," বলে সুদিন্নের পূর্বের ভার্যা আয়ুষ্মান সুদিন্নের মাতাকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর সুদিন্নের পূর্বের স্ত্রী কিছু কাল পরে ঋতুমতি হলেন এবং তার ফুলও উৎপন্ন হলো। তারপর সুদিন্নের স্ত্রী আয়ুষ্মান সুদিন্নের মাতাকে বললেন, "আর্যে, আমি ঋতুমতি হয়েছি; আমার ফুলও উৎপন্ন হয়েছে।" তাহলে "হে বৌমা, পূর্বে তুমি যেরূপ অলংকারে অলংকৃত হয়ে পুত্র সুদিন্নের প্রিয় ও মনাপ হতে সেরূপ অলংকারে অলংকৃত হও।" "হ্যাঁ আর্যে," বলে সুদিন্নের পূর্বের স্ত্রী প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন আয়ুষ্মান সুদিন্নের মাতা সুদিন্নের ভার্যাকে সঙ্গে নিয়ে যেখানে

মহাবন, সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সুদিন্নকে এরূপ বললেন, "বৎস সুদিন্ন, গৃহে আঢ্য, মহাধন, মহাভোগসম্পত্তি, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্য, প্রভূত বিত্তুপকরণ, প্রভূত ধন-ধান্য বিদ্যমান। তুমি ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করে গৃহী হয়ে বিষয়সম্পত্তি ভোগ করে পুণ্য করতে সক্ষম হবে। এসো সুদিন্ন, বিষয় সম্পত্তি ভোগে অভিরমিত হও; আর পুণ্যও সম্পাদন কর।" "মাতা, আমি বিষয় ভোগ করতে উৎসাহিত নই, এমন কি আগ্রহী অথবা অনুরক্তও নই। আমি ব্রহ্মচর্যই প্রতিপালন করব।" দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আয়ুষ্মান সুদিন্নের মাতা সুদিন্নকে ঐরূপ বললেন, "পুত্র সুদিন্ন, এই কুলে আঢ্য, মহাধন, মহাভোগসম্পত্তি, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্য, প্রভূত বিত্তোপকরণ, প্রভূত ধন-ধান্য বিদ্যমান। বৎস সুদিন্ন, তাহলে তুমি পুত্রলাভের উপায় করে দাও না হয়, অপুত্রক (মালিকহীন) সম্পত্তি লিচ্ছবী রাজা কর্তৃক নিয়ে যাওয়া হবে।" "মা, তাহলে আমি তা করতে পারি।" তখন আয়ুষ্মান সুদিন্ন তাঁর মাতা কর্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁর পূর্বের স্ত্রীর বাহুতে ধরে মহাবনে প্রবেশ করলেন। "মৈথুনসেবনে দোষ (আপত্তি) নাই" মনে করে সুদিন্ন তাঁর পূর্বের স্ত্রীর সহিত তিনবার মৈথুনধর্ম (ব্যভিচার) প্রতিসেবন করে অপ্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদসমূহ অভিবিজ্ঞাপিত (প্রবর্তিত) করলেন। সুদিন্নের দ্বারা তাঁর ভার্যা যথাসময়ে গর্ভবতী হলেন। তখন ভূমিবাসী দেবগণ উচ্চশব্দে সুদিন্নের অপরাধ প্রচার করতে লাগলেন, "হে মাননীয় ভিক্ষুসংঘ, ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘ দোষমুক্ত, পাপমুক্ত; কিন্তু এই সুদিন্নের দ্বারা অপরাধ সম্পাদিত হয়েছে, পাপ সম্পাদিত হয়েছে।"

ভূমিবাসী দেবগণের এরূপে উচ্চরব শুনে চতুর্মহারাজিক দেবগণ উচ্চরবে সুদিন্নের অপরাধ প্রচার করলেন। এ প্রকারে তাবতিংসবাসী দেবগণ, যামবাসী দেবগণ, তুষিতবাসী দেবগণ, নির্মাণরতি দেবগণ, পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণও তার অপরাধ ঘোষণা করছিলেন। ভূমিবাসী ও স্বর্গবাসী দেবগণের এরূপ শব্দ শুনে ব্রহ্মকায়িক দেবগণ সুদিন্নের অপরাধ প্রচার করতে লাগলেন, "হে মাননীয় ভিক্ষুসংঘ, ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘ দোষমুক্ত, পাপমুক্ত; কিন্তু সুদিন্ন কর্তৃক অপরাধ সম্পাদিত হয়েছে, পাপ সম্পাদিত হয়েছে।" এরূপে সেক্ষণে, সেই মুহূর্তে তার অপরাধ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত অভ্যুত্থিত (প্রকাশিত) হয়েছিল।

অনন্তর আয়ুষ্মান সুদিন্নের ভার্যা সেই গর্ভ পরিপক্ক হলে এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। তৎপর আয়ুষ্মান সুদিন্নের সহায়কগণ সেই পুত্রের 'বীজক' নাম রাখলেন। আয়ুষ্মান সুদিন্নের স্ত্রীকে 'বীজক মাতা' আর সুদিন্নকে 'বীজক

পিতা'রূপে অভিহিত করলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা উভয়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অর্হত্বফলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন[1]।

৩৭. অতঃপর আয়ুষ্মান সুদিন্ন কর্তৃক এ প্রকার পাপকার্য সম্পাদিত হওয়ায় তাঁর মনে এরূপ সন্দেহ ও অনুশোচনা উদয় হলো : "অহো, আমার অলাভই হয়েছে, লাভ নয়; আমার দুর্লব্ধ হয়েছে, সুলব্ধ নয়। আমি এরূপ সুব্যাখ্যাত ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হয়েও যাবজ্জীবন পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে সক্ষম হই নাই।" আয়ুষ্মান সুদিন্নের সেরূপ সন্দেহ ও অনুশোচনা উৎপন্ন হওয়ায় তিনি কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ-পাণ্ডুবর্ণ হলেন ও তাঁর দেহ ধমনিজালে আচ্ছন্ন হলো এবং হতাশা-বিষন্নতা, দুঃখী-দুর্মনা, মনস্তাপে দগ্ধ হলেন।

৩৮. অনন্তর আয়ুষ্মান সুদিন্নের সহায়ক ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সুদিন্নকে এরূপ বললেন, "আবুসো সুদিন্ন, পূর্বে তোমার ইন্দ্রিয়সমূহ প্রীতিপূর্ণ, মুখবর্ণ উজ্জ্বল ও দেহচ্ছবি বিপ্রসন্ন ছিল; কিন্তু এখন তুমি কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, হতাশা-বিষন্নতায়, দুঃখী-দুর্মনায়, তীব্র মনস্তাপে দগ্ধ হয়েছ এবং তোমার দেহ ধমনিজালে আচ্ছন্ন হয়েছে। আবুসো সুদিন্ন, কখন হতে তুমি অনভিরতি (উৎসাহহীন) হয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করছ?" "আবুসো, আমি অনভিরতি হয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করছি না। আমার দ্বারা পাপ ধর্ম কৃত হয়েছে; আমি পূর্বের ভার্যার সহিত মৈথুনধর্ম সেবন (ব্যভিচার) করেছি। আবুসো, সেই কারণে আমার মনে এরূপ সন্দেহ ও অনুশোচনা উৎপন্ন হয়েছে যে—অহো, আমার অলাভই হয়েছে, লাভ নয়; আমার দুর্লব্ধ হয়েছে, সুলব্ধ নয়। আমি ভগবান কর্তৃক এরূপ সুব্যাখ্যাত ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হয়েও আজীবন পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে সক্ষম হই নাই।"

"আবুসো সুদিন্ন, অবশ্যই ইহার জন্য তোমার অনুশোচনা করা উচিত যে, তুমি ভগবান কর্তৃক এরূপ সুব্যাখ্যাত ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হওয়া সত্ত্বেও যাবজ্জীবন পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন করতে সমর্থ হওনি।"

"আবুসো সুদিন্ন, নিঃসন্দেহে ভগবান কর্তৃক অনেক পর্যায়ে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, সরাগের ধর্ম নহে; বিসংযোগের (বন্ধন রহিত) ধর্ম দেশিত হয়েছে, সংযোগের ধর্ম নহে; অনুপাদানের (তৃষ্ণারহিত) ধর্ম দেশিত হয়েছে,

---

[1]. বীজকের বয়স যখন সপ্ত বৎসর পূর্ণ হল; তখন তার মাতা ভিক্ষুণীদের নিকট এবং সে (বীজক) ভিক্ষুদের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ করে কল্যাণমিত্রের আশ্রয়ে অবস্থান করে উভয়ে অর্হত্বফলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। [পারাজিকা অট্‌ঠকথা]

স-উপাদানের (গাঢ় তৃষ্ণার) ধর্ম নহে।"

"আবুসো সুদিন্ন, ভগবান কর্তৃক যেখানে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, সেখানে কেন তুমি সংযোগের ধর্ম চিন্তা করবে? যেখানে অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয়েছে; কেন তুমি সেখানে স-উপাদানের ধর্ম চিন্তা করবে? নিশ্চয়ই আবুসো সুদিন্ন, ভগবান কর্তৃক অনেক প্রকারে রাগ-বিরাগের ধর্ম, মদ-বশীভূতকরণ, পিপাসা-বিনয় (আসক্তি দমন), আলয় সমুদ্ঘাত, লোভের মূলোৎপাটন, জন্মচক্রের উচ্ছেদ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণের ধর্ম দেশিত হয়েছে।"

"আবুসো সুদিন্ন, ভগবান কর্তৃক অনেক পর্যায়ে কামের প্রহান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামসংজ্ঞার পরিজ্ঞা (সম্যক জ্ঞান) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামপিপাসার প্রতিবিনয় (দমন) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামবিতর্কের সমুদ্‌ঘাত (মুলোৎপাটন) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কাম-যন্ত্রণার উপশম সম্বন্ধেও ভগবান কর্তৃক বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"

"আবুসো সুদিন্ন, তোমার এরূপ কার্যে অপ্রসন্নের (শ্রদ্ধাহীনের) মধ্যে প্রসাদ (শ্রদ্ধা) উৎপন্ন কিংবা প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধি করতে পারে না; বরঞ্চ ইহাতে অপ্রসন্নের মধ্যে অধিকতর প্রসাদহীনতা এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানের মধ্যে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।"

৩৯. অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সুদিন্নকে অনেক প্রকারে ভর্ৎসনা ও নিন্দা করে ভগবানের সমীপে এ বিষয়ে প্রকাশ করলেন। তৎপর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে (প্রসঙ্গে) ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে আয়ুষ্মান সুদিন্নকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে সুদিন্ন, সত্যই কি তুমি তোমার পূর্বের স্ত্রীর সহিত মৈথুনধর্ম (ব্যভিচার) প্রতিসেবন করেছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।"

ভগবান বুদ্ধ ইহা অত্যন্ত গর্হিত (অনুচিত) বলে প্রকাশ করে বললেন, "হে মোঘপুরুষ (মূর্খ), ইহা তোমার পক্ষে অনুচিত, অনুপযোগী, অনুপযুক্ত, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকরণীয় কার্য সম্পাদিত হয়েছে। কীরূপে তুমি এরূপ সুব্যাখ্যাত ধর্মবিনয়ে (বুদ্ধশাসনে) প্রব্রজিত হয়েও যাবজ্জীবন পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে সক্ষম হলে না?"

"হে মোঘপুরুষ, অবশ্যই মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয়েছে; সরাগের ধর্ম নহে, বিসংযোগের ধর্ম দেশিত হয়েছে; সসংযোগের ধর্ম নহে, অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয়েছে; স-উপাদানের ধর্ম নহে।"

"হে মোঘপুরুষ, মৎ কর্তৃক যেখানে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন

তুমি সেখানে সরাগের বিষয়ে চিন্তা করবে? যেখানে বিসংযোগের ধর্ম দেশিত হয়েছে; কেন সেখানে সংযোগের বিষয়ে চিন্তা করবে? যেখানে অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন সেখানে স-উপাদানের বিষয়ে চিন্তা করবে?"

"হে মোঘপুরুষ, নিশ্চয়ই মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে রাগ-বিরাগের ধর্ম, মদ-বশীভূতকরণ, পিপাসা-বিনয় (আসক্তি দমন), আলয় সমুদ্ঘাত (আকাঙ্ক্ষার মূলোৎপাটন), ভবচক্রের উচ্ছেদ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণের ধর্ম দেশিত হয়েছে।"

"হে মোঘপুরুষ, মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে কামের প্রহান (পরিহার) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামসংজ্ঞার পরিজ্ঞা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামপিপাসার প্রতিবিনয় (দমন) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কামযন্ত্রণার উপশম সম্বন্ধেও বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"

"হে মোঘপুরুষ, কোনো নারীযোনিতে লিঙ্গ প্রক্ষিপ্ত করার চাইতে যদি কোনো কালান্তর সর্পের মুখে লিঙ্গ প্রক্ষিপ্ত (ভিতরে প্রবেশ) করা হয়, তথাপি তাই শ্রেয়।"

"হে মোঘপুরুষ, কোনো স্ত্রীযোনিতে লিঙ্গ প্রক্ষিপ্ত করার চাইতে উত্তপ্ত, সম্প্রজ্বলিত, সজ্যোতিভূত অঙ্গার গর্তে যদি লিঙ্গ প্রক্ষিপ্ত করা হয়, তবুও শ্রেয়। তার কারণ কী? ইহাই নিদান, ইহাই প্রত্যয় যে—ব্যাভিচারজনিত মহা অপরাধের কারণে সেই ভিক্ষু মরণে পতিত হয় কিংবা মরণতুল্য দুঃখ ভোগ করে থাকে, ইহা ছাড়াও সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

"হে মূর্খ, ইহাই নিদান (কারণ) যে, সেই পাপপরায়ণ ভিক্ষু কায়ভেদে মরণের পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

"হে মোঘপুরুষ, নিশ্চয়ই তুমি ইহা অসদ্ধর্ম, গ্রাম্যধর্ম (মৈথুনকার্য), বৃষল ধর্ম, দুষ্টতা (পাপাচার), গোপনাচার করেছ, কী করে তোমরা উভয়ে উভয়ের সহিত দেহ-সম্ভোগে সমর্পিত হতে পারলে? তুমি বহু অকুশল ধর্মের আদিকর্তা ও পূর্বগামী। তোমার এই কার্যে অপ্রসন্নের (শ্রদ্ধাহীনের) মধ্যে প্রসাদ (শ্রদ্ধা) উৎপন্ন কিংবা অপ্রসন্নের প্রসাদ (শ্রদ্ধাবানের-শ্রদ্ধা) বৃদ্ধি করতে পারে না। বরঞ্চ ইহাতে অশ্রদ্ধাবানের মধ্যে অধিকতর শ্রদ্ধাহীনতা এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানের মধ্যে অন্যথাভাব উৎপন্ন হবে।"

অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান সুদিন্নকে অনেক প্রকারে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে চঞ্চলতা, মহেচ্ছুতা (প্রবলআকাঙ্ক্ষা) অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা,

সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা আনয়নের জন্যে, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা একান্তই হিতবহ। সেহেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্য এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

"যদি কোনো ভিক্ষু মৈথুনধর্ম (ব্যভিচার) প্রতিসেবন করে, তবে সেই ভিক্ষুর পারাজিকা আপত্তি হবে এবং সে ভিক্ষুদের সহিত একত্রে বসবাস করতে পারবে না।"

এ প্রকারে ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্য এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল।

[সুদিন্ন পরিচ্ছেদ সমাপ্ত]

মক্কটী (বানরীর) কাহিনি

৪০. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু বৈশালীর মহাবনে কামতাড়নায় উত্তেজিত হয়ে বানরীর সহিত মৈথুনধর্ম (ব্যভিচার) প্রতিসেবন করত। অনন্তর সেই ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে নিবাসন (চীবর) পরিধান করে পাত্রচীবর নিয়ে বৈশালীতে ভিক্ষান্নের জন্য প্রবেশ করল। তখন কিছুসংখ্যক ভিক্ষু শয্যাসন দর্শনার্থে বিচরণ করতে করতে যেখানে সেই ভিক্ষুর বিহার (আবাসস্থল), সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন সেই মক্কটী (বানরী) সেই ভিক্ষুগণকে দূর হতে আসতে দেখে তাঁদের নিকট উপস্থিত হলো; উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুদের সম্মুখে কোমর ও লেজ আলোড়ন করতে লাগল, হস্ত-পদ ছেড়ে দিয়ে মাটিতে শয়ন করল এবং মৈথুনের নিমিত্তাদি (লক্ষণাদি) প্রকাশ করতে লাগল। অতঃপর সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো : "নিশ্চয়ই এই ভিক্ষু এই বানরীর সহিত মৈথুনধর্ম (ব্যভিচার) প্রতিসেবন করে।" ইহা

দেখে তাঁরা একপাশে লুকিয়ে থাকলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষু বৈশালীতে ভিক্ষার্থে বিচরণ শেষ করে ভিক্ষান্ন নিয়ে প্রত্যাগমন করল।

৪১. তখন সেই মক্কটী (বানরী) যথায় সেই ভিক্ষু, তথায় উপস্থিত হলো। অতঃপর সেই ভিক্ষু সংগৃহীত ভিক্ষান্নের একাংশ নিজে ভোজন করে বাকি অংশ সেই বানরীকে দিল। তখন সেই বানরী ভিক্ষান্ন খেয়ে সেই ভিক্ষুর কোলে উঠে বসল। তারপর সেই ভিক্ষু সেই বানরীর সহিত ব্যভিচার করতে লাগল, এমতাবস্থায় উক্ত ভিক্ষুগণ ব্যভিচারকারী ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "আবুসো, তুমি কি জান না যে, ভগবান কর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে? কেন তুমি মক্কটীর সহিত মৈথুন সেবন করছ?" "হ্যাঁ আবুসো, সত্যই ভগবান কর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়েছে। ভগবান শুধু মনুষ্য-স্ত্রীজাতির কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু তির্যক জাতীয় (পশুপক্ষী) প্রাণীর কথা উল্লেখ করেন নাই। আবুসো, ঠিক এরূপেই ভগবান কর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে।"

তারপর সেই ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "হে আবুসো, ইহা তোমার দ্বারা অনুচিত, অনুপযোগী, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকরণীয় কার্য করা হয়েছে। কেন আবুসো, তুমি এরূপ সুব্যাখ্যাত ধর্মবিনয়ে (বুদ্ধশাসনে) প্রব্রজিত হয়েও যাবজ্জীবন পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে সক্ষম হলে না?"

"আবুসো, নিশ্চয়ই ভগবান কর্তৃক অনেক প্রকারে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, সরাগের ধর্ম নহে; বিসংযোগের (বন্ধনরহিত) ধর্ম দেশিত হয়েছে, সংযোগের ধর্ম নহে; অনুপাদানের (তৃষ্ণারহিত) ধর্ম দেশিত হয়েছে, স-উপাদানের (গাঢ় তৃষ্ণা যুক্ত) ধর্ম নহে।"

"আবুসো, ভগবান কর্তৃক যেখানে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, সেখানে কেন তুমি সংযোগের ধর্ম চিন্তা করবে? যেখানে অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন তুমি সেখানে স-উপাদানের ধর্ম চিন্তা করবে? নিশ্চয়ই আবুসো, ভগবান কর্তৃক অনেক প্রকারে রাগ-বিরাগের ধর্ম, মদ-বশীভূতকরণ, পিপাসা-বিনয়, আলয় সমুদ্ঘাত, জন্মচক্রের উচ্ছেদ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণের ধর্ম দেশিত হয়েছে।"

"আবুসো, ভগবান কর্তৃক অনেক পর্যায়ে কামের প্রহান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামসংজ্ঞার পরিজ্ঞা (সম্যকজ্ঞান) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামপিপাসার প্রতিবিনয় (দমন) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামবিতর্কের সমুদ্‌ঘাত (মুলোৎপাটন) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কামযন্ত্রণা উপশম

সম্বন্ধেও ভগবান কর্তৃক সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।”

“আবুসো, তোমার এরূপ কার্যে অপ্রসন্নের মধ্যে প্রসাদ উৎপন্ন অথবা প্রসন্নের মধ্যে প্রসাদ বৃদ্ধি করতে পারে না; অধিকন্তু অপ্রসন্নের মধ্যে অধিকতর প্রসাদহীনতা এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যথাভাব আনয়ন করবে।” তখন সেই ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে বহু প্রকারে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে ভগবানের সমীপে ইহা নিবেদন করলেন।

৪২. অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে সকল ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে উক্ত ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, “সত্যই কি তুমি বানরীর সহিত মৈথুন সেবন করেছ?”

“হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।”

ভগবান বুদ্ধ ইহা অত্যন্ত গর্হিত (দোষনীয়) বলে প্রকাশ করলেন, “হে মোঘপুরুষ (মূর্খ), ইহা তোমার পক্ষে অননুরূপ, অননুযায়ী হয়েছে। কেন মোঘপুরুষ, তুমি এরূপ সুব্যাখ্যাত ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হয়েও আজীবন পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন করতে সমর্থ হলে না?”

“হে মোঘপুরুষ, নিশ্চয়ই আমার দ্বারা বহু পর্যায়ে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, সরাগের ধর্ম নহে; বিসংযোগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, সংযোগের ধর্ম নহে; অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয়েছে, স-উপাদানের ধর্ম নহে।”

“হে মোঘপুরুষ, মৎ কর্তৃক যেখানে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, সেখানে কেন তুমি সংযোগের ধর্ম চিন্তা করবে? যেখানে অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন তুমি সেখানে স-উপাদানের ধর্ম চিন্তা করবে? নিশ্চয়ই মোঘপুরুষ, মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে রাগ-বিরাগের ধর্ম, মদ-বশীভূতকরণ, পিপাসা-বিনয়, আলয় সমুদ্ঘাত, জন্মচক্রের উচ্ছেদ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণের ধর্ম দেশিত হয়েছে।”

“হে মোঘপুরুষ, মৎ কর্তৃক অনেক পর্যায়ে কামের প্রহান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামসংজ্ঞার পরিজ্ঞা (সম্যক জ্ঞান) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামপিপাসার প্রতিবিনয় (দমন) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামবিতর্কের সমুদ্ঘাত (মুলোৎপাটন) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কামক্লেশের উপশম বিষয়েও মৎ কর্তৃক বিশেষরূপে বর্ণিত হয়েছে।”

“হে মোঘপুরুষ, কোনো বানরীর যোনিদ্বারে লিঙ্গ প্রবেশ করার চাইতে যদি কোনো ঘোর বিষসম্পন্ন সর্পের মুখে লিঙ্গ প্রক্ষিপ্ত করা হয়, তবে তা-ই শ্রেয়।”

“হে মোঘপুরুষ, কোনো বানরীর যোনিতে লিঙ্গ প্রক্ষিপ্ত (প্রবেশ) করার চাইতে যদি কোনো কালান্তর সর্পের মুখে লিঙ্গ প্রক্ষিপ্ত করা হয়, তথাপি তা-ই

শ্রেয়।”

“হে মোঘপুরুষ, কোনো মক্কটীর যোনিদ্বারে লিঙ্গ প্রক্ষিপ্ত করার চাইতে উত্তপ্ত, সম্প্রজ্জ্বলিত, সজ্যোতিভূত অঙ্গারগর্তে যদি লিঙ্গ প্রক্ষিপ্ত করা হয়, তবুও তা-ই শ্রেয়। তার কারণ কী? ইহাই নিদান, ইহাই প্রত্যয় যে, সেই পাপাচারী ভিক্ষু মৃত্যুতে পতিত হবে কিংবা মরণতুল্য দুঃখভোগ করবে, ইহা ছাড়াও কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হবে।”

“হে মোঘপুরুষ, ইহাই কারণ যে, সেই পাপী ভিক্ষু কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়ে থাকে।”

“হে মোঘপুরুষ, নিশ্চয়ই তুমি ইহা অসদ্ধর্ম, গ্রাম্যধর্ম, বৃষলধর্ম, পাপাচার, গোপনাচার করেছ; কেন তুমি ইতরজাতীয় বানরীর সহিত দেহ-সম্ভোগে রত হয়েছ? তোমার এরূপ কার্যে অপ্রসন্নের মধ্যে প্রসন্নতা উৎপন্ন কিংবা প্রসন্নের মধ্যে প্রসন্নতা বর্ধিত করতে পারে না; অধিকন্তু অপ্রসন্নের মধ্যে অধিকতর প্রসাদহীনতা এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানের মনে অন্যথাভাব আনয়ন কবে।”

“হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

“যদি কোনো ভিক্ষু তির্যক পশুপক্ষীর সহিত মৈথুন সেবন করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর পারাজিকা হবে এবং ভিক্ষুসংঘ হতে বর্জিত হবে।”

এরূপে ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ভিক্ষুদের নিমিত্তে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল।

[মক্কটী কাহিনি সমাপ্ত]

সপ্তত পরিচ্ছেদ

(বজ্জীপুত্র ভিক্ষুদের কাহিনি)

৪৩. সে সময়ে কিছুসংখ্যক বৈশালীবাসী বজ্জীপুত্র ভিক্ষুগণ মাত্রাতিরিক্ত ভোজন করছিল, মাত্রাতিরিক্ত নিদ্রা যাচ্ছিল এবং মাত্রাতিরিক্ত স্নান করছিল। প্রয়োজন অতিরিক্ত ভোজন করে, প্রয়োজন অতিরিক্ত নিদ্রা গিয়ে এবং প্রয়োজন অতিরিক্ত স্নান করে উন্মাদের ন্যায় মনোনিবেশ করে শিক্ষা পরিত্যাগ না করে শিক্ষাপদ প্রতিপালনে দুর্বলতা প্রকাশ না করে মোহাচ্ছন্ন হয়ে মৈথুনধর্ম (ব্যভিচার) প্রতিসেবন করছিল। তারা (সেই ভিক্ষুরা) অপর সময়ে জ্ঞাতি ব্যসনে দুঃখী[1], ভোগ পরিহানির দুঃখে দুঃখী এবং রোগ

---

[1]. মূলে আছে ‘ঞাতিব্যসনেনপি ফুট্‌ঠ’ অর্থাৎ রাজদণ্ড, রোগ-ব্যাধি ও মৃত্যু-হেতু জ্ঞাতিদের বিনাশ হলে যে হতাশা, দুঃখ-দুর্দশা উপস্থিত হয়, তাকে জ্ঞাতি-ব্যসন বুঝায়।

যন্ত্রণার দুঃখে দুঃখী হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, "ভন্তে আনন্দ, আমরা বুদ্ধকে নিন্দা করছি না; ধর্মকে নিন্দা করছি না; কিংবা সংঘকেও নিন্দা করছি না। আমরা শুধুমাত্র আত্ম-নিন্দা করছি। আমরা এমনই অশুভ ও অপুণ্যের কার্য করেছি যে, আমরা এরূপ সুব্যাখ্যাত ধর্ম বিনয়ে প্রব্রজিত হয়েও যাবজ্জীবন পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন করতে সমর্থ হচ্ছি না।"

"ভন্তে আনন্দ, এখন আমরা পুনরায় ভগবানের সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করতে পারব কি? এবং অন্তর্দৃষ্টি গুণসম্পন্ন হয়ে রাত্রির প্রথম হতে শেষ যাম পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে কুশল ও বোধিপক্ষীয় ধর্মে আত্মনিয়োগ করে অবস্থান করতে পারব কি? ভন্তে আনন্দ, আপনি ভগবানের সন্নিধানে ইহা উত্তমরূপে জিজ্ঞেস করবেন।"

"হ্যাঁ আবুসো," বলে আয়ুষ্মান আনন্দ বৈশালীবাসী বজ্জীপুত্র ভিক্ষুগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যথায় ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানের সমীপে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তখন ভগবান আনন্দ স্থবিরকে বললেন, "আনন্দ, তথাগত এই বজ্জীদের অথবা বজ্জীপুত্রদের কারণে অসাধ্য এবং অসম্ভব পারাজিকা শিক্ষাপদ শ্রাবকগণের জন্যে প্রজ্ঞাপ্ত করবে।"

অতঃপর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শিক্ষা (ভিক্ষুত্বজীবন) প্রত্যাখ্যান (পরিত্যাগ) না করে এবং শীল প্রতিপালনে দুর্বলতা প্রকাশ না করে গোপনে মৈথুনধর্ম (ব্যভিচার) সেবন করে এবং পরে গৃহী হয়ে যদি পুনরায় উপসম্পদার নিমিত্তে উপস্থিত হয়, তাহলে তাকে উপসম্পদা দিবে না। আর যেই ভিক্ষু শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে এবং শীল পালনে দুর্বলতা প্রকাশ করে মৈথুন সেবন করে পরে গৃহী হয়ে যদি পুনরায় উপসম্পদার জন্যে উপস্থিত হয়, তবে তাকে উপসম্পদা দিবে। হে ভিক্ষুগণ, অতএব আমি এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৪৪. "যো পন ভিকখু ভিকখূনং সিকখাসাজীৰসমাপন্নো সিকখং অপচ্চকখায দুব্বল্যং অনাৰিকত্বা মেথুনং ধম্মং পটিসেৰেয্য অন্তমসো তিরচ্ছানগতাযপি, পারাজিকো হোতি অসংৰাসো"তি।

অনুবাদ : "যদি কোনো ভিক্ষু ভিক্ষুদের প্রাণস্বরূপ শিক্ষাপদ (শীল)-

---

[পারাজিকা অট্‌ঠকথা]

সমূহে স্থিত থেকে শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান (পরিত্যাগ) না করে দুর্বলতা প্রকাশ না করে (গোপনে) মনুষ্য, অমনুষ্য জাতীয় স্ত্রী-পুরুষ, এমনকি যেকোনো তির্যক-ইতর জাতীয় প্রাণীর সহিত মৈথুন (ব্যভিচার) সেবন করে; তবে সেই ভিক্ষুর পারাজিকা আপত্তি (ভিক্ষুজীবন হতে চ্যুত) হয় এবং সেই ভিক্ষু (সংঘ হতে) সংবাস বর্জিত হয় অর্থাৎ ভিক্ষুসংঘের সহিত একত্রে বসবাসের অযোগ্য হয়।”

৪৫. **‘যো পনাতি’** বলতে যা যেরূপ, যথাযুক্ত, যেই জাতি, যেই নাম, যেই গোত্র, যেই শীল, যেরূপ বসবাসকারী, যথা গোচর, স্থবির, নবীন অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

‘ভিক্খূতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু, ভিক্ষাচর্যে উপনীত ভিক্ষু, ছিন্ন বস্ত্রধারী ভিক্ষু, সীমাসম্মতি প্রাপ্ত ভিক্ষু, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ভিক্ষু এবং ‘এসো ভিক্ষু,’ এরূপে আহ্বানের দ্বারা তথাগত কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত ভিক্ষু, ত্রিশরণের আশ্রয় দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষু, ভদ্র ভিক্ষু[1], সার ভিক্ষু[2], শৈক্ষ্য-অশৈক্ষ্য ভিক্ষু, সমগ্র সংঘ কর্তৃক নানা প্রশ্নোত্তরে নিঃসন্দেহ হয়ে প্রত্যক্ষ উপস্থিতির মাধ্যমে ‘জ্ঞপ্তি চতুর্থ’ কর্মবাক্য পাঠদ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্ন ভিক্ষু বুঝায়। এখানে সমগ্র সংঘ কর্তৃক উপরোল্লিখিত জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

‘সিক্খাতি’ বলতে ত্রিবিধ শিক্ষা; যথা : অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। এস্থলে অধিশীল শিক্ষাই অভিপ্রেত হয়েছে।

‘সাজীব’ অর্থ যেই শিক্ষাপদসমূহ ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে। তা-ই সজীব বা ভিক্ষুজীবনের শীল। এখানে শিক্ষা করা বলতে ভিক্ষুশীলে স্থিত থাকাকে কথিত হয়েছে।

‘সিক্খং অপচ্চক্খায দুব্বল্যং অনবিকত্বাতি’ বলতে কিছু কিছু ভিক্ষু আছে যারা ভিক্ষুশীল শিক্ষায় দুর্বলতা প্রকাশ করে কিন্তু শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে না; আর কিছু কিছু ভিক্ষু আছে যারা ভিক্ষুশীল শিক্ষায় দুর্বলতাও প্রকাশ করে এবং শিক্ষাও প্রত্যাখ্যান করে।

১. হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু ভিক্ষুশীল শিক্ষায় দুর্বলতা প্রকাশ করে

---

[1]. যেই ভিক্ষু পাপ হতে বিরতি হয়ে শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাধি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে বিমুক্তি এবং বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনের অধিকারী হন, তাকে ভদ্র ভিক্ষু বলে অভিহিত করা হয়।

[2]. শীলসারাদির অধিকারী, ক্লেশাদির অকুশল ধ্বংসকারী ভিক্ষুকে বুঝায়।

[পারাজিকা অট্ঠকথা]

বটে; কিন্তু শিক্ষা প্রত্যাখ্যান (পরিত্যাগ) করে না? হে ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত, অনভিরতি (উৎসাহহীন) হয়ে শ্রমণত্ব ত্যাগে ইচ্ছুক হয়ে ভিক্ষুজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ, অমনোযোগী হয় এবং ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগে ইচ্ছুক হয়। পূর্বের ন্যায় গৃহী হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, উপাসক হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, আরামিক (সেবক) হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, শ্রামণের হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, তীর্থিয় হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, তীর্থিয় শ্রাবক (শিষ্য) হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, অশ্রমণ হওয়ার ইচ্ছাকামী এবং অশাক্যপুত্রীয় হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়ে, "আমি বুদ্ধকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারি" বলে প্রকাশ করে থাকে। হে ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু শিক্ষায় (শীলে) দুর্বলতা প্রকাশ করে বটে; কিন্তু শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে না।

২. অথবা ইহা ব্যতীত কোনো কোনো ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত, অনভিরতি হয়ে শ্রমণত্ব পরিত্যাগেচ্ছু হয়ে ভিক্ষুত্ব জীবনের প্রতি অনিচ্ছুক, অমনোযোগী হয় এবং ভিক্ষুত্ব ত্যাগেচ্ছু হয়। পূর্বের ন্যায় গৃহী হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, তীর্থিয় হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, তীর্থিয় শ্রাবক (শিষ্য) হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, অশ্রমণ হওয়ার ইচ্ছাকামী হয় এবং অশাক্যপুত্রীয় হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়ে "আমি ধর্ম, সংঘ, শিক্ষা (শীলকে), বিনয়, প্রাতিমোক্ষ, উদ্দেশ, উপাধ্যায়, আচার্য, সহবিহারী, অন্তেবাসী, সমানুপাধ্যায়, সমানাচার্য এবং সব্রহ্মচারীকে এরূপেই প্রত্যাখ্যান করতে পারি" বলে প্রকাশ করে থাকে।

৩. অথবা তদ্ব্যতীত কোনো কোনো ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত, অনভিরতি হয়ে শ্রামণ জীবন ত্যাগেচ্ছু হয়, ভিক্ষু জীবনের প্রতি বিরক্তি, অমনোযোগী হয় এবং ভিক্ষু জীবন ত্যাগেচ্ছু হয়। গৃহী হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, উপাসক হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, সেবক হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, শ্রামণের হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, তীর্থিয় হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, তীর্থিয় শিষ্য হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, অশ্রমণ হওয়ার ইচ্ছাকামী হয় এবং অশাক্যপুত্রীয় হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়ে "আমি গৃহী হতে পারি" এই বলে প্রকাশ করে থাকে।

৪. কিংবা এ ছাড়াও কোনো কোনো ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত, অনভিরতি হয়ে শ্রামণ্যজীবন পরিত্যাগেচ্ছু হয়, ভিক্ষুত্ব জীবনের প্রতি অমনোযোগী, হতোদ্যম হয় এবং ভিক্ষুত্ব ত্যাগেচ্ছু হয়। গৃহী হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, উপাসক হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, সেবক হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, শ্রামণের হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, তীর্থিয় হওয়ার ইচ্ছাকামী, তীর্থিয় শিষ্য হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, অশ্রমণ হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, এবং অশাক্যপুত্রীয় হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়ে "আমি উপাসক, সেবক, শ্রামণের, তীর্থিয়, তীর্থিয় শিষ্য,

অশ্রমণ এবং অশাক্যপুত্রীয় হতে পারি” বলে প্রকাশ করে। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে ভিক্ষু দুর্বলতা প্রকাশ করে বটে, কিন্তু শিক্ষা পরিত্যাগ করে না।

৪৬. অথবা তদ্ব্যতীত কোনো কোনো ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত, প্রব্রজ্যাজীবনের প্রতি অনুৎসাহী হয়ে শ্রামণ্য জীবন ত্যাগেচ্ছু হয়, ভিক্ষুত্ব জীবনের প্রতি অমনোযোগী, অনিচ্ছুক হয়ে ভিক্ষুত্ব জীবন ত্যাগেচ্ছু হয়, গৃহী হওয়ার ইচ্ছাকামী হয়, উপাসক হবার ইচ্ছাকামী হয়, সেবক হবার ইচ্ছাকামী হয়, শ্রামণের হবার ইচ্ছাকামী হয়, তীর্থিয় হবার ইচ্ছাকামী হয়, তীর্থিয় শিষ্য হবার ইচ্ছাকামী হয় এবং অশ্রমণ হবার ইচ্ছাকামী হয়ে, ‘যদি আমি ইচ্ছা করি; তবে বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি’ বলে প্রকাশ করে... ‘যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে অশাক্যপুত্রীয় হতে পারি’ বলে প্রকাশ করে... ‘শাসন হতে দূরে সরে আমি বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি বলে প্রকাশ করে... ‘শাসন থেকে দূরে সরে আমি অশাক্যপুত্রীয় হতে পারি’ বলে প্রকাশ করে... ‘এখনই আমি বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করব’ বলে প্রকাশ করে... ‘এখনই আমি অশাক্যপুত্রীয় হব’ বলে প্রকাশ করে... ‘আমার দ্বারা বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে’ বলে প্রকাশ করে... ‘আমার আর শাক্যপুত্রের অস্তিত্ব নাই’ বলে প্রকাশ করে। হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই ভিক্ষু দুর্বলতা প্রকাশ করে বটে কিন্তু শিক্ষা পরিত্যাগ করে না।

৪৭. কিংবা ইহা ছাড়াও ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত, অনভিরতি (উৎসাহহীন) হয়ে শ্রামণ্য জীবন পরিত্যাগেচ্ছু হয় এবং ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগেচ্ছু হয়। গৃহী হবার ইচ্ছুক হন, উপাসক হবার ইচ্ছুক হয়, সেবক হবার ইচ্ছুক হয়, শ্রামণের হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় শ্রাবক (শিষ্য) হবার ইচ্ছুক হয়, অশ্রমণ এবং অশাক্যপুত্র হবার ইচ্ছুক হয়ে “আমি মাতাকে স্মরণ করছি” বলে ইহা প্রকাশ করে। এরূপে “আমি পিতাকে স্মরণ করছি, ভ্রাতাকে স্মরণ করছি, ভগিনীকে স্মরণ করছি, পুত্রকে স্মরণ করছি, কন্যাকে স্মরণ করছি, মিত্রদেরকে স্মরণ করছি, গ্রামকে স্মরণ করছি, নিগমকে (নগর) স্মরণ করছি, ক্ষেত্র স্মরণ করছি, বিষয়বস্তু (সম্পত্তি) স্মরণ করছি, হিরণ্য স্মরণ করছি,” বলে প্রকাশ করে থাকে। এবং “আমি পূর্বে যেরূপ হেসে, খেলে, আলাপ করেছি; তা অনুস্মরণ করছি বলে” এরূপ প্রকাশ করে। হে ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু দুর্বলতা প্রকাশ করে সত্য কিন্তু শিক্ষা পরিত্যাগ করে না।

৪৮. অথবা তদ্ব্যতীতও ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত, অনুৎসাহী হয়ে শ্রমণত্ব ত্যাগেচ্ছু হয়, ভিক্ষুত্ব জীবনের প্রতি বিরক্তি ও অনিচ্ছা প্রকাশ করে ভিক্ষুত্ব ত্যাগেচ্ছু

হয়। গৃহী হবার ইচ্ছুক হয়, উপাসক হবার ইচ্ছুক হয়, সেবক হবার ইচ্ছুক হয়, শ্রামণের হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় শিষ্য হবার ইচ্ছুক হয়, অশ্রমণ হবার ইচ্ছুক হয় এবং অশাক্যপুত্র হবার ইচ্ছুক হয়ে "আমার মাতা আছেন; তাঁকে ভরণপোষণ করা কর্তব্য" বলে প্রকাশ করে। "আমার পিতা আছেন; তাঁকে ভরণপোষণ করা কর্তব্য, আমার ভ্রাতা আছেন; তাঁকে লালন-পালন করা কর্তব্য, আমার পুত্র আছে; তাঁকে লালন-পালন করা কর্তব্য, আমার কন্যা আছে; তাঁকে ভরণপোষণ করা কর্তব্য, আমার স্রষ্টা আছেন; তাঁকে পোষণ করা কর্তব্য, আমার জ্ঞাতিগণ আছেন; তাঁদেরকে ভরণপোষণ করা কর্তব্য, আমার মিত্ররা আছেন; তাঁদেরকে ভরণপোষণ করা কর্তব্য", এরূপ বলে প্রকাশ করে। ভিক্ষুগণ, এভাবেই ভিক্ষু দুর্বলতা প্রকাশ করে বটে কিন্তু শিক্ষা প্রত্যাখ্যান (পরিত্যাগ) করে না।

৪৯. অথবা ইহা ব্যতীতও ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত, অনভিরতি হয়ে শ্রামণ্য জীবন পরিত্যাগেচ্ছু হয়, ভিক্ষু জীবনের প্রতি অমনোযোগী, অনিচ্ছুক হয় এবং; ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগেচ্ছু হয়। গৃহী হবার ইচ্ছুক হয়, উপাসক হবার ইচ্ছুক হয়, সেবক হবার ইচ্ছুক হয়, শ্রামণের হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় শিষ্য হবার ইচ্ছুক হয়, অশ্রমণ হবার ইচ্ছুক হয় এবং অশাক্যপুত্র হবার ইচ্ছুক হয়ে "আমার মাতা আছেন; তিনি আমাকে ভরণপোষণ করবেন" বলে সেই ভিক্ষু প্রকাশ করে। এরূপে ভিক্ষু "আমার পিতা আছেন; তিনি আমাকে ভরণপোষণ করবেন, আমার ভ্রাতা আছেন; তিনি আমাকে ভরণপোষণ করবেন, আমার ভগিনী আছেন; তিনিও আমাকে ভরণপোষণ করবেন, আমার পুত্র আছে; সেও আমাকে লালন-পালন করবে, আমার কন্যা আছে; সেও আমাকে প্রতিপালন করবে, আমার স্রষ্টা আছেন; তিনিও আমাকে প্রতিপালন করবেন, আমার জ্ঞাতিগণ আছেন; তাঁরাও আমাকে ভরণপোষণ করবেন, আমার মিত্রগণ আছেন; তাঁরাও আমাকে ভরণপোষণ করবেন, আমার গ্রাম আছে; সেই গ্রামে আমি বসবাস করব, আমার নিগম আছে; সেই নিগমে আমি বসবাস করব, আমার ক্ষেত্র আছে; তদ্দ্বারা আমি জীবন-ধারণ করব, আমার বসত-বাড়ি আছে; সেখানেও আমি বসবাস করব, আমার হিরণ্য আছে; তদ্দ্বারাও আমি জীবন-ধারণ করব, আমার সুবর্ণ আছে; তদ্দ্বারাও আমি জীবন-ধারণ করব, আমার শিল্প আছে; তদ্দ্বারাও জীবন-ধারণ করব" বলে ভিক্ষু প্রকাশ করে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু শিক্ষায় দুর্বলতা প্রকাশ করে সত্য কিন্তু শিক্ষা পরিত্যাগ করে না।

৫০. অথবা তদ্ব্যতীতও ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত, অনুৎসাহী হয়ে শ্রামণ্য জীবন

পরিত্যাগেচ্ছু হয়, ভিক্ষুত্ব জীবনের প্রতি বিরক্তি, অনিচ্ছা প্রকাশ করে ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগেচ্ছু হয়। সে গৃহী হবার ইচ্ছুক হয়, উপাসক হবার ইচ্ছুক হয়, আরামিক (সেবক) হবার ইচ্ছুক হয়, শ্রামণের হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় শিষ্য হবার ইচ্ছুক হয়, অশ্রমণ হবার ইচ্ছুক হয় এবং অশাক্যপুত্র হবার ইচ্ছুক হয়ে "এই প্রব্রজ্যা জীবন বড়ই দুষ্কর; সুখকর নহে" বলে প্রকাশ করে। এরূপে সেই ভিক্ষু 'প্রব্রজ্যা জীবন অতি দুঃসাধ্য, আয়াসসাধ্য নহে' বলে প্রকাশ করে; "আমি প্রব্রজ্যা প্রতিপালনে উৎসাহী নই, সমর্থ নই, এবং অভিরমিতও নই" বলে প্রকাশ করে থাকে। হে ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু দুর্বলতা প্রকাশ করে বটে কিন্তু শিক্ষা (ভিক্ষুর শীল) পরিত্যাগ করে না।

৫১.১. হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে ভিক্ষু দুর্বলতা প্রকাশ করে এবং শিক্ষাও প্রত্যাখ্যান (পরিত্যাগ) করে?

হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত, অনভিরতি (অনুৎসাহী)-হেতু শ্রমণত্ব পরিত্যাগেচ্ছু হয়, ভিক্ষুত্ব জীবনের প্রতি অমনোযোগী, অনিচ্ছুক হয়, এবং ভিক্ষু জীবন পরিত্যাগেচ্ছু হয়। গৃহী হবার ইচ্ছুক হয়, উপাসক হবার ইচ্ছুক হয়, আরামিক (সেবক) হবার ইচ্ছুক হয়, শ্রামণের হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় শিষ্য হবার ইচ্ছুক হয়, অশ্রমণ হবার ইচ্ছুক হয় এবং অশাক্যপুত্র হবার ইচ্ছুক হয়ে "আমি বুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করব" বলে প্রকাশ করে। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু ভিক্ষু জীবনের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে এবং শিক্ষাও প্রত্যাখ্যান করে।

২. কিংবা তদ্ব্যতীতও ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত, অনভিরতি হয়ে শ্রমণত্ব পরিত্যাগেচ্ছু হয়, ভিক্ষুত্ব জীবনের প্রতি অমনোযোগী, অনিচ্ছুক হয় এবং ভিক্ষুত্ব ত্যাগেচ্ছু হয়। গৃহী হবার ইচ্ছুক হয়, উপাসক হবার ইচ্ছুক হয়, আরামিক (সেবক) হবার ইচ্ছুক হয়, শ্রামণের হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় শিষ্য হবার ইচ্ছুক হয়, অশ্রমণ হবার ইচ্ছুক হয় এবং অশাক্যপুত্র হবার ইচ্ছুক হয়ে "আমি ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করছি, সংঘকে প্রত্যাখ্যান করছি, শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করছি, বিনয়কে প্রত্যাখ্যান করছি, প্রাতিমোক্ষকে প্রত্যাখ্যান করছি, উদ্দেশকে প্রত্যাখ্যান করছি, উপাধ্যায়কে প্রত্যাখ্যান করছি, আচার্যকে প্রত্যাখ্যান করছি, সহবিহারীকে প্রত্যাখ্যান করছি, অন্তেবাসীকে প্রত্যাখ্যান করছি, সমানুপাধ্যায়কে প্রত্যাখ্যান করছি, সমানাচার্যকে প্রত্যাখ্যান করছি, সব্রহ্মচারীকে প্রত্যাখ্যান করছি" বলে প্রকাশ করে থাকে। "ভিক্ষু আমাকে উপাসকরূপে অবধারণ করুন, তীর্থিয়

শিষ্যরূপে অবধারণ করুন, অশ্রমণরূপে অবধারণ করুন এবং অশাক্যপুত্ররূপে অবধারণ করুন” বলে প্রকাশ করে থাকে। হে ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু দুর্বলতা প্রকাশ করে এবং শিক্ষাও প্রত্যাখ্যান করে থাকে।

৫২. ১. অথবা এ ছাড়াও ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত-হেতু শ্রমণত্ব পরিত্যাগেচ্ছু হয়, ভিক্ষুত্ব জীবনের প্রতি অমনোযোগী, বীতস্পৃহা হয় এবং ভিক্ষুজীবন পরিত্যাগেচ্ছু হয়। গৃহী হবার ইচ্ছুক হয়, উপাসক হবার ইচ্ছুক হয়, সেবক হবার ইচ্ছুক হয়, শ্রামণের হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় শিষ্য হবার ইচ্ছুক হয়, অশ্রমণের হবার ইচ্ছুক হয় এবং অশাক্যপুত্র হবার ইচ্ছুক হয়ে, “বুদ্ধ আমার জন্য শ্রেষ্ঠ নহে, ধর্ম আমার জন্য শ্রেষ্ঠ নহে, সংঘ আমার জন্য শ্রেষ্ঠ নহে, শিক্ষা আমার জন্য শ্রেষ্ঠ নহে, বিনয় আমার জন্য শ্রেষ্ঠ নহে, প্রাতিমোক্ষ আমার জন্য শ্রেষ্ঠ নহে, উদ্দেশ আমার জন্য শ্রেষ্ঠ নহে, উপাধ্যায় আমার জন্য শ্রেষ্ঠ নহে, আচার্য আমার জন্য শ্রেষ্ঠ নহে, সহবিহারীগণ আমার জন্য শ্রেষ্ঠ নহে, অন্তেবাসীগণ আমার জন্য শ্রেষ্ঠ নহে, সমানুপাধ্যায় আমার জন্য শ্রেষ্ঠ নহে, সমানাচার্য আমার জন্য শ্রেষ্ঠ নহে এবং সব্রহ্মচারীগণও আমার জন্য শ্রেষ্ঠ নহে” বলে প্রকাশ করে। ভিক্ষুগণ, এভাবেই ভিক্ষু দুর্বলতা প্রকাশ করে এবং শিক্ষাও পরিত্যাগ করে।

২. অথবা তদ্ব্যতীতও ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত, অনভিরতি (অনুৎসাহী) হয়ে শ্রামণ্য জীবন পরিত্যাগেচ্ছু হয়, ভিক্ষু জীবনের প্রতি বিরক্ত, বীতস্পৃহ হয় এবং ভিক্ষুজীবন পরিত্যাগেচ্ছু হয়। গৃহী হবার ইচ্ছুক হয়, উপাসক হবার ইচ্ছুক হয়, আরামিক হবার ইচ্ছুক হয়, শ্রামণের হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় শিষ্য হবার ইচ্ছুক হয়, অশ্রমণ হবার ইচ্ছুক হয় এবং অশাক্যপুত্র হবার ইচ্ছুক হয়ে “বুদ্ধ দ্বারা আমার কী হবে? ধর্ম দ্বারা আমার কী হবে? সংঘ দ্বারা আমার কী হবে? শিক্ষা দ্বারা আমার কী হবে? বিনয় দ্বারা আমার কী হবে? প্রাতিমোক্ষ দ্বারা আমার কী হবে? উদ্দেশ দ্বারা আমার কী হবে? উপাধ্যায় দ্বারা আমার কী হবে? আচার্য দ্বারা আমার কী হবে? সহবিহারীগণ দ্বারা আমার কী হবে? অন্তেবাসীগণ দ্বারা আমার কী হবে? সমানুপাধ্যায় দ্বারা আমার কী হবে? সমানাচার্য দ্বারা আমার কী হবে? এবং সব্রহ্মচারীগণ দিয়ে আমার কী হবে?” এরূপ বলে প্রকাশ করে। হে ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু দুর্বলতা প্রকাশ করে এবং শিক্ষাও প্রত্যাখ্যান করে।

৩. কিংবা এ ছাড়াও ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত, অনুৎসাহী হয়ে শ্রামণ্য জীবন পরিত্যাগেচ্ছু হয়, ভিক্ষুত্ব জীবনের প্রতি অমনোযোগী, অনিচ্ছুক হয় এবং ভিক্ষুজীবন পরিত্যাগেচ্ছু হয়। গৃহী হবার ইচ্ছুক হয়, উপাসক হবার ইচ্ছুক

হয়, আরামিক (সেবক) হবার ইচ্ছুক হয়, শ্রামণের হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় শিষ্য হবার ইচ্ছুক হয়, অশ্রমণ হবার ইচ্ছুক হয় এবং অশাক্যপুত্র হবার ইচ্ছুক হয়ে "বুদ্ধ দ্বারা আমার কোনো মঙ্গল হবে না, ধর্ম দ্বারা আমার কোনো মঙ্গল হবে না, সংঘ দ্বারা আমার কোনো মঙ্গল হবে না, শিক্ষা দ্বারা আমার কোনো মঙ্গল হবে না, বিনয় দ্বারা আমার কোনো মঙ্গল হবে না, প্রাতিমোক্ষ দ্বারা আমার কোনো মঙ্গল হবে না, উদ্দেশ দ্বারা আমার কোনো মঙ্গল হবে না, উপাধ্যায় দ্বারা আমার কোনো মঙ্গল হবে না, আচার্য দ্বারা আমার কোনো মঙ্গল হবে না, সহবিহারীগণ দ্বারা আমার কোনো মঙ্গল হবে না, অন্তেবাসীগণ দ্বারা আমার কোনো মঙ্গল হবে না, সমানুপাধ্যায় দ্বারা আমার কোনো মঙ্গল হবে না, সমানাচার্য দ্বারা আমার কোনো মঙ্গল হবে না এবং সব্রহ্মচারীগণ দ্বারা আমার কোনো মঙ্গল হবে না" এরূপ বলে প্রকাশ করে থাকে।

৪. অথবা এ ছাড়াও ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত, অনুৎসাহী হয়ে শ্রামণ্য জীবন পরিত্যাগেচ্ছু হয়, ভিক্ষুত্ব জীবনের প্রতি অমনোযোগী, বীতস্পৃহ হয় এবং ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগেচ্ছু হয়। গৃহী হবার ইচ্ছুক হয়, উপাসক হবার ইচ্ছুক হয়, আরামিক (সেবক) হবার ইচ্ছুক হয়, শ্রামণের হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় হবার ইচ্ছুক হয়, তীর্থিয় শিষ্য হবার ইচ্ছুক হয়, অশ্রমণ হবার ইচ্ছুক হয় এবং অশাক্যপুত্র হবার ইচ্ছুক হয়ে "আমি কি বুদ্ধ দ্বারা বিমুক্ত (চিরমুক্ত) হব? আমি কি ধর্ম দ্বারা বিমুক্ত হব? আমি কি সংঘ দ্বারা বিমুক্ত হব? আমি কি শিক্ষা দ্বারা বিমুক্ত হব? আমি কি বিনয় দ্বারা বিমুক্ত হব? আমি কি প্রাতিমোক্ষ দ্বারা বিমুক্ত হব? আমি কি উদ্দেশ দ্বারা বিমুক্ত হব? আমি কি উপাধ্যায় দ্বারা বিমুক্ত হব? আমি কি আচার্য দ্বারা বিমুক্ত হব? আমি কি সহবিহারীগণ দ্বারা বিমুক্ত হব? আমি কি অন্তেবাসীগণ দ্বারা বিমুক্ত হব? আমি কি সমানুপাধ্যায় দ্বারা বিমুক্ত হব? আমি কি সমানাচার্য দ্বারা বিমুক্ত হব? এবং আমি কি সব্রহ্মচারীগণ দ্বারা বিমুক্ত হব?" এরূপ বলে প্রকাশ করে থাকে। হে ভিক্ষুগণ, এরূপেই ভিক্ষু দুর্বলতা প্রকাশ করে এবং শিক্ষাও প্রত্যাখ্যান (পরিত্যাগ) করে।

৫৩. তদ্ব্যতীত অন্যকারণও বিদ্যমান আছে যে, যা দ্বারা বুদ্ধের বচন, ধর্মের বচন, সংঘের বচন, শিক্ষার বচন, বিনয়ের বচন, প্রাতিমোক্ষের বচন, উদ্দেশের বচন, উপাধ্যায়ের বচন, আচার্যের বচন, সহবিহারীর বচন, অন্তেবাসীর বচন, সমানুপাধ্যায়ের বচন, সমানাচার্যের বচন, সব্রহ্মচারীর বচন, গৃহীর বচন, উপাসকের বচন, সেবকের বচন, শ্রামণের বচন, তীর্থিয়ের

বচন, তীর্থিয় শ্রাবকের বচন, অশ্রমণের বচন, অথবা অশাক্যপুত্রীয়ের বচনসমূহ বর্ণনা করে সেই আকার, সেই চিহ্ন, সেই লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ করে থাকে। হে ভিক্ষুগণ, এরূপেই কোনো কোনো ভিক্ষু দুর্বলতা প্রকাশ করে এবং শিক্ষাও প্রত্যাখ্যান করে।

৫৪. হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যান (অপরিত্যাগ) করা হয়?

ভিক্ষুগণ, এখানে যেই আকার, যেই চিহ্ন, যেই লক্ষণ দ্বারা শিক্ষা প্রত্যাখ্যান (পরিত্যাগ) করা হয় সেই আকার, সেই চিহ্ন, সেই লক্ষণ দ্বারা উন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় ভিক্ষু শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করলে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করা হয় না। উন্মাদগ্রস্ত ভিক্ষুর নিকট শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করলে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করা হয় না। বিক্ষিপ্ত চিত্ত ভিক্ষুর নিকট শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করলে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করা হয় না। বেদনাগ্রস্ত ভিক্ষু শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করলে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করা হয় না। বেদনাগ্রস্ত ভিক্ষুর নিকট শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করলেও, শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যান হয়। দেবতার নিকট শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করলে শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যান হয়। তির্যগ্‌প্রাণীর নিকট শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করলেও শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যান হয়। আর্য বা সুদক্ষ ভিক্ষু কর্তৃক অদক্ষ ভিক্ষুর নিকট শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করা হলে, যদি সেই (অদক্ষ) ভিক্ষু জানতে না পারে, তাহলেও শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যান হয়। অদক্ষ ভিক্ষু আর্য বা সুদক্ষ ভিক্ষুর নিকট শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করলে যদি সেই (সুদক্ষ) ভিক্ষু জানতে না পারে, তাহলেও শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যান হয়। আর্য কর্তৃক আর্য ভিক্ষুর নিকট শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করা হলে, যদি উক্ত ভিক্ষু জানতে না পারে, তাহলেও শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যান হয়। অদক্ষ ভিক্ষু অদক্ষ ভিক্ষুর নিকট শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করলে যদি সেই ভিক্ষু জানতে না পারে, তাহলেও শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যান হয়। সন্তাপ প্রাপ্তাবস্থায় ভিক্ষু শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করলেও শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যান হয়। আর্তনাদ পূর্ণাবস্থায় ভিক্ষু শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করলেও শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যান হয়। অশ্রবণেচ্ছু ভিক্ষু শ্রবণ করলে শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যান হয়। শ্রবণেচ্ছু ভিক্ষু শ্রবণ না করলে শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যান হয়। অনভিজ্ঞ ভিক্ষু শ্রবণ করলে শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যান হয়। বিজ্ঞ ভিক্ষু শ্রবণ না করলে শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যান হয়। অথবা যদি এভাবে সকল বিষয় শ্রবণ না করে, তাহলেও শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যান বা অপরিত্যাগ হয়। হে ভিক্ষুগণ, এরূপেই শিক্ষা অপ্রত্যাখ্যান বা অপরিত্যাগ করা হয়।

৫৫. **'মেথুনধম্মো'** বলতে যা সেই অসদ্ধর্ম, গ্রাম্যধর্ম, দুষ্টতা (পাপাচার), গোপনাচার এবং স্ত্রী-পুরুষ একে অপরের নিকটে উপস্থিত হয়ে উভয়ে উভয়ের সহিত দেহ-সম্ভোগে রত হয়, তাকেই **'মৈথুনধর্ম'** বুঝায়।

'পটিসেবতি' বলতে যে স্ত্রী-নিমিত্তে নিমিত্তগ্রাহী হয়ে স্ত্রী-অঙ্গজাতে (যোনিতে) পুরুষ অঙ্গজাত (লিঙ্গ); এমনকি তিলবীজ প্রমাণমাত্রও প্রবেশ করাকেই 'প্রতিসেবন করা' বুঝায়।

'অন্তমসো তিরচ্ছানগতাযাপীতি' অর্থে স্ত্রী-জাতীয় যতপ্রকার তির্যগ্‌প্রাণী আছে, তাদের সাথে মৈথুন সেবন করলে অশ্রমণ হয়, অশাক্যপুত্র হয় আর মনুষ্যজাতীয় স্ত্রীর কথাই বা কী!

'পারাজিকো হোতীতি' বলতে পুরুষের মস্তক ছিন্ন হলে, তা দেহের সাথে বেঁধে দিলেও যেমন জীবন রক্ষা হয় না; তদ্রুপ যদি কোনো ভিক্ষু মৈথুন সেবন করে, তাহলে সেই ভিক্ষু অশ্রমণে পরিণত হয়, অশাক্যপুত্রে পরিণত হয় এবং ভিক্ষুজীবন হতে পারাজিকা বা চ্যুত হয়, এই অর্থেই পারাজিকা বুঝায়।

'অসংবাসো' বলতে একত্রে বসবাস অর্থাৎ একই বিনয়কর্মে, একই কর্মবাক্যাদি পাঠ দ্বারা সমশিক্ষা বা ধর্মবিনয় শিক্ষাচার বুঝায়। পারাজিকা অপরাধগ্রস্ত ভিক্ষু 'পারাজিকা অপরাধ হয় নাই' এমন ভিক্ষুদের সহিত সকল ক্ষেত্রেই বর্জিত বুঝায়। এক্ষেত্রেই অসংবাস বলা হয়।

৫৬. **'তিস্‌সো ইত্থিযো'** অর্থে ত্রিবিধ স্ত্রী; যেমন : ১. মনুষ্য-স্ত্রী, ২. অমনুষ্য-স্ত্রী এবং ৩. তির্যগ্‌জাতীয়-স্ত্রী।

'তযো উভতোব্যঞ্জনকা' অর্থে ত্রিবিধ উভয় ব্যঞ্জনক; যেমন ১. মনুষ্য উভয় ব্যঞ্জনক, ২. অমনুষ্য উভয় ব্যঞ্জনক এবং ৩. তির্যগ্‌জাতীয় উভয় ব্যঞ্জনক।

'তযো পণ্ডকা' বলতে ত্রিবিধ পণ্ডক বা নপুংসক; যথা : ১. মনুষ্য পণ্ডক, ২. অমনুষ্য পণ্ডক এবং ৩. তির্যগ্‌জাতীয় পণ্ডক বুঝায়।

'তযো পুরিসো' বলতে তিন প্রকার পুরুষ; যথা : ১. মনুষ্য পুরুষ, ২. অমনুষ্য পুরুষ এবং ৩. তির্যগ্‌জাতীয় পুরুষ বুঝায়।

মনুষ্য স্ত্রী জাতীয় ত্রিবিধ দ্বারে; যথা : মুখদ্বারে, প্রস্রাবদ্বারে এবং মলদ্বারে ভিক্ষু মৈথুন প্রতিসেবন করলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। তদ্রুপ অমনুষ্য স্ত্রী জাতীয় ত্রিবিধ দ্বারে, যেমন : মুখদ্বারে, প্রস্রাবদ্বারে এবং মলদ্বারে ভিক্ষু মৈথুন সেবন করলেও ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। তদ্রুপ তির্যগ্‌জাতীয় স্ত্রীর ত্রিবিধ দ্বারে, যথা : মুখদ্বারে, প্রস্রাবদ্বারে এবং মলদ্বারেও ভিক্ষু মৈথুন প্রতিসেবন করলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

এরূপে মনুষ্য উভয় ব্যঞ্জনকের ত্রিবিধ দ্বারে, যেমন : প্রস্রাবদ্বার, মলদ্বার এবং মুখদ্বারে ভিক্ষু মৈথুন সেবন করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। এ প্রকারে

অমনুষ্য উভয়ব্যঞ্জনকের ত্রিবিধ দ্বারে, যথা : প্রস্রাবদ্বার, মলদ্বার এবং মুখদ্বারেও ভিক্ষু মৈথুন সেবন করলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। এবং ঐ প্রকারে তির্যগ্‌জাতীয় স্ত্রীর উভয়ব্যঞ্জনক ত্রিবিধ দ্বারে, যেমন : প্রসাবদ্বার, মলদ্বার এবং মুখদ্বারে ভিক্ষু মৈথুন প্রতিসেবন করলেও ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

এভাবে মনুষ্য জাতীয় নপুংসকের দ্বিবিধ দ্বারে, যথা : মলদ্বারে ও মুখদ্বারে ভিক্ষু মৈথুন প্রতিসেবন করলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

এরূপে অমনুষ্য নপুংসকের দ্বিবিধ দ্বারে, যথা : মলদ্বারে ও মুখদ্বারে ভিক্ষু মৈথুন প্রতিসেবন করলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। তদ্রুপ তির্যক স্ত্রী জাতীয় নপুংসকের দ্বিবিধ দ্বারে, যথা : মলদ্বারে ও মুখদ্বারে ভিক্ষু মৈথুন প্রতিসেবন করলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

ঐ প্রকারে মনুষ্য পুরুষের দ্বিবিধ দ্বারে, যেমন : মলদ্বারে এবং মুখদ্বারে ভিক্ষু মৈথুন সেবন করলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

এভাবে অমনুষ্য পুরুষের দ্বিবিধ দ্বারে, যেমন : মলদ্বারে ও মুখদ্বারে ভিক্ষু মৈথুন সেবন করলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। এ প্রকারে তির্যগ্‌জাতীয় পুরুষের দ্বিবিধ দ্বারে, যেমন : মলদ্বারে ও মুখদ্বারে মৈথুন সেবন করলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৫৭. ভিক্ষুর মৈথুন সেবনচিত্ত উৎপত্তিতে মনুষ্য স্ত্রীর মলদ্বারে অঙ্গজাত বা পুরুষ লিঙ্গ প্রবেশ করালে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। তদ্রুপ ভিক্ষুর মৈথুন সেবনচিত্ত উৎপত্তি হলে, মনুষ্য স্ত্রীর প্রস্রাবদ্বার ও মুখদ্বারে পুরুষ লিঙ্গ প্রবেশ করালে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

এই প্রকারে ভিক্ষুর মৈথুন সেবন চিত্ত উৎপন্ন হলে, অমনুষ্য স্ত্রী... তির্যক স্ত্রী জাতীয় প্রাণীর... মনুষ্য উভয় ব্যঞ্জনকের... অমনুষ্য উভয় ব্যঞ্জনকের... তির্যক স্ত্রী জাতীয় প্রাণীর উভয় ব্যঞ্জনকের ত্রিদ্বারে, যথা : মলদ্বারে, প্রস্রাবদ্বারে ও মুখদ্বারে পুরুষ লিঙ্গ প্রবেশ করালে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। ভিক্ষুর মৈথুন সেবনচিত্ত উৎপন্ন হলে, মনুষ্য নপুংসকের মলদ্বারে ও মুখদ্বারে পুরুষ লিঙ্গ প্রবেশ করালে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। তদ্রুপ ভিক্ষুর মৈথুন সেবনচিত্ত উৎপন্ন হলে, অমনুষ্য নপুংসকের... মনুষ্য পুরুষের... অমনুষ্য পুরুষের... তির্যক পশুপক্ষী জাতীয় পুরুষের মলদ্বারে ও মুখদ্বারে পুরুষ লিঙ্গ প্রবেশ করালে, সঙ্গে সঙ্গেই ভিক্ষুর মৈথুন সেবনজনিত 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৫৮. ১. যদি ভিক্ষু শত্রুতাবশত ভিক্ষুর নিকট মনুষ্য-স্ত্রীকে আনায়ে

(ভিক্ষুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও) কামসেবনের জন্য জোর করে মলদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি সময়ের মধ্যে ভিক্ষুর মৈথুন সেবনচিত্ত উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

২. ভিক্ষু শত্রুতাবশত ভিক্ষুর নিকট মনুষ্য-স্ত্রীকে আনায়ে মৈথুন সেবনের জন্য জোর করে মলদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, যদি সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ কালে ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন না হয় এবং প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই তিন কালে সেবনচিত্ত উৎপন্ন হলেও ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৩. ভিক্ষু শত্রুতাবশত ভিক্ষুর নিকট মনুষ্যস্ত্রীকে আনায়ে কামসেবনের জন্য জোর করে মলদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ ও প্রবিষ্ট এই দুই কালে যদি ভিক্ষু মৈথুন সেবনচিত্ত উৎপন্ন না হলে এবং শুধু স্থিত-উত্তোলন এই দুই সময়ে কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৪. ভিক্ষু শত্রুতাবশত ভিক্ষুর নিকট মনুষ্য-স্ত্রীকে আনায়ে কামসেবনের নিমিত্তে জোর করে মলদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত এই ত্রিবিধ সময়ে যদি ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন না হয় এবং শুধু উত্তোলনের সময়ে কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৫. ভিক্ষু শত্রুতাবশত ভিক্ষুর নিকট মনুষ্যস্ত্রীকে আনায়ে মৈথুন সেবনের জন্য জোর করে মলদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে এবং সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি সময়ের মধ্যে যদি ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন না হয়, তাহলে ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৬. ভিক্ষু শত্রুতাবশত ভিক্ষুর নিকট মনুষ্যস্ত্রীকে আনায়ে মৈথুন সেবনের নিমিত্তে জোর করে প্রস্রাবদ্বারে ও মুখদ্বারে যদি পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে এবং পুরুষ লিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি সময়ের মধ্যে ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৭. ভিক্ষু শত্রুতাবশত ভিক্ষুর নিকট মনুষ্যস্ত্রীকে আনায়ে কামসেবনের জন্য জোর করে প্রস্রাবদ্বারে ও মুখদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে এবং পুরুষলিঙ্গ প্রবেশের সময়ে যদি ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন না হয়, এবং শুধু প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই তিন সময়ে সেবনচিত্ত উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৮. ভিক্ষু শত্রুতাবশত কোনো ভিক্ষুর নিকট মনুষ্য-স্ত্রীকে আনায়ে মৈথুন

সেবনের জন্য জোর করে ভিক্ষুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রস্রাবদ্বারে ও মুখদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করায় এবং সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ ও প্রবিষ্ট এই দ্বিবিধ সময়ে যদি ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন না হয়, শুধু স্থিত ও উত্তোলন এই দ্বিবিধ সময়ে ভিক্ষুর সেবনচিত্ত উৎপন্ন হলেও ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৯. ভিক্ষু শত্রুতাবশত ভিক্ষুর নিকট মনুষ্য-স্ত্রীকে আনায়ে মৈথুন সেবনের জন্য জোর করে প্রস্রাবদ্বারে ও মুখদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করায় এবং সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত এই ত্রিকালে যদি ভিক্ষুর মৈথুন সেবনচিত্ত উৎপন্ন না হয়, শুধু উত্তোলনকালে সেবনচিত্ত উৎপন্ন হলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

১০. ভিক্ষু শত্রুতাবশত ভিক্ষুর নিকট মনুষ্যস্ত্রীকে আনায়ে কামসেবনের নিমিত্তে জোর করে প্রস্রাবদ্বারে ও মুখদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি সময়ের মধ্যে যদি ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন না হয়, তাহলে ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৫৯. ১. ভিক্ষু শত্রুতাবশত মনুষ্যস্ত্রীকে জাগরণ, নিদ্রা, মত্ত, উন্মত্ত, প্রমত্তাবস্থায় এবং অক্ষয়িত (অবিনষ্ট) মনুষ্যস্ত্রীর মৃতদেহ আনায়ে কামসেবনের নিমিত্তে জোর করে ভিক্ষুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার ও মলদ্বার এই ত্রিদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে এবং সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালে যদি ভিক্ষুর সেবনচিত্ত থাকে, তাহলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। মনুষ্য-স্ত্রীর অধিকাংশ ক্ষয়িত মৃতদেহ ভিক্ষুর নিকট আনায়ে, মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিদ্বারে অঙ্গজাত (পুরুষলিঙ্গ) প্রবেশ করালে এবং সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালেও যদি ভিক্ষুর সেবনচিত্ত থাকে, তাহলে ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়[1]' আপত্তি হয়। আর যদি ঐ চারিকালে ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত না থাকে, তাহলে ভিক্ষুর অনাপত্তি।

২. ভিক্ষু শত্রুতাবশত অমনুষ্য-স্ত্রী... তির্যগ্‌জাতীয় স্ত্রী... মনুষ্য উভয় ব্যঞ্জনক... অমনুষ্য উভয় ব্যঞ্জনক... তির্যগ্‌জাতীয় উভয় ব্যঞ্জনককে ভিক্ষুর নিকট আনায়ে, মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে এবং সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালে

---

[1]. দেশনাগামী অপরাধসমূহের মধ্যে এই অপরাধের সমতুল্য অন্য কোনো স্থূল পাপ আর নাই বলে 'থুল্ল+অচ্চয়' অর্থে গৃহীত হয়েছে।

যদি ভিক্ষুর সেবনচিত্ত উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর যদি ঐ চারি সময়ে কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন না হয়, তাহলে ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৩. ভিক্ষু শত্রুতাবশত তির্যগ্‌জাতীয় উভয় ব্যঞ্জনককে জাগরণ, নিদ্রা, মত্ত, উন্মত্ত, প্রমত্তাবস্থায় এবং অক্ষয়িত, অবিনষ্ট তির্যগ্‌জাতীয় প্রাণী উভয় ব্যঞ্জনকের মৃতদেহ আনায়ে, কামসেবনের জন্য জোর করে মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, এবং সেই পরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালের মধ্যে যদি ভিক্ষুর সেবনচিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। তির্যগ্‌জাতীয় উভয় ব্যঞ্জনকের অধিকাংশ ক্ষয়িত মৃতদেহ ভিক্ষুর নিকট আনায়ে, মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, এবং সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালের মধ্যে যদি ভিক্ষুর মৈথুন সেবনচিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহলে ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর যদি ঐ চারি কালে ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন না হয়, তাহলে ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৪. ভিক্ষু শত্রুতাবশত মনুষ্য-পণ্ডক বা নপুংসক... অমনুষ্য নপুংসক... তির্যগ্‌প্রাণী জাতীয় নপুংসককে ভিক্ষুর নিকট আনায়ে, মৈথুন সেবনের নিমিত্তে জোর করে ভিক্ষুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই তিন দ্বারে অঙ্গজাত প্রবেশ করালে এবং সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালের মধ্যে যদি ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপত্তি হয়, তাহলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর যদি ঐ চারি সময়ের মধ্যে সেবনচিত্ত না থাকে, তাহলে ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৫. ভিক্ষু শত্রুতাবশত তির্যগ্‌জাতীয় নপুংসককে জাগরণ, নিদ্রা, মত্ত, উন্মত্ত, প্রমত্তাবস্থায় এবং অক্ষয়িত, অবিনষ্ট তির্যগ্‌জাতীয় নপুংসকের মৃতদেহ আনায়ে, কামসেবনের জন্য জোর করে ভিক্ষুর অনিচ্ছায় মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে এবং সেই পুরুষ লিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি সময়ে ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত থাকলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। তির্যক জাতীয় নপুংসকের অধিকাংশ ক্ষয়িত, বিনষ্ট মৃতদেহ ভিক্ষুর নিকট আনায়ে, মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে এবং সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারিকালের মধ্যে ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত থাকে, তাহলে ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর যদি সেবনচিত্ত উৎপন্ন না হয়,

তাহলে ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৬০. ১. ভিক্ষু শত্রুতাবশত মনুষ্য-পুরুষ... অমনুষ্য-পুরুষ... তির্যগ্‌জাতীয় পুরুষকে ভিক্ষুর নিকট আনায়ে, মলদ্বার-মুখদ্বার এই দ্বিবিধ দ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে এবং সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি সময়ে যদি ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয় আর সেবনচিত্ত উৎপন্ন না হলে, ভিক্ষুর অনাপত্তি।

২. ভিক্ষু শত্রুতাবশত তির্যগ্‌জাতীয় পুরুষকে জাগরণ, নিদ্রা, মত্ত, উন্মত্ত, প্রমত্তাবস্থায় এবং অক্ষয়িত তির্যগ্‌জাতীয় পুরুষের মৃতদেহ আনায়ে, মৈথুন সেবনের জন্য জোর করে ভিক্ষুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মলদ্বার-মুখদ্বার এই দ্বিবিধ দ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করায় এবং সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালের মধ্যে যদি ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত থাকে, তাহলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর তির্যগ্‌-পুরুষের অধিকাংশ ক্ষয়িত, বিনষ্ট মৃতদেহ ভিক্ষুর নিকট আনায়ে, মলদ্বার-মুখদ্বার এই দ্বিবিধ দ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি সময়ের মধ্যে যদি ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহলে ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর যদি ঐ চারি সময়ে কামসেবন চিত্ত না থাকে, তাহলে ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৬১. ১. ভিক্ষু শত্রুতাবশত মনুষ্যস্ত্রীকে ভিক্ষুর নিকট আনায়ে, মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিবিধ অনাচ্ছাদিত দ্বারকে বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করে, আচ্ছাদিত দ্বারকে অনাচ্ছাদিত করে, আবৃত দ্বারকে আবৃত করে, অনাবৃত দ্বারকে অনাবৃত করে ঐ ত্রিদ্বারে জোরপূর্বক পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে এবং সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি সময়ের মধ্যে যদি ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর যদি চারি কালের মধ্যে সেবনচিত্ত উৎপন্ন না হয়, তাহলে ভিক্ষুর অনাপত্তি।

২. ভিক্ষু শত্রুতাবশত মনুষ্যস্ত্রীকে জাগরণ, নিদ্রা, মত্ত, উন্মত্ত, প্রমত্তাবস্থায় এবং অক্ষয়িত, অবিনষ্ট মৃতদেহ অধিকাংশ অক্ষয়িত মৃতদেহ আনায়ে, মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিদ্বারে জোরপূর্বক পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি সময়ের মধ্যে যদি ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত থাকে, তাহলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। অধিকাংশ ক্ষয়িত, বিনষ্ট মৃতদেহ আনায়ে, মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিবিধ অনাচ্ছাদিত দ্বারকে বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করে, আচ্ছাদিত দ্বারকে

অনাবৃত করে, অনাবৃত দ্বারকে অনাবৃত করে এবং আবৃত দ্বারকে আবৃত করে ঐ ত্রিদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালের মধ্যে ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত থাকলে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর কামসেবন চিত্ত না থাকলে, ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৩. ভিক্ষু শত্রুতাবশত অমনুষ্য-স্ত্রী... তির্যগ্‌জাতীয় স্ত্রী... মনুষ্য উভয় ব্যঞ্জনক... অমনুষ্য উভয় ব্যঞ্জনক... তির্যগ্‌জাতীয় উভয় ব্যঞ্জনককে ভিক্ষুর নিকট আনায়ে মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিবিধ অনাচ্ছাদিত দ্বারকে আচ্ছাদিত করে, আচ্ছাদিত দ্বারকে অনাচ্ছাদিত করে, আবৃত দ্বারকে অনাবৃত করে এবং অনাবৃত দ্বারকে অনাবৃত করে ঐ ত্রিদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি সময়ের মধ্যে যদি ভিক্ষুর মৈথুন সেবনচিত্ত উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর ঐ চারি কালের মধ্যে মৈথুন সেবনচিত্ত উৎপন্ন না হলে, ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৪. ভিক্ষু শত্রুতাবশত তির্যগ্‌জাতীয় উভয় ব্যঞ্জনককে জাগরণ, নিদ্রা, মত্ত, উন্মত্ত, প্রমত্তাবস্থায় এবং তির্যগ্‌জাতীয় উভয় ব্যঞ্জনকের অধিকাংশ অবিনষ্ট মৃতদেহ ভিক্ষুর নিকট আনায়ে, মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিদ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করায়, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি সময়ের মধ্যে ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত থাকলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। অধিকাংশ বিনষ্ট মৃতদেহ ভিক্ষুর নিকট আনায়ে, মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিবিধ অনাবৃত দ্বারকে আবৃত করে, আবৃত দ্বারকে অনাবৃত করে, আচ্ছাদিত দ্বারকে আচ্ছাদিত করে, অনাচ্ছাদিত দ্বারকে অনাচ্ছাদিত করে ঐ ত্রিদ্বারে ভিক্ষু পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালের মধ্যে ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর ঐ চারি কালের মধ্যে কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন না হলে, ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৬২. ১. ভিক্ষু শত্রুতাবশত মনুষ্য-নপুংসক... অমনুষ্য-নপুংসক... তির্যগ্‌জাতীয় নপুংসক... মনুষ্য-পুরুষ... অমনুষ্য-পুরুষ... তির্যগ্‌জাতীয় পুরুষকে ভিক্ষুর নিকট আনায়ে মলদ্বার-মুখদ্বার এই দ্বিবিধ অনাচ্ছাদিত দ্বারকে বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করে, আচ্ছাদিত দ্বারকে অনাচ্ছাদিত করে, আবৃত দ্বারকে আবৃত করে এবং অনাবৃত দ্বারকে অনাবৃত করে ঐ দ্বিবিধ দ্বারে জোরপূর্বক পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি সময়ের মধ্যে ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত থাকলে,

ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর ঐ চারি কালের মধ্যে ভিক্ষুর সেবন চিত্ত না থাকলে, ভিক্ষুর অনাপত্তি।

২. ভিক্ষু শত্রুতাবশত তির্যগ্‌জাতীয় পুরুষকে জাগরণ, নিদ্রা, মত্ত, উন্মত্ত, প্রমত্তাবস্থায় এবং তির্যগ্‌জাতীয় পুরুষের অধিকাংশ অক্ষয়িত, অবিনষ্ট মৃতদেহ ভিক্ষুর নিকট আনায়ে মলদ্বার-মুখদ্বার এই দ্বি-দ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালের মধ্যে ভিক্ষুর মৈথুন সেবনচিত্ত উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। অধিকাংশ ক্ষয়িত, বিনষ্ট মৃতদেহ ভিক্ষুর নিকট আনায়ে মলদ্বার-মুখদ্বার এই দ্বিবিধ অনাচ্ছাদিত দ্বারকে বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করে, আচ্ছাদিত দ্বারকে অনাচ্ছাদিত করে, আবৃত দ্বারকে আবৃত করে, অনাবৃত দ্বারকে অনাবৃত করে ঐ দ্বি-দ্বারে জোরপূর্বক পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করায়, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি সময়ের মধ্যে যদি ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হয়, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর যদি ঐ চারি সময়ের মধ্যে সেবনচিত্ত উৎপন্ন না হয়, তাহলে ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৬৩. ১. ভিক্ষু ভিক্ষুকে শত্রুতাবশত মনুষ্যস্ত্রীর নিকট আনায়ে, মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিদ্বারে জোরপূর্বক পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালের মধ্যে ভিক্ষুর কামচিত্ত উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর ঐ চারি কালের মধ্যে কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন না হলে, ভিক্ষুর অনাপত্তি।

২. ভিক্ষু ভিক্ষুকে শত্রুতাবশত মনুষ্য-স্ত্রী জাগরণ, নিদ্রা, মত্ত, উন্মত্ত, প্রমত্তাবস্থায় এবং অধিকাংশ অক্ষয়িত মনুষ্য-স্ত্রীর মৃতদেহের মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিদ্বারে জোরপূর্বক পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালের মধ্যে যদি ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। মনুষ্য-স্ত্রীর অধিকাংশ ক্ষয়িত মৃতদেহ ভিক্ষুর নিকট আনায়ে, মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিবিধ দ্বারে ভিক্ষুর পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করায়, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালের মধ্যে ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর ঐ চারি কালের মধ্যে কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন না হলে, ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৩. ভিক্ষুকে ভিক্ষু শত্রুতাবশত অমনুষ্য-স্ত্রীর... তির্যগ্‌জাতীয় স্ত্রীর... মনুষ্য উভয় ব্যঞ্জনক... অমনুষ্য উভয় ব্যঞ্জনক... তির্যগ্‌জাতীয় উভয় ব্যঞ্জনক... মনুষ্য-নপুংসক... অমনুষ্য-নপুংসক... তির্যগ্‌জাতীয় নপুংসক...

মনুষ্য-পুরুষ... অমনুষ্য-পুরুষ... তির্যগ্প্রাণী জাতীয় পুরুষের নিকট আনায়ে, মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিদ্বারে জোরপূর্বক অঙ্গজাত প্রবেশ করালে, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি সময়ের মধ্যে যদি ভিক্ষুর কামচিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। আর যদি ঐ চারি সময়ের মধ্যে কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন না হয়, তাহলে ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৪. ভিক্ষুকে ভিক্ষু শত্রুতাবশত তির্যগ্জাতীয় পুরুষ জাগরণ, নিদ্রা, মত্ত, উন্মত্ত, প্রমত্তাবস্থায় এবং তির্যগ্জাতীয় পুরুষের অধিকাংশ অক্ষয়িত মৃতদেহের মলদ্বার-মুখদ্বার এই দ্বি-দ্বারে ভিক্ষুর লিঙ্গ জোরপূর্বক প্রবেশ করালে, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি সময়ের মধ্যে ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। তির্যক-পুরুষের অধিকাংশ ক্ষয়িত বা বিনষ্ট মৃতদেহ ভিক্ষুর নিকট এনে মলদ্বার-মুখদ্বার এই দ্বি-দ্বারে পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালের মধ্যে ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর ঐ চারি কালের মধ্যে কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন না হলে, ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৬৪. ১. ভিক্ষুকে ভিক্ষু শত্রুতাবশত মনুষ্য-স্ত্রীর সন্নিকটে এনে মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিবিধ অনাবৃত দ্বারকে অনাবৃত করে, আবৃত দ্বারকে আবৃত করে, অনাবৃত দ্বারকে আবৃত করে, আবৃত দ্বারকে অনাবৃত করে ঐ ত্রিদ্বারে জোরপূর্বক যদি ভিক্ষুর পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালের মধ্যে যদি ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর ঐ চারি কালের মধ্যে সেবনচিত্ত উৎপন্ন না হলে, ভিক্ষুর অনাপত্তি।

২. ভিক্ষুকে ভিক্ষু শত্রুতাবশত মনুষ্য-স্ত্রী জাগরণ, নিদ্রা, মত্ত, উন্মত্ত, প্রমত্তাবস্থায় এবং মনুষ্য-স্ত্রীর অধিকাংশ অবিনষ্ট মৃতদেহের মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিদ্বারে জোরপূর্বক ভিক্ষুর পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালের মধ্যে ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। মনুষ্য-স্ত্রীর অধিকাংশ ক্ষয়িত মৃতদেহ ভিক্ষুর নিকট এনে মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিবিধ অনাচ্ছাদিত দ্বারকে আচ্ছাদিত করে, আচ্ছাদিত দ্বারকে অনাচ্ছাদিত করে, আচ্ছাদিত দ্বারকে আচ্ছাদিত করে, এবং অনাচ্ছাদিত দ্বারকে অনাচ্ছাদিত করে ঐ ত্রিদ্বারে জোরপূর্বক ভিক্ষুর পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে,

সেই লিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালের মধ্যে ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর ঐ চারি সময়ের মধ্যে কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন না হলে, ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৩. ভিক্ষু ভিক্ষুকে শত্রুতাবশত মনুষ্য-স্ত্রী... তির্যগ্জাতীয় স্ত্রী... মনুষ্য উভয় ব্যঞ্জনক... অমনুষ্য উভয় ব্যঞ্জনক... তির্যগ্জাতীয় উভয় ব্যঞ্জনক... মনুষ্য-নপুংসক... অমনুষ্য-নপুংসক... তির্যগ্জাতীয় নুপংসক... মনুষ্য-পুরুষ... অমনুষ্য-পুরুষ... তির্যগ্জাতীয় পুরুষের সন্নিকটে এনে মলদ্বার-প্রস্রাবদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিবিধ অনাবৃত দ্বারকে আবৃত করে, আবৃত দ্বারকে অনাবৃত করে, আচ্ছাদিত দ্বারকে আচ্ছাদিত করে এবং অনাচ্ছাদিত দ্বারকে অনাচ্ছাদিত করে ঐ ত্রিদ্বারে জোরপূর্বক ভিক্ষুর পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, সেই পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালের মধ্যে ভিক্ষুর কামচিত্ত উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন না হলে, ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৬৫. ভিক্ষু ভিক্ষুকে শত্রুতাবশত তির্যগ্জাতীয় পুরুষ জাগরণ, নিদ্রা, মত্ত, উন্মত্ত, প্রমত্তাবস্থায় এবং তির্যগ্জাতীয় পুরুষের অধিকাংশ অক্ষয়িত মৃতদেহের মলদ্বার-মুখদ্বার এই দ্বিদ্বারে জোরপূর্বক ভিক্ষুর পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, সেই লিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালের মধ্যে ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। তির্যগ্জাতীয় পুরুষের অধিকাংশ ক্ষয়িত মৃতদেহ ভিক্ষুর নিকট এনে মলদ্বার-মুখদ্বার এই দ্বিবিধ অনাচ্ছাদিত দ্বারকে বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করে, আচ্ছাদিত দ্বারকে অনাচ্ছাদিত করে, আচ্ছাদিত দ্বারকে আচ্ছাদিত করে এবং অনাচ্ছাদিত দ্বারকে অনাচ্ছাদিত করে ঐ দ্বি-দ্বারে জোরপূর্বক ভিক্ষুর পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, সেই লিঙ্গ প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি সময়ের মধ্যে যদি ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহলে ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর যদি ঐ চারি সময়ের মধ্যে কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন না হয়, তাহলে ভিক্ষুর অনাপত্তি।

[এস্থলে, রাজা শত্রুতাবশত... চোর শত্রুতাবশত... ধূর্ত শত্রুতাবশত... হৃদয় উৎপাটন করার ইচ্ছায় (উপ্পলগন্ধ) শত্রুতাবশত... ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত রূপ 'ভিক্ষু শত্রুতাবশত' যেরূপে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, সেরূপই বিস্তারিত জ্ঞাতব্য]

৬৬. ১. স্ত্রীর যোনিদ্বার-মলদ্বার-মুখদ্বার এই ত্রিবিধ দ্বারের মধ্যে

যেকোনো একটি দ্বারে ভিক্ষু পুরুষলিঙ্গ প্রবেশ করালে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। প্রস্রাবমার্গাদিতে যেই ব্রণপ্রমাণ ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রে অঙ্গজাত (লিঙ্গ) প্রবেশ করায়ে বাহির করলে ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। যোনির পার্শ্বে ব্রণতুল্য ছিদ্রে লিঙ্গ প্রবেশ করায়ে বাহির করলেও ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। যোনিদ্বারের দ্বিবিধ ব্রণপ্রমাণ ছিদ্রের মধ্যে প্রথমটি দিয়ে অঙ্গজাত প্রবেশ করায়ে দ্বিতীয়টি দিয়ে বাহির করলে ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

২. ভিক্ষু ভিক্ষুকে নিদ্রাবস্থায় অধর্ম সেবন করলে যদি জাগ্রত হওয়ার পর চিত্তে কামসুখানুভূতি উৎপন্ন হয়, তাহলে উভয়ের লিঙ্গনাশের কারণ হয়। আর যদি জাগ্রত হওয়ার পর কামসুখানুভূতি উৎপন্ন না হয়, তাহলে শুধু দূষকেরই লিঙ্গ নাশের কারণ হয়। যদি ভিক্ষু শ্রামণকে নিদ্রাবস্থায় অসদ্ধর্ম সেবন করে, জাগ্রত হওয়ার পর চিত্তে কামসুখানুভব উৎপন্ন হয়, তাহলে উভয়ের লিঙ্গনাশের কারণ হয়। যদি কামসুখানুভূতি উৎপন্ন না হয়, তাহলে শুধুই দূষকেরই লিঙ্গ নাশের কারণ হয়।

শ্রামণ ভিক্ষুর সাথে নিদ্রাবস্থায় পাপধর্ম সেবন করলে যদি জাগ্রত হওয়ার পর চিত্তে কামসুখানুভূতি উৎপন্ন হয়, তাহলে উভয়ই লিঙ্গনাশের যোগ্য হয়। শ্রামণ শ্রামণের সাথে নিদ্রাবস্থায় অধর্ম সেবন করলে যদি জাগ্রত হওয়ার পর চিত্তে কামসুখানুভূতি উৎপন্ন হয়, তাহলে উভয়ই লিঙ্গনাশের যোগ্য হয়। আর যদি কামসুখানুভূতি উৎপন্ন না হয়, তাহলে শুধুই দূষকের লিঙ্গনাশের কারণ হয়।

অনাপত্তি : না জেনে করলে সুখানুভূতি উৎপন্ন না হলে, উন্মাদ অবস্থায় করলে, বিক্ষিপ্তচিত্তে করলে, বেদনাগ্রস্ত অবস্থায় করলে এবং আদিকর্মিক হলে (অর্থাৎ সর্ব প্রথমে এই শিক্ষাপদ লঙ্ঘনকারীর ক্ষেত্রে অনাপত্তি)।

[সন্থত পরিচ্ছেদ সমাপ্ত]

বিনীত বত্থু উদান গাথা

বানরী ও বজ্জিপুত্র, গৃহী, নগ্ন, তীর্থিয়গণ,
বালিকা, উৎপলবর্ণা, স্ত্রী ও পুরুষ, লিঙ্গ পরিবর্তন।
মাতা, কন্যা, ভগ্নি, স্ত্রী, মৃদু আর লম্বাতে,
ব্রণ দু'য়ে, সুসজ্জিত, লেপন, কাঠের পুতুলে।
পঞ্চ সুন্দর, পঞ্চ শ্মশান, ইতস্তত অস্থিতে,
নাগী, যক্ষী, প্রেত্নী, নপুংসক, নষ্ট ইন্দ্রিয়, স্পর্শেতে।

ভদ্রিয় বনে, অর্হৎ, নিদ্রায়, চারটি হয় শ্রাবস্তীতে,
বৈশালী তিন, মালা, আর ভারুকচ্ছ ভিক্ষুর স্বপ্নেতে।
সুপব্বা, শ্রদ্ধা, ভিক্ষুণী, শিক্ষামানা, শ্রামণেরীকে,
বেশ্যা, নপুংসক, গৃহী, পরস্পর, বৃদ্ধ প্রব্রজিত, মৃগশাবকে।

বিনীত বত্থু

৬৭. ১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু বানরের সহিত মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করেছিল। ইহাতে তার চিত্তে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" সেই ভিক্ষু ভগবানকে ইহা প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত হয়েছ।"

২. সে সময়ে কিছুসংখ্যক বৈশালীবাসী বজ্জীপুত্র ভিক্ষু শিক্ষা প্রত্যাখ্যান (পরিত্যাগ) না করে এবং শিক্ষায় দুবর্লতা প্রকাশ না করে মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করেছিল। এ হেতু তাদের এরূপ সন্দেহ উৎপন্ন হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত হয়েছি?" তারা ভগবানকে ইহা প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত হয়েছ।"

৩. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু 'ইহা আমার অপরাধ হবে না' এরূপ ভেবে গৃহীবেশ ধারণ করে মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করেছিল। ইহাতে তার এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" সেই ভিক্ষু ইহা ভগবানকে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৪. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু 'ইহা আমার দোষ হবে না' এরূপ ভেবে বিবস্ত্র হয়ে মৈথুনধর্ম (ব্যাভিচার) প্রতিসেবন করেছিল। এ হেতু তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত হয়েছি?" সেই ভিক্ষু ভগবানকে ইহা প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত হয়েছ।"

৫. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু 'ইহা আমার অনাপত্তি হবে' এরূপ ভেবে কুশতৃণ-নির্মিত বস্ত্র পরিধান করে... বৃক্ষবাকল দ্বারা নির্মিত বস্ত্র পরিধান করে... ফলক-বস্ত্র (কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত পট্ট) পরিধান করে... কেশ দ্বারা

নির্মিত কম্বল পরিধান করে... চামরী মৃগের লোম দ্বারা নির্মিত কম্বল পরিধান করে... পেঁচাপক্ষীর পালক দ্বারা নির্মিত বস্ত্র পরিধান করে... মৃগ বা চিতা বাঘের নির্মিত আচ্ছাদন পরিধান করে মৈথুনধর্ম (ব্যভিচার) প্রতিসেবন করেছিল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" সেই ভিক্ষু ভগবানকে ইহা নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিতে দোষগ্রস্ত হয়েছ।"

৬. সে সময়ে অন্যতর পিণ্ডচারিক ভিক্ষু আসনে শায়িত বালককে দেখে কামতৃষ্ণায় উত্তেজিত হয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রমাণ স্বীয় অঙ্গজাত (লিঙ্গ) প্রবেশ করায়েছিল। ইহাতে সেই বালক কালগত হলে, সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা অপরাধগ্রস্ত হয়েছি?" সেই ভিক্ষু ভগবানকে ইহা প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, ইহা তোমার 'পারাজিকা' আপত্তি হবে না, 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হবে।"

৬৮. সে সময়ে জনৈক মানবক উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণীর প্রতি আসক্ত হয়েছিল। অতঃপর উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী ভিক্ষান্নের জন্য গ্রামে প্রবিষ্ট হলে, সেই মানবক উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণীর কুটিরে প্রবেশ করে লুকিয়ে রইল। অপরাহ্ন সময়ে যখন উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী প্রত্যাগমন করে পাদ প্রক্ষালনপূর্বক কুটিরে প্রবেশ করে মঞ্চে উপবেশন করলেন, তখন সেই মানবক উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণীকে ধরে জোরপূর্বক দূষিত করল। উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী অন্য ভিক্ষুণীদের এই বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভিক্ষুণীগণ ইহা ভিক্ষুদেরকে জানালেন। ভিক্ষুগণও ভগবানকে ইহা জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণীর কামসেবন চিত্ত না থাকাতে, তার অনাপত্তি।

৬৯. ১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষুর স্ত্রীলিঙ্গ প্রাদুর্ভাব হলো। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা (আদেশ) করছি যে—স্ত্রীলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত ভিক্ষু যেই হতে উপসম্পদা লাভ করেছে এবং যেই বর্ষাসমূহ অতিবাহিত করেছে, সেই অতিবাহিত বর্ষাসমূহ পূর্ণ হবার জন্যে পুনরায় ভিক্ষুণীদের সহিত একত্রে অবস্থান করতে হবে। যেই সকল আপত্তি ভিক্ষুদের সন্নিকটে প্রকাশ করেছে, সেই গতানুগতিক আপত্তিসমূহ ভিক্ষুণীদের সন্নিকটে প্রকাশ করতে হবে। ভিক্ষুদের যেই আপত্তিসমূহ দোষযোগ্য, সেই গতানুগতিক দোষসমূহ (শুক্রমোচনাদি অপরাধ) ভিক্ষুণীদের অনাপত্তি হবে।"

২. সে সময়ে জনৈকা ভিক্ষুণীর পুরুষলিঙ্গ প্রাদুর্ভাব হলো। ভিক্ষুণীগণ ভগবানকে ইহা নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে—"পুরুষলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত ভিক্ষুণী যেই হতে উপসম্পদা লাভ করেছে এবং যেই বর্ষাসমূহ অতিবাহিত করেছে, সেই অতিবাহিত বর্ষাসমূহ পুনরায় ভিক্ষুদের সহিত একত্রে অবস্থান করতে হবে। যেই সকল আপত্তি ভিক্ষুণীদের নিকটে প্রকাশ করেছে, সেই গতানুগতিক আপত্তিসমূহ ভিক্ষুদের সন্নিকটে প্রকাশ করতে হবে। ভিক্ষুণীদের যেই আপত্তিসমূহ দোষযোগ্য, সেই গতানুগতিক দোষসমূহ ভিক্ষুদের অনাপত্তি হবে।"

৭০. ১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু "ইহা আমার অনাপত্তি হবে" এরূপ ভেবে মাতার সহিত মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করেছিল... কন্যার সহিত মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করেছিল... ভগিনীর সহিত মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করেছিল। ইহাতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" সেই ভিক্ষু ভগবানকে ইহা নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছ।"

২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু "ইহা আমার অপরাধ হবে না" এরূপ ভেবে তার গৃহী স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর চিত্তে এরূপ সন্দেহ উৎপন্ন হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৭১. ১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু কোমলপৃষ্ঠ ছিল। সে প্রব্রজ্যায় অনুৎসাহী হয়ে কাম-উত্তেজনায় উৎপীড়িত হয়ে স্বীয় লিঙ্গ স্বীয় মুখদ্বারে প্রবেশ করাল। ইহাতে তার চিত্তে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" সেই ভিক্ষু ভগবানকে ইহা প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছ।"

২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু দীর্ঘকায় ছিল। সে অনভিরতি (প্রব্রজ্যায় উৎসাহহীন) হয়ে কামযন্ত্রণায় উৎপীড়িত হয়ে স্বীয় অঙ্গজাত স্বীয় মলদ্বারে প্রবেশ করাল। এ হেতু তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" এই বিষয়ে ভগবানকে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৩. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু মৃত শরীর দেখল। সেই মৃত শরীরের যোনিদ্বারের পার্শ্বে ব্রণতুল্য ছিদ্র হয়েছিল। সেই ভিক্ষু "ইহা আমার অপরাধ হবে না" এরূপ ভেবে সেই যোনিদ্বারের নিচ দিয়ে লিঙ্গ প্রবেশ করায়ে ব্রণতুল্য ছিদ্র দিয়ে বাহির করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছ।"

৪. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু মৃত শরীর দেখল। সেই মৃত শরীরের প্রস্রাবদ্বারের পার্শ্বে ব্রণপ্রমাণ ছিদ্র হয়েছিল। সেই ভিক্ষু "ইহা আমার দোষ হবে না" এরূপ ভেবে সেই ব্রণপ্রমাণ ছিদ্রে স্বীয় লিঙ্গ প্রবেশ করায়ে প্রস্রাবদ্বার দিয়ে বাহির করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সংশয় উৎপন্ন হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৫. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু কামাসক্ত চিত্তে কামজনক দৃশ্য দর্শনে যোনিদ্বার স্পর্শ করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, ইহা তোমার 'পারাজিকা' অপরাধ হয়নি, তবে 'দুক্কট[1]' অপরাধ হয়েছে।"

৬. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু কামাসক্ত চিত্তে কাষ্ঠনির্মিত প্রতিমা দর্শনে যোনিদ্বার স্পর্শ করল। এ কারণে তার চিত্তে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছি?" সেই ভিক্ষু ভগবানকে ইহা প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, ইহা তোমার 'দুক্কট' আপত্তিই হয়েছে, 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৭২. ১. সে সময়ে রাজগৃহ হতে প্রব্রজিত সুন্দর নামক ভিক্ষু রথিকায়ে যাচ্ছিলেন। তখন জনৈকা স্ত্রীলোক "এই মুহূর্তে ভন্তে আগমন করলে বন্দনা করব" এরূপ ভাব দেখায়ে সেই ভিক্ষু নিকটে আসলে বন্দনা জ্ঞাপনচ্ছলে অন্তর্বাস উপরে উঠায়ে ভিক্ষুর পুরুষলিঙ্গ স্বীয় মুখে প্রবেশ করাল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক

---

[1]. দুষ্কৃত, বিরূপকৃত, গর্হিত, বিশ্রী বা হীনকার্য, মন্দকার্য, ভুল কার্য, স্খলিত, বুদ্ধ কর্তৃক গর্হিত নামক অপরাধ।

প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা নিবেদন করলে ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তোমার কি ঐ সময়ে কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হয়েছিল?" "না ভন্তে।" "তাহলে ভিক্ষু কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন না হলে, তোমার অনাপত্তি।"

২. সে সময়ে অন্যতরা স্ত্রীলোক জনৈক ভিক্ষুকে দেখে এরূপ বললেন, "আসুন ভন্তে, কামসুখ (মৈথুনধর্ম) প্রতিসেবন করুন।" "না ভগিনী, এরূপ করা আমার পক্ষে মোটেও উচিত নহে।" সেই ভিক্ষু ইহা বললে, উক্ত স্ত্রীলোক বলল, "আসুন ভন্তে, আমি ইচ্ছা করলে আপনিও বা কেন ইচ্ছা করবেন না?" "ইহা আমার অপরাধ হবে না" ভিক্ষু এরূপ ভেবে মৈথুনধর্ম প্রতিসেবন করল। ইহাতে তার চিত্তে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছি?" সেই ভিক্ষু ভগবানকে ইহা প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছ।"

৩. সে সময়ে জনৈকা স্ত্রীলোক জনৈক ভিক্ষুকে দেখে এরূপ বলল, "আসুন ভন্তে, কামসুখ (মৈথুনধর্ম) প্রতিসেবন করুন।" "না ভগিনী, ইহা করা আমার পক্ষে মোটেও উচিত নহে।" সেই ভিক্ষু এরূপ বললে, সেই স্ত্রীলোক বলল, "আসুন ভন্তে, আপনি চেষ্টা করলে আমিই বা কেন চেষ্টা করব না?" সেই ভিক্ষু 'ইহা আমার দোষ হবে না' এরূপ মনে করে উক্ত স্ত্রীর সহিত দেহ সম্ভোগ করল। এ হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ইহা ভগবানকে প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৪. সে সময়ে অন্যতরা স্ত্রীলোক অন্যতর ভিক্ষুকে দেখে এরূপ বলল, "আসুন ভন্তে, দেহের মধ্যভাগে দেহ দ্বারা ঘর্ষণ করে বহিরাংশ দেহ দ্বারা ঘর্ষণ করে মধ্যভাগ রক্ষা করুন।" 'ইহা আমার অনাপত্তি হবে' এরূপ ভেবে উক্ত ভিক্ষু তাই করল। ইহাতে তার (সেই ভিক্ষুর) মনে সন্দেহ উদয় হলো যে—"আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছি?" ইহা ভগবানকে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৭৩. ১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু শ্মশানে গিয়ে অক্ষয়িত (অবিনষ্ট) শরীর (মৃতদেহ) দেখে উহাতে মৈথুন সেবন করল। ইহাতে তার মনে সংশয় উৎপন্ন হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে

'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ইহা ভগবানকে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছ।"

২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু শ্মশানে গিয়ে অধিকাংশ অক্ষয়িত শরীর দেখে, সেই শরীরে মৈথুন সেবন করল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর চিত্তে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ইহা ভগবানকে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৩. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু শ্মশানে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষয়িত (বিনষ্ট) শরীর দেখে সেই ক্ষয়িত শরীরে মৈথুন প্রতিসেবন করল। ইহাতে উক্ত ভিক্ষুর চিত্তে এরূপ সন্দেহ উৎপন্ন হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, ইহা তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তিই হয়েছে; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৪. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু শ্মশানে গিয়ে শিরছিন্ন বর্তক পক্ষী দেখে স্পর্শ (কামানুভূতি) হয় মতো বর্তকের মুখে স্বীয় অঙ্গজাত (লিঙ্গ) প্রবেশ করাল। ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছ।"

৫. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু শ্মশানে গিয়ে শিরছিন্ন বর্তক দেখে স্পর্শ (কামানুভূতি) না হয় মতো বর্তকের মুখে স্বীয় লিঙ্গ প্রবেশ করাল। ইহাতে উক্ত ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ইহা ভগবানকে প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'দুক্কট' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৬. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু অন্যতরা রমণীর প্রতি আসক্তচিত্ত হয়েছিল। হঠাৎ সেই রমণী কালগত হলে, তার মৃতদেহ শ্মশানে ফেলে দিল। কালক্রমে সেই মৃতদেহ অস্থি-কঙ্কালে পরিণত হয়ে অস্থি চতুর্পার্শ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। অনন্তর সেই ভিক্ষু শ্মশানে গিয়ে উক্ত মৃত রমণীর অস্থিসমূহ সংগ্রহ করে স্ত্রীনিমিত্ত গ্রহণ করে স্ত্রীযোনি নির্দিষ্ট করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ইহা ভগবানকে জ্ঞাত করলে ভগবান

বললেন, "হে ভিক্ষু, ইহা তোমার 'পারাজিকা' আপত্তি নহে; 'দুক্কট' আপত্তিই হয়েছে।"

৭. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু নাগীর সহিত মৈথুন প্রতিসেবন করল... যক্ষিণীর সহিত মৈথুন প্রতিসেবন করল... প্রেত্নীর সহিত মৈথুন প্রতিসেবন করল... নপুংসকের সহিত মৈথুন প্রতিসেবন করল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর চিত্তে এরূপ সংশয় উৎপন্ন হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছি?" ইহা ভগবানকে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছ।"

৮. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষুর ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়েছিল। "আমি সুখবেদনা অথবা দুঃখবেদনা অনুভব করি না; অতএব আমার অপরাধ হবে না" এরূপ ভেবে উক্ত ভিক্ষু মৈথুন প্রতিসেবন করল। ভগবানকে ইহা জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, বেদনা বা অনুভূতি উৎপন্ন হোক কিংবা না হোক, সেই মোঘপুরুষ 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছে।"

৯. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু "এই স্ত্রীর সহিত মৈথুন সেবন করব" এরূপ ভেবে স্পর্শ করা মাত্রই তীব্র অনুশোচনা উৎপন্ন হলো। তার এরূপ তীব্র অনুশোচনা উৎপন্ন হলে, তা ভগবানকে নিবেদন করল। ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, ইহা তোমার 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়েছে; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৭৪. ১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু ভদ্রিয়দের জাতীয় বনে দিবাবিহারে গিয়ে শায়িত হলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ বায়ুতে নিশ্চল ও শক্ত হলো। ইহা দেখে অন্যতরা স্ত্রীলোক সেই ভিক্ষুর লিঙ্গের উপর উপবেশন করে যা প্রয়োজন তা করে প্রস্থান করল। অন্যান্য ভিক্ষুগণ অশুচি ক্লেদযুক্ত দেখে ভগবানকে ইহা জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকারে অঙ্গজাত বা লিঙ্গ উত্তেজিত হয়ে থাকে। যথা : ১. কামরাগ উৎপন্ন হলে, ২. পায়খানার বেগে, ৩. প্রস্রাবের বেগে, ৪. বায়ুতে এবং ৫. কীট-পতঙ্গ-পোকাদির ইত্যাদি দংশনে। হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকারে অঙ্গজাত উত্তেজিত হয়ে থাকে। হে ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব ও অযৌক্তিক যে, কামরাগে সেই ভিক্ষুর অঙ্গজাত উত্তেজিত হতে পারে। ভিক্ষুগণ, উক্ত ভিক্ষু তৃষ্ণাক্ষয় করে অর্হৎ হয়েছে। সুতরাং তার আপত্তি হবার কোনো কারণ বিদ্যমান নাই।"

২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু শ্রাবস্তীর অন্ধবনে দিবাবিহারে গিয়ে শায়িত হলো। তখন জনৈকা গোপালিকা (গরু রক্ষাকারিনী) দেখে উক্ত ভিক্ষুর লিঙ্গের উপর বসল। ইহাতে সেই ভিক্ষু প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই

চারি সময়ের মধ্যে কামসুখ অনুভব করল। এ হেতু তার মনে সন্দেহ উৎপন্ন হলো যে—"আমি কি তথাগত বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ইহা ভগবানকে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৩. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু শ্রাবস্তীর অন্ধবনে দিবাবিহারে গিয়ে শায়িত হলো। তখন জনৈকা অজপালিকা (ছাগল রক্ষাকারিনী)... জনৈকা কাষ্ঠ-সংগ্রহকারিনী উক্ত ভিক্ষুকে শায়িত অবস্থায় দেখে লিঙ্গের উপর বসল। ইহাতে সেই ভিক্ষু প্রবেশ-প্রবিষ্ট-স্থিত-উত্তোলন এই চারি কালে কামসুখ অনুভব করল। এ হেতু সেই ভিক্ষুর মনে সন্দেহ উৎপন্ন হলো যে—"আমি কি তথাগত বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ইহা ভগবানকে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৭৫. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু বৈশালীর মহাবনে[1] দিবাবিহারে গিয়ে শায়িত হলেন। অতঃপর অন্যতরা স্ত্রীলোক সেই ভিক্ষুকে শায়িত দেখে লিঙ্গের উপরে বসে যা প্রয়োজন তা করে হাসতে হাসতে সম্মুখে স্থিত হলো। তখন উক্ত ভিক্ষু জাগ্রত হয়ে উক্ত স্ত্রীলোককে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি এ কাজ করেছো?" "হ্যাঁ ভন্তে, আমিই করেছি।" ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি তথাগত বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ইহা ভগবানকে প্রকাশ করলে ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি সে সময়ে কামসুখানুভব করেছিলে?" "না ভন্তে, আমি তা জানি না।" "তাহলে ভিক্ষু না জানা হেতু তোমার অনাপত্তি।"

৭৬. ১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু বৈশালীর মহাবনে দিবাবিহারে গিয়ে বৃক্ষকে আশ্রয় করে শায়িত রইলেন। অতঃপর অন্যতরা স্ত্রীলোক সেই ভিক্ষুকে শায়িত দেখে লিঙ্গের উপর বসল। ইহাতে সেই ভিক্ষু সহসা জাগ্রত হলো। তখন সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উৎপন্ন হলো : "আমি কি তথাগত বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিতে

---

[1]. কপিলবাস্তুর সমীপবর্তী মহাবন হলো অরোপিত এবং স্বয়ংজাত বন; আর বৈশালীর নিকটবর্তী মহাবন হলো কিছু রোপিত, কিছু অরোপিত বা মিশ্রবন। এই মহাবনটি গোশৃঙ্গ নামক জনৈক উপাসক দান করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধ মধ্যে মধ্যে এখানে এসে 'কূটাগারশালায়' অবস্থান করতেন।

আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" এই বিষয়ে ভগবানকে নিবেদন করলে ভগবান তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তখন কি তোমার মৈথুন সেবনচিত্ত উৎপন্ন হয়েছিল?" "না ভন্তে, কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হয়নি।" "তাহলে ভিক্ষু, কাম সেবন চিত্ত উৎপন্ন না হলে, তোমার অনাপত্তি।"

২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু বৈশালীর মহাবনে দিবাবিহারে গিয়ে বৃক্ষকে অবলম্বন করে শায়িত রইলেন। অতঃপর অন্যতরা স্ত্রীলোক দেখে সেই ভিক্ষুর লিঙ্গের উপর বসল। তখন সেই ভিক্ষু ক্ষিপ্ত হয়ে সেই স্ত্রীলোককে তাড়িয়ে দিল। ইহাতে তাঁর মনে এরূপ সন্দেহ উৎপন্ন হলো : "আমি কি তথাগত বুদ্ধকর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে জ্ঞাপন করলে ভগবান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি ঐ সময়ে মৈথুন সেবন চিত্ত উৎপন্ন করেছিলে?" "না ভন্তে, কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন করিনি।" "তাহলে ভিক্ষু কাম সেবন চিত্ত না থাকলে, তোমার অনাপত্তি।"

৭৭. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় দিবাবিহারে গিয়ে দ্বার উন্মুক্ত রেখে শায়িত রইলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ বাতাসে নিশ্চল ও শক্ত হলো। সে সময়ে কিছুসংখ্যক স্ত্রীলোক সুগন্ধি দ্রব্য ও পুষ্পমালাদি সঙ্গে নিয়ে বিহারে আসলে, বিহার অবলোকন করার সময় উক্ত ভিক্ষুকে দেখল। অতঃপর সেই স্ত্রীলোকেরা উক্ত ভিক্ষুকে সেই অবস্থায় দেখে লিঙ্গের উপরে বসে যা প্রয়োজন তা করল। যখন দেখল যে, সেই ভিক্ষু পুরুষোত্তম। তখন "এই ভিক্ষু পুরুষোত্তম (অর্হৎ)" বলে সুগন্ধি দ্রব্য ও পুষ্পমালাদি ফেলে প্রস্থান করল। অপরাপর ভিক্ষুগণ উক্ত ভিক্ষুকে অশুচি-ক্লেদযুক্ত দেখে ভগবানকে ইহা জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকারে অঙ্গজাত বা লিঙ্গ উত্তেজিত হয়। যথা : ১. কামরাগ উৎপন্ন হলে, ২. পায়খানার বেগে, ৩. প্রস্রাবের বেগে, ৪. বায়ুতে এবং ৫. কীট-পতঙ্গ-পোকাদির দংশনে। হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকারে অঙ্গজাত উত্তেজিত হয়ে থাকে। ভিক্ষুগণ, ইহা অসম্ভব ও অযৌক্তিক যে, কামরাগে সেই ভিক্ষুর অঙ্গজাত উত্তেজিত হতে পারে। ভিক্ষুগণ, উক্ত ভিক্ষু তৃষ্ণাক্ষয় করে অর্হৎ হয়েছে। সুতরাং আপত্তিগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ দেখছি না। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, দিবাভাগে বিশ্রাম করলে ঘরের দ্বার বন্ধ করে বিশ্রাম করবে।"

৭৮. ১. সে সময়ে ভারুকচ্ছক নামক অন্যতর ভিক্ষু স্বপ্নে পূর্বের স্ত্রীর সহিত মৈথুন সেবন করলে "আমি অশ্রমণ, সুতরাং প্রব্রজ্যা ত্যাগ করব" এই

ভেবে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় আয়ুষ্মান উপালিকে দেখে তা প্রকাশ করলেন। তখন আয়ুষ্মান উপালি বললেন, "আবুসো, স্বপ্নের মধ্যে হলে, অনাপত্তি।"

২. সে সময়ে রাজগৃহে সুপব্বা নাম্নী উপাসিকা অতিশয় প্রসন্না ছিলেন। তিনি এরূপ দৃষ্টি পোষণ করতেন : "যে মৈথুন বা কামসেবা দান করে, সে অগ্রদানই করে থাকে।" সেই স্ত্রী ভিক্ষুকে দেখে এরূপ বলল, "আসুন ভন্তে, মৈথুন সেবন করুন।" "না ভগিনী, এরূপ করা উচিত নহে।" "আসুন ভন্তে, দুই ঊরুর মধ্যস্থলে মর্দন করুন, নাভিতে মর্দন করুন, উদরচক্রে মর্দন করুন, কুক্ষিতে (বগলে) মর্দন করুন, গ্রীবায় মর্দন করুন, কর্ণছিদ্রে মর্দন করুন, কেশচক্রে মর্দন করুন, অঙ্গুলির মধ্যস্থানে মর্দন করুন; আসুন ভন্তে, যত্নসহকারে সেবা করব।" এরূপ বারংবার অনুরুদ্ধ হয়ে উক্ত ভিক্ষু অনাপত্তি ভেবে তা করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষে দোষী হয়েছি?" এই বিষয়ে ভগবানকে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছ; 'পারাজিকা' অপরাধী নহে।"

৭৯. সে সময় শ্রাবস্তীর শ্রদ্ধা নাম্নী এক উপাসিকা অতিশয় প্রসন্না ছিলেন। তিনি এরূপ দৃষ্টি পোষণ করতেন : "যে মৈথুন বা কামসেবা দান করে সে অগ্রদানই করে থাকে।" সেই স্ত্রী ভিক্ষুকে দেখে এরূপ বলল, "আসুন ভন্তে, মৈথুন সেবন করুন।" "না ভগিনী, এরূপ করা উচিত নহে।" "আসুন ভন্তে, দুই ঊরুর মধ্যস্থলে মর্দন করুন, নাভিতে মর্দন করুন, উদরচক্রে মর্দন করুন, কুক্ষিতে (বগলে) মর্দন করুন, গ্রীবায় মর্দন করুন, কর্ণছিদ্রে মর্দন করুন, কেশচক্রে মর্দন করুন, অঙ্গুলির মধ্যস্থানে মর্দন করুন; আসুন ভন্তে, উত্তমরূপে যত্নসহকারে সেবা করব।" এরূপ বারংবার অনুরুদ্ধ হয়ে উক্ত ভিক্ষু অনাপত্তি ভেবে তা করল।" ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষী হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছ; 'পারাজিকা' অপরাধী নহে।"

৮০. সে সময়ে বৈশালীর লিচ্ছবীকুমার ভিক্ষু ভিক্ষুণীর সহিত অসদ্ধর্ম সেবন করল... শিক্ষার্থীণীর সহিত অসদ্ধর্ম সেবন করল... শ্রামণেরীর সহিত অসদ্ধর্ম সেবন করল। ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, উভয়ে কামসুখানুভব করলে; উভয়েই সংঘের সহিত বসবাসের অযোগ্য এবং উভয়ে কামসুখানুভব না করলে উভয়েরই অনাপত্তি।

৮১. ১. সে সময়ে বৈশালীর লিচ্ছবীকুমার বেশ্যার সহিত অসদ্ধর্ম সেবন করল... পণ্ডক বা নপুংসকের সহিত অসদ্ধর্ম সেবন করল... গৃহীণীর সহিত অসদ্ধর্ম সেবন করল। ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, ভিক্ষু কামসুখানুভব করলে সংঘের সহিত একত্রে বসবাসের অযোগ্য। আর ভিক্ষু কামসুখানুভব না করলে ভিক্ষুর অনাপত্তি।

২. সে সময়ে বৈশালীর লিচ্ছবীকুমার ভিক্ষু অন্যান্যদের সহিত অসদ্ধর্ম সেবন করল। ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, যদি উভয়ে কামসুখানুভব করে; তবে উভয়েই সংঘের সহিত বসবাসের অযোগ্য। আর উভয়ে কামসুখানুভব না করলে উভয়েরই অনাপত্তি।

৮২. সে সময়ে অন্যতর বৃদ্ধ-প্রব্রজিত ভিক্ষু পূর্বের স্ত্রীকে দেখতে গিয়েছিলেন। "ভন্তে, প্রব্রজ্যা ত্যাগ করুন" বলে তার স্ত্রী তাকে ধরতে গেলে, সেই ভিক্ষু চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তখন তার স্ত্রী লাফিয়ে উঠে লিঙ্গের উপরে বসল। ইহাতে তার মনে সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি তথাগত বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" এই বিষয়ে ভগবানকে নিবেদন করলে ভগবান তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তখন কি তোমার মৈথুন সেবনচিত্ত উৎপন্ন হয়েছে?" "না ভন্তে, কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হয় নাই।" "তাহলে ভিক্ষু কামসেবন চিত্ত না থাকলে, তোমার অনাপত্তি।"

৮৩. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু অরণ্যে বাস করতেন। উক্ত ভিক্ষু প্রস্রাব করতে গেলে, মৃগ শাবক তার প্রস্রাবস্থানে এসে প্রস্রাব পান করার সময় মুখে অঙ্গজাত গ্রহণ করল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হলো। তাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উৎপন্ন হলো যে—"আমি কি তথাগত বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ইহা ভগবানকে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

[প্রথম পারাজিকা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

২. দ্বিতীয় পারাজিকা

[চুরি সম্পর্কীত শিক্ষাপদ বর্ণনা]

[স্থান : রাজগৃহ]

৮৪. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহ[১]-সমীপে গিজ্ঝাকূট পর্বতে[২] অবস্থান করছিলেন। তখন কিছুসংখ্যক সন্দৃষ্টিকপরায়ণ, পরম বন্ধুভাবাপন্ন ভিক্ষু ঋষিগিলির[৩] পার্শ্বে তৃণকুটির নির্মাণ করে বর্ষাবাস যাপন করছিলেন। কুম্ভকারপুত্র আয়ুষ্মান ধনিয়ও তৃণকুটির নির্মাণ করে বর্ষাবাস যাপন করছিলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ তিন মাস বর্ষাবাস শেষ করে তৃণকুটিরগুলো ভেঙে তৃণ ও কাষ্ঠ যথাস্থানে সামলিয়ে রেখে জনপদে বিচরণের নিমিত্তে প্রস্থান করলেন। কুম্ভকারপুত্র আয়ুষ্মান ধনিয় সেই স্থানেই বর্ষা, হেমন্ত ও গ্রীষ্মঋতু পর্যন্ত অবস্থান করলেন। অনন্তর কুম্ভকারপুত্র আয়ুষ্মান ধনিয় গ্রামে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলে তৃণ ও কাষ্ঠ সংগ্রহকারীরা তৃণকুটিরটি ভেঙে তৃণ ও কাষ্ঠ আহরণ করে নিয়ে গেল। দ্বিতীয়বারও কুম্ভকারপুত্র আয়ুষ্মান ধনিয় তৃণ ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করে নিজে তৃণকুটির তৈরি করলেন। দ্বিতীয়বারও কুম্ভকারপুত্র আয়ুষ্মান ধনিয় গ্রামে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলে তৃণ ও কাষ্ঠ সংগ্রহকারীরা তৃণকুটিরটি ভেঙে তৃণ ও কাষ্ঠ আহরণ করে নিয়ে গেল। তৃতীয়বারও কুম্ভকার পুত্র আয়ুষ্মান ধনিয় তৃণ এবং কাষ্ঠ

---

[১]. মগধের প্রাচীন রাজধানী। বর্তমানে ইহার নাম 'রাজগির'। অতীতে ইহা 'গিরিব্রজ' বা কুশাগারপুর নামেও পরিচিত ছিল। বেভার, পাণ্ডব, বেপুল্ল, গিজ্ঝাকূট ও ঋষিগিলি এই পঞ্চ পর্বত দ্বারা রাজগৃহ পরিবেষ্টিত। রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রু এই রাজধানীতে বাস করতেন। ভগবান বুদ্ধ তথাকার গিজ্ঝাকূট পর্বতে, গৌতম ন্যাগ্রোধারামে, চোর প্রপাতে, বেভার পর্বত-পাশে সপ্তপর্ণীগুহায়, ঋষিগিলি পর্বত পাশে কাল শিলায়, শীতবনে সর্পশৌণ্ডিক গুহায় তপোদারামে, বেলুবনে কলন্দনিবাপে, জীবকের আম্রবনে, মদ্রকুক্ষি মৃগদায়ে, এসব স্থানে অনেক সময় অবস্থান করে ভিক্ষুসংঘকে বিবিধ প্রকারে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। এবং জনসাধারণের মধ্যেও ধর্মপ্রচার করেছিলেন।

[২]. গৃধ বা শকুনেরা এই পর্বতের কূটে বাস করত বলে কিংবা গৃধ-সদৃশ এই পর্বতের কূট, এইজন্য গৃধকূট।

[৩]. বহুপূর্বে পাঁচশত প্রত্যেকবুদ্ধ এই পর্বতে দীর্ঘদিন ধরে বাস করতেন। এই পর্বতে প্রবেশ করার সময়ে তাঁদের দেখা যেত, কিন্তু প্রবিষ্ট হবার পর আর দেখা যেত না। তখন জনসাধারণ এরূপ দেখে বলতেন, "এই পর্বত ঋষিদেরকে গিলে ফেলে।" এই হেতু এই পর্বতের নাম 'ঋষিগিলি পর্বত' হয়েছে।

সংগ্রহ করে নিজেই তৃণকুটির নির্মাণ করলেন। তৃতীয়বারও কুম্ভকারপুত্র আয়ুষ্মান ধনিয় গ্রামে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলে তৃণ ও কাষ্ঠ সংগ্রহকারীরা কুটিরটি ভেঙে তৃণ ও কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে গেল। অতঃপর কুম্ভকারপুত্র আয়ুষ্মান ধনিয়ের এরূপ চিন্তা উদয় হলো যে—"আমি গ্রামে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলে তৃণ ও কাষ্ঠ সংগ্রহকারীদের দ্বারা আমার তৃণ কুটিরটি ভেঙে তৃণ ও কাঠ সংগ্রহ করে তৃতীয়বারও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি আমার আচার্য হতে পরিশুদ্ধ শিল্প 'কুম্ভকার কর্মে' পরিপূর্ণরূপে সুশিক্ষা অর্জন করেছি। নিশ্চয় আমি নিজেই মৃত্তিকা মর্দন করে সর্বমৃত্তিকাময় কুটির নির্মাণ করতে পারব।" অতঃপর কুম্ভকারপুত্র আয়ুষ্মান ধনিয় তৃণ, কাষ্ঠ ও গোময়াদি সংগ্রহ করে নিজেই মৃত্তিকা মর্দন করে সর্বমৃত্তিকাময় কুটির নির্মাণ করলেন। এবং সেই কুটিরটি পুড়ালেন[1]। নির্মিত কুটিরটি দেখতে অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রাসাদিকা এবং লোহিত বর্ণের হলো; দেখতে 'ইন্দ্রগোপক[2] সদৃশ'। বায়ু প্রবাহিত হলে, সেই কুটির হতে সর্বদা 'কিঙ্কণিক[3]' শব্দের ন্যায় শব্দ ঘোষিত হত।

৮৫. অনন্তর ভগবান কিছুসংখ্যক ভিক্ষুদের সহিত গৃধ্রকূট পর্বত হতে অবতরণের সময় অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রসাদিকা এবং লোহিত বর্ণের সেই কুটির দেখলেন। দেখে ভগবান ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রাসাদিকা এবং লোহিত বর্ণের; দেখতে যেন ইন্দ্রগোপকের ন্যায়, ইহা কী?" তখন সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়ে প্রকাশ করলেন, ভগবান ইহা অত্যন্ত বিগর্হিত বলে প্রকাশ করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, ইহা সেই মোঘপুরুষের (মূর্খের) পক্ষে অননুরূপ, অনুপযোগী, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকরণীয় কার্য হয়েছে। ভিক্ষুগণ, কেন সেই মোঘপুরুষ সর্বমৃত্তিকাময় কুটির নির্মাণ করেছে? ইহা সেই মোঘপুরুষের পক্ষে প্রাণীদের প্রতি দয়া, অনুকম্পা ও অহিংসা প্রদর্শন করা

---

[1]. মূলে আছে—'তিণঞ্চ কট্ঠঞ্চ গোমযঞ্চ সংকড্ঢিত্বা তং কুটিকং পচীতি' অর্থাৎ সেই কুটিরটি সর্বমৃত্তিকাময় করার পর কর্ণিকা দ্বারা ঘষে শুকালেন। তারপর তৈল ও লালবর্ণের কাদামাটি দ্বারা প্রলেপ দিয়ে কুটিরের ভেতরে-বাইরে তৃণাদি দিয়ে ভর্তি করলেন; যাতে করে কুটিরের উভয়দিকে উত্তমরূপে দগ্ধ হয়, সেরূপে পুড়ালেন।

[2]. এক জাতীয় রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা, সেগুলো বৃষ্টিপাতের পর ভূমিগর্ভ হতে বাহির হয়ে আসে।

[3]. কিঙ্কণিক জালের শব্দ অর্থাৎ বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একত্রিত নানা রত্নের দ্বারা সৃষ্টি যে শব্দ। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

মোটেও হয় নাই। যাও, ভিক্ষুগণ, কুটিরটি ভেঙে দাও। যাতে পরবর্তীকালে যারা বুদ্ধশাসনে আসবে, তারা যেন তার অনুকরণ করে প্রাণীদের দুঃখোৎপাদন করতে না পারে। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা সর্বমৃত্তিকাময় কুটির নির্মাণ করতে পারবে না। যে করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।" "হ্যাঁ ভন্তে" বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করে, যেখানে সেই কুটির সেখানে গেলেন। গিয়ে সেই কুটিরটি ভাঙতে লাগলেন। তখন কুম্ভকারপুত্র আয়ুষ্মান ধনিয় সেই ভিক্ষুদেরকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "আবুসোগণ, কী কারণে আপনারা আমার কুটিরটি ভাঙছেন?" "আবুসো, ভগবানই নির্দেশ করেছেন।" "যদি ধর্মস্বামী (বুদ্ধ) ভাঙতে অনুজ্ঞা দেন, তাহলে আবুসোগণ, ভাঙতে পারেন।"

৮৬. অতঃপর কুম্ভকারপুত্র আয়ুষ্মান ধনিয়ের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো : "আমি গ্রামে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলে তৃণ ও কাষ্ঠ সংগ্রহকারীদের দ্বারা আমার কুটিরটি ভেঙে তৃণ ও কাঠ আহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন আবার আমার দ্বারা সর্বমৃত্তিকাময় যে কুটির কৃত হয়েছে সেটিও ভগবানের নির্দেশে ভেঙে দেয়া হচ্ছে। দারুগৃহে (কাঠের কারখানায়) আমার পরম মিত্র গণক (হিসাবরক্ষক) আছেন। নিশ্চয় আমি, দারুগৃহে গিয়ে আমার মিত্র গণক হতে কাঠ যাচঞা করে কাঠের কুটির তৈরি করতে পারব।"

অতঃপর কুম্ভকারপুত্র আয়ুষ্মান ধনিয় যেখানে দারুগৃহ সেখানে উপস্থিত হয়ে গণককে এরূপ বললেন, "বন্ধু, আমি গ্রামে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলে তৃণ কুটিরটি ভেঙে তৃণ ও কাঠ আহরণ করে নিয়ে যাওয়াতে আমি সর্বমৃত্তিকাময় যেই কুটির তৈরি করেছিলাম, সেটিও ভগবানের আদেশে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বন্ধু, আমার কাঠের কুটির তৈরি করার ইচ্ছা হয়েছে; আমাকে কাঠ দাও।" "ভন্তে, দারুগৃহে আর্যকে দেয়ার মতো তেমন কোনো কাঠ নাই। 'তবে ভন্তে, রাজা বিপদাপন্ন অবস্থায় ব্যবহার করার জন্যে ও নগর সংস্করণার্থে কিছু কাঠ আছে। যদি মহারাজ অনুমতি প্রদান করেন, তাহলে ভন্তে, আপনি কাঠ নিয়ে যেতে পারবেন।" "বন্ধু, রাজা তো আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।"

তখন দারুগৃহের গণকের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো : "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ধর্মচারী, শমচারী (শান্তিপ্রিয়), ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান এবং কল্যাণধর্ম আচরণকারী। রাজাও এঁদের প্রতি অতিপ্রসন্ন। যা দেওয়া হয় নাই, তা দেয়া হয়েছে বলা এঁদের পক্ষে অসম্ভব।" তখন দারুগৃহের গণক কুম্ভকারপুত্র আয়ুষ্মান ধনিয়কে এরূপ বললেন, "ভন্তে, কাঠ

নিয়ে যান।” এরূপ অনুমতি পেয়ে কুম্ভকারপুত্র আয়ুষ্মান ধনিয় সেই কাঠসমূহ খণ্ড খণ্ড করে ছেদন করায়ে শকটে বোঝাই করে নিয়ে গিয়ে কাঠের কুটির নির্মাণ করলেন।

৮৭. অনন্তর মগধের মহামাত্য বর্ষাকার ব্রাহ্মণ রাজগৃহে কর্ম তদারকের নিমিত্তে যেখানে দারুগৃহের গণক, সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে গণককে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, “ভণে, রাজার বিপদাপন্ন অবস্থায় ব্যবহারের নিমিত্তে এবং নগর প্রতিসংস্করণার্থে যেই কাঠগুলো ছিল, সেই কাঠগুলো কোথায়?” “প্রভু, সেই কাঠগুলো আমি আর্য কুম্ভকারপুত্র ধনিয়কে দিয়েছি।” তখন মগধ মহামাত্য বর্ষাকার ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, “কেন তুমি রাজা বিপদাপন্ন অবস্থায় ব্যবহারের জন্যে এবং নগর প্রতিসংস্করণার্থে রাখা কাঠগুলো কুম্ভকারপুত্র ধনিয়কে দিলে?” তখন বর্ষাকার ব্রাহ্মণ যেখানে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার[1] সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজা বিম্বিসারকে ইহা বললেন, “সত্যই কি দেব কর্তৃক বিপদাপন্ন অবস্থায় ব্যবহারের জন্যে এবং নগর প্রতিসংস্কারণার্থে রক্ষিত কাঠগুলো কুম্ভকারপুত্র ধনিয়কে দেয়া হয়েছে?” তখন রাজা বিম্বিসার বললেন, “কে এরূপ বলল?” “দেব, দারুগৃহের গণক।” “ব্রাহ্মণ, তাহলে দারুগৃহের গণককে এখনই বন্ধন করে নিয়ে আসতে বলুন।” কুম্ভকারপুত্র আয়ুষ্মান ধনিয় গণককে বন্ধন করে নিয়ে যেতে দেখে গণককে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, “বন্ধু, কী হেতু তোমাকে বন্ধন করে নিয়ে যাচ্ছে?” “ভন্তে, সেই কাঠগুলোর কারণে।” “বন্ধু, তুমি যাও, আমিও আসছি।” “ভন্তে, আপনি আমার শাস্তি হবার পূর্বে নিশ্চয় আসবেন। না হয় ভন্তে, আমি বিনাশ হব।”

৮৮. অতঃপর কুম্ভকারপুত্র আয়ুষ্মান ধনিয় যেখানে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিবাস; সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। তখন রাজা বিম্বিসার যেখানে কুম্ভকারপুত্র আয়ুষ্মান ধনিয় সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান ধনিয়কে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট রাজা বিম্বিসার আয়ুষ্মান ধনিয়কে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, “ভন্তে, সত্যি কি আমার অনুমতিক্রমে বিপদাপন্ন অবস্থায় ব্যবহারের জন্যে এবং নগর প্রতিসংস্করণের নিমিত্তে রক্ষিত কাঠগুলো আর্যকে দেয়া হয়েছে?” “হ্যাঁ মহারাজ।” “ভন্তে, আমরা রাজাগণ বহুকৃত্য ও বহুকরণীয় কার্যে

---

[1]. ‘মগধরাজ’ বলতে মগধবাসীদের ঈশ্বর। ‘শ্রেণিক’ হলো সৈন্য দ্বারা পরিপূর্ণ। আর ‘বিম্বিসার’ হলো তাঁর নাম।

নিয়োজিত থাকি বলে, আমাদের অনেক কিছুই স্মরণ থাকে না; দয়া করে ভন্তে আপনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিন।" মহারাজ, আপনি স্মরণ করুন। প্রথম অভিষিক্ত হওয়ার সময় আপনি এরূপ কথা বলেছিলেন : "শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের জন্য তৃণ, কাঠ ও উদক প্রদত্ত হলো, তাঁরা এইসব ব্যবহার করুক" "হ্যাঁ ভন্তে, আমি তা স্মরণ করছি। ভন্তে, কোনো কোনো শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁরা পাপে লজ্জাশীল, পাপে ভয়শীল ও শিক্ষাকামী। অল্পমাত্র পাপেও তাঁদের ভয় উৎপন্ন হয়। সেই অরণ্যে মুক্তস্থানে যাঁরা অবস্থান করেন, তাঁদের জন্যেই আমি এই কথা বলেছিলাম। ভন্তে, আপনি সেই লেশ ধরে প্রতারণার দ্বারা অপ্রদত্ত কাঠগুলো হরণ করতে ইচ্ছা পোষণ করছেন; কিন্তু তজ্জন্য মাদৃশ রাজা কীরূপে এই বিজিত রাজ্যে বসবাসরত শ্রামণ কিংবা ব্রাহ্মণকে হনন, বন্ধন অথবা নির্বাসন করবে? ভন্তে, আপনাকে কিছু করার মতো আমার শক্তি নাই। কারণ আপনি অর্হৎগণের পবিত্র ধ্বজা ধারণকারী; তাই আপনি যেতে পারেন।" জনসাধারণ এ বিষয় জানতে পেরে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে এ বলে বদনাম প্রচার করতে লাগলেন, "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ দুঃশীল ও মিথ্যাবাদী। এঁদেরকে ধর্মচারী, সমচারী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান এবং কল্যাণধর্মপরায়ণ বলে জানতাম। কিন্তু এখন দেখছি, এঁদের শ্রমণত্ব নষ্ট হয়েছে; এঁদের ব্রহ্মচর্য ধ্বংস হয়েছে। কোথায় তাদের শ্রমণত্ব; কোথায় তাদের ব্রহ্মচর্য, এঁদের শ্রমণত্ব অন্তর্হিত হয়েছে; এঁদের ব্রহ্মচর্য বিনাশ হয়েছে। রাজাও কেন এই প্রবঞ্চনাকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করছেন না?"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই জনগণের নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁরা অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু এবং শিক্ষাকামী তাঁরাও নিন্দা, আন্দোলন এবং এই বলে প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগলেন যে—"কেন কুম্ভকারপুত্র আয়ুষ্মান ধনিয় রাজার অপ্রদত্ত কাঠগুলো আত্মসাৎ করলো?" অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান ধনিয়কে অনেক প্রকারে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে ভগবানের সমীপে এই বিষয়ে প্রকাশ করলেন। তখন ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে আয়ুষ্মান ধনিয়কে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যই কি ধনিয়, তুমি নাকি রাজার অপ্রদত্ত কাঠগুলো আত্মসাৎ করেছ?"

"হ্যাঁ ভন্তে, ইহা সত্য।"

তখন ভগবান বুদ্ধ এ বলে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করলেন, "হে মোঘপুরুষ (মূর্খ), ইহা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অনুপযুক্ত, অবিধেয়, অশোভনীয়,

অগ্রহণযোগ্য, অশ্রমণোচিত এবং অকরণীয় কার্য হয়েছে। মোঘপুরুষ, তোমার এই হীনকার্যে শ্রদ্ধাহীনের মধ্যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন কিংবা শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে পারে না। বরঞ্চ ইহা অশ্রদ্ধাবানের মধ্যে অত্যধিক অশ্রদ্ধা উৎপন্ন এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মধ্যে অন্যথাভাব আনয়ন করবে।"

সে সময়ে অন্যতর বয়োবৃদ্ধ বিচারক মহামাত্য প্রব্রজিত হয়ে ভিক্ষুদের মধ্যে ভগবানের অনতিদূরে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, কী পরিমাণ চুরি করলে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার চোরকে শাস্তিস্বরূপ হনন, বন্ধন কিংবা নির্বাসন দেন?" "ভগবান, পঞ্চমাসক (পাদ) কিংবা তার সমমূল্য অথবা তার চেয়ে কিছু অধিক মূল্য চুরি করলে রাজা বিম্বিসার ঐরূপ শাস্তি দিয়ে থাকেন। সে সময়ে রাজগৃহে পাদ-এর সমমূল্য ছিল পঞ্চমাসক[1]। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান ধনিয়কে বহু প্রকারে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে চঞ্চলতা, দুর্বিনীত, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, জনসঙ্গপ্রিয়তা, অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। এবং তিনি বিবিধ প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিপরায়ণতা, সংযমতা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, অক্ষুন্নমনতা, সেবাপ্রিয়তা এবং বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অনন্তর ভিক্ষুগণ যাতে তদনুরূপ, তদনুযায়ী আচরণ করেন, সেরূপ ধর্মোপদেশ প্রদান করার পর ভগবান ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্যে দশবিধ অর্থবশে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব, যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের সুখ উৎপাদনের জন্যে, ৩. অদমিত ও দুঃশীল ভিক্ষুদেরকে দমনের জন্যে, ৪. সুশীল ভিক্ষুদের সুখে-শান্তিতে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে ক্ষয়ের জন্যে, ৬. অনাগতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে ধ্বংসের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং ৮. প্রসন্নদের (শ্রদ্ধাবানদের) প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের চিরস্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে সম্পূর্ণরূপে অনুগ্রহের জন্যে যা একান্তই কল্যাণজনক। এ হেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ (নির্দেশ) করছি।

৮৯. যদি কোনো ভিক্ষু পরের অধিকারভুক্ত বস্তু চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করে, তাহলে রাজাগণ আইনানুযায়ী অপরাধে চোরকে ধরে হত্যা, কারাগারে বন্ধন

---

[1]. প্রাচীনকালে রাজগৃহে বিশমাসক সমান এক 'কহাপন' ছিল, অর্থাৎ যার মূল্য প্রায় অর্ধক্রাউন। ঊর্ধ্বমূল্য হিসেবে এক 'কহাপণ'-কে প্রায় এক ফ্লোরিনরূপে ধরা হয়। আর সাধারণ মূল্য হিসেবে এক 'কহাপণ' এক ফাদিং-এর সমমূল্য।

কিংবা নির্বাসন দেন অথবা চোর, ডাকাত, মূর্খ বা পাপী বলে নিন্দা করেন, সে পরিমাণ অপ্রদত্ত, পরদ্রব্যাদি চুরি করলে ভিক্ষুর পারাজিকা অপরাধ হবে এবং সে ভিক্ষুদের সহিত বসবাসের অযোগ্য হবে।

"এরূপে ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদটি প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল।"

৯০. সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বস্ত্রাবরণ ধৌত করতে গিয়ে ধোপার বস্ত্রভাণ্ড চুরি করে আরামে নিয়ে গিয়ে ভাগ করল। ভিক্ষুগণ তাদেরকে এরূপ বললেন :

"আবুসো, আপনারা মহাপুণ্যবান। আপনাদের বহু চীবর উৎপন্ন হয়েছে।" "আবুসো, কোথায় আমাদের পুণ্য, আমরা বস্ত্রাবরণ ধৌত করতে গিয়ে ধোপার বস্ত্রভাণ্ড চুরি করে এনেছি।" "আবুসোগণ, ভগবান কর্তৃক এই বিষয়ে কি শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয় নাই? কেন আপনারা ধোপার বস্ত্রভাণ্ড চুরি করলেন?" "সত্যই আবুসো, ভগবান কর্তৃক এ বিষয়ে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে বটে। কিন্তু সেই শিক্ষাপদে তো কোনো গ্রাম কিংবা অরণ্যের কথা উল্লেখ নেই।" "হ্যাঁ আবুসোগণ, তবে সেই শিক্ষাপদে সেরূপ উল্লেখ নেই। তবুও আবুসোগণ, এ কার্য আপনাদের পক্ষে অত্যন্ত অনুপযুক্ত, অবিধেয়, অশোভনীয়, অগ্রহণযোগ্য, অশ্রমণোচিত এবং অকরণীয় হয়েছে। কেন আপনারা ধোপার বস্ত্রভাণ্ড চুরি করলেন? আপনাদের এ আচরণ প্রসন্নহীনের মধ্যে প্রসন্নতা উৎপন্ন কিংবা শ্রদ্ধাবানের মধ্যে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে পারে না। বরঞ্চ ইহা অশ্রদ্ধাবানদের মধ্যে অত্যধিক অশ্রদ্ধা উৎপন্ন এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধা বানের মধ্যে অন্যথাভাব আনয়ন করবে।"

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে বহু প্রকারে নিন্দা করে এ বিষয়ে ভগবানের সমীপে নিবেদন করলেন। তখন ভগবান এই নিদানে, এই কারণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যই কি ভিক্ষুগণ, তোমরা নাকি বস্ত্রাবরণ ধৌত করতে গিয়ে ধোপার বস্ত্রভাণ্ড চুরি করে এনেছ?"

"হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য।"

তখন ভগবান বুদ্ধ এ বলে তাদেরকে নিন্দা, ভর্ৎসনা করে বললেন যে—"মোঘপুরুষগণ, তোমাদের এ কার্য অত্যন্ত অনুপযুক্ত, অনুচিত, অশোভনীয়, অগ্রহণযোগ্য, অশ্রমণোচিত এবং অকরণীয় হয়েছে। কেন তোমরা ধোপার বস্ত্রভাণ্ড চুরি করলে? তোমাদের এ আচরণ প্রসন্নহীনের মধ্যে প্রসন্নতা উৎপন্ন কিংবা শ্রদ্ধাবানের মধ্যে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে পারে না। বরঞ্চ ইহা

অশ্রদ্ধাবানদের মধ্যে অত্যধিক অশ্রদ্ধা উৎপন্ন এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানের মধ্যে অন্যথাভাব আনয়ন করবে।”

অতঃপর ভগবান ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে অনেক প্রকারে নিন্দা করে বহু প্রকারে অস্থিরতা, অবিনীতা, মহাভোগেচ্ছুতা, অসন্তুষ্টিতা, জনসঙ্গপ্রিয়তা, এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। এবং তিনি অনেক প্রকারে স্থিরতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সংযমতা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, প্রসন্নতা, ধ্যানপরায়ণতা এবং উদ্যমশীলতার সুফল বর্ণনা করলেন। তৎপর ভিক্ষুগণ যাতে তদুপযোগী ও তদনুযায়ী আচরণ করেন, সেভাবে ধর্মোপদেশ দেয়ার পর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্যে দশবিধ অর্থবশে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব। যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের সুখ উৎপাদনের জন্যে, ৩. অদমিত ও দুঃশীল ভিক্ষুদেরকে দমনের জন্যে, ৪. সুশীল ভিক্ষুরা সুখে-শান্তিতে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন আসবসমূহকে ক্ষয়ের জন্যে, ৬. অনাগতে অনুৎপন্ন আসবসমূহের উৎপত্তিকে ধ্বংসের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনের জন্যে এবং ৮. প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের চিরস্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে সম্পূর্ণরূপে অনুগ্রহের জন্যে; যা একান্তই মঙ্গলদায়ক। তজ্জন্য হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৯১. “যো পন ভিকখু গামা ৰা অরঞ্ঞা ৰা অদিন্নং থেয্যসঙ্খাতং আদিযেয্য, যথারূপে অদিন্নাদানে রাজানো চোরং গহেত্বা হনেয্যুং ৰা বন্ধেয্যুং ৰা পব্বাজেয্যুং ৰা—‘চোরোসি বালোসি মূল্‌হোসি থেনোসী’তি, তথারূপং ভিকখু অদিন্নং আদিযমানো অযম্পি পারাজিকো হোতি অসংৰাসো”তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো ভিক্ষু গ্রাম অথবা অরণ্য হতে অপরের অধিকারভুক্ত দ্রব্য চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করে এবং যে পরিমাণ দ্রব্য চুরি করলে রাজারা আইনানুযায়ী অপরাধে চোরকে ধরে হনন, কারাগারে বন্ধন কিংবা নির্বাসন করে অথবা চোর, ডাকাত, পাপী, মূর্খ বলে নিন্দা করে, সে পরিমাণে অপ্রদত্ত পরদ্রব্যাদি চুরি করলে ভিক্ষুজীবন হতে চ্যুত হবে এবং উক্ত ভিক্ষু ভিক্ষুদের সহিত একত্রে বসবাসের অযোগ্য হবে।”

৯২. **‘যো পনাতি’** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খূতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

‘গামো’ বলতে যে গ্রামে একটি কুটির, দুইটি কুটির, তিনটি কুটির এবং

চারটি কুটির আছে। যে গ্রামে মনুষ্যের বসবাস আছে, অমনুষ্যের বসবাস আছে। যে গ্রাম চতুর্দিক পরিবেষ্টিত কিংবা অপরিবেষ্টিত। যে গ্রামে গরু আদি পশু চরার মতো নির্ভরযোগ্য স্থান রয়েছে। যে গ্রামে চতুর্দিকে অতিরিক্ত পায়ে হেঁটে কিংবা শকটাদি যানবাহন দ্বারা যাওয়া–আসা করার মতো রাস্তাদি রয়েছে এবং কমপক্ষে চারি মাস বসবাস করা হয়েছে তেমন গ্রামকে বুঝায়।

'গামূপাচারো' বলতে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত গ্রামের সুদৃঢ় খুঁটির সীমায় স্থিত মধ্যম পুরুষের পাথরপিণ্ড নিক্ষিপ্ত স্থান। এবং প্রাচীরে অপরিবেষ্টিত গ্রামের ঘরসীমায় স্থিত মধ্যম পুরুষের প্রস্তরপিণ্ড নিক্ষিপ্ত স্থান বুঝায়।

'অরঞ্ঞ্ঞং' বলতে গ্রাম এবং গ্রামসীমা ব্যতীত অবশিষ্টাংশ অরণ্য বুঝায়।

'অদিন্নং' বলতে অপ্রদত্ত, অসমর্পিত, অদানকৃত, রক্ষিত, লুক্কায়িত, পরদ্রব্য এবং পর-পরিগৃহীত দ্রব্যাদি গ্রহণে অদত্ত বুঝায়।

'থেয্যসঙ্খাতন্তি' অর্থ চৌর্যচিত্ত ও হরণচিত্ত বুঝায়।

'আদিযেয্যাতি' বলতে পরদ্রব্য আত্মসাৎ, হরণ, অপহরণ, পরদ্রব্য গ্রহণ ইচ্ছায় পদ অতিক্রম ও স্থানচ্যুতি এবং সংকেত বা আদেশ প্রতীক্ষা বুঝায়।

'যথারূপং' অর্থ পঞ্চ মাসক (পাদ) অথবা এবং সমমূল্য কিংবা তার চেয়ে কিছু অধিক মূল্যকে বুঝায়।

'রাজানো' বলতে চক্রবর্তী রাজা, প্রাদেশিক রাজা বা উপরাজা, দ্বীপপ্রদেশের ন্যায় ছোট রাজ্যের রাজা। দুই রাজ্যের মধ্যে বিচারক ও মহামাত্যগণ, যারা অপরাধানুযায়ী শাস্তিস্বরূপ ছিন্নভিন্ন করে অনুশাসনাদি করে থাকে, তাদেরকে বুঝায়।

'চোরো' বলতে পঞ্চমাসা (মুদ্রা) কিংবা তার ঊর্ধ্বে বা সমমূল্যের কোনো দ্রব্য কোনো পুরুষ দ্বারা চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করাকে চোর বলে।

'হনেয্যুং বাতি' অর্থাৎ হস্ত-পদ, চাবুক, বেত অথবা দণ্ডের অর্ধাংশ দ্বারা ছিন্ন বা হত্যা বুঝায়।

'বন্ধেয্যুং বাতি' বলতে দড়ি-বন্ধন, শিকল-বন্ধন, হাতে-পায়ে বন্ধন, ঘর-বন্ধন, নগর-বন্ধন অথবা নিগম (জনপদ) বন্ধন এবং পুরুষ প্রহরী দ্বারা বন্ধন করাকে বুঝায়।

'পব্বাজেয্যুং বাতি' অর্থাৎ গ্রাম, নিগম, নগর, জনপদ অথবা জনপদ প্রদেশ হতে নির্বাসন করাকে বুঝায়।

'চোরোসি, বালোসি, মূল্হোসি, থেনোসীতি' বলতে চোর, ডাকাত, মূর্খ

ও পাপী একই পরিভাষা বুঝায়।

'তথারূপ' অর্থ পঞ্চমাসক (পাদ) কিংবা তার সমমূল্য অথবা তার চেয়ে কিছু অধিক মূল্যকে বুঝায়।

'আদিযমানোতি' বলতে পরদ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছা, হরণের ইচ্ছা, অপহরণের ইচ্ছা, মার্গ বা রাস্তা অতিক্রমের ইচ্ছা, স্থানচ্যুতির ইচ্ছা এবং আদেশ প্রতীক্ষার ইচ্ছা বুঝায়।

'অযম্পীতি' অর্থে পূর্বোক্ত বর্ণিত বিষয়সমূহকে বুঝায়।

'পারাজিকো হোতীতি' বলতে বিবর্ণ বা শুষ্কভাবপ্রাপ্ত জীর্ণপত্র পুনঃ যেমন সবুজভাবপ্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব; তেমনভাবে যদি কোনো ভিক্ষু পঞ্চমাসক অথবা তার সমমূল্য কিংবা তার চেয়ে অধিক মূল্য বা উক্ত মূল্যের সমপরিমাণ দ্রব্য চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করলে সে অশ্রমণ হয়, অশাক্যপুত্রে পরিণত হয় এবং 'পারাজিকা' দোষে দোষী হয়ে ভিক্ষুজীবন হতে সম্পূর্ণরূপে চ্যুত হয়। সে ভিক্ষুসংঘের সহিত একত্রে বসবাসের অযোগ্য হয়।

'অসংবাসোতি' বলতে সংবাস অর্থ একই কর্মবাক্য, একই উদ্দেশ ও সমশিক্ষা প্রাপ্তি বুঝায়। 'পারাজিকা' দোষে দোষী হওয়ার পর ভিক্ষুদের যে সকল ধর্মবিনয়কর্ম আছে, সেগুলো তার সঙ্গে আর করতে পারে না বলে 'অসংবাসো' বলা হয়েছে।

৯৩. ১. ভূমিস্থিত, ২. স্থলস্থিত, ৩. বায়ুস্থিত, ৪. পৃথিবীস্থিত, ৫. জলস্থিত, ৬. নৌকাস্থিত, ৭. যানস্থিত, ৮. ভারস্থিত, ৯. আরাম বা বাগানস্থিত, ১০. বিহারস্থিত, ১১. ক্ষেত্রস্থিত, ১২. বাস্তু-ভিটাস্থিত, ১৩. গ্রামস্থিত, ১৪. অরণ্যস্থিত, ১৫. জল, ১৬. দন্তকাষ্ঠ, ১৭. বৃক্ষ, ১৮. হরণকৃত বস্তু, ১৯. বন্ধকী দ্রব্য, ২০. সীমান্তে শুল্ক ঘাত ২১. প্রাণী, ২২. অপদ বা পদহীন, ২৩. দ্বিপদ, ২৪. চতুষ্পদ, ২৫. বহুপদ, ২৬. গুপ্তচর, ২৭. দ্রব্যাদি রাখবার বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, ২৮. সংবিদাবহারো বা চুরি করার মানসে পরামর্শ। ২৯. সংকেত কর্ম এবং ৩০. নিমিত্ত কর্ম বা ইশারা।

৯৪. **'ভূম্মট্‌ঠং'** বা 'ভূমিস্থিত' অথবা ভূমিতে পড়ে থাকা দ্রব্য, লুক্কায়িত দ্রব্য এবং খনি হতে উত্তোলিত দ্রব্যাদি বুঝায়। 'ভূমিস্থিত দ্রব্য হরণ করব' এই ভেবে চৌর্যচিত্তে কোদাল বা ঝুড়ি সন্ধান করলে অথবা পাবার চেষ্টা করে সেই চেষ্টায় দ্বিতীয় পাদ অতিক্রম করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। তৎস্থানে উৎপন্ন কাঠ কিংবা লতাদি ছেদন করলে 'দুক্কট' আপত্তি। উক্ত স্থানে মাটি খনন করলে বা বাহির করলে অথবা সেই স্থান হতে উত্তোলন করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। কলসি বা যেকোনো পাত্রাদি স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি।

দ্রব্যাদি আত্মসাৎ ইচ্ছায় নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর স্থানান্তর করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। নিজে বণ্টনের দায়িত্ব নিয়ে পঞ্চমাসা (মুদ্রা) বা তার অতিরিক্ত বা ঊর্ধ্ব মুদ্রা অথবা সমপরিমাণ মূল্য চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। চুরি ইচ্ছায় নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। নিজে বণ্টনাবস্থায় আত্মসাৎ ইচ্ছায় মুষ্টিবদ্ধ করলে বা সরায়ে ফেললে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সূত্রাদি দ্বারা নির্মিত দ্রব্য; যথা : পট্টি, কণ্ঠসূত্র, কোমর বন্ধন বা পোশাক অথবা শাল ইত্যাদির মধ্যে যেকোনোটি চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। আত্মসাৎ ইচ্ছায় এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। বস্ত্রাদির অগ্রভাগ ধরে উপর দিকে উঠালে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। ঘর্ষণ করতে করতে বাহির বা নিক্ষেপ করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। এমনকি ভেতর হতে কেশাগ্র প্রমাণও পাত্রের মুখে বাহির করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

ঘৃত, তেল, মধু বা গুড় অথবা পঞ্চমাসা (মুদ্রা) বা তার ঊর্ধ্ব মূল্য এমনকি তার সমমূল্যের যেকোনো দ্রব্য যেকোনো উপায়ে পান করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। পূর্বোক্ত বর্ণিত দ্রব্যাদির ভাণ্ড তৎস্থানে ভাঙলে বা নিক্ষেপ করলে কিংবা আগুনে পুড়ে ফেললে অথবা পরিভোগ না করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৯৫. **'থলট্‌ঠং'** বা 'স্থলস্থিত' বলতে স্থলে রক্ষিত বস্তু বুঝায়। 'স্থলস্থিত বা রক্ষিত দ্রব্য হরণ করব' এই ভেবে দ্রব্যাদি আত্মসাৎ ইচ্ছায় চৌর্যচিত্তে অনুসন্ধান করলে বা সেই অনুসন্ধানে দ্বিতীয়বার গমন করলে 'দুক্কট' আপত্তি। এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হয়। স্থানচ্যুত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৯৬. **'আকাসট্‌ঠং'** বা বায়ুস্থিত বলতে বায়ুগত ভাণ্ডাদি বুঝায়। পোশাক বা শাল কিংবা হিরণ্য-সুবর্ণ্যাদি ময়ূর বা কবুতর বা তিত্তির অথবা বট্টক পক্ষী-আদি গ্রহণ করে শূন্যমার্গ দিয়ে বহন করার সময় নিম্নে পড়ে গেলে 'ঐরূপ ভাণ্ড বা দ্রব্য হরণ করব' এই ভেবে চৌর্যচিত্তে দ্রব্যাদি সন্ধান করলে বা দ্বিতীয়বার গমন করলে 'দুক্কট' আপত্তি। গমনে উপক্রম হলে 'দুক্কট' আপত্তি। চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। এ দিক-ওদিক নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। স্থানান্তরিত করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়।

৯৭. **'বেহাসট্‌ঠং'** বা পৃথিবীস্থিত বলতে পৃথিবীর উপরে স্থিত বস্তু বুঝায়। আসনে বা চেয়ারে বা চীবর শুকানোর বাঁশে বা চীবর শুকানোর দড়িতে অথবা দেয়ালের খিলে বা হস্তীদন্ত দ্বারা হুক নির্মিত কিংবা বৃক্ষে,

এমনকি পাত্রাধারাদি সংলগ্ন বস্ত্রাদিও পৃথিবীস্থিত বস্তুর অন্তর্গত। 'পৃথিবীস্থিত ভাণ্ড হরণ করব' এই ভেবে চৌর্যচিত্তে দ্রব্যাদি অন্বেষণে গমন করলে 'দুক্কট' আপত্তি। চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' অপরাধ। এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। স্থানচ্যুত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৯৮. **'উদকট্ঠং'** বা জলস্থিত, জলেতে স্থিত বস্তু বুঝায়। 'জলেস্থিত বস্তু অপহরণ করব' এই ভেবে চৌর্যচিত্তে বস্তু অনুসন্ধানে গেলে, 'দুক্কট' আপত্তি। জলে ডুব দিলে বা জল হতে উঠলে, 'দুক্কট' আপত্তি। স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। স্থানান্তরিত করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। তথায় উৎপন্ন উৎপল বা পদ্ম বা শ্বেতপদ্ম অথবা পদ্ম মূল কিংবা মাছ-কচ্ছপাদি এবং পঞ্চমাসা (মুদ্রা) বা তদ্‌তিরিক্ত মুদ্রা অথবা তার সমপরিমিত মূল্যের কোনো দ্রব্য চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। এদিক-ওদিক নাড়লে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। আর স্থানচ্যুত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৯৯. **'নাবা'** অর্থে যেই যানদ্বারা নদী পারাপার হয়। 'নবট্ঠং বা নৌকাস্থিত' বলতে নৌকায় রয়েছে এমন দ্রব্যাদি বুঝায়। 'নৌকায় রয়েছে এমন দ্রব্যাদি হরণ করব' এরূপ ভেবে দ্রব্যাদি অন্বেষণে গমন করলে 'দুক্কট' আপত্তি। চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। এদিক-ওদিক নাড়লে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। স্থানান্তরিত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি। 'যান বা নৌকা চুরি করব' ইহা ভেবে অনুসন্ধানে গেলে, 'দুক্কট' আপত্তি। চৌর্যচিত্তে নৌকা স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। নৌকার বন্ধন খুলে দিলে 'দুক্কট' আপত্তি। বন্ধন খুলার পর স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। এদিক-ওদিক আলোড়ন করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। ঊর্ধ্বে বা নিম্নে অথবা তির্যকদিকে, এমনকি কেশাগ্রমাত্রও স্থানচ্যুত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

১০০. **'যানং'** বলতে বাহন (পালকী), রথ, শকট এবং সন্দমানিক[1]কে বুঝায়।

'যানট্ঠং বা যানস্থিত' বলতে কোনো বাহন বা যানাদিতে রাখা ভাণ্ডাদি বুঝায়। 'যানে বা বাহনে রাখা বস্তু-আদি অপহরণ করব' এরূপ ভেবে বস্তু-আদি চৌর্যচিত্তে অন্বেষণে গেলে, 'দুক্কট' আপত্তি। চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। স্থানচ্যুত

---

[1]. সন্দমানিক—উভয়পার্শ্বে সুবর্ণ-রজতাদি দ্বারা খচিত গড়ুলপক্ষী সদৃশ এক প্রকার যান।

করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। 'যান চুরি করব' ইহা ভেবে চৌর্যচিত্তে যানাদি অনুসন্ধানে গমন করলে 'দুক্কট' আপত্তি। স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। আর স্থানান্তরিত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি নয়।

১০১. **'ভারো বা ভারস্থিত'** অর্থে শিরভার, স্কন্ধভার, কোমরভার এবং ঝুলানো ভারকে বুঝায়। শিরস্থিত ভার বা বোঝা চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। এদিক-ওদিক নাড়লে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। স্কন্ধ অবনত করালে, 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। স্কন্ধের ভার চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। কোমর হতে নিচে নামালে, 'পারাজিকা' আপত্তি। কোমর বোঝা চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। আর স্থানান্তরিত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি। হস্ত হতে ভার চৌর্যচিত্তে ভূমিতে রাখলে, 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। হস্তভার (বোঝা) চৌর্যচিত্তে ভূমি হতে গ্রহণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়।

১০২. **'আরামো বা বাগান'** অর্থে পুষ্পারাম, ফলারাম বুঝায়। 'আরামট্ঠ বা বাগানস্থিত' বলতে আরাম বা বাগানের চতুর্দিকে স্থিত ভাণ্ডকে বুঝায়। যেমন : ভূমিস্থিত, স্থলস্থিত, বায়ুস্থিত এবং পৃথিবীস্থিত। 'আরামস্থিত বস্তু-আদি অপহরণ করব' এই ভেবে সন্ধানে গমন করলে 'দুক্কট' আপত্তি। চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। স্থানান্তরিত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি। তৎস্থানে জাত শিকড়, বাকল, পত্র বা পুষ্প অথবা ফল কিংবা পঞ্চমাসা (টাকা-পয়সা) বা তদতিরিক্ত টাকা বা তার সমপরিমাণ দ্রব্যের মূল্য চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। স্থানচ্যুত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি। আরামকে ভিত্তি করে মামলা-মোকদ্দমা করলে 'দুক্কট' আপত্তি। আরাম মালিকের সন্দেহ উৎপন্ন করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। মালিক 'পাব না' মনে করে আশা ত্যাগ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। তদ্বিষয়ে মামলা-মোকদ্দমায় বিচারককে ঘুষ দিয়ে মালিককে পরাজয় করলে 'পারাজিকা' আপত্তি। আর মিথ্যাবাক্যের দ্বারা মালিকের উৎপীড়নের কারণ হলে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

১০৩. **'বিহারট্ঠং বা বিহারস্থিত'** বলতে বিহারের চতুর্পার্শ্বে স্থিত ভাণ্ডকে বুঝায়। যথা : ভূমিস্থিত, স্থলস্থিত, পৃথিবীস্থিত এবং বায়ুস্থিত। 'বিহারস্থিত ভাণ্ড হরণ করব' এই ভেবে দ্রব্যাদি অন্বেষণে গেলে, 'দুক্কট' আপত্তি। চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি।

ভাণ্ডাদি স্থানান্তরিত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। ভিক্ষু বিহারকে ভিত্তি করে মালিকের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমায় অভিযুক্ত করলে 'দুক্কট' আপত্তি। মালিকের সন্দেহ উৎপন্ন করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। মালিক 'পাব না' মনে করে আশা ত্যাগ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি। মামলা-মোকদ্দমায় মালিককে পরাজয় করলে 'পারাজিকা' আপত্তি। মিথ্যা কথায় মালিকের উৎপীড়নের কারণ হলে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি।

১০৪. **'খেত্তং বা ক্ষেত্র'** অর্থে যেই জমিতে কমপক্ষে সাত প্রকার শালি-আদি ধান্য অথবা মুগ, ডাল, শিম, ইক্ষু-আদি শস্য উৎপন্ন হয়েছে, তাকে বুঝায়। 'খেত্তট্ঠং' বা ক্ষেত্রস্থিত বলতে ক্ষেত্রের চতুর্দিকে স্থিত দ্রব্যাদি বুঝায়। যেমন : ভূমিস্থিত, স্থলস্থিত, পৃথিবীস্থিত এবং বায়ুস্থিত। 'ক্ষেত্রস্থিত ভাণ্ডাদি চুরি করব' এরূপ ভেবে চৌর্যচিত্তে দ্রব্যাদি সন্ধানে গেলে, 'দুক্কট' আপত্তি। স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। স্থানচ্যুত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি। তৎস্থানে উৎপন্ন শালি-আদি ধান্য বা মুগ, ডাল, শিম, ইক্ষু-আদি শস্য বা মুদ্রাদি কিংবা তৎমূল্যানুযায়ী বস্তু অথবা তদতিরিক্ত দ্রব্যাদি চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। এদিক-ওদিক নাড়লে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। স্থানান্তরিত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি। ক্ষেত্রকে ভিত্তি করে মালিককে মামলা-মোকদ্দমায় অভিযুক্ত করলে 'দুক্কট' আপত্তি। মালিকের সংশয় উৎপন্ন করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। মালিক 'পাব না' ভেবে আশা ত্যাগ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি। বিচারককে ঘুষ দিয়ে মালিককে মামলায় পরাজয় করলে 'পারাজিকা' আপত্তি। মিথ্যা বাক্যের দ্বারা মালিকের দুঃখের কারণ হলে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। খুঁটি, দড়ি বা ঘেরা অথবা সীমানা অতিক্রম করলে 'দুক্কট' আপত্তি। এরূপে দ্বিতীয় সীমানা অতিক্রম করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। অন্তিম সীমানা অতিক্রমে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

১০৫. **'বত্থু বা সম্পত্তি'** অর্থে যে জায়গা জুড়ে বাড়ি, ঘর, বাগান, ভূমি প্রভৃতি সম্পত্তি থাকে, সেরূপ আরাম-সম্পত্তি, বিহারসম্পত্তিকে বুঝায়। 'বত্থুট্ঠং বলতে বাস্তুভিটা সীমানার চতুর্পাশ্বে স্থিত বস্তু-আদি বুঝায়। যেমন : ভূমিস্থিত, স্থলস্থিত, পৃথিবীস্থিত এবং বায়ুস্থিত। 'বাস্তুভূমি স্থিত বস্তু-আদি হরণ করব' ইহা ভেবে চৌর্যচিত্তে দ্রব্যাদি অনুসন্ধানে গেলে, 'দুক্কট' আপত্তি। স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। স্থানান্তর করলে 'পারাজিকা' আপত্তি। বাস্তুভিটা (সম্পত্তি) নিয়ে মালিককে মামলায় অভিযুক্ত করলে 'দুক্কট' আপত্তি। মালিকের সন্দেহ উৎপন্ন করলে 'থুল্লচ্চয়'

আপত্তি। অধিকারী 'পাব না' ভেবে আশা ছেড়ে দিলে, 'পারাজিকা' আপত্তি। মামলা-মোকদ্দমায় বিচারককে উৎকোচ দিয়ে অধিকারীকে পরাজয় করলে 'পারাজিকা' আপত্তি। আর মিথ্যা কথার দ্বারা অধিকারী পীড়নের কারণ হলে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। খুঁটি, দড়ি বা ঘেরা কিংবা সীমানা অতিক্রম করলে 'দুক্কট' আপত্তি। এই ভেবে দ্বিতীয় সীমানা অতিক্রম করলে 'থুল্লচ্চয়', অন্তিম সীমানা অতিক্রমে, 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

১০৬. **'গামট্ঠং বা গ্রামস্থিত'** বলতে গ্রামসীমানার চতুর্দিকে স্থিত ভাণ্ডাদি বুঝায়। যথা : ভূমিস্থিত, স্থলস্থিত, পৃথিবীস্থিত এবং বায়ুস্থিত। 'গ্রামস্থিত ভাণ্ডাদি অপহরণ করব' এই ধারণায় চৌর্যচিত্তে দ্রব্যাদি অন্বেষণে গেলে, 'দুক্কট' আপত্তি। স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। স্থানচ্যুত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

১০৭. **'অরঞ্ঞং বা অরণ্য'** অর্থে সচরাচর যে-স্থানে মানুষের বসবাস নাই, সে-স্থানই অরণ্য। 'অরঞ্ঞট্ঠং বা অরণ্যস্থিত' বলতে অরণ্যের চতুর্পার্শ্বে স্থিত বস্তুসমূহকে বুঝায়। যথা : ভূমিস্থিত, স্থলস্থিত, পৃথিবীস্থিত এবং বায়ুস্থিত। 'অরণ্যস্থিত বস্তু-আদি অপহরণ করব' এই ধারণায় বস্তু-আদি অনুসন্ধান করতে গেলে, 'দুক্কট' আপত্তি। স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়'। আর স্থানান্তর করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। সেস্থানে উৎপন্ন কাঠ, লতা বা তৃণ কিংবা পঞ্চমাসা বা তদতিরিক্ত মূল্য অথবা তার সমপরিমাণ মূল্যের যেকোনো দ্রব্য চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। স্থানচ্যুতিতে 'পারাজিকা' আপত্তি।

১০৮. **'উদকং'** বলতে পাত্রধারে বা পুষ্করিণীতে অথবা জলাশয়ে স্থিত জল বুঝায়। তৎস্থিত যেকোনো জলাদি বস্তু চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। আলোড়ন করলে 'থুল্লচ্চয়'। আর স্থানান্তরিত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি। পঞ্চমাসা বা তদতিরিক্ত মূল্য কিংবা তার সমপরিমাণ মূল্যানুযায়ী জল নিজের পাত্রে রেখে চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট'। আলোড়ন করলে 'থুল্লচ্চয়'। আত্মসাৎ অর্থাৎ নিজের পাত্রগত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। নির্মিত জলের বাঁধ ভাঙলে 'দুক্কট'। জলের বাঁধ ভেঙে পঞ্চমাসা বা তদতিরিক্ত মূল্য অথবা তার সমপরিমাণ মূল্যের জল নিয়ে গেলে, 'পারাজিকা' আপত্তি। অতিরিক্ত মাসা বা পঞ্চমাসার চেয়ে কম মূল্যের জল নিয়ে গেলে, 'থুল্লচ্চয়'। পঞ্চমাসা বা তার চেয়ে কম মাসা মূল্যের জল নিয়ে গেলে, 'দুক্কট' আপত্তি।

১০৯. **'দন্তপোণং বা দন্তকাষ্ঠ'** বলতে দ্বিবিধ, যথা : ছিন্ন দন্তকাষ্ঠ বা দাঁত মাজার কাঠি এবং অছিন্ন দন্তকাষ্ঠ বা দাঁত খুঁটিবার কাঠি। পঞ্চমাসা বা তার অতিরিক্ত মুদ্রা বা তৎমূল্যানুযায়ী দন্তকাষ্ঠ চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। এ দিক-ওদিক নাড়লে, 'থুল্লচ্চয়'। স্থানান্তর করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

১১০. **'বনপ্পতি বা বৃক্ষ'** অর্থে সচরাচর জনসাধারণ যে-বৃক্ষকে আশ্রয়, নিশ্রয় ও পরিভোগ করে অবস্থান করে। সেরূপ বৃক্ষ চৌর্যচিত্তে ছেদন ইচ্ছা করলে প্রয়োগে প্রয়োগে 'দুক্কট' আপত্তি। ছেদনের উপক্রম হলে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। সেই উপক্রমে ছেদন করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

১১১. **'হরণকং বা হরণকৃত বস্তু'** বলতে অন্যের দ্বারা হরণকৃত বস্তু বুঝায়। সেরূপ বস্তু চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট'; নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়'। স্থানচ্যুত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। 'দ্রব্যের বাহকসহ নিয়ে যাব' এই চেতনায় চৌর্যচিত্তে প্রথম পাদ অতিক্রম করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। আর দ্বিতীয় পাদ অতিক্রমে, 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। 'মাটিতে পতিত দ্রব্য গ্রহণ করব' এরূপ চেতনায় চৌর্যচিত্তে লুকিয়ে রাখলে, 'দুক্কট'। পঞ্চমাসা বা তদূর্ধ্বে কিংবা তার সমমূল্যের পতিত যেকোনো দ্রব্য চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট'। এদিক-ওদিক নাড়লে, 'থুল্লচ্চয়'। আর স্থানান্তরিত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

১১২. **'উপনিধি বা বন্ধকি দ্রব্য'** বলতে রক্ষিত বা জমাকৃত দ্রব্যাদি বুঝায়। যদি কোনো ব্যক্তি জমাকৃত দ্রব্যাদি নিবার আশায় বলে যে, 'ভন্তে, আমার ভাণ্ডাদি দিন, তখন উক্ত ভিক্ষু 'আমি নিই নাই' বলে সজ্ঞানে মিথ্যা বলে, তাহলে 'দুক্কট' আপত্তি। দ্রব্যের স্বত্বাধিকারী 'পাব না' ভেবে উপলব্ধি করে দ্রব্যের আশা ত্যাগ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। স্বত্বাধিকারীকে বিচারে পরাজয় করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। মিথ্যাকথা বলে দুঃখের কারণ সৃষ্টি করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

১১৩. **'সুঙ্কঘাতং বা সীমান্তে শুল্কঘাত'** বলতে রাজ্যে স্থাপিত পর্বত খণ্ডের নদীতীর্থে অথবা গ্রামদ্বারে প্রবেশ করলে যেমন শুল্ক গ্রহণ করে, তেমন স্থানে ভিক্ষু প্রবেশ করে পঞ্চমাসা বা তার উর্ধ্বে রাজার অধিকৃত মূল্যের কোনো ভাণ্ডাদি চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়'। শুল্ক না দিবার ইচ্ছায় প্রথম পাদ অতিক্রম করলে 'থুল্লচ্চয়'। দ্বিতীয় পাদ অতিক্রম করলে 'পারাজিকা' আপত্তি। অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করার সময় কিংবা বহির্ভাগে নিষ্ক্রমণ হওয়ার সময় শুল্ক না দিয়ে একহস্ত প্রমাণ পাদ

অতিক্রম করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। ভুলবশত না দিলে, 'দুক্কট' আপত্তি।

১১৪. **'পাণো বা প্রাণী'** অর্থে মানুষ জাতীয় প্রাণীকে বুঝায়। গৃহদাসীর গর্ভজাত সন্তান ক্রয়কৃত বা পরদেশ হতে অপহরণ করে আনা বা যুদ্ধে ধৃত ব্যক্তি অথবা তৎসদৃশ ব্যক্তিকে 'নিয়ে যাব' এই চেতনায় অপহরণ চিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। হস্তে বা পদে ধরে নিয়ে যাবার উপক্রম করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। সেই উপক্রমে নিয়ে যাবার ইচ্ছুক হয়ে স্থিতস্থান হতে কেশাগ্র প্রমাণ অতিক্রম করলে 'পারাজিকা' আপত্তি। ভয়ভীতি দেখিয়ে বা প্রহার করে বলে যে, 'এই স্থান হতে যাও' সেরূপ বলার সাথে সাথে যদি প্রথম পাদ অতিক্রম করে, তাহলে 'থুল্লচ্চয়'। আর দ্বিতীয় পাদ অতিক্রমে, 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

'অপদং' অর্থে সর্প ও মৎস্যাদিকে বুঝায়। পঞ্চমাসা বা তৎঊর্ধ্বে বা তার সমপরিমাণ মূল্যের সর্প ও মৎস্য সদৃশ প্রাণী অপহরণ চিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট'। নিয়ে যাবার জন্য উপক্রম করলে 'থুল্লচ্চয়'। আর স্থানান্তরিত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

১১৫. **'দ্বিপদং'** বলতে মনুষ্যজাতি এবং পক্ষীজাতিকে বুঝায়। তাদৃশ প্রাণীকে 'অপহরণ করব' এই চেতনায় চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। হস্তে বা পদে ধরে নিয়ে যাবার জন্য উপক্রম করলে 'থুল্লচ্চয়'। সেই উপক্রমে স্থানচ্যুত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। ভয়ভীতি দেখিয়ে বা প্রহার করে বলে যে, 'এখান হতে যাও' সেরূপ বলার পর যদি প্রথম পাদ অতিক্রম করে, তাহলে 'থুল্লচ্চয়'। আর দ্বিতীয় পাদ অতিক্রমে, 'পারাজিকা' আপত্তি।

১১৬. **'চতুপ্পদং'** বলতে হস্তী, অশ্ব, উট, ষাড়, গাধা, পশু ইত্যাদি চতুষ্পদী প্রাণীকে বুঝায়। উক্তরূপ প্রাণীকে চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। নিয়ে যাবার জন্য উপক্রম করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। সেই উপক্রমে স্থিত স্থান হতে কেশাগ্রমাত্রও অতিক্রম করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। ভয়ভীতি দেখিয়ে বা প্রহারাদি করে বলে যে, 'এই স্থান হতে যাও' সেরূপ বলার পর যদি প্রথম পাদ অতিক্রম করে 'থুল্লচ্চয়'। দ্বিতীয় পাদ অতিক্রমে, 'থুল্লচ্চয়'। তৃতীয় পাদ অতিক্রম করলেও 'থুল্লচ্চয়'। আর চতুর্থ পাদ অতিক্রম করার সাথে সাথে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

১১৭. **'বহুপ্পদং'** বলতে বৃশ্চিক (বিছাপোকা), শত বা বহুপদী সরীসৃপ, ইতর জাতীয় প্রাণীকে বুঝায়। পঞ্চমাসা বা তদতিরিক্ত বা তার সমমূল্যের

চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট'। নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়'। স্থানচ্যুত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। ভয়ভীতি দেখিয়ে বা প্রহারাদি করে বলে যে—'এখান হতে চলে যাও' এরূপ বলার পর প্রথম পাদ অতিক্রমে, পদে পদে 'থুল্লচ্চয়'। অন্তিমপাদ অতিক্রমে, 'পারাজিকা' আপত্তি।

১১৮. **'ওরচকো বা গুপ্তচর'** বলতে দ্রব্যাদি অন্বেষণকারীকে বুঝায়। যদি কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে বলে যে, 'এই উপায়ে এই ভাণ্ড অপহরণ করে আন' তাহলে আদেশদানকারীর 'দুক্কট' আপত্তি। সেই আদেশানুযায়ী অপহরণকারী ভিক্ষু সেই ভাণ্ড হরণ করলে আদেশদানকারী ও অপহরণকারী উভয় ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

'ওণিরক্খো' অর্থ পণ্যদ্রব্যাদি রাখার বিশ্বাসযোগ্য রক্ষক বা ব্যক্তিকে বুঝায়। সংগৃহীত ভাণ্ড গোপন বা আত্মসাৎ ইচ্ছায় পঞ্চমাসা বা তার ঊর্ধ্বে বা তার সমমূল্যের দ্রব্যাদি চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়'। স্থানচ্যুত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি।

'সংবিদাবহারো বা চুরির মানসে পরামর্শ' বলতে কিছুসংখ্যক ভিক্ষু একত্রিত হয়ে 'অমুকের ভাণ্ড হরণ করব' এই বলে পরামর্শ করে যদি তাদের মধ্যে যেকোনো একজন ঐ ভাণ্ড হরণ করে, তাহলে পরামর্শকারী সকল ভিক্ষুর 'পারাজিকা' অপরাধ হয়।

১১৯. **'সংকেত কম্মং'** অর্থ সংকেত করাকে বুঝায়। যদি কোনো ভিক্ষু কোনো ব্যক্তিকে অন্য কারো নির্দিষ্ট ভাণ্ড পূর্বাহ্নে বা অপরাহ্নে বা রাত্রিতে অথবা দিনে এই চারি সময়ের মধ্যে যেকোনো সময়ে সংকেত করে দ্রব্যাদির সন্ধান বাতলায়ে দিয়ে বলে যে, 'ঐ ভাণ্ড অপহরণ কর', তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষু বলা মাত্রই 'দুক্কট' আপত্তি। আর যদি অপহরণকারী ব্যক্তি ঐ চারি সময়ের মধ্যে যেকোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেই দ্রব্যাদি চুরি করে; তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর সংকেতক্ষণেই 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। যদি সেই সংকেতক্ষণে অপহরণকারী ব্যক্তি আগে বা পরে সেই দ্রব্যাদি চুরি করে, তাহলে নির্দেশকারীর অনাপত্তি। কিন্তু অপহরণকারী ব্যক্তি যদি ভিক্ষু হয়, তাহলে চুরিক্ষণেই তার 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

১২০. **'নিমিত্তকম্মং'** বলতে নিমিত্ত বা ইশারা করাকে বুঝায়। যদি কোনো ভিক্ষু অন্য কোনো ভিক্ষুকে চক্ষু উত্তোলন করে বা ভ্রূকুঞ্চন দ্বারা ইঙ্গিত করে বা শির নেড়ে ইশারা করে বলে যে, 'ঐ দ্রব্যাদি হরণ কর, তাহলে বলামাত্রই 'দুক্কট' আপত্তি। আর যদি সেই ইঙ্গিত বা ইশারানুযায়ী সেই দ্রব্যাদি চুরি করে, তাহলে ইঙ্গিতকারী এবং হরণকারী উভয় ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি।

সেই ইশারাক্ষণে চুরি না করে যদি তার আগে বা পরে চুরি করে, তাহলে ইঙ্গিতকারী ভিক্ষুর অনাপত্তি। কিন্তু অপহরণকারী ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি।

১২১. ১. যদি ভিক্ষু ভিক্ষুকে এরূপ আদেশ করে বলে যে, 'এই উপায়ে অমুক ভাণ্ড চুরি কর'। তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি। অপহরণকারী ভিক্ষুও সেরূপ চুরি চেতনায় ঐ ভাণ্ড চুরি করলে উভয়ের 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

২. যদি ভিক্ষু ভিক্ষুকে এরূপ আদেশ প্রদান করে বলে যে, 'এভাবে এই দ্রব্য চুরি কর'। তাহলে আদেশদানকারীর 'দুক্কট'; যদি হরণকারী ভিক্ষু সেরূপ চেতনায় অন্যদ্রব্য অপহরণ করে, তাহলে আদেশদানকারীর অনাপত্তি। কিন্তু অপহরণকারী ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৩. যদি ভিক্ষু ভিক্ষুকে এরূপ আদেশ করে বলে যে, 'এই উপায়ে এই ভাণ্ড হরণ কর'; তাহলে তার 'দুক্কট' আপত্তি। যদি অপহরণকারী ভিক্ষু অন্য চেতনায় দ্রব্য চুরি করে, তাহলে উভয়ের 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৪. যদি ভিক্ষু ভিক্ষুকে এরূপ আদেশ করে বলে যে, 'এরূপে এইদ্রব্য চুরি কর', তাহলে তার 'দুক্কট' আপত্তি। আর যদি অপহরণকারী ভিক্ষু অন্য চেতনায় অন্য দ্রব্য চুরি করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর অনাপত্তি। কিন্তু অপহরণকারী ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৫. যদি ভিক্ষু ভিক্ষুকে এরূপ আদেশ করে বলে যে, 'অমুক নামীয় ভিক্ষু অমুক নামীয় ভিক্ষুকে এরূপ বলুক যে—এই দ্রব্য এরূপে অপহরণ করুক', ইহা বললে আদেশদানকারীর 'দুক্কট' আপত্তি। যদি সে এই বিষয়ে অন্যকে প্রকাশ করে, তাহলেও আদেশদানকারীর 'দুক্কট'। অপহরণকারী ভিক্ষুও উক্ত নির্দেশ গ্রহণ করলে আদেশদানকারীর 'থুল্লচ্চয়'। যদি অপহরণকারী সেই দ্রব্যাদি চুরি করে, তাহলে সকলের[1] 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৬. যদি ভিক্ষু ভিক্ষুকে ইহা বলে নির্দেশ করে যে—"অমুক নামীয় ভিক্ষু

---

[1]. এক গুরুর বুদ্ধরক্ষিত, ধর্মরক্ষিত ও সংঘরক্ষিত নামে তিনজন অন্তেবাসী শিষ্যসহ গুরু চারজনকে বুঝানো হয়েছে। গুরু কিছুমাত্র দ্রব্য কোনো একস্থানে আছে তা লক্ষ করে হরণ চেতনায় বুদ্ধরক্ষিতকে নির্দেশ দিল—'যাও বুদ্ধরক্ষিত! তুমি গিয়ে ধর্মরক্ষিতকে বল যে সংঘরক্ষিত যেন অমুক স্থান হতে অমুক দ্রব্য হরণ করে আনে।' সংঘরক্ষিতও গিয়ে উক্ত দ্রব্য উক্ত স্থান হতে অপহরণ করলে, অন্তেবাসী শিষ্যসহ গুরুর (চারজনের) 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। এস্থলে ইহাই জ্ঞাতব্য। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

অমুক নামীয় ভিক্ষুকে এরূপ বলুক যে, এই দ্রব্য এই উপায়ে চুরি করুক।” তবে নির্দেশকারী ভিক্ষুর ‘দুক্কট’। সে যদি অন্য ভিক্ষুকে আদেশ করে, তাহলেও নির্দের্শকারীর ‘দুক্কট’। অপহরণকারী উক্ত নির্দেশ গ্রহণ করলে নির্দেশকারীর ‘দুক্কট’। যদি অপহরণকারী ভিক্ষু সেই ভাণ্ড হরণ করে, তাহলে প্রথম নির্দেশকারী ভিক্ষুর অনাপত্তি। কিন্তু দ্বিতীয় আদেশদানকারী এবং অপহরণকারী উভয় ভিক্ষুর ‘পারাজিকা’ আপত্তি হয়।

৭. যদি ভিক্ষু ভিক্ষুকে এরূপ আদেশ করে বলে যে, ‘অমুক দ্রব্য চুরি কর’ তাহলে আদেশদানকারীর ‘দুক্কট’। অপহরণকারী ভিক্ষু চুরি করতে গিয়ে পুনঃ ফিরে এসে বলে যে, ‘আমি সেই দ্রব্য অপহরণ করতে সমর্থ নই।’ আদেশদানকারী পুনরায় বলে যে, “যখন তুমি সমর্থ হবে, তখন সেই দ্রব্য হরণ করবে।” এরূপ বললেও নিদের্শকারীর ‘দুক্কট’। আর যদি অপহরণকারী ভিক্ষু সেই দ্রব্য চুরি করে, তাহলে উভয়ের ‘পারাজিকা’ আপত্তি।

৮. যদি ভিক্ষু ভিক্ষুকে এরূপ আদেশ দেয় যে—‘এই দ্রব্য অপহরণ কর’ তাহলে আদেশদানকারীর ‘দুক্কট’। আদেশদানকারী নির্দেশ দেয়ার পর অনুশোচনাবশত হরণকারীকে ‘অপহরণ কর না’ এরূপ নিষেধ করার পরও হরণকারী তা না শুনে সেই দ্রব্য চুরি করলে উভয়ের ‘পারাজিকা’ আপত্তি হয়।

৯. যদি ভিক্ষু ভিক্ষুকে এরূপ আদেশ করে বলে যে, ‘এই দ্রব্য চুরি কর’ তাহলে নির্দেশকারীর ‘দুক্কট’। আদেশদানকারী নির্দেশ দেয়ার পর অনুশোচনাবশত হরণকারীকে বলে যে, ‘চুরি কর না’ এরূপ নিষেধ করার পরও আদিষ্ট ভিক্ষু তা না শুনে যদি বলে ‘আমি তা চুরি করব’। এরূপ বলার পর হরণকারী উক্ত দ্রব্য চুরি করলে আদেশদানকারীর অনাপত্তি। কিন্তু অপহরণকারী ভিক্ষুর ‘পারাজিকা’ আপত্তি হয়।

১০. যদি ভিক্ষু ভিক্ষুকে আদেশ দিয়ে এরূপ বলে যে, ‘অমুক দ্রব্য চুরি কর’ তাহলে নির্দেশকারীর ‘দুক্কট’ আপত্তি। নির্দেশকারী নির্দেশ দেয়ার পর অনুশোচনাবশত আদিষ্ট ভিক্ষুকে বলে যে, ‘হরণ কর না’; সে তা শুনে বলে যে, ‘ঠিক আছে ভন্তে, করব না’ তাহলে উভয় ভিক্ষুর অনাপত্তি।

১২২. পঞ্চবিধ কারণে অদত্ত বস্তু গ্রহণ-হেতু ‘পারাজিকা’ আপত্তি হয়। যথা : ১. পরপরিগৃহীত বা অপরের অর্থাৎ মনুষ্যজাতির সম্পত্তি হলে, ২. অপরের সম্পত্তি বলে ধারণা থাকলে. ৩. পঞ্চমাসা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের অতি ভারী দ্রব্য অর্থাৎ ‘পারাজিকার’ যোগ্য বস্তু হলে, ৪. গ্রহণের সময় চৌর্যচিত্ত

উপস্থিত থাকলে এবং ৫. স্পর্শে 'দুক্কট', নাড়লে 'থুল্লচ্চয়', স্থানান্তরে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

১২৩. পঞ্চবিধ কারণে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণহেতু 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। যথা : ১. অপরের দ্রব্য হলে, ২. অপরের দ্রব্য বলে ধারণা থাকলে, ৩. ছোট মুদ্রার চেয়ে কিছু বেশি বা তার চেয়ে কিছু কম মূল্যের লঘু দ্রব্য অর্থাৎ 'থুল্লচ্চয়' আপত্তির যোগ্য হলে, ৪. গ্রহণের সময় চৌর্যচিত্ত উৎপন্ন হলে, এবং ৫. স্পর্শে 'দুক্কট', নাড়াচাড়া করলে 'দুক্কট', স্থানচ্যুত হলে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি।

১২৪. পঞ্চবিধ কারণে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণহেতু 'দুক্কট' আপত্তি হয়। যথা : ১. অন্যের সম্পত্তি হলে, ২. অন্যের সম্পত্তি বলে ধারণা থাকলে, ৩. ছোট মুদ্রা বা তার চেয়ে কম মূল্যের লঘু দ্রব্য অর্থাৎ 'দুক্কট' আপত্তিযোগ্য দ্রব্য হলে, ৪. গ্রহণের সময় চৌর্যচিত্ত থাকলে এবং ৫. স্পর্শে 'দুক্কট'। নাড়লে 'দুক্কট'। স্থানান্তরিত করলে 'দুক্কট' আপত্তি।

১২৫. ষড়বিধ কারণে অদত্ত গ্রহণহেতু 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। যথা : ১. নিজের দ্রব্য নহে ধারণায় গ্রহণ করলে ২. বিশ্বাস না করে গ্রহণ করলে ৩. অনির্দিষ্ট কালের জন্য গ্রহণ করলে ৪. পঞ্চমাসা (পঞ্চ মুদ্রা) বা তদতিরিক্ত পঞ্চমুদ্রা মূল্যের অতি গুরুদ্রব্য অর্থাৎ 'পারাজিকা' আপত্তির যোগ্য বস্তু হলে, ৫. গ্রহণের সময় চৌর্যচিত্ত উপস্থিত থাকলে এবং স্পর্শে 'দুক্কট'। নাড়াচাড়ায় 'থুল্লচ্চয়'। স্থানচ্যুত করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

১২৬. ষড়বিধ কারণে অপ্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণহেতু 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। যথা : ১. নিজের দ্রব্য নহে ধারণায় গ্রহণ করলে ২. বিশ্বাস না করে গ্রহণ করলে ৩. অনির্দিষ্ট কালের জন্য গ্রহণ করলে ৪. ছোট মুদ্রার ঊর্ধ্বে বা তার চেয়ে কম মূল্যের লঘু দ্রব্য অর্থাৎ 'থুল্লচ্চয়' আপত্তির যোগ্য বস্তু হলে, ৫. গ্রহণের সময় চৌর্যচিত্ত উৎপন্ন হলে এবং ৬. স্পর্শে 'দুক্কট'। নাড়াচাড়ায় 'দুক্কট'। স্থানান্তর করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি।

১২৭. ষড়বিধ কারণে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণহেতু 'দুক্কট' আপত্তি হয়। যথা : ১. স্বীয় দ্রব্য নহে ধারণায় গ্রহণ করলে ২. বিশ্বাস না করে গ্রহণ করলে ৩. অনির্দিষ্ট কালের জন্য গ্রহণ করলে ৪. ছোট মুদ্রা বা তার চেয়ে কমমূল্যের লঘু দ্রব্য অর্থাৎ 'দুক্কট' আপত্তির যোগ্য দ্রব্য হলে, ৫. গ্রহণের সময় চৌর্যচিত্ত উদয় হলে এবং ৬. স্পর্শে 'দুক্কট', নাড়াচাড়ায় 'দুক্কট'। স্থানচ্যুতিতে 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১২৮. পঞ্চবিধ কারণে অপ্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণহেতু 'দুক্কট' আপত্তি হয়। যথা

: ১. পরপরিগৃহীত দ্রব্য না হলে, ২. অন্যের দ্রব্য বলে ধারণা থাকলে, ৩. ছোট পঞ্চমুদ্রা বা তার চেয়ে ঊর্ধ্বে পঞ্চ মুদ্রা মূল্যের গুরু দ্রব্য অর্থাৎ ‘দুক্কট’ আপত্তির যোগ্য দ্রব্য হলে, ৪. গ্রহণের সময় চৌর্যচিত্ত উপস্থিত থাকলে এবং ৫. স্পর্শে ‘দুক্কট’। নাড়াচাড়ায় ‘দুক্কট’ আপত্তি। স্থানচ্যুতিতে ‘দুক্কট’ আপত্তি।

১২৯. পঞ্চবিধ কারণে অপ্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণহেতু ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। যথা : ১. পরপরিগৃহীত বা অপরের দ্রব্য না হলে, ২. অপরের দ্রব্য বলে ধারণা থাকলে, ৩. ছোট মুদ্রার ঊর্ধ্বে বা তার চেয়ে কিছু কম পঞ্চমুদ্রা মূল্যের দ্রব্য অর্থাৎ ‘দুক্কট’ আপত্তির যোগ্য দ্রব্য হলে, ৪. গ্রহণের সময় চৌর্যচিত্ত থাকলে এবং ৫. স্পর্শে ‘দুক্কট’। নাড়াচাড়ায় ‘দুক্কট’। স্থানচ্যুতিতে ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

১৩০. পঞ্চবিধ কারণে অপ্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণহেতু ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। যথা : ১. পরপরিগৃহীত দ্রব্য না হলে, ২. অপরের দ্রব্য বলে ধারণা থাকলে, ৩. ছোট মুদ্রা বা তার চেয়ে কম মুদ্রা মূল্যের দ্রব্য অর্থাৎ ‘দুক্কট’ আপত্তির যোগ্য দ্রব্য হলে, ৪. গ্রহণের সময় চৌর্যচিত্ত থাকলে এবং ৫. স্পর্শে ‘দুক্কট’, নাড়াচাড়ায় ‘দুক্কট’। স্থানচ্যুতিতে ‘দুক্কট’ আপত্তি।

১৩১. **অনাপত্তি :** নিজের সম্পত্তি হলে, বিশ্বাস করে গ্রহণ করলে কিছু সময়ের জন্য নিয়ে রাখলে, প্রেত ও পশুপক্ষীর বস্তু হলে, পাংশুকূল চেতনায় গ্রহণ করলে উন্মাদ (মানসিক বিকৃতি ও দুঃখগ্রস্ত) হলে এবং আদিকর্মিক হলে।

[অদত্ত গ্রহণ প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত]

বিনীত বত্থু-উদান গাথা

পঞ্চবিধ দ্রব্যের ব্যাখ্যায় আর চতুর্বিধ আস্তরণে,
অন্ধকারে পঞ্চবিধ নিশ্চিতে, পঞ্চবিধ হরণে।
পাঁচ প্রকার নিরুক্তি বর্ণনায়, বায়ু সম্বন্ধে অপর দু-প্রকারে,
পরিশুদ্ধে, কুশতৃণের পাতা অতঃপর দশম স্নানাগারে।
পঞ্চবিধ খাদ্যাবশেষ ব্যাখ্যায়, পঞ্চবিধ অমূলকে,
দুর্ভিক্ষে মৃগমাংস, মিঠাই তারপর পিঠকে।
দ্রব্য বহনের থলি, গদি, বাঁশের খুঁটি, অভিনিষ্ক্রমণে,
বিশ্বাসযোগ্য আহার্য তারপর সজ্ঞানে অপর দুয়ে।

সপ্তমবার চুরি করে বলে তারা 'আমরা চুরি করি নাই,
সংঘ হতে সপ্তমবার করল হরণ, পুষ্পে অপর দুই।
তিন বক্তাবাদী, মণিত্রয় নিয়ে অতিক্রমণে,
শুকর, মৃগ, মৎস, আরও অগ্রসর হয় যানে।
দুই টুকরো মাংসে, লাঠি দুয়ে,
পাংশুকূল গ্রহণ আর জল দুয়ে,
আনুপূর্বিক বিধান প্রণয়ন হয় অসম্পূর্ণে ও অসমাধায়ে।
শ্রাবস্তীতে চারি মুষ্ঠি পূর্ণে, দুই খাদ্যাবশেষে, দুই তৃণে,
সপ্তমে বণ্টন হয় সংঘের জন্যে , সপ্তমে মালিকহীনে।
কাষ্ঠ, জল, মৃত্তিকা, দুয়ে তৃণে,
সংঘ হতে সপ্তমবার চুরি করল ইচ্ছাকৃতে।
গ্রহণ করল না স্বীয় দ্রব্য যে,
যথা সময়ে নিয়ে গেল যে মালিক, সে।
চম্পায়, রাজগৃহে, অজ্জুক আর বৈশালীতে,
বারাণসী, কৌশাম্বী, দল্‌হিক ভিক্ষু সাগলা রাজ্যে।

বিনীত বত্থু

১৩২. ১. সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ চীবরাদি বস্ত্র ধৌত করতে গিয়ে ধোপার বস্ত্রভাণ্ড চুরি করল। ইহাতে তাদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" তারা ভগবানকে এই বিষয়ে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।'

২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু চীবরাদি বস্ত্র ধৌত করতে গিয়ে অতি মূল্যবান বস্ত্র দেখে চৌর্যচিত্ত উৎপন্ন হলো। ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : 'ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'পারাজিকা' দোষে দোষী হয়েছি?' সে ভগবানকে ইহা প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, চৌর্যচিত্ত উৎপত্তিতে অনাপত্তি।"

৩. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু চীবরাদি বস্ত্র ধৌত করতে গিয়ে অতি মূল্যবান বস্ত্র দেখে চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করল। এতে তার মনে এরূপ সংশয় উৎপন্ন হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, চৌর্যচিত্তে স্পর্শে তোমার 'দুক্কট' আপত্তি হয়েছে;

'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৪. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু চীবরাদি বস্ত্র ধৌত করতে গিয়ে অতি মূল্যবান বস্ত্র দেখে চৌর্যচিত্তে এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করল। ইহাতে তার চিত্তে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'পারাজিকা' দোষে দোষী হয়েছি?" ইহা ভগবানকে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, চৌর্যচিত্তে এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৫. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু চীবরাদি বস্ত্র ধৌত করতে গিয়ে অতি মহার্ঘ বস্ত্র দেখে চৌর্যচিত্তে স্থানান্তরিত করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো যে—"আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" এই বিষয়ে ভগবানকে প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' দোষে দোষী হয়েছ।"

১৩৩. সে সময়ে অন্যতর পিণ্ডচারিক ভিক্ষু অতি মূল্যবান উত্তরীয় দেখে চৌর্যচিত্ত উৎপন্ন হলো... চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করল... চৌর্যচিত্তে নাড়াচাড়া করল... চৌর্যচিত্তে বস্ত্রাদি স্থানচ্যুত করল। এতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'পারাজিকা' দোষে দোষী হয়েছি?" এই বিষয়ে ভগবানকে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' দোষে দোষী হয়েছ।"

১৩৪. ১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু দিবাভাগে দ্রব্যভাণ্ড দেখে এরূপ মনস্থির করল যে, "এই দ্রব্যভাণ্ড রাত্রিতে চুরি করব।" সে ভিক্ষু এরূপ মনস্থির করে সেই দ্রব্যভাণ্ডটি চুরি করল... সেরূপ মনস্থির করে অন্য দ্রব্যভাণ্ডটি চুরি করল... অন্যভাবে মনস্থির করে সেই দ্রব্যভাণ্ডটি চুরি করল। এতে তার চিত্তে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' অপরাধে অপরাধী হয়েছি?" ইহা ভগবানকে প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' অপরাধে অপরাধী হয়েছ।"

২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু দিনে দ্রব্যভাণ্ড দেখে 'রাত্রিতে চুরি করব' এরূপ মনস্থির করে, উক্ত ভিক্ষু সেই ধারণায় নিজের ভাণ্ড চুরি করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষে দোষী হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'দুক্কট' আপত্তি হয়েছে; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৩. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু অন্যের দ্রব্যভাণ্ড নিয়ে যাওয়ার সময় চৌর্যচিত্তে মস্তকোপরি বোঝা (শিরভার) স্পর্শ করল... চৌর্যচিত্তে নাড়াচাড়া করল... চৌর্যচিত্তে স্কন্ধ নিচে নামাল... কাঁধের বোঝা চৌর্যচিত্তে স্পর্শ করল... চৌর্যচিত্তে কাঁধের বোঝা নাড়াচাড়া করল... চৌর্যচিত্তে কোমরের বোঝা স্পর্শ করল... চৌর্যচিত্তে কোমরের বোঝা নাড়াচাড়া করল... চৌর্যচিত্তে কোমরের বোঝা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করল... চৌর্যচিত্তে হস্তোপরি বোঝা ভূমিতে রাখল... চৌর্যচিত্তে ভূমি হতে গ্রহণ করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'পারাজিকা' অপরাধী হয়েছি? ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' অপরাধী হয়েছ।"

১৩৫. ১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু উন্মুক্তাকাশে চীবর প্রসারিত করে শুকাতে দিয়ে বিহারে প্রবেশ করলেন। অন্য ভিক্ষু "আমার এই চীবর হারিয়ে যেতে পারে' এই ভেবে চীবরটি সামলিয়ে রেখে বাইরে আসলে, ঐ ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করলেন, "আবুসো, কে আমার চীবর নিয়ে গেছে?" সে বলল, "আমি নিয়ে গেছি।" "বন্ধু, যদি তুমি ঐ চীবর গ্রহণ কর, তাহলে তুমি অশ্রমণ।" এতে ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তখন তুমি কীরূপ চিত্তে চীবর গ্রহণ করেছিলে?" "ভগবান আমি অনাসক্তচিত্তে গ্রহণ করেছি।" "তাহলে তোমার অনাপত্তি।"

২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু আসনে চীবর, বসার কাপড় এবং নিম্নাসনে পাত্র রেখে বিহারে প্রবেশ করল। অপর ভিক্ষু "আমার এই পাত্র-চীবর কেউ নিয়ে যেতে পারে" ইহা ভেবে পাত্র-চীবর সামলিয়ে রেখে বাইরে আসলে, ঐ ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করল, "আবুসো, কে আমার পাত্র-চীবর নিয়ে গেছে?" তখন সে বলল, "আমি নিয়ে গেছি।" "আবুসো যদি তুমি নিয়ে যাও; তাহলে তুমি অশ্রমণ।" ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তখন তুমি কি চিত্ত নিয়ে গ্রহণ করেছিলে?" "ভগবান আমি তৃষ্ণাহীন চিত্তে গ্রহণ করেছি।" "তাহলে ভিক্ষু তোমার কোনো অপরাধ হয়নি।"

৩. সে সময়ে অন্যতরা ভিক্ষুণী ব্রত সম্পাদনার্থে চীবর বাইরে শুকাতে দিয়ে বিহারে প্রবেশ করল। অন্যতরা আর এক ভিক্ষুণী—"আমার এই চীবর

নষ্ট হতে পারে; এই ভেবে সামলিয়ে রাখল। যখন সে বাইরে আসল, তখন ঐ ভিক্ষুণী এরূপ জিজ্ঞেস করল, "আর্যে, আমার চীবর কে নিয়ে গেল?" সে ভিক্ষুণী বলল, "আর্যে, আমি নিয়েছি।" "যদি তুমি সেই চীবর গ্রহণ করে থাক; তাহলে তুমি অশ্রমণী"। এতে সেই ভিক্ষুণীর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছি?" এ ব্যাপারে সেই ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীদের প্রকাশ করল। ভিক্ষুণীগণ ভিক্ষুদের মধ্যে প্রকাশ করলে ভিক্ষুগণ এ বিষয়ে ভগবানকে জ্ঞাপন করলেন, ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষুণী, তখন তোমার কোন চিত্ত উৎপন্ন হয়েছিল?" "ভগবান অনাসক্তি চিত্ত।" "তাহলে হে ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুণীর কোনো আপত্তি হয়নি।"

১৩৬. ১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু ঘূর্ণিঝড়ে কবলিত শাকট দেখে শাকট মালিকদের সম্মুখে শাকট নিয়ে গেলে, মালিকেরা সেই ভিক্ষুকে 'অশ্রমণ তুমি' এ বলে নিন্দা করল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উৎপন্ন হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তখন তোমার কোন চিত্ত উৎপন্ন হয়েছিলে?" "ভগবান, তখন আমার অচৌর্যচিত্ত উৎপন্ন হয়েছিল।" "তাহালে হে ভিক্ষু, অচৌর্যচিত্তহেতু তোমার অনাপত্তি।"

২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু ঘূর্ণিঝড়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মাটিতে পতিত পশমী সুতানির্মিত শাল দেখে, শাল মালিকদের সম্মুখে চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করল। তখন মালিকরা এ বলে নিন্দা করল, 'তুমি অশ্রমণ'। এতে সেই ভিক্ষুর চিত্তে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : 'ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ইহা ভগবানকে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, চৌর্যচিত্তে শালটি গ্রহণহেতু তুমি 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছ।"

১৩৭. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু শ্মশানে গিয়ে অপরিবর্তিত (অবিনষ্ট) মৃতশরীর হতে পাংশুকূল বস্ত্র সংগ্রহ করলেন। সেই মৃতশরীরকে আশ্রয় করে এক প্রেত অবস্থান করত। তখন সেই প্রেত উক্ত ভিক্ষুকে এরূপ বলল, "ভন্তে, আমার বস্ত্র দয়া করে নিবেন না" সেই ভিক্ষু বস্ত্রটি না নিয়ে চলে যেতে লাগলেন। তখন সেই মৃতশরীর উঠে সেই ভিক্ষুর পিছে পিছে অনুগমন করল। উক্ত ভিক্ষু বিহারে এসে দ্বার বন্ধ করলে তখন সেই মৃতশরীর সেই স্থানে পতিত হলো। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয়

উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে জানালে, ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার অনাপত্তি।" তখন ভগবান ভিক্ষুদেরকে সমবেত করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, অপরিবর্তিত মৃতশরীর হতে পাংশুকূল বস্ত্র নিতে পারবে না। যে নিবে তার 'দুক্কট' আপত্তি হবে।"

১৩৮. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু সংঘকে চীবর বণ্টন করার সময় কিছুসংখ্যক কুশঘাসের পত্র অতিক্রম করে চৌর্যচিত্তে চীবর গ্রহণ করল। এ হেতু উক্ত ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

১৩৯. সে সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ স্নানাগারে স্নান করার সময় অন্যতর ভিক্ষুর অন্তর্বাস নিজের মনে করে পরিধান করলেন। তখন সেই ভিক্ষু আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "আবুসো আনন্দ, কী হেতু আপনি আমার অন্তর্বাস পরিধান করলেন?" "আবুসো, আমি নিজের অন্তর্বাস ধারণায় পরিধান করেছি।" এ বিষয়ে ভগবানকে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, নিজের ধারণায় পরিধান করলে অনাপত্তি।"

১৪০. ১. সে সময়ে কিছুসংখ্যক ভিক্ষু গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে অবতরণের সময় সিংহের খাদ্যাবশেষ (মাংস) দেখে রান্না করায়ে ভোজন করল। ইহাতে তাদের মনে এরূপ সন্দেহ উৎপন্ন হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সিংহের খাদ্যাবশেষ ভোজনে অনাপত্তি।"

২. সে সময়ে স্বল্পসংখ্যক ভিক্ষু গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে অবতরণের সময় বাঘের খাদ্যাবশেষ দেখে... দ্বীপির (চিতাবাঘের) খাদ্যাবশেষ দেখে... নেকড়ে বাঘের খাদ্যাবশেষ দেখে... কোকের (নেকড়ে বাঘ জাতীয় প্রাণী) খাদ্যাবশেষ দেখে, সেগুলো রান্না করায়ে ভোজন করল। এতে তাদের মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো যে—"আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, পশু জাতীয় প্রাণীর ভুক্তাবশিষ্ট ভোজনে অনাপত্তি।"

১৪১. ১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু সংঘকে অন্ন পরিবেশন করার সময়

'অপরকে ভাগ করে দিয়েছি' এরূপ মিথ্যা বলে নিজেই গ্রহণ করল। এতে তার চিত্তে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'পারাজিকা' আপত্তি হয়নি; তবে সম্প্রজ্ঞানে মিথ্যা বলার কারণে 'পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়েছে।"

২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু সংঘকে খাদ্য-বস্তু পরিবেশন করার সময়... সংঘকে পিঠা পরিবেশন... সংঘকে গুড় পরিবেশন... সংঘকে তিন্দুক ফল পরিবেশন করার সময় 'অন্যদের ভাগ করে দিয়েছি' এরূপ মিথ্যা বলে নিজেই গ্রহণ করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উৎপন্ন হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'পারাজিকা' আপত্তি হয় নাই; তবে সজ্ঞানে মিথ্যা বলার কারণে 'পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়েছে।"

১৪২. ১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু দুর্ভিক্ষের সময় রান্নাঘরে প্রবেশ করে পাত্রভর্তি অন্ন চৌর্যচিত্তে হরণ করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছ।"

২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু দুর্ভিক্ষের সময় রান্নাঘরে ঢুকে পাত্রভর্তি মাংস চৌর্যচিত্তে চুরি করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৩. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু দুর্ভিক্ষের সময় পিঠাঘরে প্রবেশ করে পাত্র পূর্ণ পিঠা চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করল... চৌর্যচিত্তে পাত্রপূর্ণ রান্নাকরা মাছ গ্রহণ করল... চৌর্যচিত্তে পাত্রভর্তি মিঠাই চুরি করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

১৪৩. ১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু দিনে দ্রব্য দেখে 'রাত্রিতে চুরি করব' এরূপ সংকল্প করল। সে সেরূপ সংকল্পানুযায়ী সেই দ্রব্য চুরি করল... সেরূপ সংকল্প করে অন্যটি চুরি করল... অন্য সংকল্প করে সেইটি চুরি করল... অন্য

সংকল্প করে অন্যটি হরণ করল। এতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু দিনে দ্রব্য ভাণ্ড দেখে 'রাত্রিতে চুরি করব' এরূপ সংকল্প করল। সেই ভিক্ষু সেই সংকল্পানুযায়ী নিজের দ্রব্য চুরি করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, চৌর্যচিত্তে স্বীয়দ্রব্য হরণহেতু তোমার 'দুক্কট' আপত্তি হয়েছে; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

১৪৪. ১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু কেদারায় টাকার থলি দেখে "এখান হতে গ্রহণ করলে আমার 'পারাজিকা' হবে" এরূপ ভেবে কেদারাসহ উক্ত থলি স্থানচ্যুত করল। এতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু সংঘের বালিশ চৌর্যচিত্তে হরণ করল। এতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

১৪৫. ১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু চীবর শুকাতে দেয়া বাঁশ হতে চৌর্যচিত্তে চীবর গ্রহণ করল। ইহাতে তার চিত্তে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু বিহার হতে চীবর চুরি করে "এখান হতে বাহির হলে, আমার 'পারাজিকা' হবে" এই ভেবে উক্ত ভিক্ষু বিহার হতে বাহির হলো না। ইহাতে তার মনে এরূপ সংশয় উৎপন্ন হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সেই মোঘপুরুষ (মূর্খ) বিহার হতে বাহির হোক বা না হোক, তার 'পারাজিকা'

আপত্তি হয়েছে।”

১৪৬. সে সময়ে দুই ভিক্ষু বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিল। এক বন্ধু ভিক্ষু গ্রামে ভিক্ষান্নের জন্য গেলে, অন্য বন্ধু ভিক্ষু সংঘকে খাদ্য ভাগ করে দেয়ার সময় বন্ধুর ভাগ গ্রহণ করে বিশ্বাস করে বন্ধুর ভাগ পরিভোগ করল। বন্ধু ভিক্ষু পিণ্ডান্ন সংগ্রহ হতে এসে এ ব্যাপারে জানতে পেরে সেই ভিক্ষুকে “তুমি অশ্রমণ’ এ বলে নিন্দা করল। ইহাতে তার এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে ইহা জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কোন চিত্তে গ্রহণ করেছ?” “ভগবান, আমি বিশ্বাস চিত্তে গ্রহণ করেছি।” “তাহলে ভিক্ষু, বিশ্বাস চিত্তহেতু অনাপত্তি।”

১৪৭. ১. সে সময়ে কিছুসংখ্যক ভিক্ষু চীবরকর্ম করছিলেন। ভিক্ষুসংঘকে খাদ্য ভাগ করে দেয়ার সময় সকল ভিক্ষু নিজেদের ভাগ গ্রহণ করে নিজেদের কাছে রাখলেন। একজন ভিক্ষু অন্যজনের খাদ্য নিজের মনে করে ভোজন করলেন। সেই ভিক্ষু ঐ ভিক্ষুকে ‘তুমি অশ্রমণ’ বলে নিন্দা করলেন। ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু, তখন তুমি কোন চিত্ত নিয়ে ভোজন করেছিলে?” “ভগবান আমি নিজের মনে করে ভোজন করেছি।” “তাহলে তোমার অনাপত্তি।”

২. সে সময়ে সল্পসংখ্যক ভিক্ষু চীবরকর্ম করছিলেন। সংঘকে খাদ্য ভাগ করে দেয়ার সময় অন্যতর ভিক্ষুর পাত্র অন্যতর ভিক্ষু নিজের মনে করে হাতের কাছে রাখলেন। তখন উক্ত পাত্র গ্রহণকারী ভিক্ষু নিজের খাদ্যপাত্র ধারণায় পাত্রের খাদ্য গ্রহণ করলেন। পাত্রস্বামী যখন জানলেন যে, সেই পাত্র তার নহে, তখন ঐ ভিক্ষুকে ‘তুমি অশ্রমণ’ বলে ভর্ৎসনা করলেন। ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু, তখন তুমি কোন চিত্ত নিয়ে ভোজন করেছিলে?” “ভগবান, আমি নিজের মনে করে ভোজন করেছি।” “তাহলে তোমার অনাপত্তি।”

১৪৮. ১. সে সময়ে আম চোরেরা গাছ হতে আম চুরি করে নিয়ে যেতে লাগল। আম মালিকেরা সেই চোরদের ধরার জন্য পিছু পিছু অনুগমন করলে চোরেরা আম মালিকদেরকে দেখে আমের ভাণ্ড ফেলে পালিয়ে গেল। তখন

ভিক্ষুগণ ‘ভূমি হতে কুড়িয়ে পেয়েছি’ এই ভেবে সেই আম নিয়ে পরিভোগ করলেন। মালিকেরা এ বিষয়ে জানতে পেরে সেই ভিক্ষুদেরকে ‘আপনারা অশ্রমণ’ বলে নিন্দা করল। এতে তাঁদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যপারে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন চিত্ত নিয়ে আমগুলো পরিভোগ করেছ?” “ভগবান ‘ভূমি হতে কুড়িয়ে পেয়েছি’ এরূপ ধারণা করে খেয়েছি।” “তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই ধারণায় পরিভোগ করলে অনাপত্তি।”

২. সে সময়ে জম্বু (জাম) চোরেরা... লবুজ চোরেরা... কাঁঠাল চোরেরা... পক্কতাল চোরেরা... ইক্ষু চোরেরা... তিন্দুক চোরেরা তিন্দুক চুরি করে নিয়ে যেতে লাগল। মালিকেরা সেই চোরদের ধরার জন্য পিছু পিছু অনুগমন করলে চোরেরা মালিকদের দেখে উক্ত ফলের ভাণ্ড ফেলে পালিয়ে গেল। তখন ভিক্ষুগণ ‘ভূমি হতে কুড়িয়ে পেয়েছি’ এই ভেবে উক্ত ফলগুলো নিয়ে পরিভোগ করল। মালিকেরা এ বিষয়ে জানতে পেরে সেই ভিক্ষুদের ‘তোমরা অশ্রমণ’ বলে নিন্দা করলেন। এতে তাঁদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন চিত্ত নিয়ে ফলগুলো পরিভোগ করেছ?” “ভগবান ‘ভূমি হতে কুড়িয়ে পেয়েছি’ এরূপ ধারণা করে খেয়েছি।” “তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই ধারণায় ভোগ করলে অনাপত্তি।”

৩. সে সময়ে আম চোরেরা গাছ হতে আম চুরি করে নিয়ে যেতে লাগল। মালিকরা চোরদের ধরার জন্য তাদের পিছু পিছু অনুগমন করলে চোরেরা মালিকদেরকে দেখে আমের ভাণ্ড ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। তখন কিছুসংখ্যক ভিক্ষু সেই মালিকদের সম্মুখে আম নিয়ে চৌর্যচিত্তে পরিভোগ করলেন। মালিকরা ইহা দেখে সেই ভিক্ষুদের ‘তোমরা অশ্রমণ’ বলে নিন্দা করল। ইহাতে তাদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ‘পারাজিকা’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।”

৪. সে সময়ে জম্বু চোরেরা... লবুজ চোরেরা... কাঁঠাল চোরেরা... পক্বতাল চোরেরা... ইক্ষু চোরেরা... তিন্দুক চোরেরা তিন্দুক চুরি করে নিয়ে যেতে লাগল। মালিকরা চোরদের ধরার জন্য তাদের পিছু পিছু অনুগমন

করলে চোরেরা মালিকদের দেখে উক্ত ফলগুলো ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। তখন কিছুসংখ্যক ভিক্ষু সেই মালিকদের সম্মুখে উক্ত ফল নিয়ে চৌর্যচিত্তে পরিভোগ করল। মালিকরা ইহা দেখে সেই ভিক্ষুদের 'তোমরা অশ্রমণ' বলে নিন্দা করল। ইহাতে তাদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৫. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু সংঘের আম চৌর্যচিত্তে হরণ করল... সংঘের জাম... সংঘের লবুজ... সংঘের কাঁঠাল... সংঘের পক্বতাল... সংঘের ইক্ষু... সংঘের তিন্দুক ফল চৌর্যচিত্তে হরণ করল। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

১৪৯. ১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু পুষ্পারামে গিয়ে সংগৃহীত পুষ্পস্তূপ হতে পঞ্চমাসা মূল্যের পুষ্প চৌর্যচিত্তে চুরি করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু পুষ্পারামে গিয়ে পঞ্চমাসা মূল্যের পুষ্প সংগ্রহ করে চৌর্যচিত্তে হরণ করল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

১৫০. ১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু গ্রামে যাবার সময়ে অন্য এক ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "আবুসো, আমি আমার সেবক কুলকে বলেছি যে, আমি আপনাদের পরিত্যাগ করলাম।" কিন্তু সেই ভিক্ষু সেই গৃহীকুলের একটি শাল কাপড় আনায়ে নিজেই ব্যবহার করলেন। এই বিষয়ে ঐ ভিক্ষু জানতে পেরে 'তুমি অশ্রমণ' বলে ভর্ৎসনা করলেন। এতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয় নাই। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, 'আমি আপনাদের পরিত্যাগ করলাম' এরূপ বলা উক্ত ভিক্ষুর পক্ষে

মোটেই উচিত হয়নি। আমি অনুজ্ঞা করছি, এরূপ বলতে পারবে না। যে বলবে, তার 'দুক্কট' আপত্তি হবে।"

২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু গ্রামে যাচ্ছিলেন। তখন অন্য এক ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "আবুসো, আমি আমার সেবককুলকে পরিত্যাগ করেছি।' এরূপ বলার পর সেই ভিক্ষু তার সেবককুলে গিয়ে এক জোড়া শাল-কাপড় আনায়ে একটি নিজে ব্যবহার করলেন; অন্যটি ঐ ভিক্ষুকে দিলেন। এ ব্যাপারটি জানতে পেরে 'তুমি অশ্রমণ' বলে ঐ ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে নিন্দা করলেন। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয় নাই। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, 'আমি আপনাদের পরিত্যাগ করলাম' এরূপ বলা উক্ত ভিক্ষুর পক্ষে মোটেই উচিত হয়নি। আমি অনুজ্ঞা করছি, এরূপ বলতে পারবে না। যে বলবে, তার 'দুক্কট' আপত্তি হবে।"

৩. সেই সময়ে অন্যতর ভিক্ষু গ্রামে যাবার সময় অন্য এক ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "আবুসো, তুমি কি তোমার সেবককুলকে পরিত্যাগ করেছ? তিনিও পরিত্যাগ করেছি, এরূপ বললেন। উক্ত ভিক্ষু এক সময়ে তার সেবককুলে গিয়ে আঁড়িভর্তি চাউল, চিনি, গুড়, ঘৃত আনায়ে নিজে পরিভোগ করলেন। ঐ ভিক্ষু ইহা জেনে সেই ভিক্ষুকে 'তুমি অশ্রমণ' এ বলে নিন্দা করলেন। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয় নাই। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, 'আমি আপনাদেরকে পরিত্যাগ করলাম' এরূপ বলা উক্ত ভিক্ষুর পক্ষে মোটেই উচিত হয়নি। আমি অনুজ্ঞা করছি, এরূপ বলতে পারবে না। যে বলবে, তার 'দুক্কট' আপত্তি হবে।"

১৫১. ১. সে সময়ে জনৈক পুরুষ মহামূল্যবান মণিরত্ন নিয়ে অন্যতর ভিক্ষুর সহিত দীর্ঘ পদযাত্রায় অগ্রসর হলো। তখন সেই পুরুষ শুল্কস্থান দেখে সেই ভিক্ষুর অজান্তে সেই ভিক্ষুর থলিতে মণি রেখে শুল্কস্থান অতিক্রান্ত হলে উক্ত ভিক্ষু হতে মণি নিয়ে চলে গেল। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে জ্ঞাত করলে ভগবান

জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, ইহা কি তুমি জানা সত্ত্বে কিংবা অজানা সত্ত্বে করেছ?" "ভগবান আমি অজানাবস্থায় করেছি, তাহলে ভিক্ষু অজানাহেতু তোমার অনাপত্তি।"

২. সে সময়ে জনৈক পুরুষ মহার্ঘ মণি নিয়ে জনৈক ভিক্ষুর সহিত দীর্ঘ পথে অগ্রসর হলো। তখন সেই পুরুষ শুল্কস্থানে এসে অসুস্থের ভান করে নিজের ভাণ্ড সেই ভিক্ষুকে দিল। যখন শুল্কস্থান অতিক্রান্ত হলো, তখন সেই পুরুষ ঐ ভিক্ষুকে এরূপ বলল, "ভন্তে, আমি এখন সুস্থ।" ভিক্ষু পুরুষটিকে 'কেন অসুস্থের ভান করেছ?' তা জিজ্ঞেস করলে সেই পুরুষ তা প্রকাশ করল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে জ্ঞাত করলে ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, ইহা কি তুমি জানা সত্ত্বে কিংবা অজানা সত্ত্বে করেছ?" "ভগবান আমি অজানাবস্থায় করেছি।" "তাহলে ভিক্ষু অজানাহেতু তোমার অনাপত্তি।"

১৫২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু পথিকদের সহিত দীর্ঘ পদযাত্রায় রওনা হলো। অন্য এক পুরুষ শুল্কস্থান দেখে সেই ভিক্ষুকে লোভনীয় বস্তুর লোভ দেখায়ে অতিমূল্যবান মণি সেই ভিক্ষুকে দিয়ে বলল যে—'ভন্তে, এই মণি শুল্কস্থান পার করিয়ে দিন।' অতঃপর উক্ত ভিক্ষুও সেই মণি শুল্কস্থান পার করিয়ে দিল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছ।"

১৫৩. ১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু জালে আবদ্ধ শুকরকে করুণা চিত্তে মুক্ত করে দিলেন। এতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কোন চিত্তে এ কাজ করেছ?" "ভগবান, করুণা চিত্তে।" "তাহলে তোমার অনাপত্তি।"

২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু পাশে আবদ্ধ শুকরকে অধিকারীর সম্মুখে চৌর্যচিত্তে মুক্ত করে দিল। ইহাতে তার চিত্তে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৩. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু ফাঁদে আবদ্ধ মৃগকে... জালে আবদ্ধ মাছকে অধিকারীর সম্মুখে চৌর্যচিত্তে মুক্ত করল। এতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছ।"

৪. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু বাহনে দ্রব্য ভাণ্ড দেখে "এখান হতে গ্রহণ করলে আমার 'পারাজিকা' হবে" এরূপ ভেবে সে পদ অতিক্রম করে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে সেই দ্রব্যভাণ্ড গ্রহণ করল। ইহাতে তার মনে সংশয় উদয় হলো যে—"আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছ।"

৫. সে সময়ে ঊর্ধ্বদিকে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করে শ্যেন পাখিকে ডাকার সময় মালিক দেখাবস্থায় অন্যতর ভিক্ষু মাংসখণ্ড গ্রহণ করলেন। তখন মালিক সেই ভিক্ষুকে 'তুমি অশ্রমণ' এ বলে ভর্ৎসনা করল। এতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কোন চিত্তে গ্রহণ করেছ?" "ভগবান অচৌর্যচিত্তে।" "তাহলে অচৌর্যচিত্তহেতু তোমার অনাপত্তি।"

৬. সে সময়ে উপরদিকে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করে বাজ পাখিকে ডাকার সময় অধিকারীর সম্মুখে জনৈক ভিক্ষু চৌর্যচিত্তে মাংসখণ্ড গ্রহণ করল। সেই অধিকারী সেই ভিক্ষুকে 'তুমি অশ্রমণ' বলে নিন্দা করল। এতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি পারাজিকা আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

১৫৪. ১. সে সময়ে জনগণ ভাসমান কাষ্ঠস্তূপ বেঁধে অচিরবতী[1] নদীতে সারিবদ্ধভাবে সাজায়ে রাখল। সেই কাষ্ঠস্তূপ বন্ধন ছিন্ন হয়ে নদীতে বিকীর্ণ হয়ে আসতেছিল। তখন ভিক্ষুগণ 'নদীতে পেয়েছি' এই ধারণায় কাঠ উত্তোলন করলেন। কাঠের অধিকারীরা সেই ভিক্ষুদের 'তোমরা অশ্রমণ' বলে নিন্দা করল। ইহাতে তাঁদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?"

---

[1]. প্রাচীন ভারতের পঞ্চ নদীর মধ্যে এটিও একটি নদী। এটি উত্তর ভারতে অবস্থিত।

ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, পেয়েছি ধারণায় নিলে অনাপত্তি।”

২. সে সময়ে জনতা ভাসমান কাষ্ঠস্তূপ বেঁধে অচিরবতী নদীতে সারিবদ্ধভাবে সাজায়ে রাখল। সেই কাষ্ঠস্তূপ বন্ধন ছিন্ন হয়ে নদীতে বিকীর্ণ হয়ে আসছিল। সে সময়ে কিছু ভিক্ষু মালিকদের সম্মুখে চৌর্যচিত্তে সেই কাঠগুলো উত্তোলন করছিল। ইহা দেখে মালিকরা সেই ভিক্ষুদের ‘তোমরা অশ্রমণ’ বলে ভর্ৎসনা করল। এতে তাদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে ইহা জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ‘পারাজিকা’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।”

৩. সে সময়ে অন্যতর রাখাল বৃক্ষে বস্ত্রখণ্ড ঝুলায়ে রেখে মলত্যাগের জন্য গেল। জনৈক ভিক্ষু পাংশুকূল ধারণায় সেই বস্ত্রখণ্ড গ্রহণ করলেন। অতঃপর সেই রাখাল সেই ভিক্ষুকে ‘তুমি অশ্রমণ’ এ বলে নিন্দা করল। এতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষু, পাংশুকূল ধারণায় গ্রহণ করলে অনাপত্তি।”

৪. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু নদী পার হওয়ার সময়ে ধোপাদের হাত হতে বস্ত্রখণ্ড ছুটে গিয়ে উক্ত ভিক্ষুর পায়ে লাগল। সেই ভিক্ষু ‘মালিকরা দেখছেন’ এই ভেবে বস্ত্রখণ্ডগুলো গ্রহণ করলেন। মালিকরা (ধোপারা) সেই ভিক্ষুকে ‘তুমি অশ্রমণ’ বলে নিন্দা করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কোন চিত্তে গ্রহণ করেছ?” “ভগবান আমি পাংশুকূল ধারণায় গ্রহণ করেছি।” “তাহলে ভিক্ষু, তোমার অনাপত্তি।”

৫. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু নদী পার হওয়ার সময়ে ধোপাদের হাত হতে ছুটে যাওয়া বস্ত্রখণ্ড সেই ভিক্ষুর পায়ে গিয়ে লাগল। সেই ভিক্ষু অধিকারীদের সম্মুখে চৌর্যচিত্তে বস্ত্রখণ্ডগুলো গ্রহণ করল। তখন অধিকারীরা ইহা দেখে সেই ভিক্ষুকে ‘তুমি অশ্রমণ’ বলে নিন্দা করল। এতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে ইহা জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘পারাজিকা’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।”

১৫৫. ১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু ঘৃতকুম্ভি দেখে সামান্য পরিমাণে খেল। এতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, ইহা তোমার 'দুক্কট' অপরাধ হয়েছে; 'পারাজিকা' অপরাধ নহে।"

২. সে সময়ে সল্পসংখ্যক ভিক্ষু 'দ্রব্যভাণ্ড হরণ করব' এ বলে পরামর্শ করে একটি দ্রব্যভাণ্ড চুরি করল। তারা এরূপ বলতে লাগল যে—"আমরা 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয় নাই; যে চুরি করেছে তার 'পারাজিকা' হয়েছে।" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, পরামর্শানুযায়ী চুরি করার ফলে, তোমাদের সকলের 'পারাজিকা' আপত্তি হয়েছে।"

৩. সে সময়ে কিছুসংখ্যক ভিক্ষু বন্ধনকৃত দ্রব্যভাণ্ড পরামর্শানুযায়ী চুরি করে ভাগ করল। কিন্তু সেই বন্ধনকৃত একেকটি ভাণ্ডে পঞ্চমুদ্রা করে অপূর্ণ ছিল। এ কারণে তারা এরূপ বলতে লাগল যে—"আমরা 'পারাজিকা'গ্রস্ত হই নাই।" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা সবাই 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৪. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে দুর্ভিক্ষের সময় চাউল দোকানদার হতে এক মুষ্টি চাউল চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করল। ইহাতে তার চিত্তে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৫. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে দুর্ভিক্ষের সময় এক মুষ্টি মুগ... একমুষ্টি মাষকলাই... এক মুষ্টি তিল চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করল। এতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৬. সে সময়ে শ্রাবস্তীর অন্ধবনে চোরেরা গরু হত্যা করে মাংস খেয়ে অবশিষ্টাংশ রেখে গেল। ভিক্ষুগণ 'মাটিতে পেয়েছি' ভেবে সেই অবশিষ্টাংশ পরিভোগ করলে চোরেরা ইহা দেখে সেই ভিক্ষুদেরকে 'তোমরা অশ্রমণ' বলে নিন্দা করল। ইহাতে তাদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে

ভিক্ষুগণ, পেয়েছি ধারণায় খেলে, অনাপত্তি।”

৭. সে সময়ে শ্রাবস্তীর অন্ধবনে চোরেরা শুকর হত্যা করে মাংস খেয়ে অবশিষ্টাংশ রেখে গেল। ভিক্ষুগণ ‘মাটিতে পেয়েছি’ ভেবে সেই অবশিষ্টাংশ পরিভোগ করলে চোরেরা ইহা দেখে সেই ভিক্ষুদেরকে ‘তোমরা অশ্রমণ’ বলে নিন্দা করল। ইহাতে তাদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, পেয়েছি ধারণায় খেলে, অনাপত্তি।”

৮. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু তৃণক্ষেত্রে গিয়ে পঞ্চমুদ্রা মূল্যের কর্তিত তৃণ চৌর্যচিত্তে চুরি করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে ইহা প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘পারাজিকা’ গ্রস্ত হয়েছ।”

৯. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু শস্যক্ষেত্রে গিয়ে পঞ্চমুদ্রা মূল্যের কর্তিত শস্য চৌর্যচিত্তে গ্রহণ করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছ।”

১৫৬. ১. সে সময়ে আগন্তুক ভিক্ষুরা সংঘের অধিকারভুক্ত আম ভাগ করে খেলেন। আবাসিক ভিক্ষুরা ইহা জানতে পেরে সেই ভিক্ষুদেরকে ‘তোমরা অশ্রমণ’ বলে নিন্দা করলেন। ইহাতে তাদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে ইহা জ্ঞাপন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন চিত্ত নিয়ে আমগুলো খেয়েছ?” “ভগবান আমরা আহার চিত্ত নিয়ে খেয়েছি।” “তাহালে ভিক্ষুগণ, তোমাদের অনাপত্তি।”

২. সে সময়ে আগন্তুক ভিক্ষুরা সংঘের অধিকারভুক্ত জাম... লবুজ... কাঁঠাল... পক্কতাল... ইক্ষু... তিন্দুক ফল ভাগ করে খেলেন। ইহা জেনে আবাসিক ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুদেরকে ‘তোমরা অশ্রমণ’ বলে নিন্দা করলেন। ইহাতে তাদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে ইহা জ্ঞাপন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষুগণ,

তোমরা কোন চিত্ত নিয়ে উক্ত ফলগুলো খেয়েছ?" "ভগবান, আমরা আহার চিত্ত নিয়ে খেয়েছি।" "তাহালে ভিক্ষুগণ, তোমাদের অনাপত্তি।"

৩. সে সময়ে আম মালিকরা ভিক্ষুদেরকে আম দান করছিলেন। তখন ভিক্ষুরা 'রেখে দিন; আমাদেরকে দিবেন না' এরূপ বলে ইশারা করে সংকোচবশত আম গ্রহণ করলেন না। ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, মালিক কর্তৃক দান করায়, তোমাদের অনাপত্তি।"

৪. সে সময়ে জাম মালিকরা... লবুজ মালিকরা... কাঁঠাল মালিকরা... পক্কতাল মালিকরা... ইক্ষু মালিকরা... তিন্দুকফল মালিকরা ভিক্ষুদেরকে তিন্দুকফল দান করছিলেন। তখন ভিক্ষুরা 'রেখে দিন; আমাদেরকে দিবেন না' এরূপ বলে ইশারা করে সংকোচবশত উক্ত ফলগুলো গ্রহণ করলেন না। ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, মালিকের দানহেতু অনাপত্তি।"

৫. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু সংঘের কাঠ কিছু দিনের জন্য নিজের বিহারে এনে ব্যবহার করলেন। ইহা জেনে ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে 'তুমি অশ্রমণ' বলে নিন্দা করলেন। এতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা প্রকাশ করলে ভগবান উক্ত ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কোন চিত্তে কাঠ নিয়েছিলে?" "ভগবান, ক্ষণকালের জন্য।" "তাহলে ভিক্ষু, তোমার অনাপত্তি।"

৬. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু সংঘের জল... মৃত্তিকা... পুঞ্জীকৃত তৃণ চৌর্যচিত্তে নিয়ে গেল। ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা প্রকাশ করলে ভগবান উক্ত ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছ।"

৭. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু সংঘের পুঞ্জীকৃত তৃণ পুড়িয়ে দিলেন। ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'দুক্কট' অপরাধ হয়েছে; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৮. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু সংঘের মঞ্চ (বেদী)... সংঘের আসন... সংঘের পর্দা... সংঘের দরজার কপাট... সংঘের জানালা... সংঘের বিম চৌর্যচিত্তে হরণ করল। ইহা ভগবানকে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে

ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছ।"

১৫৭. ১. সে সময়ে ভিক্ষুগণ জনৈক উপাসকের বিহার হতে পরিভোগ্য দ্রব্য, শয়নাসন অন্যত্র নিয়ে গিয়ে পরিভোগ করছিলেন। ইহাতে সেই উপাসক আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে বদনাম করছিলেন—"কেন ভদন্তরা একস্থানের পরিভোগ্য দ্রব্য অন্য স্থানে নিয়ে গিয়ে পরিভোগ করবেন?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, এক স্থানের পরিভোগ্য দ্রব্য অন্য স্থানে নিয়ে গিয়ে পরিভোগ করতে পারবে না; যে করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।"

২. সে সময়ে ভিক্ষুগণ উপোসথ সীমা এবং সভাগৃহ চুরি হওয়ার আশংকায় ভূমিতে উপবেশন করছিলেন। ইহাতে তাঁদের দেহ ধূলিবালি ও ময়লাতে লিপ্ত হচ্ছিল। ভগবানকে ইহা প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি, ক্ষণকাল উপবেশন করবে।"

৩. সে সময়ে চম্পায় স্থূলনন্দা ভিক্ষুণীর অন্তেবাসী ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা ভিক্ষুণীর সেবক গৃহে গিয়ে "আর্যে (স্থূলানন্দ ভিক্ষুণী) তিন প্রকার উপাদানযুক্ত (তিল, চাউল ও মুগ) যাগু খেতে ইচ্ছা করেছেন" এ বলে যাগু পাক করায়ে এনে তিনি নিজেই পরিভোগ করলেন। স্থূলনন্দা ভিক্ষুণী ইহা জেনে 'তুমি অশ্রমণী' বলে নিন্দা করলেন। ইহাতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" তখন সেই ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীদের ইহা প্রকাশ করলেন; ভিক্ষুণীগণ ভিক্ষুদের প্রকাশ করলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে তা জ্ঞাত করলেন। ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুণী সম্প্রজ্ঞানে মিথ্যা বলায় তার 'পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়েছে; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৪. সে সময়ে রাজগৃহে স্থূলনন্দা ভিক্ষুণীর অন্তেবাসী ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা ভিক্ষুণীর সেবককুলে গিয়ে "আর্যে মধুগোলক (লাড়ু) খেতে ইচ্ছা করেছেন" এরূপ বলে লাড়ু তৈরি করায়ে এনে নিজেই পরিভোগ করলেন। স্থূলনন্দা ইহা জেনে সেই ভিক্ষুণীকে 'তুমি অশ্রমণী' এ বলে নিন্দা করলেন। তখন সেই ভিক্ষুণীর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুণী সজ্ঞানে মিথ্যা বলায় তার 'পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়েছে; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"।

১৫৮. সে সময়ে বৈশালীর আয়ুষ্মান অজ্জুকের সেবক গৃহপতির দুজন বালক ছিল। তাদের মধ্যে একজন হলো গৃহপতির নিজ সন্তান; অন্যজন

হলো ভাগিনা। তখন সেই গৃহপতি আয়ুষ্মান অজ্জুককে এরূপ বললেন, "ভন্তে, অনুগ্রহ করে আপনি এই দুজনের মধ্যে যার কাছে বেশি শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতা আছে, তাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন।" সেই গৃহপতির ভাগিনা শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতাসম্পন্ন ছিল। তখন আয়ুষ্মান অজ্জুক গৃহপতির সম্মতি পেয়ে সেই বালককে ধর্মোপদেশ প্রদান করলেন। তখন সেই বালক ধর্মোপদেশের মাধ্যমে শীলবান হলে মাতুলের সম্পত্তি লাভ করল এবং নিজেকেও দানধর্মে প্রতিষ্ঠিত করল। এতে করে সেই গৃহপতির পুত্র আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ জিজ্ঞাসা করল যে—"ভন্তে আনন্দ, কে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, পুত্র কিংবা ভাগিনা?" "আবুসো, পুত্রই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।" "ভন্তে, এই আর্য অজ্জুক আমাদের সম্পত্তি অপরকে দেয়ার জন্য আমার পিতাকে শিক্ষা দিয়েছেন।" "আবুসো, তাহলে আয়ুষ্মান অজ্জুক অশ্রমণ।" তখন আয়ুষ্মান অজ্জুক আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন, "আবুসো আনন্দ, আমার অপরাধ বিচার করে আমাকে দণ্ড দিন।"

সে সময়ে আয়ুষ্মান উপালী আয়ুষ্মান অজ্জুকের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করতেন। অতঃপর আয়ুষ্মান উপালি আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন, "আবুসো আনন্দ, যদি কেউ এসে বলে যে আপনি একে ধর্মোপদেশ কিংবা ধর্মশিক্ষা প্রদান করুন। এবং সে যদি তাকে ধর্মশিক্ষা দেয়; তাহলে কি সে ব্যক্তি অপরাধী হবে?" "ভন্তে, তিনি কিঞ্চিৎ মাত্রও অপরাধী হবেন না, এমনকি 'দুক্কট' অপরাধও নহে।" "আবুসো, এই আয়ুষ্মান অজ্জুকও সেরূপ সম্মতিপ্রাপ্ত হয়ে অমুক নামীয় বালককে শিক্ষা দিয়েছিলেন। "তাহলে, আবুসো, আয়ুষ্মান অজ্জুকের অনাপত্তি।"

১৫৯. সে সময়ে বারাণসীতে আয়ুষ্মান পিলিন্দবচ্ছের সেবককুল চোরদের দ্বারা উপদ্রুত হচ্ছিল। চোরেরা তাদের দুইজন বালককে নিয়ে গিয়েছিল। তখন আয়ুষ্মান পিলিন্দবচ্ছ সেই বালকদ্বয়কে ঋদ্ধি দ্বারা এনে প্রসাদে রাখলেন। জনগণ সেই বালকদ্বয়কে দেখে—'আর্য পিলিন্দবচ্ছ মহাকরুণাবান' এ বলে আয়ুষ্মান পিলিন্দবচ্ছের উপর সবাই অতিপ্রসন্ন হলেন। তখন ভিক্ষুগণ, এ বলে নিন্দা আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগলেন যে—"কেন আয়ুষ্মান পিলিন্দবচ্ছ চোরদের দ্বারা অপহৃত বালকদ্বয়কে ঋদ্ধি প্রদর্শন করে আনলেন?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, অবস্থা-ভেদে ঋদ্ধি প্রর্দশনহেতু পিলিন্দবচ্ছের অনাপত্তি।"

১৬০. সে সময়ে পণ্ডুক এবং কপিল নামে দুজন ভিক্ষু পরম বন্ধুত্ব সূত্রে

আবদ্ধ ছিলেন। একজন গ্রামে অবস্থান করতেন অন্যজন কৌশাম্বীতে। তখন সেই গ্রামবাসী ভিক্ষু কৌশাম্বীতে যাবার সময় অর্ধপথে নদী পারাপার হতে গিয়ে শুকর ব্যবসায়ীদের হস্ত হতে পরে যাওয়া মেদবর্ণ সলিতা তার পায়ে লাগল। তখন সেই ভিক্ষু 'অধিকারী দেখছেন' এ ভেবে তা গ্রহণ করলে; অধিকারী সেই ভিক্ষুকে 'তুমি অশ্রমণ' বলে নিন্দা করল। তাকে নদী হতে উঠতে দেখে গোপালিকা (স্ত্রী রাখাল) এরূপ বলল, 'আসুন ভন্তে, কামসেবন করুন' তখন সে 'এখন আমি অশ্রমণ' এরূপ ভেবে সেই গোপালিকার সহিত ব্যভিচার করে কৌশাম্বীতে গিয়ে ভিক্ষুদের এ ব্যাপারে প্রকাশ করল। ভিক্ষুগণও ভগবানকে তা নিবেদন করলেন। ভগবান ভিক্ষুদের বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, ঐ সলিতা গ্রহণে তার 'পারাজিকা' হয়নি; কিন্তু পরে গোপালিকার সহিত মৈথুন সেবনহেতু তার 'পারাজিকা' আপত্তি হয়েছে।"

১৬১. সে সময়ে সাগলা[1] নামক স্থানে আয়ুষ্মান দল্‌হিকের সহবিহারী ভিক্ষু প্রব্রজ্যার প্রতি উৎসাহহীন হয়ে পীড়িত হয়ে দোকান হতে শালবস্ত্র চুরি করে এনে আয়ুষ্মান দল্‌হিককে বললেন, "ভন্তে, আমি অশ্রমণ।" "আবুসো, তোমার দ্বারা কী হয়েছে?" তখন সে বিস্তারিত বললে, সেই শালবস্ত্রের মূল্য নির্ধারণ করে তৎমূল্যানুযায়ী মূল্য দেয়ালেন। যা পঞ্চমাসা বা পঞ্চমুদ্রের চেয়েও কম দেয়ার প্রয়োজন হয়। "আবুসো, ঐ বস্ত্রের মূল্য পরিশোধহেতু তোমার অনাপত্তি।" সে উক্ত ভিক্ষুকে ধর্মোপদেশ দিলেন, সে ভিক্ষুও ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে প্রব্রজ্যাজীবনের প্রতি পুনরায় আত্মবিশ্বাস আনয়ন করে সংবেগপ্রাপ্ত হলেন।

[দ্বিতীয় পারাজিকা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

---

[1]. পণ্ডিতগণ বর্তমান ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের আধুনিক সিয়েলকোটকে নির্ণয় করে থাকেন।

৩. তৃতীয় পারাজিকা

[মনুষ্যহত্যা সম্পর্কীত শিক্ষাপদ বর্ণনা]

[স্থান : বৈশালী]

১৬২. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুদেরকে অনেক প্রকারে দেহের অশুচি সম্বন্ধে দেশনা করছিলেন, দেহের অশুচি অংশের বর্ণনা করছিলেন, অশুভ ভাবনার গুণ বর্ণনা করছিলেন এবং এই নশ্বর দেহ যে, অশুচি-অশুভ সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য পুনঃপুন পদনির্দেশ করে তার সুফল বর্ণনা করছিলেন। অতঃপর ভগবান একদিন ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি ইচ্ছা করছি যে, অর্ধমাস বিবেক স্থানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় অবস্থান করতে। আমার কাছে শুধু আহার নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ যেতে পারবে না।" "হ্যাঁ ভন্তে" বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন এবং অর্ধমাস ভগবানের জন্য আহার নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ গেলেন না। এ দিকে ভিক্ষুগণ "ভগবান অনেক প্রকারে কায়ের অশুচি-অশুভ সম্পর্কে বলেছেন, অশুচি অংশের বর্ণনা করেছেন, অশুভ ভাবনায় আত্মনিয়োগের জন্য তার গুণ বর্ণনা করেছেন এবং এই অনিত্য দেহ যে অশুচি-অশুভ সে সম্পর্কে জ্ঞান উৎপত্তির জন্য পুনঃপুন পদনির্দেশ করে তার সুফল বর্ণনা করেছেন" এ বলে সবাই স্বীয় দেহের বিভিন্ন অংশের আকার-আকৃতি নিয়ে অশুভ ভাবনায় মনসংযোগ করে অবস্থান করতে লাগলেন। তখন তারা ভগবানের নির্দেশ মতে অশুভ ভাবনা করার ফলে নিজেদের দেহকে অত্যন্ত ঘৃণা করতে লাগলেন এবং অতিশয় কুৎসিত, কদাকার দেখতে লাগলেন। যেমন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ, যুবক বা যুবতী স্নাত ও অলংকৃত হলে কণ্ঠে ঝুলন্ত অহি, কুকুর কিংবা মানুষের গলিত, পঁচিত শব ঘৃণা করে এবং অত্যন্ত কুৎসিত, কদাকার দেখে, সেরূপও সেই ভিক্ষুগণ নিজেদের দেহকে ঘৃণা করতে লাগলেন এবং অতিশয় কুৎসিত, কদাকার দেখতে লাগলেন। এরূপ দর্শনহেতু তাদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করতে লাগলেন। আবার কেউ কেউ উচ্ছিষ্টভোজী মৃগলণ্ডিক নামক শ্রমণবেশধারীর নিকট এসে এরূপ বললেন, 'আবুসো, আমরা তোমাকে পাত্র-চীবর দিব, যদি তুমি আমাদেরকে হত্যা কর'। তখন শ্রমণবেশধারী মৃগলণ্ডিক পাত্র-চীবরের লোভে পড়ে

কিছুসংখ্যক ভিক্ষুকে হত্যা করে যেখানে বগ্গমুদা[1] নদী সেখানে রক্তাক্ত অসি নিয়ে উপস্থিত হলো।

১৬৩. অতঃপর শ্রমণবেশধারী মৃগলণ্ডিক সেই রক্তাক্ত অসি নদীতে ধোবার সময় তার মনে এরূপ সংশয় ও অনুশোচনা উদয় হলো যে—"আমার অনেক অলাভই হয়েছে, লাভ নহে; বহু অলব্ধ হয়েছে, সুলব্ধ নহে। আমার দ্বারা অনেক শীলবান, কল্যাণধর্মপরায়ণ ভিক্ষুকে হত্যা করা হয়েছে, আমার বহু অপুণ্য সঞ্চয় হয়েছে।" তখন অন্যতর মিথ্যাদৃষ্টিক মার পক্ষপাতী দেবতা জল হতে উঠে এসে মৃগলণ্ডিককে এরূপ বলতে লাগল : "সাধু, সাধু, সৎপুরুষ তোমার অনেক লাভ হয়েছে, তোমার বহু সুলব্ধ হয়েছে। তোমার দ্বারা অনেক পুণ্য সঞ্চিত হয়েছে, কারণ তুমি অতীর্ণদেরকে তীরে পার করে দিয়েছ, দুঃখ হতে নিষ্কৃতি দিয়েছ।"

অতঃপর মৃগলণ্ডিক "আমার নাকি অনেক সুলাভ হয়েছে, আমার নাকি বহু পুণ্য সঞ্চয় হয়েছে, আমি অনেককে মুক্ত করে দিয়েছি, অতীর্ণদেরকে তীরে পার করে দিয়েছি।" এরূপ ভেবে সে তার সংশয় ও অনুশোচনা দূরীভূত করে সেই তীক্ষ্ণ অসি নিয়ে বিহার হতে বিহারে; পরিবেণ হতে পরিবেণে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলতে লাগল : "কে মুক্তি চাই; কে পার হতে চাই? আমি তাকে মুক্তি দেব; পার করে দেব।" তখন সেস্থানে যে সকল ভিক্ষু অবীতরাগী, তৃষ্ণাযুক্ত ছিলেন, তারা মৃগলণ্ডিকের কথা শুনে ভয়ে, ত্রাসে ভীত, শঙ্কিত হয়ে রোমাঞ্চিত হলেন। আর যাঁরা বীতরাগী, তৃষ্ণামুক্ত ছিলেন, তাঁরা বিন্দুমাত্রও ভয়, ভীত, শঙ্কিত কিংবা রোমাঞ্চিত হলেন না। অতঃপর শ্রমণবেশধারী মৃগলণ্ডিক এক দিনে একজন ভিক্ষুকে হত্যা করতে লাগল, আর একদিন দুইজন ভিক্ষুকে হত্যা করতে লাগল, এরূপে সে তিনজন, চারজন, পাঁচজন, দশজন, বিশজন, ত্রিশজন, চল্লিশজন, পঞ্চাশজন, এমনকি ষাটজন ভিক্ষু পর্যন্ত এক দিনে হত্যা করল।

১৬৪. অনন্তর ভগবান সেই অর্ধমাস নীরবতা সমাপ্ত করে আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করে বললেন, "হে আনন্দ, ভিক্ষুসংঘ কী কারণে ক্রমে ক্রমে কমে যাচ্ছে?"

তখন আনন্দ স্থবির উত্তর দিলেন, "ভন্তে, ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুসংঘকে এরূপে অনেক প্রকারে দেহের অশুভ-অশুচি সম্পর্কে বলা হয়েছে, অশুভ

---

[1]. বজ্জী রাজ্যের একটি নদী। এই নদীর তীরে 'যসোজ' এবং তার পঞ্চশত শিষ্যসহ অবস্থান করতেন।

অংশের বর্ণনা করা হয়েছে, অশুভ ভাবনায় আত্মনিয়োগের জন্য তার সুফল বর্ণনা করা হয়েছে এবং অশুচি-অশুভ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য পুনঃপুন উপায় নির্দেশ করে তার ফল বর্ণনা করা হয়েছে, এ বলে সবাই নিজেদের দেহের বিভিন্ন অংশের আকার-আকৃতি নিয়ে অশুভ ভাবনায় মনসংযোগ করে অবস্থান করতে লাগলেন। তখন তারা ভগবানের নির্দেশমতে অশুভ ভাবনা করার ফলে নিজেদের দেহকে অত্যন্ত ঘৃণা করতে লাগলেন এবং অতিশয় কুৎসিত, কদাকার দেখতে লাগলেন। যেমন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ, যুবক বা যুবতী স্নাত ও অলংকৃত হলে কণ্ঠে ঝুলন্ত অহি, কুকুর কিংবা মানুষের গলিত, পঁচিত শব ঘৃণা করে এবং অত্যন্ত কুৎসিত, কদাকার দেখে, সেরূপও সেই ভিক্ষুগণ নিজেদের দেহকে ঘৃণা করতে লাগলেন এবং অতিশয় কুৎসিত, কদাকার দেখতে লাগলেন। এরূপ দর্শনহেতু তাদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করলেন। আবার কেউ কেউ উচ্ছিষ্টভোজী মৃগলণ্ডিক নামক শ্রমণবেশধারীর নিকট এসে এরূপ বললেন, 'আবুসো, আমরা তোমাকে পাত্র-চীবর দিব, যদি তুমি আমাদেরকে হত্যা কর'। তখন শ্রমণবেশধারী মৃগলণ্ডিক পাত্র-চীবরের লোভে পড়ে কিছুসংখ্যক ভিক্ষুকে হত্যা করে যেখানে বগ্গমুদা নামক নদী সেখানে রক্তাক্ত অসি নিয়ে উপস্থিত হলো।

১৬৩. অতঃপর শ্রমণবেশধারী মৃগলণ্ডিক সেই রক্তাক্ত অসি নদীতে ধোয়ার সময় তার মনে এরূপ সংশয় ও অনুশোচনা উদয় হলো যে—"আমার অনেক অলাভই হয়েছে, লাভ নহে; বহু অলব্ধ হয়েছে, সুলব্ধ নহে। আমার দ্বারা অনেক শীলবান, কল্যাণধর্মপরায়ণ ভিক্ষুকে হত্যা করা হয়েছে, আমার বহু অপুণ্য সঞ্চয় হয়েছে।" তখন অন্যতর মিথ্যাদৃষ্টিক মারপক্ষপাতী দেবতা জল হতে উঠে এসে মৃগলণ্ডিককে এরূপ বলল, "সাধু, সাধু, সৎপুরুষ তোমার অনেক লাভ হয়েছে, তোমার বহু সুলব্ধ হয়েছে। তোমার দ্বারা অনেক পুণ্য সঞ্চিত হয়েছে, কারণ তুমি অতীর্ণদেরকে তীরে পার করে দিয়েছ, দুঃখ হতে নিষ্কৃতি দিয়েছ।"

অতঃপর মৃগলণ্ডিক "আমার নাকি অনেক সুলাভ হয়েছে, আমার নাকি বহু পুণ্য সঞ্চয় হয়েছে, আমি অনেককে মুক্ত করে দিয়েছি, অতীর্ণদেরকে তীরে পার করে দিয়েছি।" এরূপ ভেবে সে তার সংশয় ও অনুশোচনা দূরীভূত করে সেই তীক্ষ্ণ অসি নিয়ে বিহার হতে বিহারে; পরিবেণ হতে পরিবেণে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলতে লাগল : "কে মুক্তি চাই; কে পার হতে চাই? আমি তাকে মুক্তি দেব; পার করে দেব।" তখন সেস্থানে যে সকল

ভিক্ষু অবীতরাগী, তৃষ্ণাযুক্ত ছিলেন, তারা মৃগলণ্ডিকের কথা শুনে ভয়ে, ত্রাসে ভীত, শঙ্কিত হয়ে রোমাঞ্চিত হলেন। আর যাঁরা বীতরাগী, তৃষ্ণামুক্ত ছিলেন, তাঁরা বিন্দুমাত্রও ভয়, ভীত, শঙ্কিত কিংবা রোমাঞ্চিত হলেন না। অতঃপর শ্রমণবেশধারী মৃগলণ্ডিক এক দিনে একজন ভিক্ষুকে হত্যা করতে লাগল, আর একদিন দুইজন ভিক্ষুকে হত্যা করতে লাগল, এরূপে সে তিনজন, চারজন, পাঁচজন, দশজন, বিশজন, ত্রিশজন, চল্লিশজন, পঞ্চাশজন, এমনকি ষাটজন পর্যন্ত ভিক্ষু নির্দ্বিধায় হত্যা করেছে। ভন্তে, এ কারণে অনেক ভিক্ষু কমে গেছে।"

"ভন্তে, উত্তম হবে যদি ভগবান কর্তৃক অন্য কোনো উপায়ে ভিক্ষুসংঘকে শিক্ষা দেওয়া যায় কিংবা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।" "তাহলে আনন্দ, বৈশালীকে আশ্রয় করে যে সকল ভিক্ষু অবস্থান করতেছে তাদেরকে ধর্মশালায় সমবেত হওয়ার জন্য আহ্বান কর।" "হ্যাঁ ভন্তে" বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর দিয়ে বৈশালীর সকল ভিক্ষুকে ধর্মশালায় সমবেত করে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে এরূপ নিবেদন করলেন, "ভন্তে, সকল ভিক্ষুসংঘ সমবেত হয়েছে; এখন ভগবান যা সময় মনে করেন।"

১৬৫. অতঃপর ভগবান ধর্মশালায় উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট ভগবান ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই আনাপানস্মৃতি সমাধি চিত্তে ভাবিত[1], বহুলীকৃত[2], প্রণীত হলে পবিত্রতা, সুখ ও নির্মল চিত্ত নিয়ে অবস্থানের জন্য সহায়তা করে। উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ, অকুশল ধর্ম এক নিমিষে অন্তর্ধানের জন্যে এবং মনের সকল প্রকার প্রশান্তি আনয়নের জন্য সহায়তা করে থাকে। যেমন : ভিক্ষুগণ, গ্রীষ্মের শেষ মাসে মহা অকাল মেঘ উঠে অপবিত্র, অশুচি ময়লা, আবর্জনা এক নিমিষে নিয়ে গিয়ে পবিত্র করে, পরিষ্কার করে; তদ্রুপ ভিক্ষুগণ, এই আনাপানস্মৃতি, সমাধি ভাবিত হলে, বহুলীকৃত হলে শান্ত, প্রণীত, পবিত্র, সুখে অবস্থানের সহায়তা করে। উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম এক নিমিষে তিরোধানের জন্য এবং মনের সকল প্রকার প্রশান্তি আনয়নের জন্যে খুবই উপযোগী।"

"হে ভিক্ষুগণ, কীরূপে আনাপানস্মৃতি, সমাধি ভাবিত, বহুলীকৃত হলে

---

[1]. ভাবিত—চিত্তে সমাধি উৎপন্ন হওয়া, বর্ধিত হওয়া।

[2]. বহুলীকৃত—চিত্তে পুনঃপুন সমাধি অভ্যাস করা।

শান্ত, প্রণীত, পবিত্রতা ও সুখে অবস্থানের জন্য সহায়তা করে? আর কীরূপে ভাবিত, বহুলীকৃত হলে উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্ম এক নিমিষে তিরোধান হয় ও চিত্তের সকল প্রকার প্রশান্তি আনয়নে সহায়তা করে?”

“হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু অরণ্য, বৃক্ষমূল, অথবা কোনো নির্জন গৃহে গিয়ে পদ্মাসনে উপবেশন করে দেহকে সোজাভাবে রেখে নির্বাণ-অভিমুখী হয়ে স্মৃতি উপস্থাপন করে। সেই অবস্থায় সেই ভিক্ষু স্মৃতিমান হয়ে আশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করে; সে দীর্ঘ আশ্বাস গ্রহণ করলে বিশেষরূপে জানে যে, সে দীর্ঘ-আশ্বাস গ্রহণ করছে; দীর্ঘ-আশ্বাস ত্যাগ করলে সে বিশেষরূপে জানে যে, সে দীর্ঘ-আশ্বাস ত্যাগ করছে। সে হ্রস্ব প্রশ্বাস গ্রহণ করলে বিশেষরূপে জানে যে, সে হ্রস্ব প্রশ্বাস গ্রহণ করছে; হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগ করলে সে বিশেষরূপে জানে যে, সে হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগ করছে। এরূপে সেই ভিক্ষু, সর্বকায়ে স্পন্দন অনুভূতি হয় মতো সেরূপ আশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস পরিত্যাগ করতে শিক্ষা করে, কায়িক ক্রিয়ায় প্রশান্তি অনুভূতি হয় মতো সেরূপ আশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস পরিত্যাগ করতে শিক্ষা করে। এভাবে সেই ভিক্ষু চিত্তে প্রীতি অনুভূতি হয় মতো সেরূপ আশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করতে শিক্ষা করে। এরূপে সেই ভিক্ষু চিত্তে সংস্কারানুভূতি হয় মতো সেরূপ আশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করতে শিক্ষা করে। চিত্তে সংস্কারানুভূতি পরিহার করে প্রশান্তি আনয়নের জন্য সে আশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস পরিত্যাগ করতে শিক্ষা করে। চিত্ত আছে এরূপ অনুভূতি হওয়ার জন্য সে আশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস পরিত্যাগ করতে শিক্ষা করে। এরূপে সেই ভিক্ষু চিত্তে উৎফুল্ল আনয়নের জন্য আশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করতে শিক্ষা করে। চিত্তে একাগ্রতা আনয়নের জন্য সে আশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করতে শিক্ষা করে। চিত্তকে বন্ধন হতে মুক্ত করার জন্য সে আশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস পরিত্যাগ করতে শিক্ষা করে। এরূপে সেই ভিক্ষু অনিত্যানুদর্শী হয়ে আশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করতে শিক্ষা করে। বিরাগানুদর্শী হয়ে আশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করতে শিক্ষা করে। নিরোধানুদর্শী হয়ে আশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করতে শিক্ষা করে। এরূপে সেই ভিক্ষু সকল প্রকার অকুশল পরিত্যাগানুদর্শী হয়ে আশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করতে শিক্ষা করে।

হে ভিক্ষুগণ, এরূপে আনাপানস্মৃতি, সমাধি ভাবিত, বহুলীকৃত হলে চিত্ত শান্ত, প্রণীত, পবিত্র হয় ও সুখে অবস্থানের জন্য উপযোগী হয়। উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ, অকুশলধর্ম এক নিমিষে তিরোধান হয় এবং মনে প্রশান্তি আসে।”

১৬৬. অতঃপর ভগবান এই নিদানে, এই কারণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যই কি হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা নিজে নিজে আত্মহত্যা করছে; পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করছে? উচ্ছিষ্ট ভোজী শ্রমণবেশধারী মৃগলণ্ডিকের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলতেছে : "আবুসো, আমরা তোমাকে পাত্র-চীবর দিব, যদি তুমি আমাদেরকে হত্যা কর।"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

ভগবান বুদ্ধ ইহা বড়ই গর্হিত বলে সেই ভিক্ষুদেরকে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, ইহা তাদের পক্ষে অত্যন্ত অনুপযুক্ত, অবিধেয়, অশোভনীয়, অগ্রহণযোগ্য, অশ্রমণোচিত এবং অকরণীয় কার্য হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ, কেন সেই ভিক্ষুরা নিজে নিজে আত্মহত্যা করেছে, পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করেছে? এবং কেনই বা শ্রমণবেশধারী মৃগলণ্ডিককে পাত্র-চীবরের লোভ দেখিয়ে এরূপ বলছে : 'আবুসো, আমরা তোমাকে পাত্র-চীবর দিব, যদি তুমি আমাদেরকে হত্যা কর' তাদের এ কার্যে অশ্রদ্ধাবানদের মধ্যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন কিংবা শ্রদ্ধাবানদের মধ্যে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে পারবে না, বরঞ্চ ইহা অশ্রদ্ধাবানদের মধ্যে অধিক অশ্রদ্ধা উৎপন্ন এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মধ্যে অন্যথাভাব সৃষ্টি করবে।"

হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্য এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

১৬৭. "যদি কোনো ভিক্ষু সজ্ঞানে মনুষ্যদেহ হতে মনুষ্যপ্রাণ বিচ্ছিন্ন করে বা নরহত্যা করে এবং যদি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রাদি দ্বারা মারার উপায়াবলম্বন করে, তাহলে সেই ভিক্ষু ভিক্ষুজীবন হতে চ্যুত হবে এবং সংঘের সহিত একত্রে বসাবাসের অযোগ্য হবে।"

১৬৮. সে সময়ে অন্যতর উপাসক অসুস্থ ছিলেন। তার স্ত্রী দেখতে অভিরূপা, দর্শনীয়া ও মনহারিনী ছিল। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সেই স্ত্রীর প্রতি আসক্তিপরায়ণ হলো। অতঃপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা এরূপ চিন্তা করে পরামর্শ করল যে—"আবুসোগণ, যদি সেই উপাসক জীবিত থাকে, তাহলে আমরা সেই স্ত্রীকে লাভ করতে পারবো না। আবুসোগণ, শুনুন, এখন আমরা সেই উপাসককে মৃত্যু বর্ণনা কিংবা মৃত্যুর জন্য প্রশংসা করব।" এরূপ পরামর্শ করে সেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ যেখানে সেই উপাসক সেখানে উপস্থিত হয়ে উক্ত উপাসককে এরূপ বলতে লাগল—"হে উপাসক, আপনি কতই ধার্মিক, পুণ্যবান, শীলবান, নিষ্পাপ, পরম দয়ালু ও সৌভাগ্যবান যে, আপনার দ্বারা কল্যাণময় কার্যই করা হয়েছে, কখনও পাপময়, অকল্যাণময় কার্য করা হয় নাই। কিন্তু, হে উপাসক, কী প্রয়োজন রোগগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত এই জীবন নিয়ে

বেঁচে থাকার? তার চেয়ে এই দুঃখময় জীবনে বেঁচে না থেকে মৃত্যুই শ্রেয় বলে আমরা মনে করি। অধিকন্তু আপনি এখান হতে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি ভূমি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবেন। সেখানে আপনি দিব্য পঞ্চকামগুণের দ্বারা পরিচালিত হবেন। দিব্য পঞ্চকামগুণ লাভে সমর্থ হবেন, অধিকারী হবেন।”

১৬৯. অনন্তর সেই উপাসক এরূপ চিন্তা করতে লাগলেন, “আর্যগণ সত্যই বলেছেন। আমি কতই ধার্মিক, শীলবান, পুণ্যবান, নিষ্পাপ পরম দয়ালু ও সৌভাগ্যবান যে, আমার দ্বারা শুধু পুণ্যময় কর্মই সম্পাদন করা হয়েছে; কখনও পাপময় কর্ম সম্পাদন করা হয় নাই। আমার কী প্রয়োজন রোগগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, তুচ্ছ এ জীবনে বেঁচে থাকার? এই দুঃখময় জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। আমি এখান হতে দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি ভূমি স্বর্গলোকে জন্ম হব। সেখানে আমি দিব্য পঞ্চকামগুণের দ্বারা পরিচালিত হব, সমর্থিত ও অধিকারী হব।” সেই উপাসক এরূপ চিন্তা করে অনিষ্টকর আহার ভোজন করলেন, অনিষ্টকর খাদ্য গ্রহণ করলেন, অনিষ্টকর উপভোগ্য দ্রব্য উপভোগ করলেন, অনিষ্টকর পানীয় পান করলেন। এতে করে উক্ত উপাসক সেই অনিষ্টকর আহার ভোজন করে, অনিষ্টকর খাদ্য গ্রহণ করে, অনিষ্টকর ভোগদ্রব্য উপভোগ করে, অনিষ্টকর পানীয় পান করে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলেন। উক্ত উপাসকের মৃত্যু হওয়ায় তার স্ত্রী এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন যে—“এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ লজ্জাহীন, দুঃশীল, মিথ্যাবাদী। আমরা এদেরকে ধর্মচারী, শান্তচারী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান, কল্যাণধর্মপরায়ণ বলে জান্‌তাম, এখন দেখছি এদের শ্রমণত্ব নাই, ব্রহ্মচর্য নাই; এদের শ্রমণত্ব নষ্ট, এদের ব্রহ্মচর্য নষ্ট; কোথায় এদের শ্রমণত্ব, কোথায় এদের ব্রহ্মচর্য? নিপাত যাক এদের শ্রমণত্ব, নিপাত যাক এদের ব্রহ্মচর্য। এরাই আমার স্বামীকে মৃত্যু বর্ণনা করেছে, মৃত্যুর জন্য প্রশংসা করেছে; আমার স্বামীকে এরাই মেরেছে।”

তখন এ বিষয়ে অন্যান্য জনগণ জানতে পেরে তারাও নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমনগণ লজ্জাহীন, দুঃশীল, মিথ্যাবাদী। আমরা তো এদেরকে ধর্মচারী, শান্তচারী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান, কল্যাণবাদী, ধর্মপরায়ণ বলে জানতাম। এখন দেখছি এদের শ্রমণত্ব নাই, ব্রহ্মচর্য নাই, এদের শ্রমণত্ব নষ্ট, এদের ব্রহ্মচর্য নষ্ট; কোথায় এদের শ্রমণত্ব, কোথায় এদের ব্রহ্মচর্য? নিপাত যাক এদের

ব্রহ্মচর্য। এরাই সেই উপাসককে মৃত্যু বর্ণনা করেছে, নিপাত যাক এদের শ্রমণত্ব; এদের দ্বারাই সেই উপাসক মরেছে।"

ভিক্ষুগণ সেই জনগণের আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ শুনলেন। যে সব ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, লজ্জাশীল, সন্তুষ্টিপরায়ণ, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী, তাঁরাও এ ব্যাপারে জানতে পেরে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগলেন যে—'ইহা কেমন হীন আচরণ যে, ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উপাসককে মরণ বর্ণনা করেছে কিংবা মরণের জন্য প্রশংসা করেছে?"

১৭০. অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে বহু প্রকারে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলেন, ভগবান সকল ভিক্ষুকে একস্থানে সমবেত করায়ে সেই ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্যই কি ভিক্ষুগণ, তোমরা সেই উপাসককে মৃত্যু বর্ণনা বা মৃত্যু প্রশংসা করেছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।"

তখন ভগবান বললেন, "তোমাদের পক্ষে ইহা নিতান্ত অন্যায়, অনুপযুক্ত, অননুরূপ, অশোভনীয়, অগ্রহণযোগ্য, অশ্রমণোচিত এবং অকরণীয় কার্য হয়েছে।"

"হে মোঘপুরুষগণ, কেন তোমরা সেই উপাসককে মৃত্যু বর্ণনা কিংবা মৃত্যু প্রশংসা করেছ? তোমাদের এই আচরণে শ্রদ্ধাহীনদের মধ্যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন কিংবা শ্রদ্ধাবানদের মধ্যে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে পারে না। অধিকন্তু শ্রদ্ধাহীনদের মধ্যে অধিক অশ্রদ্ধা উৎপন্ন এবং কিছু কিছু শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মনে অন্যথাভাব আনয়ন করবে।"

'হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের জন্য এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

১৭১. "যো পন ভিকখু সঞ্চিচ্চ মনুস্সৰিগ্গহং জীৰিতা ৰোরোপেয্য সত্থহারকং ৰাস্স পরিযেসেয্য মরণৰণ্ণং ৰা সংৰণ্ণেয্য মরণায ৰা সমাদপেয্য—'অম্ভো পুরিস, কিং তুযিহমিনা পাপকেন দুজ্জীৰিতেন, মতং তে জীৰিতা সেয্যো'তি, ইতি চিত্তমনো চিত্তসঙ্কপ্পো অনেকপরিযাযেন মরণৰণ্ণং ৰা সংৰণ্ণেয্য, মরণায ৰা সমাদপেয্য, অযম্পি পারাজিকো হোতি অসংৰাসো''তি।

অনুবাদ : "যদি কোনো ভিক্ষু সজ্ঞানে মনুষ্যদেহ হতে মনুষ্যজীবন বিচ্ছিন্ন করে বা নরনারীর মধ্যে যেকোনোটি হত্যা করে এবং অসি, পাথর, মুগুর, দড়ি ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা মারার জন্য উপায়াবলম্বন করে, মৃত্যুর সুফল বর্ণনা বা মৃত্যুর জন্য প্রশংসা করে অথবা মারার জন্য এরূপ বলে যে, 'হে পুরুষ, তোমার কী প্রয়োজন এই পাপময়, দুঃখময় জীবনে বেঁচে

থাকার? বরং মৃত্যুই তোমার শ্রেয়' এরূপে মনচিত্তে সংকল্প করে অনেক প্রকারে মৃত্যুফল বর্ণনা কিংবা মৃত্যুর জন্য প্রশংসা করে, যদি সেরূপ ফল বর্ণনায় বা প্রশংসায় সেই ব্যক্তি মরে; তাহলে উক্ত ভিক্ষু ভিক্ষুত্ব জীবন হতে চ্যুত হয় এবং ভিক্ষুসংঘের সহিত একত্রে বসাবাসের অযোগ্য হয়।"

১৭২. **'যো পনাতি'** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

'ভিক্খূতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

'সঞ্চিচ্চাতি' অর্থে জেনেশুনে, জ্ঞাতসারে, স্বেচ্ছায় নীতি-নিয়ম ভঙ্গ করে পাপকর্ম সম্পাদন করা।

'মনুস্‌সবিগ্গহো' বলতে যখন হতে মাতৃকুক্ষিতে প্রথম চিত্ত উৎপন্ন, প্রথম বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যাবৎ মরণকাল পর্যন্ত মরণকে বুঝায়।

'জীবিতা বোরোপেয্যাতি' বলতে জীবন (প্রাণ) বা জীবনীশক্তি নাশ করা, বধ করা এবং কুল ধ্বংস করা অর্থে বুঝায়।

'সত্থহারকং বাস্‌স পরিযেসেয্যাতি' অর্থে অসি, বল্লম, তীর, মুগুর, পাথর, শেল, বিষ, রজ্জু ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্রকে বুঝায়।

'মরণবন্ন বা সংবন্নেয্যাতি' বলতে জীবিতাবস্থায় বিবিধ দুঃখ, দুর্দশা, দেহে উৎপন্ন রোগাদি দর্শন করে মরণের বর্ণনা বা প্রশংসা করা।

'মরণায বা সমাদপেয্যাতি' অর্থে যেকোনো অস্ত্র বা রজ্জু দ্বারা কিংবা বিষপান করায়ে হত্যা করা।

'কিং তুয্হিমিনা পাপকেন দুজ্জীবিতেনাতি' বলতে পাপীর জীবনে যেমন দুঃখ আসে অনুরূপভাবে ঐশ্বর্যশালী, দরিদ্র পীড়িত, হীনতর, ধনশালী, ধনহীন, দেবতা এবং মনুষ্যদের জীবনেও দুঃখ আসে অর্থাৎ দুঃখময়, পাপময় জীবনে পতিত হতে হয়।

'দুজ্জীবিতং' অর্থে হস্তছিন্ন, পাদছিন্ন, হস্তপাদছিন্ন, কর্ণছিন্ন, নাসাছিন্ন, কর্ণনাসাছিন্ন এরূপ পাপময়, দুঃখময় জীবনে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।

'ইতি চিত্তমনোতি' বলতে যে চিত্ত সে মন, যে মন সে চিত্ত।

'চিত্তসঙ্কপ্পোতি' অর্থে মরণধারণায়, মরণচেতনা, মরণাভিপ্রায়কে বুঝায়।

'অনেকপরিযাসেনাতি' অর্থ অনেক প্রকারে, বিবিধ উপায়ে।

'মরণবন্ন বা সংবন্নেয্যাতি, বলতে জীবিতাবস্থায় আদীনব বা উপদ্রব দর্শন করায়ে আপনি এখান হতে কালগত হয়ে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি

স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবেন। তথায় দিব্য পঞ্চকামগুণের দ্বারা সমর্থিত, রমিত ও পরিচালিত হবেন, এরূপে মৃত্যুর বর্ণনা বা প্রশংসা করা।

'মরণায বা সমাদপেয্যাতি' বলতে গভীর গর্তে বা গভীর নিম্নভূমিতে বা প্রপাতে ফেলে দিয়ে, অস্ত্র দ্বারা বা বিষ পান করায়ে বা দড়ি দ্বারা ফাঁসি দিয়ে হত্যা করাকে বুঝায়।

'অযম্পীতি' অর্থে পূর্বাকারে বর্ণিত বুঝায়।

'পারাজিকো হোতীতি' অর্থে দ্বিধা খণ্ডিত প্রস্তরখণ্ড পুনরায় জোড়া নেওয়া যেমন অসম্ভব; তদ্রুপ যদি কোনো ভিক্ষু সজ্ঞানে মানুষ হত্যা করে তাহলে সে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্র হয় এবং ভিক্ষুত্ব জীবন হতে চ্যুত হয়।

'অসংবাসোতি' অর্থে সংবাস বলতে একই বিনয়কর্ম, একই উদ্দেশ, সমশিক্ষা প্রাপ্তিকে বুঝায়। 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত ভিক্ষু প্রকৃতস্থ (অপারাজিকা ভিক্ষু) ভিক্ষুদের যে সকল ধর্মবিনয়কর্ম রয়েছে, সেগুলো প্রকৃতস্থ ভিক্ষুদের সহিত একত্রে করতে পারবে না বলে 'অসংবাসো' বলা হয়েছে।

১৭৩. ১. স্বয়ং নিজে, ২. নিজে উপস্থিত থেকে, ৩. দূতের মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়ে, ৪. দূতপরম্পরা, ৫. সঙ্কেত দ্বারা দূত পাঠিয়ে, ৬. দূত গিয়ে এবং পুনঃ ফিরে এসে, ৭. সম্মুখে অসম্মুখে ধারণায়, ৮. অসম্মুখে সম্মুখে ধারণায়, ৯. সম্মুখে সম্মুখে ধারণায়, ১০. অসম্মুখে অসম্মুখে ধারণায়, ১১. কায়ের দ্বারা বর্ণনা করে, ১২. বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করে, ১৩. কায়-বাক্য দ্বারা বর্ণনা করে, ১৪. দূতের দ্বারা বর্ণনা করে, ১৫. লেখার মাধ্যমে বর্ণনা করে, ১৬. গর্তে ফেলে, ১৭. মঞ্চ, আসনাদির সাহায্যে, ১৮. গোপনে ফাঁদ স্থাপন করে, ১৯. ভৈষজ্য প্রয়োগে, ২০. রূপ প্রবঞ্চনা, ২১. শব্দ প্রবঞ্চনা, ২২. গন্ধ প্রবঞ্চনা, ২৩. রস প্রবঞ্চনা, ২৪. স্পষ্টব্য প্রবঞ্চনা, ২৫. ধর্ম প্রবঞ্চনা, ২৬. ব্যাখ্যা দ্বারা, ২৭. অনুশাসন, ২৮. সংকেত কর্ম এবং ২৯. নিমিত্তকর্ম।

১৭৪. **'সামন্তি বা স্বয়ং নিজে'** অর্থে স্বীয় কায় দ্বারা বা কায়সংলগ্ন কোনো বস্তু কিংবা অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রস্তরাদি দ্বারা হত্যা করা।

'অধিট্‌ঠাযাতি বা নিজে উপস্থিত থেকে' অর্থে স্বয়ং নিকটে উপস্থিত থেকে, 'এরূপে বিদ্ধ কর, এরূপে প্রহার কর, এরূপে আঘাত কর' নির্দেশ দেওয়াকে বুঝায়।

১. ভিক্ষু ভিক্ষুকে 'এই নামীয় ব্যক্তিকে হত্যা কর' বলে আদেশ দিলে 'দুক্কট'। সে সেই আদেশে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করলে উভয়ের 'পারাজিকা' অপরাধ হয়।

২. ভিক্ষু ভিক্ষুকে 'অমুক নামীয় ব্যক্তিকে হত্যা কর' এরূপ নির্দেশ করলে 'দুক্কট'। সে সেই নির্দেশে অন্য একজনকে হত্যা করলে নির্দেশদানকারীর অনাপত্তি কিন্তু হত্যাকারীর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৩. ভিক্ষু ভিক্ষুকে 'এই নামীয় ব্যক্তিকে হত্যা কর' বলে নির্দেশ দিলে 'দুক্কট'। আদিষ্ট ভিক্ষু অন্যধারণায় সেই ব্যক্তিকে হত্যা করলে উভয়ের 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৪. ভিক্ষু ভিক্ষুকে 'অমুককে হত্যা কর' বলে নির্দেশ দিলে নির্দেশকারীর 'দুক্কট'। আদিষ্ট ভিক্ষু অন্য ধারণায় অন্য একজনকে হত্যা করলে নির্দেশদানকারীর অনাপত্তি কিন্তু হত্যাকারীর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৫. যদি ভিক্ষু ভিক্ষুকে এরূপ আদেশ দিয়ে বলে যে, 'অমুক নামীয় ভিক্ষু অমুক ভিক্ষুকে এরূপ বলুক যে, অমুককে এই উপায়ে হত্যা করুক' এরূপ নির্দেশ দিলে, নির্দেশদানকারীর 'দুক্কট' অপরাধ। আদিষ্ট ভিক্ষু অন্যকে সেই বিষয়ে প্রকাশ করলে নির্দেশদানকারীর 'দুক্কট'। হত্যাকারী সেই খবর গ্রহণ করলে নির্দেশদানকারীর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। হত্যাকারী উক্ত ব্যক্তিকে (নির্দেশিত ব্যক্তিকে) হত্যা করলে সকলের 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৬. যদি ভিক্ষু ভিক্ষুকে এরূপ আদেশ দিয়ে বলে যে, 'অমুক ভিক্ষু অমুক ভিক্ষুকে এরূপ বলুক যে, অমুককে এরূপে হত্যা করুক' এ বলে নির্দেশ দিলে, নির্দেশদানকারীর 'দুক্কট'। আদিষ্ট ভিক্ষু অপরকে এ বিষয়ে আদেশ করলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট'। যদি হত্যাকারী সেই আদেশ গ্রহণ করে, তাহলে নির্দেশদানকারীর 'দুক্কট' আপত্তি। আর যদি হত্যাকারী নির্দেশিত ব্যক্তিকে বধ করে, তাহলে আদেশদানকারীর অনাপত্তি কিন্তু ঘোষকের ও বধকারী উভয়ের 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৭. যদি ভিক্ষু ভিক্ষুকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে বলে যে—অমুককে এই উপায়ে বধ কর' এভাবে নির্দেশ দিলে, নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়। আদিষ্ট ভিক্ষু হত্যা করতে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বলে—'সেই ব্যক্তিকে হত্যা করতে আমি সক্ষম নই।' যদি নির্দেশদানকারী পুনরায় নির্দেশ দেয় যে—'যখন সক্ষম হবে, তখন হত্যা করবে' এরূপে নির্দেশ দিলেও নির্দেশদানকারীর 'দুক্কট' অপরাধ হয়। আর যদি আদিষ্ট ভিক্ষু কায়ের দ্বারা বর্ণনা করে নির্দেশিত ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে উভয়ের 'পারাজিকা' অপরাধ হয়।

৮. যদি ভিক্ষু ভিক্ষুকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—'অমুককে হত্যা কর' তাহলে নির্দেশদানকারীর 'দুক্কট' আপত্তি হয়। নির্দেশদানকারী নির্দেশ

দেওয়ার পর অনুশোচনা উৎপন্ন হয়ে বলে যে, 'হত্যা কর না'। যদি আদিষ্ট ভিক্ষু নির্দেশদানকারীর নির্দেশ না শুনে উক্ত ব্যক্তিতে হত্যা করে, তাহলে উভয়ের 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

৯. যদি ভিক্ষু ভিক্ষুকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে বলে যে, 'এই নামীয় ব্যক্তিকে হত্যা কর' তাহলে আদেশদানকারীর 'দুক্কট' আপত্তি হয়। আদেশ দেয়ার পর যদি আদেশদানকারীর মনে অনুশোচনা উৎপন্ন হয়ে বলে যে, 'হত্যা কর না'। আদিষ্ট ভিক্ষু তা শুনে 'আমি আপনার দ্বারা আদিষ্ট হয়েছি' এ বলে নির্দেশিত ব্যক্তিকে হত্যা করলে আদেশদানকারীর অনাপত্তি কিন্তু হত্যাকারীর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

১০. যদি ভিক্ষু ভিক্ষুকে এরূপ আদেশ দিয়ে বলে যে, 'অমুককে হত্যা কর' তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়। আদেশদানকারী আদেশ দেয়ার পর অনুশোচনা উৎপন্ন হয়ে আদিষ্ট ভিক্ষুকে বলে যে, 'হত্যা কর না'। আদিষ্ট ভিক্ষু ইহা শুনে বলে যে, 'ঠিক আছে ভন্তে, হত্যা করব না'। তাহলে উভয় ভিক্ষুর অনাপত্তি।

১৭৫. সম্মুখে অসম্মুখে ধারণায়—'বেশ বেশ, অমুকের মৃত্যু হয়েছে' এরূপে প্রশংসা করলে প্রশংসাকারীর 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অসম্মুখে সম্মুখে ধারণায়—'বেশ বেশ, অমুকের মৃত্যু হয়েছে' এরূপে প্রশংসা করলে প্রশংসাকারীর 'দুক্কট' আপত্তি হয়। সম্মুখে সম্মুখে ধারণায়—'বেশ বেশ, অমুকের মৃত্যু হয়েছে' এরূপ প্রশংসা করলে প্রশংসাকারীর 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অসম্মুখে অসম্মুখে ধারণায়—'বেশ বেশ, অমুকের মৃত্যু হয়েছে' এরূপ প্রশংসা করলে প্রশংসাকারীর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

'কাযেন সংবন্নেতি বা কায়ের দ্বারা বর্ণনা করে' বলতে "যে এরূপে মরবে, সে ধন-যশ লাভ করবে কিংবা স্বর্গে যেতে পারবে" কায়ের দ্বারা এরূপ ভাবান্তর করলে ভাবান্তরকারীর 'দুক্কট' আপত্তি হয়। তার সেরূপ বর্ণনায় উক্ত ব্যাক্তি বলে যে, 'আমি মরব'। যদি এরূপ দুঃখাদি বেদনা উৎপন্ন করে, তাহলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর সেই বর্ণনায় মরলে, 'পারাজিকা' অপরাধ হয়।

'বাচায সংবন্নেতি বা বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করে' বলতে 'যে এরূপে মরবে, সে ধন-যশ লাভ করবে কিংবা স্বর্গে যেতে পারবে' এরূপে বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করলে বর্ণনাকারীর 'দুক্কট' আপত্তি হয়। তার সেরূপ বর্ণনায় উক্ত ব্যক্তি বলে যে, 'আমি মরব'। যদি এরূপ দুঃখাদি বেদনা উৎপন্ন করে, তাহলে 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হয়। সেই বর্ণনায় মরলে, 'পারাজিকা' আপত্তি

হয়।

‘কাযেন বাচায সংবন্নেতি বা কায়-বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করে’ বলতে ‘যে এরূপে মরবে, সে ধন-যশ লাভ করবে কিংবা স্বর্গে যেতে পারবে’ এরূপ কায়-বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করলে বর্ণনাকারীর ‘দুক্কট’। তার সেরূপ বর্ণনায় উক্ত ব্যক্তি বলে যে, ‘আমি মরব’। যদি এরূপ দুঃখাদি বেদনা উৎপন্ন করে, তাহলে বর্ণনাকারীর ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়। আর সেই বর্ণনায় মরলে, ‘পারাজিকা’ অপরাধ হয়।

‘দূতেন সংবন্নেতি বা দূতের দ্বারা বর্ণরা করে’ বলতে ‘যে এ উপায়ে মরবে, সে ধন-যশ লাভ করবে কিংবা স্বর্গে উৎপন্ন হতে পারবে’ এরূপে দূতের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করলে প্রেরণকারীর ‘দুক্কট’। তার সেরূপ সংবাদ শুনে উক্ত ব্যক্তি বলে যে, ‘আমি মরব’। যদি এরূপ দুঃখাদি বেদনা উৎপন্ন করে, তাহলে সংবাদ প্রেরণকারীর ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়। আর সেই বর্ণনায় মরলে, ‘পারাজিকা’ আপত্তি হয়।

১৭৬. **‘লেখায সংবন্নেতি বা লেখার মাধ্যমে বর্ণনা করে’** বলতে ‘যে এরূপে মরবে, সে ধন-যশ বা স্বর্গ লাভ করবে’ এরূপ লিখিত সংবাদ প্রেরণ করলে প্রেরণকারীর অক্ষরে অক্ষরে ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। লেখা দেখে ‘আমি মরব’ এরূপ দুঃখাদি বেদনা সৃষ্টি করলে ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়। আর সেই লেখানুযায়ী মরলে, ‘পারাজিকা’ অপরাধ হয়।

‘ওপাতং বা গর্তে ফেলে’ অর্থে ‘এই গর্তে পড়ে মরুক’ এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষকে মারার জন্য গর্তাদি খনন করলে খননকারীর ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। খনিত গর্তে পড়ে দুঃখাদি পেলে ‘থুল্লচ্চয়’। আর সেই খনিত গর্তে ‘যে কেউ পড়ে মরুক’ এরূপ অনুদ্দেশ্যে গর্তাদি খনন করলে খননকারীর ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। সেই খনিত গর্তে মানুষ পড়লেও ‘দুক্কট’। মানুষ পড়ে দুঃখাদি পেলে ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়। আর মরলে ‘পারাজিকা’ অপরাধ হয়। যক্ষ, ভূত-প্রেত বা তির্যগ্‌জাতীয় প্রাণী সেই খনিত গর্তে পতিত হলে ‘দুক্কট’। গর্তে পতিত হয়ে দুঃখ সৃষ্টি হলে ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। পড়ে মরলে ‘থুল্লচ্চয়’। তির্যগ্‌জাতীয় প্রাণী পশু-পক্ষী খনিত গর্তে পতিত হলে ‘দুক্কট’। পড়ে গিয়ে দুঃখাদি বেদনা পেলে ‘দুক্কট’ এবং সেই গর্তে পড়ে মরলে, ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়।

১৭৭. **‘অপস্‌সেনং বা মঞ্চ, আসনাদি সাহায্যে’** অর্থ মঞ্চে, আসনে, বালিশে বা দিনে বিশ্রামের স্থানে কিংবা বর্ণিত স্থানে উৎপন্ন বৃক্ষাদি লতাতে অথবা চংক্রমন স্থানে অস্ত্র-শস্ত্রাদি স্থাপন করে বা বিষ জাতীয় পদার্থ মেখে

দিয়ে কিংবা অন্যকোনো উপায়ে দুর্বল করে অথবা 'এই গর্তে পড়ে মরুক' এরূপ সংকল্প করে গর্তাদি খনন করে অস্ত্রাদি বিষ ফেলে রাখলে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অস্ত্র বা বিষদ্বারা অথবা গর্তাদিতে ফেলে দিয়ে দুঃখ উৎপন্ন করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। আর বর্ণিত উপায়ে মরলে, 'পারাজিকা' অপরাধ হয়।

'উপনিক্‌খিপনং বা ফাঁদ স্থাপন করে' অর্থে 'ইহার দ্বারা মরবে' এরূপ সংকল্প করে অসি, বল্লম, তীর, মুগুর, পাষাণ, শেল, বিষজাতীয় পদার্থ বা রজ্জু ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্রাদি দ্বারা গোপনে ফাঁদ স্থাপন করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। 'বর্ণিত অস্ত্র-শস্ত্রাদি দ্বারা মারব' এরূপ সংকল্প করে দুঃখাদি বেদনা উৎপন্ন করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর সেই বর্ণিত অস্ত্র-শস্ত্রাদি দ্বারা মরলে, 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

'ভেসজ্জং বা ভৈষজ্য প্রয়োগে' অর্থে 'ইহা খাবায়ে মারব' এরূপ সংকল্প করে ঘৃত, মাখন, তেল, মধু ও গুড়াদিতে বিষ মিশালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়। বর্ণিত ভৈষজ্যাদিগুলো খাবায়ে দুঃখ সৃষ্টি করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর সেই খাদ্য দ্রব্যাদি খেয়ে মরলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

১৭৮. **'রূপূপহারো বা রূপ প্রবঞ্চনা'** বলতে 'এরূপ মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে মরবে' এরূপে মারার জন্য ভয়ানক ভীতিজনক ও বিরূপ মূর্তি স্থাপন করার সংকল্প করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। ঐ মূর্তি দেখে ভয় পেলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর উক্ত মূর্তি দেখে মরলে, 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। 'ইহা দেখে অপ্রাপ্তিতে অস্থি-কঙ্কাল হয়ে মরবে' এরূপে মারার জন্য মনোজ্ঞ, চিত্তাকর্ষক মূর্তি স্থাপন করলেও 'দুক্কট' আপত্তি হয়। উক্তরূপে মূর্তি-আদি দ্বারা অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখ সৃষ্টি করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর সেই উপায়ে মরলে, 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

'সদ্দূপহারো বা শব্দ প্রবঞ্চনা' বলতে 'এরূপে শব্দ শুনে ভয় পেয়ে মরবে' এই উপায়ে মারার জন্য ভয়ানক ভীতিপূর্ণ ও ত্রাসজনক শব্দ প্রয়োগ করার সংকল্প করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। ঐরূপ শব্দ শুনে ভয় পেলে 'থুল্লচ্চয়' আর মরলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। 'এরূপ শব্দ শুনে অপ্রাপ্তিতে অস্তি-কংকাল হয়ে মরবে' এরূপে মারার জন্য মনোজ্ঞ, কর্ণসুখকর ও হৃদয়গ্রাহী শব্দ দ্বারা আকর্ষণ করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। ঐরূপে দুঃখ সৃষ্টি করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। আর ঐরূপে অপ্রাপ্তিতে মরলে, 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

'গন্ধূপহারো বা গন্ধ প্রবঞ্চনা' অর্থে 'এরূপ দুর্গন্ধ পেয়ে ঘৃণায় ও বিরক্তিতে মরবে' এই উপায়ে মারার জন্য অমনোজ্ঞ, ঘৃণিত ও বিরক্তিকর

দুর্গন্ধ ছড়ানোর জন্য সংকল্প করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। ঐরূপ দুর্গন্ধ প্রয়োগ দ্বারা দুঃখাদি বেদনা উৎপন্ন করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। ঐরূপে মরলে, 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। 'এরূপ সুগন্ধ পেয়ে তা অপ্রাপ্তিতে বিবর্ণ, কৃশ হয়ে মরবে' এরূপে মারার জন্য মনোজ্ঞ সুগন্ধ ছড়ানোর সংকল্প করলে 'দুক্কট'। সেরূপ সুগন্ধ প্রয়োগ দ্বারা বিবর্ণ ও কৃশ হয়ে দুঃখ পেলে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর অপ্রাপ্তিতে মরলে, 'পারাজিকা' অপরাধ হয়।

'রসূপহারো বা রস প্রবঞ্চনা' বলতে 'এরূপ অপ্রীতিকর রসের কারণে ঘৃণায় ও বিরক্তিতে মরবে' এই উপায়ে মারার জন্য অমনোজ্ঞ, ঘৃণিত ও বিরক্তিকর রস প্রয়োগ করার সংকল্প করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। সেই অমনোজ্ঞ, ঘৃণিত ও বিরক্তিকর রস প্রয়োগ দ্বারা দুঃখাদি বেদনা সৃষ্টি করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। সেই প্রয়োগে মরলে, 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। 'এরূপ রসাস্বাদ গ্রহণ করে তা অপ্রাপ্তিতে জীর্ণ, কৃশ হয়ে মরবে' এরূপে মারার জন্য মনোজ্ঞ রস প্রয়োগ করার সংকল্প করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। ঐরূপ রসাস্বাদ অপ্রাপ্তিতে বিবর্ণ, কৃশ হলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর অপ্রাপ্তিতে মরলে, 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

'ফোট্ঠব্বূপহারো ব স্পষ্টব্য প্রবঞ্চনা' বলতে 'এরূপ স্পর্শ দ্বারা মরবে' এভাবে মারার জন্য অমনোজ্ঞ, দুঃখজনক ও তীক্ষ্ণ সংস্পর্শ প্রয়োগ করার জন্য সংকল্প করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। উক্তরূপ স্পর্শ প্রয়োগ দ্বারা দুঃখাদি বেদনা উৎপন্ন করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। ঐরূপ স্পর্শ প্রয়োগ দ্বারা মরলে, 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। 'এরূপ স্পর্শ অপ্রাপ্তিতে বিবর্ণ, কৃশ হয়ে মরবে' এভাবে মারার জন্য মনোজ্ঞ, সুখকর, মৃদু সংস্পর্শ প্রয়োগ করার সংকল্প করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। ঐরূপ সংস্পর্শ প্রয়োগ দ্বারা দুঃখাদি বেদনা উৎপন্ন করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। ঐরূপ সংস্র্পশ প্রয়োগ দ্বারা মরলে, 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

'ধম্মূপহারো বা ধর্ম প্রবঞ্চনা' অর্থে 'এরূপ কথা শুনে ভয় পেয়ে মরবে' ইহা সংকল্প করে নারকীয়দের নরক বর্ণনা করলে 'দুক্কট' আপত্তি। সেরূপ কথা শুনে ভয় পেলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর উক্তরূপ কথা শুনে মরলে, 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। 'এরূপ কথা শুনে ব্যগ্রচিত্ত হয়ে মরবে' ইহা সংকল্প করে স্বর্গবাসীর স্বর্গ কথা বললে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়। সেরূপ কথা শুনে ব্যগ্রচিত্ত হয়ে 'আমি মরব' এরূপ সংকল্পবদ্ধ হয়ে দুঃখ পেলে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। আর ঐরূপ বর্ণনায় মরলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

১৭৯. **'আচিক্খনা বা ব্যাখ্যা দ্বারা'** বলতে 'এই উপায়ে মর'। যে এরূপে

মরে সে ধন-যশ লাভ করে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে উৎপন্ন হয়। এরূপ ব্যাখ্যা করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। সেরূপ বর্ণনায় 'আমি মরব' এরূপ সংকল্পবদ্ধ হয়ে দুঃখাদি যন্ত্রণা পেলে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর সেই বর্ণনায় মরলে, 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

'অনুসাসনী বা অনুশাসন' বলতে 'এই উপায়ে মর'। যে এরূপে মরে সে ধন-যশ লাভ করে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে উৎপন্ন হয়। এরূপ অনুশাসন করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। সেরূপ অনুশাসনে 'আমি মরব' এরূপ সংকল্পবদ্ধ হয়ে দুঃখাদি যন্ত্রণা পেলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর সেরূপ অনুশাসন দ্বারা মরলে, 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

'সঙ্কেতকম্মং' বলতে 'সকালে বা সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে কিংবা দিনে এই চারি সময়ের মধ্যে যখনই পার তখনই হত্যা করবে' এরূপ সংকেত করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। আর সেই সংকেতানুযায়ী হত্যা করলে উভয়ের 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর সেই সংকেতের পূর্বে বা পরে হত্যা করলে আদেশদানকারীর অনাপত্তি কিন্তু হত্যাকারী 'পারাজিকা' আপত্তি হয়।

'নিমিত্তকম্মং' বলতে চক্ষু-আদি শিরদ্বারা ইশারা করে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দিলে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়। আর সেই ইশারায় হত্যা করলে উভয়ের 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। যদি ইশারা করার পূর্বে বা পরে হত্যা করে, তাহলে নির্দেশদানকারীর অনাপত্তি কিন্তু হত্যাকারীর 'পারাজিকা' অপরাধ হয়।

অনাপত্তি : অজ্ঞানাবস্থায় হত্যা করলে মনুষ্যজাতি না জেনে হত্যা করলে মারার চিত্ত না থাকলে, উন্মাদাবস্থায় হত্যা করলে এবং আদিকর্মিক হলে।

['মনুষ্য-হত্যা' প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত]

বিনীত বত্থু-উদান গাথা

সংবর্ণনায়, উপবেশনে, মুষল আর উদুখলে,
বৃদ্ধ প্রব্রজিত, নিঃসারিত, পূর্বে পরীক্ষামূলক বিষে।
তিন বাস্তুকর্মে, অতঃপর তিন ইষ্টকে,
বাটালী, বীম, উন্নত মঞ্চ, অবতরণ, পতনে।
সিদ্ধ, নাকের চিকিৎসা, ঘর্ষণে, স্নানে, তেলে,
গাত্রোত্থান, শয়ন, অন্ন-পানীয়হেতু মৃত্যুতে।
জারগর্ভ, সপত্নী, মাতা ও পুত্র, উভয়ের প্রাণ হননে,
মৃত্যু বা মর্দন কোনোটি নয়, দগ্ধকারী, বন্ধ্যা, বন্ধ্যাহীনে।

কনুয়ের মৃদু গুঁতা, নিগ্রহ, যক্ষ, অপর হিংস্র যক্ষ প্রেরণে,
সেরূপ মনে করে নিক্ষেপিল, স্বর্গ আর নিরয়ের বর্ণনে।
তিন বৃক্ষ আলবীতে, অপর তিন অগ্নিতে,
না থাকে দুঃখ তোমাদের, দধি আর অম্ল কাঞ্জি পানে।

বিনীত বত্থু

১৮০. ১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষুর দুরারোগ্য ব্যাধি উৎপন্ন হলো। তখন অন্য ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুর প্রতি করুণাবশত মৃত্যুবর্ণনা ও প্রশংসা করলে সেই ভিক্ষু দেহত্যাগ করলেন। এ হেতু সেই ভিক্ষুগণের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছ।"

২. সে সময়ে অন্যতর পিণ্ডচারিক ভিক্ষু আসনে বসার সময় পুরানো বস্ত্র দ্বারা আবৃত বালককে না জেনে হত্যা করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয় নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, না জেনে হত্যা করা-হেতু তোমার অনাপত্তি।"

"হে ভিক্ষুগণ, অবলোকন না করে আসনে উপবেশন করতে পারবে না; যে উপবেশন করবে, তার 'দুক্কট' আপত্তি হবে।

৩. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু ভোজনালয়ে আসন প্রস্তুত করার সময় উত্তোলনকৃত পেষণ দণ্ড হতে একটি পেষণদণ্ড সরাতে গিয়ে অন্যতর বালকের মস্তকে পড়ে আঘাত হলো। ইহাতে বালক কালগত হলে, সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কী চিত্ত নিয়ে তা করেছ?" "ভন্তে আমি তা না জেনে করেছি।" "তাহলে, না জানা-হেতু তোমার অনাপত্তি।"

৪. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু ভোজনালয়ে আসন প্রস্তুত করার সময় উক্ত ভিক্ষুর অজ্ঞাতসারে ঢেঁকির পেষণকৃত দ্রব্য আক্রমণাত্মকভাবে ছুটে এসে অন্যতর বালককে আঘাত করল। ইহাতে সেই বালক কালগত হলো। তখন সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা

জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কী চিত্ত নিয়ে তা করেছ?" "ভন্তে আমি তা না জেনে করেছি।" "তাহলে, না জানা-হেতু তোমার অনাপত্তি।"

৫. সে সময়ে পিতা-পুত্র মিলে ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হলেন। সময় জ্ঞাপনার্থে পুত্র পিতাকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, আপনি গমন করুন; সংঘ আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন" এ বলে পিঠে ধরে বের করে দিল। ইহাতে সেই পিতা ভিক্ষু পড়ে গিয়ে কালগত হলেন। তখন সেই পুত্র ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কোন চিত্ত নিয়ে সেই রকম করেছ?" "ভন্তে, আমি হত্যার অভিপ্রায়ে সেই রকম করিনি।" "তাহলে ভিক্ষু হত্যার অভিপ্রায় না থাকলে, তোমার অনাপত্তি।"

৬. সে সময়ে পিতা-পুত্র একত্রে ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হলেন। সময় জ্ঞাপনার্থে পুত্র পিতাকে এরূপ বলল, "ভন্তে, আপনি গমন করুন; সংঘ আপনার জন্য অপেক্ষমাণ।" এ বলে পিতা ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে পুত্র ভিক্ষু পিঠে ধরে বের করে দিল। ইহাতে পিতা ভিক্ষু পড়ে গিয়ে কালগত হলেন। তখন সেই পুত্র ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছ।"

৭. সে সময়ে পিতা-পুত্র মিলে ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হলেন। সময় জ্ঞাপনার্থে পুত্র পিতাকে এরূপ বলল, "ভন্তে, আপনি গমন করুন; সংঘ আপনার জন্য অপেক্ষমাণ।" এ বলে পিতা ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে পুত্র ভিক্ষু পিঠে ধরে বের করে দিল। কিন্তু পিতা ভিক্ষুর মৃত্যু হলো না। তখন পুত্র ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, 'হে ভিক্ষু, তুমি 'থুল্লচ্চয়' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

১৮১. ১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষুর ভোজনকালে মাংস কণ্ঠে আবদ্ধ হলো। অন্যতর ভিক্ষু সেই ভিক্ষুর গ্রীবায় প্রহার করলে মাংসসহ রক্ত বমি করলেন। ইহাতে সেই ভিক্ষু কালগত হলেন। তখন এ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে

'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কোন চিত্ত নিয়ে প্রহার করেছ?" "ভন্তে, আমি হত্যা করার অভিপ্রায়ে আঘাত করিনি।" "তাহলে ভিক্ষু, হত্যার অভিপ্রায় না থাকলে, তোমার অনাপত্তি।"

২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষুর ভোজন করার সময়ে গলায় মাংস আবদ্ধ হলো। অন্যতর ভিক্ষু হত্যার অভিপ্রায়ে সেই ভিক্ষুর গ্রীবায় আঘাত করলে সেই ভিক্ষু মাংসসহ রক্ত বমি করলেন। এতে সেই ভিক্ষু কালগত হলেন। এ হেতু ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছ।"

৩. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষুর ভোজনের সময় মাংস কণ্ঠে আটকে গেল। তখন জনৈক ভিক্ষু হত্যার অভিপ্রায়ে সেই ভিক্ষুর কণ্ঠে প্রহার করলে সেই ভিক্ষু মাংসসহ রক্ত বমি করলেন। কিন্তু সেই ভিক্ষু কোনো রকমে বেঁচে গেলে, ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৪. সে সময়ে জনৈক পিণ্ডচারিক ভিক্ষু বিষ-মিশ্রিত পিণ্ডান্ন লাভ করে প্রত্যাবর্তন করে ভিক্ষুদেরকে অগ্রে প্রদান করলেন। সেই ভিক্ষুগণ বিষযুক্ত পিণ্ডান্ন ভোজন করে কালগত হলেন। তখন সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কোন চিত্ত নিয়ে ঐরূপ করেছ?" "ভগবান আমি তা অজ্ঞাতে করেছি।" "তাহলে ভিক্ষু অজ্ঞাত-হেতু তোমার অনাপত্তি।"

৫. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু পরীক্ষা করার অভিপ্রায়ে জনৈক ভিক্ষুকে বিষ প্রয়োগ করলেন। ইহাতে সেই ভিক্ষু কালগত হলেন। তখন বিষ প্রয়োগকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কোন চিত্তে তা করেছ?" "ভগবান আমি তা পরীক্ষা করার অভিপ্রায়ে করছি।" "তাহলে হে ভিক্ষু, তুমি 'থুল্লচ্চয়' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ;

'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

১৮২. ১. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ বিহার নির্মাণ করছিলেন। তখন অন্যতর ভিক্ষু নিচ দিক হতে উর্ধ্বদিকে প্রস্তরখণ্ড উঠাচ্ছিলেন। উপরের ভিক্ষু প্রস্তরখণ্ড গ্রহণে অসমর্থ হলে, নিচের ভিক্ষুর মস্তকে ফেললেন। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মৃত্যু হলো। তখন ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি ইহা জ্ঞাতসারে করেছ, না অজ্ঞাতসারে করেছ?"" ভগবান তা অজ্ঞাতসারে করেছি।" "তাহলে হে ভিক্ষু, ইহা তোমার অজ্ঞাত-হেতু অনাপত্তি।"

২. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ বিহার নির্মাণ করছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু নিম্নদিক হতে উপরে প্রস্তরখণ্ড উঠাচ্ছিলেন। উপরের ভিক্ষু হত্যার অভিপ্রায়ে নিচের ভিক্ষুর মস্তকে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করলে সেই ভিক্ষু কালগত হলেন। এই হেতু ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তুমি 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছ।"

৩. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ বিহার নির্মাণ করছিলেন। তখন অন্যতর ভিক্ষু নিচ হতে উপরে শিলা উঠাচ্ছিলেন। উপরের ভিক্ষু হত্যার অভিপ্রায়ে নিচের ভিক্ষুর মস্তকোপরি শিলা নিক্ষেপ করল। তখন সেই ভিক্ষু কালগত না হয়ে কোনো রকমে বেঁচে গেলে, শিলা নিক্ষেপকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে নিবেদন করলে ভগবান উক্ত ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'থুল্লচ্চয়' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; 'পারাজিকা' অপরাধ নহে।"

৪. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ বিহার নির্মাণের জন্য ইষ্টক সংগ্রহ করছিলেন। ঐ সময়ে অন্যতর ভিক্ষু নিচ হতে ইট উপরে উত্তোলন করার সময়ে উপরের ভিক্ষু কর্তৃক ইট গ্রহণে অক্ষমতা-হেতু নিচের ভিক্ষুর মস্তকে ফেললেন। এতে সেই ভিক্ষুর মৃত্যু হলে, ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান উক্ত ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি ইহা সক্ষমতা কিংবা অক্ষমতা-হেতু

করেছ?” “ভগবান, আমি ইহা অক্ষমতা-হেতু করেছি।” “তাহলে তোমার অনাপত্তি।”

৫. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ বিহার নির্মাণের জন্য ইট সংগ্রহ করছিলেন। ঐ সময়ে জনৈক ভিক্ষু নিচ হতে ইট উপরে তুলছিলেন। উপরের ভিক্ষু হত্যার উদ্দেশ্যে নিচের ভিক্ষুর মস্তকোপরি ইট নিক্ষেপ করল। ইহাতে সেই ভিক্ষু কালগত হলে, ইট নিক্ষেপকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলে ভগবান উক্ত ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘পারাজিকা’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।”

৬. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ বিহার নির্মাণের জন্য ইট সংগ্রহ করছিলেন। ঐ সময়ে অন্যতর ভিক্ষু নিচ হতে উপরে ইট উঠাচ্ছিলেন। উপরের ভিক্ষু নিচের ভিক্ষুকে হত্যার ইচ্ছায় মস্তকোপরি ইট নিক্ষেপ করল। তখন সেই ভিক্ষুর মৃত্যু না হয়ে কোনো রকমে প্রাণরক্ষা হলে, নিক্ষেপকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান উক্ত ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; ‘পারাজিকা’ আপত্তি নহে।”

১৮৩. ১. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ বিহারের নবকর্ম করছিলেন। ঐ সময়ে অন্যতর ভিক্ষু নিচ হতে বাটালি উপরে তুলছিলেন। উপরের ভিক্ষু বাটালি গ্রহণ করতে অসমর্থ হওয়ায় নিচের ভিক্ষুর মস্তকে বাটালি ফেললেন। এতে সেই ভিক্ষু কালগত হলে, ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি ইহা জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে করেছ?” “ভগবান আমি অজ্ঞাতসারে করেছি।” “তাহলে হে ভিক্ষু, অজ্ঞাত-হেতু তোমার অনাপত্তি।”

২. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ নতুন বিহার নির্মাণ করছিলেন। তখন অন্যতর ভিক্ষু নিচ হতে বাটালি উপর দিকে উঠাচ্ছিলেন। ঐ সময়ে উপরের ভিক্ষু নিচের ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে নিচের ভিক্ষুর মস্তকোপরি বাটালি নিক্ষেপ করল। ইহাতে নিচের ভিক্ষু কালগত হলে, উপরের ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলে

ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পরাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৩. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ নতুন বিহার নির্মাণ করছিলেন। তখন অন্যতর ভিক্ষু নিচ হতে উপর দিকে বাটালি উঠাচ্ছিলেন। উপরের ভিক্ষু নিচের ভিক্ষুকে হত্যা করার ইচ্ছায় নিচের ভিক্ষুর মস্তকোপরি বাটালি নিক্ষেপ করল। কিন্তু নিচের ভিক্ষু কালগত না হয়ে কোনো প্রকারে বেঁচে গেলে, উপরের ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'থুল্লচ্চয়' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৪. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ নতুন বিহার নির্মাণ করছিলেন। ঐ সময়ে অন্যতর ভিক্ষু নিচস্থান হতে উপরের দিকে বিম তুলছিলেন। তখন উপরের ভিক্ষু সেই বিম গ্রহণে অসমর্থ হওয়ার কারণে নিচস্থানের ভিক্ষুর শিরোপরি ফেললেন। এতে সেই ভিক্ষু মৃত্যুবরণ করলে ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি ইহা জেনে করেছ নাকি না জেনে করেছ?" "ভগবান আমি তা না জেনে করেছি।" "তাহলে হে ভিক্ষু, অজ্ঞাত-হেতু তোমার অনাপত্তি।"

৫. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ নতুন বিহার নির্মাণ করছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু নিচস্থান হতে উপরে বিম উঠাচ্ছিলেন। ঐ সময়ে উপরের ভিক্ষু নিচের ভিক্ষুকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সেই বিম নিচের ভিক্ষুর মস্তকোপরি নিক্ষেপ করল। এই হেতু সেই ভিক্ষু কালগত হলে বিম নিক্ষেপকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছ।"

৬. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ নতুন বিহার নির্মাণ করছিলেন। ঐ সময়ে অন্যতর ভিক্ষু নিম্নস্থান হতে ঊর্ধ্বদিকে বিম উঠাচ্ছিলেন। তখন উপরের ভিক্ষু নিচের ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে শিরোপরি বিম নিক্ষেপ করল। ইহাতে সেই ভিক্ষু কালগত না হয়ে কোনো প্রকারে প্রাণে রক্ষা পেলে, বিম নিক্ষেপকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি

ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, ঐ ভিক্ষুর মৃত্যু না হওয়ায় তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; না হয় 'পারাজিকা' আপত্তি হতো।"

৭. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ নতুন বিহার নির্মাণ করার সময় মাচান (উন্নত মঞ্চ) বাঁধছিলেন। ঐ সময়ে একজন ভিক্ষু অন্যজন ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "আবুসো, এস্থানে বাঁধেন।" তখন সেই ভিক্ষু নির্দেশিত স্থানে বন্ধন করার সময় নিচে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। ইহাতে ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি হত্যা করার অভিপ্রায়ে করেছ?" "না ভগবান" "তাহলে তোমার অনাপত্তি।"

৮. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ নতুন বিহার নির্মাণ করার সময় মাচান বাঁধছিলেন। ঐ সময় অন্যতর একজন ভিক্ষু অন্য একজন ভিক্ষুকে হত্যার উদ্দেশ্যে এরূপ বলল, "আবুসো, আপনি এই স্থানে বাঁধেন।" তখন সেই ভিক্ষু আদিষ্ট স্থানে বাঁধার সময় নিচে পড়ে গিয়ে কালগত হলেন। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'পারাজিকা' আপত্তি হয়েছে।"

৯. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ নতুন বিহার নির্মাণ করার সময় মাচান বাঁধছিলেন। ঐ সময় জনৈক ভিক্ষু অপর এক ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে এরূপ বলল, "আবুসো, এখানে বাঁধেন।" তখন সে ভিক্ষু নির্দেশিত স্থানে বাঁধার সময় নিচে পড়ে গিয়েও কোনো রকমে বেঁচে গেলে, আদেশদানকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে। 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

১০. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু বিহার ছাউনি দিয়ে অবতরণ করছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "আবুসো, এখান হতে অবতরণ করুন।" সেই ভিক্ষু সেখান হতে অবতরণ করার সময় পড়ে গিয়ে কালগত হলেন। ইহাতে নির্দেশকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো :

“আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি হত্যার অভিপ্রায়ে সেরূপ নির্দেশ প্রদান করেছ?” “না ভগবান।” তাহলে তোমার অনাপত্তি।”

১১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু বিহার ছাউনি দিয়ে অবতরণ করছিলেন। ঐ সময় অন্যতর ভিক্ষু হত্যার উদ্দেশ্যে সেই ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, “আবুসো, এই স্থান হতে অবতরণ করুন।” তখন সেই ভিক্ষু সে স্থান হতে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাপন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘পারাজিকা’ অপরাধগ্রস্ত হয়েছ।”

১২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু বিহার আচ্ছাদন করে অবতরণ করছিলেন। ঐ সময় জনৈক ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে এরূপ বললেন, “আবুসো, এখান হতে অবতরণ করুন।” তখন সেই ভিক্ষু সেখান হতে অবতরণ করার সময় নিচে পড়ে গিয়ে কালগত না হয়ে কোনো রকমে প্রাণে রক্ষা পেলে, নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; ‘পারাজিকা’ আপত্তি নহে।”

১৩. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু ভিক্ষুত্ব জীবনের প্রতি অনুৎসাহী ও উৎপীড়িত হয়ে গিজ্ঝাকূট পর্বতে আরোহণ করে প্রপাতে পতিত হওয়ার সময় জনৈক ঝুড়ি-নির্মাতার মস্তকোপড়ি পড়ে তাকে হত্যা করল। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান উক্ত ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার অনাপত্তি হয়েছে।” তখন ভগবান ভিক্ষুদেরকে সমবেত করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের অনুজ্ঞা প্রদান করছি : ‘প্রব্রজ্যাজীবনের প্রতি উৎপীড়িত ও অনুৎসাহী হয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করতে পারবে না। যে চেষ্টা করবে, তার ‘দুক্কট’ আপত্তি হবে।”

১৪. সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ গিজ্ঝাকূট পর্বতে আরোহণ করে ক্রীড়াচ্ছলে শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করল। ইহাতে অন্যতর রাখালের মৃত্যু হলে, সেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমরা কি

ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, ক্রীড়াচ্ছলে শিলা নিক্ষেপে মৃত্যুর কারণে তোমাদের অনাপত্তি।” তখন ভগবান সমবেত ভিক্ষুগণকে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, ক্রীড়াচ্ছলে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করতে পারবে না; যে নিক্ষেপ করবে, তার ‘দুক্কট’ আপত্তি হবে।”

১৮৪. ১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু পীড়িত হলে ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে আগুনে তাপ দিলেন। ইহাতে সেই ভিক্ষু কালগত হলে, সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি হত্যা করার উদ্দেশ্যে অগ্নি তাপ দিয়েছ?” “না ভন্তে” “তাহলে হত্যা করার উদ্দেশ্য না থাকলে, তোমাদের অনাপত্তি।”

২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অসুস্থ হলে, ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে হত্যার উদ্দেশ্যে অগ্নিতাপ দিল। এতে সেই ভিক্ষুর মৃত্যু হলে, সেই ভিক্ষুগণের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের ‘পারাজিকা’ অপরাধ হয়েছে।”

৩. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু রোগগ্রস্ত হলে, ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে অগ্নিতাপ দিল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মৃত্যু না হলে, সেই ভিক্ষুগণের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; ‘পারাজিকা’ আপত্তি নহে।”

৪. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু রোগগ্রস্ত হলে, ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুর নাসিকায় তৈল প্রয়োগ করলেন। এতে সেই ভিক্ষু কালগত হলে, উক্ত ভিক্ষুগণের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি হত্যার ইচ্ছায় সেই ভিক্ষুর নাসিকায় তেল প্রয়োগ করেছ?” “না ভন্তে” “তাহলে অনিচ্ছা-হেতু তোমাদের অনাপত্তি।”

৫. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষুর শিরতাপ উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে নাসিকায় তৈল প্রয়োগ করল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর

মৃত্যু হলে, সেই ভিক্ষুগণের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৬. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু শিরতাপ উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে হত্যার উদ্দেশ্যে নাসিকায় তৈল প্রয়োগ করল। এতে সেই ভিক্ষুর মৃত্যু না হলে, উক্ত ভিক্ষুগণের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৭. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অসুস্থ হলে, ভিক্ষুগণ সেই অসুস্থ ভিক্ষুর শরীর মালিশ করে দিলেন। ইহাতে সেই ভিক্ষু কালগত হলে, সেই ভিক্ষুগণের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে সেই বিষয়ে প্রকাশ করলে ভগবান ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি হত্যা করার উদ্দেশ্যে সেই ভিক্ষুর শরীর মালিশ করেছ?" "না ভন্তে" "তাহলে তোমাদের অনাপত্তি।"

৮. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হলে, ভিক্ষুগণ সেই পীড়িত ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে দেহ মালিশ করে দিল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মৃত্যু হলে, সেই ভিক্ষুগণের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৯. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অসুস্থ হলে, ভিক্ষুগণ সেই অসুস্থ ভিক্ষুকে হত্যার উদ্দেশ্যে দেহ মালিশ করে দিলেন। এতে সেই ভিক্ষুর মৃত্যু না হলে, সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা 'থুল্লচ্চয়' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ, 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

১০. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু পীড়িত হলে, ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে স্নান করায়ে দিলেন। এতে সেই ভিক্ষুর মৃত্যু হলে, সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ

সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি হত্যার উদ্দেশ্যে সেই ভিক্ষুকে স্নান করায়ে দিয়েছ?" "না ভন্তে" "তাহলে তোমাদের অনাপত্তি।"

১১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হলে ভিক্ষুগণ সেই পীড়িত ভিক্ষুকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে স্নান করায়ে দিল। এতে সেই ভিক্ষু কালগত হলে, সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছ।"

১২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অসুস্থ হলে, ভিক্ষুগণ সেই অসুস্থ ভিক্ষুকে হত্যার উদ্দেশ্যে স্নান করায়ে দিল। ইহাতে সেই ভিক্ষু কালগত না হলে, সেই ভিক্ষুগণের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা 'থুল্লচ্চয়' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

১৩. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষুর রোগ উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুর দেহে তেল মালিশ করলেন। ইহাতে সেই ভিক্ষু কালগত হলে, সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি হত্যা করার ইচ্ছুক হয়ে সেই ভিক্ষুর দেহে তেল মালিশ করেছ?" "না ভন্তে" "তাহলে অনিচ্ছুক-হেতু তোমাদের অনাপত্তি।"

১৪. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু রোগগ্রস্ত হলে, ভিক্ষুগণ সেই রোগগ্রস্ত ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে তেল মালিশ করল। এতে সেই ভিক্ষু কালগত হলে, সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছ।"

১৫. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হলে, ভিক্ষুগণ সেই পীড়িত ভিক্ষুকে হত্যার উদ্দেশ্যে তেল মালিশ করল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মৃত্যু না হলে, সেই

ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাপন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা 'থুল্লচ্চয়' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; 'পারাজিকা' নহে।"

১৮৫. ১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু অসুস্থ হলে, ভিক্ষুগণ সেই অসুস্থ ভিক্ষুকে উত্তেজিত করলেন। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মৃত্যু হলে, উক্ত ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি সেই ভিক্ষুকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে উত্তেজিত করেছ?" "না ভন্তে" "তাহলে হত্যা করার উদ্দেশ্য না থাকলে, তোমাদের অনাপত্তি।"

২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু রোগগ্রস্ত হলে, ভিক্ষুগণ সেই রোগী ভিক্ষুকে হত্যা করার ইচ্ছায় উত্তেজিত করল। এতে সেই ভিক্ষু কালগত হলে, ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা সবাই 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৩. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু পীড়িত হলে, ভিক্ষুগণ সেই পীড়িত ভিক্ষুকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে উত্তেজিত করল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মৃত্যু না হলে, সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাপন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা সবাই 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছ; 'পারাজিকা' নহে।"

৪. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষুর অসুখ হলে, ভিক্ষুগণ সেই অসুস্থ ভিক্ষুকে তাড়িয়ে দিলেন। ইহাতে সেই ভিক্ষু কালগত হলে, সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জানালে, ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি সেই ভিক্ষুকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাড়িয়ে দিয়েছ?" "না ভন্তে" "তাহলে তোমাদের অনাপত্তি।"

৫. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু পীড়িত হলে, ভিক্ষুগণ সেই পীড়িত ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে তাড়িয়ে দিলেন। সেই ভিক্ষুর মৃত্যু হলে, সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত

শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা সবাই ‘পারাজিকা’ অপরাধী হয়েছ।”

৬. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অসুস্থ হলে, ভিক্ষুগণ সেই অসুস্থ ভিক্ষুকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিতাড়িত করল। এতে সেই ভিক্ষু কালগত না হলে, সেই ভিক্ষুগণের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়েছে; ‘পারাজিকা’ আপত্তি নহে।”

৭. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু পীড়িত হলে, ভিক্ষুগণ সেই পীড়িত ভিক্ষুকে অন্ন প্রদান করলেন। সেই ভিক্ষু অন্ন ভোজন করার ফলে কালগত হলেন, ইহাতে সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি উক্ত ভিক্ষুকে হত্যার ইচ্ছায় অন্ন প্রদান করেছ?” “না ভন্তে” “তাহলে অনিচ্ছা-হেতু তোমাদের অনাপত্তি।”

৮. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু অসুস্থ হলে, ভিক্ষুগণ সেই অসুস্থ ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে অন্ন খেতে দিল। ইহাতে সেই ভিক্ষু অন্ন ভোজন করার ফলে কালগত হলো, ইহাতে সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা সবাই ‘পারাজিকা’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।”

৯. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু রোগগ্রস্ত হলে, ভিক্ষুগণ সেই রোগী ভিক্ষুকে হত্যার ইচ্ছায় অন্ন ভোজন করতে দিল। তখন সেই ভিক্ষু অন্ন ভোজন করাতে কালগত হলো না, ইহাতে সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; ‘পারাজিকা’ আপত্তি নহে।”

১০. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হলে, ভিক্ষুগণ সেই পীড়িত ভিক্ষুকে পানীয় প্রদান করলেন। উক্ত ভিক্ষু পানীয় পান করার ফলে তার মৃত্যু হলো।

ইহাতে সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি সেই ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে পানীয় পান করতে দিয়েছ?" "না ভন্তে" "তাহলে তোমাদের অনাপত্তি।"

১১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষুর অসুখ হলে, ভিক্ষুগণ সেই অসুস্থ ভিক্ষুকে হত্যার ইচ্ছায় পানীয় পান করতে দিল। তখন সেই ভিক্ষু পানীয় পান করার ফলে কালগত হলো, ইহাতে সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা 'পারাজিকা' দোষ প্রাপ্ত হয়েছ।"

১২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অসুস্থ হলে, ভিক্ষুগণ সেই অসুস্থ ভিক্ষুকে হত্যা করার ইচ্ছায় পানীয় পান করতে দিল। তখন সেই ভিক্ষু প্রদত্ত পানীয় পান করে কালগত না হলে, সেই ভিক্ষুগণের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা 'থুল্লচ্চয়' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

১৮৬. ১. সে সময়ে অন্যতরা স্ত্রীলোক স্বামী প্রবাসে অবস্থানকালীন উপপতি দ্বারা গর্ভিনী হয়েছিল। সেই স্ত্রীলোকের গৃহে উপস্থিত ভিক্ষুকে এরূপ বলল, "আসুন আর্য, আপনি কি গর্ভপাত সম্বন্ধে জানেন?" "হ্যাঁ ভগিনী" বলে সেই ভিক্ষু উক্ত স্ত্রীলোককে ওষুধ দ্বারা গর্ভপাত করাল। ইহাতে গর্ভিনীর সন্তান কালগত হলে, সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

২. সে সময়ে জনৈক পুরুষের দুই স্ত্রী ছিল। তাদের মধ্যে একজন বন্ধ্যা অন্যজন গর্ভে সন্তান ধারণে সমর্থা। বন্ধ্যা স্ত্রী গৃহে উপস্থিত ভিক্ষুকে এরূপ বলল, "আসুন আর্য, আপনি কি গর্ভপাত সর্ম্পকে জানেন? ভন্তে, যদি আপনি আমার সতিনের গর্ভ নষ্ট করতে সমর্থ হন, তাহলে আমার সকল সম্পত্তির অধিকারী হবেন।" সেই বন্ধ্যা স্ত্রীলোক এরূপ বললে, সেই ভিক্ষু 'হ্যাঁ ভগিনী' বলে প্রত্যুত্তর দিল। অতঃপর সতিনের গর্ভ উৎপন্ন হলে, উক্ত ভিক্ষু ওষুধ প্রয়োগে সতিনের গর্ভপাত করাল। এতে গর্ভের সন্তানের মৃত্যু

হলো কিন্তু মাতার (সতিনের) মৃত্যু হলো না। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৩. সে সময়ে অন্যতর পুরুষের দুই স্ত্রী ছিল। তাদের মধ্যে একজন বন্ধ্যা অন্যজন গর্ভে সন্তান উৎপাদনে সমর্থা। বন্ধ্যা স্ত্রী গৃহে উপস্থিত ভিক্ষুকে এরূপ বলল, "আসুন আর্য, আপনি গর্ভপাত সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন কি? ভন্তে, যদি আপনি আমার সতিনের গর্ভ নষ্ট করতে সমর্থ হন, তাহলে আমার সকল প্রকার সম্পত্তির মালিক হবেন"। সেই বন্ধ্যা স্ত্রীলোক এরূপ বললে, সেই ভিক্ষু 'হ্যাঁ ভগিনী' বলে প্রত্যুত্তর দিল। অনন্তর সতিন অন্তঃসত্ত্বা হলে, সেই ভিক্ষু ওষুধ প্রয়োগে সতিনের গর্ভপাত করাল। ইহাতে মাতার (সতিনের) মৃত্যু হলো কিন্তু সন্তানের মৃত্যু হলো না। এ হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'থুল্লচ্চয়' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৪. সে সময়ে জনৈক ব্যক্তির দুই পত্নী ছিল। তাদের মধ্যে একজন বন্ধ্যা অন্যজন সন্তান জন্ম দানে সমর্থা। বন্ধ্যা পত্নীকুলে উপস্থিত ভিক্ষুকে এরূপ বলল, "আসুন আর্য, আপনি গর্ভপাত সম্বন্ধে জানেন কি? ভন্তে, যদি আপনি আমার সতিনের গর্ভ নষ্ট করতে পারেন, তাহলে আমার সকল প্রকার সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবেন।" সেই বন্ধ্যা পত্নীর কথায় সম্মতি প্রদান করে সেই ভিক্ষু সতিনের গর্ভ সঞ্চার হলে, ওষুধ প্রয়োগে সতিনের গর্ভপাত করাল। এতে মাতা (সতিন) ও সন্তান উভয়ের মৃত্যু হলে, সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৫. সে সময়ে অন্যতর ব্যক্তির দুই পত্নী ছিল। তাদের মধ্যে একজন বন্ধ্যা, অন্যজন গর্ভে সন্তান ধারণে সমর্থা। বন্ধ্যা পত্নী গৃহে উপস্থিত ভিক্ষুকে এরূপ বলল, "আসুন আর্য, আপনি কি গর্ভপাত সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন? ভন্তে, যদি আপনি আমার সতিনের গর্ভ নষ্ট করতে সমর্থ হন, তাহলে আমার সব

সম্পত্তির মালিক হবেন।” সেই বন্ধ্যা পত্নীর কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করে উক্ত ভিক্ষু সতিনের গর্ভসঞ্চার হলে, ওষুধ প্রয়োগে গর্ভপাত করাল। এতে মাতা (সতিন) ও সন্তান উভয়ের মৃত্যু না হলে, সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়েছে; ‘পারাজিকা’ আপত্তি নহে।”

১৮৭. ১. সে সময়ে অন্যতরা গর্ভিনী স্ত্রী গৃহে উপস্থিত ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, “আসুন আর্য, আপনি গর্ভপাত সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন কি?” ‘হ্যাঁ ভগিনী,’ বলে সেই ভিক্ষু গর্ভিনীকে বলল, “হে ভগিনী, আপনি গর্ভ মর্দন করুন।” এরূপ পরামর্শানুযায়ী উক্ত গর্ভিনী গর্ভ মর্দন করাল। ইহাতে গর্ভপাত হলে, সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘পারাজিকা’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।”

২. সে সময়ে জনৈকা গর্ভিনী স্ত্রী কুলে উপস্থিত ভিক্ষুকে এরূপ বলল, “আসুন আর্য, আপনার গর্ভপাত সম্পর্কে জানা আছে কি?” ‘হ্যাঁ ভগিনী,’ বলে উক্ত ভিক্ষু গর্ভিনীকে বলল, “হে ভগিনী, আপনি গর্ভে তাপ দিন।” সেই ভিক্ষুর এরূপ পরামর্শানুযায়ী সেই গর্ভিনী গর্ভে তাপ দেয়াল। এতে গর্ভপাত হলে, সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘পারাজিকা’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।”

৩. সে সময়ে অন্যতরা বন্ধ্যা স্ত্রীলোক গৃহে উপস্থিত ভিক্ষুকে এরূপ বলল, “আসুন আর্য, আপনি এমন কোনো ভৈষজ্য জানেন কি? যা দ্বারা আমি সন্তান ধারণ করতে পারি?” “হ্যাঁ ভগিনী” বলে সেই ভিক্ষু ভৈষজ্য প্রদান করলেন। তখন সেই বন্ধ্যা স্ত্রীলোক ঐ ভিক্ষু কর্তৃক প্রদত্ত ভৈষজ্য সেবন করে কালগত হলেন। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘দুক্কট’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; ‘পারাজিকা’ আপত্তি নহে।”

৪. সে সময়ে জনৈকা সন্তান জন্মদানে সমর্থা স্ত্রীলোক গৃহে উপস্থিত ভিক্ষুকে এরূপ বলল, "আসুন আর্য, আপনি কি এমন কোনো ভৈষজ্য জানেন; যেন আমি সন্তান ধারণে অসমর্থা হই?" সম্মতি জ্ঞাপন করে সেই ভিক্ষু সেই স্ত্রীলোককে ভৈষজ্য প্রদান করলে সেই স্ত্রীলোক প্রদত্ত ভৈষজ্য সেবন করে কালগত হলেন। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'দুক্কট' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ : 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৫. সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুদের মধ্যে একজনকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ঠাট্টা করছিল। ইহাতে সেই ভিক্ষু শঙ্কিত হয়ে শ্বাসত্যাগে অসমর্থ হয়ে কালগত হলো। এতে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের 'পারাজিকা' হয় নাই।"

৬. সে সময়ে সপ্তদশবর্গীয় ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের মধ্যে একজনকে 'এই কাজ আমরা করব' এরূপ বলে না জেনে হত্যা করল। ইহাতে সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের 'পারাজিকা' আপত্তি হয় নাই।"

৭. সে সময়ে অন্যতর ভূতের বৈদ্য ভিক্ষু যক্ষকে হত্যা করল। ইহাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৮. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু না জেনে অন্য এক ভিক্ষুকে ক্রুদ্ধ যক্ষ-আশ্রিত স্থানে প্রেরণ করলেন। যক্ষগণ প্রেরিত ভিক্ষুকে হত্যা করলে প্রেরণকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এই বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, হত্যাকরার অভিপ্রায় না থাকলে, তোমার অনাপত্তি।"

৯. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু জনৈক ভিক্ষুকে হত্যা করার ইচ্ছায় ক্রুদ্ধ যক্ষ-আশ্রিত স্থানে প্রেরণ করল। যক্ষগণ প্রেরিত ভিক্ষুকে হত্যা করলে প্রেরণকারী ভিক্ষু মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এই বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'পারাজিকা' আপত্তি হয়েছে।"

১০. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অন্যতর ভিক্ষুকে জীবননাশের উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধ যক্ষ-আশ্রিত স্থানে প্রেরণ করল। যক্ষগণ প্রেরিত ভিক্ষুকে হত্যা না করলে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'থুল্লচ্চয়' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

১১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু অন্য এক ভিক্ষুকে মরুকান্তারে প্রেরণ করেছিলেন। সেই ভিক্ষু সেখানে গিয়ে কালগত হলে, প্রেরণকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, বধ করার ইচ্ছা না থাকলে, তোমার অনাপত্তি।"

১২. সে সময়ে অন্যতর অপর এক ভিক্ষুকে হত্যা করার ইচ্ছায় মরুকান্তারে প্রেরণ করেছিল। সেই ভিক্ষু সে স্থানে গিয়ে কালগত হলে, প্রেরণকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

১৩. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অন্যতর ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে গহীন মরুকান্তারে প্রেরণ করেছিল। সেই ভিক্ষু তথায় গিয়ে কালগত না হলে, প্রেরণকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'থুল্লচ্চয়' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

১৪. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু অপর এক ভিক্ষুকে চোর-ডাকাতের উপদ্রুত স্থানে প্রেরণ করেছিল। সেই চোর-ডাকাতরা প্রেরিত ভিক্ষুকে হত্যা

করলে প্রেরণকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, হত্যার ইচ্ছা না থাকা-হেতু তোমার অনাপত্তি।"

১৫. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অন্য এক ভিক্ষুকে হত্যার ইচ্ছায় চোর-ডাকাতের উপদ্রবযুক্ত স্থানে প্রেরণ করেছিল। সেখানে চোর-ডাকাতরা প্রেরিত ভিক্ষুকে হত্যা করলে প্রেরণকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান প্রেরণকারী ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

১৬. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অন্যতর ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে চোর-ডাকাতের উপদ্রুত স্থানে প্রেরণ করেছিল। সেখানে চোর-ডাকাত কর্তৃক প্রেরিত ভিক্ষুর মৃত্যু না হলে, প্রেরণকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান প্রেরণকারী ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

১৮৮. ১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু যাকে হত্যার করার পরিকল্পনা করেছিল তাকে হত্যা করল। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু যাকে হত্যার করার পরিকল্পনা করেছিল, তাকে হত্যা করতে না পেরে অন্যকে হত্যা করল... অন্যটি পরিকল্পনা করে অপর ব্যক্তিকে হত্যা করল... অপরটি পরিকল্পনা করে অন্যকে হত্যা করল। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৩. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষুকে অমনুষ্য আশ্রয় করে অবস্থান করছিল। তখন জনৈক ভিক্ষু উক্ত ভিক্ষুকে প্রহার করলে সেই ভিক্ষুর মৃত্যু হলো। ইহাতে প্রহারকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি

ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার মনে হত্যা করার অভিপ্রায় না থাকা-হেতু অনাপত্তি।”

৪. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অমনুষ্য কর্তৃক পরিগৃহীত হয়েছিলেন। অন্যতর ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে হত্যা করার ইচ্ছায় প্রহার করলে উক্ত ভিক্ষু কালগত হলো। এতে প্রহারকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, হত্যা করার ইচ্ছায় প্রহার করা-হেতু তোমার ‘পারাজিকা’ আপত্তি হয়েছে।”

৫. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু অমনুষ্য কর্তৃক আশ্রিত হওয়ায় জনৈক ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে প্রহার করল। ইহাতে সেই ভিক্ষু কালগত না হলে, প্রহারকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘থুল্লচ্চয়’ অপরাধ হয়েছে; ‘পারাজিকা’ অপরাধ নহে।”

৬. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে কল্যাণময় কর্মের ফল বর্ণনা করতে গিয়ে স্বর্গকথা প্রকাশ করছিলেন। তখন সেই ভিক্ষু স্বর্গলাভের আশায় ব্যগ্র চিত্ত হওয়ায় কালগত হলেন। ইহাতে প্রকাশকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষু, হত্যার ইচ্ছা না থাকা-হেতু তোমার অনাপত্তি।”

৭. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু জনৈক ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে কল্যাণকর কর্মের সুফল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বর্গকথা বর্ণনা করছিল। তখন সেই ভিক্ষু স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় ব্যগ্র চিত্ত হয়ে কালগত হলেন। ইহাতে বর্ণনাকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘পারাজিকা’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।”

৮. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু জনৈক ভিক্ষুকে হত্যার ইচ্ছায় মঙ্গলকর কর্মের সুফল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বর্গকথা বর্ণনা করছিল। তখন সেই ভিক্ষু স্বর্গপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় ব্যগ্রমনা হওয়া সত্ত্বে কালগত হলেন না। তখন

বর্ণনাকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'থুল্লচ্চয়' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৯. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অপর এক ভিক্ষুকে নারকীয়দের নরক বর্ণনা করছিলেন। তখন সেই ভিক্ষু নরক যন্ত্রণার বর্ণনা শ্রবণ করে ভয়ে-আতঙ্কে কালগত হলেন। ইহাতে বর্ণনাকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি হত্যার উদ্দেশ্যে নরক-যন্ত্রণার কথা বর্ণনা করেছ?" "না ভন্তে" "তাহলে হে ভিক্ষু, হত্যার উদ্দেশ্য না থাকা-হেতু তোমার অনাপত্তি।"

১০. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু জনৈক ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে নারকীয়দের নরক-যন্ত্রণার কথা বর্ণনা করছিল। তখন সেই ভিক্ষু নরক যন্ত্রণার কথা শুনে ভয়ে-আতঙ্কে কালগত হলো। ইহাতে বর্ণনাকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

১১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অন্য এক ভিক্ষুকে হত্যার উদ্দেশ্যে নারকীয়দের নরক-যন্ত্রণার কথা বর্ণনা করছিল। কিন্তু সেই ভিক্ষু নরক-যন্ত্রণার বর্ণনা শুনা সত্ত্বে কালগত না হলে, বর্ণনাকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'থুল্লচ্চয়" আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

১৮৯. ১. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ বিহার সংস্করণার্থে বৃক্ষ ছেদন করছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু অন্য এক ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "আবুসো, এই স্থানে ছেদন করুন।" সেই ভিক্ষুও আদিষ্ট স্থানে ছেদন করলে ছেদন কৃত বৃক্ষ উক্ত ভিক্ষুর শিরোপরি পতিত হলো, সেই ভিক্ষু কালগত হলেন। এতে আদেশদানকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"হে ভিক্ষু, তুমি কি হত্যার উদ্দেশ্যে ঐরূপ আদেশ করেছ?" "না ভন্তে" "তাহলে হে ভিক্ষু, হত্যার উদ্দেশ্য না থাকায় তোমার অনাপত্তি।"

২. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ বিহার সংস্করার্থে বৃক্ষ ছেদন করছিলেন। তখন অন্যতর ভিক্ষু জনৈক ভিক্ষুকে হত্যার অভিপ্রায়ে এরূপ বলল, "আবুসো, এই স্থানে ছেদন করুন।" সেই ভিক্ষুও আদিষ্ট স্থানে ছেদন করার ফলে, ছেদনকৃত বৃক্ষটি উক্ত ভিক্ষুর শিরোপরি পতিত হয়ে কালগত হলেন। ইহাতে আদেশদানকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, হত্যার উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেওয়ার কারণে তোমার 'পারাজিকা' আপত্তি হয়েছে।"

৩. সে সময়ে আলবক ভিক্ষুগণ বিহার সংস্করার্থে বৃক্ষ ছেদন করছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু হত্যার অভিপ্রায়ে অন্য এক ভিক্ষুকে এরূপ বলল, "আবুসো, এই স্থানে ছেদন করুন।" সেই ভিক্ষু আদিষ্ট স্থানে ছেদন করলে ছেদনকৃত বৃক্ষটি ছেদনকারী ভিক্ষুর শিরোপরি পতিত হলেও উক্ত ভিক্ষুর মৃত্যু হলো না। ইহাতে আদেশদানকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

১৯০. ১. সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বন পুড়াচ্ছিল। তখন জনসাধারণ সেই অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে কালগত হলে, ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে নিবেদন করলে ভগবান তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি সাধারণ জনগণকে হত্যার উদ্দেশ্যে বন পুড়াচ্ছিলে?" "না ভন্তে" "তাহলে তোমাদের অনাপত্তি।"

২. সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সাধারণ জনগণকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে বনে আগুন দিল। তখন সাধারণ জনগণ সেই আগুনে দগ্ধ হয়ে কালগত হলে, ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান তাদেরকে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের সবার 'পারাজিকা' আপত্তি হয়েছে।"

৩. সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ সাধারণ জনতাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বনে আগুন দিল। তখন সাধারণ জনগণ সেই আগুনে পুড়ে গিয়েও কালগত হলো না। এতে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমরা কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

১৯১. ১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু প্রাণদণ্ডের স্থানে গিয়ে চোরঘাতককে এরূপ বলল, "আবুসো, একে এরূপে পীড়ন করে এক প্রহারে হত্যা কর।" তখন চোরঘাতক 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে এক প্রহারেই হত্যা করল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, হত্যার নির্দেশ দেয়ার কারণে তোমার 'পারাজিকা' আপত্তি হয়েছে।"

২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু বধ্যভূমিতে গিয়ে চোরঘাতককে এরূপ বলল, "আবুসো, একে এরূপে দুঃখ দিয়ে এক প্রহারেই হত্যা কর।" তখন চোরঘাতক এরূপ বলল, "না ভন্তে আপনার কথানুযায়ী তাকে হত্যা করতে পারব না।" চোরঘাতক এরূপ বলাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার বাক্য প্রয়োগজনিত 'দুক্কট' আপত্তি হয়েছে; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

১৯২. ১. সে সময়ে হস্ত-পদছিন্ন অন্যতর পুরুষ জ্ঞাতির ঘরে জ্ঞাতিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করছিল। তখন জনৈক ভিক্ষু সেই মানুষদেরকে এরূপ বলল, "আবুসোগণ, আপনারা কি ইহার মৃত্যু ইচ্ছা করেন?" জ্ঞাতিগণ "হ্যাঁ ভন্তে ইচ্ছা করি" বলে প্রত্যুত্তর জানালে, সেই ভিক্ষু তাদেরকে বলল, "তাকে দধি পান করান"। সেই মানুষরাও সেই ভিক্ষুর নির্দেশানুয়ায়ী দধি পান করালে, সেই পুরুষের মৃত্যু হলো। এতে নির্দেশকারী ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

২. সে সময়ে হস্ত-পদ ছিন্ন অন্যতর পুরুষ পিতামাতার গৃহে জ্ঞাতিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করছিল। তখন জনৈকা ভিক্ষুণী সেই জ্ঞাতিদেরকে এরূপ বলল, "আবুসোগণ, আপনারা কি এই ব্যক্তির মৃত্যু ইচ্ছা করেন?" "হ্যাঁ আর্যে, ইচ্ছা করি" বলে সেই জ্ঞাতিগণ প্রত্যুত্তর দিলে, সেই ভিক্ষুণী উক্ত ব্যক্তিকে ক্ষারযুক্ত কাঞ্জিপান করানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। তারাও সেই ভিক্ষুণীর নির্দেশানুয়ায়ী ক্ষারযুক্ত কাঞ্জি পান করালে, সেই ব্যক্তির মৃত্যু হলো। ইহাতে ভিক্ষুণীর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" অতঃপর সেই ভিক্ষুণী এ বিষয়ে ভিক্ষুণীদেরকে প্রকাশ করলে ভিক্ষুণীগণ ইহা ভিক্ষুদেরকে প্রকাশ করলেন। তখন ভিক্ষুগণও এ ব্যাপারে ভগবানের নিকটে নিবেদন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুণী 'পারাজিকা' অপরাধে দোষী হয়েছে।"

[তৃতীয় পারাজিকা সমাপ্ত]

✵✵✵ ✵✵✵ ✵✵✵

৪. চতুর্থ পারাজিকা

(লোকোত্তর ধর্ম প্রকাশ সম্পর্কীত শিক্ষাপদ)

[স্থান : বৈশালী]

১৯৩. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। তখন কিছুসংখ্যক বন্ধু ভাবাপন্ন ও অভিন্নমনা ভিক্ষু বগ্গমুদা নদীর তীরে বর্ষাবাস করছিলেন। সে সময়ে বজ্জীরাজ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় ভিক্ষান্ন দুষ্কর-হেতু ভিক্ষুদের কালযাপন করতে কষ্টসাধ্য হচ্ছিল। অতঃপর সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ চিন্তার উদয় হলো যে—"এখন বজ্জীরাজ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় ভিক্ষান্নের অভাবে আমাদের কালযাপন করতে দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। কী উপায়ে আমরা একতাবদ্ধ হয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে বিবাদহীন এবং প্রীতিপূর্ণ চিত্তে বর্ষাবাসে অবস্থান করতে পারি; যাতে আমাদের ভিক্ষান্নের জন্য ক্লিষ্ট হতে হয় না?" তারা এ বিষয়ে পরামর্শ করলে তাদের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ বললেন, "আবুসোগণ, যদি আমরা সবাই মিলে গৃহীদের কাজকর্মে দায়িত্ব পালন করি, তাহলে তারা আমাদেরকে আহারাদি দিতে কার্পণ্য করবে না। উপরন্তু, এরূপ হলে আমরা সবাই একতাবদ্ধ হয়ে, সন্তুষ্ট চিত্তে, বিবাদহীন এবং আনন্দচিত্তে বর্ষাবাসে অবস্থান করতে পারব এবং ভিক্ষান্নের জন্যেও কোনো প্রকারের অসুবিধা হবে না।" আবার কোনো কোনো ভিক্ষু এরূপ বলতে লাগলেন, "আবুসোগণ, কী প্রয়োজন গৃহীদের কাজ-কর্মে দায়িত্ব পালন করা, যদি আমরা সবাই মিলে গৃহীদের দূতের কাজ করি, তাহলে আমাদের আহারাদির কোনোরূপ কষ্ট হবে না। উপরন্তু, এরূপ হলে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধাবস্থায়, সন্তুষ্ট চিত্তে, বিবাদহীন এবং পরমানন্দে বর্ষাবাসে নিরূপদ্রবে অবস্থান করতে সক্ষম হবো এবং ভিক্ষান্নের জন্যেও কোনো প্রকার বিঘ্ন ঘটবে না।" আবার কেউ কেউ এরূপ বলতে লাগলেন, "আবুসোগণ, কী প্রয়োজন গৃহীদের কাজ-কর্মের দায়িত্ব পালন কিংবা দূতের কাজ করা। বন্ধুগণ, যদি আমরা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গৃহীদের কাছে পরস্পরের অলোকিক শক্তি এবং আর্যমার্গ প্রাপ্তির কথা এরূপে বর্ণনা করি যে—"এই ভিক্ষু প্রথম ধ্যানলাভী; এই ভিক্ষু দ্বিতীয় ধ্যানলাভী; এই ভিক্ষু তৃতীয় ধ্যানলাভী; এই ভিক্ষু চতুর্থ ধ্যানলাভী এবং অমুক অমুক ভিক্ষু স্রোতাপন্ন; অমুক অমুক ভিক্ষু সকৃদাগামী; অমুক অমুক ভিক্ষু অনাগামী; অমুক অমুক ভিক্ষু অর্হত্ত্বমার্গে উপনীত হয়েছেন কিংবা

অমুক অমুক ভিক্ষু ত্রিবিদ্যা-জ্ঞানলাভী এবং অমুক অমুক ভিক্ষু ষড়ভিজ্ঞা-জ্ঞানে অধিষ্ঠিত। বন্ধুগণ, যদি আমরা এরূপ অলৌকিক ধ্যান ও আর্যমার্গ লাভের কথা জনসাধারণকে বর্ণনা করি; তাহলে তারা আমাদেরকে প্রভূত খাদ্য-ভোজ্য প্রদান করবে, তাতে আমাদের আহারাদির কোনো প্রকার কষ্ট হবে না। উপরন্তু, এরূপ হলে আমরা সবাই একতাবদ্ধ হয়ে, সন্তুষ্টিমনা হয়ে বিবাদহীন ও পরম প্রীতির সহিত বর্ষাবাস যাপন করতে সমর্থ হবো এবং ভিক্ষান্নের জন্যেও কোনো প্রকার অসুবিধা হবে না। আসুন আবুসোগণ, ইহাই শ্রেয় হবে যে, আমরা পরস্পর পরস্পরের অলোকিক শক্তি ও আর্যমার্গ, ধ্যানের কথা গৃহীদেরকে বর্ণনা করি।”

১৯৪. অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ গৃহীদের নিকট পরস্পরের অলোকিক শক্তি ও আর্যমার্গ ধ্যানের কথা এরূপে প্রচার করতে লাগলেন, “এই ভিক্ষু প্রথম ধ্যানলাভী, এই ভিক্ষু দ্বিতীয় ধ্যানলাভী, এই ভিক্ষু তৃতীয় ধ্যানলাভী; এই ভিক্ষু চতুর্থ ধ্যানলাভী এবং অমুক অমুক ভিক্ষু স্রোতাপন্ন; অমুক অমুক ভিক্ষু সকৃদাগামী; অমুক অমুক ভিক্ষু অনাগামী; অমুক অমুক ভিক্ষু অর্হত্ত্বমার্গে উপনীত হয়েছেন কিংবা অমুক অমুক ভিক্ষু ত্রিবিদ্যা-জ্ঞানলাভী এবং অমুক অমুক ভিক্ষু ষড়ভিজ্ঞা-জ্ঞানে অধিষ্ঠিত।” তখন সেই গৃহীরা এরূপ বলতে লাগলেন, “আমাদের পরম লাভ এবং পরম সৌভাগ্য যে, আসন্ন বর্ষাবাসে এরূপ ভিক্ষুদের সাহচর্য লাভ করব; নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে যে সকল ভিক্ষু এ স্থানে অবস্থান করেছিলেন, তাঁদের চেয়েও এই ভিক্ষুরা খুবই শীলবান এবং কল্যাণ ধর্মপরায়ণ। আমরা নিজেরা আহারাদি পরিভোগ না করে আমাদের পিতামাতাদেরকে না দিয়ে, স্ত্রী-পুত্রদেরকে না দিয়ে, দাস-দাসীদেরকে না দিয়ে এবং জ্ঞাতি-মিত্র, আত্মীয়স্বজনদেরকে না দিয়ে সকল প্রকার পুণ্য লাভেচ্ছায় এরূপ ভিক্ষুদেরকে দেওয়া উচিত।” তখন বগ্গুমুদা নদীর তীরবাসী জনগণ খাদ্য-ভোজ্য পানাহারাদি নিজেরা পরিভোগ না করে, পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী, জ্ঞাতি-মিত্র এবং আত্মীয়স্বজনদেরকে না দিয়ে পুণ্য লাভেচ্ছায় খাদ্য-ভোজ্যাদি উক্ত ভিক্ষুদেরকে দিতে লাগলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত আহারাদি পরিভোগ করে অচিরেই বর্ণসম্পন্ন, পরিপুষ্ট ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হলেন এবং তাদের দেহচ্ছবি ও মূখবর্ণ হলো অত্যুজ্জ্বল। সে সময়ে এরূপ প্রচলিত রীতি ছিল যে, ভিক্ষুরা বর্ষাবাস সমাপ্ত করে ভগবানকে বন্দনা করতে ও দর্শনার্থে যাওয়া। অতঃপর সেই রীতি অনুযায়ী ভগবানকে দর্শনার্থে উক্ত ভিক্ষুগণ তিন মাসব্যাপী বর্ষাবাস যাপন শেষে শয্যাসন সামলে রেখে পাত্রচীবরাদি নিয়ে যেদিকে বৈশালী সেদিকে

রওনা হলেন। তারা ক্রমাগত পরিভ্রমণ করে মহাবন কূটাগারশালায় পৌঁছলেন। এবং যেখানে ভগবান বুদ্ধ অবস্থান করছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন ও সম্মান প্রদর্শন করে এক পাশে উপবেশন করলেন। ঐ সময়ে চতুর্দিকের অন্যান্য ভিক্ষুরা বর্ষাবাস শেষে কৃশ, রুক্ষ, বিবর্ণ ও রক্ত-মাংসহীন হয়ে কেবল শিরা-উপশিরায় ধমনিজালে আচ্ছাদিত হলেন। কিন্তু বগ্গমুদা নদীর তীরবাসী ভিক্ষুরা দেখতে সুবর্ণ, পরিপুষ্ট ইন্দ্রিয়সম্পন্ন এবং তাদের দেহচ্ছবি ও মুখবর্ণ অত্যুজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। আগন্তুক ভিক্ষুদের সহিত কুশলা-কুশল বিনিময়াদি করা ছিল ভগবান বুদ্ধের রীতি। তখন ভগবান সেই বগ্গমুদা নদীর তীরবাসী ভিক্ষুদেরকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা সবাই সুস্থ ও কুশলে আছ তো, তোমরা সবাই ঐক্যবদ্ধাবস্থায়, সন্তুষ্ট চিত্তে, প্রীতিপূর্ণ চিত্তে এবং নির্বিবাদে, নিরূপদ্রবে বর্ষাবাস যাপন করেছ তো, ভিক্ষান্নের জন্য কোনো প্রকার ক্লিষ্ট হতে হয়নি তো?" প্রত্যুত্তরে তারা বললেন, "হ্যাঁ ভগবান, আমরা সবাই সুস্থ আছি। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধাবস্থায়, সন্তুষ্ট চিত্তে, প্রীতিপূর্ণ চিত্তে এবং নির্বিবাদে, নিরূপদ্রবে বর্ষাবাস যাপন করেছি, আমাদের ভিক্ষান্নের জন্য কোনোরূপ ক্লিষ্ট হতে হয়নি।" তথাগতগণ কোনো কোনো বিষয়ে জেনেও জিজ্ঞাসা করেন, আবার কোনো কোনো বিষয়ে জেনেও জিজ্ঞাসা করেন না; সময় জ্ঞাত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, সময় জ্ঞাত হয়েও জিজ্ঞাসা করেন না। বুদ্ধগণের জিজ্ঞাসা অর্থপূর্ণ, অর্থহীন নহে। দ্বিবিধ কারণে বুদ্ধগণ ভিক্ষুদেরকে প্রশ্ন করে থাকেন, ধর্মোপদেশ প্রদানের নিমিত্তে অথবা শ্রাবকদের (শিষ্যদের) শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করার জন্যে। অতঃপর ভগবান বগ্গমুদা নদীর তীরবাসী ভিক্ষুগণকে আবারও এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কিরূপে একতাবদ্ধ হয়ে, সন্তুষ্ট চিত্তে, পরমানন্দে ও নির্বিবাদে, নিরূপদ্রবে বর্ষাবাস যাপন করেছ; এবং করূপে তোমাদের ভিক্ষান্নের জন্য কষ্ট হয়নি?" তখন সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে তাদের সেই অবস্থা সম্পর্কে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় প্রকাশ করলে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা এরূপে বর্ষাবাস কাটিয়েছ?" "হ্যাঁ ভগবান!" তখন ভগবান এ বলে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে বললেন যে—"হে ভিক্ষুগণ, ইহা তোমাদের পক্ষে বড়ই অনুপযুক্ত, অনুচিত, অননুরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিধেয় ও অকরণীয় কার্য হয়েছে। হে মোঘপুরুষগণ, কী করে তোমরা উদরপূর্তির নিমিত্তে অলোকিক শক্তি ও আর্যমার্গ-ধ্যান লাভ না করেও গৃহীদেরকে পরস্পরের অলোকিক শক্তি ও

আর্যমার্গ-ধ্যান প্রাপ্তির কথা বর্ণনা করতে গেলে, প্রকাশ করতে গেলে? বরং হে মোঘপুরুষগণ, উদরপূর্তির জন্য তোমাদের উদর কেটে ফেলে দেওয়াই উচিত ছিল। কী কারণে? যেহেতু মোঘপুরুষগণ, এই ধরনের হীনকার্য সম্পাদন-হেতু মৃত্যু কিংবা মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় অথবা কায়ভেদে মরণের পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হতে হয়। হে মোঘপুরুষগণ, তোমাদের এরূপ হীনকার্য কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের শ্রদ্ধা উৎপাদন কিংবা কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সহায়ক নহে; বরঞ্চ কোনো কোনো অশ্রদ্ধাবানদের অধিকতর অশ্রদ্ধা উৎপাদন অথবা কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের শ্রদ্ধা পরিহানির সহায়ক হবে অধিক।" ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে বিবিধভাবে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে বলতে লাগলেন :

১৯৫. হে ভিক্ষুগণ, জগতে এই পাঁচ প্রকার মহাচোর বিদ্যমান। সেই পাঁচ প্রকার মহাচোর কী কী?

১. হে ভিক্ষুগণ, এখানে একাংশ মহাচোরের এরূপ ইচ্ছা উদয় হয় যে—"কখন আমি আমার শত কিংবা সহস্র সঙ্গী-সাথী নিয়ে পরিবৃত হয়ে গ্রাম, নিগম (ছোট শহর) ও রাজধানীতে হত্যা, ছেদন, ভেদন, পিষণ করে চুরি, ডাকাতি ও লুণ্ঠন করে পরিভ্রমণ করব।" পরবর্তী সময়ে সে সেই ইচ্ছানুযায়ী শত কিংবা সহস্র সঙ্গী-সাথী নিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে গ্রাম, নিগম এবং রাজধানীতে নির্বিচারে হত্যা, ছেদন, ভেদন, পিষণ করে চুরি, ডাকাতি ও লুণ্ঠন করে বিচরণ করে।

হে ভিক্ষুগণ, তেমনি এখানেও একাংশ পাপপরায়ণ ভিক্ষুর মনে এরূপ পাপ বাসনার উদয় হয় যে—"কখন আমি আমার শত কিংবা সহস্র শিষ্য-প্রশিষ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গ্রাম, নিগম এবং রাজধানীতে সম্মানিত, পূজিত, গৌরবান্বিত ও শ্রদ্ধাভাজন হয়ে গৃহস্থ এবং প্রব্রজিত হতে চীবর, ভিক্ষান্ন শয্যাসন, রোগীর ভৈষজ্য ইত্যাদি চারি প্রত্যয়াদি প্রাপ্ত হয়ে চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করব।" পরবর্তী সময়ে সেই পাপী ভিক্ষুর বাসনানুযায়ী শত কিংবা সহস্র শিষ্য-প্রশিষ্য দ্বারা পরিবৃত হয়ে গ্রাম, নিগম এবং রাজধানীতে সম্মানিত, পূজিত, গৌরবান্বিত এবং শ্রদ্ধাভাজন হয়ে গৃহী ও প্রব্রজিত হতে চীবর, পিণ্ডপাত, ওষুধ-প্রত্যয় ও শয্যাসন প্রভৃতি লাভ করে চতুর্দিকে বিচরণ করে। হে ভিক্ষুগণ, এ ধরনের পাপী ভিক্ষুই হলো প্রথম মহাচোর, যারা এই জগতে বিদ্যমান।

২. হে ভিক্ষুগণ, দ্বিতীয় মহাচোর কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো

কোনো পাপী ভিক্ষু আছে, যারা তথাগত কর্তৃক দেশিত ধর্মবিনয় শিক্ষা করে আয়ত্ত করে নিজেই অর্জন করেছে বলে ঘোষণা করে। হে ভিক্ষুগণ, এ প্রকারের পাপবাদী ভিক্ষু হলো দ্বিতীয় মহাচোর, যারা এ জগতে বিদ্যমান।

৩. হে ভিক্ষুগণ, তৃতীয় মহাচোর কীরূপ? "ভিক্ষুগণ, এখানে কিছু কিছু পাপী ভিক্ষু আছে, যে ভিক্ষু শুদ্ধ ব্রহ্মচারী, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যা পালনকারীকে অমূলকভাবে মিথ্যা দোষারোপ করে অব্রহ্মচারী বলে নিন্দা করে, তিরস্কার করে। হে ভিক্ষুগণ, এ ধরনের পাপী ভিক্ষুই হলো তৃতীয় মহাচোর, যারা এ জগতে বিদ্যমান।

৪. হে ভিক্ষুগণ, জগতে চতুর্থ মহাচোর কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো পাপধর্মী ভিক্ষু আছে, সংঘের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় প্রদত্ত দ্রব্যসামগ্রী ও ভূমি আদি, যেমন : বাগান, বাগানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান, আবাস, আবাসের জন্য নির্দিষ্ট স্থান, আসন, বেদি, বালিশ, বাহন, তামার কলসি, তামার পাত্র, তামার বয়ম, লোহার পাত্র, বাটালি, ছোট কুঠার, বড় কুঠার, কুদাল, বাঁশ, গাছ, কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্য, মৃত্তিকা-নির্মিত দ্রব্য ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা গৃহীদেরকে সন্তোষ বিধান করে থাকে। হে ভিক্ষুগণ, এ প্রকারের পাপী ভিক্ষুকে চতুর্থ মহাচোর বলা হয়, যারা এ জগতে বিদ্যমান।

৫. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চম মহাচোর কিরূপ?" ভিক্ষুগণ এখানে কোনো কোনো পাপী ভিক্ষু আছে, নিজে লোকোত্তর আর্যমার্গজ্ঞান লাভ না করে দেবতা, ব্রহ্মা, মার, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, প্রজাগণ ও দেব মনুষ্যগণসহ এই জগত সাক্ষাৎ করে উচ্চতর লোকোত্তর আর্যমার্গজ্ঞান লাভ করেছে বলে প্রবঞ্চনা, শঠতার সহিত মিথ্যা প্রশংসা প্রকাশ করে থাকে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই পঞ্চম মহাচোর এবং সবার চেয়ে হীন, নিম্নতর। কী হেতু? ভিক্ষুগণ, সে পরের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত আহারাদি চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে পরিভোগ করে। তখন ভগবান উপস্থিত ভিক্ষুদেরকে বুঝানোর জন্য এই গাথাটি ভাষণ করলেন :

যতটা নহে শান্ত, তার চেয়ে ততোধিক প্রকাশে অন্যকে,
ছল-চাতুরী, প্রবঞ্চনা, চৌর্যবৃত্তি সেই আহারে।
দেহে কাষায় বসনধারী নিত্য রত পাপাচারে,
অসংযত হয় সে নিত্য কায়বাক্যের আচারে।
পাপ কর্ম করে পাপী উৎপত্তি হয় নিরয়ে,
মূর্খজনে জানে নাকো, গতি কী হয় মরণে।
অসংযত দুঃশীল পরদত্ত ভোজনে,
শ্রেয়তর হয় লৌহগোলক অগ্নিসম ভক্ষণে।

অতঃপর ভগবান সেই বগ্গমুদা নদীতীরবাসী ভিক্ষুদের অনেক প্রকারে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে চঞ্চলতা, দুর্বিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সম্ভ্রান্ততা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, সংঘসেবাপ্রিয়তা, বীর্যারম্ভতার সুফল বর্ণনা করলেন। অতঃপর ভিক্ষুরা যাতে তদনুরূপ, তদনুকূল আচরণ করে, তেমনভাবে ধর্মোপদেশ দেওয়ার পর ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন,

"হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা একান্তই হিতাবহ। সেহেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্য এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করতেছি :

"যে ভিক্ষু লোকোত্তর মার্গফলাদি নিজে লাভ না করে শ্রদ্ধা-সম্মান, লাভ-সৎকারাদি প্রাপ্তির প্রত্যাশায় 'লোকোত্তর মার্গফলাদি লাভ করেছি' এরূপ বলে কায়-বাক্য দ্বারা প্রকাশ করে এবং এরূপ বলে যে, "আমি এরূপ জানি; আমি এরূপ দেখি' ইত্যাদি পাপচেতনায় জনগণের কাছে মিথ্যা বলে, তাহলে সেই ভিক্ষু ভিক্ষুত্ব জীবন হতে পরাজিত বা চ্যুত হবে এবং সে ভিক্ষুদের সহিত একত্রে বসবাসের অযোগ্য হবে।"

এরূপে ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্য এই শিক্ষাপদটি প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল।

১৯৬. সে সময়ে কিছুসংখ্যক ভিক্ষু দিব্যদৃষ্টিতে না দেখে 'দেখে' ধারণায়, লোকোত্তর জ্ঞান প্রাপ্ত না হয়ে 'প্রাপ্ত হয়েছে' ধারণায়, চারি আর্যসত্যজ্ঞান জ্ঞাত না হয়ে 'জ্ঞাত হয়েছে' ধারণায় এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ না করেও 'সাক্ষাৎ করেছে' এরূপ ধারণায় অধিমানবশত অন্যকে ব্যাখ্যা ও প্রকাশ করছিলেন। অপর সময়ে তাদের সকলের চিত্ত লোভ-দ্বেষ-মোহে অভিভূত হলে, তাদের মনে এরূপ সংশয় উৎপন্ন হলো : "আমরা তো দিব্যদৃষ্টিতে না দেখে দেখি ধারণায়, লোকোত্তর জ্ঞান প্রাপ্ত না হয়ে প্রাপ্ত হয়েছি ধারণায়, চারি আর্যসত্য জ্ঞান প্রাপ্ত না হয়েও হয়েছি ধারণায় এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ না করেও সাক্ষাৎ করেছি, এরূপ ধারণায় অধিমানবশত

অন্যকে ব্যাখ্যা ও প্রকাশ করছি। ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদে আমরা কি 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছি?" তারা এ বিষয়ে আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবিরকে প্রকাশ করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবিরও এ বিষয়ে ভগবানকে প্রকাশ করলেন। তখন ভগবান আনন্দ স্থবিরকে বললেন, 'হে আনন্দ, সত্য যদি সেই মূর্খ ভিক্ষুগণ দিব্যদৃষ্টিতে না দেখেও দেখে ধারণায়, লোকোত্তর জ্ঞান প্রাপ্ত না হয়ে প্রাপ্ত হয়েছে ধারণায়, চারি আর্যসত্যজ্ঞান জ্ঞাত না হয়ে জ্ঞাত হয়েছে ধারণায় এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ না করেও সাক্ষাৎ করেছে' এরূপ ধারণায় অধিমানবশত অন্যকে প্রচার ও ব্যাখ্যা করে থাকে, তাহলে তারা ইহা নিঃসন্দেহে মূর্খের ন্যায় কাজ করেছে, নির্বোধের ন্যায় কাজ করেছে।" তৎপর ভগবান ভিক্ষুদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তদ্ধেতু আমি ভিক্ষুদের জন্য এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

১৯৭. "যো পন ভিকখু অনভিজানং উত্তরিমনুস্সধম্মং অত্তুপনাযিকং অলমরিযঞাণদস্সনং সমুদাচরেয্য—'ইতি জানামি ইতি পস্সামী'তি, ততো অপরেন সমযেন সমনুগ্গাহীযমানো ৰা অসমনুগ্গাহীযমানো ৰা আপন্নো ৰিসুদ্ধাপেকেখা এৰং ৰদেয্য—'অজানমেৰং, আৰুসো, অৰচং জানামি, অপস্সং পস্সামি। তুচ্ছং মুসা ৰিলপি'ন্তি, অঞ্ঞত্র অধিমানা, অযম্পি পারাজিকো হোতি অসংৰাসো''তি।

অনুবাদ : "যে ভিক্ষু লোকোত্তর মার্গফলাদি নিজে লাভ না করে শ্রদ্ধা-সম্মান, লাভ-সৎকারাদি প্রাপ্তির আশায় লোকোত্তর মার্গফলাদি লাভ করেছি' এরূপ বলে কায়-বাক্য দ্বারা প্রকাশ করে এবং ইহা বলে যে, 'আমি এরূপ দেখি, আমি এরূপ জানি' ইত্যাদি পাপচেতনায় মানুষদের কাছে মিথ্যা প্রকাশ করে, কিন্তু এরূপ প্রকাশ করাতে অপরাধ হয়েছে মনে করে স্বীয় আত্মশুদ্ধির আশায় বলে যে, 'আবুসোগণ, আমি না জেনে জানি, না দেখে দেখি এরূপ তুচ্ছ, মিথ্যাকথা বলেছি।' তবে একাগ্রতার সহিত ভাবনাদি করার ফলে সমাধি-আদি আর্যমার্গ লাভ না করেও লাভ করেছে ধারণায় প্রকাশ করলে 'পারাজিকা' হবে না কিন্তু অসৎ ইচ্ছায় বা পাপ চেতনায় বললে, সেই ভিক্ষু ভিক্ষুত্ব জীবন হতে পরাজিত হবে, চ্যুত হবে এবং সে ভিক্ষুদের সহিত একত্রে বসবাস করতে পারবে না।"

১৯৮. **'যো পনাতি'** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

'ভিক্খূতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

‘অনভিজানন্তি’ বলতে অসত্য, মিথ্যা ধারণায় যা অবিদ্যমান, অজানা-অদেখা অবস্থায় নিজে কুশলধর্ম অর্থাৎ লোকোত্তর জ্ঞান প্রাপ্ত না হয়ে প্রাপ্ত হয়েছে ধারণায়—‘আমার দ্বারা কুশলধর্মাদি (লোকোত্তর জ্ঞান) অধিগত হয়েছে’ এরূপ মনে করাকে বুঝায়।

‘উত্তরিমনুস্‌স ধম্মো’ বলতে ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি (অর্থাৎ সমাধি লাভের পর প্রীতি উপভোগ অবস্থা), জ্ঞানদর্শন মার্গভাবনা দ্বারা ফলাদি সাক্ষাৎ, ক্লেশপ্রহাণ, পঞ্চনীবরণাদি অতিক্রম প্রভৃতি চিত্তের নিরাসক্ত, নিশ্চলাবস্থায় আনন্দানুভবকে বুঝায়।

‘অত্তুপনাযিকন্তি’ বলতে যত প্রকার কুশলধর্ম আছে, সেগুলোতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা কিংবা যতপ্রকার কুশলধর্ম রয়েছে সেই কুশলধর্মসমূহ নিজের মধ্যে উৎপন্ন করা।

‘ঞাণন্তি’ অর্থে ত্রিবিধ বিদ্যা। ‘দস্‌সনন্তি’ অর্থে যা জ্ঞান তা-ই দর্শন আর যা দর্শন তা-ই জ্ঞান।

‘সমুদাচরেয্যাতি’ অর্থে স্ত্রী বা পুরুষ বা গৃহস্থ কিংবা প্রব্রজিতকে প্রকাশ করাকে বুঝায়।

‘ইতি জানামি ইতি পস্‌সামীতি’ বলতে ‘এই সকল ধর্ম আমি জানি, এই সকল বিষয় আমি দেখি; যে সকল ধর্ম আছে সে সকল ধর্ম আমার দ্বারা জ্ঞাত হয়েছে আর যে সকল সান্দৃষ্টিক ধর্ম আছে তাও আমি দর্শন করতে পারি’।

‘ততো অপরেন সময়েনাতি’ বলতে যেই ক্ষণে উদিত হয়ে কৃত হয়, সেই মুহূর্তে স্থিতি এবং সেই ক্ষণেই বিলয় হওয়াকে বুঝায়।

‘সমনুগ্গাহীযমানোতি’ বলতে এখানে যেই বিষয়ে পরিজ্ঞাত হয়, সেই বিষয়ে পরিজ্ঞাত হওয়ার সময়, কাল, স্থান ও প্রকারকে বুঝাচ্ছে। যেমন : ‘উহা কোন বিষয়ে অধিগত (জ্ঞাত) হলো? ঐ বিষয়টি কিরূপে অধিগত হলো? কখন উহা অধিগত হয়েছে? কোথায় উহা অধিগত হয়েছে? এবং ‘ঐ ক্লেশসমূহ কত প্রকারে প্রহীন হয়েছে? কোনো কোনো বিষয়ে বা ধর্মে তুমি অধিগত বা জ্ঞাত হয়েছ?’ এরূপে ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা স্থান, কাল, সময়, বিষয় ও প্রকারাদি পরিজ্ঞাত হওয়াকে বুঝায়।

‘অসমনুগ্গাহীযমানোতি’ অর্থে পূর্বোক্ত বিষয় সম্পর্কে কোনো কিছুই জ্ঞাত না হওয়া।

‘আপন্নোতি’ বলতে ভিক্ষু পাপচেতনায়, পাপ ইচ্ছাপরবশ হয়ে লাভ-সৎকারাদির প্রত্যাশায় মিথ্যা ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে লোকোত্তর জ্ঞান লাভ

না করেও লাভ করেছে বলে প্রকাশ করে 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত হওয়া।

'বিসুদ্ধাপেক্‌খোতি' বলতে বিশুদ্ধ কামনায় বা গৃহী বা উপাসক, সেবক অথবা শ্রামণের হওয়ার ইচ্ছায় প্রকাশ করাকে বুঝায়।

'অজানমেবং আবুসো অবচং জানামি অপস্‌সং পস্‌সামীতি' বলতে "এই সকল ধর্মসমূহ আমি জানি না, এই সকল ধর্ম আমার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয় নাই, যে সকল ধর্মের মধ্যে 'সান্দৃষ্টিক' ধর্ম রয়েছে, সে সকল ধর্মও আমি দর্শন করতে অক্ষম।"

'তুচ্ছং মুসা বিলপিন্তি' অর্থে 'আমার দ্বারা নীচ, তুচ্ছ কথা বলা হয়েছে, মিথ্যাবাক্য বলা হয়েছে, শঠতাপূর্ণ ও প্রতারণাপূর্ণ বাক্য বলা হয়েছে, আমার দ্বারা না জানা সত্ত্বেও জানা হয়েছে বলে প্রচার করা হয়েছে।'

'অঞ্‌ঞত্র অধিমানাতি' অর্থে নিজে অধিমান বা দৃঢ়তার সঙ্গে স্থিত থাকা বুঝায়।

'অযম্পীতি' অর্থে পূর্বে বর্ণিত বিষয়কে বুঝায়।

'পারাজিকো হোতীতি' বলতে তালবৃক্ষের মস্তক ছিন্ন হলে, যেমন পুনরোদ্গম, পুনর্বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না; তদ্রুপ ভিক্ষুও যদি পাপেচ্ছু হয়ে ইচ্ছাপরবশ হয়ে লাভ-সৎকারাদির পাওয়ার আশায় নীচ তুচ্ছ বাক্য বলে, মিথ্যাবাক্য বলে, শঠতা ও প্রতারণাপূর্ণ বাক্য বলে এবং লোকোত্তর জ্ঞানাদি প্রাপ্ত না হয়েও প্রাপ্ত হয়েছে বলে, জনসমক্ষে প্রচার করে, তাহলে সে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্র বলে কথিত হয়। সেজন্য ইহা 'পারাজিকা' আপত্তি বলে উক্ত হয়েছে।

'অসংবাসোতি' বলতে একই কর্মবাক্য, একই প্রজ্ঞপ্তি, বিনয়-শীল, একই শিক্ষাকে সংবাস বুঝায়। 'পারাজিকা' আপত্তিগ্রস্ত ভিক্ষুর সঙ্গে এ সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করাকে 'অসংবাস' বলা হয়।

১৯৯. **'উত্তরিমনুস্‌সধম্মো'** বলতে ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি (ধ্যান লাভের পর আনন্দোপভোগ অবস্থা), জ্ঞানদর্শন মার্গভাবনাদি করে অর্হত্ত্বফলাদি সাক্ষাৎকরণ, সকল প্রকার ক্লেশ প্রহাণ বা নিরোধ ও পঞ্চনীবরণাদি ধ্বংস করে চিত্তকে নিরাসক্ত, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র রেখে প্রীতি-সুখে অভিরমিত হওয়াকে বুঝায়।

'ঝানন্তি' অর্থে প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যানকে বুঝায়।

‘বিমোক্খোতি’ বলতে শূন্যতা[1] বিমোক্ষ, অনিমিত্ত[2] বিমোক্ষ ও অপ্রণিহিত[3] বিমোক্ষ।

‘সমাধীতি’ বলতে শূন্যতা সমাধি, অনিমিত্ত সমাধি ও অপ্রণিহিত সমাধি[4] ।

‘সমাপত্তীতি’ বলতে শূন্যতা সমাপত্তি, অনিমিত্ত সমাপত্তি ও অপ্রণিহিত সমাপত্তি।

‘ঞাণদস্সনান্তি’ বলতে ত্রিবিধ বিদ্যা। ‘মগ্গ-ভাবনাতি’ বলতে চতুর্বিধ সতিপট্‌ঠান, চতুর্বিধ সম্যক প্রধান, চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনাকে বুঝায়।

‘ফলসচ্ছিকিরিযাতি’ বলতে স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল, এবং অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎকরণকে বুঝায়।

‘কিলেসপ্পহানন্তি’ বলতে রাগ প্রহাণ বা পরিহার, দ্বেষ পরিহার ও মোহ পরিহারকে বুঝায়।

‘বিনীবরণতা চিত্তস্সতি’ বলতে লোভচিত্ত হতে মুক্ত, দ্বেষচিত্ত হতে মুক্ত, মোহচিত্ত হতে মুক্তকে বুঝায়।

‘সুঞ্ঞাগারে অভিরতীতি’ বলতে প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান লাভ করে সকল প্রকার অকুশলকে পরাভূত করে কুশলচিত্ত নিয়ে বিবেকস্থানে প্রীতিসুখে অবস্থান করা।

২০০. ১. ‘আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম’ ইহা প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ[5] করলে

---

[1]. ‘শূন্যতা’ বলতে লোভ, হিংসা, অজ্ঞান হতে সম্পূর্ণরূপে চিত্তকে শূন্য করার্থে শূন্যতা বুঝায়।

[2]. ‘অনিমিত্ত’ বলতে রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি অকুশল পাপ হতে চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে নিমিত্ত বা বিষয়াভিভূত অর্থাৎ অকলুষিত রাখার্থে অনিমিত্ত বুঝায়।

[3]. ‘অপ্রণিহিত’ বলতে লোভ, দ্বেষ, অজ্ঞান প্রভৃতি কুশল কর্ম দ্বারা কার্য সম্পাদনের অভাব-হেতু ‘অপ্রণিহিত’ বুঝায়।

[4]. ‘সমাপত্তি’ অর্থে এখানে আর্যগণ কর্তৃক ধ্যান ও মার্গফলাদি প্রাপ্তির পর যে সুখ উপলব্ধি করেন।

[5]. মিথ্যা ভাষণ করার কিংবা মিথ্যা বাক্য বলার অনেক প্রভেদ রয়েছে। যথা : নিজের নিকটে লোকোত্তর জ্ঞান আছে বলে মিথ্যা প্রকাশ করলে, ‘পারাজিকা’ অপরাধ হয়। অপর ভিক্ষুর ‘পারাজিকা’ আপত্তি হয়েছে বলে মিথ্যা অভিযোগ করলে, ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়। এবং সংঘাদিশেষ হয়েছে বলে মিথ্যা দোষারোপ করলে, ‘পাচিত্তিয়’; আচারবিপত্তি

'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

২. 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' ইহা প্রকাশ করতে সজ্ঞানে চার প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই চার প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে' এবং ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে।

৩. 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' ইহা প্রকাশ করতে সজ্ঞানে পাঁচ প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই পাঁচ প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, এবং ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে।

৪. 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' ইহা প্রকাশ করতে সজ্ঞানে ছয় প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই ছয় প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, এবং ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে।

৫. 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' ইহা প্রকাশ করতে সজ্ঞানে সাত প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি

দ্বারা বা পঞ্চাপত্তি-স্কন্ধ দ্বারা মিথ্যা অভিযোগ করলে, 'দুক্কট'। যেই ভিক্ষু তোমার বিহারে বাস করে, সে অর্হৎ—এরূপে ইত্যাদি কূটবাক্য দ্বারা নিজের লোকোত্তর গুণ প্রকাশ করলে, 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হয়। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে,' ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে,' ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

২০১. ১. 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করে, তাতে প্রীতি-সুখে অবস্থান করছি' ইহা প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

২. 'আমি প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে, তাতে প্রীতি-সুখে অবস্থান করছি' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে চার প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই চার প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে' এবং ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে।'

৩. 'আমি প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে, তাতে প্রীতি-সুখে অবস্থান করছি' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে পাঁচ প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই পাঁচ প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, এবং ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে।

৪. 'আমি প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে, তাতে প্রীতি-সুখে অবস্থান করছি' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে ছয় প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই ছয় প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে,' ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, এবং ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে।

৫. 'আমি প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে, তাতে প্রীতি-সুখে অবস্থান করছি' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে সাত প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ

হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে,' ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে,' ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

২০২. ১. 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করেছি,' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

২. 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করেছি,' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে চার প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই চার প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে' এবং ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে।

৩. 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করেছি,' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে পাঁচ প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই পাঁচ প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, এবং ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে।'

৪. 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করেছি,' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে ছয় প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই ছয় প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি, ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি, ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে, ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, এবং ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে।'

৫. 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করেছি,' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে

সাত প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি, ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি, ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে, ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

২০৩. ১. 'আমি প্রথম ধ্যানলাভী' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

২. 'আমি প্রথম ধ্যানলাভী' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে চার প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই চার প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে' এবং ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে।

৩. 'আমি প্রথম ধ্যানলাভী' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে পাঁচ প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই পাঁচ প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, এবং ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে।

৪. 'আমি প্রথম ধ্যানলাভী' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে ছয় প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই ছয় প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, এবং ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে।

৫. 'আমি প্রথম ধ্যানলাভী' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে সাত প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১.

মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে, ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

২০৪. ১. 'আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান অধিগত করা হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

২. 'আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান অধিগত করা হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে চার প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই চার প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে' এবং ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে।

৩. 'আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান অধিগত করা হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে পাঁচ প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই পাঁচ প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে, ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, এবং ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে।

৪. 'আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান অধিগত করা হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে ছয় প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই ছয় প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে, ৪. অমূলক বিশ্বাসে বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণায় বশবর্তী হয়ে, এবং ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে।

৫. 'আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান অধিগত করা হয়েছে' ইহা প্রকাশ করতে

সজ্ঞানে সাত প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে ‘পারাজিকা’ অপরাধ হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,’ ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করছি’, ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—‘আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে, ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

২০৫. ১. ‘আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান সাক্ষাৎকৃত হয়েছে’ ইহা প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে ‘পারাজিকা’ অপরাধ হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,’ ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করছি’, এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—‘আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।’

২. ‘আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান সাক্ষাৎকৃত হয়েছে’ ইহা প্রকাশ করতে সজ্ঞানে চার প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে ‘পারাজিকা’ অপরাধ হয়। সেই চার প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,’ ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করছি’, ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—‘আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে’ এবং ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে।

৩. ‘আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান সাক্ষাৎকৃত হয়েছে’ ইহা প্রকাশ করতে সজ্ঞানে পাঁচ প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে ‘পারাজিকা’ অপরাধ হয়। সেই পাঁচ প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,’ ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করছি’, ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—‘আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,’ ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, এবং ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে।

৪. ‘আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান সাক্ষাৎকৃত হয়েছে’ ইহা প্রকাশ করতে সজ্ঞানে ছয় প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে ‘পারাজিকা’ অপরাধ হয়। সেই ছয় প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,’ ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করছি’, ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—‘আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,’ ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, এবং ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে।

৫. 'আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান সাক্ষাৎকৃত হয়েছে' ইহা প্রকাশ করতে সজ্ঞানে সাত প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।'

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : এখানে পরবর্তী ধ্যানসমূহের বর্ণনা পূর্বোক্ত প্রথম ধ্যানের বর্ণনার ন্যায় বিস্তারিত জ্ঞাতব্য]

২০৬. 'আমি প্রথম ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান অধিগত করে, তাতে প্রীতি-সুখে অবস্থান করেছিলাম, আমি চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে, তাতে প্রীতি-সুখে রত আছি, আমার দ্বারা চতুর্থ ধ্যান অধিগত করা হয়েছে, আমি চতুর্থ ধ্যানলাভী, আমি চতুর্থ ধ্যানে অবস্থানকারী, আমার দ্বারা চতুর্থ ধ্যান সাক্ষাৎকৃত হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে... চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

২০৭. ১. 'আমি শূন্যতা বিমোক্ষ... অনিমিত্ত বিমোক্ষ... অপ্রণিহিত বিমোক্ষ অধিগত করে; তাতে রত ছিলাম, অধিগত করছি, আমার দ্বারা অধিগত করা হয়েছে, আমি অপ্রণিহিত বিমোক্ষলাভী, অপ্রণিহিত বিমোক্ষে অবস্থানকারী, আমার দ্বারা অপ্রণিহিত বিমোক্ষ সাক্ষাৎকৃত হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।

২. 'আমি শূন্যতা সমাধি... অনিমিত্ত সমাধি... অপ্রণিহিত সমাধি শূন্যতা

সমাপত্তি... অনিমিত্ত সমাপত্তি... অপ্রণিহিত সমাপত্তি অধিগত করে; তাতে অবস্থান করছিলাম, অধিগত করছি, আমার দ্বারা অধিগত করা হয়েছে, আমি অপ্রণিহিত সমাপত্তিলাভী, অপ্রণিহিত সমাপত্তিতে অবস্থানকারী, আমার দ্বারা অপ্রণিহিত সমাপত্তি সাক্ষাৎকৃত হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

৩. 'আমি ত্রিবিদ্যা... চারি স্মৃতি-প্রস্থান... চারি সম্যক প্রধান... চারি ঋদ্ধিপাদ... পঞ্চ-ইন্দ্রিয়... পঞ্চবল... সপ্ত-বোধ্যঙ্গ... আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অধিগত করে; তাতে রত ছিলাম, অধিগত করছি, আমার দ্বারা অধিগত করা হয়েছে, আমি আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গলাভী, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গে অবস্থানকারী, আমার দ্বারা সাক্ষাৎকৃত করা হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

৪. 'আমি স্রোতাপত্তি মার্গফল... সকৃদাগামী মার্গফল... অনাগামী মার্গফল... অর্হত্ত্বমার্গফল অধিগত করে; তাতে রত ছিলাম, অধিগত করছি, আমার দ্বারা অধিগত করা হয়েছে, আমি অর্হত্ত্বমার্গফললাভী, অর্হত্ত্বমার্গফলে অবস্থানকারী, আমার দ্বারা অর্হত্ত্বমার্গফল সাক্ষাৎ করা হয়েছে', এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

৫. 'আমার চিত্ত হতে রাগ, দ্বেষ ও অজ্ঞান বর্জিত, পরিত্যক্ত, মুক্ত, প্রহীন, নিক্ষিপ্ত হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার

পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

৬. 'আমার চিত্ত রাগমুক্ত, দ্বেষমুক্ত ও অজ্ঞানমুক্ত হয়েছে, ইহা প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে... চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

[সুদ্ধিক বর্ণনা সমাপ্ত]

খণ্ডচক্ক বর্ণনা

২০৮. ১. 'আমি প্রথম ধ্যান ও দ্বিতীয় ধ্যান... প্রথম ধ্যান ও তৃতীয় ধ্যান... প্রথম ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম, আমি প্রথম ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে; তাতে প্রীতি-সুখে রত আছি, আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান অধিগত করা হয়েছে, আমি প্রথম ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যানলাভী, প্রথম ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যানে অবস্থানকারী, আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান সাক্ষাৎকৃত হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার, যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

২. 'আমি প্রথম ধ্যান ও শূন্যতা বিমোক্ষ... প্রথম ধ্যান ও অনিমিত্ত বিমোক্ষ... প্রথম ধ্যান ও অপ্রণিহিত বিমোক্ষ... প্রথম ধ্যান ও শূন্যতা সমাধি... প্রথম ধ্যান ও অনিমিত্ত সমাধি... প্রথম ধ্যান ও অপ্রণিহিত সমাধি... প্রথম ধ্যান ও শূন্যতা সমাপত্তি... প্রথম ধ্যান ও অনিমিত্ত সমাপত্তি... প্রথম ধ্যান ও অপ্রণিহিত সমাপত্তি... প্রথম ধ্যান ও ত্রিবিদ্যা অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে অবস্থান করেছিলাম, প্রথম ধ্যান ও ত্রিবিদ্যা অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত আছি, আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও ত্রিবিদ্যা অধিগত করা হয়েছে, আমি প্রথম ধ্যান ও ত্রিবিদ্যালাভী, প্রথম ধ্যান ও ত্রিবিদ্যাতে অবস্থানকারী, আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও ত্রিবিদ্যা সাক্ষাৎকৃত

হয়েছে’ এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে ত্রিবিধ প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে ‘পারাজিকা’ আপত্তি হয়। সেই ত্রিবিধ প্রকার, যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,’ ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করছি’ এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—‘আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।’

৩. ‘আমি প্রথম ধ্যান ও চারি স্মৃতি-প্রস্থান... প্রথম ধ্যান ও চারি সম্যক-প্রধান... প্রথম ধ্যান ও চারি ঋদ্ধিপাদ... প্রথম ধ্যান ও পঞ্চ-ইন্দ্রিয়... প্রথম ধ্যান ও পঞ্চবল অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম, প্রথম ধ্যান ও পঞ্চবল অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত আছি, আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও পঞ্চবল অধিগত করা হয়েছে, আমি প্রথম ধ্যান ও পঞ্চবললাভী, প্রথম ধ্যান ও পঞ্চবলে অবস্থানকারী, আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও পঞ্চবল সাক্ষাৎকৃত হয়েছে’ এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে ত্রিবিধ প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে ‘পারাজিকা’ আপত্তি হয়। সেই ত্রিবিধ প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,’ ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করছি’ এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—‘আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।’

২০৯. ১. ‘আমি প্রথম ধ্যান ও সপ্তবোধ্যঙ্গ... আমি প্রথম ধ্যান ও আর্য-অষ্টাঙ্গিক... আমি প্রথম ধ্যান ও স্রোতাপত্তিফল... আমি প্রথম ধ্যান ও সকৃদাগামীফল... আমি প্রথম ধ্যান ও অনাগামীফল... আমি প্রথম ধ্যান ও অর্হত্ত্বফল অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে অবস্থান করছিলাম, আমি প্রথম ধ্যান ও অর্হত্ত্বফল অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে অবস্থান করছি, আমার দ্বারা আমি প্রথম ধ্যান ও অর্হত্ত্বফল অধিগত করা হয়েছে, আমি প্রথম ধ্যান ও অর্হত্ত্বফললাভী, আমি প্রথম ধ্যান ও অর্হত্ত্বফলে অবস্থানকারী, আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান ও অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎকৃত হয়েছে’ ইহা প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে ‘পারাজিকা’ অপরাধ হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,’ ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করছি’ এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—‘আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।’

২. ‘আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম, আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত আছি, আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান অধিগত করা হয়েছে, আমি প্রথম ধ্যানলাভী, প্রথম ধ্যানে অবস্থানকারী, আমার দ্বারা প্রথম ধ্যান সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, আমার চিত্ত রাগ,

দ্বেষ ও অজ্ঞান মুক্ত, বর্জিত, পরিত্যক্ত, প্রহীন এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আমার চিত্ত রাগমুক্ত, দ্বেষমুক্ত ও অজ্ঞানমুক্ত এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে... চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

[খণ্ডচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

২১০. ১. 'আমি দ্বিতীয় ধ্যান ও তৃতীয় ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান ও শূন্যতা বিমোক্ষ... দ্বিতীয় ধ্যান ও অনিমিত্ত বিমোক্ষ... দ্বিতীয় ধ্যান ও অপ্রণিহিত বিমোক্ষ... দ্বিতীয় ধ্যান ও শূন্যতা সমাধি... দ্বিতীয় ধ্যান ও অনিমিত্ত সমাধি... দ্বিতীয় ধ্যান ও অপ্রণিহিত সমাধি... দ্বিতীয় ধ্যান ও শূন্যতা সমাপত্তি... দ্বিতীয় ধ্যান ও অনিমিত্ত সমাপত্তি... দ্বিতীয় ধ্যান ও অপ্রণিহিত সমাপত্তি... দ্বিতীয় ধ্যান ও ত্রিবিদ্যা... দ্বিতীয় ধ্যান ও চারি স্মৃতি-প্রস্থান... দ্বিতীয় ধ্যান ও চারি সম্যক-প্রধান... দ্বিতীয় ধ্যান ও চারি ঋদ্ধি-পাদ... দ্বিতীয় ধ্যান ও পঞ্চ-ইন্দ্রিয়... দ্বিতীয় ধ্যান ও পঞ্চবল... দ্বিতীয় ধ্যান ও সপ্তবোধ্যঙ্গ... দ্বিতীয় ধ্যান ও আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ... দ্বিতীয় ধ্যান ও স্রোতাপত্তিফল... দ্বিতীয় ধ্যান ও সকৃদাগামীফল... দ্বিতীয় ধ্যান ও সকৃদাগামীফল... দ্বিতীয় ধ্যান ও অনাগামীফল... দ্বিতীয় ধ্যান ও অর্হত্ত্বফল অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম, রত আছি, আমার দ্বারা অধিগত করা হয়েছে, দ্বিতীয় ধ্যান ও অর্হত্ত্বফললাভী, দ্বিতীয় ধ্যান ও অর্হত্ত্বফলে অবস্থানকারী, আমার দ্বারা দ্বিতীয় ধ্যান ও অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎকৃত হয়েছে,' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

২. 'আমি দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম, রত আছি, আমার দ্বারা দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত করা হয়েছে, আমি দ্বিতীয় ধ্যানলাভী, দ্বিতীয় ধ্যানে অবস্থানকারী, আমার দ্বারা দ্বিতীয় ধ্যান সাক্ষাৎকৃত

হয়েছে', আমার লোভ, দ্বেষ ও অজ্ঞান বর্জিত, পরিত্যক্ত, মুক্ত, প্রহীন এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আমার চিত্ত লোভমুক্ত, হিংসামুক্ত ও অজ্ঞানমুক্ত' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

৩. 'আমি দ্বিতীয় ধ্যান ও প্রথম ধ্যান অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে অবস্থান করেছিলাম, অবস্থান করছি, আমার দ্বারা দ্বিতীয় ধ্যান ও প্রথম ধ্যান অধিগত করা হয়েছে, আমি দ্বিতীয় ধ্যান ও প্রথম ধ্যানলাভী, দ্বিতীয় ধ্যান ও প্রথম ধ্যানে অবস্থানকারী, আমার দ্বারা দ্বিতীয় ধ্যান ও প্রথম ধ্যান সাক্ষাৎকৃত হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে... চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

বদ্ধচক্ক

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : এরূপে একেকটি সংক্ষিপ্ত মূলকে চক্রবৃদ্ধি বা বিস্তৃতরূপে রূপান্তরিত করে জ্ঞাতব্য]

সংক্ষিপ্তরূপ বর্ণনা

২১১. ১. 'আমি তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান ও শূন্যতা বিমোক্ষ... অনিমিত্ত বিমোক্ষ... অপ্রণিহিত বিমোক্ষ... তৃতীয় ধ্যান ও শূন্যতা সমাধি... অনিমিত্ত সমাধি... অপ্রণিহিত সমাধি... তৃতীয় ধ্যান ও শূন্যতা সমাপত্তি... অনিমিত্ত সমাপত্তি... অপ্রণিহিত সমাপত্তি... ত্রিবিদ্যা... চারি স্মৃতি-প্রস্থান... চারি সম্যক-প্রধান... চারি ঋদ্ধি-পাদ... পঞ্চ-ইন্দ্রিয়... পঞ্চবল... সপ্তবোধ্যঙ্গ... আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ... স্রোতাপত্তিফল... সকৃদাগামীফল... অনাগামীফল... অর্হত্ত্বফল অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম, রত আছি, আমার দ্বারা অধিগত হয়েছে, আমি তৃতীয় ধ্যান ও

অর্হত্ত্বফললাভী, আমি অবস্থানকারী, আমার তৃতীয় ধ্যান ও অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎকৃত হয়েছে', এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

২. 'আমি তৃতীয় ধ্যান অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম, রত আছি, আমার দ্বারা তৃতীয় ধ্যান অধিগত করা হয়েছে, আমি তৃতীয় ধ্যানলাভী, আমি তৃতীয় ধ্যানে অবস্থানকারী, আমার তৃতীয় ধ্যান সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, আমার চিত্ত লোভ, হিংসা ও অজ্ঞানমুক্ত, বর্জিত, পরিত্যক্ত, প্রহীণ এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আমার চিত্ত লোভ, দ্বেষ ও অজ্ঞান মুক্ত' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

৩. 'আমি তৃতীয় ধ্যান ও প্রথম ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান ও দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম, রত আছি, আমার দ্বারা তৃতীয় ধ্যান ও দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত করা হয়েছে, আমি তৃতীয় ধ্যান ও দ্বিতীয় ধ্যানলাভী, আমি তৃতীয় ধ্যান ও দ্বিতীয় ধ্যানে অবস্থানকারী, আমার তৃতীয় ধ্যান ও দ্বিতীয় ধ্যান সাক্ষাৎকৃত হয়েছে, আমার চিত্ত অজ্ঞানমুক্ত, এবং আমি প্রথম ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম, রত আছি, আমার দ্বারা চতুর্থ ধ্যান অধিগত করা হয়েছে, আমার চিত্ত অজ্ঞানমুক্ত এবং আমি চতুর্থ ধ্যানলাভী, আমি চতুর্থ ধ্যানে অবস্থানকারী, আমার চিত্ত অজ্ঞানমুক্ত এবং আমার দ্বারা চতুর্থ ধ্যান সাক্ষাৎকৃত করা হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

২১২. ১. 'আমার চিত্ত অজ্ঞানমুক্ত এবং আমি শূন্যতা বিমোক্ষ... অনিমিত্ত বিমোক্ষ... অপ্রণিহিত বিমোক্ষ... শূন্যতা সমাধি... অনিমিত্ত

সমাধি... অপ্রণিহিত সমাধি... শূন্যতা সমাপত্তি... অনিমিত্ত সমাপত্তি... অপ্রণিহিত সমাপত্তি অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম, রত আছি, আমার চিত্ত অজ্ঞানমুক্ত এবং আমি অপ্রণিহিত সমাপত্তিলাভী, অবস্থানকারী, আমার দ্বারা সাক্ষাৎকৃত হয়েছে', এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

২. 'আমার চিত্ত মোহ (অজ্ঞান)-মুক্ত এবং আমি ত্রিবিদ্যা... চারি স্মৃতি-প্রস্থান... চারি সম্যক-প্রধান... চারি ঋদ্ধিপাদ অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে অবস্থান করেছিলাম, অবস্থান করছি, আমার দ্বারা অধিগত করা হয়েছে, আমার চিত্ত অজ্ঞানমুক্ত এবং আমি চারি ঋদ্ধিপাদলাভী, চারি ঋদ্ধিপাদে অবস্থানকারী, আমার চিত্ত অজ্ঞানমুক্ত এবং আমার দ্বারা চারি-ঋদ্ধিপাদ সাক্ষাৎকৃত হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' অপরাধ হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

২১৩. ১. 'আমার চিত্ত অজ্ঞানমুক্ত এবং আমি পঞ্চ-ইন্দ্রিয়... পঞ্চবল... সপ্তবোধ্যঙ্গ... আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ, স্রোতাপত্তিফল... সকৃদাগামীফল... অনাগামীফল... অর্হত্ত্বফল' অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম, রত আছি, আমার দ্বারা অর্হত্ত্বফল অধিগত করা হয়েছে, আমার চিত্ত অজ্ঞানমুক্ত এবং আমি অর্হত্ত্বফললাভী, অর্হত্ত্বফলে অবস্থানকারী, আমার চিত্ত অজ্ঞানমুক্ত এবং আমার দ্বারা অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎকৃত হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

২. 'আমার চিত্ত অজ্ঞানমুক্ত এবং আমার লোভ, হিংসা ও অজ্ঞান বর্জিত, পরিত্যক্ত, মুক্ত, প্রহীন এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আমার চিত্ত অজ্ঞানমুক্ত... হিংসামুক্ত... লোভমুক্ত হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে ত্রিবিধ

প্রকারে... চারি প্রকারে... পঞ্চ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।'

[একমূলক বর্ণনা সমাপ্ত]

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : এস্থলে যেরূপে একমূলকের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেরূপে দুই-মূলকাদির বর্ণনাও বিস্তারিতভাবে জ্ঞাতব্য।]

সর্বমূলক বর্ণনা

২১৪. 'আমি প্রথম ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... শূন্যতা বিমোক্ষ... অনিমিত্ত বিমোক্ষ... অপ্রণিহিত বিমোক্ষ... শূন্যতা সমাধি... অনিমিত্ত সমাধি... অপ্রণিহিত সমাধি... শূন্যতা সমাপত্তি... অনিমিত্ত সমাপত্তি... অপ্রণিহিত সমাপত্তি... ত্রিবিদ্যা... চারি স্মৃতি-প্রস্থান... চারি সম্যক-প্রধান... চারি ঋদ্ধি-পাদ... পঞ্চ-ইন্দ্রিয়... পঞ্চবল... সপ্ত-বোধ্যঙ্গ... আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ... স্রোতাপত্তিফল... সকৃদাগামীফল... অনাগামীফল... অর্হত্বফল অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম, রত আছি, অধিগত করেছি, আমার লোভ, হিংসা ও অজ্ঞান বর্জিত, পরিত্যক্ত, মুক্ত, প্রহীন এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আমার চিত্ত লোভমুক্ত, হিংসামুক্ত এবং অজ্ঞানমুক্ত হয়েছে', এরূপ প্রকাশ করতে সজ্ঞানে তিন প্রকারে... চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করলে 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

সর্বমূলক বর্ণনা সমাপ্ত।

[সুদ্ধিকবার কথা বর্ণনা সমাপ্ত]

২১৫. ১. 'আমি প্রথম ধ্যান লাভ করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' ইহা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হয়ে 'আমি দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে (বলামাত্রই) সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

২. 'আমি প্রথম ধ্যান লাভ করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' ইহা প্রকাশ করার ইচ্ছুক হয়ে 'আমি তৃতীয় ধ্যান লাভ করে, প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সেও এ বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

৩. 'আমি প্রথম ধ্যান লাভ করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' ইহা প্রকাশ করার ইচ্ছুক হয়ে 'আমি চতুর্থ ধ্যান লাভ করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সেও উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

৪. 'আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' এরূপ প্রকাশ করার ইচ্ছুক হয়ে 'আমি শূন্যতা-বিমোক্ষ... অনিমিত্ত-বিমোক্ষ... অপ্রণিহিত-বিমোক্ষ... শূন্যতা-সমাধি... অনিমিত্ত-সমাধি... অপ্রণিহিত-সমাধি... শূন্যতা-সমাপত্তি... অনিমিত্ত-সমাপত্তি... অপ্রণিহিত-সমাপত্তি... ত্রিবিদ্যা... চারি স্মৃতি-প্রস্থান... চারি সম্যক-প্রধান... চারি ঋদ্ধি-

পাদ... পঞ্চ-ইন্দ্রিয়... পঞ্চবল... সপ্তবোধ্যঙ্গ... আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ... স্রোতাপত্তিফল... সকৃদাগামীফল... অনাগামীফল... অর্হত্ত্বফল, 'আমার লোভ, দ্বেষ ও মোহ (অজ্ঞান) বর্জিত, পরিত্যক্ত, মুক্ত, প্রহীন এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আমার চিত্ত লোভমুক্ত, হিংসামুক্ত এবং অজ্ঞানমুক্ত হয়েছে' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে... চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সেও উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

[বত্থু বিসারক একমূলক কণ্ডচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

২১৬. ১. 'আমি দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' এরূপ প্রকাশ করার ইচ্ছুক হয়ে আমি 'তৃতীয় ধ্যান লাভ করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

২. 'আমি দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' এরূপ প্রকাশ করার ইচ্ছুক হয়ে 'আমি চতুর্থ ধ্যান লাভ করে, প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ

করা হয়েছে।’

৩. ‘আমি দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম’ এরূপ প্রকাশ করার ইচ্ছুক হয়ে ‘আমি প্রথম ধ্যান লাভ করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম’ এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে... চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর ‘পারাজিকা’ আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,’ ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করছি’, ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—‘আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,’ ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।’

[বত্থু বিসারক একমূলক বদ্ধচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

মূল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

২১৭. ১. ‘আমার চিত্ত অজ্ঞানমুক্ত হয়েছে’ ইহা প্রকাশ করার ইচ্ছুক হয়ে ‘আমি প্রথম ধ্যান অধিগত করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম’ এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর ‘পারাজিকা’ আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,’ ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করছি’ এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—‘আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।’

২. ‘আমার চিত্ত অজ্ঞানমুক্ত হয়েছে’ ইহা প্রকাশ করার ইচ্ছুক হয়ে ‘আমার চিত্ত হিংসামুক্ত হয়েছে’ এরূপ সজ্ঞানে তিন প্রকারে... চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর ‘পারাজিকা’ আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,’ ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—‘আমি মিথ্যা ভাষণ করছি’, ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—‘আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,’ ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী

হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।
[বত্থু বিসারকের একমূলক বর্ণনা সমাপ্ত]

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : এখানে যেরূপে এক মূলকের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেরূপে দুই মূলকাদির বর্ণনাও বিস্তারিতভাবে জ্ঞাতব্য।]

সর্বমূলক বর্ণনা

২১৮. 'আমি প্রথম ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... শূন্যতা বিমোক্ষ... অনিমিত্ত বিমোক্ষ... অপ্রণিহিত বিমোক্ষ... শূন্যতা সমাধি... অনিমিত্ত সমাধি... অপ্রণিহিত সমাধি... শূন্যতা সমাপত্তি... অনিমিত্ত সমাপত্তি... অপ্রণিহিত সমাপত্তি... ত্রিবিদ্যা... চারি স্মৃতি-উপস্থান... চারি সম্যক-প্রধান... চারি ঋদ্ধি-পাদ... চারি সম্যক-প্রধান... পঞ্চ-ইন্দ্রিয়... পঞ্চবল... সপ্তবোধ্যঙ্গ... আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ... স্রোতাপত্তিফল... সকৃদাগামীফল... অনাগামীফল... অর্হত্ত্বফল অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে অবস্থান করছিলাম, আমার লোভ, হিংসা ও অজ্ঞান বর্জিত, পরিত্যক্ত, মুক্ত, প্রহীন এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আমার চিত্ত লোভমুক্ত ও হিংসামুক্ত হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করার ইচ্ছুক হয়ে 'আমার চিত্ত অজ্ঞান মুক্ত হয়েছে' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে... চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

২১৯. ১. 'আমি দ্বিতীয়... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... শূন্যতা বিমোক্ষ... অনিমিত্ত বিমোক্ষ... অপ্রণিহিত বিমোক্ষ... শূন্যতা সমাধি... অনিমিত্ত সমাধি... অপ্রণিহিত সমাধি... শূন্যতা সমাপত্তি... অনিমিত্ত সমাপত্তি... অপ্রণিহিত সমাপত্তি... ত্রিবিদ্যা... চারি স্মৃতি-উপস্থান... চারি সম্যক-প্রধান... চারি ঋদ্ধি-পাদ... চারি সম্যক-প্রধান... পঞ্চ-ইন্দ্রিয়... পঞ্চবল... সপ্তবোধ্যঙ্গ... আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ... স্রোতাপত্তিফল...

সকৃদাগামীফল... অনাগামীফল... অর্হত্ত্বফল অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে অবস্থান করেছিলাম, 'আমার লোভ, হিংসা ও অজ্ঞান বর্জিত, পরিত্যক্ত, মুক্ত, প্রহীন এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আমার চিত্ত লোভমুক্ত, হিংসামুক্ত এবং অজ্ঞানমুক্ত হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করার ইচ্ছুক হয়ে 'আমি প্রথম ধ্যান লাভ করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

২. 'আমি তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... শূন্যতা বিমোক্ষ... অনিমিত্ত বিমোক্ষ... অপ্রণিহিত বিমোক্ষ... শূন্যতা সমাধি... অনিমিত্ত সমাধি... অপ্রণিহিত সমাধি... শূন্যতা সমাপত্তি... অনিমিত্ত সমাপত্তি... অপ্রণিহিত সমাপত্তি... ত্রিবিদ্যা... চারি স্মৃতি-উপস্থান... চারি সম্যক-প্রধান... চারি ঋদ্ধিপাদ... চারি সম্যক-প্রধান... পঞ্চ-ইন্দ্রিয়... পঞ্চবল... সপ্তবোধ্যঙ্গ... আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ... স্রোতাপত্তিফল... সকৃদাগামীফল... অনাগামীফল... অর্হত্ত্বফল অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে অবস্থান করেছিলাম, 'আমার লোভ, হিংসা ও অজ্ঞান বর্জিত, পরিত্যক্ত, মুক্ত, প্রহীন এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আমার চিত্ত লোভমুক্ত, হিংসামুক্ত এবং অজ্ঞানমুক্ত হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করার ইচ্ছুক হয়ে 'আমি প্রথম ধ্যান লাভ করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' এরূপ প্রকাশ করার ইচ্ছুক হয়ে 'আমি দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে, তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলাম' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

৩. 'আমার চিত্ত অজ্ঞানমুক্ত হয়েছে এবং আমি প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান... শূন্যতা বিমোক্ষ... অনিমিত্ত বিমোক্ষ... অপ্রণিহিত বিমোক্ষ... শূন্যতা সমাধি... অনিমিত্ত সমাধি... অপ্রণিহিত

সমাধি... শূন্যতা সমাপত্তি... অনিমিত্ত সমাপত্তি... অপ্রণিহিত সমাপত্তি... ত্রিবিদ্যা... চারি স্মৃতি-উপস্থান... চারি সম্যক-প্রধান... চারি ঋদ্ধি-পাদ... চারি সম্যক-প্রধান... পঞ্চ-ইন্দ্রিয়... পঞ্চবল... সপ্তবোধ্যঙ্গ... আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ... স্রোতাপত্তিফল... সকৃদাগামীফল... অনাগামীফল... অর্হত্ত্বফল অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে অবস্থান করেছিলাম, 'আমার লোভ, হিংসা ও অজ্ঞান বর্জিত, পরিত্যক্ত, মুক্ত, প্রহীন এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আমার চিত্ত লোভমুক্ত হয়েছে' এরূপ প্রকাশ করার ইচ্ছুক হয়ে 'আমার চিত্ত হিংসামুক্ত হয়েছে' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে... চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'পারাজিকা' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

বত্থু বিসারকের সর্বমূল বর্ণনা সমাপ্ত।

বত্থু বিসারকের চক্কপেয়্যাল সমাপ্ত।

[বত্থুকামবার কথা বর্ণনা সমাপ্ত]

২২০. ১. 'যেই ভিক্ষু আপনার বিহারে অবস্থান করেছিলেন, সেই ভিক্ষু প্রথম ধ্যান লাভ করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলেন... রত আছেন... তার দ্বারা অধিগত করা হয়েছে... সেই ভিক্ষু প্রথম ধ্যানলাভী, প্রথম ধ্যানে অবস্থানকারী... তার দ্বারা প্রথম ধ্যান সাক্ষাৎকৃত হয়েছে' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

২. 'যেই ভিক্ষু আপনার বিহারে অবস্থান করেছিলেন, সেই ভিক্ষু প্রথম ধ্যান লাভ করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলেন... রত আছেন... তার দ্বারা

অধিগত করা হয়েছে... সেই ভিক্ষু প্রথম ধ্যানলাভী, প্রথম ধ্যানে অবস্থানকারী... তার দ্বারা প্রথম ধ্যান সাক্ষাৎকৃত হয়েছে' এরূপে সজ্ঞানে চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

৩. 'যেই ভিক্ষু আপনার বিহারে অবস্থান করেছিলেন, সেই ভিক্ষু দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... শূন্যতা বিমোক্ষ... অনিমিত্ত বিমোক্ষ... অপ্রণিহিত বিমোক্ষ... শূন্যতা সমাধি... অনিমিত্ত সমাধি... অপ্রণিহিত সমাধি... শূন্যতা সমাপত্তি... অনিমিত্ত সমাপত্তি... অপ্রণিহিত সমাপত্তি... ত্রিবিদ্যা... চারি স্মৃতি-উপস্থান... চারি সম্যক-প্রধান... চারি ঋদ্ধিপাদ... চারি সম্যক-প্রধান... পঞ্চ-ইন্দ্রিয়... পঞ্চবল... সপ্তবোধ্যঙ্গ... আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ... স্রোতাপত্তিফল... সকৃদাগামীফল... অনাগামীফল... অর্হত্তফল লাভ করে; তাতে রত ছিলেন... রত আছেন... তার দ্বারা অর্হত্তফল অধিগত করা হয়েছে... সেই ভিক্ষু অর্হত্তফললাভী... অর্হত্তফল সাক্ষাৎকৃত হয়েছে' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি' এবং ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

৪. 'যেই ভিক্ষু আপনার বিহারে অবস্থান করেছিলেন, সেই ভিক্ষুর লোভ, হিংসা ও অজ্ঞান বর্জিত, পরিত্যক্ত, মুক্ত, প্রহীন এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। সেই তিন প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে

জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে।'

৫. 'যেই ভিক্ষু আপনার বিহারে অবস্থান করেছিলেন, সেই ভিক্ষুর চিত্ত লোভমুক্ত, হিংসামুক্ত ও অজ্ঞানমুক্ত হয়েছে' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে... চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বল সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

৬. 'যেই ভিক্ষু আপনার বিহারে বাস করেছিলেন, সেই ভিক্ষু শূন্যাগারে (শূন্যস্থানে) প্রথম ধ্যান... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান লাভ করে; তাতে প্রীতি-সুখে অবস্থান করেছিলেন... অবস্থান করছেন... তার দ্বারা চতুর্থ ধ্যান অধিগত করা হয়েছে... সেই ভিক্ষু শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যানলাভী... অবস্থানকারী... সেই ভিক্ষুর দ্বারা শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যান সাক্ষাৎকৃত হয়েছে' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে... চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : এস্থলে যেরূপে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেরূপে অবশিষ্ট বর্ণনাগুলো বিস্তারিতভাবে জ্ঞাতব্য]

২২১. ১. 'যেই ভিক্ষু আপনার প্রদত্ত চীবর পরিভোগ করেছিলেন, পিণ্ডপাত পরিভোগ করছিলেন... শয়নাসন পরিভোগ করেছিলেন... বৈকালিক পানীয় ও ভৈষজ্য ওষুধ-পথ্যাদি পরিভোগ করেছিলেন, সেই ভিক্ষু

শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলেন... রত আছেন... তার দ্বারা চতুর্থ ধ্যান অধিগত হয়েছে... সেই ভিক্ষু শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যানলাভী... অবস্থানকারী... সেই ভিক্ষু কর্তৃক শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যান সাক্ষাৎকৃত হয়েছে' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে... চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

২. 'যেই ভিক্ষুর দ্বারা আপনার বিহার পরিভুক্ত হয়েছি... চীবর পরিভুক্ত হয়েছি... পিণ্ডপাত পরিভুক্ত হয়েছি... শয়নাসন পরিভুক্ত হয়েছি... বৈকালিক পানীয় ও ভৈষজ্য ওষুধ-পথ্যাদি পরিভুক্ত হয়েছিলেন, সেই ভিক্ষু শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যান অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলেন... রত আছেন... তাঁর দ্বারা চতুর্থ ধ্যান অধিগত হয়েছে... সেই ভিক্ষু শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যানলাভী... অবস্থানকারী... সেই ভিক্ষু কর্তৃক শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যান সাক্ষাৎকৃত হয়েছে' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে... চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

৩. 'আপনি এসে যেই ভিক্ষুকে বিহার দান দিয়েছিলেন... চীবর দান দিয়েছিলেন... পিণ্ডপাত দান দিয়েছিলেন... শয়নাসন দান দিয়েছিলেন... বৈকালিক পানীয় ও ভৈষজ্য ওষুধ-পথ্যাদি দান দিয়েছিলেন, সেই ভিক্ষু শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যান অধিগত করে; তাতে প্রীতি-সুখে রত ছিলেন... রত আছেন... তার দ্বারা চতুর্থ ধ্যান অধিগত হয়েছে... সেই ভিক্ষু শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যানলাভী... অবস্থানকারী... সেই ভিক্ষু কর্তৃক শূন্যাগারে চতুর্থ ধ্যান সাক্ষাৎকৃত

হয়েছে' এরূপে সজ্ঞানে তিন প্রকারে... চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে মিথ্যা বললে, যাকে বলে সে উক্ত বাক্যটি বুঝতে সমর্থ হলে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। আর যদি বাক্যটি বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। সেই সাত প্রকার; যথা : ১. মিথ্যা বলার পূর্বে সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করতে যাচ্ছি,' ২. মিথ্যা বলার সময় সে জানে যে—'আমি মিথ্যা ভাষণ করছি', ৩. মিথ্যা বলার পর সে জানে যে—'আমার দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়েছে,' ৪. অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ৫. অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে, ৬. মিথ্যা রুচির বশবর্তী হয়ে, এবং ৭. মিথ্যা সংকল্পের বশবর্তী হয়ে।

পঞ্চদশ প্রকারে পেয়্যাল বর্ণনা সমাপ্ত।
প্রত্যয়-প্রতিসংযুক্তবার কথা সমাপ্ত।
[লোকোত্তর ধর্ম চক্কপেয়্যাল সমাপ্ত]

২২২. **অনাপত্তি :** অধিমান বা দৃঢ়ভাবে ধ্যান করার ফলে অপ্রাপ্ত বিষয়ে প্রাপ্ত ধারণায় প্রকাশ করলে সৎ অভিপ্রায়ে প্রকাশ করলে উন্মাদ হলে, বিক্ষিপ্ত চিত্ত হলে, বেদনাগ্রস্ত হলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে অনাপত্তি।

বিনীত বত্থু-উদান গাথা

অপ্রাপ্ত বিষয়ে প্রাপ্ত ধারণায়, অরণ্যে,
পিণ্ডাপাত, আচার্য আর আচরণে।
সংযোজন, নির্জনে বিহার, প্রত্যুত্থানে,
দুষ্কর নহে, বীর্য-হেতু মৃত্যুর ভয় নাই এ জীবনে।
বন্ধু, ভয়, অনুশোচনায় আর সম্যকভাবে পরিচালনায়,
বীর্য, ধ্যান, আরাধনা, অতঃপর দুই উপলব্ধি, অধ্যবসায়।
পঞ্চ কাহিনি, ব্রাহ্মণের, তিন সুগভীর জ্ঞানে,
আগার, আবরণ, কামরতি আর প্রস্থানে।
অস্থি, মাংসপিণ্ড, উভয় গোঘাতকে,
পক্ষিশিকারী চর্মহীন, ভেড়া ঘাতকে,
অসি, শূকর ঘাতক, বল্লম, ব্যাধ, তীর, বিচারক,
সুচ, রথচালক, যে ছিল দরজি; সে হয় পর-নিন্দুক,
অন্ডকোষ বহনকারী ছিল পূর্বে গ্রাম প্রবঞ্চক।
কূপে পতিত সে ছিল পর-দার লজ্ঘনকারী,

দুষ্ট ব্রাহ্মণ পরে হয় বিষ্ঠা-আহারী।
চর্মহীন স্ত্রী ছিল পাপাচারিনী,
মন্দভাষী স্ত্রী ছিল প্রিয়ভাষীণী।
অঙ্গারে প্রক্ষিপ্ত সতিন ছিল বহিষ্কৃতা স্ত্রীলোক,
শিরছিন্ন ছিল চোরঘাতক।
ভিক্ষু, ভিক্ষুণী আর শিক্ষাকামীগণ,
শ্রামণের অতঃপর শ্রামণেরীগণ।
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিল কাশ্যপ সম্বুদ্ধের শাসনে,
পাপকর্ম করেছিল তারা সেই সময়ে।
তপোদা রাজ গৃহে, যুদ্ধ, হস্তীদের অবগাহনে,
অর্হৎ সোভিত ভিক্ষু পঞ্চশত কল্প অনুস্মরণে।

বিনীতবত্থু

২২৩. ১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অধিমান বা দৃঢ়তার সহিত ভাবনা করলে অপ্রাপ্ত বিষয়ে (ধ্যানাদি মার্গফল) প্রাপ্ত ধারণায় অন্যকে প্রকাশ করছিলেন। তখন ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছি?" সেই ভিক্ষু ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, অধিমান-হেতু তোমার অনাপত্তি।"

২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু 'এরূপে অরণ্যে বাস করলে জনগণ আমাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করবে'। এই আশায় উক্ত ভিক্ষু অরণ্যে অবস্থান করতে লাগলেন। জনগণও তাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করছিলেন। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর অনাপত্তি। কিন্তু ভিক্ষুগণ, সেরূপ চেতনা নিয়ে অরণ্যে বাস করতে পারবে না; যে সেরূপ চেতনা নিয়ে বাস করবে, তার 'দুক্কট' আপত্তি হবে।"

৩. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু 'এরূপে পিণ্ডচরণ করলে জনগণ আমাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করবে' এই আশায় সেই ভিক্ষু পিণ্ডচরণ ব্রত পালন করতে লাগলেন। জনগণও উক্ত ভিক্ষুকে শ্রদ্ধা-সম্মান করতে লাগলেন। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক

প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর অনাপত্তি হয়েছে বটে; কিন্তু ভিক্ষুগণ, সেরূপ চেতনা নিয়ে পিণ্ডচরণ ব্রত পালন করবে না; যে পালন করবে তার 'দুক্কট' আপত্তি হবে।"

৪. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অন্যতর ভিক্ষুকে এরূপ প্রকাশ করছিলেন—'আবুসো, আমাদের উপাধ্যায়ের যে সকল সহবিহারী আছেন; তাঁরা সকলেই অর্হৎ।' তখন এরূপ প্রকাশ করাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান উক্ত ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কোন চিত্ত নিয়ে সেরূপ প্রকাশ করেছিলে?" "ভগবান আমি প্রশংসা করার অভিপ্রায়ে তা প্রকাশ করেছি।" "তাহলে হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৫. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু জনৈক ভিক্ষুকে এরূপ প্রকাশ করছিলেন—'আবুসো, আমাদের উপাধ্যায়ের যেসকল অন্তেবাসী আছেন; তাঁরা সকলেই মহা ঋদ্ধিমান ও মহানুভাব।' এরূপ প্রকাশ করাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" "ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কোন চিত্ত নিয়ে এরূপ বলতে গেলে?" "ভগবান, আমি প্রশংসা করার ইচ্ছায় তা প্রকাশ করেছি।" "তাহলে, ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

৬. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু 'যদি আমি ত্রিবিধ ঈর্যাপদে (দাঁড়ান, গমন ও উপবেশনে) অবস্থান করি; তাহলে জনগণ আমাকে শ্রদ্ধা-চিত্তে সম্মান করবে' ইহাই শ্রেয়তর হবে আশায় ত্রিবিধ ঈর্যাপদে অবস্থান করছিলেন। জনগণও সেই ভিক্ষুকে শ্রদ্ধা-সম্মান করছিলেন। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর অনাপত্তি হয়েছে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধা-সম্মান পাওয়ার আশায় সেরূপ ঈর্যাপদে অবস্থান করতে পারবে না; যে করবে তার 'দুক্কট' আপত্তি হবে।"

৭. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু জনৈক ভিক্ষুর লোকোত্তর জ্ঞানপ্রাপ্তির সম্বন্ধে

প্রশংসা করছিলেন। উক্ত ভিক্ষুও এরূপ প্রকাশ করছিলেন—‘আবুসো, আমার সংযোজনসমূহ প্রহীন (ধ্বংস) হয়েছে।’ এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘পারাজিকা’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।”

২২৪. ১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু নির্জনস্থানে গিয়ে নিজে লোকোত্তর জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছে ধারণায় নিজে নিজে আত্মপ্রশংসা করছিলেন। তখন অন্য এক পরচিত্ত বিজানন জ্ঞানপ্রাপ্ত ভিক্ষু সেই ভিক্ষুর মনের কথা জানতে পেরে এ বলে নিন্দা করছিলেন যে—‘আবুসো, তোমার কোনো লোকোত্তর জ্ঞান লাভ হয় নাই; তুমি সেরূপ মনে করবে না।” তখন সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘দুক্কট’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; ‘পারাজিকা’ আপত্তি নহে।”

২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু বিবেক স্থানে গিয়ে নিজে লোকোত্তর জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছে ধারণায় নিজে নিজে আত্মপ্রশংসা করছিলেন। ঐ সময়ে একদেবতা উক্ত ভিক্ষুকে এ বলে নিন্দা করছিলেন যে—“ভন্তে, আপনার কোনো লোকোত্তর জ্ঞান লাভ হয় নাই; আপনি এরূপ মনে করবেন না।” ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়েছে; ‘পারাজিকা’ আপত্তি নহে।”

৩. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অন্যতর এক উপাসককে এরূপ প্রকাশ করছিলেন—“হে উপাসক, যে ভিক্ষু আপনার বিহারে অবস্থান করছেন, সে অর্হৎ।” ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কোন চিত্ত নিয়ে ঐরূপ প্রকাশ করেছিলে?” “ভগবান, আমি প্রশংসা করার ইচ্ছায় সেরূপ প্রকাশ করেছি।” “তাহলে, হে ভিক্ষু, তোমার ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়েছে; ‘পারাজিকা’ আপত্তি নহে।”

৪. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু জনৈক উপাসককে এরূপ বলছিলেন—“হে

উপাসক, আপনি যেই ভিক্ষুকে চতুর্প্রত্যয় দ্বারা সেবা-যত্ন করছেন, সেই ভিক্ষু অর্হৎ।” সেই উপাসকও সেই ভিক্ষুকে আরও বেশি চতুর্প্রত্যয় দ্বারা সেবা-যত্ন করছিলেন। ইহাতে ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কোন চিত্ত নিয়ে ঐরূপ প্রকাশ করেছিলে?” “ভগবান, আমি প্রশংসা করার অভিপ্রায়ে সেরূপ প্রকাশ করেছি।” “তাহলে, ভিক্ষু, তোমার ‘থুল্লচ্চয়’ অপরাধ হয়েছে; ‘পারাজিকা’ অপরাধ নহে।”

২২৫. ১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হয়েছিলেন। অন্য এক ভিক্ষু উক্ত পীড়িত ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, “আয়ুষ্মানের লোকোত্তর জ্ঞান লাভের কথা প্রকাশ করার প্রয়োজন নয় কি?” “বন্ধু, আমি তা অন্যকে প্রকাশ করতে সক্ষম নই”। তখন সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবানের যে সকল শ্রাবকগণ (অর্হত্ত্বমার্গলাভী) আছেন। একমাত্র তাঁরাই এরূপ প্রকাশ করতে পারেন। আমি তো এখনও ভগবানের শ্রাবকত্ব (অর্হত্ত্বমার্গফল) লাভ করতে পারি নাই। আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কোন চিত্ত নিয়ে ঐরূপ বলেছিলে?” “ভগবান আমি তা তিরস্কার করার অভিপ্রায়ে বলেছিলাম।” “তাহলে, ভিক্ষু, তিরস্কারের ইচ্ছায় হলে, তোমার অনাপত্তি।”

২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অসুস্থ হয়েছিলেন। তখন অপর ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, “আয়ুষ্মানের লোকোত্তর জ্ঞানপ্রাপ্তির কথা প্রকাশ করার দরকার নয় কি?” “আবুসো, সেই আরদ্ধ বীর্য প্রয়োগ দ্বারা প্রাপ্ত ধর্ম শুধু নিজের শান্তি বিধানের জন্যে; প্রকাশের জন্যে নহে।” এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কোন চিত্তে ঐরূপ বলেছিলে?” “ভগবান, আমি তা নিন্দা করার ইচ্ছায় বলেছিলাম।” “তাহলে ভিক্ষু তোমার অনাপত্তি।”

৩. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হয়েছিলেন। তখন অন্য এক ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, “আবুসো, আপনি মৃত্যুকে ভয় পাবেন না।” “না আবুসো, আমি মৃত্যুকে ভয় করি না।” ইহাতে ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে

'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, কেন তুমি ঐরূপ বলেছিলে?" "ভগবান, আমি তিরস্কার করার ইচ্ছায় বলেছিলাম।" "তাহলে, ভিক্ষু, তোমার অনাপত্তি।"

৪. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু রোগগ্রস্ত হয়েছিলেন। অপর এক ভিক্ষু সেই রোগগ্রস্ত ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "আবুসো, আপনি মৃত্যুকে ভয় করবেন না।" "আবুসো, যার মধ্যে অনুশোচনা ও অনুরাগ আছে; নিশ্চয় সে মৃত্যুকে ভয় করবে।" এতে ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, কেন তুমি ঐরূপ বলেছিলে?" "ভগবান, আমি তিরস্কার করার অভিপ্রায়ে বলেছিলাম।" "তাহলে তোমার অনাপত্তি।"

৫. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হয়েছিলেন। অন্য এক ভিক্ষু সেই পীড়িত ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "আয়ুষ্মানের অর্হত্তফল প্রাপ্তির কথা বলার প্রয়োজন নয় কি?" "আবুসো, আমি যেই সম্যক প্রচেষ্টার দ্বারা ধর্ম অধিগত করেছি; তা শুধু আমার শান্তির জন্যে; লোকসমাজে প্রকাশের জন্যে নয়।" ইহাতে ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, কেন তুমি ঐরূপ বলেছিলে?" "ভগবান, আমি নিন্দা করার ইচ্ছায় প্রকাশ করেছিলাম।" "তাহলে ভিক্ষু তোমার অনাপত্তি।"

৬. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু পীড়িত হলে, অন্য এক ভিক্ষু উক্ত পীড়িত ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "আয়ুষ্মানের অর্হত্তফলের কথা প্রকাশের প্রয়োজন মনে করেন কি?" "আবুসো, আরব্ধ বীর্য প্রয়োগ দ্বারা যেই ধর্ম লাভ করেছি; তা জনসমক্ষে প্রকাশের দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। তা শুধু আমার বিমুক্তির জন্যে।" ইহাতে ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, কেন তুমি ঐরূপ বলেছিলে?" "ভগবান, আমি নিন্দা করার অভিপ্রায়ে প্রকাশ করেছিলাম।" "হে ভিক্ষু, নিন্দার অভিপ্রায়ে হলে, তোমার অনাপত্তি।"

৭. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অসুস্থ হয়েছিলেন। তখন অপর ভিক্ষু সেই

ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "আয়ুষ্মানের লোকোত্তর জ্ঞানপ্রাপ্তির কথা প্রকাশ করার দরকার নয় কি?" "আবুসো, আমি যেই কঠোর সাধনা যোগে ধর্ম লাভ করেছি, তা প্রকাশ করার নিমিত্তে নহে; তা শুধু আমার শান্তি লাভের জন্যে।" এতে ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, কেন তুমি ঐরূপ বলেছিলে?" "ভগবান, আমি ভর্ৎসনা করার অভিপ্রায়ে প্রকাশ করেছিলাম।" "হে ভিক্ষু, ভর্ৎসনা করার ইচ্ছায় হলে, তোমার অনাপত্তি।"

৮. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু অসুস্থ হলে, অন্য এক ভিক্ষু উক্ত ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "আবুসো, কেন আপনি রোগোপশম এবং সুখে কাল যাপনের জন্যে ব্যবস্থা করছেন না?" "না আবুসো, যদ্দারা তা করা দরকার, তদ্দারা তা আমি করতে সক্ষম নই।" এতে ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, কেন তুমি ঐরূপ বলেছিলে?" "ভগবান, আমি তিরস্কার করার অভিপ্রায়ে প্রকাশ করেছিলাম।" "হে ভিক্ষু, তিরস্কার করার অভিপ্রায়ে হলে, তোমার অনাপত্তি।"

৯. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হলে, অন্য এক ভিক্ষু সেই পীড়িত ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "আবুসো, কী কারণে আপনি এত রোগগ্রস্ত হয়ে দুঃখ ভোগ করে অবস্থান করছেন; রোগোপশমের উপায় আপনার জানা নাই কী?" "আবুসো, এই জগতে পৃথগ্জন হয়ে অবস্থান করা দুঃখজনক। তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" ইহাতে ঐ ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কোন চিত্তে ঐরূপ বলেছিলে?" "ভগবান আমি প্রশংসা করার ইচ্ছায় বলেছিলাম।" "তাহলে ভিক্ষু প্রশংসা করার ইচ্ছায় হলে, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'পারাজিকা' আপত্তি নহে।"

২২৬. ১. সে সময়ে অন্যতর ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদেরকে নিমন্ত্রণ করে এরূপ আহ্বান করলেন, "আসুন, মাননীয় অর্হৎগণ!" তখন ব্রাহ্মণ ইহা বলাতে সেই ভিক্ষুদের এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমরা তো কেউ অর্হৎ নই; কিন্তু এই ব্রাহ্মণ আমাদেরকে সসম্মানে অর্হৎ বলে সম্বোধন করছেন। এখন

আমাদের কী করা উচিত?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান তাদেরকে বললেন, ভিক্ষু প্রসাদজ্ঞানে সম্বোধন-হেতু তোমাদের অনাপত্তি।”

২. সে সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদেরকে নিমন্ত্রণ করে এরূপ বললেন, ‘উপবেশন করুন, মাননীয় অর্হৎগণ,... ভোজন করুন, মাননীয় অর্হৎগণ,... পরিতৃপ্ত হোন’, মাননীয় অর্হৎগণ,... গমন করুন। মাননীয় অর্হৎগণ ব্রাহ্মণ ইহা বলাতে তাদের এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমরা তো কেউ অর্হৎ নই; কিন্তু এই ব্রাহ্মণ আমাদেরকে অর্হৎ বলে সম্বোধন করছেন। এখন আমাদের কী করা কর্তব্য?” ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, প্রসাদ (শ্রদ্ধা)-হেতু সম্বোধন করায় তোমাদের অনাপত্তি।”

৩. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অন্যতর ভিক্ষুর লোকোত্তর জ্ঞানের কথা প্রশংসা করছিলেন। তখন যেই ভিক্ষু উক্ত ভিক্ষুকে প্রশংসা করেছিলেন, সেই ভিক্ষুও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজে লোকোত্তর জ্ঞান লাভ না করে এরূপ বলতে লাগলেন, “আবুসো, আমারও সকল প্রকার আসব (তৃষ্ণা) প্রহীণ (ক্ষয়) হয়েছে।” এরূপ বলাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘পারাজিকা’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।”

৪. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু জনৈক ভিক্ষুর লোকোত্তর জ্ঞান সম্বন্ধে প্রশংসা করছিলেন। সেই ভিক্ষুও এরূপ বললেন, ‘আবুসো, আমার দ্বারাও এই ধর্ম সাক্ষাৎকৃত হয়েছে।’ এরূপ বলাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘পারাজিকা’ আপত্তি হয়েছে।”

৫. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অপর এক ভিক্ষুর লোকোত্তর জ্ঞান প্রাপ্তির সম্বন্ধে প্রশংসা করছিলেন। তখন সেই ভিক্ষুও এরূপ বলতে লাগলেন, ‘আবুসো, আমিও সেই ধর্মসমূহ দর্শন করেছি।’ ইহা বলাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘পারাজিকা’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।”

৬. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষুকে তার জ্ঞাতিগণ এরূপ বললেন, “আসুন ভন্তে, আগারে (ঘরে) বাস করুন।” “না আবুসো, আমার ন্যায় ভিক্ষু আগারে বাস করা অনুপযুক্ত।” তখন ইহা বলাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কী কারণে সেরূপ বলেছিলে?” “ভগবান, আমি তা নিন্দা করার ইচ্ছায় বলেছিলাম।” “তাহলে, ভিক্ষু, নিন্দা করার ইচ্ছায় হলে, তোমার অনাপত্তি।”

২২৭. ১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষুকে জ্ঞাতিগণ এরূপ বললেন, “আসুন ভন্তে, কামসুখে রমিত হোন।” “না আবুসো, আমার দ্বারা কামসুখে রমিত হওয়া অসম্ভব।” এরূপ বলাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কী কারণে সেরূপ বলেছিলে?” “ভগবান, আমি তা নিন্দা করার ইচ্ছায় বলেছিলাম।” “তাহলে, ভিক্ষু, নিন্দা করার ইচ্ছায় হলে, তোমার অনাপত্তি।”

২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষুকে তার আত্মীয়স্বজনরা এরূপ বললেন, “ভন্তে, আপনি কিভাবে অভিরমিত হন?” “হ্যাঁ আবুসো, অভিরমিত হই বটে; তবে আমি পরমার্থ সুখে অভিরমিত হই।” ইহা প্রকাশ করাতে সেই ভিক্ষুর মনে সন্দেহ উদয় হলো যে—“যাঁরা অর্হত্ত্বফললাভী ভগবানের প্রকৃত শ্রাবক; তাঁরাই শুধু এরূপ প্রকাশ করতে পারেন। আমি তো এখনো সেরূপ হতে পারি নাই। ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘পারাজিকা’ অপরাধগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কী কারণে ঐরূপ বলেছিলে?” “ভগবান আমি তা অবজ্ঞা করার অভিপ্রায়ে বলেছিলাম।” “তাহলে ভিক্ষু, তোমার অনাপত্তি।”

৩. সে সময়ে কিছুসংখ্যক ভিক্ষু এরূপ চুক্তি করে অন্যের আবাসে বর্ষা যাপনের জন্য উপস্থিত হলেন—“যে এই আবাসে প্রথমে প্রবেশ করবে, তাকেই আমরা অর্হৎ বলে জানব।” তখন অন্যতর ভিক্ষু এরূপ বললেন, “আমাকেই তোমরা অর্হৎ বলে জান; কারণ আমিই প্রথমে এই আবাসে প্রবেশ করেছি।” এরূপ বলাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘পারাজিকা’ দোষগ্রস্ত

হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষু বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘পারাজিকা’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।”

২২৮. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহের বেলুবনস্থ কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময়ে আয়ুষ্মান লক্ষণ এবং আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন গিজ্ঝাকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্গমনোপযোগী নিবাস (বস্ত্র) আচ্ছাদন করে পাত্র-চীবর নিয়ে যেখানে আয়ুষ্মান লক্ষণ সেখানে গিয়ে আয়ুষ্মান লক্ষণকে এরূপ বললেন, ‘আসুন, আবুসো লক্ষণ, পিণ্ডান্নের জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করি।” “হ্যাঁ আবুসো,” বলে আয়ুষ্মান লক্ষণ আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের কথায় প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে অবতরণের সময় অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মৃদুহাস্য করলেন। ইহা দেখে আয়ুষ্মান লক্ষণ আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবিরকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, “আবুসো মহামৌদ্গাল্লায়ন, আপনি কী কারণে কী হেতুতে পর্বত হতে অবতরণের সময় অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মৃদুহাস্য করলেন?” “আবুসো লক্ষণ, আপনি এই প্রশ্ন অসময়ে করলেন। এ বিষয়ে আপনি আমাকে ভগবানের সম্মুখে জিজ্ঞেস করবেন।” অনন্তর আয়ুষ্মান লক্ষণ এবং মৌদ্গাল্লায়ন পিণ্ডান্ন সংগ্রহ করে ভোজন শেষে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান লক্ষণ আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্লায়নকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, “আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্লায়ন, আমি দেখলাম আপনি গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে অবতরণের সময়ে অন্যস্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মৃদুহাস্য করেছিলেন। আবুসো মৌদ্গাল্লায়ন কী কারণে কী হেতুতে আপনি ঐ মৃদুহাস্য করেছিলেন?” “আবুসো, আমি পর্বত হতে নামার সময়ে অস্থি-কঙ্কাল সার এক প্রাণীকে আকাশ দিয়ে গমন করতে দেখলাম। আমি আরও দেখলাম যে, ঐ অস্থি-কঙ্কাল সার প্রাণীকে শকুন, কাক ও শ্যেন পক্ষী পিছে পিছে অনুসরণ করে তাদের চঞ্চু দ্বারা সেই প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে আঘাত করছে। সেই পক্ষীকুলের আঘাতে সে চিৎকার করছিল, আর্তনাদ করছিল। আবুসো, তখন আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : “বড়ই আশ্চর্য, বড়ই অদ্ভুত যে, জগতে এরূপ প্রাণীও বিদ্যমান। এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা নিজের দ্বারা সম্পাদিত অকুশলকর্ম বিপাকের ফল ভোগ করতে হয়।” অতঃপর ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও বদনাম করতে লাগলেন, “কেন আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্লায়ন নিজের ঋদ্ধি সম্পর্কে প্রশংসা

করছেন?” তখন ভগবান সকল ভিক্ষুকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথার্থভাবে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা অবস্থান কর; এবং জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন কর। তাহলে তোমরাও যা ইচ্ছা তা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখতে সক্ষম হবে। হে ভিক্ষুগণ, আমি পূর্বেই সেই প্রাণীকে দেখেছি। কিন্তু সাধারণ জনগণ বিশ্বাস করবে না বিধায় তা প্রকাশ করি নাই। কারণ আমার দ্বারা প্রকাশিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের দীর্ঘকাল ধরে অহিত ও দুঃখের কারণ হবে। ভিক্ষুগণ, পূর্বে সে এই রাজগৃহের গোঘাতক (গুরুহত্যাকারী) হিসেবে জীবন যাপন করেছিল। সে তার প্রাণী হত্যাজনিত অকুশল কর্ম-বিপাকের ফলে বহু বৎসর, বহুশতবৎসর, বহু সহস্র বৎসর, বহুশতসহস্র বৎসর পর্যন্ত নরকে দগ্ধ হয়ে সেই কর্ম বিপাকাবসানে এরূপ দেহ ধারণ করে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়নের কথাই সত্য। ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়নের কোনো আপত্তি হয়নি।”

২২৯. ১. “বন্ধুগণ,’ আমি এই গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে নামার সময়ে এক মাংসপেশী সদৃশ সত্ত্বকে আকাশ দিয়ে যেতে দেখেছি। সেই মাংসপেশীকে অনুসরণ করে কাক, শকুন, ও শ্যেন প্রভৃতি পক্ষী তাদের চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে খণ্ড-বিখণ্ড করছিল। সেই মাংসপেশী সত্ত্ব সেই পক্ষীকুলের চঞ্চুর আঘাতে চিৎকার করছিল, আর্তনাদ করছিল। আবুসো, তখন আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : ‘অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত যে, জগতে এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা স্বীয় অকুশলকর্ম বিপাকের ফলস্বরূপ ভোগ করতে হয়।” অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—“কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বীয় ঋদ্ধির কথা প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন?” তখন ভগবান সকল ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথাযথরূপে সম্যক জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হয়ে বিহার কর এবং সম্যক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল বিষয়কে দর্শন কর। তাহলে তোমরাও যথা-ইচ্ছা তথা জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হবে।”

“হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই মাংসপেশী সত্ত্বকে পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু সাধারণ জনগণ তা বিশ্বাস করবে না বিধায় প্রকাশ করি নাই। কারণ, তথাগত বর্ণিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে ভিক্ষুগণ, সেই সত্ত্ব পূর্বে রাজগৃহে গোঘাতক ছিল। সে তার প্রাণীহত্যাজনিত অকুশল কর্মবিপাকের ফলে বহু

বৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর, বহুশতসহস্র বৎসর ধরে নরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে সেই কর্মফল অবসানে এরূপ দেহ ধারণ করে ভীষণ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়ন যা বর্ণনা করেছে তা সত্য। ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়নের এরূপ বর্ণনা করাতে কোনো অপরাধ হয়নি।"

২. "বন্ধুগণ, আমি এই গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে অবরোহণ করার সময় মাংসপিণ্ড সদৃশ এক প্রাণীকে দেখতে পেয়েছি। সেই মাংসপিণ্ডকে অনুসরণ করে কাক, শকুন ও শ্যেন প্রভৃতি পক্ষী তাদের চঞ্চু (ঠোঁট) দিয়ে আঘাত করে খণ্ড-বিখণ্ড করছে। সেই মাংসপিণ্ডসদৃশ প্রাণী সেই পক্ষীকুলের চঞ্চুর আঘাতে চিৎকার করছিল, আর্তনাদ করছিল। আবুসোগণ, তখন আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : "অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত যে, জগতে এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা স্বীয় অকুশলকর্ম বিপাকের ফলস্বরূপ ভোগ করছে।" অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—"কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বীয় ঋদ্ধির কথা প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন?" তখন ভগবান সকল ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথাযথরূপে সম্যক জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হয়ে বিহার কর এবং সম্যক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল বিষয়কে দর্শন কর। তাহলে তোমরাও যথা-ইচ্ছা তথা জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই মাংসপিণ্ডসদৃশ সত্ত্বকে পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু সাধারণ জনগণ তা বিশ্বাস করবে না বিধায় প্রকাশ করি নাই। কারণ, তথাগত বর্ণিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে ভিক্ষুগণ, সেই সত্ত্ব পূর্বে এই রাজগৃহে পক্ষীশিকারী ছিল। সে তার প্রাণীহত্যাজনিত অকুশল কর্মবিপাকের ফলে বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর, বহু শতসহস্র বৎসর ধরে নরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে সেই কর্মফল অবসানে এরূপ দেহ ধারণ করে ভীষণ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করতেছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়ন যা বর্ণনা করেছে তা সত্য। ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়নের এরূপ বর্ণনা করাতে কোনো অপরাধ হয়নি।

৩. "বন্ধুগণ, আমি এই গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে অবতরণের সময়ে দেহচর্মহীন পুরুষকে আকাশ দিয়ে গমন করতে দেখলাম। সেই দেহচর্মহীন পুরুষকে ঘিরে কাক, শকুন ও শ্যেন প্রভৃতি পক্ষীকুল তাদের স্বীয় চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে ক্ষত-বিক্ষত করছে, খণ্ড-বিখণ্ড করছে। সেই দেহচর্মহীন পুরুষ সেই পক্ষীকুলাদির চঞ্চুর আঘাতে চিৎকার করছিল, আর্তনাদ করছিল।

বন্ধুগণ, সে সময়ে আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : "অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত যে, পৃথিবীতে এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা স্বীয় অকুশল কর্মবিপাকের ফলস্বরূপ ভোগ করছে।" অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—"কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বীয় ঋদ্ধির কথা প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন?" তখন ভগবান সকল ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথাযথরূপে সম্যক জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হয়ে বিহার কর এবং সম্যক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল বিষয়কে দর্শন কর। তাহলে তোমরাও যথা-ইচ্ছা তথা জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই চর্মহীন পুরুষকে পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু সাধারণ জনগণ তা বিশ্বাস করবে না বিধায় প্রকাশ করি নাই। কারণ, তথাগত বর্ণিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে ভিক্ষুগণ, সেই চর্মহীন পুরুষ পূর্বে রাজগৃহের ভেড়াঘাতক ছিল। সে তার প্রাণীহত্যাজনিত অকুশল কর্মবিপাকের ফলে বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর, বহু শতসহস্র বৎসর ধরে নরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে সেই কর্মফল অবসানে এরূপ দেহ ধারণ করে ভীষণ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়ন যা বর্ণনা করেছে তা সত্য। ভিক্ষুগণ মৌদ্গাল্লায়নের এরূপ বর্ণনা করাতে কোনো অপরাধ হয়নি।"

৪. "বন্ধুগণ,' আমি এই গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে অবতরণের সময়ে এক অসিলোম প্রেতকে আকাশ দিয়ে যেতে দেখেছি। তার সেই তীক্ষ্ণ অসিসদৃশ লোমসমূহ ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত হয়ে তার দেহকে ভেদ করে ক্ষত-বিক্ষত করছে এবং অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল, আর্তনাদ করছিল। বন্ধুগণ, তখন আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : 'অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত যে, জগতে এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা স্বীয় অকুশল কর্মবিপাকের ফলস্বরূপ ভোগ করতে হয়।" অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—"কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বীয় ঋদ্ধির কথা প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন?" তখন ভগবান সকল ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথাযথরূপে সম্যক জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হয়ে বিহার কর এবং সম্যক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল বিষয়কে দর্শন কর। তাহলে তোমরাও যথা-ইচ্ছা তথা জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই অসিলোম প্রেতকে পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু

সাধারণ জনগণ তা বিশ্বাস করবে না বিধায় প্রকাশ করি নাই। কারণ তথাগত বর্ণিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে ভিক্ষুগণ, সেই অসিলোম প্রেত পূর্বে রাজগৃহে শূকর-ব্যবসায়ী ছিল। সে তার প্রাণীহত্যাজনিত অকুশল কর্মবিপাকের ফলে বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর, বহু শতসহস্র বৎসর ধরে নরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে সেই কর্মফল অবসানে এরূপ দেহ ধারণ করে ভীষণ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়ন যা বর্ণনা করেছে তা সত্য। ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়নের এরূপ বর্ণনা করাতে কোনো অপরাধ হয়নি।”

৫. “বন্ধুগণ, আমি এই গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে অবরোহণের সময় এক শূললোম পুরুষকে আকাশ দিয়ে গমন করতে দেখেছি। সে তার সেই তীক্ষ্ণ শূল দ্বারা স্বীয় দেহকে ভেদ করে এফোঁড়-ওফোঁড় বিদ্ধ করছে। সেই শূললোম স্বীয় তীক্ষ্ণ শূল দ্বারা দেহকে এফোঁড়-ওফোঁড় করার ফলে অসহ্য বর্ণনাতীত যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল, চিৎকার করছিল। বন্ধুগণ, ঐ সময়ে আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : ‘অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত যে, এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা স্বীয় অকুশল কর্মবিপাকের ফলস্বরূপ ভোগ করতে হয়।” অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—“কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বীয় ঋদ্ধির কথা প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন?” তখন ভগবান সকল ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথাযথরূপে সম্যক জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হয়ে বিহার কর এবং সম্যক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল বিষয়কে দর্শন কর। তাহলে তোমরাও যথা-ইচ্ছা তথা জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হবে।”

“হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই শূললোম পুরুষকে পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু সাধারণ জনগণ তা বিশ্বাস করবে না বিধায় প্রকাশ করি নাই। কারণ, তথাগত বর্ণিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে ভিক্ষুগণ, সেই শূললোম পুরুষ পূর্বে এই রাজগৃহে ব্যাধ ছিল। সে তার প্রাণীহত্যাজনিত অকুশল কর্মবিপাকের ফলে বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর, বহু শতসহস্র বৎসর ধরে নরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে সেই কর্মফল অবসানে এরূপ দেহ ধারণ করে ভীষণ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়ন যা বর্ণনা করেছে তা সত্য। ভিক্ষুগণ মৌদ্গাল্লায়নের এরূপ বর্ণনা করাতে কোনো

অপরাধ হয়নি।”

৬. “বন্ধুগণ, আমি এই গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে অবতরণের সময় এক শরলোম পুরুষকে আকাশ দিয়ে গমন করতে দেখেছি। সে তার তীক্ষ্ণ শর দ্বারা স্বীয় দেহকে ভেদ করে এফোঁড়-ওফোঁড় বিদ্ধ করছে। সে সেই তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে অসহ্য বর্ণনাতীত যন্ত্রণায় চিৎকার করছে, আর্তনাদ করছে। বন্ধুগণ, তখন আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : ‘অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত যে, পৃথিবীতে এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা স্বীয় অকুশল কর্মবিপাকের ফলস্বরূপ ভোগ করতে হয়।” অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—“কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বীয় ঋদ্ধির কথা প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন?” তখন ভগবান সকল ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথাযথরূপে সম্যক জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হয়ে বিহার কর এবং সম্যক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল বিষয়কে দর্শন কর। তাহলে তোমরাও যথা-ইচ্ছা তথা জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হবে।”

“হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই শরলোম পুরুষকে পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু সাধারণ জনগণ তা বিশ্বাস করবে না বিধায় প্রকাশ করি নাই। কারণ, তথাগত বর্ণিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে ভিক্ষুগণ, সেই শরলোম পুরুষ পূর্বে এই রাজগৃহে শরনির্মাতা ছিল। সে তার অকুশল কর্ম ফলে বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর, বহু শতসহস্র বৎসর ধরে নরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে সেই কর্মফল অবসানে এরূপ দেহ ধারণ করে ভীষণ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করতেছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়ন যা বর্ণনা করেছে তা সত্য। ভিক্ষুগণ মৌদ্গাল্লায়নের এরূপ বর্ণনা করাতে কোনো অপরাধ হয়নি।”

৭. “বন্ধুগণ, আমি এই গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে নামার সময় এক সূচিলোম পুরুষকে আকাশ দিয়ে যেতে দেখেছি। তার তীক্ষ্ণ সূচিসদৃশ লোমসমূহ উপরে উঠে এসে তার নিজের দেহকে ভেদ করে ক্ষত-বিক্ষত করছে, খণ্ড-বিখণ্ড করছে। সে তার তীক্ষ্ণ সূচিসদৃশ লোমের আঘাতে বর্ণনাতীত অসহ্য দুঃখযন্ত্রণায় চিৎকার করছে, আর্তনাদ করছে। বন্ধুগণ, সে সময়ে আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : ‘অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত যে, জগতে এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা স্বীয় অকুশল কর্মবিপাকের ফলস্বরূপ ভোগ করছে।’ অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—‘কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বীয় ঋদ্ধির কথা প্রচার

করছেন, প্রশংসা করছেন?’ তখন ভগবান সকল ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথাযথরূপে সম্যক জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হয়ে বিহার কর এবং সম্যক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল বিষয়কে দর্শন কর। তাহলে তোমরা যথা-ইচ্ছা তথা জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হবে।’”

“হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই সূচিলোম পুরুষকে পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু সাধারণ জনগণ তা বিশ্বাস করবে না বিধায় প্রকাশ করি নাই। কারণ, তথাগত বর্ণিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে ভিক্ষুগণ, সেই সূচিলোম পুরুষ পূর্বে এই রাজগৃহে অশ্ব-ব্যবসায়ী ছিল। সে তার অকুশল কর্মবিপাকের ফলে বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর, বহুশতসহস্র বৎসর ধরে নরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে সেই কর্মফল অবসানে এরূপ দেহ ধারণ করে ভীষণ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়ন যা বর্ণনা করেছে তা সত্য। ভিক্ষুগণ মৌদ্গাল্লায়নের এরূপ বর্ণনা করাতে কোনো অপরাধ হয়নি।”

৮. “বন্ধুগণ, আমি এই গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে অবরোহণের সময়ে এক সূচিলোম প্রেতকে আকাশ দিয়ে গমন করতে দেখেছি। তার সেই সূচিসদৃশ লোমসমূহ শিরোপরি দিয়ে প্রবেশ করে মুখদ্বার দিয়ে বাহির হয়; মুখ দিয়ে প্রবেশ করে হৃদয় ভেদ করে বাহির হয়; হৃদয় দিয়ে প্রবেশ করে উদর ভেদ করে বাহির হয়; উদর দিয়ে প্রবেশ করে হাঁটু ভেদ করে বাহির হয়; হাঁটুর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে জঙ্ঘা ভেদ করে বাহির হয়; জঙ্ঘার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে পায়ের নিম্ন ভেদ করে বাহির হয়। সে সেই তীক্ষ্ণ সূচিসদৃশ লোমের আঘাতে বর্ণনাতীত অসহ্য দুঃখযন্ত্রণায় চিৎকার করছে, আর্তনাদ করছে। বন্ধুগণ, ঐ সময়ে আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : ‘অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভূত যে, জগতে এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা স্বীয় অকুশল কর্মবিপাকের ফলস্বরূপ ভোগ করছে। অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—‘কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বীয় ঋদ্ধির কথা প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন?’ তখন ভগবান সকল ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথাযথরূপে সম্যক জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হয়ে বিহার কর এবং সম্যক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল বিষয়কে দর্শন কর। তাহলে তোমরাও যথা-ইচ্ছা তথা জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হবে।’”

“হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই সূচিলোম প্রেতকে পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু

সাধারণ জনগণ তা বিশ্বাস করবে না বিধায় প্রকাশ করি নাই। কারণ তথাগত বর্ণিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে ভিক্ষুগণ, সেই সূচিলোম প্রেত পূর্বে এই রাজগৃহে সূচ-নির্মাতা ছিল। সে তার অকুশল কর্মবিপাকজনিত বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর, বহু শতসহস্র বৎসর ধরে নরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে সেই কর্মফল অবসানে এরূপ দেহ ধারণ করে ভীষণ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়ন যা বর্ণনা করেছে তা সত্য। ভিক্ষুগণ মৌদ্গাল্লায়নের এরূপ বর্ণনা করাতে কোনো অপরাধ হয়নি।"

৯. "বন্ধুগণ, আমি এই গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে অবতরণ করার সময় এক কুমড়ার ন্যায় অণ্ডকোশসম্পন্ন পুরুষকে আকাশ দিয়ে গমনরত দেখেছি। সে গমন করার সময় সেই কুমড়া সদৃশ অণ্ডকোশ স্বীয় স্কন্ধে ধারণ করে গমন করে এবং উপবেশনের সময়ে সেই কুমড়া ন্যায় অণ্ডকোষোপরি উপবেশন করে। তাকে পশ্চাতে পশ্চাতে অনুসরণকারী কাক, শকুন ও শ্যেন পক্ষীকুল তাদের চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে ক্ষত-বিক্ষত করছে, খণ্ড-বিখণ্ড করছে। সেই 'কুম্ভাণ্ড' পুরুষ সেই পক্ষীকুলাদি কর্তৃক ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ভয়ানক চিৎকার করছিল, ভীষণ আর্তনাদ করছিল। আবুসোগণ, সে সময়ে আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : 'অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত যে, জগতে এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা স্বীয় অকুশল কর্মবিপাকের ফলস্বরূপ ভোগ করতে হয়।' অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন, ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—'কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বীয় ঋদ্ধির কথা প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন?' তখন ভগবান সকল ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথাযথরূপে সম্যক জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হয়ে বিহার কর এবং সম্যক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল বিষয়কে দর্শন কর। তাহলে তোমরাও যথা-ইচ্ছা তথা জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হবে।'"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই কুম্ভাণ্ড পুরুষকে পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু সাধারণ জনগণ তা বিশ্বাস করবে না বিধায় প্রকাশ করি নাই। কারণ তথাগত বর্ণিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে ভিক্ষুগণ, সেই কুম্ভাণ্ড পুরুষ পূর্বে এই রাজগৃহে গ্রাম্য কূটবিচারক ছিল। সে তার অকুশল কর্মবিপাকজনিত ফলে বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর, বহু শতসহস্র বৎসর ধরে নরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে সেই কর্মফল অবসানে এরূপ দেহ ধারণ করে ভীষণ

দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়ন যা বর্ণনা করেছে তা সত্য। ভিক্ষুগণ মৌদ্গাল্লায়নের এরূপ বর্ণনা করাতে কোনো অপরাধ হয়নি।"

১০. "বন্ধুগণ, আমি এই গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে অবরোহণ করার সময় বিষ্ঠাকূপে শিরসহ নিমজ্জিত পুরুষকে দেখেছি। সেই বিষ্ঠাকূপে শিরসহ নিমগ্ন পুরুষকে ঘিরে কাক, শকুন ও শ্যেনাদি পক্ষীকুল তাদের চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে খণ্ড-বিখণ্ড করতেছে। সেই পক্ষীকুলের চঞ্চুর আঘাতে চিৎকার করছিল, আর্তনাদ করছিল। 'আবুসো, তখন আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : 'অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত যে, পৃথিবীতে এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা স্বীয় অকুশল কর্মবিপাকের ফলস্বরূপ ভোগ করতে হয়।' অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন, ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—'কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বীয় ঋদ্ধির কথা প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন?' তখন ভগবান সকল ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথাযথরূপে সম্যক জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হয়ে বিহার কর এবং সম্যক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল বিষয়কে দর্শন কর। তাহলে তোমরাও যথা-ইচ্ছা তথা জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হবে।'"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই বিষ্ঠাকূপে নিমজ্জিত পুরুষকে পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু সাধারণ জনগণ তা বিশ্বাস করবে না বিধায় প্রকাশ করি নাই। কারণ তথাগত বর্ণিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে ভিক্ষুগণ, সেই বিষ্ঠাকূপে শিরসহ নিমজ্জিত পুরুষ পূর্বে এই রাজগৃহে পরস্ত্রীগামী, ব্যভিচারী পুরুষ ছিল। সে তার অকুশলজনিত কর্মবিপাকের ফলে বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর, বহু শতসহস্র বৎসর ধরে নরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে সেই কর্মফল অবসানে এরূপ দেহ ধারণ করে ভীষণ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করতেছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়ন যা বর্ণনা করেছে তা সত্য। ভিক্ষুগণ মৌদ্গাল্লায়নের এরূপ বর্ণনা করাতে কোনো অপরাধ হয়নি।"

১১. "বন্ধুগণ, আমি এই গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে নামার সময় বিষ্ঠাকূপে শিরসহ নিমগ্ন এক পুরুষকে দেখেছি। সে তার উভয় হস্তদ্বারা বিষ্ঠা খাচ্ছিল। সেই বিষ্ঠাকূপে শিরসহ নিমগ্ন পুরুষকে ঘিরে কাক, শকুন ও শ্যেনাদি পক্ষীকুল তাদের চঞ্চুদ্বারা আঘাত করে খণ্ড-বিখণ্ড করতেছে। সেই পক্ষীকুলের চঞ্চুর আঘাতে চিৎকার করছিল, আর্তনাদ করছিল। 'আবুসো, তখন আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : 'অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত যে, পৃথিবীতে এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা স্বীয় অকুশল কর্মবিপাকের ফলস্বরূপ

ভোগ করতে হয়।' অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন, ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—'কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বীয় ঋদ্ধির কথা প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন?' তখন ভগবান সকল ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথাযথরূপে সম্যক জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হয়ে বিহার কর এবং সম্যক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল বিষয়কে দর্শন কর। তাহলে তোমরাও যথা-ইচ্ছা তথা জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হবে।'"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই বিষ্ঠাকূপে নিমজ্জিত পুরুষকে পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু সাধারণ জনগণ তা বিশ্বাস করবে না বিধায় প্রকাশ করি নাই। কারণ তথাগত বর্ণিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে ভিক্ষুগণ, সে পূর্বে এই রাজগৃহে দুষ্ট ব্রাহ্মণ ছিল। সে কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধসহ উনার শিষ্যসংঘকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে দ্রোনিতে (পাত্রবিশেষ) বিষ্ঠাভর্তি করায়ে এরূপ বলে আহারের সময় জ্ঞাপন করেছিল : 'মাননীয় ভন্তেগণ, আপনাদের যথাইচ্ছা ভোজন করুন, যথা-ইচ্ছা নিয়ে গমন করুন' ইত্যাদি মন্দবাক্য দ্বারা প্রবঞ্চনা করেছিল। সে তার অকুশল কর্মবিপাকজনিত কর্মফলে বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর, বহুশতসহস্র বৎসর ধরে নরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে সেই কর্মফল অবসানে এরূপ দেহ ধারণ করে ভীষণ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়ন যা বর্ণনা করেছে তা সত্য। ভিক্ষুগণ মৌদ্গাল্লায়নের এরূপ বর্ণনা করাতে কোনো অপরাধ হয়নি।"

২৩০. ১. "বন্ধুগণ, আমি এই গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে অবরোহণের সময় এক দেহচর্মহীন স্ত্রী-প্রেত্নীকে আকাশ দিয়ে গমনরতা দেখেছি। সেই দেহচর্মহীন স্ত্রী প্রেত্নীকে অনুসরণ করে কাক, শকুন ও শ্যেনাদি পক্ষীকুল তাদের চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে খণ্ড-বিখণ্ড করতেছে। সেই পক্ষীকুলের চঞ্চুর আঘাতে চিৎকার করছিল, আর্তনাদ করছিল। 'আবুসো, তখন আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত যে, জগতে এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা স্বীয় অকুশল কর্মবিপাকের ফলস্বরূপ ভোগ করতে হয়।" অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—"কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বীয় ঋদ্ধির কথা প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন?" তখন ভগবান সকল ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথাযথরূপে সম্যক জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হয়ে বিহার কর এবং সম্যক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল

বিষয়কে দর্শন কর। তাহলে তোমরাও যথা-ইচ্ছা তথা জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হবে।”

“হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই দেহচর্মহীন স্ত্রী প্রেত্নীকে পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু সাধারণ জনগণ তা বিশ্বাস করবে না বিধায় প্রকাশ করি নাই। কারণ তথাগত বর্ণিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে ভিক্ষুগণ, সেই দেহচর্মহীন স্ত্রী প্রেত্নী পূর্বে এই রাজগৃহে ব্যভিচারিণী ছিল। সে তার অকুশল কর্মবিপাকজনিত বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর, বহু শতসহস্র বৎসর ধরে নরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে সেই কর্মফল অবসানে এরূপ দেহ ধারণ করে ভীষণ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়ন যা বর্ণনা করেছে তা সত্য। ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়নের এরূপ বর্ণনা করাতে কোনো অপরাধ হয়নি।”

২. “বন্ধুগণ, আমি এই গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে অবতরণের সময় এক বিরূপ, বীভৎস, দুর্গন্ধযুক্তা স্ত্রীকে আকাশ দিয়ে গমন করতে দেখেছি। সেই বিরূপ, বীভৎস, দুর্গন্ধযুক্তা স্ত্রীকে অনুসরণ করে কাক, শকুন ও শ্যেনাদি পক্ষীকুল তাদের চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে খণ্ড-বিখণ্ড করতেছে। সেই পক্ষীকুলের চঞ্চুর আঘাতে চিৎকার করছিল, আর্তনাদ করছিল। আবুসো, তখন আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : ‘অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত যে, জগতে এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা স্বীয় অকুশল কর্মবিপাকের ফলস্বরূপ ভোগ করতে হয়। অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে, কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বীয় ঋদ্ধির কথা প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন?” তখন ভগবান সকল ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথাযথরূপে সম্যক জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হয়ে বিহার কর এবং সম্যক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল বিষয়কে দর্শন কর। তাহলে তোমরাও যথা-ইচ্ছা তথা জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হবে।”

“হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই বিরূপ, বীভৎস, দুর্গন্ধযুক্তা স্ত্রীকে পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু সাধারণ জনগণ তা বিশ্বাস করবে না বিধায় প্রকাশ করি নাই। কারণ তথাগত বর্ণিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে ভিক্ষুগণ, সেই বিরূপ, বীভৎস, দুর্গন্ধযুক্তা স্ত্রী পূর্বে এই রাজগৃহে নারী দৈবজ্ঞ ছিল। সে তার অকুশল কর্মবিপাকের ফলে বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর, বহু

শতসহস্র বৎসর ধরে নরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে সেই কর্মফল অবসানে এরূপ দেহ ধারণ করে ভীষণ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়ন যা বর্ণনা করেছে তা সম্পূর্ণ সঠিক। ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়নের এরূপ বর্ণনা করাতে কোনো অপরাধ হয়নি।"

৩. "বন্ধুগণ, আমি এই গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে নামার সময় প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারে দগ্ধাবস্থায় আকাশ দিয়ে গমনরতা এক স্ত্রী প্রেত্নীকে দেখেছি। সেই স্ত্রী প্রেত্নী প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে বর্ণনাতীত অসহ্য, দুঃখ-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বিকট চিৎকার করছিল, আর্তনাদ করছিল। বন্ধুগণ, তখন আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : 'অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত যে, জগতে এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা স্বীয় অকুশল কর্মবিপাকের ফলস্বরূপ ভোগ করতে হয়।" অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—"কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বীয় ঋদ্ধির কথা প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন?" তখন ভগবান সকল ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথাযথরূপে সম্যক জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হয়ে বিহার কর এবং সম্যক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল বিষয়কে দর্শন কর। তাহলে তোমরাও যথা-ইচ্ছা তথা জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই স্ত্রী প্রেত্নীকে পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু সাধারণ জনগণ তা বিশ্বাস করবে না বিধায় প্রকাশ করি নাই। কারণ তথাগত বর্ণিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে ভিক্ষুগণ, সেই স্ত্রী প্রেত্নী পূর্বে কলিঙ্গ রাজার অগ্রমহিষী ছিল। সে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে রাজার নর্তকীকে জ্বলন্ত লৌহ অঙ্গার পাত্রে নিক্ষেপ করেছিল। সে তার অকুশল কর্মবিপাকজনিত ফলে বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর, বহু শতসহস্র বৎসর ধরে নরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে সেই কর্মফল অবসানে এরূপ দেহ ধারণ করে ভীষণ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়ন যা বর্ণনা করেছে তা সম্পূর্ণ সঠিক। ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়নের এরূপ বর্ণনা করাতে কোনো অপরাধ হয়নি।"

৪. "বন্ধুগণ, আমি এই গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে অবতরণের সময় এক মস্তকহীন শরীর আকাশ দিয়ে গমনরত দেখেছি। তার মুখ এবং চক্ষুদ্বয় বক্ষস্থলে স্থিত। সেই মস্তকহীন শরীরকে অনুসরণ করে কাক, শকুন ও শ্যেনাদি পক্ষীকুল তাদের চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে খণ্ড-বিখণ্ড করতেছে। সেই পক্ষীকুলের চঞ্চুর আঘাতে চিৎকার করছিল, আর্তনাদ করছিল। "বন্ধুগণ,

তখন আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত যে, জগতে এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা স্বীয় অকুশল কর্মবিপাকের ফলস্বরূপ ভোগ করতে হয়।" অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—"কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বীয় ঋদ্ধির কথা প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন?" তখন ভগবান সকল ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথাযথরূপে সম্যক জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হয়ে বিহার কর এবং সম্যক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল বিষয়কে দর্শন কর। তাহলে তোমরাও যথা-ইচ্ছা তথা জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হবে।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই মস্তকহীন দেহধারীকে পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু সাধারণ জনগণ তা বিশ্বাস করবে না বিধায় প্রকাশ করি নাই। কারণ তথাগত বর্ণিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে ভিক্ষুগণ, সেই মস্তকহীন দেহধারী সত্ত্ব রাজগৃহে হারিক নামক চোরঘাতক ছিল। সে তার অকুশল কর্মবিপাকজনিত ফলে বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর, বহু শতসহস্র বৎসর ধরে নরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে সেই কর্মফল অবসানে এরূপ দেহ ধারণ করে ভীষণ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়ন যা বর্ণনা করেছে তা সত্য। ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়নের এরূপ বর্ণনা করাতে কোনো অপরাধ হয়নি।"

৫. "বন্ধুগণ, আমি এই গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে অবরোহণের সময় এক ভিক্ষুকে আকাশোপরি গমনরত দেখেছি। তার সঙ্ঘাটি, পাত্র, চীবর, কটিবন্ধনী এবং পুরো দেহটিও প্রচণ্ড প্রজ্জ্বলিত, সম্প্রজ্জ্বলিত এবং সজ্যোতিভূত হয়ে অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিল। সে সেই প্রচণ্ড উত্তপ্ত অগ্নিতে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে বেদনায় বর্ণনাতীত অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়ে চিৎকার করছিল, আর্তনাদ করছিল। 'বন্ধুগণ,' তখন আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : 'অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত যে, জগতে এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা স্বীয় অকুশল কর্মবিপাকের ফলস্বরূপ ভোগ করতে হয়।" অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—"কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বীয় ঋদ্ধির কথা প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন?" তখন ভগবান সকল ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথাযথরূপে সম্যক জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হয়ে বিহার কর এবং সম্যক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল বিষয়কে দর্শন কর। তাহলে

তোমরাও যথা-ইচ্ছা তথা জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হবে।”

“হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই ভিক্ষুকে পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু সাধারণ জনগণ তা বিশ্বাস করবে না বিধায় প্রকাশ করি নাই। কারণ তথাগত বর্ণিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে, তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে এই ভিক্ষু কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময়ে পাপী ভিক্ষু ছিল। সে তার অকুশল কর্মবিপাকজনিত ফলে বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর, বহু শতসহস্র বৎসর ধরে নরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে সেই কর্মফল অবসানে এরূপ দেহ ধারণ করে ভীষণ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়ন যা বর্ণনা করেছে তা সত্য। ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়নের এরূপ বর্ণনা করাতে কোনো অপরাধ হয় নাই।”

৬. “বন্ধুগণ, আমি এই গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে অবরোহণ করার সময় এক ভিক্ষুণীকে দেখেছি... এক শিক্ষাকামীকে দেখেছি... এক শ্রামণেরীকে আকাশ দিয়ে গমনরতাবস্থায় দেখেছি। তার সম্পূর্ণ শরীরটি অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে প্রজ্জ্বলিত, সম্প্রজ্জ্বলিত ও সজ্যোতিভূত হচ্ছিল। সে সেই প্রচণ্ড উত্তপ্ত অগ্নিতে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে বেদনাকাতর হয়ে বর্ণনাতীত অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল, আর্তনাদ করছিল। “বন্ধুগণ, ঐ সময়ে আমার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত যে, জগতে এরূপ সত্ত্বও বিদ্যমান। যা স্বীয় অকুশল কর্মবিপাকের ফলস্বরূপ ভোগ করতে হয়।” অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—“কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির স্বীয় ঋদ্ধির কথা প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন?” তখন ভগবান সকল ভিক্ষুদেরকে সমবেত করিয়ে এরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যথাযথরূপে সম্যক জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হয়ে বিহার কর এবং সম্যক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল বিষয়কে দর্শন কর। তাহলে তোমরাও যথা-ইচ্ছা তথা জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হবে।”

“হে ভিক্ষুগণ, আমি সেই ভিক্ষুণীকে পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু সাধারণ জনগণ তা বিশ্বাস করবে না বিধায় প্রকাশ করি নাই। কারণ তথাগত বর্ণিত বাক্য যদি কেউ কর্ণপাত না করে তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে এই শ্রামণেরী কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের কালে পাপী শ্রামণেরী ছিল। সে তার অকুশল কর্ম-বিপাকজনিত ফলে বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহুসহস্র বৎসর, বহু শতসহস্র বৎসর ধরে নরকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে সেই কর্মফল অবসানে এরূপ দেহ ধারণ

করে ভীষণ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করছে। হে ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়ন যা বর্ণনা করেছে তা সম্পূর্ণ সঠিক। ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়নের এরূপ প্রকাশ করাতে তার কোনো প্রকার অপরাধ হয়নি।"

২৩১. ১. অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষুদেরকে সমবেত করে এরূপ বললেন, "বন্ধুগণ, যে স্থান হতে এই সরোবর প্রবাহিত হয়, সেই সরোবর অতিশয় পরিচ্ছন্ন, শীতল, মধুর ন্যায় স্বাদযুক্ত জলসম্পন্ন, বালি-কর্দমাহীন পরিশুদ্ধ, অতি রমনীয়, সুন্দর স্নানোপযোগী ঘাটসম্পন্ন, প্রভূত মৎস্য-কচ্ছপাদি প্রাণীতে ভর্তি, রথচক্রসদৃশ গোলাকৃতির বিবিধ উৎপল, পদ্মপুষ্পাদি দ্বারা পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে এই সরোবর উত্তপ্ত, সন্তপ্ত হয়ে প্রবাহিত হয়।" তখন ভিক্ষুগণ, এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে—"কেন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্থবির এরূপ প্রকাশ করছেন, 'আবুসো, যেখান হতে এই সরোবর প্রবাহিত হয়, সেই সরোবর অতিশয় পরিচ্ছন্ন, শীতল, মধুর ন্যায় স্বাদযুক্ত জলসম্পন্ন, বালি-কর্দমাহীন পরিশুদ্ধ, অতিরমনীয়, অপূর্ব স্নানোপযোগী তীর্থসম্পন্ন, মৎস্য-কচ্ছপাদি প্রভৃতি প্রাণীতে ভর্তি, রথচক্রসদৃশ গোলাকৃতির বিবিধ উৎপল, পদ্মপুষ্পাদি দ্বারা পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে এই সরোবর উত্তপ্ত, সন্তপ্ত হয়ে প্রবাহিত হয়।" আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন এরূপে স্বীয় ঋদ্ধিশক্তির কথা প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন। তারা এ ব্যাপারে ভগবানকে প্রকাশ করলে ভগবান ভিক্ষুদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই সরোবর যে স্থান হতে প্রবাহিত হয়, সেই সরোবর অতিশয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শীতল, মধুর স্বাদযুক্ত জলসম্পন্ন, বালি-কর্দমাহীন পরিশুদ্ধ, অতিরমনীয়, সুন্দর স্নানোপযোগী তীর্থসম্পন্ন, বিবিধ মৎস্য-কচ্ছপাদি জলজ প্রাণীতে ভর্তি, রথচক্রসদৃশ গোলাকৃতির বিভিন্ন উৎপল, পদ্মপুষ্পাদি দ্বারা পরিশোভিত। পরন্তু ভিক্ষুগণ, এই সরোবর দুটি মহানিরয়ের মধ্যস্থল হতে উৎপন্ন। সে কারণেই এই সরোবর উত্তপ্ত, সন্তপ্ত হয়ে প্রবাহিত হয়। ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়নের কথাই সত্য। এরূপ বর্ণনা করাতে মৌদ্গাল্লায়নের কোনো প্রকার আপত্তি হয় নাই।"

২. সে সময়ে রাজামগধ রাজ শ্রেণিক বিম্বিসার লিচ্ছবিদের সহিত সংগ্রাম করতে গিয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। অতঃপর পরবর্তীকালে রাজা বিম্বিসার সেনা সমভিব্যাহারে লিচ্ছবিদেরকে পরাস্ত করেছিলেন। যখন যুদ্ধে লিচ্ছবিরা বিম্বিসার রাজা কর্তৃক পরাজিত হলো। তখন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষুদের সমবেত করায়ে এরূপ বললেন, 'আবুসোগণ, রাজা বিম্বিসার কর্তৃক

লিচ্ছবিগণ পরাস্ত।’ এরূপ বলা হলে ভিক্ষুগণ এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও বদনাম করতে লাগলেন যে—“কেন আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্লায়ন এরূপ বলছেন, আবুসো, লিচ্ছবিগণও রাজা বিম্বিসার কর্তৃক পরাজিত হয়েছে। আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্লায়ন এখন দেখছি নিজের ঋদ্ধির কথা প্রশংসা করছেন, প্রচার করছেন।” ভিক্ষুগণ এ বিষয়ে ভগবানের কর্ণগোচর করলে ভগবান বললেন, ‘ভিক্ষুগণ, প্রথমে লিচ্ছবিদের দ্বারা রাজা বিম্বিসার পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার রাজা বিম্বিসার সৈন্য-সেনা সমভিব্যাহারে লিচ্ছবিদেরকে পরাজিত করেছিলেন। ভিক্ষুগণ, আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্লায়নের কথাই সঠিক। মৌদ্গাল্লায়নের কোনো অপরাধ হয়নি।”

২৩২. ১. সে সময়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে এরূপ বলতে লাগলেন, “বন্ধুগণ, আমি এই সর্পিনিকায় নদীর[1] তীরবর্তী স্থানে আনেঞ্জা (নিশ্চল, নিষ্কম্প) সমাধি সুখে রতাবস্থায়, হস্তীগুলো নদীতে নেমে জলকেলি ও অবগাহন করে ক্রৌঞ্চনাদ করতে করতে তীরে উঠার সময় তাদের উচ্চশব্ধ-মহাশব্দ শুনতে পেয়েছি।” মৌদ্গাল্লায়ন কর্তৃক এরূপ বলা হলে, অন্যান্য ভিক্ষুগণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও বদনাম করছেন যে—“কেন আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্লায়ন আনেঞ্জ সমাধি সুখে রমিত থাকাকালীন এরূপ উচ্চশব্দ-মহাশব্দ শুনেছেন বলে প্রকাশ করছেন? ইহা এমন নয় কি, তিনি উনার ঋদ্ধির কথা প্রশংসা করছেন, প্রচার করছেন?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, তখন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের সমাধি ছিল অপরিপূর্ণ, সে কারণে সে ঐ হস্তীদের ক্রৌঞ্চনাদ শুনতে পেয়েছিল। ভিক্ষুগণ, মৌদ্গাল্লায়নের বর্ণনাই যথার্থ। তার কোনো আপত্তি হয়নি।”

২. সে সময়ে আয়ুষ্মান শোভিত স্থবির ভিক্ষুদেরকে সমবেত করে এরূপ বললেন, “বন্ধুগণ, আমি পঞ্চশত কল্প অনুস্মরণ করতে সক্ষম।” ভিক্ষুগণ ইহা শুনে এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে—“কেন আয়ুষ্মান শোভিত এরূপ প্রকাশ করছেন—‘বন্ধুগণ, আমি পঞ্চশত কল্প অনুস্মরণে সমর্থ। ইহা এমন নয় কি তিনি উনার আধ্যাত্মিক শক্তির কথা

---

[1]. রাজগৃহের একটি নদী। বুদ্ধের সময়কালে এই নদীর তীরে ছিল একটি পরিব্রাজকারাম ছিল। সেখানে অবস্থান করতেন বিখ্যাত পরিব্রাজকগণ। এই নদী—রাজগৃহ এবং মগধরাজ্যের অন্তর্গত অন্ধকবিন্ধ নামক গ্রামের মধ্যবর্তী স্থল দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সম্ভবত এইটি গিজ্ঝাকূট পর্বত হতে সৃষ্ট।

প্রচার করছেন, প্রশংসা করছেন।'" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আয়ুষ্মান শোভিত শুধু অতীত পঞ্চশত কল্প জন্মের কথা অনুস্মরণ করতে সমর্থ। শোভিতের কথাই যথার্থ। ইহাতে তার কোনো আপত্তি হয়নি।"

[চতুর্থ পারাজিকা বর্ণনা সমাপ্ত]

২৩৩. হে আয়ুষ্মানগণ, চতুর্বিধ পারাজিকা-ধর্ম আপনাদের সম্মুখে আবৃত্তি করা হলো। কোনো ভিক্ষু এ সকল পারাজিকা ধর্মের মধ্যে যেকোনো একটি মাত্র প্রাপ্ত হলে অন্য সুশীল ভিক্ষুর সাথে উপোসথাদি বিনয়কর্ম করতে পারবে না। গৃহী যেমন অনুপসম্পন্নাবস্থায় ভিক্ষুদের সহিত বিনয়কর্মাদি করতে পারে না, তেমনভাবে 'পারাজিকা' অপরাধী ভিক্ষু সুশীল ভিক্ষুদের সহিত সকল প্রকার বিনয়কর্মাদি সম্ভোগে বর্জিত হয়। এ কারণে আয়ুষ্মানগণকে এখন জিজ্ঞাসা করতেছি, আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করতেছি আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন তো? আমি আপনাদের মৌনতাবলম্বন দেখে সকলকে পরিশুদ্ধ আছেন বলে ধারণা করছি।

[চতুর্বিধ পারাজিকা বর্ণনা সমাপ্ত]

তস্‌সুদ্দানং/ স্মারক গাথা

মৈথুন, অদত্ত গ্রহণ, মনুষ্য হত্যা আর অলব্ধ লোকোত্তর জ্ঞান বর্ণনে,
সংঘ হতে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত হতে হয়, এ চারি পারাজিকা লঙ্ঘনে।

[পারাজিকা অধ্যায় সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

২. সংঘাদিশেষ অধ্যায়

প্রথম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা

১. সুক্কবিস্‌সট্‌ঠি সিক্‌খাপদং

(শুক্রমোচন সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদ)

“হে আয়ুষ্মানগণ, এখন তের প্রকার সংঘাদিশেষ[1] ধর্মের উদ্দেশ বা বর্ণনা করা হচ্ছে।”

[স্থান : শ্রাবস্তী]

২৩৪. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময়ে আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষু প্রব্রজ্যাজীবনের প্রতি অনভিরতি (অনুৎসাহী) হয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করছিলেন। সেহেতু তিনি কৃশ, রুক্ষ, বিবর্ণ ও রক্ত-মাংসহীন হয়ে কেবল শিরা-উপশিরায়, ধমনিজালে আচ্ছাদিত হলেন। আয়ুষ্মান উদায়ী আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষুকে কৃশ, রুক্ষ, পাণ্ডুবর্ণ ও রক্ত-মাংসহীন হয়ে কেবল শিরা-উপশিরায়, ধমনীজালে আবৃত দেখে তাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, “বন্ধু সেয়্যসক, কী কারণে তুমি কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ ও রক্ত-মাংসহীন হয়ে শুধু শিরা-উপশিরায় আবৃত হয়ে যাচ্ছ? বন্ধু সেয়্যসক, আমার মনে হয় তুমি অনুৎসাহী হয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করছ?”

“হ্যাঁ বন্ধু, তা-ই বটে।”

“বন্ধু সেয়্যসক, তাহলে তোমার যেমন ইচ্ছা তেমন সুগন্ধি চূর্ণাদি দ্বারা স্নান করবে, যা ইচ্ছা তা ভোজন করবে এবং যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ নিদ্রা যাবে। আর যদি কখনো তুমি প্রব্রজ্যার প্রতি অনুৎসাহী, বিক্ষিপ্ত চিত্ত হও এবং কামরাগে নিমজ্জিত হয়ে চিত্তকে দূষিত কর, তাহলে তখনই তুমি হস্ত দ্বারা চেষ্টা করে অশুচি মোচন (বীর্যপাত) করবে।”

“বন্ধু, আমার দ্বারা সেরূপ করা কি উচিত হবে?”

“হ্যাঁ বন্ধু, আমিও যে সেরূপ (বীর্যপাত) করি।”

অনন্তর আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষু যা ইচ্ছা তা ভোজন করে, যতক্ষণ ইচ্ছা

---

[1]. ‘সজ্ঘ-আদি-সেস’ অর্থাৎ যে অপরাধ প্রাপ্ত হলে তা হতে মুক্ত বা পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রথমে পরিবাস, মধ্যে মানত্ত এবং শেষান্তে আহ্বান গ্রহণের সময়ে সংঘের প্রয়োজন হয়।

ততক্ষণ দিবারাত্রি নিদ্রা গিয়ে, যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ সুগন্ধি দ্রব্যাদি দ্বারা স্নাত হয়ে যে সময়ে ভিক্ষুজীবনের প্রতি উৎসাহহীন হন এবং কামরাগে অজ্ঞান হয়ে তার চিত্ত দূষিত হয়, তখনই সে হস্তদ্বারা উপক্রম করে বীর্যপাত করতেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষু অপর সময়ে বর্ণদীপ্ত, পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, মুখ বর্ণ প্রসন্ন ও বিপ্রসন্ন দেহচ্ছবির অধিকারী হলেন। তখন আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষুর বন্ধু ভিক্ষুগণ সেয়্যসককে এরূপ বললেন, 'বন্ধু সেয়্যসক,' পূর্বে তুমি কৃশ, রুক্ষ, দুবর্ণ ও রক্ত-মাংসহীন হয়ে কেবল শিরা-উপশিরায় ধমনীজালে আচ্ছন্ন ছিলে। কিন্তু বন্ধু এখন দেখছি তুমি বর্ণসম্পন্ন, পূর্ণ-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, তোমার মুখবর্ণ ও দেহচ্ছবি বিপ্রসন্ন। 'বন্ধু সেয়্যসক,' তুমি কি কোনো ভৈষজ্য সেবন করছ?" "না বন্ধু, আমি কোনো ভৈষজ্য সেবন করি না। অধিকন্তু আমি যথা-ইচ্ছা তথা স্নানের সুগন্ধি চুর্ণাদি দ্বারা স্নান করি, যা ইচ্ছা হয় তা ভোজন করি, যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ দিবা-রাত্রি নিদ্রা যায়। আমি যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ স্নানের সুগন্ধি দ্রব্যাদি দ্বারা স্নান করে, যা ইচ্ছা হয় তা ভোজন করে এবং যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ নিদ্রা যায়। আমি যখনই প্রব্রজ্যার প্রতি অনুৎসাহী হই এবং কামরাগে অজ্ঞান হয়ে চিত্তকে দূষিত করি, তখনই হস্তদ্বারা চেষ্টা করে বীর্যপাত করি।"

"সত্যই কি বন্ধু সেয়্যসক, তুমি যেই হস্ত দ্বারা শ্রদ্ধা প্রদত্ত আহার ভোজন কর সেই হস্ত দ্বারা চেষ্টা করে বীর্যপাত করেছ?"

"হ্যাঁ বন্ধু,"

আয়ুষ্মান সেয়্যসকের এরূপ কথা শুনে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু এবং শিক্ষাকামী তাঁরা এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—"কেন আয়ুষ্মান সেয়্যসক হস্তদ্বারা চেষ্টা করে বীর্যপাত করেছে?"

অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সেয়্যসককে অনেক প্রকারে নিন্দা করে ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলেন। তখন ভগবান এই নিদানে, এই কারণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে সেয়্যসক, সত্যই কি তুমি হস্ত দ্বারা চেষ্টা করে বীর্যপাত করেছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

ভগবান এ বলে আয়ুষ্মান সেয়্যসক ভিক্ষুকে নিন্দা করে বললেন, "ইহা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অনুপযুক্ত, অননুকূল, অশোভনীয়, অশ্রমণোচিত,

অগ্রহণযোগ্য এবং অকরণীয় কার্য করা হয়েছে। হে মোঘপুরুষ, কী করে তুমি হস্ত দ্বারা চেষ্টা করে বীর্যপাত করেছ?"

"হে মোঘপুরুষ, অবশ্যই মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয়েছে; সরাগের ধর্ম নহে, বিসংযোগের ধর্ম দেশিত হয়েছে; সসংযোগের ধর্ম নহে, অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয়েছে; স-উপাদানের ধর্ম নহে।"

"হে মোঘপুরুষ, মৎ কর্তৃক যেখানে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন তুমি সেখানে সরাগের বিষয়ে চিন্তা করবে? যেখানে বিসংযোগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন সেখানে সংযোগের বিষয়ে চিন্তা করবে? যেখানে অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন সেখানে স-উপাদানের বিষয়ে চিন্তা করবে?"

"হে মোঘপুরুষ, নিশ্চয়ই মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে রাগ-বিরাগের ধর্ম, মদ-বশীভূতকরণ, পিপাসা-বিনয় (আসক্তি দমন), আলয় সমুদ্ঘাত (আকাঙ্ক্ষার মূলোৎপাটন), ভবচক্রের উচ্ছেদ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণের ধর্ম দেশিত হয়েছে।"

"হে মোঘপুরুষ, মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে কামের প্রহাণ (পরিহার) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামসংজ্ঞার পরিজ্ঞা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামপিপাসার প্রতিবিনয় (দমন) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কাম যন্ত্রণার উপশম সম্বন্ধেও বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"

"হে মোঘপুরুষ, তোমার এরূপ কার্যে কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, মোঘপুরুষ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়তা হবে।" অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান সেয়্যসককে এরূপে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের

প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা একান্তই হিতাবহ। সেহেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

"সজ্ঞানে ইচ্ছাপূর্বক শুক্রমোচন বা বীর্যপাত করলে ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হবে।"

এরূপে ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল।

২৩৫. সে সময়ে ভিক্ষুগণ উত্তম উত্তম আহারাদি ভোজন করে স্মৃতিবিহীন হয়ে অসম্প্রজ্ঞানে নিদ্রায় নিমগ্ন হচ্ছিলেন। স্মৃতিবিহীন হয়ে অসম্প্রজ্ঞানে নিদ্রায় নিমগ্ন হওয়ার দরুন ঘুমের মধ্যে তাদের অশুচি মোচন (শুক্রপাত) হচ্ছিল। ইহাতে সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক তো এরূপ শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে যে, 'সজ্ঞানে ইচ্ছাপূর্বক শুক্রপাত করলে সংঘাদিশেষ হয়।' আমাদের তো নিদ্রার মধ্যে বীর্যপাত হয়েছে। কিন্তু ঘুমের মধ্যে আস্বাদ চেতনানুভব ছিল। এখন কি আমরা 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" এ বিষয়ে ভগবানকে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তাদের যেই আস্বাদ-চেতনা ছিল, তা অহেতুক উৎপন্ন এবং নগণ্য; যা আপত্তির অঙ্গে পড়ে না।"

হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করছি :

২৩৬. "সঞ্চেতনিকা সুক্কৰিস্সট্ঠি অঞ্ঞত্র সুপিনন্তা সঙ্ঘাদিসেসো"তি।

অনুবাদ : "যেই ভিক্ষু স্বপ্নদোষ ছাড়া শুক্রপাত করার ইচ্ছায় অন্য কোনো সময়ে ইচ্ছাপূর্বক শুক্রপাত (বীর্যপাত) করবে, সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হবে।"

২৩৭. **'সঞ্চেতনিকাতি'** অর্থ জেনেশুনে, সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায়, ইচ্ছাপূর্বক বা পাপ চেতনায় শুক্রপাত করা বুঝায়। 'সুক্কন্তি' অর্থ দশ প্রকার শুক্রকে বুঝায়। যথা : নীল, পীত (হরিদ্রাবর্ণ), লোহিত, শ্বেত, তক্র বা ঘোলবর্ণ, জলবর্ণ, তৈলবর্ণ, ক্ষীরবর্ণ, দধিবর্ণ এবং ঘৃতবর্ণ।

'বিস্সট্ঠীতি' বলতে দেহাভ্যন্তরে শুক্রস্থান হতে অন্য স্থানে বা বাহিরে ফেলানো।

'অঞ্ঞত্র সুপিনন্তাতি' অর্থ স্বপ্ন ব্যতীত অন্য সময়ে শুক্রমোচনকে বুঝায়।

'সঙ্ঘাদিসেসাতি' বলতে যেই ভিক্ষু এই শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করেন, তাঁর অপরাধ মুক্তির জন্যে সংঘ কর্তৃক তাকে প্রথমে পরিবাসকর্ম, মধ্যভাগে মানত্ত ব্রত প্রদান করা হয়, 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' দেয়া হয় এবং সংঘের মধ্যে 'আহ্বান'

করেন। এই দণ্ডসমূহ একজন বা কয়েকজন ভিক্ষু দিতে পারেন না; সংঘকেই দিতে হয় বলে 'সংঘাদিশেষ' বলা হয়। সে জাতীয় দণ্ডকর্মের অন্তর্ভূক্ত আপত্তিসমূহকে তাই 'সংঘাদিশেষ আপত্তি' নামে অভিহিত করা হয়।

শুক্রমোচনের কারণ ও বিস্তৃতার্থ

কারণ ও বর্ণভেদে শুক্রমোচন করার কথা এখানে ২৯ প্রকারে বর্ণিত হয়েছে।

কারণ ভেদে ১৯ প্রকার শুক্রমোচনের বর্ণনা :

১. নিজের দ্বারা মোচন করা[0], ২. অপরের দ্বারা মোচন করা[1], ৩. নিজ ও পর উভয়ের দ্বারা মোচন করা[2], ৪. কোনো প্রকার ঘর্ষণ, মর্দন ছাড়াই শুক্রপাত হওয়া[3], ৫. কামরাগে উত্তেজিত বা উৎপীড়িত হয়ে মোচন করা[4], ৬. পায়খানার বেগে উত্তেজিত হয়ে মোচন হওয়া[5], ৭. প্রস্রাবের বেগে উত্তেজিত হয়ে মোচন হওয়া[6], ৮. বায়ুবেগে উত্তেজিত হয়ে মোচন হওয়া[7], ৯. কীটাদি দ্বারা দংশিত হলে লিঙ্গ উৎপীড়িত হয়ে মোচন হওয়া[8], ১০.

---

[0]. কামরাগে উত্তেজিত হয়ে স্বীয় লিঙ্গ ধরে ঘর্ষণ, মর্দন বা ক্রীড়া করে অথবা অন্য উপায়ে বীর্যস্থান হতে বীর্যপাত করার্থে জ্ঞাতব্য।

[1]. কামতাড়নায় উত্তেজিত হয়ে স্বীয় লিঙ্গ অন্যের দ্বারা ঘর্ষণ, মর্দন বা ক্রীড়া করায়ে অথবা অন্য কোনো উপায়াবলম্বনে বীর্যস্থান হতে বীর্যস্খলন করা।

[2]. কামরাগে উত্তেজিত হলে স্বীয় লিঙ্গ ধরে ঘর্ষণ, মর্দন বা ক্রীড়া করে কিংবা অপরের দ্বারা ঘর্ষণ, মর্দন, ক্রীড়া করায়ে অথবা অন্য উপায় অবলম্বন করে শুক্রথলি হতে শুক্রপাত করা।

[3]. কোনো কোনো সময়ে লিঙ্গ উত্তেজিত হলে, কোনো প্রকার ঘর্ষণ, মর্দন অথবা কোনো কারণ ছাড়াই বীর্য স্খলিত হয়ে থাকে।

[4]. কামরাগে উত্তেজিত বা উৎপীড়িত হয়েও লিঙ্গ দৃঢ়, শক্ত হয়ে শুক্রস্খলন হয়।

[5]. পায়খানার অতি প্রবল বেগ আসার ফলে যদি ঐ সময়ে মল ও মূত্র ত্যাগ করা হয়, তাহলে লিঙ্গ উত্তেজিত হয়ে কোনো কোনো সময়ে বীর্যপাত হয়।

[6]. প্রস্রাবের অতি প্রবল বেগ আসার ফলে যদি ঐ সময়ে মল ও মূত্র ত্যাগ করা হয়, তাহলে লিঙ্গ উত্তেজিত হয়ে কোনো কোনো সময়ে বীর্যপাত হয়।

[7]. শরীরের অভ্যন্তরে ছয় প্রকার বায়ুর মধ্যে 'নিম্নচাপ' বায়ুর প্রভাবে লিঙ্গ উৎপীড়িত ও উত্তেজিত এবং কোমরাংশ প্রকম্পিত হওয়ার ফলে কোনো কোনো সময়ে বীর্যপাত হয়ে থাকে।

[8]. কোনো কারণে লিঙ্গে পোকা-মাকড়াদি দংশন করলে, লিঙ্গে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং ঐ সময়ে লিঙ্গ উৎপীড়নের ফলে উত্তেজিত হলে, ধাতু স্খলন হয়ে থাকে। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

আরোগ্য লাভের জন্য মোচন করা❄, ১১. সুখের নিমিত্তে মোচন করা✯, ১২. ভৈষজ্যের নিমিত্তে মোচন করা✪, ১৩. দানের জন্যে মোচন করা❅, ১৪. পুণ্য প্রাপ্তির নিমিত্তে মোচন করা❶, ১৫. যজ্ঞের নিমিত্তে মোচন করা❷, ১৬. স্বর্গ লাভের নিমিত্তে মোচন করা❸, ১৭. বীজ প্রদানের নিমিত্তে মোচন করা❹, ১৮. জ্ঞানের নিমিত্তে মোচন করা❺, ১৯. ক্রীড়ার নিমিত্তে মোচন করা❻।

বর্ণ ভেদে ১০ প্রকার শুক্রমোচনের বর্ণনা

২০. নীলবর্ণ মোচন করা, ২১. হলুদবর্ণ, ২২. লোহিত বর্ণ, ২৩. শ্বেতবর্ণ, ২৪. তক্র বা ঘোলবর্ণ, ২৫. জলবর্ণ, ২৬. তৈলবর্ণ, ২৭. ক্ষীরবর্ণ, ২৮. দধিবর্ণ ২৯. ঘৃতবর্ণ মোচন করা।

এরূপে ২৯ প্রকার কারণ ও বর্ণভেদে শুক্র মোচন কথা এস্থলে বর্ণিত হয়েছে।

বিস্তৃতার্থ

২৩৮. ১. 'নিজের দ্বারা মোচন' অর্থে নিজের হস্তাদি দ্বারা চেষ্টা করে শুক্রপাত করা বুঝায়।

২. 'অপরের দ্বারা মোচন' অর্থে অন্যজনের হস্তাদির দ্বারা শুক্রপাত করা।

৩. 'নিজ এবং অপর উভয়ের দ্বারা মোচন' অর্থে উপরের বর্ণিত ১ ও ২নং-এর ন্যায় জ্ঞাতব্য।

৪. 'কোনো প্রকার কম্পন বা মর্দন ছাড়াই' অর্থে নিজে নিজে উত্তেজিত

❄ "আমি যদি শুক্রমোচন করি, তাহলে আমি রোগাদি হতে আরোগ্য লাভ করব" এই ধারণায় শুক্রমোচন করা।

✯ শুক্রমোচন করলে সুখানুভূতি উৎপন্ন হয়, এস্থলে সেই সুখানুভূতির কথাই বলা হচ্ছে।

✪ 'ইহা আমার দ্বারা মোচন করা গেলে কিঞ্চিৎ হলেও ভৈষজ্য হবে' এই ধারণায় মোচন করা।

❅ 'ইহা আমি মোচন করে কীট, পোকা-মাকড়াদিকে দান দেব' এই ধারণায় মোচন করা।

❶ 'ইহা মোচন করে কীটাদিকে দান দিলে পুণ্য হবে' এই ধারণায় মোচন করা।

❷ 'ইহা মোচন করে কীট-পতঙ্গাদিকে যজ্ঞ দিব' এই ধারণায় মোচন করা।

❸ 'ইহা মোচন করে কীট-পতঙ্গাদিকে দান করে সেই পুণ্যের ফলে স্বর্গে জন্ম হব' এই ধারণায় মোচন করা।

❹ 'কুলবংশ রক্ষার্থে এই শুক্র বা বীজের ফলে সন্তানাদি জন্ম হবে' সেই অভিপ্রায়ে মোচন করা।

❺ 'শুক্রপাত করলে জ্ঞান বৃদ্ধি হবে' এই ধারণায় মোচন করা।

❻ লিঙ্গ ধরে বিবিধ উপায়ে ক্রীড়া করে শুক্রমোচন করা। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

হয়, উৎপীড়িত হয়।

৫. 'কামরাগে উত্তেজিত' অর্থে প্রবল কামতৃষ্ণার ফলে লিঙ্গ উৎপীড়িত হয়ে অঙ্গজাত বা লিঙ্গ উত্তেজিত হয়।

৬-৭. 'পায়খানা ও প্রস্রাবের বেগে' অর্থে যখন মল ও মূত্র ত্যাগের সময় আসে, তখন প্রবল বেগের কারণে লিঙ্গ উৎপীড়িত হয়, উত্তেজিত হয়।

৮. 'বায়ু বেগে উত্তেজিত' বলতে দেহের অভ্যন্তরের অধোগামী বায়ুর প্রভাবে লিঙ্গ উৎপীড়িত ও উত্তেজিত হয়।

৯. 'কীটাদির দ্বারা দংশনে' বলতে পোকামাকড়াদি দ্বারা কোনো কারণে দংশিত হলেও উত্তেজিত হয়।

২৩৯. ১. 'আরোগ্যের নিমিত্তে' অর্থে 'আমি আরোগ্য লাভ করব বা রোগহীন হব।'

২. 'সুখের নিমিত্তে' অর্থে 'আমি সুখানুভূতি প্রাপ্ত হব।'

৩. 'ভৈষজ্যের নিমিত্তে' অর্থে 'ইহা আমার ওষুধ হবে।'

৪. 'দানের নিমিত্তে' অর্থে 'ইহা আমি দান করব।'

৫. 'পুণ্যের নিমিত্তে' বলতে 'ইহা আমার পুণ্য লাভ হবে।'

৬. 'যজ্ঞের নিমিত্তে' অর্থে 'ইহা আমি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে দিব।'

৭. 'স্বর্গের নিমিত্তে' বলতে 'আমি স্বর্গে গমন করব।'

৮. 'বীজের নিমিত্তে' অর্থে 'ইহা বীজ বা পুত্র লাভের হেতু হবে।'

৯. 'জ্ঞানের নিমিত্তে' অর্থে জ্ঞান, পাণ্ডিত্য লাভের জন্যে।

১০. 'নীলবর্ণ মোচন' অর্থে শুক্রপাত করলে শুক্র নীলবর্ণের হতে পারে এই ধারণায় বীর্যপাত করা। ১১ হতে ১৮নং পর্যন্ত বাকি বর্ণসমূহ শুক্রমোচন সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত ১০নং অর্থের ন্যায় বুঝতে হবে।

১৯. 'ক্রীড়ার নিমিত্তে' বলতে ক্রীড়া করার অভিপ্রায়ে বা ইচ্ছায় শুক্রমোচন বুঝায়।

২৪০. ১. শুক্রমোচন ইচ্ছায় নিজের হস্তাদি দ্বারা শুক্রমোচন চেতনা (ইচ্ছা) করলে সেই চেতনায় (ইচ্ছায়) মোচন উপক্রম বা চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন বা বীর্যপাত করলে (ভিক্ষুর) 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. শুক্রমোচন ইচ্ছায় অপরের দ্বারা মোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩. শুক্রমোচন ইচ্ছায় নিজের এবং অপরের দ্বারা মোচন চেতনা করলে

সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

৪. শুক্রমোচন ইচ্ছায় কোনো প্রকার ঘর্ষণ, মর্দন বা কোনো ক্রীড়া ছাড়াই মোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৫. কামরাগে উত্তেজনায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

৬-৭. প্রবল মল ও মূত্র ত্যাগের বেগে উত্তেজিত হয়ে মোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৮. দেহের অভ্যন্তরস্থ 'অধোগামী' বায়ুর প্রভাবে উত্তেজিত হয়ে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৯. কীট-পতঙ্গাদি দ্বারা দংশনে উত্তেজিত হয়ে মোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১০. আরোগ্য অভিপ্রায়ে (ইচ্ছায়) মোচন চেতনায় করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১১. এরূপে সুখ লাভের ইচ্ছায়... ভৈষজ্যের ইচ্ছায়... দানের ইচ্ছায়... পুণ্যলাভের ইচ্ছায়... যজ্ঞ দিবার ইচ্ছায়... স্বর্গ লাভের ইচ্ছায়... বীজ প্রদানের ইচ্ছায়... জ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছায়... ক্রীড়া করার ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১২. নীলবর্ণ শুক্রমোচন ইচ্ছায় মোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

১৩. এরূপে হরিদ্রবর্ণ শুক্রমোচন ইচ্ছায়... লোহিতবর্ণ মোচন ইচ্ছায়... শ্বেতবর্ণ মোচন ইচ্ছায়... তক্র বা ঘোলবর্ণ মোচন ইচ্ছায়... জলবর্ণ মোচন ইচ্ছায়... তৈলবর্ণ মোচন ইচ্ছায়... ক্ষীরবর্ণ মোচন ইচ্ছায়... দধিবর্ণ মোচন ইচ্ছায়... ঘৃতবর্ণ মোচন ইচ্ছায় মোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[শুদ্ধিক সমাপ্ত]]

এককমূলক খণ্ডচক্ক বর্ণনা

১. আরোগ্য ও সুখের নিমিত্তে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। এরূপে আরোগ্য ও ভৈষজ্যের নিমিত্তে... আরোগ্য ও দানের নিমিত্তে... আরোগ্য ও পুণ্যের নিমিত্তে... আরোগ্য ও যজ্ঞের নিমিত্তে... আরোগ্য ও স্বর্গের নিমিত্তে... আরোগ্য ও বীজের নিমিত্তে... আরোগ্য ও জ্ঞানের নিমিত্তে... আরোগ্য ও ক্রীড়ার নিমিত্তে শুক্রমোচন চেতনা করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[একক মূলক খণ্ডচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

এককমূলক বদ্ধচক্ক বর্ণনা

২৪১. সুখ লাভের ও ভৈষজ্যের জন্যে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

এভাবে সুখ ও দানের নিমিত্তে... সুখ ও পুণ্যের নিমিত্তে... সুখ ও যজ্ঞের নিমিত্তে... সুখ ও স্বর্গের নিমিত্তে... সুখ ও বীজ প্রদানের নিমিত্তে... সুখ ও জ্ঞানের নিমিত্তে... সুখ ও ক্রীড়া করার নিমিত্তে শুক্রমোচন চেতনা (ইচ্ছা) করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

সুখ ও আরোগ্য প্রাপ্তির আশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

২৪২. ১. ভৈষজ্য প্রাপ্তি ও দান করার প্রত্যাশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

এভাবে ভৈষজ্য ও পুণ্যের প্রত্যাশায়... ভৈষজ্য ও যজ্ঞের প্রত্যাশায়... ভৈষজ্য ও স্বর্গপ্রাপ্তির প্রত্যাশায়... ভৈষজ্য ও বীজের প্রত্যাশায়... ভৈষজ্য ও জ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যাশায়... ভৈষজ্য ও ক্রীড়া করার প্রত্যাশায় মোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. দান করার ও পুণ্য লাভের আশায় মোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি

হয়।

এরূপে দান ও যজ্ঞ দেয়ার আশায়... দান ও স্বর্গপ্রাপ্তির আশায়... দান ও বীজ প্রদানের আশায়... দান ও জ্ঞান লাভের আশায়... দান ও ক্রীড়া করার আশায়... দান ও আরোগ্য লাভের আশায়... দান ও সুখলাভের আশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩. পুণ্যলাভের ও যজ্ঞ দেয়ার নিমিত্তে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

এভাবে পুণ্য ও স্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্তে... পুণ্য ও বীজের নিমিত্তে... পুণ্য ও জ্ঞান লাভের নিমিত্তে... পুণ্য ও ক্রীড়া করার নিমিত্তে... পুণ্য ও আরোগ্য লাভের নিমিত্তে... পুণ্য ও সুখের নিমিত্তে... পুণ্য ও ভৈষজ্যের নিমিত্তে... পুণ্য ও দান দেয়ার নিমিত্তে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৪. যজ্ঞ দেয়ার ও স্বর্গ লাভের আশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

এরূপে যজ্ঞ ও বীজ দেয়ার আশায়... যজ্ঞ ও জ্ঞানের আশায়... যজ্ঞ ও ক্রীড়ার আশায়... যজ্ঞ ও আরোগ্য লাভের আশায়... যজ্ঞ ও সুখের আশায়... যজ্ঞ ও ভৈষজ্যের আশায়... যজ্ঞ ও দান প্রদানের আশায়... যজ্ঞ ও পুণ্যের আশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

৫. স্বর্গ লাভের ও বীজ দেয়ার জন্যে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

এ প্রকারে স্বর্গ ও জ্ঞান লাভের জন্যে... স্বর্গ ও ক্রীড়া করার জন্যে... স্বর্গ ও আরোগ্য লাভের জন্যে... স্বর্গ ও সুখের জন্যে... স্বর্গ ও ভৈষজ্যের জন্যে... স্বর্গ ও দানের জন্যে... স্বর্গ ও পুণ্যের জন্যে... স্বর্গ ও যজ্ঞের জন্যে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৬. বীজ দেয়ার ও জ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্তে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ'

অপরাধ হয়।

এরূপে বীজ দেয়ার ও ক্রীড়া করার নিমিত্তে... বীজ দেয়ার ও আরোগ্য লাভের নিমিত্তে... বীজ দেয়ার ও সুখের নিমিত্তে... বীজ দেয়ার ও ভৈষজ্যের নিমিত্তে... বীজ দেয়ার ও দানের নিমিত্তে... বীজ দেয়ার ও পুণ্যের নিমিত্তে... বীজ দেয়ার ও যজ্ঞের নিমিত্তে... বীজ দেয়ার ও স্বর্গের নিমিত্তে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৭. জ্ঞান লাভের ও ক্রীড়া করার প্রত্যাশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

এভাবে জ্ঞান লাভের ও আরোগ্যের প্রত্যাশায়... জ্ঞান লাভের ও সুখের প্রত্যাশায়... জ্ঞান লাভের ও ভৈষজ্যের প্রত্যাশায়... জ্ঞান লাভের ও দানের প্রত্যাশায়... জ্ঞান লাভের ও পুণ্য লাভের প্রত্যাশায়... জ্ঞান লাভের ও যজ্ঞ দেয়ার প্রত্যাশায়... জ্ঞান লাভের ও স্বর্গ লাভের প্রত্যাশায়... জ্ঞান লাভের ও বীজ দেয়ার প্রত্যাশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৮. ক্রীড়া করার ও আরোগ্য হওয়ার ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

এ প্রকারে ক্রীড়া করার ও সুখ লাভের ইচ্ছায়... ক্রীড়া ও ভৈষজ্যের ইচ্ছায়... ক্রীড়া ও দান করার ইচ্ছায়... ক্রীড়া ও পুণ্য লাভের ইচ্ছায়... ক্রীড়া ও যজ্ঞের ইচ্ছায়... ক্রীড়া ও স্বর্গপ্রাপ্তির ইচ্ছায়... ক্রীড়া ও বীজ দেয়ার ইচ্ছায়... ক্রীড়াজ্ঞান লাভের ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

[এককমূলক বদ্ধচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

দ্বিবিধমূলক খণ্ডচক্ক বর্ণনা

৯. আরোগ্যের নিমিত্তে, সুখলাভের নিমিত্তে ও ভৈষজ্যের নিমিত্তে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১০. আরোগ্য হবার নিমিত্তে, সুখ লাভের নিমিত্তে ও দান দেয়ার নিমিত্তে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১১. আরোগ্য হবার নিমিত্তে, সুখের নিমিত্তে ও পুণ্য লাভের নিমিত্তে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১২. আরোগ্যের নিমিত্তে, সুখের নিমিত্তে ও যজ্ঞের নিমিত্তে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৩. আরোগ্যের নিমিত্তে, সুখের নিমিত্তে ও স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্তে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৪. আরোগ্যের নিমিত্তে, সুখের নিমিত্তে ও বীজ দেয়ার নিমিত্তে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৫. আরোগ্যের নিমিত্তে, সুখের নিমিত্তে ও জ্ঞান লাভের নিমিত্তে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৬. আরোগ্যের নিমিত্তে, সুখের নিমিত্তে ও ক্রীড়া করার নিমিত্তে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৭. সুখের ইচ্ছায়, ভৈষজ্যের ইচ্ছায় ও দানের ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৮. সুখের ইচ্ছায়, ভৈষজ্যের ইচ্ছায় ও পুণ্যের ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৯. সুখের ইচ্ছায়, ভৈষজ্যের ইচ্ছায় ও যজ্ঞের ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২০. সুখের ইচ্ছায়, ভৈষজ্যের ইচ্ছায় ও স্বর্গের ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে

'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২১. সুখের ইচ্ছায়, ভৈষজ্যের ইচ্ছায় ও বীজের ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২২. সুখের ইচ্ছায়, ভৈষজ্যের ইচ্ছায় ও জ্ঞান লাভের ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২৩. সুখের ইচ্ছায়, ভৈষজ্যের ইচ্ছায় ও ক্রীড়া করার ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২৪. সুখের ইচ্ছায়, ভৈষজ্যের ইচ্ছায় ও আরোগ্য লাভের ইচ্ছায় ও শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

দ্বিবিধমূলক বদ্ধচক্ক সংক্ষিপ্তরূপ

২৫. জ্ঞান লাভের আশায়, ক্রীড়া করার আশায় ও আরোগ্য লাভের আশায় বীর্যপাত করার চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২৬. জ্ঞান লাভের আশায়, ক্রীড়া করার আশায় ও বীজ দেয়ার আশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[দ্বিবিধমূলক বর্ণনা সমাপ্ত]

[এস্থলে ত্রিবিধ মূলক বর্ণনা হতে নববিধ মূলক বর্ণনা পর্যন্ত একক ও দ্বিবিধ মূলক বর্ণনার ন্যায় বিস্তারিত জ্ঞাতব্য।]

সর্বমূলক বর্ণনা

২৪৩. আরোগ্যের নিমিত্তে, সুখের নিমিত্তে, ভৈষজ্যের নিমিত্তে, দানের নিমিত্তে, পুণ্যের নিমিত্তে, যজ্ঞের নিমিত্তে, স্বর্গের নিমিত্তে, বীজের নিমিত্তে, জ্ঞানের নিমিত্তে এবং ক্রীড়ার নিমিত্তে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[সর্বমূলক বর্ণনা সমাপ্ত]

বর্ণসমূহের বর্ণনা

এককমূলক বর্ণের খণ্ডচক্ক বর্ণনা

২৪৪. নীল ও হরিদ্রা (হলুদ) বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। এরূপে নীল ও লোহিত... নীল ও শ্বেতবর্ণ... নীল ও তক্র (ঘোল) বর্ণ... নীল ও জলবর্ণ... নীল ও তৈলবর্ণ... নীল ও ক্ষীরবর্ণ... নীল ও দধিবর্ণ... নীল ও ঘৃত বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

২৪৫. হরিদ্রা ও লোহিত বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

বর্ণিতরূপে হরিদ্রা ও শ্বেত... হরিদ্রা ও তক্রবর্ণ... হরিদ্রা ও জলবর্ণ... হরিদ্রা ও তৈলবর্ণ... হরিদ্রা ও ক্ষীরবর্ণ... হরিদ্রা ও দধিবর্ণ... হরিদ্রা ও ঘৃত বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। হরিদ্রা ও নীল বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[একক মূলক বর্ণ খণ্ডচক্ক সমাপ্ত]

এককমূলক বর্ণের বদ্ধচক্ক বর্ণনা

২৪৬. ১. লোহিত ও শ্বেত বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। উক্ত প্রকারে লোহিত ও তক্র বা ঘোলবর্ণ... লোহিত ও জলবর্ণ... লোহিত ও জলবর্ণ... লোহিত ও তৈলবর্ণ... লোহিত ও ক্ষীরবর্ণ... লোহিত ও দধিবর্ণ... লোহিত ও ঘৃতবর্ণ... লোহিত ও নীলবর্ণ... লোহিত ও হলোুদ বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা এবং সেই চেষ্টায় শুক্র বা বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. শ্বেত ও তক্র বর্ণযুক্ত মোচন-চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

উক্তরূপে শ্বেত ও জলবর্ণ শুক্র... শ্বেত ও তৈলবর্ণ শুক্র... শ্বেতও ক্ষীরবর্ণ শুক্র... শ্বেত ও দধিবর্ণ শুক্র... শ্বেত ও ঘৃতবর্ণ শুক্র... শ্বেত ও নীলবর্ণ শুক্র... শ্বেত ও হরিদ্রবর্ণ শুক্র... শ্বেত ও লোহিত বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন

চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩. তক্র বা ঘোল ও জল বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

বর্ণিতরূপে তক্রবর্ণ ও তৈলবর্ণ শুক্র... তক্রবর্ণ ও ক্ষীরবর্ণ শুক্র... তক্রবর্ণ ও দধিবর্ণ শুক্র... তক্রবর্ণ ও ঘৃতবর্ণ শুক্র... তক্রবর্ণ ও নীলবর্ণ শুক্র... তক্রবর্ণ ও শ্বেত বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৪. জলবর্ণ ও তৈল বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে ও সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

উক্ত প্রকারে জলবর্ণ ও ক্ষীর বর্ণযুক্ত শুক্র... জলবর্ণ ও দধিবর্ণ শুক্র... জলবর্ণ ও ঘৃতবর্ণ শুক্র... জলবর্ণ ও নীলবর্ণ শুক্র... জলবর্ণ ও হল্োদবর্ণ শুক্র... জলবর্ণ ও লোহিতবর্ণ শুক্র... জলবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ শুক্র... জলবর্ণ ও তক্র বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৫. তৈলবর্ণ ও ক্ষীর বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

উক্তরূপে তৈলবর্ণ ও দধি বর্ণযুক্ত শুক্র... তৈলবর্ণ ও ঘৃতবর্ণ বীর্য... তৈলবর্ণ ও নীলবর্ণ বীয... তৈলবর্ণ ও হলুদবর্ণ বীর্য... তৈলবর্ণ ও লোহিতবর্ণ বীর্য... তৈলবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ বীর্য... তৈলবর্ণ ও তক্রবর্ণ বীর্য... তৈলবর্ণ ও জল বর্ণযুক্ত বীর্যপাত করার চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৬. ক্ষীরবর্ণ ও দধিবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় শুক্রমোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

উক্তরূপে ক্ষীরবর্ণ ও ঘৃতবর্ণযুক্ত বীর্য... ক্ষীরবর্ণ ও নীলবর্ণযুক্ত বীর্য... ক্ষীরবর্ণ ও হরিদ্রা-বর্ণযুক্ত বীর্য... ক্ষীরবর্ণ ও লোহিত-বর্ণযুক্ত বীর্য... ক্ষীরবর্ণ ও শ্বেতবর্ণযুক্ত বীর্য... ক্ষীরবর্ণ ও তক্রবর্ণযুক্ত (ঘোল) বীর্য... ক্ষীরবর্ণ ও জলবর্ণযুক্ত বীর্য... ক্ষীরবর্ণ ও তৈলবর্ণযুক্ত বীর্য বা শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৭. দধিবর্ণ ও ঘৃতবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

উক্ত প্রকারে দধিবর্ণ ও নীলবর্ণযুক্ত শুক্র... দধিবর্ণ ও হলুদবর্ণযুক্ত শুক্র... দধিবর্ণ ও লোহিত-বর্ণযুক্ত শুক্র... দধিবর্ণ ও শ্বেতবর্ণযুক্ত শুক্র... দধিবর্ণ ও তক্রবর্ণযুক্ত শুক্র... দধিবর্ণ ও জলবর্ণযুক্ত শুক্র... দধিবর্ণ ও তৈলবর্ণযুক্ত শুক্র... দধিবর্ণ ও ক্ষীরবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৮. ঘৃতবর্ণ ও নীলবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

উক্তরূপে ঘৃতবর্ণ ও হরিদ্রাবর্ণযুক্ত শুক্র... ঘৃতবর্ণ ও লোহিতবর্ণযুক্ত শুক্র... ঘৃতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ শুক্র... ঘৃতবর্ণ ও তক্রবর্ণ শুক্র... ঘৃতবর্ণ ও জলবর্ণ শুক্র... ঘৃতবর্ণ ও তৈলবর্ণ শুক্র... ঘৃতবর্ণ ও ক্ষীরবর্ণ শুক্র... ঘৃতবর্ণ ও দধিবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[এককমূলক বর্ণের বদ্ধচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

দ্বিবিধমূলক বর্ণের খণ্ডচক্ক বর্ণনা

১. নীলবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ ও লোহিত-বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. উক্ত প্রকারে নীলবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ ও শ্বেত বর্ণযুক্ত শুক্র... নীলবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ ও তক্রবর্ণ শুক্র... নীলবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ ও জলবর্ণ শুক্র... নীলবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ ও তৈলবর্ণ শুক্র... নীলবর্ণ ও হরিদ্রাবর্ণ শুক্র... নীলবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ ও ক্ষীরবর্ণ শুক্র... নীলবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ ও দধিবর্ণ শুক্র... নীলবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ ও ঘৃতবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩. উক্ত প্রকারে পীত বা হরিদ্রাবর্ণ, লোহিতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণযুক্ত শুক্র (বীর্য) মোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। হরিদ্রাবর্ণ, লোহিতবর্ণ ও তক্রবর্ণ শুক্র... হরিদ্রাবর্ণ, লোহিতবর্ণ ও জলবর্ণ শুক্র... হরিদ্রাবর্ণ, লোহিতবর্ণ ও

তৈলবর্ণ শুক্র... হরিদ্রাবর্ণ, লোহিতবর্ণ ও ক্ষীরবর্ণ শুক্র... হরিদ্রাবর্ণ, লোহিতবর্ণ ও দধিবর্ণ শুক্র... হরিদ্রাবর্ণ, লোহিতবর্ণ ও ঘৃতবর্ণ শুক্র... হরিদ্রাবর্ণ, লোহিতবর্ণ ও নীল বর্ণযুক্ত শুক্র... শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[দ্বিবিধমূলক বর্ণ খণ্ডচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

দ্বিবিধমূলক বর্ণের বদ্ধচক্ক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

৪. দধিবর্ণ, ঘৃতবর্ণ ও নীলবর্ণযুক্ত শুক্র (বীর্য) মোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

উক্ত প্রকারে দধিবর্ণ, ঘৃতবর্ণ ও হরিদ্রা বর্ণযুক্ত শুক্র... দধিবর্ণ, ঘৃতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ শুক্র... দধিবর্ণ, ঘৃতবর্ণ ও তক্রবর্ণ শুক্র... দধিবর্ণ, ঘৃতবর্ণ ও জলবর্ণ শুক্র... দধিবর্ণ, ঘৃতবর্ণ ও তৈলবর্ণ শুক্র... দধিবর্ণ, ঘৃতবর্ণ ও ক্ষীরবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় মোচন (বীর্যপাত) করলে ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

[দ্বিবিধমূলক বর্ণ সমাপ্ত]

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : এখানে ত্রিবিধমূলক, চতুর্বিধমূলক, পঞ্চবিধমূলক, ষড়বিধমূলক, সপ্তবিধমূলক, অষ্টবিধমূলক এবং নববিধমূলক বর্ণ বর্ণনা সবই পূর্বোক্তরূপে বিস্তারিত জ্ঞাতব্য।]

সর্বমূলক বর্ণের বর্ণনা

২৪৭. নীলবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ, লোহিতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, তক্রবর্ণ, জলবর্ণ, তৈলবর্ণ, ক্ষীরবর্ণ, দধিবর্ণ ও ঘৃতবর্ণযুক্ত শুক্র (বীর্য) মোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[সর্বমূলক বর্ণের বর্ণনা সমাপ্ত]

মিশ্র বর্ণের বর্ণনা

২৪৮. ১. আরোগ্য লাভের নিমিত্তে এবং নীল বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন (বীর্যপাত) চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করলে এবং সেই

চেষ্টায় মোচন করলে ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. আরোগ্য ও সুখলাভের ইচ্ছায় এবং নীলবর্ণ ও হরিদ্রা বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেতনায় মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

৩. আরোগ্য, সুখলাভের ইচ্ছায় ও ভৈষজ্যের জন্য এবং নীলবর্ণ, হলুদবর্ণ ও লোহিত বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : এস্থলে বর্ণিতরূপে উভয় পক্ষ হতে একেকটি যোগ করে বৃদ্ধি করে বিস্তারিত জ্ঞাতব্য।]

৪. আরোগ্যের জন্যে, সুখের জন্যে, ভৈষজ্যের জন্যে, দান দেয়ার জন্যে, পুণ্য লাভের জন্যে, যজ্ঞের জন্যে, স্বর্গের জন্যে, বীজ দেয়ার জন্যে, জ্ঞান প্রাপ্তির জন্যে, ক্রীড়ার নিমিত্তে, নীল বর্ণ, হলুদবর্ণ, লোহিতবর্ণ শ্বেতবর্ণ, তক্র (ঘোল) বর্ণ, জলবর্ণ, তৈলবর্ণ, ক্ষীরবর্ণ, দধিবর্ণ এবং ঘৃতবর্ণ এরূপে সর্ব বর্ণযুক্ত শুক্র মোচন করার চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[মিশ্রিত বর্ণের বর্ণনা সমাপ্ত]

খণ্ডচক্র বর্ণনা

২৪৯. 'নীলবর্ণযুক্ত বীর্য মোচন করব' এই ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করে হরিদ্রা-বর্ণযুক্ত শুক্র মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। এ প্রকারে 'নীলবর্ণযুক্ত শুক্র মোচন করব' এই ইচ্ছায় বীর্যপাত করার চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে লোহিত-বর্ণযুক্ত বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। 'নীলবর্ণ শুক্র মোচন করব' এই ইচ্ছায়... শ্বেতবর্ণ বীর্য... তক্রবর্ণ বীর্য... জলবর্ণ বীর্য... তৈলবর্ণ বীর্য... ক্ষীরবর্ণ বীর্য... দধিবর্ণ বীর্য মোচন করব' এই ইচ্ছায় শুক্র মোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে ঘৃত বর্ণযুক্ত বীর্য মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২৫০. 'পীত বা হরিদ্রাবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এরূপ ইচ্ছা করে শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে লোহিত বর্ণযুক্ত বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। বর্ণিতরূপে হরিদ্রা বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এই ইচ্ছায়... শ্বেতবর্ণ... তক্রবর্ণ... জলবর্ণ... তৈলবর্ণ... ক্ষীরবর্ণ... ঘৃতবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এরূপ ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা

করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে নীলবর্ণযুক্ত বীর্যপাত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[খণ্ডচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

বদ্ধচক্ক মূল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

২৫১. 'ঘৃতবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এরূপ ইচ্ছায় শুক্র মোচন চেতনা করলে এবং সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে নীলবর্ণযুক্ত বীর্যমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

উক্তরূপে ঘৃতবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এরূপ ইচ্ছায়... হরিদ্রাবর্ণ শুক্র... লোহিতবর্ণ শুক্র... শ্বেতবর্ণ শুক্র... তক্রবর্ণ শুক্র... জলবর্ণ শুক্র... তৈলবর্ণ শুক্র... ক্ষীরবর্ণ শুক্রমোচন করব' এরূপ ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে দধি বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[কুচ্ছিচক্ক সমাপ্ত]

২৫২. 'পীত বা হরিদ্রা-বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এরূপ ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে নীলবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। বর্ণিতরূপে 'হরিদ্রাবর্ণ শুক্রমোচন করব' এই ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে লোহিতবর্ণ শুক্র... শ্বেতবর্ণ শুক্র... তক্রবর্ণ শুক্র... জলবর্ণ শুক্র... তৈলবর্ণ শুক্র... ক্ষীরবর্ণ শুক্র... দধিবর্ণশুক্র... ঘৃতবর্ণ শুক্র... নীল বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[পিট্‌ঠিচক্ক প্রথম অংশ সমাপ্ত]

২৫৩. 'লোহিত (লাল) বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এই ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে হরিদ্রাবর্ণযুক্ত শুক্র মোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। উক্তরূপে 'লোহিত-বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এই ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে শ্বেতবর্ণ শুক্র... তক্রবর্ণ শুক্র... জলবর্ণ শুক্র... তৈলবর্ণ শুক্র... ক্ষীরবর্ণ... দধিবর্ণ... ঘৃতবর্ণ... নীলবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে হরিদ্রা-বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[পিট্‌ঠিচক্ক দ্বিতীয় অংশ সমাপ্ত]

২৫৪. 'শ্বেতবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এই ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে লোহিত-বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। উক্তরূপে 'শ্বেতবর্ণ শুক্রমোচন করব' এই ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে তক্রবর্ণযুক্ত শুক্র... জলবর্ণ শুক্র... তৈলবর্ণ শুক্র... ক্ষীরবর্ণ শুক্র... দধিবর্ণ শুক্র... ঘৃতবর্ণ শুক্র... নীলবর্ণ শুক্র... হরিদ্রাবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে লোহিত-বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[পিট্‌ঠিচক্ক তৃতীয় অংশ সমাপ্ত]

২৫৫. 'তক্রবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এরূপ আশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে শ্বেতবর্ণ শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

বর্ণিতরূপে 'তক্রবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এই আশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে জলবর্ণ শুক্র... তৈলবর্ণ শুক্র... ক্ষীরবর্ণ শুক্র... দধিবর্ণ শুক্র... ঘৃতবর্ণ শুক্র... নীলবর্ণ শুক্র... হরিদ্রাবর্ণ শুক্র... লোহিতবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এই ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে শ্বেতবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[পিট্‌ঠিচক্ক চতুর্থ অংশ সমাপ্ত]

২৫৬. 'জলবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এই প্রত্যাশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে তক্রবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

তদ্রুপ 'জলবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এই প্রত্যাশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে তৈলবর্ণ শুক্র... ক্ষীরবর্ণ শুক্র... দধিবর্ণ শুক্র... ঘৃতবর্ণ শুক্র... নীলবর্ণ শুক্র... হরিদ্রাবর্ণ শুক্র... লোহিতবর্ণ শুক্র... শ্বেতবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এই প্রত্যাশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে তক্রবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[পিট্‌ঠিচক্ক পঞ্চম অংশ সমাপ্ত]

২৫৭. 'তৈলবর্ণ শুক্রমোচন করব' এই ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে

সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে জলবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

বর্ণিতরূপে ‘তৈলবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব’ এই ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে ক্ষীরবর্ণ শুক্র... দধিবর্ণ শুক্র... ঘৃতবর্ণ শুক্র... নীলবর্ণ শুক্র... হরিদ্রাবর্ণ শুক্র... লোহিতবর্ণ শুক্র... শ্বেতবর্ণ শুক্র... তক্রবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে জলবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

[পিট্ঠিচক্ক ষষ্ঠ অংশ সমাপ্ত]

২৫৮. ‘ক্ষীরবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব’ এই ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে তৈলবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

বর্ণিতরূপে ‘ক্ষীরবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব’ এই ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে দধিবর্ণ শুক্র... ঘৃতবর্ণ শুক্র... নীলবর্ণ শুক্র... হরিদ্রাবর্ণ শুক্র... লোহিতবর্ণ শুক্র... শ্বেতবর্ণ শুক্র... তক্রবর্ণ শুক্র... জল বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব’ এই আশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে তৈলবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

[পিট্ঠিচক্ক সপ্তম অংশ সমাপ্ত]

২৫৯. ‘দধিবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব’ এরূপ আশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে ক্ষীরবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

উক্তরূপে ‘দধিবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব’ এই আশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে ঘৃতবর্ণ শুক্র... নীলবর্ণ শুক্র... হরিদ্রাবর্ণ শুক্র... লোহিতবর্ণ শুক্র... শ্বেতবর্ণ শুক্র... তক্রবর্ণ শুক্র... জলবর্ণ শুক্র... তৈলবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে ক্ষীরবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

[পিট্ঠিচক্ক অষ্টম অংশ সমাপ্ত]

২৬০. ‘ঘৃতবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব’ এই প্রত্যাশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে দধিবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

তদ্রুপ 'ঘৃতবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এই প্রত্যাশায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে নীলবর্ণ শুক্র... হরিদ্রাবর্ণ শুক্র... লোহিতবর্ণ শুক্র... শ্বেতবর্ণ শুক্র... তক্রবর্ণ শুক্র... জলবর্ণ শুক্র... তৈলবর্ণ শুক্র... ক্ষীরবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে দধিবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[পিট্‌ঠিচক্ক নবম অংশ সমাপ্ত]

২৬১. 'নীলবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এরূপ ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে ঘৃতবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

বর্ণিতরূপে 'নীলবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করব' এরূপ ইচ্ছায় শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে হরিদ্রাবর্ণ শুক্র... লোহিতবর্ণ শুক্র... শ্বেতবর্ণ শুক্র... তক্র (ঘোল)-বর্ণ... জলবর্ণ... তৈলবর্ণ... ক্ষীরবর্ণ... দধিবর্ণযুক্ত শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় মোচন চেষ্টা করে ঘৃত বর্ণযুক্ত শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

পিট্‌ঠিচক্ক দশম অংশ সমাপ্ত

[পিট্‌ঠিচক্ক সমাপ্ত]

২৬২. শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা করলে সেই চেষ্টায় শুক্রমোচন না হলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা না করলে যদি শুক্রমোচন হয়, তাহলে অনাপত্তি। শুক্রমোচন চেতনা করলে সেই চেতনায় চেষ্টা না করলে আর যদি শুক্রমোচন না হয়, তাহলে অনাপত্তি। শুক্রমোচন চেতনা না থাকলে, চেষ্টা করে বীর্যপাত হলে অনাপত্তি। শুক্রমোচন চেতনা না থাকলে, চেষ্টা করে বীর্যপাত না হলে অনাপত্তি। শুক্রমোচন চেতনা না থাকলে, চেষ্টা না করলে যদি শুক্রমোচন হয়, তাহলেও অনাপত্তি। শুক্রমোচন চেতনা না থাকলে, চেষ্টা না করলে যদি মোচন না হয়, তাহলে অনাপত্তি।

অনাপত্তি : স্বপ্নদোষে শুক্রপাত হলে, মোচনের ইচ্ছা না থাকলে, উন্মাদগ্রস্ত হলে, বিক্ষিপ্ত চিত্তাবস্থায়, দুঃখগ্রস্ত হলে এবং আদিকর্মিক হলে ।

বিনীত বত্থু-উদান গাথা

স্বপ্ন, মল-মূত্র, বির্তক আর উষ্ণজলের কারণে,
ভৈষজ্য, চর্মরোগ, পথ, মূত্রাশয়, স্নানাগার, উপক্রমণে।
শ্রামণের, ঘুমন্ত, ঊরু আর মুষ্টি হাতে পীড়নে,
কোমরে, স্তম্ভে, ধ্যানে, ছিদ্রে আর কাঠে ঘর্ষণে।
স্রোত, জলক্রীড়া, দৌড়, পুষ্পকুন্ডলী, পদ্মগাছে,
কালি, কাদা, জল, শয়ন আর অঙ্গুলে।

বিনীত বত্থু

২৬৩. ১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষুর ঘুমের মধ্যে অশুচি মোচন (শুক্রমোচন) হলো। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত হওয়ার কারণে তোমার অনাপত্তি।”

২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষুর মলত্যাগ করার সময়ে বীর্যপাত হলো। ইহাতে উক্ত ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি ইহা শুক্রমোচন করার ইচ্ছায় ঐরূপ করেছ?” “না ভন্তে, আমি তা মোচন ইচ্ছায় করিনি।” “তাহলে তোমার অনাপত্তি।”

৩. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষুর প্রস্রাব করার সময়ে শুক্রমোচন হলো। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি ইহা শুক্রমোচন করার ইচ্ছায় ঐরূপ করেছ?” “না ভন্তে, আমি তা মোচন ইচ্ছায় করিনি।” “তাহলে তোমার অনাপত্তি।”

৪. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষুর কামবিতর্ক করার সময় বীর্যপাত হলো। এ কারণে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি ইহা শুক্রমোচন করার ইচ্ছায় ঐরূপ করেছ?” “না ভন্তে, আমি তা মোচন ইচ্ছায় করিনি।” “তাহলে ভিক্ষু, কামবিতর্ক-হেতু তোমার

অনাপত্তি।”

৫. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষুর উষ্ণ জলে স্নান করার সময় অশুচি মোচন হলো। এ হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এ বলে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন ইচ্ছায় উষ্ণ জলে স্নান করেছ?” “না ভন্তে, সেই অভিপ্রায়ে নহে।” “তাহলে ভিক্ষু, শুক্রমোচন অভিপ্রায় না থাকলে, তোমার অনাপত্তি।”

৬. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু শুক্রমোচন করার অভিপ্রায়ে উষ্ণ জলে স্নান করলে তার শুক্রমোচন হলো। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এ বলে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি অশুচি (শুক্র) মোচন ইচ্ছায় উষ্ণ জলে স্নান করেছ?” “হ্যাঁ ভন্তে।” “তাহলে ভিক্ষু, অশুচি মোচন ইচ্ছা থাকা-হেতু তোমার ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়েছে।”

৭. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অশুচি মোচন ইচ্ছায় উষ্ণ জলে স্নান করলেও তার অশুচি মোচন হলো না। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তিই হয়েছে; ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি নহে।”

৮. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষুর লিঙ্গে ব্রণ হওয়ায় ভৈষজ্য দ্বারা প্রলেপ দেয়ার সময় তার অশুচি মোচন হলো। এই হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষু, মোচন ইচ্ছা না থাকা-হেতু তোমার অনাপত্তি।”

৯. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষুর লিঙ্গে ব্রণ হলে, অশুচি মোচন ইচ্ছায় ভৈষজ্য দ্বারা প্রলেপ দেয়ার সময় তার বীর্যপাত হলো। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান উক্ত ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি অশুচি মোচন ইচ্ছায় ভৈষজ্য দ্বারা প্রলেপ দিয়েছিলে?” “হ্যাঁ ভন্তে।”

“তাহলে ভিক্ষু, অশুচি মোচন ইচ্ছা থাকা-হেতু তোমার ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়েছে।”

১০. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষুর লিঙ্গে ব্রণ হলে, বীর্যপাত করার ইচ্ছায় ভৈষজ্য দ্বারা প্রলেপ দেয়ার সময়ও বীর্যপাত হলো না। এ হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এ বলে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি নহে।”

১১. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষুর অণ্ডকোশ চুলকানোর সময় বীর্যপাত হলো। সে কারণে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, তোমার কি শুক্রমোচন ইচ্ছা ছিল?” “না ভন্তে।” “তাহলে ভিক্ষু, শুক্রমোচন ইচ্ছা না থাকলে, তোমার অনাপত্তি।”

১২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অশুচি মোচন ইচ্ছায় লিঙ্গ চুলকালে তার অশুচি মোচন হলো। এই হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, “তাহলে ভিক্ষু, মোচন ইচ্ছা-হেতু তোমার ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়েছে।”

১৩. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু অশুচি মোচন ইচ্ছায় লিঙ্গ চুলকালে তার অশুচি মোচন হলো না। এ হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, “তাহালে ভিক্ষু, তোমার ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়েছে; ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি নহে।”

২৬৪. ১. সে সময়ে পথ দিয়ে গমনরত অবস্থায় অন্যতর ভিক্ষুর অশুচি মোচন হলো। এতে উক্ত ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষু, অনিচ্ছা-হেতু শুক্রমোচন হলে, তোমার অনাপত্তি।”

২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু শুক্রমোচন ইচ্ছায় পথ দিয়ে গমন করলে তার শুক্রমোচন হলো। ইহাতে উক্ত ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী

হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এ বলে জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি তখন শুক্রমোচন ইচ্ছা করেছিলে?” “হ্যাঁ ভন্তে, ইচ্ছা করেছিলাম।” “তাহলে ভিক্ষু, মোচন ইচ্ছা থাকলে, তোমার ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়েছে।”

৩. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পথ দিয়ে গমনরত অবস্থায় অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো না। এ হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়েছে; ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি নহে।”

৪. সে সময়ে বস্তিকোষ (মূত্রাশয়) ধরে প্রস্রাব করার সময় জনৈক ভিক্ষুর বীর্যপাত হলো। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে ইহা নিবেদন করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার কি প্রস্রাব করার সময় শুক্রমোচন ইচ্ছা ছিল?” “না ভন্তে, ইচ্ছা ছিল না।” “তাহলে ভিক্ষু, অনিচ্ছা-হেতু তোমার অনাপত্তি।”

৫. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু শুক্রমোচন ইচ্ছায় বস্তিকোষ ধরে প্রস্রাব করার সময়ে তার শুক্রমোচন হলো। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, ঐ সময়ে তোমার শুক্রমোচন ইচ্ছা ছিল কি?” “হ্যাঁ ভন্তে, ইচ্ছা ছিল।” “তাহলে ভিক্ষু, তোমার ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হয়েছে।”

৬. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বস্তিকোশ ধরে প্রস্রাব করার সময় অন্যতর ভিক্ষুর বীর্যপাত হলো না। এ কারণে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে নিবেদন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়েছে; ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি নহে।”

৭. সে সময়ে শয়নকক্ষে উদরে তাপ দেয়ার সময় অন্যতর ভিক্ষুর বীর্যপাত হলো। এই হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী

হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষু, শুক্রমোচন ইচ্ছা না থাকায় তোমার অনাপত্তি।”

৮. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছায় শয়নকক্ষে উদরে তাপ দেয়ার সময় অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এ বলে জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, তখন কি তোমার শুক্রমোচন ইচ্ছা ছিল?” “হ্যাঁ ভন্তে, ইচ্ছা ছিল।” “তাহলে তোমার ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়েছে।”

৯. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছায় শয়নকক্ষে উদরে তাপ দিলেও অন্যতর ভিক্ষুর বীর্যপাত হলো না। এ কারণে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়েছে; ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি নহে।”

১০. সে সময়ে শয়নকক্ষে উপাধ্যায়ের পিষ্ঠমর্দন করার সময় জনৈক ভিক্ষুর অশুচি মোচন হলো। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এ বলে জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, তোমার কি তখন শুক্রমোচন ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছিল?” “না ভন্তে।” “তাহলে ভিক্ষু, ইচ্ছা না থাকায় তোমার অনাপত্তি।”

১১. সে সময়ে শুক্রমোচন অভিপ্রায়ে শয়নকক্ষে উপাধ্যায়ের পিষ্ঠমর্দন করার সময় অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে এ বলে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু তখন কী তোমার বীর্যপাত করার অভিপ্রায় উৎপন্ন হয়েছিল?” “হ্যাঁ ভন্তে, ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছিল।” “তাহলে তোমার ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হয়েছে।”

১২. সে সময়ে বীর্যপাত করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শয়নকক্ষে উপাধ্যায়ের পিষ্ঠমর্দন করার সময় অন্যতর ভিক্ষুর বীর্যপাত হলো না। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন

করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

২৬৫. ১. সে সময়ে উরু মর্দন করানোর সময় জনৈক ভিক্ষুর অশুচি মোচন হলো। এ হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি অশুচি মোচন করার উদ্দেশ্যে সেরূপ করেছিলে?" "না ভন্তে।" "তাহলে ভিক্ষু, অশুচি মোচন করার উদ্দেশ্য না থাকায় তোমার অনাপত্তি।"

২. সে সময়ে শুক্রমোচন (বীর্যপাত) করার অভিপ্রায়ে ঊরু মর্দন করালে, অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো ।এই হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন করার অভিপ্রায়ে উরু মর্দন করায়েছিলে?" "হ্যাঁ ভন্তে, সত্য বটে।" "তাহলে ভিক্ষু, শুক্রমোচন অভিপ্রায় থাকা-হেতু তোমার 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়েছে।"

৩. সে সময়ে শুক্রমোচন করার ইচ্ছায় ঊরু মর্দন করালে, অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো না। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

৪. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু শুক্রমোচন অভিপ্রায়ে জনৈক শ্রামণকে এরূপ বললেন, "আস, আবুসো শ্রামণের, তুমি আমার অঙ্গজাত (লিঙ্গ) ধর।" সেই শ্রামণের অঙ্গজাত ধরলে, উক্ত ভিক্ষুর অশুচি মোচন হলো। এ হেতু উক্ত ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান উক্ত ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি অশুচি মোচন ইচ্ছায় সেরূপ করেছ?" "হ্যাঁ ভন্তে, শুক্রমোচন ইচ্ছায় আমি তা করেছি।" "তাহলে ভিক্ষু, তোমার 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়েছে।"

৫. সে সময়ে জনৈক শ্রামণের অন্যতর ঘুমন্ত ভিক্ষুর লিঙ্গ ধরলে, তার অশুচি মোচন হলো। এ কারণে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়েছে; ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি নহে।”

২৬৬. ১. সে সময়ে অশুচি মোচন ইচ্ছায় উরু দ্বারা লিঙ্গ পীড়ন করলে জনৈক ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন ইচ্ছায় এরূপ করেছিলে?” “হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্য বটে।” “তাহলে ভিক্ষু, তোমার ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়েছে।”

২. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছায় উরু দ্বারা লিঙ্গ পীড়ন করলেও অন্যতর ভিক্ষুর বীর্যপাত হলো না। এই হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান তাকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়েছে; ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি নহে।”

৩. সে সময়ে অশুচিমোচন ইচ্ছায় মুষ্টি দ্বারা লিঙ্গ পীড়ন করলে জনৈক ভিক্ষুর অশুচি মোচন হলো। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন ইচ্ছায় তা করেছ?” “হ্যাঁ ভন্তে, মোচন ইচ্ছায় তা করেছি।” “তাহলে ভিক্ষু, তোমার ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়েছে।”

৪. সে সময়ে অশুচি মোচন অভিপ্রায়ে মুষ্টি দ্বারা লিঙ্গ প্রহার করলেও জনৈক ভিক্ষুর অশুচি মোচন হলো না। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে ইহা জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়েছে; ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি নহে।”

৫. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছায় কোমর ধরে কম্পন করালে, অন্যতর

ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো। এই হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন ইচ্ছায় সেরূপ করেছ?" "হ্যাঁ ভন্তে।" "তাহলে মোচন ইচ্ছা থাকায় তোমার 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়েছে।"

৬. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছায় কোমর ধরে কম্পন করালেও অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো না। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

৭. সে সময়ে দৈহিক চঞ্চলতা-হেতু অন্যতর ভিক্ষুর অশুচি মোচন হলো। সে-কারণে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তখন কি তোমার অশুচি মোচন ইচ্ছা ছিল?" "না ভন্তে।" "তাহলে ভিক্ষু, অনিচ্ছা-হেতু তোমার অনাপত্তি।"

৮. সে সময়ে অশুচি মোচন ইচ্ছায় দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করলে অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো। এই হেতু তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন ইচ্ছায় সেরূপ করেছ?" "হ্যাঁ ভন্তে।" "তাহলে ভিক্ষু, শুক্রমোচন ইচ্ছা থাকার কারণে তোমার 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়েছে।"

৯. সে সময়ে অশুচি মোচন অভিপ্রায়ে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করলেও জনৈক ভিক্ষুর অশুচি মোচন হলো না। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'থুল্লচ্চয়' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

১০. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু কামচেতনায় অনুরক্ত হয়ে স্ত্রীলোকের

যোনির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সেই ভিক্ষুর অশুচি মোচন হলো। এতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয় নাই।" তখন ভগবান সমবেত ভিক্ষুদেরকে উদ্দেশ করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, কাম চেতনায় অনুরক্ত হয়ে স্ত্রীজাতীয় প্রাণী যোনির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারবে না; যে করবে, তার 'দুক্কট' আপত্তি হবে।"

২৬৭. ১. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছায় ছিদ্রযুক্ত তালায় অঙ্গজাত (লিঙ্গ) প্রবেশ করালে, জনৈক ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো। সেহেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন ইচ্ছায় সেরূপ করেছ?" "হ্যাঁ ভন্তে।" "তাহলে ভিক্ষু, তোমার 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়েছে।"

২. সে সময়ে শুক্রমোচন অভিপ্রায়ে ছিদ্রযুক্ত তালায় লিঙ্গ প্রবেশ করালেও অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো না। এ হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নয়।"

৩. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছায় কাষ্ঠে লিঙ্গ ঘর্ষণ করলে অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো। এ হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন করার ইচ্ছায় কাষ্ঠে লিঙ্গ ঘর্ষণ করেছ?" "হ্যাঁ ভন্তে।" "তাহলে ভিক্ষু, তোমার 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়েছে।"

৪. সে সময়ে শুক্রমোচন অভিপ্রায়ে কাষ্ঠে লিঙ্গ ঘর্ষণ করলেও অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো না। এ হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ'

আপত্তি নহে।”

৫. সে সময়ে স্রোতের বিপরীতে স্নান করার সময় জনৈক ভিক্ষুর অশুচি মোচন হলো। সে কারণে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এ বলে জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন ইচ্ছায় স্রোতের বিপরীতে স্নান করেছিলে?” “না ভন্তে।” “তাহলে ভিক্ষু, অনিচ্ছা-হেতু তোমার অনাপত্তি।”

৬. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছায় স্রোতের প্রতিকূলে স্নান করলে অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো। সেহেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন ইচ্ছায় স্রোতের প্রতিকূলে স্নান করেছ?” “হ্যাঁ ভন্তে।” “তাহলে ভিক্ষু, তোমার ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হয়েছে।”

৭. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছায় স্রোতের প্রতিকূলে স্নান করলেও জনৈক ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো না। সেহেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়েছে; ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি নহে।”

৮. সে সময়ে জলকেলি করার সময়ে জনৈক ভিক্ষুর অশুচি মোচন হলো। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন ইচ্ছায় জলকেলি করেছিলে?” “না ভন্তে।” “তাহলে ভিক্ষু তোমার অনাপত্তি।”

৯. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছায় জলকেলি করলে অশুচি মোচন হলো। এ কারণে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে এ বলে জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন ইচ্ছায় জলকেলি করেছিলে?” “হ্যাঁ

ভন্তে।” “তাহলে ভিক্ষু, তোমার ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হয়েছে।”

১০. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছায় জলকেলি করলেও জনৈক ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো না। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে নিবেদন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছে; ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি নয়।”

১১. সে সময়ে জলে দ্রুতগতিতে নামলে, জনৈক ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি বীর্যপাত করার ইচ্ছায় ঐরূপ করেছিলে?” “না ভন্তে।” “তাহলে ভিক্ষু, অনিচ্ছা-হেতু তোমার অনাপত্তি।”

১২. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছায় দ্রুতগতিতে জলে নামলে, অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো। সেই হেতু উক্ত ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন ইচ্ছায় দ্রূতগতিতে জলে নেমেছিলে?” “হ্যাঁ ভন্তে।” “তাহলে ভিক্ষু, মোচন ইচ্ছা থাকা-হেতু তোমার ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়েছে।”

১৩. সে সময়ে শুক্রমোচন করার ইচ্ছায় দ্রুতগতিতে জলে নামলেও জনৈক ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো না। এ হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘থুল্লচ্চয়’ অপরাধ হয়েছে; ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ নহে।”

১৪. সে সময়ে পুষ্পমালা নিয়ে ক্রীড়া করার সময় অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধী হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন ইচ্ছায় ঐরূপ করেছ?” “না ভন্তে।” “তাহলে ভিক্ষু, তোমার অনাপত্তি।”

১৫. সে সময়ে শুক্রমোচন করার ইচ্ছায় পুষ্পমালা নিয়ে ক্রীড়া করলে জনৈক ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন ইচ্ছায় ঐরূপ করেছ?" "হ্যাঁ ভন্তে।" "তাহলে ভিক্ষু, তোমার 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়েছে।"

১৬. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছায় পুষ্পমালা নিয়ে ক্রীড়া করলেও অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো না। সেহেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে ইহা প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

২৬৮. ১. সে সময়ে পদ্মবনে দৌড়ালে জনৈক ভিক্ষুর অশুচি মোচন হলো। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার কোনো আপত্তি হয়নি।"

২. সে সময়ে অশুচি মোচন ইচ্ছায় পদ্মবনে দৌঁড়ানোর সময় অন্যতর ভিক্ষুর অশুচি মোচন হলো। এই হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে এ বলে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি অশুচি মোচন ইচ্ছায় ঐরূপ করেছ?" "হ্যাঁ ভন্তে।" "তাহলে ভিক্ষু, তোমার 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়েছে।"

৩. সে সময়ে অশুচি মোচন ইচ্ছায় পদ্মবনে দৌড়ালেও জনৈক ভিক্ষুর অশুচি মোচন হলো না। সে কারণে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

৪. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছায় বালিস্তূপে অঙ্গজাত (লিঙ্গ) প্রবেশ

করালে, অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এ বলে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন করার ইচ্ছায় বালিস্তূপে লিঙ্গ প্রবেশ করায়েছ?" "হ্যাঁ ভন্তে।" "তাহলে ভিক্ষু, তোমার 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়েছে।"

৫. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছায় বালিস্তূপে লিঙ্গ প্রবেশ করালেও অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো না। সে কারণে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নয়।"

৬. সে সময়ে শুক্রমোচন অভিপ্রায়ে কাদায় লিঙ্গ প্রবেশ করালে, অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন অভিপ্রায়ে কাঁদায় লিঙ্গ প্রবেশ করায়েছ?" "হ্যাঁ ভন্তে।" "তাহলে ভিক্ষু, তোমার 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়েছে।"

৭. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছায় কাদায় লিঙ্গ প্রবেশ করালেও জনৈক ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো না। এ হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ নহে।"

৮. সে সময়ে লিঙ্গে জল ঢালার সময় অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন ইচ্ছায় লিঙ্গে জল ঢেলেছিলে?" "না ভন্তে।" "তাহলে ভিক্ষু, অনিচ্ছা-হেতু তোমার অনাপত্তি।"

৯. সে সময়ে শুক্রমোচন করার ইচ্ছায় লিঙ্গে জল ঢাললে, জনৈক ভিক্ষুর

শুক্রমোচন হলো। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এ বলে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন করার ইচ্ছায় লিঙ্গে জল ঢেলেছিলে?" "হ্যাঁ ভন্তে।" "তাহলে ভিক্ষু, তোমার 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়েছে।"

১০. সে সময়ে শুক্রমোচন অভিপ্রায়ে লিঙ্গে জল ঢাললেও অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো না। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

১১. সে সময়ে শুক্রমোচন করার ইচ্ছায় শয়নাবস্থায় লিঙ্গ ঘর্ষণ করলে অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন করার ইচ্ছায় শয়নে লিঙ্গ ঘর্ষণ করেছ?" "হ্যাঁ ভন্তে।" "তাহলে ভিক্ষু, শুক্রমোচন করার ইচ্ছা থাকা-হেতু তোমার 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়েছে।"

১২. সে সময়ে শুক্রমোচন ইচ্ছায় শয়নাবস্থায় লিঙ্গ ঘর্ষণ করলেও জনৈক ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো না। এ কারণে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

১৩. সে সময়ে শুক্রমোচন করার ইচ্ছায় অঙ্গুলি দ্বারা লিঙ্গ ঘর্ষণ করলে জনৈক ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে আমি কি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে এ বলে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি শুক্রমোচন করার ইচ্ছায় ঐরূপ করেছে?" "হ্যাঁ ভন্তে।" "তাহলে ভিক্ষু, শুক্রমোচন ইচ্ছা-হেতু তোমার 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়েছে।"

১৪. সে সময়ে শুক্রমোচন করার ইচ্ছায় অঙ্গুলি দ্বারা লিঙ্গ ঘর্ষণ করলেও

অন্যতর ভিক্ষুর শুক্রমোচন হলো না। এতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদিত হলো যে—“আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়েছে; ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি নহে।”

[প্রথম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

দ্বিতীয় সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা

২. কাযসংসগ্গ সিক্‌খাপদং

(কায়সংসর্গ সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদ)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

২৬৯. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবনারামে বাস করছিলেন। ঐ সময় আয়ুষ্মান উদায়ী জেতবন বিহারের পার্শ্ববর্তী অরণ্যে অবস্থান করতেছিলেন। সেই আয়ুষ্মানের (উদায়ীর) আবাসস্থল দেখতে অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক (আনন্দদায়ক) ছিল। সমস্ত গৃহ ছিল সাজানো-গোছানো। আসন, বালিশ, কম্বল, বিছানাপত্রাদি থাকত সুপ্রজ্ঞাপ্ত। পরিভোগের জন্য দেয়া থাকত পানীয় জল। আবাসস্থলের চতুর্দিকে থাকত সুসমার্জিত এবং বাসগৃহ ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। বহু মানুষ আয়ুষ্মান উদায়ীর বাসগৃহ দেখার জন্য আগমন করতেন। জনৈক ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক যেখানে আয়ুষ্মান উদায়ী; সে-স্থানে উপস্থিত হয়ে উদায়ী ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, ‘ভন্তে, আপনার এই বাসগৃহ পরিদর্শন করতে আমরা ইচ্ছা করতেছি।’

‘আসুন ব্রাহ্মণ, পরিদর্শন করুন’ এরূপ বলে আয়ুষ্মান উদায়ী চাবি দিয়ে তালা খুলে দরজা উন্মুক্ত করে বাসগৃহে প্রবেশ করলেন। সেই ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান উদায়ীর পিছে পিছে প্রবেশ করলে ব্রাহ্মণীও ব্রাহ্মণের পিছে পিছে প্রবেশ করলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান উদায়ী কয়েকটি জানালা খুলে দিয়ে কয়েকটি বন্ধ করে কক্ষাভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে পিছন হতে এসে কামচিত্তে সেই ব্রাহ্মণীর

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি স্পর্শ করে আলিঙ্গন করলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ আবাস পরিদর্শন শেষে আয়ুষ্মান উদায়ীর সাথে কুশল বিনিময়াদি করতে এসে আনন্দিত চিত্তে প্রীতিপূর্ণ বাক্যে বললেন, "যে সকল মহান শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ এরূপ অরণ্যে বাস করেন; তাঁদের মধ্যে মাননীয় উদায়ী অন্যতম।"

ব্রাহ্মণ কর্তৃক এরূপ বলা হলে, সেই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে এরূপ বললেন, "কোথায় এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের মহানুভবতা, যেখানে তুমি আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শ করার কথা; সেখানে কি করে এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ উদায়ী কামচিত্তে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শ করে আমাকে আলিঙ্গন করলেন?" তখন উক্ত ব্রাহ্মণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে—"এই শাক্যপুত্রীয় শ্রামণগণ লজ্জাহীন, দুঃশীল ও মিথ্যা ভাষণকারী। আমরা এদেরকে ধর্মচারী, শমচারী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান এবং কল্যাণ ধর্মপরায়ণ বলে জানতাম। কিন্তু এখন দেখছি এদের শ্রমণত্ব নাই, ব্রহ্মচর্য নাই; এদের শ্রমণত্ব নষ্ট, ব্রহ্মচর্য নষ্ট। কোথায় এদের শ্রমণত্ব? কোথায় এদের ব্রহ্মচর্য? নিপাত যাক এই শ্রমণত্ব, এই ব্রহ্মচর্য। কী করে ইহা সম্ভব যে, শ্রামণ উদায়ী আমার ভার্যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কামচিত্তে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করলেন? এরূপ হলে তো আরামে কিংবা বিহারে কুলস্ত্রী, কুলধীতা, কুলকুমারী, কুলবধূ এবং কুলদাসীদের গমন করা কখনও সম্ভব হবে না। যদি বা কুলস্ত্রী, কুলকন্যা, কুলকুমারী, কুলবধূ এবং কুলদাসীরা আরামে কিংবা বিহারে আগমন করে, তাহলে সেই শাক্যপুত্রীয় শ্রামণগণ তাদেরকে দূষিত করবেন।" ভিক্ষুগণ সেই ব্রাহ্মণের এরূপ আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ শুনলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও ইহা শুনে এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে—"কী করে আয়ুষ্মান উদায়ী মাতৃজাতির সহিত কায়সংস্পর্শে রত হলেন?" তখন সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উদায়ীকে অনেক প্রকারে নিন্দা, ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে আয়ুষ্মান উদায়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যই কি উদায়ী, তুমি নাকি মাতৃজাতির সহিত কায়সংস্পর্শে লিপ্ত হয়েছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

ভগবান বুদ্ধ আয়ুষ্মান উদায়ীকে এ বলে নিন্দা করতে লাগলেন, "হে মোঘপুরুষ (মূর্খ), ইহা তোমার পক্ষে বড়ই অনুপযুক্ত, অননুকূল, অশোভনীয়, অশ্রমণোচিত, অবিধেয়, অগ্রহণযোগ্য এবং অকরণীয় কার্য

হয়েছে। কী করে তুমি মাতৃজাতির সাথে কায়সংস্পর্শে লিপ্ত হতে পারলে? হে মোঘপুরুষ, নিশ্চয়ই আমার দ্বারা বহু প্রকারে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয়েছে; সরাগের ধর্ম নহে, বিসংযোগের ধর্ম দেশিত হয়েছে; সসংযোগের ধর্ম নহে, অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয়েছে; স-উপাদানের ধর্ম নহে।"

"হে মোঘপুরুষ, মৎ কর্তৃক যেখানে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন তুমি সেখানে সরাগের বিষয়ে চিন্তা করবে? যেখানে বিসংযোগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন সেখানে সংযোগের বিষয়ে চিন্তা করবে? যেখানে অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন সেখানে স-উপাদানের বিষয়ে চিন্তা করবে?"

"হে মোঘপুরুষ, নিশ্চয়ই মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে রাগ-বিরাগের ধর্ম, মদ-বশীভূতকরণ, পিপাসা-বিনয় (আসক্তি দমন), আলয় সমুদ্ঘাত (আকাঙ্ক্ষার মূলোৎপাটন), ভবচক্রের উচ্ছেদ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণের ধর্ম দেশিত হয়েছে।"

"হে মোঘপুরুষ, মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে কামের প্রহান (পরিহার) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামসংজ্ঞার পরিজ্ঞা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামপিপাসার প্রতিবিনয় (দমন) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কামযন্ত্রণার উপশম সম্বন্ধেও বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"

হে মোঘপুরুষ, তোমার এরূপ কার্যে কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, মোঘপুরুষ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।"

অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির

জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা একান্তই হিতবহ। সেহেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

২৭০. "যো পন ভিকখু ওতিণ্ণো ৱিপরিণতেন চিত্তেন মাতুগামেন সদ্ধিং কাযসংসগ্গং সমাপজ্জেয্য হত্থগ্গাহং ৱা ৱেণিগ্গাহং ৱা অঞ্ঞতরস্স ৱা অঞ্ঞতরস্স ৱা অঙ্গস্স পরামসনং, সঙ্ঘাদিসেসো"তি।

অনুবাদ : "যেই ভিক্ষু কামাসক্তচিত্তে মাতৃজাতির (স্ত্রীজাতি) সাথে কায়স্পর্শাদিতে লিপ্ত হয়ে হস্ত, চুলের বেণী কিংবা যেকোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শ ও আলিঙ্গন করবে, সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হবে।"

২৭১. **'যো পনাতি'** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

'ভিক্‌খূতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

'ওতিন্নো' বলতে অনুরক্ত, আশান্বিত কিংবা পটিবদ্ধ (আসক্তি) চিত্তকে বুঝায়।

'বিপরিণতন্তি' বলতে কাম-বাসনা জড়িত চিত্ত বিপথগামী চিত্ত; দ্বেষযুক্ত চিত্ত বিপথগামী চিত্ত এবং মোহ বা মূঢ়যুক্ত চিত্তও বিপথগামী চিত্ত বুঝায়। তবে এখানে কামচিত্তই অভিপ্রেত।

'মাতুগামো' বলতে মনুষ্যজাতীয় স্ত্রীলোককে বুঝায়। যক্ষী, প্রেতী কিংবা তির্যক জাতীয় স্ত্রী নয়। এমনকি সদ্যপ্রসূত শিশুকন্যাসহ মনুষ্যস্ত্রী জাতির মধ্যে সকল বয়সী স্ত্রীকে বুঝায়।

'সদ্দিন্তি' অর্থে একত্রে মিলিত হওয়াকে বুঝায়।

'কাযসংসগ্গং সমাপজ্জেয্যাতি' অর্থে কামাসক্ত চিত্তে হস্তাদি শরীরে যেকোনো অংশ স্পর্শ ও দৈহিক আলিঙ্গনাদি বুঝায়।

'হত্থো' বলতে কনুইয়ের উপরিভাগ হতে নখের অগ্রভাগ পর্যন্তকে বুঝায়।

'বেনী' বলতে হিরণ্য, সুবর্ণ, মুক্তা অথবা মণি দ্বারা নির্মিত মালা এবং বিবিধ পুষ্পাদি দ্বারা গাঁথা মালা সংযোগে পঞ্চবর্ণের সূত্র দ্বারা বন্ধনকৃত শুদ্ধ কেশকে বুঝায়।

'অঙ্গং' অর্থে হস্ত ও চুলের বেণী ব্যতীত অবশিষ্ট শরীর বা অবয়বকে বুঝায়।

২৭২. ঘর্ষণ, এদিক-ওদিক ঘর্ষণ, নিম্নাংশ ঘর্ষণ, ঊর্ধ্বাংশ ঘর্ষণ, নত

করে, উপরে তোলে, অভিমুখে টেনে, পেছনে টেনে, মর্দন, বস্ত্রাদি মর্দন, গ্রহণ, স্পর্শ।

'আমসনা বা ঘর্ষণ' অর্থে শুধুমাত্র ঘর্ষণকৃত অনুভূতি বুঝায়।

'পরামসনা বা এদিক-ওদিক ঘর্ষণ' বলতে এদিক-ওদিক পরিবর্তন করে দেহের যেকোনো অংশ ঘর্ষণ করাকে বুঝায়।

'ওমসনা বা নিম্নাংশ ঘর্ষণ' বলতে দেহের উপরের অংশ ব্যতীত শুধু নিম্নাংশ ঘর্ষণ করা বুঝায়।

'উম্মসনা বা ঊর্ধ্বাংশ ঘর্ষণ' বলতে শরীরের নিম্নাংশ ব্যতীত শুধুমাত্র উপরের অংশ ঘর্ষণ করা বুঝায়।

'ওলঙ্ঘনা বা নত করে' বলতে দেহকে নিচের দিকে নত করে ঘর্ষণ করা।

'উল্লঙ্ঘনা' বা অর্থে দেহকে ঊর্ধ্বে অর্থাৎ উপরদিকে এনে পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করা।

'আকড্ঢনা বা অভিমুখে টানা' বলতে নিজের অভিমুখে টেনে আনা।

'পতিকড্ঢনা বা পিছনে টানা' অর্থে বিপরীতে বা পিছন দিকে টেনে আনা।

'অভিনিগ্গনহনা বা মর্দন করা' বলতে শরীরের যেকোনো অংশকে ধরে মর্দন করা।

'অভিনিপ্পীলনা বা বস্ত্রাদির উপর মর্দন' অর্থে বস্ত্রাদি আভরণের উপর দেহের যেকোনো অংশ মর্দন করা বুঝায়।

'গহনং বা গ্রহণ' অর্থে শুধুমাত্র ধৃত, ধরা, গ্রহণ করা ইত্যাদিকে বুঝায়।

'ছুপনং বা স্পর্শ' অর্থে ছোঁয়া, স্পর্শ, সংস্পর্শ, অনুভূতি ইত্যাদি বুঝায়।

'সংঘাদিসেসাতি' বলতে যেই ভিক্ষু এই শিক্ষাপদ লঙ্ঘন করেন, তাঁর অপরাধ মুক্তির জন্যে সংঘ কর্তৃক তাকে প্রথমে পরিবাসকর্ম, মধ্যভাগে মানত্ত ব্রত প্রদান করা হয়, 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' দেয়া হয় এবং সংঘ মধ্যে 'আহ্বান' করেন। এই দণ্ডসমূহ একজন বা কয়েকজন ভিক্ষু দিতে পারেন না; সংঘকেই দিতে হয় বলে 'সংঘাদিশেষ' বলা হয়। সে জাতীয় দণ্ড কর্মের অন্তর্ভূক্ত আপত্তিসমূহকে তাই 'সংঘাদিশেষ আপত্তি' নামে অভিহিত করা হয়।

২৭৩. ১. ভিক্ষু স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় কামচিত্তে নিজের কায়দ্বারা স্ত্রীর কায়কে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৩. শুধু নাভি হতে নিম্নাংশ অর্থাৎ পায়ের তালু পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৪. শুধু নাভি হতে ঊর্ধ্বাংশ অর্থাৎ মাথা পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৫. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরে নত করে ঘর্ষণ

করলে ৬. স্ত্রীর কেশ বা হস্তাদি ধরে ঊর্ধ্বে তোলে এদিক ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৭. নিজের সম্মুখে টেনে আনলে, ৮. বিপরীত বা পিছন দিকে টেনে আনলে, ৯. হস্তাদি ধরে আলিঙ্গন করলে ১০. আভরণের উপর দেহের যেকোনো অংশ মর্দন করলে ১১. দেহের যেকোনো অংশ ধরলে এবং ১২. দেহের যেকোনো অংশে স্পর্শ করলে চাপড়ালে, 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. ভিক্ষু স্ত্রীকে স্ত্রী বলে সন্দেহ করে কামচিত্তে নিজের দেহের দ্বারা স্ত্রীর দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৩. শুধু নাভি হতে নিম্নাংশ অর্থাৎ পায়ের তালু পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৪. শুধু নাভি হতে ঊর্ধ্বাংশ অর্থাৎ মাথা পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৫. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরে নত করে ঘর্ষণ করলে ৬. স্ত্রীর কেশ বা হস্তাদি ধরে ঊর্ধ্বে তোলে এদিক ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৭. নিজের সম্মুখে টেনে আনলে, ৮. বিপরীত বা পিছন দিকে টেনে আনলে, ৯. হস্তাদি ধরে আলিঙ্গন করলে ১০. আভরণের উপর দেহের যেকোনো অংশ মর্দন করলে ১১. দেহের যেকোনো অংশ ধরলে এবং ১২. দেহের যেকোনো অংশে স্পর্শ করলে চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৩. ভিক্ষু স্ত্রীকে পণ্ডক বা নপুংসক ধারণায় কামচিত্তে নিজের দেহের দ্বারা স্ত্রীলোকের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৪. ভিক্ষু স্ত্রীকে পুরুষ ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের কায়দ্বারা স্ত্রীর দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৫. ভিক্ষু স্ত্রীকে তির্যগ্‌প্রাণী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের কায় দ্বারা স্ত্রীর কায়কে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৬. ভিক্ষু নপুংসককে নপুংসক ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা নপুংসকের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৭. ভিক্ষু নপুংসককে নপুংসক বলে সন্দেহ করে কামচিত্তে নিজের কায় দ্বারা নপুংসকের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৮. ভিক্ষু নপুংসককে পুরুষ ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের কায় দ্বারা নপুংসকের কায়কে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৯. ভিক্ষু নপুংসককে তির্যগ্‌প্রাণী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের কায় দ্বারা নপুংসকের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

১০. ভিক্ষু নপুংসককে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের কায় দ্বারা নপুংসকের কায়কে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১১. ভিক্ষু পুরুষকে পুরুষ ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা পুরুষের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১২. ভিক্ষু পুরুষকে পুরুষ বলে সন্দেহ করে আসক্তচিত্তে নিজের কায় দ্বারা পুরুষের কায়কে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৩. ভিক্ষু পুরুষকে তির্যগ্‌প্রাণী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা পুরুষের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৪. ভিক্ষু পুরুষকে নপুংসক ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা পুরুষের কায়কে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৫. ভিক্ষু পুরুষকে নপুংসক বলে সন্দেহ করে কামচিত্তে নিজের কায় দ্বারা পুরুষের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৬. ভিক্ষু তির্যগ্‌প্রাণীকে তির্যগ্‌প্রাণী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা তির্যগ্‌প্রাণীকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৭. ভিক্ষু তির্যগ্‌প্রাণীকে তির্যগ্‌প্রাণী বলে সন্দেহ করে আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা তির্যগ্‌প্রাণীকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৮. ভিক্ষু তির্যগ্‌প্রাণীকে স্ত্রী ধারণায় কামচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা তির্যগ্‌প্রাণীর দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৯. ভিক্ষু তির্যগ্‌প্রাণীকে নপুংসক ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা তির্যগ্‌প্রাণীর দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট'

আপত্তি হয়।

২০. ভিক্ষু তির্যগ্প্রাণীকে পুরুষ ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহের সাথে তির্যগ্প্রাণীর দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৩. শুধু নাভি হতে নিম্নাংশ অর্থাৎ পায়ের তালু পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৪. শুধু নাভি হতে ঊর্ধ্বাংশ অর্থাৎ মাথা পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৫. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরে নত করে ঘর্ষণ করলে ৬. স্ত্রীর কেশ বা হস্তাদি ধরে ঊর্ধ্বে তোলে এদিক ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৭. নিজের সম্মুখে টেনে আনলে, ৮. বিপরীত বা পিছন দিকে টেনে আনলে, ৯. হস্তাদি ধরে আলিঙ্গন করলে ১০. আভরণের উপর দেহের যেকোনো অংশ মর্দন করলে ১১. দেহের যেকোনো অংশ ধরলে এবং ১২. দেহের যেকোনো অংশে স্পর্শ করলে চাপড়ালে, ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

[একমূলক সমাপ্ত]

২৭৪. ১. ভিক্ষু দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দুইজন স্ত্রীর দেহের সাথে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৩. শুধু নাভি হতে নিম্নাংশ অর্থাৎ পায়ের তালু পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৪. শুধু নাভি হতে ঊর্ধ্বাংশ অর্থাৎ মাথা পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৫. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরে নত করে ঘর্ষণ করলে ৬. স্ত্রীর কেশ বা হস্তাদি ধরে ঊর্ধ্বে তোলে এদিক-ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৭. নিজের সম্মুখে টেনে আনলে, ৮. বিপরীত বা পিছন দিকে টেনে আনলে, ৯. হস্তাদি ধরে আলিঙ্গন করলে ১০. আভরণের উপর দেহের যেকোনো অংশ মর্দন করলে ১১. দেহের যেকোনো অংশ ধরলে এবং ১২. দেহের যেকোনো অংশে স্পর্শ করলে চাপড়ালে, ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২. ভিক্ষু দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী বলে সন্দেহ করে আসক্তচিত্তে নিজের দেহের সাথে দুইজন স্ত্রীর দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়।

৩. ভিক্ষু দুইজন স্ত্রীকে দুইজন নপুংসক ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা দুইজন স্ত্রী দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়।

৪. ভিক্ষু দুইজন স্ত্রীকে দুইজন পুরুষ ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা দুইজন স্ত্রীর দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি হয়।

৫. ভিক্ষু দুইজন স্ত্রীকে দুইটি তির্যগ্প্রাণী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা স্ত্রীর দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৬. ভিক্ষু দুইজন নপুংসককে দুইজন নপুংসক ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের কায় দ্বারা দুইজন নপুংসকের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৭. ভিক্ষু দুইজন নপুংসুককে দুইজন নপুংসক বলে সন্দেহ করে আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা দুইজন নপংসকের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৮. ভিক্ষু দুইজন নপুংসককে দুইজন পুরুষ ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা দুইজন নপুংসকের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৯. ভিক্ষু দুইজন নপুংসককে দুইটি তির্যগ্প্রাণী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা দুইজন নপুংসকের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১০. ভিক্ষু দুইজন নপুংসককে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহের সাথে দুইজন নপুংসকের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১১. ভিক্ষু দুইজন পুরুষকে দুইজন পুরুষ ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহের সাথে দুইজন পুরুষের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১২. ভিক্ষু দুইজন পুরুষকে দুইজন পুরুষ বলে সন্দেহ করে আসক্তচিত্তে নিজের দেহের দ্বারা দুইজন পুরুষের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৩. ভিক্ষু দুইজন পুরুষকে দুইটি তির্যগ্প্রাণী ধারণায়... দুইজন স্ত্রী ধারণায়... দুইজন পণ্ডক ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহের সাথে দুইজন পুরুষের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৪. ভিক্ষু দুইটি তির্যগ্প্রাণীকে দুইটি তির্যগ্প্রাণী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা দুইটি তির্যগ্প্রাণীর দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৫. ভিক্ষু দুইটি তির্যগ্প্রাণীকে দুইটি তির্যগ্প্রাণী বলে সন্দেহ করে

আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা দুইটি তির্যগ্‌প্রাণীর দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৬. ভিক্ষু দুইটি তির্যগ্‌প্রাণীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায়... দুইজন নপুংসক ধারণায়... দুইজন পুরুষ ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা দুইটি তির্যগ্‌প্রাণীর দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৩. শুধু নাভি হতে নিম্নাংশ অর্থাৎ পায়ের তালু পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৪. শুধু নাভি হতে ঊর্ধ্বাংশ অর্থাৎ মাথা পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৫. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরে নত করে ঘর্ষণ করলে ৬. স্ত্রীর কেশ বা হস্তাদি ধরে ঊর্ধ্বে তোলে এদিক ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৭. নিজের সম্মুখে টেনে আনলে, ৮. বিপরীত বা পিছন দিকে টেনে আনলে, ৯. হস্তাদি ধরে আলিঙ্গন করলে ১০. আভরণের উপর দেহের যেকোনো অংশ মর্দন করলে ১১. দেহের যেকোনো অংশ ধরলে এবং ১২. দেহের যেকোনো অংশে স্পর্শ করলে চাপড়ালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২৭৫. ১. ভিক্ষু স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় কামচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ের কায়কে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৩. শুধু নাভি হতে নিম্নাংশ অর্থাৎ পায়ের তালু পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৪. শুধু নাভি হতে ঊর্ধ্বাংশ অর্থাৎ মাথা পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৫. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরে নত করে ঘর্ষণ করলে ৬. স্ত্রীর কেশ বা হস্তাদি ধরে ঊর্ধ্বে তোলে এদিক-ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৭. নিজের সম্মুখে টেনে আনলে, ৮. বিপরীত বা পিছন দিকে টেনে আনলে, ৯. হস্তাদি ধরে আলিঙ্গন করলে ১০. আভরণের উপর দেহের যেকোনো অংশ মর্দন করলে ১১. দেহের যেকোনো অংশ ধরলে এবং ১২. দেহের যেকোনো অংশে স্পর্শ করলে চাপড়ালে, 'দুক্কট'[1] আপত্তি হয়।

২. ভিক্ষু স্ত্রী এবং নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ও নপুংসক বলে সন্দেহ করে আসক্তচিত্তে নিজের কায় দ্বারা স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ের কায়কে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' ও 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

---

[1]. ভিক্ষু স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় বর্ণিত বার প্রকার আপত্তিজনক বিষয়ের মধ্যে মর্দন, স্পর্শ, চাপড়ানো আদি যেকোনো একটি করলে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। তদ্রুপ নপুংসকাদি তির্যক প্রাণীকে স্ত্রী ধারণায় ঐ বার প্রকার আপত্তিজনক বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি করলে, ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়। এখানে ইহাই অভিপ্রেত।

৩. ভিক্ষু স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে নপুংসক ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের কায় দ্বারা স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ের কায়কে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৪. ভিক্ষু স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে পুরুষ ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের কায় দ্বারা স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ের কায়কে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' ও 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৫. ভিক্ষু স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে তির্যগ্প্রাণী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের কায় দ্বারা স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ের কায়কে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' ও 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৬. ভিক্ষু স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'সংঘাদিশেষ' ও 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৭. ভিক্ষু স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে স্ত্রী ও পুরুষ বলে সন্দেহ করে আসক্তচিত্তে নিজের কায় দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের কায়কে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' ও 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৮. ভিক্ষু স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে নপুংসক ধারণায়... পুরুষ ধারণায়... তির্যগ্প্রাণী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের কায় দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' ও 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৯. ভিক্ষু স্ত্রী ও তির্যগ্প্রাণী উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা স্ত্রী ও তির্যগ্প্রাণী উভয়ের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'সংঘাদিশেষ' ও 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১০. ভিক্ষু স্ত্রী ও তির্যগ্প্রাণী উভয়কে স্ত্রী ও তির্যগ্প্রাণী বলে সন্দেহ করে আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা স্ত্রী ও তির্যগ্প্রাণী উভয়ের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' ও 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১১. ভিক্ষু স্ত্রী ও তির্যগ্প্রাণী উভয়কে নপুংসক ধারণায়... পুরুষ ধারণায়... তির্যগ্প্রাণী উভয়ের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' ও 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১২. ভিক্ষু নপুংসক ও পুরুষ উভয়কে নপুংসক ধারণায় কামচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা নপুংসক ও পুরুষ উভয়ের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' ও 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৩. ভিক্ষু নপুংসক ও পুরুষ উভয়কে নপুংসক ও পুরুষ বলে সন্দেহ

করে আসক্তচিত্তে নিজের কায় দ্বারা নপুংসক ও পুরুষ উভয়ের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৪. ভিক্ষু নপুংসক ও পুরুষ উভয়কে পুরুষ ধারণায়... তির্যক (ইতর) প্রাণী ধারণায়... স্ত্রী ধারণায় কামচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা নপুংসক ও পুরুষ উভয়ের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৫. ভিক্ষু নপুংসক ও ইতরপ্রাণী উভয়কে নপুংসক ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা নপুংসক ও ইতরপ্রাণী উভয়ের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' ও 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৬. ভিক্ষু নপুংসক ও ইতরপ্রাণী উভয়কে পুরুষ ধারণায়... ইতরপ্রাণী ধারণায়... স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের কায় দ্বারা নপুংসক ও ইতরপ্রাণী উভয়ের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৭. ভিক্ষু নপুংসক ও ইতরপ্রাণী উভয়কে পুরুষ ধারণায়... ইতরপ্রাণী ধারণায়... স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের কায় দ্বারা নপুংসক ও ইতরপ্রাণী উভয়ের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৮. ভিক্ষু পুরুষ ও ইতরপ্রাণী উভয়কে পুরুষ ধারণায় কামচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা পুরুষ ও ইতরপ্রাণী উভয়ের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৯. ভিক্ষু পুরুষ ও ইতরপ্রাণী উভয়কে পুরুষ ও ইতরপ্রাণী বলে সন্দেহ করে আসক্তচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা পুরুষ ও ইতরপ্রাণী উভয়ের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২০. ভিক্ষু পুরুষ ও ইতরপ্রাণী উভয়কে ইতরপ্রাণী... স্ত্রী ধারণায়... নপুংসক ধারণায় কামচিত্তে নিজের দেহ দ্বারা পুরুষ ও ইতরপ্রাণী উভয়ের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৩. শুধু নাভি হতে নিম্নাংশ অর্থাৎ পায়ের তালু পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৪. শুধু নাভি হতে ঊর্ধ্বাংশ অর্থাৎ মাথা পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৫. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরে নত করে ঘর্ষণ করলে ৬. স্ত্রীর কেশ বা হস্তাদি ধরে ঊর্ধ্বে তোলে এদিক ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৭. নিজের সম্মুখে টেনে আনলে, ৮. বিপরীত বা পিছন দিকে টেনে আনলে, ৯. হস্তাদি ধরে আলিঙ্গন করলে ১০. আভরণের উপর দেহের যেকোনো অংশ মর্দন করলে ১১. দেহের যেকোনো অংশ ধরলে এবং

১২. দেহের যেকোনো অংশে স্পর্শ করলে চাপড়ালে, দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

[দ্বিবিধমূলক সমাপ্ত]

২৭৬. ১. ভিক্ষু স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রীর কায়সংলগ্ন বস্ত্রালংকারাদি[1] ১. যেকোনো বস্তু নিজে ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করে ঘর্ষণ করলে ৩. নাভি হতে নিম্নাংশের বর্ণিত যেকোনো বস্তু ঘর্ষণ করলে ৪. নাভি হতে ঊর্ধ্বাংশের বর্ণিত যেকোনো বস্তু ঘর্ষণ করলে ৫. নত করে ঘর্ষণ করলে ৬. ঊর্ধ্বে তোলে ঘর্ষণ করলে ৭. সম্মুখে টেনে আনলে, ৮. পেছনে টেনে আনলে, ৯. মর্দন করলে ১০. প্রহার করলে ১১. গ্রহণ করলে এবং ১২. স্পর্শ ও চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

২. ভিক্ষু দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে দুইজন স্ত্রীর কায়সংলগ্ন বস্ত্রালংকারাদি যেকোনো বস্তু নিজে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করে ঘর্ষণ করলে ৩. নাভি হতে নিম্নাংশের বর্ণিত যেকোনো বস্তু ঘর্ষণ করলে ৪. নাভি হতে ঊর্ধ্বাংশের বর্ণিত যেকোনো বস্তু ঘর্ষণ করলে ৫. নত করে ঘর্ষণ করলে ৬. ঊর্ধ্বে তোলে ঘর্ষণ করলে ৭. সম্মুখে টেনে আনলে, ৮. পেছনে টেনে আনলে, ৯. মর্দন করলে ১০. প্রহার করলে ১১. গ্রহণ করলে এবং ১২. স্পর্শ ও চাপড়ালে, দুইটি 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৩. ভিক্ষু স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ের দেহ সংলগ্ন যেকোনো বস্তু দ্বারা নিজের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, দুইটি 'থুল্লচ্চয়' ও 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৪. ভিক্ষু স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রীর কায়সংলগ্ন যেকোনো বস্তু দ্বারা নিজের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৫. ভিক্ষু দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে দুইজন স্ত্রীর কায়সংলগ্ন যেকোনো বস্তু দ্বারা নিজের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, দুইটি 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৬. ভিক্ষু স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ের সংলগ্ন যেকোনো বস্তু দ্বারা নিজের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, দুইটি 'থুল্লচ্চয়' ও 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

---

[1]. 'কায়পটিবদ্ধ' অর্থে স্ত্রীর দেহসংলগ্ন পরিধেয় বস্ত্রাবরণ, অলংকার অথবা পুষ্পমালাদি প্রভৃতি বস্তুকে বুঝায়।

৭. ভিক্ষু স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের দেহসংলগ্ন বস্তু কায়সংলগ্ন যেকোনো বস্তুর সাথে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৮. ভিক্ষু দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের কায়সংলগ্ন দুইজন স্ত্রীর দেহ সংলগ্ন যেকোনো বস্তুর সাথে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৯. ভিক্ষু স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে নিজের কায় সংলগ্ন বস্তু স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ের দেহসংলগ্ন যেকোনো বস্তুর সঙ্গে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... চাপড়ালে, দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১০. ভিক্ষু স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রীর পরিত্যক্ত দেহ কোনো বস্তু দ্বারা ঘর্ষণ করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১১. ভিক্ষু দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে দুইজন স্ত্রীর পরিত্যক্ত দেহের কোনো বস্তু দ্বারা ঘর্ষণ করলে দুটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১২. ভিক্ষু স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ের পরিত্যক্ত দেহের কোনো বস্তু দ্বারা ঘর্ষণ করলে দুটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৩. ভিক্ষু স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রীর পরিত্যক্ত দেহ সংলগ্ন বস্তু কোনো বস্তু দ্বারা ঘর্ষণ করলে দুটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৪. ভিক্ষু দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে দুইজন স্ত্রীর পরিত্যক্তে দেহসংলগ্ন কোনো বস্তু দ্বারা ঘর্ষণ করলে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৫. ভিক্ষু স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ের পরিত্যক্ত দেহসংলগ্ন কোনো বস্তু দ্বারা ঘর্ষণ করলে দুটিই 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৬. ভিক্ষু স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রীর পরিত্যক্ত কোনো বস্তু দ্বারা পরিত্যক্ত কোনো বস্তু ঘর্ষণ করলে দুটিই 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৭. ভিক্ষু দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে দুইজন স্ত্রীর পরিত্যক্ত কোনো বস্তু দ্বারা পরিত্যক্ত কোনো বস্তু ঘর্ষণ করলে দুটিই 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৮. ভিক্ষু স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ের পরিত্যক্ত কোনো বস্তু দ্বারা পরিত্যক্ত কোনো বস্তু ঘর্ষণ করলে দুটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

[ভিক্ষু পেয়্যালো সমাপ্ত]

২৭৭. ১. স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে ভিক্ষুর কায়ের সাথে স্ত্রী নিজের কায়কে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৩. নাভি হতে পায়ের তালু পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৪. নাভি হতে মাথা পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৫. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরে নত করে ঘর্ষণ করলে ৬. কেশ বা হস্তাদি ধরে ঊর্ধ্বে তোলে এদিক ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৭. নিজের সম্মুখে টেনে আনলে, ৮. বিপরীত বা পিছন দিকে টেনে আনলে, ৯. হস্তাদি ধরে আলিঙ্গন করলে ১০. আভরণের উপর দেহের যেকোনো অংশ মর্দন করলে ১১. দেহের যেকোনো অংশ রোমাঞ্চ হয় মতো ধরলে, ১২. দেহের যেকোনো অংশে চাপড়ালে, ১৩. অসদ্ধর্ম সেবন ইচ্ছা করলে ১৪. সেই ইচ্ছায় চেষ্টা করলে এবং ১৫. সেই চেষ্টায় কায় সংস্পর্শাদি করে তা জ্ঞাত হলে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে ভিক্ষুর দেহের সঙ্গে স্ত্রী নিজের কায়কে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... জ্ঞাত হলে, ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩. স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে ভিক্ষুর দেহের সাথে স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ে নিজেদের কায়কে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... জ্ঞাত হলে, ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৪. স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে ভিক্ষুর বস্ত্রাবরণের সাথে স্ত্রী নিজের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... জ্ঞাত হলে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৫. দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে ভিক্ষুর বস্ত্রাবরণের সাথে দুইজন স্ত্রী নিজেদের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... জ্ঞাত হলে, ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৬. স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে ভিক্ষুর বস্ত্রাবরণের সাথে স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ে নিজেদের দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... জ্ঞাত হলে, ভিক্ষুর একত্রে একটি 'থুল্লচ্চয়' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৭. স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রীর বস্ত্রাবরণাদির দ্বারা ভিক্ষুর দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... জ্ঞাত হলে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৮. দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে দুইজন স্ত্রীর বস্ত্রাবরণাদির দ্বারা ভিক্ষুর দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... জ্ঞাত হলে, ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৯. স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ের বস্ত্রাবরণাদির দ্বারা ভিক্ষুর দেহকে ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৩. নাভি হতে পায়ের তালু পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৪. নাভি হতে মাথা পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৫. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরে নত করে ঘর্ষণ করলে ৬. কেশ বা হস্তাদি ধরে ঊর্ধ্বে তোলে এদিক ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৭. নিজের সম্মুখে টেনে আনলে, ৮. বিপরীত বা পিছন দিকে টেনে আনলে, ৯. হস্তাদি ধরে আলিঙ্গন করলে ১০. আভরণের উপর দেহের যেকোনো অংশ মর্দন করলে ১১. দেহের যেকোনো অংশ রোমাঞ্চ হয় মত ধরলে, ১২. দেহের যেকোনো অংশে চাপড়ালে, ১৩. অসদ্ধর্ম সেবন ইচ্ছা করলে ১৪. সেই ইচ্ছায় চেষ্টা করলে এবং ১৫. সেই চেষ্টায় কায়সংস্পর্শাদি করে তা জ্ঞাত হলে, ভিক্ষুর একত্রে একটি 'থুল্লচ্চয়' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২৭৮. ১. স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রী নিজের বস্ত্রালংকারাদি ভিক্ষুর বস্ত্রাবরণের সহিত ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৩. নাভি হতে পায়ের তালু পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৪. নাভি হতে মাথা পর্যন্ত ঘর্ষণ করলে ৫. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরে নত করে ঘর্ষণ করলে ৬. কেশ বা হস্তাদি ধরে ঊর্ধ্বে তোলে এদিক ওদিক পরিবর্তন করে ঘর্ষণ করলে ৭. নিজের সম্মুখে টেনে আনলে, ৮. বিপরীত বা পিছন দিকে টেনে আনলে, ৯. হস্তাদি ধরে আলিঙ্গন করলে ১০. আভরণের উপর দেহের যেকোনো অংশ মর্দন করলে ১১. দেহের যেকোনো অংশ রোমাঞ্চ হয় মত ধরলে, ১২. দেহের যেকোনো অংশে চাপড়ালে, ১৩. অসদ্ধর্ম সেবন ইচ্ছা করলে ১৪. সেই ইচ্ছায় চেষ্টা করলে এবং ১৫. সেই চেষ্টায় কায়সংস্পর্শাদি করে তা জ্ঞাত হলে, ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২. দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে দুইজন স্ত্রী বস্ত্রালংকারাদি ভিক্ষুর বস্ত্রাবরণের সহিত ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... জ্ঞাত হলে, ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৩. স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ের বস্ত্রালংকারাদি ভিক্ষুর বস্ত্রাবরণের সহিত ১. ঘর্ষণ করলে ২. এদিক-ওদিক... জ্ঞাত হলে, ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৪. স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রী নিজের দেহ ভিক্ষুর পরিত্যক্ত কোনো বস্তু দ্বারা ১. ঘর্ষণ করলে ২. অসদ্ধর্ম সেবনের ইচ্ছা করলে ৩. সেই ইচ্ছায় চেষ্টা করলে এবং ৪. সেই চেষ্টায় কায়স্পর্শাদি করে তা জ্ঞাত হলে, ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৫. দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে দুইজন স্ত্রী নিজেদের কায় ভিক্ষুর পরিত্যক্ত কোনো বস্তু ১. ঘর্ষণ করলে ২. অসদ্ধর্ম সেবনের ইচ্ছা করলে ৩. সেই ইচ্ছায় চেষ্টা করলে এবং ৪. সেই চেষ্টায় কায়স্পর্শাদি করে তা জ্ঞাত হলে, ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৬. স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রী ও নপুংসক নিজেদের কায় ভিক্ষুর পরিত্যক্ত কোনো বস্তু দ্বারা ১. ঘর্ষণ করলে ২. অসদ্ধর্ম সেবনের ইচ্ছা করলে ৩. সেই ইচ্ছায় চেষ্টা করলে এবং ৪. সেই চেষ্টায় কায়স্পর্শাদি করে তা জ্ঞাত হলে, একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৭. স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রী নিজের বস্ত্রালংকারাদি ভিক্ষুর পরিত্যক্ত কোনো বস্তু দ্বারা ১. ঘর্ষণ করলে ২. অসদ্ধর্ম সেবনের ইচ্ছা করলে ৩. সেই ইচ্ছায় চেষ্টা করলে এবং ৪. সেই চেষ্টায় কায়স্পর্শাদি করে তা জ্ঞাত হলে, ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৮. দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে দুইজন স্ত্রী নিজেদের বস্ত্রালংকারাদি ভিক্ষুর পরিত্যক্ত কোনো বস্তু দ্বারা ১. ঘর্ষণ করলে ২. অসদ্ধর্ম সেবনের ইচ্ছা করলে ৩. সেই ইচ্ছায় চেষ্টা করলে এবং ৪. সেই চেষ্টায় কায়স্পর্শাদি করে তা জ্ঞাত হলে, একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৯. স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ের বস্ত্রালংকারাদি ভিক্ষুর পরিত্যক্ত কোনো বস্তু দ্বারা ১. ঘর্ষণ করলে ২. অসদ্ধর্ম সেবনের ইচ্ছা করলে ৩. সেই ইচ্ছায় চেষ্টা করলে এবং ৪. সেই চেষ্টায় কায়স্পর্শাদি করে তা জ্ঞাত হলে, ভিক্ষুর দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১০. স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রী নিজের পরিত্যক্ত কোনো বস্তু ভিক্ষুর পরিত্যক্ত কোনো বস্তু দ্বারা ১. ঘর্ষণ করলে ২. অসদ্ধর্ম সেবনের ইচ্ছা করলে ৩. সেই ইচ্ছায় চেষ্টা করে কায়সংস্পর্শাদি না হলেও তা বুঝতে পারলে, ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১১. দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে দুইজন স্ত্রী নিজেদের পরিত্যক্ত কোনো বস্তু ভিক্ষুর পরিত্যক্ত কোনো বস্তু দ্বারা ১. ঘর্ষণ করলে ২. অসদ্ধর্ম সেবনের ইচ্ছা করলে ৩. সেই ইচ্ছায় চেষ্টা করে কায়সংস্পর্শাদি না হলেও, তা বুঝতে পারলে, একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১২. স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ের পরিত্যক্ত কোনো বস্তু ভিক্ষুর কোনো বস্তু দ্বারা ১. ঘর্ষণ করলে ২. অসদ্ধর্ম সেবনের ইচ্ছা করলে ৩. সেই ইচ্ছায় চেষ্টা করে কায়সংস্পর্শাদি না হলেও তা বুঝতে পারলে, ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২৭৯. ১. অসদ্ধর্ম সেবনাভিপ্রায়ে কায়ের দ্বারা চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় কায়স্পর্শাদি করে তা হয়েছে বলে জ্ঞাত হলে, 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. অসর্দ্ধম সেবন ইচ্ছায় কায়ের দ্বারা চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় কায় স্পর্শাদি না হলে 'স্পর্শাদি হয় নাই' এটা জ্ঞাত হলে, ভিক্ষুর 'দুক্কট আপত্তি।

৩. অসদ্ধর্ম সেবনাভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও যদি কায় দ্বারা চেষ্টা না করে এবং কোনো কারণে স্পর্শাদি হলে 'স্পর্শ হয়েছে' বলে তা জ্ঞাত হলে, অনাপত্তি।

৪. পাপধর্ম সেবন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি কায় দ্বারা চেষ্টা না করে এবং কায়স্পর্শাদি না হলে 'স্পর্শাদি হয় নাই' তা জ্ঞাত হলে, অনাপত্তি।

৫. অসদ্ধর্ম সেবন ইচ্ছা না থাকলে, যদি কায় দ্বারা চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টায় কায়স্পর্শাদি হলে 'হয়েছে বলে' তা জ্ঞাত হলে, অনাপত্তি।

৬. অসদ্ধর্ম সেবনাভিপ্রায় না থাকলে, যদি কায় দ্বারা চেষ্টা করেও স্পর্শাদি না হলে 'স্পর্শ হয় নাই' এরূপ জানলে, অনাপত্তি।

৭. অসদ্ধর্ম সেবনাভিপ্রায় না থাকলে, যদি কায় দ্বারা চেষ্টা না করে এবং কোনো কারণে স্পর্শাদি হলে, তা জ্ঞাত হলেও অনাপত্তি।

৮. অসদ্ধর্ম সেবনাভিপ্রায় না থাকলে, যদি কায় দ্বারা চেষ্টা না করলে এবং কায়স্পর্শাদি না হলে 'হয় নাই' বলে তা জ্ঞাত হলে, অনাপত্তি।

২৮০. **অনাপত্তি :** অনিচ্ছায় করলে স্মৃতিহীন, উন্মাদ অবস্থায় করলে অজান্তে করলে বিক্ষিপ্তচিত্তে করলে দুঃখ প্রাপ্তাবস্থায় করলে এবং আদিকর্মিক হলে।

বিনীত বত্থু-উদান গাথা

মাতা, কন্যা, ভগিনী, যক্ষী আর নপুংসকে,
সুপ্ত, মৃত, তির্যগ্‌প্রাণী, কাষ্ঠের পুতুলে।
উৎপীড়ন, অতিক্রমণ, পথ, বৃক্ষ, নৌকা, রজ্জুতে,
দন্ড, পাত্র অনাবৃতে, বন্দনায়, চেষ্টা করেও অস্পর্শতে।

বিনীত বত্থু

২৮১. ১. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু মাতার স্নেহাপ্লুতের কারণে সংস্পর্শিত হলো। তখন সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'দুক্কট' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু কন্যার প্রতি স্নেহাপ্লুতের কারণে স্পর্শিত হলো... ভগিনীর স্নেহাপ্লুতার কারণে স্পর্শিত হলো। তখন সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'দুক্কট' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

৩. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু পূর্বের স্ত্রীর সহিত দেহসংস্পর্শে রত হলো। এতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৪. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু যক্ষিনীর সহিত... নপুংসকের সহিত দেহসংস্পর্শে রত হলো। ইহাতে তার (সেই ভিক্ষুর) মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জানালে, ভগবান বললেন, 'হে ভিক্ষু, তুমি 'থুল্লচ্চয়' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৫. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু ঘুমন্ত স্ত্রীর সহিত কায়স্পর্শে রত হলো। এতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৬. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু মৃত স্ত্রীর সহিত দেহসংস্পর্শে রত হলো। ইহাতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি

'থুল্লচ্চয়' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

৭. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষুর ইতরজাতীয় স্ত্রীর সহিত... কাষ্ঠনির্মিত পুতুলের সহিত কায়সংস্পর্শে রত হলো। এ কারণে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'দুক্কট' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

২৮২. ১. সে সময়ে সল্পসংখ্যক স্ত্রীলোক পরস্পর বাহু ধরাধরি করে পরিবৃত হয়ে জনৈক ভিক্ষুকে আনছিল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার অনাপত্তি।"

২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু আসক্তচিত্তে গমনরতা স্ত্রীলোককে আন্দোলিত করেছিল। এ হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ ব্যপারে জানালে, ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'দুক্কট' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

৩. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু জনৈকা স্ত্রীকে পথের সম্মুখে দেখে আসক্তচিত্তে নিজের স্কন্ধ (কাঁধ) দ্বারা ধাক্কা দিয়েছিল। এতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৪. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু আসক্তচিত্তে বৃক্ষে আরোহণরতা স্ত্রীলোকের দেহ সঞ্চালন করেছিল। এতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান তাকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'দুক্কট' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

৫. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু আসক্তচিত্তে নৌকায় আরোহণরতা স্ত্রীর দেহ-সঞ্চালন করেছিল। ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'দুক্কট' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ'

আপত্তি নহে।"

৬. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু আসক্তচিত্তে স্ত্রী কর্তৃক গৃহীত দড়ি... গৃহীত দণ্ড আলোড়ন করেছিল। এ হেতু তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

৭. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু আসক্তচিত্তে জনৈকা স্ত্রীকে পাত্র নিক্ষেপ করেছিল। ইহাতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছ; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

৮. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু আসক্তচিত্তে বন্দনারতা স্ত্রীলোকের পাদ ধরে ঊর্ধ্বে উঠায়েছিল। এ কারণে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।"

৯. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু 'এই স্ত্রীলোককে ধরব' এরূপ মনস্থির করে ধরার জন্য চেষ্টা করেও ধরতে পারলেন না। ইহাতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'দুক্কট' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

[দ্বিতীয় সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

তৃতীয় সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা

৩. দুট্‌ঠূল্লবাচা সিক্‌খাপদং

(দুষ্টকথা সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদ)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

২৮৩. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময়ে আয়ুষ্মান উদায়ী অরণ্যে বাস করছিলেন। সেই আয়ুষ্মানের বিহার দেখতে অভিরূপ, দর্শনীয় ও প্রাসাদিক ছিল। তখন স্বল্পসংখ্যক স্ত্রীলোক সেই আরামে গিয়ে যেস্থানে আয়ুষ্মান উদায়ী সেস্থানে উপস্থিত হয়ে; আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, আমরা আর্যের এই বিহার পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক।" তখন আয়ুষ্মান উদায়ী সেই স্ত্রীলোকদেরকে বিহার পরিদর্শন করায়ে তাদেরকে গুহ্যদ্বার ও প্রস্রাব দ্বারাদি সম্বন্ধীয় কথা উত্থাপন করে, সেগুলোর গুণাগুণ বর্ণনা করছিলেন। অসদ্ধর্ম সেবনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করছিলেন। মৈথুন সেবনাদির কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন এবং সেই সম্পর্কে প্রতিজিজ্ঞাসা করছিলেন। কামসংসর্গের সংকেত দিচ্ছিলেন; ইশারা করছিলেন; পরামর্শ করছিলেন এবং সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা করছিলেন। আয়ুষ্মান উদায়ী কর্তৃক এরূপ বলা হলে, যে সকল স্ত্রীলোক পাপের প্রতি ভয়হীন, ধূর্তা, নির্লজ্জী তারা আয়ুষ্মান উদায়ীর সহিত মৃদুহাঁস্য করছিলেন; উচ্চহাঁস্য, মহাহাঁস্য করছিলেন। কাম সম্ভোগের জন্যে নানাবিধ প্রলোভনের কথা বলছিলেন। 'ইহা পণ্ডক (নপুংসক), পুরুষ নহে' এরূপ বলে তারা পরিহাস করছিলেন; ঠাট্টা করছিলেন। আর যারা লজ্জাশীলী, তারা সে স্থান ত্যাগ করে ভিক্ষুদের সম্মুখে এ বলে নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "ভন্তে, ইহা বড়ই অন্যায়, বড়ই অনুপযোগী যে, যেখানে আমাদের স্বামীরা পর্যন্ত যা বলার ইচ্ছা করেন না; কী করে সেখানে আর্য উদায়ী এরূপ দুষ্ট বাক্য ব্যবহার করছেন; মন্দ আচরণ করছেন?" যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু, শিক্ষাকামী তাঁরাও ইহা শুনে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, "কী করে আয়ুষ্মান উদায়ী মাতৃজাতিকে দুষ্ট বাক্য দ্বারা নিজের অসৎ অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ করলেন?" তখন সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উদায়ীকে বহুভাবে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলেন।

অতঃপর ভগবান এ কারণে এ হেতুতে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে আয়ুষ্মান উদায়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্যই কি উদায়ী, তুমি মাতৃজাতিকে মন্দ বাক্য দ্বারা নিজের অসৎ অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ করেছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।"

ভগবান এ বলে নিন্দা করে বললেন, ইহা তোমার পক্ষে অত্যন্তই অনুপযুক্ত, অননুকূল, অশোভনীয়, অশ্রমণোচিত, অগ্রহণযোগ্য এবং অকরণীয় কার্য হয়েছে। মোঘপুরুষ, কী করে তুমি মাতৃজাতিকে পাপজনক বাক্য দ্বারা অসৎ ইচ্ছার কথা প্রকাশ করতে পারলে?"

"হে মোঘপুরুষ, আমার দ্বারা কী বহু প্রকারে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয় নাই? যা সরাগের ধর্ম নহে, বিসংযোগের ধর্ম দেশিত হয় নাই? যা সসংযোগের ধর্ম নহে, অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয় নাই? যা স-উপাদানের ধর্ম নহে!"

"হে মোঘপুরুষ, মৎ কর্তৃক যেখানে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন তুমি সেখানে সরাগের বিষয়ে চিন্তা করবে? যেখানে বিসংযোগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন সেখানে সংযোগের বিষয়ে চিন্তা করবে? যেখানে অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন সেখানে স-উপাদানের বিষয়ে চিন্তা করবে?"

"হে মোঘপুরুষ, নিশ্চয়ই মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে রাগ-বিরাগের ধর্ম, মদ-বশীভূতকরণ, পিপাসা-বিনয় (আসক্তি দমন), আলয় সমুদ্ঘাত (আকাঙ্ক্ষার মূলোৎপাটন), ভবচক্রে উচ্ছেদ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণের ধর্ম দেশিত হয়েছে।"

"হে মোঘপুরুষ, মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে কামের প্রহান (পরিহার) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামসংজ্ঞার পরিজ্ঞা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামপিপাসার প্রতিবিনয় (দমন) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কাম যন্ত্রণার উপশম সম্বন্ধেও বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"

"হে মোঘপুরুষ, তোমার এরূপ কার্যে কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, মোঘপুরুষ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।"

অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা,

পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপত্তির জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা একান্তই হিতবহ। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্য এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করছি :

২৮৪. "যো পন ভিক্খু ওতিণ্ণো ৰিপরিণতেন চিত্তেন মাতুগামং দুট্ঠুল্লাহি ৰাচাহি ওভাসেয্য যথা তং যুৰা যুৰতিং মেথুনুপসংহিতাহি, সঙ্ঘাদিসেসো"তি।

অনুবাদ : যেই ভিক্ষু কামচিত্তে মনুষ্য-স্ত্রীলোকের সহিত গুহ্যদ্বার ও প্রস্রাবদ্বার সম্বন্ধীয় কথা উল্লেখ করে মৈথুন-বিষয়ক অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করে, যেমন কোনো যুবক কোনো যুবতীর সহিত মৈথুন সম্পর্কে আলাপ করে থাকে, সেরূপ মৈথুন-বিষয়ক আলাপ করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হবে।

২৮৫. **'যো পনাতি'** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

'ভিক্খূতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

'ওতিন্নো' অর্থে অনুরক্ত, ভোগেচ্ছা, কামাসক্ত চিত্তকে বুঝায়।

'বিপরিণতন্তি' বলতে কাম-বাসনা জড়িতচিত্ত, হিংসাযুক্ত চিত্ত এবং অজ্ঞান চিত্তকে বিপথগামী চিত্ত বুঝায়। তবে এখানে কামাসক্ত চিত্তই অভিপ্রেত।

'মাতুগামো' বলতে মনুষ্যজাতীয়া স্ত্রীলোক বুঝায়। যক্ষী, প্রেতী অথবা তির্যগ্‌জাতীয় স্ত্রীকে নয়। যেই স্ত্রী বুদ্ধিমতী, দক্ষতাসম্পন্না, যে বিজ্ঞগণের ন্যায় উপলব্ধি করতে পারে, কোনটি সুভাষিত বাক্য আর কোনটি দুর্ভাষিত বাক্য আর কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায় বাক্য।

'দুট্‌ঠূল্লা' অর্থে গুহ্যদ্বার-প্রস্রাবদ্বার এবং মৈথুনবিষয়ক আলাপকে বুঝায়।

'যথা তং যুবাযুবতিন্তি' বলতে যুবক, যুবতী, তরুণ, তরুণী এবং

কামভোগী পুরুষ ও কামভোগিনী স্ত্রী।

'মেথুনুপসংহিতাহীতি' বলতে মৈথুনধর্ম (ব্যভিচার) প্রতিসংযুক্ত আলাপ-আলোচনা বুঝায়।

'সংঘাদিসেসাতি' অর্থে যেই ভিক্ষু অপরাধ করেন তার অপরাধ মুক্তির জন্যে ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক তাকে প্রথমে 'পরিবাস কর্ম', মধ্যভাগে 'মানত্ত কর্ম' প্রদান করা হয়, 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' দেয়া হয় এবং শেষান্তে সংঘের মধ্যে 'আহ্বান' করেন। এই দণ্ডসমূহ একজন বা কয়েকজন ভিক্ষু দিতে পারেন না; সংঘ কর্তৃক দেয়া হয় বলে 'সংঘাদিশেষ' বলা হয়। সে জাতীয় দণ্ড কর্মের অন্তর্ভুক্ত আপত্তিসমূহকে তাই 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নামে অভিপ্রেত।

দ্বিবিধ মার্গাদির সম্পর্কে গুণ বর্ণনা করে, অগুণ বর্ণনা করে, যাচঞা করে, অনুরোধ করে, জিজ্ঞাসা করে, প্রতিজিজ্ঞাসা করে, বর্ণনা করে, পরামর্শ করে এবং আক্রোশ করে।

'বণ্ণংভণতি বা গুণ বর্ণনা করে' বলতে গুহ্যদ্বার ও প্রস্রাব দ্বার এই দ্বিবিধ দ্বারের গুণ বর্ণনা করে, প্রশংসা করে।

'অবণ্ণংভণতি বা অগুণ বর্ণনা করে' বলতে দ্বিবিধ দ্বার সম্পর্কে নিন্দা করে, ভর্ৎসনা করে, তিরস্কার করে।

'যাচতি বা যাচঞা করে' অর্থে 'ইহা আমাকে দাও; আমাকে দিলে উত্তম হবে' এরূপে যাচঞা করে।

'আযাচিতি বা প্রার্থনা করে' বলতে "কখন তোমার মাতাপিতা ও দেবতাদেরকে সন্তুষ্টি বিধান করবে? কখন সেই সুখ-শান্তি ও সুমুহূর্ত আসবে? কখন আমি তোমার সহিত মৈথুনধর্ম সেবনে সমর্থ হব?"

'পুচ্ছতি বা জিজ্ঞাসা করে' অর্থে 'কিরূপে তুমি তোমার স্বামীকে দাও?' 'কিরূপে উপপতীকে দাও?'

'পটিপুচ্ছতি বা প্রতিজিজ্ঞাসা করে' বলতে "তুমি নাকি তোমার স্বামীকে এরূপে দাও? এরূপে নাকি তোমার উপপতিকে দাও?"

'আচিক্‌খতি বা বর্ণনা করে' বলতে জিজ্ঞাসা করে সে বলে "এভাবে দিবে' এভাবে দিলে পতীর প্রিয়া ও মনাপ (আনন্দ বর্ধনকারিনী) হবে।"

'অনুসাসতি বা পরামর্শ করে' বলতে জিজ্ঞাসা না করেই সে বলে, "এভাবে দিবে' এরূপে দিলে তুমি তোমার স্বামীর প্রিয়া ও মনাপ হবে।"

'অক্কোসতি বা আক্রোশ করে' বলতে তুমি পুরুষত্বহীন, তুমি পুরুষত্ব হতে বিচ্যুত, তুমি রক্তহীন, তোমার রক্ত নাই, তুমি স্ত্রীলিঙ্গযুক্ত, তুমি স্ত্রী-নপুংসক, তুমি বেপুরুষ (নারীসদৃশ), তোমার পুরুষত্ব ক্ষীণ, তুমি

উভয়ব্যঞ্জনক (উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট)।

২৮৬. ১. ভিক্ষু স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রীকে গুহ্যদ্বার ও প্রস্রাব-দ্বারাদির গুণ বর্ণনা করলে সেগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করলে; অসদ্ধর্ম সেবনের জন্যে যাচঞা করলে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে; মৈথুন সেবনাদির কথা জিজ্ঞেস করলে এবং সেই সম্বন্ধে প্রতিজিজ্ঞাসা করলে বর্ণনা করলে পরামর্শ করলে এবং আক্রোশ করলে ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

২. ভিক্ষু দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে দুই স্ত্রীকে গুহ্যদ্বার ও প্রস্রাব-দ্বারাদির গুণ বর্ণনা করলে সেগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করলে; অসদ্ধর্ম সেবনের জন্যে যাচঞা করলে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে; মৈথুন সেবনাদির কথা জিজ্ঞেস করলে এবং সেই সম্বন্ধে প্রতিজিজ্ঞাসা করলে বর্ণনা করলে পরামর্শ করলে এবং আক্রোশ করলে ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩. ভিক্ষু স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে উভয়কে গুহ্যমার্গ ও প্রস্রাবমার্গাদির গুণ বর্ণনা করলে সেগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করলে; অসদ্ধর্ম সেবনের জন্যে যাচঞা করলে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে; মৈথুন সেবনাদির কথা জিজ্ঞেস করলে এবং সেই সম্বন্ধে প্রতিজিজ্ঞাসা করলে বর্ণনা করলে পরামর্শ করলে এবং আক্রোশ করলে ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৪. ভিক্ষু স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রীকে গুহ্যদ্বার ও প্রস্রাব-দ্বারাদির কথা না বলে শুধু কণ্ঠাস্থির নীচ হতে হাঁটুর উপরিভাগ পর্যন্ত গুণ বর্ণনা করলে সেগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করলে; অসদ্ধর্ম সেবনের জন্যে যাচঞা করলে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে; মৈথুন সেবনাদির কথা জিজ্ঞেস করলে এবং সেই সম্বন্ধে প্রতিজিজ্ঞাসা করলে বর্ণনা করলে পরামর্শ করলে এবং আক্রোশ করলে ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৫. ভিক্ষু দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে দুইজন স্ত্রীকে গুহ্যদ্বার ও প্রস্রাব-দ্বারাদির কথা না বলে শুধু কণ্ঠাস্থির নিচ হতে হাঁটুর উপরিভাগ পর্যন্ত গুণ বর্ণনা করলে সেগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করলে; অসদ্ধর্ম সেবনের জন্যে যাচঞা করলে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে; মৈথুন সেবনাদির কথা জিজ্ঞেস করলে এবং সেই সম্বন্ধে প্রতিজিজ্ঞাসা করলে বর্ণনা করলে পরামর্শ করলে এবং আক্রোশ করলে ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৬. ভিক্ষু স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে উভয়কে

গুহ্যদ্বার ও প্রস্রাব-দ্বারাদির কথা না বলে শুধু কণ্ঠাস্থির নিচ হতে হাঁটুর উপরিভাগ পর্যন্ত গুণ বর্ণনা করলে সেগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করলে; অসদ্ধর্ম সেবনের জন্যে যাচঞা করলে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে; মৈথুন সেবনাদির কথা জিজ্ঞেস করলে এবং সেই সম্বন্ধে প্রতিজিজ্ঞাসা করলে বর্ণনা করলে পরামর্শ করলে এবং আক্রোশ করলে ভিক্ষুর একটি 'থুল্লচ্চয়' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৭. ভিক্ষু স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রীকে কণ্ঠাস্থির উপরের অংশ হতে হাঁটুর নিচের অংশ পর্যন্ত গুণ বর্ণনা করলে সেগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করলে; অসদ্ধর্ম সেবনের জন্যে যাচঞা করলে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে; মৈথুন সেবনাদির কথা জিজ্ঞেস করলে এবং সেই সম্বন্ধে প্রতিজিজ্ঞাসা করলে বর্ণনা করলে পরামর্শ করলে এবং আক্রোশ করলে ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৮. ভিক্ষু দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে দুইজন স্ত্রীকে কণ্ঠাস্থির উপরের অংশ হতে হাঁটুর নিচের অংশ পর্যন্ত গুণ বর্ণনা করলে সেগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করলে; অসদ্ধর্ম সেবনের জন্যে যাচঞা করলে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে; মৈথুন সেবনাদির কথা জিজ্ঞেস করলে এবং সেই সম্বন্ধে প্রতিজিজ্ঞাসা করলে বর্ণনা করলে পরামর্শ করলে এবং আক্রোশ করলে ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৯. ভিক্ষু স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে উভয়কে কণ্ঠাস্থির উপরের অংশ হতে হাঁটুর নিচের অংশ পর্যন্ত গুণ বর্ণনা করলে সেগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করলে; অসদ্ধর্ম সেবনের জন্যে যাচঞা করলে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে; মৈথুন সেবনাদির কথা জিজ্ঞেস করলে এবং সেই সম্বন্ধে প্রতিজিজ্ঞাসা করলে বর্ণনা করলে পরামর্শ করলে এবং আক্রোশ করলে ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১০. ভিক্ষু স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রীকে পরিধেয় বস্ত্রালংকারাদির গুণ বর্ণনা করলে সেগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করলে; অসদ্ধর্ম সেবনের জন্যে যাচঞা করলে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে; মৈথুন সেবনাদির কথা জিজ্ঞেস করলে এবং সেই সম্বন্ধে প্রতিজিজ্ঞাসা করলে বর্ণনা করলে পরামর্শ করলে এবং আক্রোশ করলে ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১১. ভিক্ষু দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রীধারণায় আসক্তচিত্তে দুইজন স্ত্রীকে পরিধেয় বস্ত্রালংকারাদির গুণ বর্ণনা করলে সেগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করলে; অসদ্ধর্ম সেবনের জন্যে যাচঞা করলে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে;

মৈথুন সেবনাদির কথা জিজ্ঞেস করলে এবং সেই সম্বন্ধে প্রতিজিজ্ঞাসা করলে বর্ণনা করলে পরামর্শ করলে এবং আক্রোশ করলে ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১২. ভিক্ষু স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে উভয়কে পরিধেয় বস্ত্রালংকারাদির গুণ বর্ণনা করলে সেগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করলে; অসদ্ধর্ম সেবনের জন্যে যাচঞা করলে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে; মৈথুন সেবনাদির কথা জিজ্ঞেস করলে এবং সেই সম্বন্ধে প্রতিজিজ্ঞাসা করলে বর্ণনা করলে পরামর্শ করলে এবং আক্রোশ করলে ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২৮৭. **অনাপত্তি :** ধর্মার্থ বর্ণনায়, ধর্মদেশনা-হেতু, অনুশাসন-হেতু, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের।

বিনীতবত্থু-উদান গাথা

লোহিত, কর্কশ, বিকীর্ণ, খর্ব, দীর্ঘ আর বপনে,
'আশা করি এ পথ শেষ হবে', শ্রদ্ধা, দান, সুকর্ম সম্পাদনে।

বিনীত বত্থু

২৮৮. ১. সে সময়ে জনৈকা স্ত্রীলোককে রক্তবর্ণের নতুন কম্বল পরিহিতা দেখে অন্যতর ভিক্ষু আসক্তচিত্তে সেই স্ত্রীকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভগিনী, ইহা কি লোহিত কম্বল?" "সেই স্ত্রীলোক ইহা বুঝতে না পেরে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ আর্য, ইহা রক্তবর্ণের নতুন কম্বল।" এরূপ জিজ্ঞেস করাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধী হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'দুক্কট' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

২. সে সময়ে খসখসে কম্বল পরিহিতা জনৈকা স্ত্রীলোককে দেখে জনৈক ভিক্ষু আসক্তচিত্তে এরূপ জিজ্ঞেস করলে, "হে ভগিনী, ইহা কী খসখসে কম্বল?" "সেই স্ত্রীলোক ইহা বুঝতে না পেরে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ আর্য, ইহা খসখসে কম্বল।" এরূপ জিজ্ঞাসা করাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'দুক্কট' আপত্তি হয়েছে;

‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি নহে।”

৩. সে সময়ে নতুন প্রস্তুতকৃত কম্বল পরিহিতা অন্যতরা স্ত্রীকে দেখে জনৈক ভিক্ষু আসক্তচিত্তে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভগিনী, ইহা কী ঘনলোম বিশিষ্ট কম্বল?” “সেই স্ত্রীলোক ইহা বুঝতে না পেরে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ আর্য, ইহা নতুন প্রস্তুতকৃত কম্বল।” এরূপ জিজ্ঞাসা করাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ ব্যাপারে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘দুক্কট’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ; ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি নহে।”

৪. সে সময়ে রুক্ষ কম্বল পরিহিতা জনৈকা স্ত্রীলোককে দেখে জনৈক ভিক্ষু আসক্তচিত্তে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভগিনী, ইহা রুক্ষ কম্বল?” “সেই স্ত্রীলোক ইহা বুঝতে না পেরে উত্তর দিলেন—“হ্যাঁ আর্য, ইহা রুক্ষ কম্বল।” এরূপ জিজ্ঞেস করাতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়েছে; ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি নহে।”

৫. সে সময়ে দীর্ঘলোম বিশিষ্ট আবরণ পরিহিতা জনৈকা স্ত্রীকে দেখে জনৈক ভিক্ষু এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভগিনী, ইহা কি দীর্ঘলোমবিশিষ্ট বস্ত্র?” “সেই স্ত্রীলোক ইহা বুঝতে না পেরে উত্তর দিলেন—“হ্যাঁ আর্য, তাই বটে।” এরূপ জিজ্ঞাসা করাতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়েছে; ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি নহে।”

২৮৯. ১. সে সময়ে অন্যতরা স্ত্রীলোক ক্ষেত্রে বপন করাতে এসেছেন দেখে, জনৈক ভিক্ষু কামাসক্তচিত্তে সেই স্ত্রীলোককে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভগিনী, আপনি কি বপন করাতে এসেছেন?’ “সেই স্ত্রীলোক ইহা বুঝতে না পেরে উত্তর দিলেন—“হ্যাঁ আর্য, তাই বটে।” এ হেতু সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : “আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে ইহা জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়েছে; ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি নহে।”

২. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু জনৈকা পরিব্রাজিকাকে প্রতি পথে দেখে

কামাসক্তচিত্তে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভগিনী, আমি আশা করি যে, এই পথ এখানেই শেষ?" "সেই স্ত্রীলোক ইহা বুঝতে না পেরে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ ভন্তে, আপনি এই পথই অনুসরণ করুন।" এরূপ জিজ্ঞাসা করাতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগনাকে এ ব্যাপারে জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

৩. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু আসক্তচিত্তে জনৈকা স্ত্রীকে এরূপ বললেন, "হে ভগিনী, আপনি খুবই শ্রদ্ধাবতী। অধিকন্তু আপনি আপনার স্বামীকে যা প্রদান করেন, তা আমাকে প্রদান করেন না কেন?" "কী ভন্তে?" "মৈথুনধর্ম।" এরূপ বলাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়েছে, অসদ্ধর্ম যাচঞা করার কারণে।"

৪. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু কামাসক্তচিত্তে জনৈকা স্ত্রীকে এরূপ বললেন, "হে ভগিনী, আপনি শ্রদ্ধাবতী। তথাপি যা অগ্রদান তা আমাকে দেন না কেন?" "ভন্তে, অগ্রদান কী?" "মৈথুনধর্ম।" এরূপ প্রকাশ করাতে তার মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান তাকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়েছে।"

৫. সে সময়ে জনৈকা স্ত্রীলোক কাজ করছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু আসক্তচিত্তে সেই স্ত্রীকে এরূপ বললেন, "হে ভগিনী, আপনি দাঁড়ান; আমি আপনার কাজ করে দিব... আপনি বসুন; আমি আপনার কাজ করে দিব... আপনি শয়ন করুন; আমি আপনার কাজ করে দিব।" এরূপ বলাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সংশয় উদয় হলো : "আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'দুক্কট' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

[তৃতীয় সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

চতুর্থ সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা

৪. অত্তকাম পারিচারিয সিক্খাপদং

(কামসেবা যাচঞা সম্পর্কীত শিক্ষাপদ)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

২৯০. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবন আরামে বাস করতেছিলেন। ঐ সময়ে আয়ুষ্মান উদায়ী শ্রাবস্তীতে বহু গৃহস্থ কুলের চতুর্প্রত্যয় গ্রহণ করে কুলগুরু ছিলেন। এবং বহু গৃহস্থদের গৃহে যাতায়াত করতেন। সে সময়ে জনৈক মৃত ব্যক্তির স্ত্রী অভিরূপা, দর্শনীয়া ও অতি আনন্দ দায়িনী ছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান উদায়ী পূবাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে উক্ত স্ত্রীর আবাসে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। তখন সেই স্ত্রীলোক আয়ুষ্মান উদায়ীর নিকট উপস্থিত হয়ে উদায়ীকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে একপাশে বসলেন। আয়ুষ্মান উদায়ী উপবিষ্ট সেই স্ত্রীলোককে ধর্মকথা দ্বারা সন্দর্শিত করলেন, কুশলধর্ম গ্রহণে সমর্থা করলেন, সর্দ্ধম আচরণের জন্য উৎসাহী করলেন এবং প্রীতি দান করলেন। তখন সেই স্ত্রীলোক ধর্মকথায় সন্দর্শিত, ধর্ম গ্রহণে সমর্থা, উৎসাহী এবং আনন্দিত হয়ে আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপ বললেন,

"ভন্তে, বলুন, চতুর্প্রত্যয়ের মধ্যে আপনার কোনটি প্রয়োজন? যা আর্যকে আমরা দিতে সমর্থ।" এরূপ বলা হলে, আয়ুষ্মান উদায়ী সেই স্ত্রীলোককে বললেন, "হে ভগিনী, চতুর্প্রত্যয় আমাদের দুর্লভ নহে; অধিকন্তু যা আমাদের দুলর্ভ তাহাই আপনি প্রদান করুন।" "কী ভন্তে?" "মৈথুনধর্ম।" "ভন্তে, ইহাই কি প্রয়োজন?" "হ্যাঁ ভগিনী, ইহাই প্রয়োজন।" তখন সেই স্ত্রীলোক আয়ুষ্মান উদায়ীকে 'আসুন ভন্তে' বলে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দেহের বস্ত্রাদি ফেলে দিয়ে বিছানার উপর উত্তান হয়ে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর আয়ুষ্মান উদায়ী শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে সেই স্ত্রীলোকের নিকটে গিয়ে 'কে এরূপ হীন, নিকৃষ্ট, দুর্গন্ধ, অশুচি ক্ষরিত স্ত্রীকে স্পর্শ করবে?' এরূপ বলে থুথু নিক্ষেপ করে প্রস্থান করলেন।

অতঃপর সেই স্ত্রীলোক এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোপ প্রকাশ করতে লাগলেন যে—"এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অলজ্জী, দুঃশীল, মিথ্যাবাদী। আমরা এদেরকে ধর্মচারী, শমচারী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান ও কল্যাণধর্মপরায়ণ বলে জানতাম। কিন্তু এখন দেখছি এদের শ্রমণত্ব নাই,

ব্রহ্মচর্য নাই। এদের শ্রমণত্ব নষ্ট, ব্রহ্মচর্য নষ্ট। কোথায় এদের শ্রমণত্ব , কোথায় এদের ব্রহ্মচর্য? নিপাত যাক এদের শ্রমণত্ব, নিপাত যাক এদের ব্রহ্মচর্য। কী করে শ্রমণ উদায়ী আমার কছে মৈথুনধর্ম যাচঞা করলেন? কেনই বা 'আমাকে এরূপ হীন, নিকৃষ্ট, দুর্গন্ধ, অশুচি ক্ষরিত স্ত্রীকে স্পর্শ করবে' বলে থুথু নিক্ষেপ করে প্রস্থান করলেন? আমি কি পাপী যে, আমার দেহ হতে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে; যে কারণে আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন?" অন্যান্য স্ত্রীলোকেরাও এ বিষয়ে অবগত হয়ে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোপ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুগণ, সেই স্ত্রীলোকদের নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোপ প্রকাশ করতে শুন্‌লেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু, শিক্ষাকামী তাঁরাও ইহা শুনতে পেয়ে এ বলে নিন্দা আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, এ কেমন হীন আচরণ যে, আয়ুষ্মান উদায়ী কী করে মাতৃজাতির নিকটে কামসেবা দ্বারা নিজের পরিচর্যার কথা বলতে পারলেন?"

অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উদায়ীকে বহুভাবে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে এ বিষয়টি ভগবানকে জ্ঞাপন করলেন। তখন ভগবান বুদ্ধ এ হেতু, এ কারণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে আয়ুষ্মান উদায়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্যই কি উদায়ী, তুমি স্ত্রীলোকের নিকটে কামসেবা দ্বারা নিজেকে পরিচর্যার কথা বর্ণনা করেছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

ভগবান বুদ্ধ অত্যন্ত নিন্দা করে বললেন, "মোঘপুরুষ, ইহা তোমার পক্ষে অনুপযুক্ত, অশ্রমণোচিত, অগ্রহণযোগ্য, অশোভনীয় এবং অকরণীয় কার্য হয়েছে। কী করে তুমি মাতৃজাতির কাছে কামসেবা দ্বারা নিজের পরিচর্যার কথা বলতে পারলে? হে মোঘপুরুষ, আমার দ্বারা কি বহু প্রকারে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয় নাই? যা সরাগের ধর্ম নহে, বিসংযোগের ধর্ম দেশিত হয় নাই? যা সসংযোগের ধর্ম নহে, অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয় নাই? যা স-উপাদানের ধর্ম নহে!"

"হে মোঘপুরুষ, মৎ কর্তৃক যেখানে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন তুমি সেখানে সরাগের বিষয়ে চিন্তা করবে? যেখানে বিসংযোগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন সেখানে সংযোগের বিষয়ে চিন্তা করবে? যেখানে অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন সেখানে স-উপাদানের বিষয়ে চিন্তা করবে?"

"হে মোঘপুরুষ, নিশ্চয়ই মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে রাগ-বিরাগের ধর্ম, মদ-বশীভূতকরণ, পিপাসা-বিনয় (আসক্তি দমন), আলয় সমুদ্ঘাত

(আকাঙ্ক্ষার মূলোৎপাটন), ভবচক্রে উচ্ছেদ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণের ধর্ম দেশিত হয়েছে।”

“হে মোঘপুরুষ, মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে কামের প্রহান (পরিহার) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামসংজ্ঞার পরিজ্ঞা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামপিপাসার প্রতিবিনয় (দমন) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কাম যন্ত্রণার উপশম সম্বন্ধেও বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।”

“হে মোঘপুরুষ, তোমার এরূপ কার্যে কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, মোঘপুরুষ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায় হবে।”

অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত হিতকর, মঙ্গলদায়ক। সেহেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্য এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

২৯১. “যো পন ভিক্খু ওতিণ্ণো ৰিপরিণতেন চিত্তেন মাতুগামস্স সন্তিকে অত্তকামপারিচরিযায ৰণ্ণং ভাসেয্য—‘এতদগ্গং, ভগিনি, পারিচরিযানং যা মাদিসং সীলৰন্তং কল্যাণধম্মং ব্রহ্মচারিং এতেন ধম্মেন পরিচরেয্যাতি মেথুনুপসংহিতেন’, সঙ্ঘাদিসেসো”তি।

অনুবাদ : “যেই ভিক্ষু কামাসক্ত চিত্তে মৈথুন সেবন ইচ্ছায় স্ত্রীলোকের নিকট নিজের নানা প্রকার গুণ বর্ণনা করে বলে যে, ‘হে ভগিনী, যেই স্ত্রীলোক আমার ন্যায় শীলবান, কল্যাণ ধর্মপরায়ণ ও ব্রহ্মচারীকে এই মৈথুন

পরিচর্যা দ্বারা সেবা করে, তার এই পরিচর্যাই অতি উত্তম, অতিশ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করবে।' এভাবে মৈথুন সেবনের গুণ বর্ণনা করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হবে।"

২৯২. **'যো পনাতি'** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

'ভিক্খূতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

'ওতিন্নো' বলতে অনুরক্ত, ভোগেচ্ছা, কাম-আসক্ত চিত্তকে বুঝায়।

'বিপরিণতন্তি' বলতে কামাসক্ত চিত্ত, দ্বেষযুক্ত চিত্ত এবং মোহযুক্ত চিত্তকে বিপথগামী চিত্ত বুঝায়। তবে এখানে কামাসক্ত চিত্তই অভিপ্রেত।

'মাতুগামো' বলতে মনুষ্যজাতীয়া স্ত্রীলোক বুঝায়। যক্ষী, প্রেতী অথবা তির্যগ্‌জাতীয় স্ত্রীকে নয়। যেই স্ত্রী বুদ্ধিমতী, দক্ষতাসম্পন্না, যে বিজ্ঞগণের ন্যায় উপলব্ধি করতে পারে কোনটি সুভাষিত বাক্য আর কোনটি দুর্ভাষিত বাক্য আর কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায় বাক্য।

'মাতুগামস্‌স সন্তিকেতি' অর্থে স্ত্রীলোকের নিকটে, স্ত্রীলোকের সমীপে।

'অত্তকামন্তি' বলতে নিজের আকাঙ্ক্ষা-হেতু, নিজের ইচ্ছাহেতু, স্বীয় অভিপ্রায়-হেতু এবং নিজের পরিচর্যা-হেতুকে বুঝায়।

'এতদগ্গন্তি' অর্থে ইহা অগ্র, ইহা শ্রেষ্ঠ, ইহা মোক্ষ, ইহা উত্তম এবং ইহাই পরমোৎকৃষ্ট।

'যাতি' অর্থে ক্ষত্রিয়া, ব্রাহ্মণী, বৈশ্যা কিংবা শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীলোককে বুঝায়।

'মাদিসন্তি' বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য অথবা শূদ্রজাতীয় পুরুষকে বুঝায়।

'সীলবন্তন্তি' বলতে প্রাণীহত্যা হতে প্রতিবিরতি, অদত্তগ্রহণ হতে প্রতিবিরতি, মিথ্যাভাষণ হতে প্রতিবিরতি।

'কল্যাণধম্মো' বলতে শীল ও ব্রহ্মচর্য পালন দ্বারা যেই ফল প্রদান করে, তাই কল্যাণধর্ম।

'এতেন ধম্মেনাতি' অর্থে মৈথুন পরিচর্যা দ্বারা।

'পরিচরেয্যাতি' অর্থে অভিরমিত করতে পারে।

'মেথুনুপসংহিতেনাতি' বলতে মৈথুনধর্ম প্রতিসংযুক্ত দ্বারা।

'সংঘাদিসেসাতি' অর্থে যেই ভিক্ষু অপরাধ করেন, তার অপরাধ মুক্তির জন্যে ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক তাকে প্রথমে 'পরিবাস কর্ম', মধ্যভাগে 'মানত্ত কর্ম'

প্রদান করা হয়, 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' দেয়া হয় এবং শেষান্তে সংঘের মধ্যে 'আহ্বান' করেন। এই দণ্ডসমূহ একজন বা কয়েকজন ভিক্ষু দিতে পারেন না; সংঘ কর্তৃক দেয়া হয় বলে 'সংঘাদিশেষ' বলা হয়। সে জাতীয় দণ্ড কর্মের অন্তর্ভুক্ত আপত্তিসমূহকে তাই 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নামে অভিপ্রেত।

২৯৩. ১. ভিক্ষু স্ত্রীকে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রীলোকের সমীপে নিজেকে মৈথুন পরিচর্যা দ্বারা সেবা করার কথা বর্ণনা করলে ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

২. ভিক্ষু স্ত্রীকে সন্দেহ করে নপুংসক ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রীলোকের সমীপে নিজকে মৈথুন পরিচর্যা দ্বারা সেবা করার কথা বর্ণনা করলে ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৩. ভিক্ষু নপুংসককে নপুংসক ধারণায় আসক্তচিত্তে নপুংসকের সমীপে নিজকে কাম পরিচর্যা দ্বারা সেবা করার কথা বর্ণনা করলে ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৪. ভিক্ষু নপুংসককে সন্দেহবশত পুরুষ ধারণায়... তির্যগ্‌প্রাণী ধারণায়... স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে নপুংসকের সমীপে নিজেকে মৈথুন পরিচর্যার দ্বারা সেবা করার কথা বর্ণনা করলে ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৫. ভিক্ষু পুরুষকে পুরুষ বলে সন্দেহ করে তির্যগ্‌প্রাণীকে তির্যগ্‌প্রাণী ধারণায়... তির্যগ্‌প্রাণীকে তির্যগ্‌প্রাণী বলে সন্দেহ করে পুরুষকে স্ত্রী ধারণায়... পুরুষকে নপুংসক ধারণায়... পুরুষকে পুরুষ ধারণায় আসক্তচিত্তে তির্যগ্‌প্রাণীর নিকটে নিজেকে মৈথুন পরিচর্যা দ্বারা সেবা করার কথা বর্ণনা করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৬. ভিক্ষু দুইজন স্ত্রীকে দুইজন স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে দুইজন স্ত্রীলোকের সমীপে নিজেকে মৈথুন পরিচর্যা দ্বারা সেবা করার কথা বর্ণনা করলে একত্রে দুইটি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৭. ভিক্ষু স্ত্রী ও নপুংসক উভয়কে স্ত্রী ধারণায় আসক্তচিত্তে স্ত্রী ও নপুংসক উভয়ের নিকটে নিজেকে মৈথুন পরিচর্যা দ্বারা সেবা করার কথা বর্ণনা করলে ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২৯৪. **অনাপত্তি :** চতুর্প্রত্যয় দ্বারা সেবা করতে বললে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের।

বিনীতবত্থু-উদান গাথা

"কীভাবে মোচিব বন্ধ্যাত্ব, কীরূপে লভিব আমি সন্তান?
কেমন করে হব প্রিয়া আর সৌভাগ্যবান?"

“কী আছে দিবার দান, কীরূপে করব আমি সম্মান?
কেমন করে পাব আমি স্বর্গে স্থান?”

বিনীত বত্থু

২৯৫. ১. সে সময়ে অন্যতরা বন্ধ্যা স্ত্রীলোক গৃহে উপস্থিত ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, “ভন্তে, কিরূপে আমি সন্তান লাভ করতে পারি?” “হে ভগিনী, অগ্রদান দিলে সন্তান লাভ করতে পারবে।” “ভন্তে, অগ্রদান কী?” “ভগিনী, মৈথুনধর্ম।” ইহা বলাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদিত হলো—“আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।”

২. সে সময়ে জনৈকা সন্তান জন্মদানে সমর্থা স্ত্রীলোক গৃহে উপস্থিত ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, “ভন্তে, কী উপায়ে আমি পুত্রলাভ করতে পারি?” “হে ভগিনী, অগ্রদানের ফলে তুমি পুত্র লাভ করতে পারবে।” “ভন্তে, অগ্রদান কী?” “মৈথুনধর্ম, ভগিনী,” তা বলাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদিত হলো—“আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়েছে।”

৩. সে সময়ে জনৈকা স্ত্রী কুলে উপস্থিত ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, “ভন্তে, কোন উপায়ে আমি স্বামীর প্রিয়া হতে পারব?” “ভগিনী, অগ্রদানের দ্বারা তুমি স্বামীর প্রিয়া হতে পারবে।” “ভন্তে, অগ্রদান কী?” “মৈথুনধর্ম।” ইহা বলাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদিত হলো—“আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে ইহা জানালে, ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তোমার ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হয়েছে।”

৪. সে সময়ে অন্যতরা স্ত্রীলোক গৃহে উপস্থিত ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, “ভন্তে, কী উপায়ে আমি সৌভাগ্যবান হতে পারি?” “ভগিনী, অগ্রদানের ফলে।” “ভন্তে, অগ্রদান কী?” “মৈথুনধর্ম ভগিনী,” ইহা প্রকাশ করাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদিত হলো—“আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?” ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান তাকে বললেন, “হে ভিক্ষু, তুমি

'সংঘাদিশেষ' দোষগ্রস্ত হয়েছ।"

৫. সে সময়ে জনৈকা স্ত্রীলোক গৃহে উপস্থিত ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, আমি আর্যকে কী দান দিতে পারি?" "অগ্রদান ভগিনী," "ভন্তে, অগ্রদান কী?" "মৈথুনধর্ম, ভগিনী," ইহা প্রকাশ করাতে তার মনে এরূপ সন্দেহ উদিত হলো—"আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান তাকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'সংঘাদিশেষ' দোষগ্রস্ত হয়েছ।"

৬. সে সময়ে অন্যতরা স্ত্রী গৃহে উপস্থিত ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, কী দিয়ে আমি আর্যকে সেবা করতে পারি?" "অগ্রদানের দ্বারা ভগিনী।" "ভন্তে, অগ্রদান কী?" "মৈথুনধর্ম।" এরূপ বলাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদিত হলো—"আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাপন করলে ভগবান তাকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছ।'

৭. সে সময়ে জনৈকা স্ত্রীলোক গৃহে উপস্থিত ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, কোন উপায়ে সুগতি লাভ করা যায়?" "ভগিনী, অগ্রদানের ফলে সুগতি লাভ করা যায়।" "ভন্তে, অগ্রদান কী?" "মৈথুনধর্ম।" ইহা প্রকাশ করাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদিত হলো—"আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছ।"

[চতুর্থ সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

পঞ্চম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা

৫. সঞ্চরিত্ত সিক্‌খাপদং

(আবাহ-বিবাহ ও ঘটকী সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদ)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

২৯৬. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক প্রদত্ত জেতবন বিহারে বাস করছিলেন। ঐ সময়ে আয়ুষ্মান উদায়ী শ্রাবস্তীতে বহু গৃহীকুলের শ্রদ্ধা প্রদত্ত চতুর্প্রত্যয় লাভ করে তাদের কুলগুরু ছিলেন। এবং বহু গৃহীকুলে গমনাগমন করতেন। আয়ুষ্মান উদায়ী যেখানে স্ত্রী হীন যুবক এবং স্বামীহীনা যুবতীকে দেখতেন; সেখানে গিয়ে যুবকের মাতাপিতার সমীপে যুবতীর গুণ বর্ণনা করতেন এ বলে যে, "অমুক কুলের যুবতী অতি রূপবতী, দর্শনীয়া, আনন্দদায়িনী, পণ্ডিতা, মেধাবিনী, কার্যসম্পাদনে সুদক্ষা এবং আলস্যহীনা। সেই যুবতী এই যুবকের জন্য উপযুক্তা।" তখন তারা এরূপ বলতেন, "ভন্তে, আমাদেরকে তো সেরূপ কেউ চিনে না, জানে না অথবা আমরাও কাউকে চিনি না, জানি না। আর কেই বা আমাদেরকে সেরূপ গৃহকুলের সন্ধান দিবে। যদি ভন্তে, সেরূপ কুমারী কেউ দিতে রাজি থাকেন, তাহলে আমরা সেই কুমারীকে আমাদের কুমারের জন্য আনতে পারি।" অথবা আয়ুষ্মান উদায়ী যুবতীর মাতাপিতার সমীপে গিয়ে এরূপে যুবকের গুণ বর্ণনা করে বলতেন যে—"অমুক কুলের যুবক দেখতে অতি রূপবান, দর্শনীয়, আনন্দদায়ক, পণ্ডিত, মেধাবী, কার্য সম্পাদনে সুদক্ষ এবং আলস্যহীন। সেই যুবক এই যুবতীর জন্যে উপযুক্ত।" তখন সেই যুবতীর মাতাপিতা এরূপ বলতেন, "ভন্তে, আমাদেরকে তো সেরূপ কেউ চিনে না, জানে না অথবা আমরাও কাউকে চিনি না, জানি না। আর কেই বা আমাদেরকে সেরূপ গৃহীকুলের সন্ধান দিবে। যদি ভন্তে, কেউ সেরূপ কুমারের সন্ধান দেয়, তাহলে আমাদের কুমারীকে সেই কুমারের জন্যে দিতে পারি।" তখন আয়ুষ্মান উদায়ী এই উপায়ে আবাহ-বিবাহের এবং ঘটকীর কার্য করতে লাগলেন।

২৯৭. সে সময়ে জনৈকা গণিকার কন্যা দেখতে অতি রূপবতী, দর্শনীয়া ও মনোহরিনী ছিল। দূরবর্তী গ্রাম হতে আজীবকের শিষ্যগণ এসে সেই গণিকাকে এরূপ বললেন, "হে আর্যে, আপনার এই কুমারীকে আমাদের কুমারের জন্যে দিন।" তখন সেই গণিকা এরূপ বললেন, "আমি

আপনাদেরকে চিনি না, জানি না, কী করে আমার এই কন্যাকে আপনাদের হাতে তুলে দিব? আমার একমাত্র কন্যাকে দূরবর্তী গ্রামে দিলে, সেখানে দেখতে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।” জনগণ সেই আজীবকের শিষ্যদেরকে দেখে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, “আর্য, কী হেতু এস্থানে আপনাদের আগমন?” “আর্যগণ, আমরা এস্থানের অমুক নামী গণিকার কন্যাকে আমাদের কুমারের জন্যে যাচঞা করতে এসেছি। কিন্তু তিনি এরূপ উত্তর দিলেন—“আমি আপনাদেরকে চিনি না কিংবা জানি না; কী করে আমার কন্যাকে আপনাদের হাতে তুলে দিব? আমার এই একমাত্র কন্যাকে দূরবর্তী গ্রামে দিলে, সেখানে গিয়ে তাকে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।” “আর্যগণ, আপনারা একটু দয়া করে বলুন যে—“কিরূপে সেই গণিকার কন্যাকে যাচঞা করতে পারি?” “ভদ্রমণ্ডলী, আর্য উদায়ী নিশ্চয় বলতে পারবেন এবং তিনিই একমাত্র সেই কন্যাকে আপনাদেরকে দেওয়াতে সমর্থ।”

অতঃপর সেই আজীবক শিষ্যরা যেখানে আয়ুষ্মান উদায়ী সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপ বললেন, “ভন্তে, আমরা ঐস্থানের অমুক নামীয় গণিকার কন্যাকে আমাদের কুমারের জন্য যাচঞা করেছি। কিন্তু তিনি এরূপ উত্তর দিলেন, ‘আমি আপনাদেরকে ভালোরূপে জানি না, চিনি না। কী করে আমি আপনাদের সাথে সম্বন্ধ করব?’ আমার একমাত্র কন্যাকে দূরবর্তী গ্রামে দিলে, সেখানে গিয়ে তাকে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।” “ভন্তে, অতি উত্তম হবে, আর্য, অতি মঙ্গল হবে, যদি আপনি সেই গণিকার কন্যাকে আমাদের কুমারের জন্যে দেওয়াইতে সমর্থ হোন।” অতঃপর আয়ুষ্মান উদায়ী তাদেরকে ‘তথাস্তু’ বলে যেস্থানে সেই গণিকা, সেস্থানে গিয়ে তাকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, “কী হেতু আপনার এই কন্যাকে ঐ আজীবক শিষ্যদেরকে দিচ্ছেন না?” “ভন্তে, আমি তো উনাদেরকে চিনি না, জানি না, ‘কী করে আমার কন্যা দিব।’ আমার একমাত্র কন্যাকে দূরবর্তী অঞ্চলে দিলে, সেখানে গিয়ে তাকে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।” “আমি এদেরকে জানি।” “যদি ভন্তে, আপনি এদের জানেন কিংবা চিনেন, তাহলে আমার কন্যাকে তাদেরকে দিব।” তখন সেই গণিকা তার কন্যাকে সেই আজীবক শিষ্যদেরকে সম্প্রদান করলেন।

অতঃপর সেই আজীবক শিষ্যগণ সেই কুমারীকে নিয়ে গিয়ে মাসখানিক পুত্রবধুর মর্যাদা দিয়ে মাস অতিক্রম হলে, দাসীর ন্যায় ব্যবহার করতে

লাগলেন। অনন্তর সেই কুমারী মাতার সমীপে এ বলে দূত পাঠাল যে— "মাত (মা), আমি এখানে দুঃখে ও দুর্দশাগ্রস্তাবস্থায় আছি; মোটেও সুখ-শান্তি পাচ্ছি না। শ্বশুরকুলের জ্ঞাতিরা আমাকে মাসখানিক মাত্র পুত্রবধূর মর্যাদা দিয়ে তার পরবর্তী সময় হতে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করছেন। 'আসুন মাতা' আমাকে এখান হতে নিয়ে যান।" তখন সেই গণিকা এ সংবাদ শুনামাত্রই যথায় সেই আজীবক শিষ্যদের আবাস; তথায় উপস্থিত হয়ে সেই আজীবক শিষ্যদেরকে এরূপ বললেন, "ভদ্রমণ্ডলী, আমার এই কন্যাকে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করবেন না; পূত্রবধূর ন্যায় এই কুমারীকে মর্যাদা দিন।" গণিকা কর্তৃক ইহা বলা হলে, তারা এরূপ বললেন, "এই কুমারীর আহারাদি ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করা আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই; আমরা তার আহারাদি ভরণ-পোষণের দ্বায়িত্ব বহন করতে সমর্থ নই। আপনি এখান হতে চলে যান। আমরা তার ব্যাপারে কিছুই জানি না।" তখন সেই গণিকা সেই আজীবক শিষ্যদের দ্বারা এরূপে নিন্দিত ও অপমানিত হয়ে শ্রাবস্তীতে ফিরে গেলেন। দ্বিতীয়বারও সেই গণিকার কন্যা মাতার নিকটে দূত পাঠাল এ বলে যে, "মা, আমি এখানে অতি দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছি; মোটেও সুখ-শান্তি পাচ্ছি না। আমার শ্বশুর কুলের জ্ঞাতিরা মাসখানিক মাত্র পুত্রবধূর মতো সম্মান করার পর মাসাতিক্রম হলে, দাসীর মত ব্যবহার করতে লাগলেন। 'আসনু মা।' এখান হতে আমাকে নিয়ে যান।" সেই গণিকা এরূপ সংবাদ শুনে যেখানে আয়ুষ্মান উদায়ী সেখানে গিয়ে আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, আপনার কথামত আমার কুমারীকে আজীবক শিষ্যদের প্রদান করেছি। সেই কন্যা এখন দুঃখে-কষ্টে কাল যাপন করছে। একটুও সুখ-শান্তি পাচ্ছে না। মাসখানিক মাত্র পুত্রবধূর মর্যাদা দিয়ে মাসাতিক্রম হলে, তারা দাসীর ন্যায় ব্যবহার করতে লাগলেন।" "ভন্তে, আপনি গিয়ে বলুন যে—"এই কুমারীকে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করবেন না; পুত্রবধূর ন্যায় সম্মান প্রদান করুন।"

অতঃপর আয়ুষ্মান উদায়ী সেই আজীবক শিষ্যদের নিকটে গিয়ে এরূপ বললেন, "ভদ্রমণ্ডলী, আপনারা এই কুমারীকে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করবেন না; পুত্রবধূর মর্যাদা দিন।" তারা আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপ বললেন, "ইহার সহিত আমাদের বসবাস করার কোনো দরকার নেই; গণিকার সহিত আমাদের অবস্থান করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি শ্রমণ, প্রব্রজিত। আপনি শান্ত-স্থির হয়ে অবস্থান করুন। এ বিষয়ে কিছুই বলবেন না। আপনি এখান হতে চলে যান। আমরা ইহার ব্যাপারে কিছুই জানি না।" তখন

আয়ুষ্মান উদায়ী সেই আজীবক শিষ্যদের কর্তৃক নিন্দিত ও অপমানিত হয়ে শ্রাবস্তীতে ফিরে আসলেন। তৃতীয়বারও সেই কুমারী মাতার সমীপে পূর্বের ন্যায় দূত পাঠালে, উক্ত খবর অবগত হয়ে সেই গণিকা আয়ুষ্মান উদায়ীকে বললেন, "ভন্তে, আজীবক শিষ্যদেরকে গিয়ে বলুন যে, এই স্ত্রী কন্যাকে দাসীর মত ব্যবহার করবেন না; পুত্রবধূর সম্মান প্রদান করুন।" তখন আয়ুষ্মান উদায়ী সেই গণিকাকে বললেন, "আমি যেতে পারবো না। আপনি যান। প্রথমবার গিয়ে আমি আজীবক শিষ্যদের দ্বারা অপমানিত হয়েছি, নিন্দিত হয়েছি।"

২৯৮. অতঃপর সেই গণিকা এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে আক্রোশ করতে লাগলেন যে—"আমার কন্যা যেরূপ দুর্গত ও দুঃখগ্রস্ত হয়েছেন, সুখী হতে পারে নাই, পাপী শ্বশুর-শ্বাশুরী ও পাপী স্বামীর কারণে; সেরূপ এই আর্য উদায়ীও দুর্গত প্রাপ্ত হোক, দুঃখ প্রাপ্ত হোক; এই আর্য উদায়ী সুখ লাভ না করুক।" এভাবে গণিকার সেই কন্যাও নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল—'আমি যেরূপ দুর্গত ও দুঃখগ্রস্ত হয়েছি, সুখ লাভ করতে পারি নাই, পাপী শ্বশুর-শ্বাশুরী ও পাপী স্বামীর কারণে; সেরূপ এই আর্য উদায়ীও দুর্গতিপ্রাপ্ত হোক, দুঃখপ্রাপ্ত হোক, সুখী না হোক।" তখন অন্যান্য অসন্তুষ্টিপরায়ণ স্ত্রীলোকেরাও এরূপে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে তিরস্কার করতে লাগলেন এ বলে : "আমরা যেরূপ দুর্গত ও দুঃখগ্রস্ত হয়েছি, সুখী হতে পারি নাই, পাপী শ্বশুর-শ্বাশুরী এবং পাপী স্বামীর কারণে; সেরূপ আর্য উদায়ীও দুর্গত ও দুঃখপ্রাপ্ত হোক, সুখ লাভ না করুক।" আর যে সকল স্ত্রীলোক সন্তুষ্টিপরায়ণ, তারা এরূপ প্রার্থনা করতে লাগলেন যে—"আমরা যেরূপে আহারাদি ভরণ-পোষণে, সর্বালঙ্কার প্রাপ্তিতে সুখী হয়েছি, ভদ্র শ্বশুর-শ্বাশুরী এবং ভদ্রস্বামীর কারণে; সেরূপ আর্য উদায়ীও আহার-বিহারে সুখী হোক, শান্তি লাভ করুক।" ভিক্ষুগণ একাংশ স্ত্রীলোকের নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ এবং একাংশ স্ত্রীলোকের এরূপে মঙ্গল কামনা করতে শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু, শিক্ষাকামী তাঁরাও ইহা শুনে এ বলে নিন্দা করতে লাগলেন, তিরস্কার করতে লাগলেন, এ কেমন আচরণ যে, "কী করে আয়ুষ্মান উদায়ী আবাহ-বিবাহের ও ঘটকীর কার্যে লিপ্ত হলো?" তখন সেই ভিক্ষুগণ উদায়ীকে বহুভাবে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে ভগবানের নিকটে এ বিষয়ে নিবেদন করলেন। অতঃপর ভগবান এই হেতুতে, এই কারণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে, আয়ুষ্মান উদায়ীকে

জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যই কি উদায়ী, তুমি আবাহ-বিবাহের ও ঘটকীর কার্য করতেছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

ভগবান ইহা নিতান্ত অন্যায় হয়েছে বলে প্রকাশ করে বললেন, "ইহা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অনুচিত, অননুকূল, অশোভনীয়, অশ্রমণোচিত, অগ্রহণযোগ্য এবং অকরণীয় কার্য হয়েছে। মোঘপুরুষ, কী করে তুমি আবাহ-বিবাহের ও ঘটকীর কার্য করতে গেলে? তোমার এ প্রকারের আচরণে কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, মোঘপুরুষ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।"

অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত হিতকর, মহাকল্যাণজনক। এ কারণে হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্য এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

২৯৯. "যো পন ভিকখু সঞ্চরিত্তং সমাপজ্জেয্য, ইত্থিযা ৰা পুরিসমতিং পুরিসস্স ৰা ইত্থিমতিং, জাযত্তনে ৰা জারত্তনে ৰা, সঙ্ঘাদিসেসো"তি।

অনুবাদ : "যেই ভিক্ষু আবাহ-বিবাহের কার্য করে অর্থাৎ বরপক্ষের কথা কন্যা পক্ষকে; কন্যাপক্ষের কথা বরপক্ষকে জানালে অথবা পুরুষের অভিমত স্ত্রীকে; স্ত্রীলোকের অভিমত পুরুষকে জ্ঞাপন করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হবে।"

এরূপে ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল।

৩০০. সে সময়ে কিছুসংখ্যক ধূর্ত উদ্যানে আমোদ-প্রমোদ করার জন্য জনৈকা বেশ্যার নিকট দূত পাঠাল এ বলে যে, "তুমি উদ্যানে আস, আমরা আমোদ-প্রমোদ করব।" যখন উক্ত দূত উক্ত বেশ্যাকে এ বলে খবর জানাল, তখন সেই বেশ্যা এরূপ বলল, "আমি তাদেরকে কী করে বিশ্বাস করব? আমি তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না কিংবা তাদেরকে চিনি না। বরঞ্চ আমার অলংকারাদি দ্রব্যসামগ্রীসহ নিয়ে বহির্নগরে পালিয়ে যাওয়াই শ্রেয়; তবুও আমার পক্ষে তথায় যাওয়া উচিত নয়। আমি সেখানে যাব না।" তখন সেই দূত এসে উক্ত ধূর্তদের এ সংবাদ জানাল। এ বিষয়ে জেনে অন্যতর পুরুষ সেই ধূর্তদেরকে এরূপ বলল, "বন্ধুগণ, কী হেতু আপনারা এই বিষয়ে চিন্তা করছেন? নিশ্চয় আর্য উদায়ী সেই বেশ্যাকে প্রেরণ করতে পারবেন।" এরূপ বলা হলে অন্যতর উপাসক সেই পুরুষকে বললেন, "আর্যগণ এরূপ হীন কাজ করেন না; শাক্যপুত্রীয় শ্রামণদের পক্ষে এরূপ কাজ করা অবিধেয়। আর্য উদায়ী এমন কাজ করবেন না।" তখন তারা আর্য উদায়ী এ কাজ করবেন কী করবেন না, 'তাহলে দেখা যাক' এরূপ বলে বাজি ধরল। সেই ধূর্তগণ যেস্থানে উদায়ী সেখানে গিয়ে আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপ বলল, "ভন্তে, আমরা এই উদ্যানে আমোদ-প্রমোদ করার নিমিত্তে অমুক নামী গণিকার সমীপে দূত প্রেরণ করেছিলাম এ বলে যে, "তুমি আস, আমরা উদ্যানে অভিরমিত হব।" কিন্তু সে এরূপ বলে পাঠাল যে—"আমি তোমাদেরকে চিনি না, জানি না; কী করে তোমাদেরকে বিশ্বাস করব? বরঞ্চ আমার অলংকারাদি দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে বহির্নগরে পালিয়ে যাওয়াই শ্রেয়; তথাপি সেখানে যাওয়া আমার পক্ষে উচিত নহে।" "ভন্তে, উত্তম হবে, যদি আপনি সেই গণিকাকে উদ্যানে প্রেরণ করতে পারেন।"

অতঃপর আয়ুষ্মান উদায়ী সেই বেশ্যার নিকটে গিয়ে বললেন, "কী হেতু তুমি উদ্যানে যাচ্ছ না? আমি তাদেরকে জানি, আমি তাদেরকে চিনি। তুমি উদ্যানে গমন কর।" তখন সেই গণিকা এরূপ বলল, "যদি ভন্তে, আপনি তাদেরকে জানেন বা চিনেন, তাহলে আমি যেতে পারি।" তখন সেই ধূর্তগণ এসে সেই বেশ্যাকে সাথে করে উদ্যানের দিকে গমন করল। অনন্তর সেই উপাসক এই বিষয়ে অবগত হয়ে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে অভিযোগ করে বলতে লাগলেন যে—"কী করে আর্য উদায়ী ধূর্তদের নিকটে সেই মুহূর্তেই বেশ্যাকে প্রেরণ করলেন?" তখন ভিক্ষুগণ সেই উপাসকের নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে অভিযোগ তুলে ইহা বলতে শুনলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু, শিক্ষাকামী তাঁরাও ইহা শুনে

এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও অভিযোগ তুলে বলতে লাগলেন—“এ কেমন অন্যায় আচরণ যে, কী করে উদায়ী ধূর্তদের কাছে বেশ্যা প্রেরণ করতে পারল?” সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উদায়ীকে অনেক প্রকারে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে ভগবানের সমীপে ইহা নিবেদন করলেন। তখন ভগবান এই কারণে, এই নিদানে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে উদায়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, “সত্যই কি উদায়ী, তুমি ধূর্তদের নিকটে বেশ্যাকে প্রেরণ করেছ?”

“হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।”

ভগবান ইহা নিতান্ত গর্হিত হয়েছে বলে প্রকাশ করে বললেন, “ইহা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়, অগ্রহণযোগ্য, অননুচিত, অশোভনীয়, অশ্রমণোচিত এবং অকরণীয় কার্য হয়েছে। মোঘপুরুষ, কী করে তুমি ধূর্তদের কাছে বেশ্যা প্রেরণ করতে পারলে? তোমার এই অন্যায় আচরণে কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, মোঘপুরুষ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।”

অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত হিতকর, অতি মঙ্গলজনক । সেহেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষা নির্দেশ করছি :

৩০১. “যো পন ভিকখু সঞ্চরিত্তং সমাপজ্জেয্য, ইত্থিযা ৰা পুরিসমতিং পুরিসস্স ৰা ইত্থিমতিং, জাযত্তনে ৰা জারত্তনে ৰা, অন্তমসো তঙ্খণিকাযপি, সঙ্ঘাদিসেসো”তি।

অনুবাদ : "যেই ভিক্ষু আবাহ-বিবাহ ও ঘটকীর কার্য করবে, অর্থাৎ বরপক্ষের কথা কন্যাপক্ষকে; কন্যাপক্ষের কথা বরপক্ষকে বললে কিংবা কোনো পুরুষের অভিমত স্ত্রীলোককে এবং কোনো স্ত্রীলোকের অভিমত পুরুষকে জানালে, এমনকি মুহূর্তকালের জন্যও সহবাসের নিমিত্তে কোনো পুরুষের অভিমত গণিকাকে এবং গণিকার অভিমত পুরুষকে জানালে কিংবা দূতের কার্যাদি করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হবে।"

৩০২. **'যো পনাতি'** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

'ভিক্খূতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

'সঞ্চরিত্তং সমাপজ্জেয্যাতি' বলতে স্ত্রীলোকের অভিপ্রায় নিয়ে পুরুষের সমীপে দূত প্রেরণ কিংবা পুরুষের অভিপ্রায় নিয়ে স্ত্রীলোকের সমীপে দূত প্রেরণ করা বুঝায়।

'ইত্থিযা বা পুরিসমতিন্তি' অর্থে পুরুষের অভিমত স্ত্রীর কাছে গিয়ে প্রকাশ করা।

'জাযত্তনে বাতি' অর্থে তুমি পত্নী বা উপপত্নী হবে।

'জারত্তনে বাতি' অর্থে পত্নী বা উপপত্নী হবে।

'অন্তমাসো তজ্খণিকাযাপীতি' অর্থে মুহূর্তিকা বা মুহূর্ত কালের জন্যে ভার্যা হবে।

'সংঘাদিসেসাতি' অর্থে যেই ভিক্ষু অপরাধ করেন তার অপরাধ মুক্তির জন্যে ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক তাকে প্রথমে 'পরিবাস কর্ম', মধ্যভাগে 'মানত্ত কর্ম' প্রদান করা হয়, 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' দেয়া হয় এবং শেষান্তে সংঘের মধ্যে 'আহ্বান' করেন। এই দণ্ডসমূহ একজন বা কয়েকজন ভিক্ষু দিতে পারেন না; সংঘ কর্তৃক দেয়া হয় বলে 'সংঘাদিশেষ' বলা হয়। সে জাতীয় দণ্ড কর্মের অন্তর্ভুক্ত আপত্তিসমূহকে তাই 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নামে অভিপ্রেত।

৩০৩. **'দস ইত্থিযো'** বলতে দশবিধ স্ত্রীলোককে বুঝায়। যথা : ১. মাতারক্ষিতা, ২. পিতারক্ষিতা, ৩. মাতাপিতা-রক্ষিতা, ৪. ভ্রাতারক্ষিতা, ৫. ভগিনীরক্ষিতা, ৬. জ্ঞাতিরক্ষিতা, ৭. গোত্ররক্ষিতা, ৮. ধর্মরক্ষিতা ৯. সারক্ষা এবং ১০. সপরিদণ্ডা।

'দস ভারিযাযো' অর্থে দশ প্রকার ভার্যা; যথা : ১. ধনক্রীতা, ২. ছন্দবাসিনী, ৩. ভোগবাসিনী, ৪. পটবাসিনী, ৫. ওদপত্তকিনী, ৬. ওভটচুম্বট, ৭. দাসী ও ভার্যা, ৮. কর্মচারিনী ও ভার্যা, ৯. ধজহটা এবং ১০. মুহূর্তিকা।

৩০৪. ১. **‘মাতুরক্‌খিতা বা মাতারক্ষিতা’** বলতে মাতা সযত্নে যে কন্যাকে লালন-পালন করেন, উপদেশাদি দিয়ে শাসনাদি করে নিজের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন, তাকে ‘মাতারক্ষিতা’ স্ত্রীলোক বুঝায়।

২. **‘পিতুরক্‌খিতা বা পিতারক্ষিতা’** বলতে পিতা যে কন্যাকে সযত্নে লালন-পালন করেন, উপদেশাদি দিয়ে শাসনাদি করে নিজের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন, তাকে ‘পিতারক্ষিতা’ স্ত্রীলোক বুঝায়।

৩. **‘মাতাপিতারক্‌খিতা বা মাতাপিতা-রক্ষিতা’** বলতে মাতাপিতা যে কন্যাকে আদর-যত্নে লালন-পালন করেন, উপদেশাদি দিয়ে শাসনাদি করে নিজেদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন, তাকে ‘মাতাপিতারক্ষিতা’ স্ত্রীলোক বুঝায়।

৪. **‘ভাতুরক্‌খিতা বা ভ্রাতারক্ষিতা’** বলতে ভ্রাতা যে বোনকে অতি আদর-যত্নে লালন-পালন করেন, উপদেশাদি দিয়ে অনুশাসনাদি করে স্বীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন, তাকে ‘ভ্রাতারক্ষিতা’ স্ত্রীলোক বুঝায়।

৫. **‘ভগিনী রক্‌খিতা বা ভগ্নিরক্ষিতা’** বলতে বোন যে বোনকে অতি আদর-যত্নে লালন-পালন করেন, উপদেশাদি দিয়ে অনুশাসনাদি করে স্বীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন, তাকে ‘ভগ্নিরক্ষিতা’ স্ত্রীলোক বুঝায়।

৬. **‘ঞাতিরক্‌খিতা বা জ্ঞাতিরক্ষিতা’** বলতে জ্ঞাতিগণ কর্তৃক যে মেয়ে অতি আদর-যত্নে লালিত-পালিত হয়, উপদেশাদি দিয়ে শাসনাদি করা হয় এবং নিজেদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করায়, তাকে ‘জ্ঞাতিরক্ষিতা’ স্ত্রীলোক বুঝায়।

৭. **‘গোত্তরক্‌খিতা বা গোত্ররক্ষিতা’** বলতে সগোত্র কর্তৃক যে কুমারী আদর-যত্নে লালিত-পালিত হয়, উপদেশাদি দিয়ে শাসনাদি করা হয় এবং নিজেদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা হয়, তাকে ‘গোত্ররক্ষিতা’ স্ত্রীলোক বুঝায়।

৮. **‘ধম্মরক্‌খিতা বা ধর্মরক্ষিতা’** বলতে সধর্মীলোকদের দ্বারা যে মেয়ে আদর-যত্নে লালিত-পালিত হয়, উপদেশাদি দ্বারা শাসিত-অনুশাসিত হয় এবং তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে, তাকে ‘ধর্মরক্ষিতা’ স্ত্রীলোক বলে।

৯. **‘সারক্‌খা বা সারক্ষা’** অর্থে যে কন্যা গর্ভে থাকাবস্থায় ‘সে আমার’ এরূপ বলার পর অধিকারে আসে, এমনকি যদিও সেই কন্যা বাগদত্তা হয়, তাকে ‘সারক্ষা’ স্ত্রীলোক বলে।

১০. **‘সপরিদণ্ডা বা সপরিদণ্ডা’** বলতে যেস্থলে এরূপ দণ্ড বা রাজাদেশ

প্রচারিত আছে—“যে ব্যক্তি অমুক স্ত্রীলোকের নিকট গমন করবে, তার এত দণ্ড গ্রহণ করতে হবে।”

১. **‘ধনক্কীতা বা ধনক্রীতা’** অর্থে ধন বা অর্থ দ্বারা ক্রয় করে যে স্ত্রীর সহবাসে অবস্থান করা হয়, তাকে ‘ধনক্রীতা’ ভার্যা বলে।

২. **‘ছন্দবাসিনী’** অর্থে যে স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় স্বীয় রুচি অনুযায়ী প্রেমাসক্ত হয়ে ভার্যা হিসেবে কোনো পুরুষের সাথে বসবাস করে, তাকে ‘ছন্দবাসিনী’ ভার্যা বলে।

৩. **‘ভোগবাসিনী’** বলতে যে স্ত্রীলোক পরিভোগ্য শুধুমাত্র দ্রব্যসামগ্রী আদি লাভ করে পুরুষের সহবাসে অবস্থান করে, তাকে ‘ভোগবাসিনী’ ভার্যা বলে।

৪. **‘পটবাসিনী’** বলতে যে স্ত্রীলোক শুধুমাত্র বস্ত্রাদি আবরণ লাভ করে পুরুষের সহবাসে অবস্থান করে, তাকে ‘পটবাসিনী’ ভার্যা বলে।

৫. **‘ওদপত্তাকিনী বা উদক পাত্রমুখিনী’** বলতে ‘এই জলের ন্যায় আমাদের সংবাস অভেদ্য হোক’ এরূপ বলে উদকপাত্র স্পর্শ করে শপথ নিয়ে যে স্ত্রীলোক স্বামী গ্রহণ করে, তাকে উদকপাত্রমুখিনী ভার্যা বুঝায়।

৬. **‘ওভটচুম্বট বা বালিশমুখিনী’** বলতে মাথায় বোঝা বহনের নিমিত্তে কুণ্ডলীকৃত কোমল বালিশ অবনত করে অবস্থানকারিনী[1]।

৭. **‘দাসী’** অর্থে যে দাসীকে ভার্যা হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তাকে বুঝায়।

৮. **‘কম্মকারী’** কলতে যে স্ত্রীলোক মজুরি নিয়ে গৃহের কার্যাদি সম্পাদন করে; সেরূপ স্ত্রীলোককে ভার্যা হিসেবে গ্রহণ করলে তাকে ‘কর্মকারী’ ভার্যা বলে।

৯. **‘ধজাহটা’** অর্থে যুদ্ধে গিয়ে প্রতিপক্ষ রাজাকে পরাজিত করে পরাস্ত রাজার যে পত্নী নিজের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা হয়, তাকে ‘ধজাহট’ ভার্যা বলে।

১০. **‘মুহূর্তকা’** অর্থে মুহূর্ত কালের জন্যে যে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করা হয়, তাকে ‘মুহূর্তিকা’ ভার্যা বলে।

---

[1]. কাষ্ঠাদি প্রভৃতি বোঝা বহনকারী তাদের মাথায় কুণ্ডলীকৃত বালিশ বসিয়ে নিজেদের স্ব স্ব স্থানে বিভিন্ন বোঝাদি বহন করে নিয়ে যায়। ভারতে মেয়েরা তুলা নির্মিত কুণ্ডলীকৃত বালিশ, ধাতুনির্মিত কিংবা ঘাস দিয়ে তৈরি বালিশ তাদের মাথায় বসিয়ে বহনযোগ্য বোঝাদি; যেমন : পিতল নির্মিত হাঁড়ি, পাতিল, কলসি, বালতি ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রী, কাষ্ঠ নির্মিত দ্রব্যসামগ্রী এবং নিচু হতে উঁচু পর্যন্ত দীর্ঘ লাইন সাজিয়ে তাঁদের মস্তকোপরি স্থাপন করে বহন করে থাকে।

৩০৫. ১. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয় মাতারক্ষিতা স্ত্রীকে গিয়ে বলুন যে, তুমি অমুক পুরুষের ধনক্রীতা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে বললে এবং সেই স্ত্রীলোকের দেয়া সংবাদ ফিরে এসে সংবাদ দাতাকে বললে, সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

২. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া পিতারক্ষিতা... মাতারক্ষিতা... ভ্রাতারক্ষিতা... ভগিনীরক্ষিতা... জ্ঞাতিরক্ষিতা... গোত্ররক্ষিতা... ধর্মরক্ষিতা... সারক্ষা... সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীকে গিয়ে বলুন যে, 'তুমি অমুক পুরুষের ধনক্রীতা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে প্রকাশ করলে এবং সেই স্ত্রীলোকের দেয়া সংবাদ ফিরে এসে সংবাদ দাতাকে জ্ঞাত করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

সংক্ষেপে পদসমূহ বর্ণনা

৩০৬. ১. কোনো পুরুষ কোন ভিক্ষুকে এরূপ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া মাতারক্ষিতা ও পিতারক্ষিতা স্ত্রীলোকদেরকে গিয়ে বলুন যে, 'তোমরা অমুক নামীয় পুরুষের ধনক্রীতা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোকদেরকে প্রকাশ করলে এবং সেই স্ত্রীলোকদের সংবাদ নিয়ে সেই সংবাদদাতাকে জানালে, সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

২. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া মাতারক্ষিতা ও মাতাপিতারক্ষিতা স্ত্রীলোক... মাতারক্ষিতা ও ভ্রাতারক্ষিতা স্ত্রীলোক... মাতারক্ষিতা ও ভগিনীরক্ষিতা স্ত্রীলোক... মাতারক্ষিতা ও জ্ঞাতিরক্ষিতা স্ত্রীলোক... মাতারক্ষিতা ও গোত্ররক্ষিতা স্ত্রীলোক... মাতারক্ষিতা ও ধর্মরক্ষিতা স্ত্রীলোক... মাতারক্ষিতা ও সারক্ষা স্ত্রীলোক... মাতারক্ষিতা ও সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোকদেরকে গিয়ে বলুন যে, 'তোমরা অমুক নামীয় পুরুষের ধনক্রীতা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোকদেরকে প্রকাশ করলে এবং সেই স্ত্রীলোকদের দেয়া সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে (পুরুষকে) জ্ঞাত করলে ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[সংক্ষেপে পদসমূহ বর্ণনা সমাপ্ত]

খণ্ডচক্ক বর্ণনা

৩০৭. ১. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া পিতারক্ষিতা ও মাতাপিতারক্ষিতা স্ত্রীলোকদেরকে গিয়ে বলুন যে—'তোমরা অমুক নামীয় পুরুষের ধনক্রীতা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীদেরকে প্রকাশ করলে এবং সেই স্ত্রীলোকদের দেয়া সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

২. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া পিতারক্ষিতা ও ভ্রাতারক্ষিতা স্ত্রী... পিতারক্ষিতা ও ভগিনীরক্ষিতা স্ত্রী... পিতারক্ষিতা ও জ্ঞাতিরক্ষিতা স্ত্রী... পিতারক্ষিতা ও গোত্ররক্ষিতা স্ত্রী... পিতারক্ষিতা ও ধর্মরক্ষিতা স্ত্রী... পিতারক্ষিতা ও সারক্ষা স্ত্রী... পিতারক্ষিতা ও সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীদেরকে গিয়ে বলুন যে—'তোমরা অমুক নামীয় পুরুষের ধনক্রীতা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোকদেরকে প্রকাশ করলে এবং সেই স্ত্রীদের দেয়া সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করলে ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[সংক্ষেপে খণ্ডচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

বদ্ধচক্কমূল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

৩০৮. ১. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া স্বপরিদণ্ডিতা ও মাতারক্ষিতা স্ত্রীকে গিয়ে বলুন যে—'তোমরা অমুক নামীয় পুরুষের ধনক্রীতা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীদেরকে বললে এবং সেই স্ত্রীদের দেয়া সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

২. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া সপরিদণ্ডিতা ও পিতারক্ষিতা স্ত্রী... সপরিদণ্ডিতা ও মাতাপিতারক্ষিতা স্ত্রী... সপরিদণ্ডিতা ও ভ্রাতারক্ষিতা স্ত্রী... সপরিদণ্ডিতা ও ভগিনীরক্ষিতা স্ত্রী... সপরিদণ্ডিতা ও জ্ঞাতিরক্ষিতা স্ত্রী... সপরিদণ্ডিতা ও গোত্ররক্ষিতা স্ত্রী... সপরিদণ্ডিতা ও ধর্মরক্ষিতা স্ত্রী... সপরিদণ্ডিতা ও সারক্ষা স্ত্রীদেরকে গিয়ে বলুন যে, 'তোমরা অমুক নামীয় পুরুষের ধনক্রীতা ভার্যা

হও।” ভিক্ষু এরূপে পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ নিয়ে গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীদেরকে প্রকাশ করলে এবং সেই স্ত্রীদের দেয়া সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

[একক মূলক বর্ণনা সমাপ্ত]

[উপর্যুক্ত নিয়মানুযায়ী দ্বিবিধমূলক হতে নববিধমূল পর্যন্ত এককমূলক বর্ণনার ন্যায় বিস্তারিত জ্ঞাতব্য]

দশবিধমূলক বর্ণনা

৩০৯. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করে যে—“ভন্তে, অমুক নামীয়া মাতারক্ষিতা, পিতারক্ষিতা, মাতাপিতারক্ষিতা, ভ্রাতারক্ষিতা, ভগিনীরক্ষিতা, জ্ঞাতিরক্ষিতা, গোত্ররক্ষিতা, ধর্মরক্ষিতা, সারক্ষা, ও সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোকদেরকে গিয়ে বলুন যে, ‘তোমরা অমুক পুরুষের ধনক্রীতা ভার্যা হও।” ভিক্ষু এরূপে পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীদেরকে জ্ঞাত করলে এবং সেই স্ত্রীদের প্রদত্ত সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, সেই ভিক্ষুর ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হয়।

[ধনক্রীতা বর্ণনা সমাপ্ত]

৩১০. ১. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে—“ভন্তে, অমুক নামীয়া মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোককে গিয়ে বলুন যে, ‘তুমি অমুক নামীয় পুরুষের ছন্দবাসিনী ভার্যা... ভোগবাসিনী ভার্যা... পটবাসিনী ভার্যা... উদকপাত্রমুখিনী ভার্যা... ওভটচুম্বট ভার্যা... দাসী ভার্যা... কর্মকারী ভার্যা... ধজহট ভার্যা ও মুহূর্তিকা ভার্যা হও।” ভিক্ষু এরূপে পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে বললে এবং সেই স্ত্রীর দেয়া সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করলে সেই ভিক্ষুর ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে—“ভন্তে, অমুক নামীয়া পিতারক্ষিতা... মাতারক্ষিতা... ভ্রাতারক্ষিতা... ভগিনীরক্ষিতা... জ্ঞাতিরক্ষিতা... গোত্ররক্ষিতা... ধর্মরক্ষিতা সারক্ষা... সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোককে গিয়ে বলুন যে, ‘তুমি অমুক নামীয় পুরুষের মুহূর্তিকা ভার্যা হও।” ভিক্ষু এরূপে কোনো পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে প্রকাশ করলে এবং সেই স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করলে সেই ভিক্ষুর ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি

হয়।

সংক্ষেপে পদসমূহ বর্ণনা

৩১১. ১. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক অমুক নামীয়া মাতা রক্ষিতা ও পিতারক্ষিতা স্ত্রী লোকদের নিকট গিয়ে বলুন যে, 'তোমরা অমুক নামীয় পুরুষের মুহূর্তিকা ভার্যা হও।' ভিক্ষু এরূপে কোনো পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোকদেরকে জ্ঞাত করলে এবং সেই স্ত্রীদের হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক অমুক নামীয়া মাতারক্ষিতা ও মাতাপিতা-রক্ষিতা... মাতারক্ষিতা ও ভ্রাতারক্ষিতা... মাতারক্ষিতা ও ভগিনীরক্ষিতা... মাতারক্ষিতা ও জ্ঞাতিরক্ষিতা... মাতারক্ষিতা ও গোত্ররক্ষিতা... মাতারক্ষিতা ও ধর্মরক্ষিতা... মাতারক্ষিতা ও সারক্ষা... মাতারক্ষিতা ও সপরিদণ্ডিতা স্ত্রী লোকদের নিকট গিয়ে বলুন যে, 'তোমরা অমুক নামীয় পুরুষের মুহূর্তিকা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে কোনো পুরুষ হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ নিয়ে গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোকদেরকে জানালে এবং সেই স্ত্রীলোকদের হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে প্রকাশ করলে উক্ত ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[সংক্ষেপে পদসমূহ বর্ণনা সমাপ্ত]

খণ্ডচক্ক বর্ণনা

৩১২. ১. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া পিতারক্ষিতা ও মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোকদেরকে গিয়ে বলুন যে, 'তোমরা অমুক নামীয় পুরুষের মুহূর্তিকা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে কোনো পুরুষ হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোকদেরকে বললে এবং সেই স্ত্রীলোকদের হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

২. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া পিতারক্ষিতা ও ভ্রাতারক্ষিতা স্ত্রীলোক... পিতারক্ষিতা ও ভগিনীরক্ষিতা... পিতারক্ষিতা ও জ্ঞাতিরক্ষিতা... পিতারক্ষিতা ও গোত্ররক্ষিতা... পিতারক্ষিতা ও ধর্মরক্ষিতা... পিতারক্ষিতা ও সারক্ষা...

পিতারক্ষিতা ও সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোকদেরকে গিয়ে বলুন যে, 'তোমরা অমুক পুরুষের মুহূর্তিকা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে কোনো পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোকদেরকে বললে এবং সেই স্ত্রীলোকদের হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে প্রকাশ করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া পিতারক্ষিতা ও মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোকদেরকে গিয়ে বলুন যে, 'তোমরা অমুক পুরুষের মুহূর্তিকা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে পুরুষ হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোকদেরকে বললে এবং উক্ত স্ত্রীদের হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[সংক্ষেপে খণ্ডচক্র বর্ণনা সমাপ্ত]

বদ্ধচক্র মূল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

৩১৩. ১. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া সপরিদণ্ডিতা ও মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোকদেরকে গিয়ে বলুন যে, 'তোমরা অমুক পুরুষের মুহূর্তিকা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে পুরুষ হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ নিয়ে গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোকদেরকে জানালে এবং সেই স্ত্রীলোকদের হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে বললে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপে বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক অমুক নামীয়া সপরিদণ্ডিতা ও পিতারক্ষিতা... সপরিদণ্ডিতা ও মাতাপিতারক্ষিতা... সপরিদণ্ডিতা ও ভ্রাতরক্ষিতা... সপরিদণ্ডিতা ও ভগিনীরক্ষিতা... সপরিদণ্ডিতা ও জ্ঞাতিরক্ষিতা... সপরিদণ্ডিতা ও গোত্ররক্ষিতা... সপরিদণ্ডিতা ও ধর্মরক্ষিতা... সপরিদণ্ডিতা ও সারক্ষা স্ত্রীলোকদেরকে গিয়ে বলুন যে, 'তোমরা অমুক পুরুষের মুহূর্তিকা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে পুরুষ হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোকদেরকে প্রকাশ করলে এবং সেই স্ত্রীলোকদের হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে বললে, সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[একক মূলক বর্ণনা সমাপ্ত]

[বর্ণিতরূপে দ্বিবিধমূলক হতে নববিধমূলক পর্যন্ত
এককমূলক বর্ণনার ন্যায় বিস্তারিত জ্ঞাতব্য]

দশবিধমূলক বর্ণনা

৩১৪. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক অমুক নামীয়া মাতারক্ষিতা, পিতারক্ষিতা, মাতাপিতারক্ষিতা, ভ্রাতারক্ষিতা, ভগিনীরক্ষিতা, জ্ঞাতিরক্ষিতা, গোত্ররক্ষিতা, ধর্মরক্ষিতা, সারক্ষা ও সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোকদেরকে গিয়ে বলুন যে, 'তোমরা অমুক পুরুষের মুহূর্তিকা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোকদেরকে বললে এবং সেই স্ত্রীলোকদের হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

[মুহূর্তিকাচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

৩১৫. ১. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোককে গিয়ে বলুন যে—"তুমি অমুক পুরুষের 'ধনক্রীতা' ভার্যা হও।" ভিক্ষু এভাবে পুরুষ হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ বর্ণিত স্ত্রীলোককে গিয়ে প্রকাশ করলে এবং সেই স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোককে গিয়ে বলুন যে—"তুমি অমুক পুরুষের ছন্দবাসিনী... ভোগবাসিনী... পটবাসিনী... উদকপাত্রমুখিনী... ওভটচুম্বট... দাসী... কর্মকারী... ধজহট... মুহূর্তিকা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জানালে এবং সেই স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

সংক্ষেপ পদসমূহ বর্ণনা

৩১৬. ১. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোককে গিয়ে বলুন যে—"তুমি অমুক পুরুষের 'ধনক্রীতা' ও 'ছন্দবাসিনী' ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে কোনো পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ বর্ণিত স্ত্রীলোককে জানালে এবং সেই স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে প্রকাশ করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোককে গিয়ে বলুন যে, 'তুমি অমুক পুরুষের

ধনক্রীতা ও ভোগবাসিনী ভার্যা'... 'ধনক্রীতা ও পটবাসিনী... ধনক্রীতা ও উদকপাত্রমুখিনী... ধনক্রীতা ও ওভটচুম্বট... ধনক্রীতা ও দাসী... ধনক্রীতা ও কর্মকারিনী... ধনক্রীতা ও ধজহট... ধনক্রীতা ও মুহূর্তিকা' ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে পুরুষ হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জানালে এবং সেই স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[সংক্ষেপে পদসমূহ বর্ণনা সমাপ্ত]

খণ্ডচক্ক বর্ণনা

৩১৭. ১. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোককে গিয়ে বলুন যে, 'তুমি অমুক পুরুষের 'ছন্দবাসিনী ও ভোগবাসিনী ভার্যা'... 'ছন্দবাসিনী ও পটবাসিনী'... 'ছন্দবাসিনী ও উদকপাত্রমুখিনী'... 'ছন্দবাসিনী ও ওভটচুম্বট'... 'ছন্দবাসিনী ও দাসী'... 'ছন্দবাসিনী ও কর্মকারিনী'... 'ছন্দবাসিনী ও ধজহট'... 'ছন্দবাসিনী ও মুহূর্তিকা'... 'ছন্দবাসিনী ও ধনক্রীতা' ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে কোনো পুরুষ হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করলে এবং সেই স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতা জ্ঞাত করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

[সংক্ষেপে খণ্ডচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

বদ্ধচক্কমূল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

৩১৮. ১. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোককে গিয়ে বলুন যে—"তুমি অমুক পুরুষের 'মুহূর্তিকা ও ধনক্রীতা' ভার্যা হও... 'মুহূর্তিকা ও ছন্দবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ভোগবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও পটবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও উদকপাত্র-মুখিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ওভটচুম্বট'... 'মুহূর্তিকা ও দাসী'... 'মুহূর্তিকা ও কর্মকারিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ধজাহট' ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে পুরুষ হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ নিয়ে গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে বললে এবং সেই স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[এককমূলক বর্ণনা সমাপ্ত]

[বর্ণিতরূপে দ্বিবিধমূলক বর্ণনা হতে অবশিষ্ট বর্ণনাসমূহ এককমূলকের

ন্যায় বিস্তারিত জ্ঞাতব্য]

দশবিধ মূলক বর্ণনা

৩১৯. ১. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোককে গিয়ে বলুন যে, 'তুমি ধনক্রীতা, ছন্দবাসিনী, ভোগবাসিনী, পটবাসিনী, উদকপাত্রমুখিনী, ওভটচম্বুট, দাসী, কর্মকারিনী, ধজাহট ও মুহূর্তিকা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে স্ত্রীলোককে জানালে এবং সেই স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে প্রকাশ করলে উক্ত ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

[মাতারক্ষিতা বর্ণনা সমাপ্ত]

২. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া পিতারক্ষিতা... মাতাপিতা-রক্ষিতা... ভ্রাতারক্ষিতা... ভগিনীরক্ষিতা... জ্ঞাতিরক্ষিতা... গোত্ররক্ষিতা... ধর্মরক্ষিতা... সারক্ষা... সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোককে গিয়ে বলুন যে, 'তুমি অমুক পুরুষের 'ধনক্রীতা' ভার্যা হও।" ভিক্ষু এভাবে কোনো পুরুষ হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে প্রকাশ করলে এবং সেই স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোককে গিয়ে বলুন যে, 'তুমি অমুক পুরুষের 'ছন্দবাসিনী, ভোগবাসিনী, পটবাসিনী, উদকপাত্রমুখিনী, ওভটচম্বুট, দাসী, কর্মকারিনী, ধজাহট ও মুহূর্তিকা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এভাবে কোনো পুরুষ হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জানালে এবং সেই স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে (পুরুষকে) প্রকাশ করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

[দশবিধমূলক বর্ণনা সমাপ্ত]

সংক্ষেপে পদ বর্ণনা

৩২০. ১. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোককে গিয়ে বলুন যে, 'তুমি অমুক পুরুষের 'ধনক্রীতা ও ছন্দবাসিনী'... 'ধনক্রীতা ও ভোগবাসিনী'...

'ধনক্রীতা ও পটবাসিনী'... 'ধনক্রীতা ও উদপাত্রমুখিনী'... 'ধনক্রীতা ও ওভটচুম্বট'... 'ধনক্রীতা ও দাসী'... 'ধনক্রীতা ও কর্মকারিনী'... 'ধনক্রীতা ও ধজাহট'... 'ধনক্রীতা ও মুহূর্তিকা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এভাবে কোনো পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে বললে এবং সেই স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[সংক্ষেপে পদ বর্ণনা সমাপ্ত]

খণ্ডচক্ক বর্ণনা

২. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোককে গিয়ে বলুন যে, 'তুমি 'ছন্দবাসিনী ও ভোগবাসিনী'... 'ছন্দবাসিনী ও পটবাসিনী'... 'ছন্দবাসিনী ও উদকপাত্র-মুখিনী'... 'ছন্দবাসিনী ও ওভটচুম্বট'... 'ছন্দবাসিনী ও দাসী'... 'ছন্দবাসিনী ও কর্মকারিনী'... 'ছন্দবাসিনী ও ধজাহট'... 'ছন্দবাসিনী ও মুহূর্তিকা' ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে পুরুষ হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে প্রকাশ করলে এবং সেই স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে বললে, সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

[সংক্ষেপে খণ্ডচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

বদ্ধচক্কমূল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

৩. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোককে গিয়ে বলুন যে, 'তুমি অমুক পুরুষের 'মুহূর্তিকা ও ধনক্রীতা'... 'মুহূর্তিকা ও ছন্দবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ভোগবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও পটবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও উদকপাত্রমুখিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ওভটচুম্বট'... 'মুহূর্তিকা ও দাসী'... 'মুহূর্তিকা ও কর্মকারিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ধজাহট' ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে কোনো পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে বললে এবং সেই স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[একক মূলক বর্ণনা সমাপ্ত]

[বর্ণিতরূপে দ্বিবিধমূলক বর্ণনা হতে নববিধ মূলক বর্ণনা পর্যন্ত এককমূলক বর্ণনার ন্যায় বিস্তারিত জ্ঞাতব্য]

দশবিধমূলক বর্ণনা

৩২১. ১. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক নামীয়া সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোককে গিয়ে বলুন যে, 'তুমি অমুক পুরুষের ধনক্রীতা, ছন্দবাসিনী, ভোগবাসিনী, পটবাসিনী, উদকপাত্রমুখিনী, ওভটচুম্বট, দাসী, কর্মকারিনী, ধজাহট ও মুহূর্তিকা ভার্যা হও।" ভিক্ষু এভাবে পুরুষ হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ বর্ণিত স্ত্রীলোককে গিয়ে জ্ঞাত করলে এবং সেই স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে প্রকাশ করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

[সপরিদণ্ডিতাচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

২. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক নামীয়া মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোককে বলুন যে, 'তুমি অমুক পুরুষের 'ধনক্রীতা' ভার্যা হও।" ভিক্ষু এভাবে কোনো পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জানালে এবং সেই স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে বললে, সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক নামীয়া 'মাতারক্ষিতা ও পিতারক্ষিতা' স্ত্রীলোকদেরকে বলুন যে, 'তোমরা অমুক পুরুষের 'ধনক্রীতা ও ছন্দবাসিনী' ভার্যা হও।" ভিক্ষু এভাবে কোনো পুরুষের সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে বললে এবং সেই স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৪. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে এরূপ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক অমুক নামীয়া 'মাতারক্ষিতা, পিতারক্ষিতা ও মাতাপিতার রক্ষিতা' স্ত্রীলোকদেরকে গিয়ে বলুন যে, 'তোমরা অমুক পুরুষের ধনক্রীতা, ছন্দবাসিনী ও ভোগবাসিনী ভার্যা হও।" ভিক্ষু এরূপে পুরুষ হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোকদেরকে বললে এবং সেই স্ত্রীলোকদের হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৫. কোনো পুরুষ কোনো ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক অমুক নামীয়া মাতারক্ষিতা, পিতারক্ষিতা, মাতাপিতা-রক্ষিতা, ভ্রাতারক্ষিতা, ভগিনীরক্ষিতা, জ্ঞাতিরক্ষিতা, গোত্ররক্ষিতা, ধর্মরক্ষিতা, সারক্ষা ও সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোকদেরকে গিয়ে বলুন যে, 'তোমরা অমুক পুরুষের

ধনক্রীতা, ছন্দবাসিনী, ভোগবাসিনী, পটবাসিনী, উদকপাত্রমুখিনী, ওভটচুম্বট, দাসী, কর্মকারিনী, ধজাহট ও মুহূর্তিকা ভার্যা হও।" এভাবে ভিক্ষু কোনো পুরুষ হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোকদেরকে গিয়ে প্রকাশ করলে এবং সেই স্ত্রীলোকদের হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

[উভয় বর্ধক বর্ণনা সমাপ্ত]

৬. পুরুষের মাতা ভিক্ষুকে এ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, অমুক অমুক নামীয়া মাতারক্ষিতা, পিতারক্ষিতা, মাতাপিতা-রক্ষিতা, ভ্রাতারক্ষিতা, ভগিনীরক্ষিতা, জ্ঞাতিরক্ষিতা, গোত্ররক্ষিতা, ধর্মরক্ষিতা, সারক্ষা ও সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোকদেরকে গিয়ে বলুন যে, "তোমরা অমুকের ধনক্রীতা, ছন্দবাসিনী, ভোগবাসিনী, পটবাসিনী, উদকপাত্রমুখিনী, ওভটচম্বুট, দাসী, কর্মকারিনী, ধজাহট ও মুহূর্তিকা ভার্যা হও।" এরূপে পুরুষের পিতা... পুরুষের মাতাপিতা... পুরুষের ভ্রাতা... পুরুষের ভগিনী... পুরুষের জ্ঞাতি... পুরুষের গোত্র... পুরুষের সহধর্মীক ভিক্ষুকে এ বলে প্রেরণ করে যে, 'ভন্তে, অমুক অমুক নামীয়া মাতারক্ষিতা, পিতারক্ষিতা, মাতাপিতা-রক্ষিতা, ভ্রাতারক্ষিতা, ভগিনীরক্ষিতা, জ্ঞাতিরক্ষিতা, গোত্ররক্ষিতা, ধর্মরক্ষিতা, সারক্ষা ও সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোকদেরকে গিয়ে বলুন যে, "তোমরা অমুকের ধনক্রীতা, ছন্দবাসিনী ভোগবাসিনী, পটবাসিনী, উদকপাত্রমুখিনী, ওভটচম্বুট, দাসী, কর্মকারিনী, ধজাহট ও মুহূর্তিকা ভার্যা হও।" এভাবে ভিক্ষু সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বললে এবং সেখান হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[এস্থলে পুরুষের বর্ণনা হতে উভয়বর্ধক বর্ণনা পর্যন্ত পূর্বাপর বর্ণনার ন্যায় বিস্তারিত জ্ঞাতব্য।]

৩২২. মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোকের মাতা ভিক্ষুকে এ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক স্ত্রীলোককে বলুন যে, সে অমুক পুরষের 'ধনক্রীতা, ছন্দবাসিনী, ভোগবাসিনী, পটবাসিনী, উদকপাত্রমুখিনী, ওভটচুম্বট, দাসী, কর্মকারিনী, ধজাহট ও মুহূর্তিকা পত্নী হোক।" এভাবে ভিক্ষু কোনো মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোকের মাতা হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে গিয়ে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে (মাতারক্ষিতার মাতাকে) জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

সংক্ষেপে পদ বর্ণনা

৩২৩. মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোকের মাতা ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক অমুক স্ত্রীলোককে বলুন যে, 'সে অমুক পুরুষের 'ধনক্রীতা ও ছন্দবাসিনী'... 'ধনক্রীতা ও ভোগবাসিনী'... 'ধনক্রীতা ও পটবাসিনী'... 'ধনক্রীতা ও উদকপাত্রমুখিনী'... 'ধনক্রীতা ও ওভটচুম্বট'... 'ধনক্রীতা ও দাসী'... 'ধনক্রীতা ও কর্মকারিনী'... 'ধনক্রীতা ও ধজাহট'... 'ধনক্রীতা ও মুহূর্তিকা' পত্নী হোক।" এরূপে ভিক্ষু মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোকের মাতা হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[সংক্ষেপে পদ বর্ণনা সমাপ্ত]

খণ্ডচক্ক বর্ণনা

৩২৪. মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোকের মাতা ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক স্ত্রীলোককে বলুন যে, 'সে অমুক পুরুষের 'ছন্দবাসিনী ও ভোগবাসিনী'... 'ছন্দবাসিনী ও পটবাসিনী'... 'ছন্দবাসিনী ও উদকপাত্রমুখিনী'... 'ছন্দবাসিনী ও ওভাটচুম্বট'... 'ছন্দবাসিনী ও দাসী'... 'ছন্দবাসিনী ও কর্মকারিনী'... 'ছন্দবাসিনী ও ধজাহট'... 'ছন্দবাসিনী ও মুহূর্তিকা' এবং 'ছন্দবাসিনী ও ধনক্রীতা' ভার্যা হোক।" এভাবে ভিক্ষু মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোকের মাতা হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে উল্লিখিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করলে ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[খণ্ডচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

বদ্ধচক্ক মূল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

৩২৫. মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোকের মাতা ভিক্ষুকে এ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক স্ত্রীলোককে বলুন যে, 'সে অমুক পুরুষের 'মুহূর্তিকা ও ধনক্রীতা'... 'মুহূর্তিকা ও ছন্দবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ভোগবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও পটবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও উদকপাত্রমুখিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ওভটচুম্বট'... 'মুহূর্তিকা ও দাসী'... 'মুহূর্তিকা ও কর্মকারিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ধজাহট' পত্নী হোক।" ভিক্ষু এরূপে মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোকের

মাতা হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ বর্ণিত স্ত্রীলোককে জানালে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে প্রকাশ করলে ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[একক মূলক বর্ণনা সমাপ্ত]

[এস্থলে দ্বিবিধমূলক হতে নববিধমূলক বর্ণনা পর্যন্ত একক মূলক বর্ণনার ন্যায় বিস্তারিত জ্ঞাতব্য]

দশবিধমূলক বর্ণনা

৩২৬. ১. মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোকের মাতা ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক স্ত্রীলোককে বলুন যে, 'সে অমুক পুরুষের 'ধনক্রীতা, ছন্দবাসিনী, ভোগবাসিনী, পটবাসিনী, উদকপাত্রমুখিনী, ওভটচুম্বট, দাসী, কর্মকারিনী, ধজাহট ও মুহূর্তিকা' ভার্যা হোক।" ভিক্ষু এরূপে মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোকের মাতা হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে গিয়ে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[মাতুচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

২. পিতারক্ষিতা স্ত্রীলোকের পিতা... মাতাপিতা-রক্ষিতা স্ত্রীলোকের ভ্রাতা... ভগিনীরক্ষিতা স্ত্রীলোকের ভগিনী... জ্ঞাতিরক্ষিতা স্ত্রীলোকের জ্ঞাতিরা... গোত্ররক্ষিতা স্ত্রীলোকের গোত্ররা... ধর্মরক্ষিতা স্ত্রীলোকের সধর্মীকরা... সারক্ষা স্ত্রীলোক যার দ্বারা পরিগৃহিত হয় সে... সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোকের জন্য যাদের দ্বারা দণ্ড স্থাপিত হয়, তারা ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে, "ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক স্ত্রীলোককে বলুন যে, "সে অমুক পুরুষের 'ধনক্রীতা, ছন্দবাসিনী, ভোগবাসিনী, পটবাসিনী, উদকপাত্রমুখিনী, ওভটচুম্বট, দাসী, কর্মকারিনী, ধজাহট ও মুহূর্তিকা' ভার্যা হোক।" ভিক্ষু এরূপে উল্লিখিত ব্যক্তি হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ বর্ণিত স্ত্রীলোককে গিয়ে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

সংক্ষেপে পদ বর্ণনা

৩২৭. সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোকের দণ্ড স্থাপনকারী ব্যক্তিরা ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক স্ত্রীলোককে বলুন যে, সে

অমুক পুরুষের 'ধনক্রীতা ও ছন্দবাসিনী'... 'ধনক্রীতা ও ভোগবাসিনী'... 'ধনক্রীতা ও পটবাসিনী'... 'ধনক্রীতা ও উদকপাত্রমুখিনী'... 'ধনক্রীতা ও ওভটচুম্বট'... 'ধনক্রীতা ও দাসী'... 'ধনক্রীতা ও কর্মকারিনী'... 'ধনক্রীতা ও ধজাহট'... 'ধনক্রীতা ও মুহূর্তিকা' পত্নী হোক।" ভিক্ষু এভাবে বর্ণিত ব্যক্তি হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

খণ্ডচক্ক বর্ণনা

৩২৮. সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোকের দণ্ড স্থাপনকারী ব্যক্তিরা ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক স্ত্রীলোককে বলুন যে, "সে অমুক পুরুষের 'ছন্দবাসিনী ও ধনক্রীতা' পত্নী হোক।" এরূপে ভিক্ষু বর্ণিত ব্যক্তি হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[খণ্ডচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

বদ্ধচক্কমূল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

৩২৯. সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোকের দণ্ড স্থাপনকারী ব্যক্তিরা ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে, "ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক স্ত্রীলোককে বলুন যে, সে অমুক পুরুষের 'মুহূর্তিকা ও ধনক্রীতা'... 'মুহূর্তিকা ও ছন্দবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ভোগবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও পটবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও উদকপাত্রমুখিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ওভটচুম্বট'... 'মুহূর্তিকা ও দাসী'... 'মুহূর্তিকা ও কর্মকারিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ধজাহট' ভার্যা হোক।" এভাবে ভিক্ষু বর্ণিত ব্যক্তি হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[একক মূলক বর্ণনা সমাপ্ত]

[দ্বিবিধমূলক বর্ণনা হতে নববিধমূলক বর্ণনা পর্যন্ত এককমূলক বর্ণনার ন্যায় বিস্তারিত জ্ঞাতব্য]

দশবিধমূলক বর্ণনা

৩৩০. ১. সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোকের দণ্ডস্থাপনকারী ব্যক্তিরা ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক স্ত্রীলোককে বলুন যে, 'সে অমুক পুরুষের ধনক্রীতা, ছন্দবাসিনী, ভোগবাসিনী, পটবাসিনী, উদকপাত্রমুখিনী, ওভাটচুম্বট, দাসী, কর্মকারিনী, ধজাহট ও মুহূর্তিকা' পত্নী হোক।" এরূপে ভিক্ষু বর্ণিত ব্যক্তি হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[দণ্ডঠপিতচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

২. মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোক ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক পুরুষকে বলুন যে, 'আমি তার ধনক্রীতা... ছন্দবাসিনী... ভোগবাসিনী... পটবাসিনী... উদকপাত্রমুখিনী... ওভাটচুম্বট... দাসী... কর্মকারিনী... ধজাহট... মুহূর্তিকা ভার্যা হব।" ভিক্ষু এরূপে মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোক হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে পুরুষকে জানালে এবং সেই পুরুষ হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

সংক্ষেপে পদ বর্ণনা

৩৩১. মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোক ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক পুরুষকে বলুন যে, 'আমি তার 'ধনক্রীতা ও ছন্দবাসিনী'... 'ধনক্রীতা ও ভোগবাসিনী'... 'ধনক্রীতা ও পটবাসিনী'... 'ধনক্রীতা ও উদকপাত্রমুখিনী'... 'ধনক্রীতা ও ওভটচুম্বট'... 'ধনক্রীতা ও দাসী'... 'ধনক্রীতা ও কর্মকারিনী'... 'ধনক্রীতা ও ধজাহট'... 'ধনক্রীতা ও মুহূর্তিকা' ভার্যা হব।" ভিক্ষু এরূপে মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোক হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[সংক্ষেপে পদ বর্ণনা সমাপ্ত]

খণ্ডচক্ক বর্ণনা

৩৩২. ১. মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোক ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে—

"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক পুরুষকে বলুন যে, 'আমি তার 'ছন্দবাসিনী ও ভোগবাসিনী'... 'ছন্দবাসিনী ও পটবাসিনী'... 'ছন্দবাসিনী ও উদকপাত্র-মুখিনী'... 'ছন্দবাসিনী ও ওভাটচুম্বট'... 'ছন্দবাসিনী ও দাসী'... 'ছন্দবাসিনী ও কর্মকারিনী'... 'ছন্দবাসিনী ও ধজাহট'... 'ছন্দবাসিনী ও মুহূর্তিকা' ভার্যা এবং 'ছন্দবাসিনী ও ধনক্রীতা' ভার্যা হব।" এভাবে ভিক্ষু মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোকের হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[খণ্ডচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

বদ্ধচক্কমূল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

২. মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোক ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক পুরুষকে বলুন যে, 'আমি তার 'মুহূর্তিকা ও ধনক্রীতা'... 'মুহূর্তিকা ও ছন্দবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ভোগবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও পটবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও উদকপাত্রমুখিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ওভটচুম্বট'... 'মুহূর্তিকা ও দাসী'... 'মুহূর্তিকা ও কর্মকারিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ধজাহট' ভার্যা হব।" ভিক্ষু এভাবে মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোক হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[একক মূলক সমাপ্ত]

[দ্বিবিধমূলক বর্ণনাদিও এককমূলক বর্ণনার ন্যায় বিস্তারিত জ্ঞাতব্য]

দশমূলক বর্ণনা

৩৩৩.১. মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোক ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক পুরুষকে বলুন যে, আমি তার 'ধনক্রীত ছন্দবাসিনী, ভোগবাসিনী, পটবাসিনী, উদকপাত্রমুখিনী, ওভাটচুম্বট, দাসী, কর্মকারিনী, ধজাহট ও মুহূর্তিকা' পত্নী হব।" ভিক্ষু এরূপে মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোক হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[অপর মাতারক্ষিতা চক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

২. পিতারক্ষিতা স্ত্রীলোক... মাতারক্ষিতা স্ত্রীলোক... ভ্রাতারক্ষিতা স্ত্রীলোক... ভগিনীরক্ষিতা স্ত্রীলোক... জ্ঞাতিরক্ষিতা স্ত্রীলোক... ধর্মরক্ষিতা স্ত্রীলোক... সারক্ষা স্ত্রীলোক... সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোক ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক পুরুষকে বলুন যে, আমি তার 'ধনক্রীতা' ভার্যা হব।" ভিক্ষু এরূপে বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩. সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোক ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক পুরুষকে বলুন যে আমি তার 'ছন্দবাসিনী... ভোগবাসিনী... পটবাসিনী... উদকপাত্রমুখিনী... ওভাটচুম্বট... দাসী... কর্মকারিনী... ধজাহট... ও মুহূর্তিকা ভার্যা হব।" এরূপে ভিক্ষু বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

সংক্ষেপে পদ বর্ণনা

৩৩৪. সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোক ভিক্ষুকে ইহা বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে আপনি গিয়ে অমুক পুরুষকে বলুন যে, আমি তার 'ধনক্রীতা ও ছন্দবাসিনী'... 'ধনক্রীতা ও ভোগবাসিনী'... 'ধনক্রীতা ও পটবাসিনী'... 'ধনক্রীতা ও উদকপাত্রমুখিনী'... 'ধনক্রীতা ও ওভটচুম্বট'... 'ধনক্রীতা ও দাসী'... 'ধনক্রীতা ও কর্মকারিনী'... 'ধনক্রীতা ও ধজাহট'... 'ধনক্রীতা ও মুহূর্তিকা' ভার্যা হব।" ভিক্ষু এভাবে বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[সংক্ষেপে পদ বর্ণনা সমাপ্ত]

খণ্ডচক্ক বর্ণনা

৩৩৫. সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোক ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক পুরুষকে বলুন যে, আমি তার 'ছন্দবাসিনী ও ভোগবাসিনী... ছন্দবাসিনী ও পটবাসিনী... ছন্দবাসিনী ও উদকপাত্রমুখিনী...

ছন্দবাসিনী ও ওভাটচুম্বট... ছন্দবাসিনী ও দাসী... ছন্দবাসিনী ও কর্মকারিনী... ছন্দবাসিনী ও ধজাহট... ছন্দবাসিনী ও মুহূর্তিকা... ছন্দবাসিনী ও ধনক্রীতা' পত্নী হব।" এভাবে ভিক্ষু বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[খণ্ডচক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

বদ্ধচক্কমূল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

৩৩৬. সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোক ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক পুরুষকে বলুন যে, আমি তার 'মুহূর্তিকা ও ধনক্রীতা'... 'মুহূর্তিকা ও ছন্দবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ভোগবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও পটবাসিনী'... 'মুহূর্তিকা ও উদকপাত্রমুখিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ওভটচুম্বট'... 'মুহূর্তিকা ও দাসী'... 'মুহূর্তিকা ও কর্মকারিনী'... 'মুহূর্তিকা ও ধজাহট' ভার্যা হব।" ভিক্ষু এভাবে বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[এককমূলক বর্ণনা সমাপ্ত]

[দ্বিবিধমূলক বর্ণনাদিও এককমূলক বর্ণনার ন্যায় বিস্তারিত জ্ঞাতব্য]

দশমূলক বর্ণনা

৩৩৭. সপরিদণ্ডিতা স্ত্রীলোক ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করে যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক পুরুষকে বলুন যে, আমি তার 'ধনক্রীতা... ছন্দবাসিনী... ভোগবাসিনী... পটবাসিনী... উদকপাত্রমুখিনী... ওভটচুম্বট... দাসী... কর্মকারিনী... ধজাহট... ও মুহূর্তিকা পত্নী হব।" ভিক্ষু এরূপে বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করলে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে সংবাদদাতাকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

[অপর সপরিদণ্ডিতা চক্ক বর্ণনা সমাপ্ত]

[সর্বচক্কপেয়্যাল সমাপ্ত]

৩৩৮. ১. ভিক্ষু সংবাদদাতা হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে

স্ত্রীলোককে প্রকাশ করলে এবং পুনঃ ফিরে এসে স্ত্রীলোকের কথা সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করলে ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। সংবাদদাতার হতে সংবাদ গ্রহণ করে গিয়ে স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করার পর পুনঃ ফিরে এসে সংবাদদাতাকে প্রকাশ না করলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। যদি কোনো স্ত্রীলোক স্বয়ং এরূপ বলে যে, "ভন্তে, আমি আপনার উপাসকের কিংবা অমুকের ভার্যা হব।" ভিক্ষু সেই স্ত্রীলোকের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন না করে নীরবতার সহিত উঠে এসে পুরুষকে উক্ত স্ত্রীলোক কর্তৃক যা বলা হয়েছে তা জ্ঞাত করলে ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। অপর দুইটি কারণ ব্যতীত ভিক্ষু শুধু সংবাদদাতা হতে সংবাদ গ্রহণ করলে 'দুক্কট' আপত্তি। ভিক্ষু সংবাদ নিয়ে গিয়ে স্ত্রীলোককে প্রকাশ করার পর পুনঃ ফিরে এসে স্ত্রীলোকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্বন্ধে প্রকাশ করলেও ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি। সংবাদ নিয়ে গিয়ে বলার পর ফিরে না আসলে 'দুক্কট' আপত্তি। ভিক্ষু গিয়ে সংবাদদাতার কথা স্ত্রীলোককে না বলে পুনঃ ফিরে এসে শুধু স্ত্রীলোকের কথা সংবাদদাতাকে জানালে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। ভিক্ষু সংবাদ গ্রহণ না করলে কিংবা গিয়ে প্রকাশ না করলে এবং পুনঃ ফিরে এসে জ্ঞাত না করলে ভিক্ষুর অনাপত্তি।

২. যদি কিছুসংখ্যক ভিক্ষু কোনো পুরুষ কর্তৃক এরূপ আদিষ্ট হয় যে—"ভন্তে, আপনারা গিয়ে অমুক স্ত্রীলোককে বলুন যে, সে আমার পত্নী হোক।" এরূপে আদিষ্ট হয়ে উক্ত পুরুষ হতে সবাই (উক্ত ভিক্ষুরা) সংবাদ গ্রহণ করে সকলে গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে সেই সংবাদ জানালে এবং বর্ণিত স্ত্রীলোক হতে সংবাদ এনে যদি সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করে, তাহলে সকল ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩. যদি কিছুসংখ্যক ভিক্ষু কোনো পুরুষ কর্তৃক এরূপ আদিষ্ট হয় যে—"ভন্তে, আপনারা গিয়ে অমুক স্ত্রীলোককে বলুন যে, সে আমার ভার্যা হোক।" এভাবে সংবাদদাতা হতে সবাই সংবাদ গ্রহণ করে সকলে গিয়ে স্ত্রীলোককে জ্ঞাত করার পর যদি সবাই না এসে মাত্র তাদের মধ্যে হতে একজনও এসে উক্ত স্ত্রীলোকের কথা পুরুষকে জ্ঞাত করে, তাহলে সকলের 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৪-৫. কোনো পুরুষ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সল্পসংখ্যক ভিক্ষু উক্ত পুরুষের সেই সংবাদ গ্রহণ করে তাদের মধ্যে হতে যদি একজন ভিক্ষুও গিয়ে তা বলে আসে, তাহলে সকলের 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি। আর যদি সকল ভিক্ষু সংবাদ গ্রহণ করে তাদের মধ্যে হতে শুধু একজন গিয়ে বলে এবং একজন মাত্র এসে স্ত্রীলোকের কথা পুরুষকে জ্ঞাত করে, তাহলেও সকলের

'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৬. কোনো ভিক্ষু পুরুষ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে বর্ণিত স্ত্রীলোককে প্রকাশ করার পর নিজে না এসে অন্তেবাসীর (শিষ্যের) মাধ্যমে সংবাদদাতাকে স্ত্রীলোকের কথা জ্ঞাত করলে ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৭-৮. কোনো পুরুষ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ভিক্ষু সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে স্ত্রীলোককে প্রকাশ করার পর স্বয়ং না এসে অন্তেবাসী কর্তৃক স্ত্রীলোকের কথা সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করলে ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। আর যদি ভিক্ষু নিজে সংবাদ গ্রহণ করে অন্তেবাসীকে পাঠিয়ে সংবাদদাতার কথা স্ত্রীলোককে জ্ঞাপন করে এবং স্ত্রীলোকের সংবাদ আদিষ্ট ভিক্ষু স্বয়ং এসে সংবাদদাতাকে প্রকাশ করে, তাহলেও ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৯. কোনো ভিক্ষু পুরুষ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সংবাদ গ্রহণ করে পুরুষের সংবাদ অন্তেবাসীর দ্বারা স্ত্রীলোককে জানালে এবং যদি অন্তেবাসী ফিরে এসে আচার্য বা আদিষ্ট ভিক্ষুকে স্ত্রীলোকের সংবাদ না জানায়ে নিজে সংবাদদাতাকে জ্ঞাত করে, তাহলে উভয়ের 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়।

৩৩৯. সংবাদদাতা হতে সংবাদ গ্রহণ করে গিয়ে স্ত্রীলোককে বলার পর পুনঃ ফিরে এসে সংবাদদাতাকে না বললে, ভিক্ষুর 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। সংবাদ গ্রহণ না করে স্ত্রীলোককে গিয়ে প্রকাশ করার পর সংবাদদাতাকে এসে বললে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। পুরুষ হতে সংবাদ গ্রহণ করে সেই সংবাদ গিয়ে প্রকাশ করার পর ফিরে এসে স্ত্রীলোকের কথা পুরুষকে জানালে, ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। ত্রিবিধ কারণ রহিত থাকলে অর্থাৎ সংবাদ গ্রহণ ও গিয়ে প্রকাশ না করলে এবং ফিরে এসে না বললে, ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৩৪০. **অনাপত্তি :** ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে, চৈত্য নির্মাণের উদ্দেশ্যে, অসুস্থ ভিক্ষুর ওষুধাদি আনয়নের জন্যে ও করণীয় কার্যাদির নিমিত্তে গমন করলে উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের অনাপত্তি।

বিনীতবত্থু-উদান গাথা

ঘুমন্ত, মৃত, নিষ্ক্রমণ, স্ত্রীত্বহীন নারী আর স্ত্রী-নপুংসকে,
কলহ শেষে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণ, সৌহার্দতা রাখে উভয় নপুংসকে।

বিনীত বত্থু

৩৪১. ১. সে সময়ে জনৈক পুরুষ অন্যতর ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করলেন, "ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক স্ত্রীলোককে এরূপ জ্ঞাত করুন।" সেই ভিক্ষু গিয়ে মানুষদের নিকটে জিজ্ঞেস করলেন, "অমুক নামীয়া স্ত্রীলোক কোথায়?" "ভন্তে, সে ঘুমন্ত অবস্থায় আছে।" সে ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদয় হলো : 'আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?' ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু তোমার 'দুক্কট' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নয়।"

২. সে সময়ে জনৈক পুরুষ ভিক্ষুকে এরূপ বলে প্রেরণ করলেন যে—"ভন্তে, আপনি গিয়ে অমুক নামীয়া স্ত্রীলোককে ইহা জ্ঞাপন করুন।" সেই ভিক্ষু গিয়ে মানুষদের নিকট হতে জিজ্ঞেস করলেন, "অমুক নামীয়া স্ত্রীলোক কোথায়?" ভন্তে সে 'মৃতা... নিষ্ক্রান্তা... স্ত্রী-নপুংসকা... স্ত্রী লক্ষণহীনা।' ইহাতে সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদিত হলো—"আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'দুক্কট' হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

৩. সে সময়ে জনৈকা স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত ঝগড়া করে পিত্রালয়ে আসলে, কুলে উপস্থিত ভিক্ষু সেই স্ত্রীলোককে নিন্দা ও ধিক্কার দিয়ে স্বামীর সহিত পুনরায় মিলন করিয়ে দিলেন। এ হেতু কুলে উপস্থিত ভিক্ষুর মনে এরূপ সন্দেহ উদিত হলো—"আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, নিন্দা করে মিলন করিয়ে দেওয়া-হেতু তোমার অনাপত্তি।"

৪. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু নপুংসককে কামবিষয়ক কথাবার্তা বলেছিলেন। এ হেতু তার মনে এরূপ সন্দেহ উদিত হলো—"আমি কি ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত শিক্ষাপদের মধ্যে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তিতে আপত্তিগ্রস্ত হয়েছি?" ভগবানকে ইহা জ্ঞাত করলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তোমার 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়েছে; 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি নহে।"

[পঞ্চম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

ষষ্ঠ সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা

৬. কুটিকার সিক্‌খাপদ

(কুটির নির্মাণ সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদ)

[স্থান : রাজগৃহ]

৩৪২. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহস্থ বেলুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে আলবক নামীয় ভিক্ষুগণ[1] আবাস নির্মাণের বিবিধ উপকরণাদি স্বয়ং যাচঞা করে নিজেদের উদ্দেশ্যে দায়ক ও মালিক ব্যতীত প্রমাণাতিরিক্ত কুটির নির্মাণ করাচ্ছিলেন। সেই আলবক ভিক্ষুরা দায়কদের নিকটে চাওয়ার কিংবা যাওয়ার শেষ ছিল না। "তারা কর্মচারী দিন, কর্মচারীদের বেতন দিন, গরু দিন, শকট দিন, বাটালি দিন, কুঠারী দিন, কুদাল দিন, রন্দা দিন, বল্লি দিন, বাঁশ দিন, মুঞ্জ[2] দিন, দড়ি দিন, তৃণ দিন, মৃত্তিকা দিন" এভাবে বিবিধ উপকরণাদি যাচঞা করে যাচঞাবহুল ও বিজ্ঞপ্তি[3]বহুল হয়ে বিচরণ করছিলেন। জনগণ আলবক ভিক্ষুদের দ্বারা উৎপীড়ত ও উপদ্রুত হয়ে ভিক্ষু দেখলে উদ্বিগ্ন, আতঙ্কিত হয়ে পলায়ন করছিলেন; তারা যে রাস্তা দিয়ে গমন করতেন, সেই রাস্তা ছেড়ে দিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হতেন, পিছন দিকে ফিরে যেতেন। ভিক্ষু দেখলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন, দরজা বন্ধ করে দিতেন। এমনকি ভিক্ষু মনে করে দূর হতে রক্তবর্ণের গাভী আসতে দেখতে সত্বর পলায়ন করতেন।

অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ রাজগৃহে বর্ষাবাস যাপন শেষ করে আলবীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন। আনুক্রমিক গমন করে যে স্থানে আলবী তথায় পৌঁছলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আলবীর অগ্গালব নামক চৈত্যে

---

[1]. আলবক নামক রাজ্যে জাত যে সকল কুলপুত্র বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হয়েছিলেন, তাদেরকে সে সময়ে আলবক ভিক্ষু নামে ডাকা হত।

[2]. চটি, সেন্ডেল ইত্যাদি তৈরি করার জন্যে যে সকল তৃণ ব্যবহার করা হয়।

[3]. কায় ও বাক্য ভেদে বিজ্ঞপ্তি দ্বিবিধ। কায়বিজ্ঞপ্তি বলতে দৈহিক অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাকে বুঝায়। আর বাক্যবিজ্ঞপ্তি বলতে মৌখিক ভাষা প্রয়োগে মনের ভাব প্রকাশ করাকে বুঝায়। [পারাজিকা অট্‌ঠকথা]

অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ পূর্বাহ্ণ সময়ে বহির্গমনোপযোগী চীবর পরিধান করে পাত্রচীবর নিয়ে আলবীতে ভিক্ষান্নের জন্যে প্রবেশ করলেন। মানুষেরা মহাকাশ্যপ স্থবিরকে দেখে উদ্বিগ্ন, আতঙ্কিত হয়ে পলায়ন করতে লাগলেন, তারা যে রাস্তা দিয়ে গমন করছিলেন, সেই রাস্তা ছেড়ে দিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন, পিছন দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন; দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ স্থবির পিণ্ডান্ন সংগ্রহ শেষে আহার কৃত্য সমাপন করে অপরাহ্ণ সময়ে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন, "আবুসোগণ, পূর্বে এই আলবী রাজ্যে ভিক্ষান্ন সুলভ ও সুভিক্ষ ছিল এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহের মাধ্যমে জীবন-যাপন করা অতি সহজ ছিল; কিন্তু এখন দেখছি, এই আলবীতে ভিক্ষান্ন দুর্লভ হয়ে পড়েছে। ভিক্ষান্ন সংগ্রহের মাধ্যমে জীবন-যাপন করাও অতি দুষ্কর।" "আবুসোগণ, কোন হেতুতে, কোন কারণে এখন আলবীতে ভিক্ষান্ন দুর্লভ; কেনই বা ভিক্ষান্ন সংগ্রহের মাধ্যমে জীবন-যাপন করা অতি কষ্টসাধ্য হয়েছে?" তখন সেই আলবীর ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ স্থবিরকে ইহার কারণ সবিস্তারে বুঝিয়ে বললেন।

৩৪৩. অনন্তর ভগবান রাজগৃহে যথাভিরুচি বিহার (অবস্থান) করে আলবীর দিকে বিচরণের নিমিত্তে প্রস্থান করলেন। আনুপূর্বিক বিচরণ করার পর আলবীতে পৌঁছলেন। ভগবান আলবীর অগ্গালব নামক চৈত্যে বিহার করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ স্থবির ভগবানের নিকট গিয়ে ভগবানকে এই বিষয়ে নিবেদন করলেন। অতঃপর ভগবান এই নিদানে, এই কারণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে আলবক ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যই কি ভিক্ষুগণ, তোমরা নাকি স্বয়ং কুটির নির্মাণের উপকরণাদি যাচঞা করে নিজেদের উদ্দেশ্যে দাতা ব্যতীত প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করতেছ? তোমাদের নাকি দায়কদের নিকটে যাওয়ার শেষ নেই। তোমরা নাকি আমাদেরকে কর্মচারী দিন, কর্মচারীদের বেতন দিন, গরু দিন, শকট দিন, বাটালি দিন, কুঠারী দিন, কুদাল দিন, রন্দা দিন, বল্লি দিন, বাঁশ দিন, মুঞ্জ দিন, দড়ি দিন, তৃণ দিন, মৃত্তিকা দিন" এরূপে বিবিধ উপকরণাদি যাচঞা করে যাচঞাবহুল ও বিজ্ঞপ্তিবহুল হয়ে বিচরণ করতেছ। জনগণ যাচঞা ও বিজ্ঞপ্তি-বহুলতার কারণে উৎপীড়িত ও উপদ্রুত হয়ে ভিক্ষু দেখলে উদ্বিগ্ন, আতঙ্কিত হয়ে পলায়ন করছে। তারা যে রাস্তা দিয়ে গমন করে, সেই রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে; পিছন দিক দিয়ে ফিরে যাচ্ছে। ভিক্ষু

দেখলে নাকি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে; দরজা বন্ধ করছে। এমনকি দূর হতে রক্তবর্ণের গাভী দেখলে ভিক্ষু মনে করে সত্ত্বর পলায়ন করছে?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য।"

ভগবান ইহা বড়ই গর্হিত বলে নিন্দা করে সেই ভিক্ষুদেরকে বললেন, "মোঘপুরুষগণ, কেন তোমরা নিজেরাই কুটির নির্মাণের উপকরণাদি যাচঞা করে নিজেদের জন্যে দাতা ব্যতীত প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করতে গেলে? কেনই বা দায়কদের নিকটে তোমাদের যাওয়ার কিংবা চাওয়ার শেষ নেই। কেনই বা তোমরা যাচঞাবহুল ও বিজ্ঞপ্তিবহুল হয়ে এরূপে বিচরণ করতেছ—'আমাদেরকে কর্মচারী দিন, কর্মচারীদের বেতন দিন, গরু দিন, শকট দিন, বাটালি দিন, কুঠারী দিন, কুদাল দিন, রন্দা দিন, বল্লি দিন, বাঁশ দিন, মুঞ্জ দিন, দড়ি দিন, তৃণ দিন, মৃত্তিকা দিন।" তোমাদের এ ধরনের লোভযুক্ত হীন আচরণে অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, মোঘপুরুষগণ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।" ভগবান এভাবে নিন্দা করে ধর্মোপদেশ উত্থাপন করে সকল ভিক্ষুকে আহ্বান করে বলতে লাগলেন :

৩৪৪. "হে ভিক্ষুগণ, অতীতে দুই সহোদর ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করে গঙ্গা নদীকে আশ্রয় করে অবস্থান করতেছিলেন। তখন মণিকণ্ঠ নামক নাগরাজ গঙ্গা নদী হতে উঠে যেখানে কনিষ্ঠ ঋষি সেখানে উপস্থিত হয়ে কনিষ্ঠ ঋষিকে চতুর্দিকে সাতবার বেষ্টন করে মস্তকোপরি বিশাল ফনা বিস্তার করে স্থিত থাকত। ভিক্ষুগণ, তখন কনিষ্ঠ ঋষি সেই নাগের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে কৃশ, রুক্ষ, দুবর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেলেন ও সে ধমনিজালে আবৃত হলো এবং হতাশায়—বিষন্নতায়, দুঃখী-দুর্মনায় ও মনস্তাপে দগ্ধ হতে লাগলেন। ভিক্ষুগণ, এর কিছুদিন পর জ্যেষ্ঠ ঋষি কনিষ্ঠ ঋষিকে কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ ও তাকে শিরা-উপশিরায় আচ্ছন্ন হতে দেখলেন এবং কনিষ্ঠ ঋষি যে, হতাশায়-বিষন্নতায়, দুঃখী-দুর্মনায় ও মনস্তাপে দগ্ধ হচ্ছেন তা অনুভব করলেন। অনুভব করে কনিষ্ঠ ঋষিকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "হে সন্ন্যাসী, কী কারণে তুমি কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যাচ্ছ; কেনই বা তোমার দেহ ধমনিজালে আবৃত হচ্ছে; কেনই বা তুমি হতাশায়-বিষন্নতায়, দুঃখী-দুর্মনায় ও মনস্তাপে দগ্ধ হচ্ছ?" তখন কনিষ্ঠ ঋষি জ্যেষ্ঠ ঋষিকে তার কারণ বর্ণনা করলেন এভাবে : "হে আর্য, এখানে মনিকণ্ঠ নামক এক নাগ রাজা গঙ্গা নদী হতে উঠে এসে যেখানে আমি অবস্থান করি, সেখানে উপস্থিত হয়ে

আমাকে সাতবার পরিবেষ্টন করে আমার মস্তকোপরি বিশাল ফনা বিস্তার করে স্থিত থাকে। "হে আর্য, আমি সেই নাগের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যাচ্ছি; আমার দেহ শিরা-উপশিরায় আচ্ছাদিত হচ্ছে এবং আমি হতাশায়-বিষন্নতায়, দুঃখী-দুর্মনা হয়ে মনস্তাপে দগ্ধ হচ্ছি।"

"হে সন্ন্যাসী, তুমি কি সেই নাগের অনাগমনের ইচ্ছা কর?" "হ্যাঁ আর্য, আমি সেই নাগের অনাগমনের ইচ্ছা করি।" "তুমি কি সেই নাগের অতিমূল্যবান কিছু দেখেছ?" "হ্যাঁ আর্য, আমি সেই নাগকে কণ্ঠে মণি অলংকৃতাবস্থায় দেখেছি।" "তাহলে তুমি সেই নাগ হতে সেই মণি যাচঞা করবে এই বলে : "হে নাগরাজ, আমাকে মণি দিন; আমার মনি প্রয়োজন।"

অতঃপর ভিক্ষুগণ, মণিকণ্ঠ নাগরাজা গঙ্গানদী হতে উঠে যে স্থানে কনিষ্ঠ ঋষি তথায় উপস্থিত হয়ে একপাশে স্থিত হলো। একপাশে স্থিত মণিকণ্ঠ নাগরাজাকে কনিষ্ঠ ঋষি এরূপ বললেন, "হে বন্ধু, আমাকে আপনার মণি দিন; আমার মণি দরকার।" তখন ভিক্ষুগণ, মণিকণ্ঠ নাগরাজা এরূপ ভাবলেন, "এই ঋষি আমার মণি যাচঞা করছেন; মণি নাকি উনার প্রয়োজন।" ইহা ভেবে ক্ষিপ্রবেগে চলে গেলেন। দ্বিতীয়বারও যখন নাগরাজা গঙ্গা নদী হতে উঠে এসে কনিষ্ঠ ঋষির নিকটে আগমন করছিল, তখন কনিষ্ঠ ঋষি দূর হতে সেই নাগরাজাকে আসতে দেখে মণি যাচঞা করে এরূপ বললেন, "হে বন্ধু, আপনার মণি আমাকে দেন; মণি আমার প্রয়োজন।" তখন ঋষি নাগরাজার মণি যাচঞা করায় নাগরাজ এরূপ ভাবলেন, "এই সন্ন্যাসী আমার মণি যাচঞা করছেন; মণি উনার প্রয়োজন।" ইহা ভেবে সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করলেন। তৃতীয়বারও মণিকণ্ঠ নাগরাজাকে গঙ্গা নদী হতে উঠার সময় কনিষ্ঠ ঋষি নাগরাজ হতে সেই মণি যাচঞা করে এরূপ বললেন, "হে বন্ধু, আপনার মণি আমাকে দিন; মণি আমার প্রয়োজন।" তখন ভিক্ষুগণ, মণিকণ্ঠ নাগরাজা কনিষ্ঠ ঋষিকে গাথায় এরূপ ভাষণ করলেন :

উৎকৃষ্ট পানাহার মম বিপুল সম্পত্তি,
এই মণির গুণে হয় সর্বদা উৎপত্তি।
দিব না তোমাকে মণি অতিরিক্ত যাচঞাতে,
এই হেতু আসব না তোমার এই আশ্রমেতে।
তীক্ষ্ণ অসি হাতে যথা ভয় দেখায় যুবকে,
বার বার মণি চেয়ে আমারও ভীতি তোমাকে।

দিব নাকো তোমায় মণি মাত্রাতিরিক্ত যাচঞাতে,
এই হেতু আর আসব নাকো তোমার এই আশ্রমেতে।

অনন্তর ভিক্ষুগণ, মণিকণ্ঠ নাগরাজা 'সন্ন্যাসী মণি যাচঞা করছেন; মণি নাকি উনার প্রয়োজন। এরূপ বলে সেখান হতেই প্রস্থান করলেন। সেই হতে পরবর্তী সময়ে উক্ত স্থানে পুনঃ আগমন করলেন না। তখন হে ভিক্ষুগণ, কনিষ্ঠ ঋষি সেই নাগের অদর্শন-হেতু দুঃখী-দুর্মনা হয়ে কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ ও ধমনিজালে আচ্ছন্ন হয়ে হতাশায়-বিষন্নতায় ও মনস্তাপে দগ্ধ হতে লাগলেন। তখন জ্যেষ্ঠ ঋষি কনিষ্ঠ ঋষিকে দুঃখী-দুর্মনা হয়ে কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ পাণ্ডুবর্ণ, শিরা-উপশিরায় আচ্ছন্ন এবং হতাশায়-বিষন্নতায়, মনস্তাপে দগ্ধ হতে দেখলেন। এরূপ দেখে কনিষ্ঠ ঋষিকে ইহার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন কনিষ্ঠ ঋষি ইহার কারণ বললেন, "আমি সেই নাগের অদর্শন-হেতু দুঃখী-দুর্মনা হয়ে কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ ও ধমনিজালে আচ্ছন্ন হয়ে হতাশায়-বিষন্নতায়, মনস্তাপ ভোগ করতেছি।" অতঃপর ভিক্ষুগণ জ্যেষ্ঠ ঋষি কনিষ্ঠ ঋষিকে এই গাথাটি ভাষণ করলেন,

করবে নাকো যাচঞা তুমি, প্রিয় কারো দ্রব্যকে,
অপ্রিয় হয় সে জন, জান প্রিয় বস্তু যাচঞাতে।
নাগরাজের প্রিয় মণি যাচঞা করে ব্রাহ্মণে,
বঞ্চিত হয় মণিকণ্ঠ নাগরাজের দর্শনে।

হে ভিক্ষুগণ, যেখানে যাচঞাবহুল ও বিজ্ঞপ্তি-বহুলতার কারণে তির্যগ্‌প্রাণীদের নিকট অপ্রিয় হতে হয়, সেখানে মনুষ্যগণের কথাই বা কি?

৩৪৫. হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে জনৈক ভিক্ষু হিমালয়ের পাশে এক অরণ্যে অবস্থান করত। সেই অরণ্যের অদূরে ছিল বিশাল এক নিম্নগামী স্রোতবাহী হ্রদ। তখন সেই অরণ্যে এক ঝাঁক পাখির দল বাসা তৈরি করে বাস করত। অতঃপর ভিক্ষুগণ, উক্ত ভিক্ষু সেই পাখীদের শব্দে উৎপীড়িত হয়ে যেখানে আমি রয়েছি, সেখানে উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন ও সম্মান প্রর্দশন করে একপাশে উপবেশন করল। একপাশে উপবিষ্ট উক্ত ভিক্ষুকে আমি এরূপ জিজ্ঞেস করলাম, "হে ভিক্ষু, তুমি সুস্থ আছ তো? কুশলে আছ তো? আসার সময়ে দীর্ঘপথে কোনো ধরনের ক্লিষ্ট হওনি তো? কোথা হতে তুমি আগমন করছ?" তখন সে উত্তর দিল, "ভগবান, আমি সুস্থ আছি, কুশলে আছি; আসার সময়ে আমার তেমন কোনো কষ্ট হয়নি। ভন্তে, হিমালয়ের পাশে এক মহারণ্য আছে। সেই অরণ্যের অনতিদূরে বিশাল এক নিম্ন দিকে

স্রোতবাহী হ্রদ রয়েছে। ভন্তে, মহাপাখির দল সেই হ্রদে দিনের বেলায় আহারাদি অন্বেষণ করে রাত্রিতে সেই অরণ্যে অবস্থান করে। সেই দলবদ্ধ পাখিদের শব্দে প্রায় আমি উৎপীড়িত। ভগবান আমি সে-স্থান হতে আগমন করেছি।” “ভিক্ষু, তুমি কি সেই দলবদ্ধ পাখিদের অনাগমন ইচ্ছা কর?” “হ্যাঁ ভন্তে, ইচ্ছা করি।” “তাহলে ভিক্ষু, তুমি তথায় গিয়ে সেই মহারণ্যে প্রবেশ করে রাত্রির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যামে তিনবার উচ্চ ও মহাশব্দ করে এরূপ বলবে, “হে পাখির দল, তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর। আমার পাত্র দরকার; যাবৎ এই অরণ্যে বাস করবে, তাবৎ একেক জন একেকটি পাত্র আমাকে দিতে হবে।”

অতঃপর ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু ভগবানের কথায় সন্তুষ্টি হয়ে সেই অরণ্যে গিয়ে ভগবানের নির্দেশানুযায়ী রাত্রির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যামে তিনবার উচ্চ ও মহাশব্দে বলল, “হে পাখির দল, তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমার পাত্রের দরকার; যাবৎ এই অরণ্যে বাস করবে, তাবৎ একেক জন একেকটি পাত্র দিবে।” তখন ভিক্ষুগণ, সেই পাখির দল রাত্রির তিন যামে তিনবার এরূপ শব্দ শ্রবণ করে তাদের এরূপ চিন্তা উদয় হলো : “এই ভিক্ষু পাত্র যাচঞা করছেন; পাত্র নাকি উনার প্রয়োজন।” এরূপ চিন্তা করার পর সেই পাখির দল সেখান হতে চিরতরে চলে গেল। পুনর্বার সেই অরণ্যে আসল না।

“হে ভিক্ষুগণ, যে স্থানে যাচঞাবহুল ও বিজ্ঞপ্তি-বহুলতার কারণে পক্ষীদের অপ্রিয় হতে হয়, সেখানে মানুষদের কথাই বা কি?

৩৪৬. হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে রাষ্ট্রপাল কুলপুত্রের পিতা রাষ্ট্রপালকে এই গাথা যোগে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

“হে রাষ্ট্রপাল,

দরকারি বস্তু পেতে, বহুজন আসে নিকটে আমার,
চিনি না আমি তাদের।

হে বৎস,

তুমিও কেন সেরূপে যাচঞা কর না নিকটে আমার?

তখন পিতার এরূপ জিজ্ঞাসায় পুত্র রাষ্ট্রপাল পিতাকে গাথাযোগে এরূপ উত্তর দিল :

‘যাচক অপ্রিয় হয়, করলে যাচঞা দাতার কাছে;
অক্ষমতায় অপ্রিয় হয়, যাচক প্রার্থীর কাছে।

সে হেতু না করি যাচঞা, অপ্রিয় হতে আপনার;
দ্বেষ চিত্তের উদয় না হোক, জন্ম আপনার।

হে ভিক্ষুগণ, সেই রাষ্ট্রপাল কুলপুত্র নিজের পিতাকে এরূপ বলেছিল। কিরূপে অন্যজনের নিকট সে অধিক কিছু যাচঞা করবে?

৩৪৭. "হে ভিক্ষুগণ, যেখানে গৃহীদের পক্ষে তাদের পরিভোগ্য দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করা অতি দুষ্কর, অতি কষ্টসাধ্য; সেখানে কী করে এই মোঘপুরুষগণ, গৃহীদের কাছে যাচঞাবহুল ও বিজ্ঞপ্তিবহুল হয়ে এরূপে বিচরণ করছে—'কর্মচারী দিন, কর্মচারীদের বেতন দিন, গরু দিন, শকট দিন, বাটালি দিন, কুঠারী দিন, কুদাল দিন, রন্দা দিন, বল্লি দিন, বাঁশ দিন, মুঞ্জ দিন, দড়ি দিন, তৃণ দিন, মৃত্তিকা দিন'। মোঘপুরুষগণ, তোমাদের এধরনের লোভযুক্ত হীন আচরণের দ্বারা অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপন্নে এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, মোঘপুরুষগণ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায় হবে।"

অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে এরূপে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত হিতকর। সেহেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের নিমিত্তে এই শিক্ষাপদটি নির্দেশ করছি :

৩৪৮. "সঞ্ঞাচিকায পন ভিকখুনা কুটিং কারযমানেন অস্সামিকং অত্তুদ্দেসং পমাণিকা কারেতব্বা। তত্রিদং পমাণং—দীঘসো দ্বাদস ৰিদত্থিযো,

সুগতৰিদত্থিযা; তিরিযং সত্তন্তরা। ভিক্খূ অভিনেতব্বা ৰত্থুদেসনায। তেহি ভিক্খূহি ৰত্থু দেসেতব্বং—অনারম্ভং সপরিক্কমনং। সারম্ভে চে ভিক্খু ৰত্থুস্মিং অপরিক্কমনে সঞ্ঞাচিকায কুটিং কারেয্য, ভিক্খূ ৰা অনভিনেয্য ৰত্থুদেসনায, পমাণং ৰা অতিক্কামেয্য, সঙ্ঘাদিসেসো”তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো ভিক্ষু দাতা ব্যতীত নিজের জন্যে কুটিরাদি প্রভৃতি নির্মাণ করাতে ইচ্ছা করে, তবে তা এরূপ পরিমাণ অনুযায়ী করতে হবে—‘বাইরের অংশের দৈর্ঘ্যে ভগবানের বিঘতে ১২ বিঘত অথবা মধ্যম পুরুষের হাতে ১৮ হাত এবং প্রস্থে ভেতরের মাপ ভগবানের বিঘতে ৭ বিঘত কিংবা মধ্যম পুরুষের হাতে সাড়ে দশ হাত। কুটিরাদি নির্মাণ স্থানটির ভালো-মন্দ যাচাই করার জন্যে ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করতে হবে। ভিক্ষুগণ এসে সেই স্থানে পিপীলিকাদি কীট-পতঙ্গ ও কোনো হিংস্র জন্তুর উপদ্রবাদি অন্তরায় রয়েছে কি না দেখতে হবে। এবং কুটির নির্মাণের স্থানটির চতুর্পাশে অন্তত দ্বি-চাকাবিশিষ্ট শকট চতুর্দিকে ঘুরতে পারে মতো জায়গা রেখে এমন উপযুক্ত স্থান ‘ঞত্তিদুতিয় কর্মবাচা’ পাঠ করে অনুমোদন করবে। নতুবা কোনো ভিক্ষু উক্ত নিয়ম অমান্য করে দোষযুক্ত স্থানে কুটির নির্মাণ করলে স্থান নির্বাচনের জন্যে ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান না করলে এবং পরিমাণ অতিক্রম করলে উক্ত ভিক্ষুর ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হবে।”

৩৪৯. **‘সঞ্ঞাচিকা’** বলতে ‘আমাকে কর্মচারী দিন, কর্মচারীদের বেতন দিন, গরু দিন, শকট দিন, বাটালি দিন, কুঠারী দিন, কুদাল দিন, রন্দা দিন, বল্লি দিন, বাঁশ দিন, মুঞ্জ দিন, দড়ি দিন, তৃণ দিন, মৃত্তিকা দিন” এরূপে গৃহনির্মাণের উপকরণাদি স্বয়ং যাচঞা করাকে বুঝায়।

‘কুটি’ অর্থে অবস্থান করতে পারে এমন আবাসের ভেতরে বা বাইরে অথবা আবাসের সর্বত্রে কংকর, সিমেন্ট, বালি, জলাদি একত্রে মিশিয়ে প্লাস্টার করা বা মাটি দ্বারা প্রলেপনকে বুঝায়।

‘কারযমানেনাতি’ অর্থে নিজে কুটিরাদি নির্মাণ করে কিংবা অন্যের দ্বারা নির্মাণ করায় ।

‘অস্সামিকন্তি’ বলতে স্ত্রীলোক, পুরুষ, গৃহস্থ, প্রব্রজিত কিংবা অন্য কেউ মালিক অর্থাৎ অধিকারী হতে পারে না।

‘অত্তুদ্দেসন্তি’ অর্থে নিজের প্রয়োজনে বা নিজের উদ্দেশ্যে ।

‘পমাণিকা কারেতব্বা তত্রিদং পমাণং—দীঘসো দ্বাদস, বিদত্থিযো সুগতবিদত্থিযাতি’ বলতে মাটি বা পাকা কুটিরাদি বিহার প্রভৃতি নির্মাণ করতে হলে এই প্রমাণে করতে হবে—দৈর্ঘ্যে ভগবানের বিঘতে ১২ বিঘত। ইহাই

কুটিরের বাইরের পরিমাপ।

'তিরিযং সত্তন্তরাতি' বলতে প্রস্থে কুটিরের ভিতরের পরিমাপ হবে ভগবানের বিঘতে ৭ বিঘত।

'ভিক্খূ অভিনেতব্বা বত্থুদেসনাযাতি' বলতে এখানে কুটির নির্মাণকারী ভিক্ষু কুটির নির্মাণের স্থান পরিষ্কার করে ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনা জানায়ে উৎকুটিক বা পদতলের উপর ভর দিয়ে বসে হাতজোড় করে এরূপ বলতে হবে : 'ভন্তে সংঘ, আমি দাতা ব্যতীত নিজের উদ্দেশ্যে গৃহনির্মাণের উপকরণাদি স্বয়ং সংগ্রহ করে কুটির নির্মাণের জন্য ইচ্ছুক হয়েছি। ভন্তে সংঘ, আমি সংঘকে সেই কুটির নির্মাণের স্থান (ভূমি) পরীক্ষা করার জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি। মাননীয় সংঘ, আমি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার সেই স্থানটি পর্যবেক্ষণ করার জন্যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করছি। যদি মাননীয় সংঘ কুটির নির্মাণের স্থান পর্যবেক্ষণ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে মাননীয় সংঘ কর্তৃক সেই স্থানটি পর্যবেক্ষণ করা উচিত বলে মনে করছি। আর যদি সংঘ সেই স্থান পর্যবেক্ষণ করতে ইচ্ছা না করেন, তাহলে সংঘমধ্যে যে সকল ভিক্ষু দক্ষ ও সমর্থ তাঁদেরকে তথায় প্রেরণ করে হিংস্র পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রব-নিরূপদ্রব এবং কুটিরের চালের জল পতিত স্থানে এক চাকা ও বাইরে একচাকা এই দুই চাকাবিশিষ্ট শকট কুটিরের চতুর্পাশে ঘুরতে পারে এমন উপযুক্ত-অনুপযুক্ত স্থান জানতে সম্মতি হওয়ার জন্যে সংঘের সমীপে প্রার্থনা জানাচ্ছি।

হে ভিক্ষুগণ, এরূপে সম্মতি দেওয়া কর্তব্য; দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক সংঘকে এভাবে জ্ঞাত করাতে হবে :

৩৫০. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামীয় ভিক্ষু গৃহনির্মাণের উপকরণাদি সংগ্রহ করে দাতা ব্যতীত নিজের উদ্দেশ্যে কুটির নির্মাণের জন্যে ইচ্ছুক হয়েছেন। সেই ভিক্ষু সংঘকে কুটির নির্মাণের স্থান পর্যবেক্ষণ করার জন্যে প্রার্থনা করছেন। যদি সংঘের উপযুক্ত সময় হয়, তাহলে সংঘ অমুক অমুক নামীয় ভিক্ষুকে এই নামীয় ভিক্ষুর আবাস নির্মাণের স্থান পর্যবেক্ষণ করতে সম্মতি দিতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই নামীয় ভিক্ষু কুটির নির্মাণের উপকরণাদি স্বয়ং সংগ্রহ করে দাতা ব্যতীত নিজের উদ্দেশ্যে কুটির নির্মাণের জন্যে ইচ্ছুক হয়েছেন। সেই ভিক্ষু সংঘকে কুটির নির্মাণের

স্থান পর্যবেক্ষণ করতে প্রার্থনা করছেন। সংঘ সেই ভিক্ষুর কুটির নির্মাণের স্থান (ভূমি) পর্যবেক্ষণ করতে অমুক অমুক ভিক্ষুকে অনুমতি প্রদান করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক অমুক ভিক্ষুকে উক্ত ভিক্ষুর কুটির নির্মাণের স্থান পর্যবেক্ষণ করতে অনুমতি প্রদান করা উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না; তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় ব্যক্ত করবেন।

ধারণা : অমুক নামীয় ভিক্ষুর কুটির নির্মাণের স্থান পর্যবেক্ষণ করতে অমুক অমুক ভিক্ষু মাননীয় সংঘ কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন। সংঘ এই প্রস্তাব যথাযথ মনে করে নীবর রয়েছেন—আমি এরূপ ধারণা করছি।

৩৫১. মাননীয় সংঘ কর্তৃক যে সকল ভিক্ষু অনুমতি প্রাপ্ত হবেন, সে সকল ভিক্ষু কুটির নির্মাণের স্থানে গিয়ে আবাস নির্মাণের স্থান পর্যবেক্ষণ করে সেই স্থানের সুবিধা-অসুবিধা এবং হিংস্র পশু-পক্ষী, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রব-নিরূপদ্রব জানা কর্তব্য। যদি সেই স্থান কুটির নির্মাণের জন্যে অনুপযুক্ত হয় এবং হিংস্র পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রব আছে বলে মনে হয়, তাহলে 'এইস্থানে কুটির নির্মাণ করবেন না' এরূপ বলা কর্তব্য। আর যদি সেই স্থান কুটির নির্মাণের জন্যে উপযুক্ত হয় এবং হিংস্র পশু-পক্ষী, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রব না থাকে, তাহলে 'এইস্থান কুটির নির্মাণের পক্ষে উপযোগী এবং হিংস্র পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রব নেই বলে যথার্থ' এরূপে সংঘকে প্রকাশ করতে হবে। তখন কুটির নির্মাণকারী ভিক্ষু সংঘ সমীপে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পাদমূলে অভিবাদন করে উৎকুটিক হয়ে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপ বলতে হবে : 'মাননীয় সংঘ, আমি দাতা ব্যতীত নিজের উদ্দেশ্যে বাসগৃহ নির্মাণের উপকরণাদি স্বয়ং সংগ্রহ করে কুটির নির্মাণের জন্য ইচ্ছুক হয়েছি। আমি সংঘকে কুটিরের স্থানটি অনুমোদন করার জন্যে যাচঞা করছি। এরূপে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার যাচঞা করা কর্তব্য। দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু দ্বারা সংঘকে এরূপে প্রস্তাব জ্ঞাপন করাবে :

৩৫২. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই নামীয় ভিক্ষু আবাস নির্মাণের উপকরণাদি স্বয়ং সংগ্রহ করে দাতা ব্যতীত নিজের উদ্দেশ্যে কুটির নির্মাণের জন্যে ইচ্ছুক হয়েছেন। সেই ভিক্ষু সংঘ সমীপে কুটির নির্মাণের স্থানটি অনুমোদন করার জন্যে প্রার্থনা করছেন। যদি সংঘ উপযুক্ত সময় মনে করেন, তাহলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুর কুটির নির্মাণের স্থানটি অনুমোদন করতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক ভিক্ষু দাতা ব্যতীত নিজের উদ্দেশ্যে বাসগৃহ নির্মাণের উপকরণাদি স্বয়ং সংগ্রহ করে কুটির নির্মাণের জন্যে ইচ্ছুক হয়েছেন। তিনি সংঘকে কুটির নির্মাণের স্থানটি অনুমোদন করার জন্যে প্রার্থনা করছেন। সংঘ সেই ভিক্ষুর কুটির নির্মাণের স্থানটি অনুমোদন করছেন। যেই আয়ুষ্মান সেই ভিক্ষুর কুটির নির্মাণের স্থান অনুমোদন করা উচিত বলে মনে করেন; তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না; তিনি নিজের বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

ধারণা : মাননীয় সংঘ কর্তৃক অমুক ভিক্ষুর কুটির নির্মাণের স্থানটি অনুমোদন করা হয়েছে। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত বলে মনে করে নীবর রয়েছেন—আমি এরূপ ধারণা করছি।

৩৫৩. **'সারম্ভ'** বলতে ১. পিপীলিকা, ২. উঁইপোকা, ৩. ইদুর, ৪. সর্প, ৫. বিছাপোকা, ৬. বহুপদী সরীসৃপ, ৭. হাতী, ৮. অশ্ব, ৯. সিংহ, ১০. বাঘ, ১১. দীপী, ১২. নেক্‌ড়ে বাঘ, ১৩. ভল্লুকাদি প্রভৃতি হিংস্র পশু ও কীট-পতঙ্গাদি এই ১৩ প্রকার তির্যগ্‌প্রাণীদের অবস্থান ও বিচরণ স্থান এবং ১. ধান, গম ইত্যাদি ক্ষেত্র, ২. মটর-সীম, তিল, মাসা প্রভৃতি ক্ষেত্র ৩. বধ্যভূমি, ৪. কসাইখানা, ৫. মহাশ্মশান, ৬. উদ্যান, ৭. রাজার অধিকৃত স্থান, ৮. হস্তীশালা, ৯. অশ্বশালা, ১০. কারাগার, ১১. পানাগার, ১২. ঢালু জায়গা, ১৩. যানবাহন চলাচলের রাস্তা, ১৪. চারি রাস্তার সংযোগ স্থল, ১৫. সভাগৃহ, ১৬. জনগণের চলাফেরার রাস্তা প্রভৃতি। এই ১৬ প্রকার অযোগ্য ও উপদ্রবযুক্ত স্থানে কুটির নির্মাণ অনুপযুক্ত। এখানে বর্ণিত ১৬ প্রকার স্থান কুটির নির্মাণের ক্ষেত্রে অযোগ্য ও উপদ্রববহুল বলা হয়েছে।

'অপরিক্কমনং' বলতে যথাযথভাবে দুই চাকাবিশিষ্ট শকট কুটিরের চতুর্পাশে ঘুরতে সম্ভব না হলে এবং কুটিরের চতুর্দিকে পদব্রজে ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব হলে এমন স্থান অনুপযুক্ত বলা হয়েছে কুটির নির্মাণের ক্ষেত্রে।

'অনারম্ভং' বলতে যে স্থানগুলো ১. পিপীলিকা, ২. উঁইপোকা, ৩. ইদুর, ৪. সর্প, ৫. বিছাপোকা, ৬. বহুপদী সরীসৃপ, ৭. হাতী, ৮. অশ্ব, ৯. সিংহ, ১০. বাঘ, ১১. দীপী, ১২. নেক্‌ড়ে বাঘ, ১৩. ভল্লুকাদি প্রভৃতি হিংস্র পশু ও কীট-পতঙ্গাদি এই ১৩ প্রকার তির্যগ্‌প্রাণীদের অবস্থান ও বিচরণ ক্ষেত্র নহে এবং ১. ধান, গম ইত্যাদি ক্ষেত্র, ২. মটর-সীম, তিল, মাসা প্রভৃতি ক্ষেত্র ৩. বধ্যভূমি, ৪. কসাইখানা, ৫. মহাশ্মশান, ৬. উদ্যান, ৭. রাজার অধিকৃত

স্থান, ৮. হস্তীশালা, ৯. অশ্বশালা, ১০. কারাগার, ১১. পানাগার, ১২. ঢালু জায়গা, ১৩. যানবাহন চলাচলের রাস্তা, ১৪. চারি রাস্তার সংযোগস্থল, ১৫. সভাগৃহ, ১৬. জনগণের চলাফেরার রাস্তা নহে, এমন স্থানগুলো কুটির নির্মাণের জন্যে উপযুক্ত। এখানে বর্ণিত স্থানগুলোকে যোগ্য ও নিরূপদ্রব স্থান বলা হয়েছে।

'সপরিক্কমনং' বলতে যথাযথভাবে দুই চাকাবিশিষ্ট শকট কুটির নির্মাণের স্থানটির চতুর্দিকে যদি ঘুরতে সম্ভব হয় এবং পদব্রজে ঘুরে বেড়ানোর জায়গা থাকে; তাহলে সেই স্থানটি কুটির নির্মাণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত। এখানে ইহাই বলা হয়েছে।

'সঞ্ঞাসিকা' অর্থে 'আমাকে কর্মচারী দিন, কর্মচারীদের বেতন দিন, গরু দিন, শকট দিন, বাটালি দিন, কুঠারী দিন, কুদাল দিন, রন্দা দিন, বল্লি দিন, বাঁশ দিন, মুঞ্জ দিন, দড়ি দিন, তৃণ দিন, মৃত্তিকা দিন' এরূপে কুটির নির্মাণের উপকরণাদি স্বয়ং যাচঞা করাকে বুঝায়।

'কুটি' অর্থে কুটিরের বাইরের বা ভিতরের অথবা বাইর-ভিতর উভয়দিকে সর্বত্র কংকর, সিমেন্ট, বালি, জল একত্রে মিশিয়ে প্লাস্টার করা বা মাটি দ্বারা লেপনকে বুঝায়।

'কারেয্যাতি' অর্থে কুটির নির্মাণ নিজে করা অথবা অপরের দ্বারা করানো।

'ভিক্খু বা অনভিনেয্য বত্থুদেসনায পমাণং বা অতিক্কামেয্যাতি' বলতে কুটির নির্মাণের উপযুক্ত স্থান ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক দ্বিতীয় "কর্মবাচা" দ্বারা অনুমোদন না করায়ে স্থানটির দৈর্ঘ্য-প্রস্তে এমনকি কেশাগ্র প্রমাণ জায়গা অতিক্রম করে কুটির নির্মাণ করলে কিংবা করালে, তার সেই প্রয়োগে প্রয়োগে 'দুক্কট' আপত্তি। যদি কার্যশেষ হবার পূর্বে মাত্র দুইটি ইট বা মৃত্তিকাপিণ্ড দেয়ার বাকি থাকে, তাহলে প্রথম ইট বা মৃত্তিকাপিণ্ড প্রয়োগে 'থুল্লচ্চয়' এবং দ্বিতীয় ইট বা পিণ্ড প্রয়োগে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

'সংঘাদিসেসোতি' বলতে সংঘাদিশেষ অপরাধগ্রস্ত ভিক্ষু তার অপরাধ হতে মুক্তির জন্যে সংঘ কর্তৃক প্রথমে 'পরিবাস', মধ্যে মানত্ত ও মূলেপ্রতিকর্ষণ দেওয়া হয় এবং শেষে সংঘ কর্তৃক 'আহ্বান' করা হয়। সংঘাদিশেষ অপরাধের দণ্ডসমূহ একজন বা কয়েকজন ভিক্ষু দিতে পারে না; ইহা একমাত্র ভিক্ষুসংঘকেই দিতে হয় বলে ইহাকে 'সংঘাদিশেষ' বলা হয়। এই জাতীয় দণ্ডকর্মের অন্তর্ভুক্ত অপরাধসমূহকে এ কারণে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি বলা হয়।

৩৫৪. ১. যদি কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত এবং পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এরূপ ত্রিবিধ দোষযুক্ত স্থানে কুটির নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হয় কিন্তু উক্ত স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয় এবং ভিক্ষুও সেই স্থানটিতে কুটির তৈরি করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৩. যদি কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত এবং কুটিরের চারিপাশে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি ঘুরতে অক্ষম হয়, তাহলে এমন স্থান কুটির নির্মাণের জন্য অযোগ্য। কিন্তু উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন হয় এবং ভিক্ষুও যদি সেই স্থানটিতে কুটির নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয় ।

৪. যদি কোনো ভিক্ষু পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি ঘুরতে সক্ষম, এমন স্থানে কুটির নির্মাণের যোগ্য। কিন্তু স্থানটি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত হয় এবং ভিক্ষুও সেই স্থানটিতে কুটির নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয় ।

৩৫৫. ১. যদি কোনো ভিক্ষু পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন স্থান কুটির নির্মাণের জন্য অযোগ্য। তৎ সত্ত্বেও তেমন স্থানে সংঘ অনুমোদন দেয় এবং ভিক্ষুও যদি সেই স্থানটিতে কুটির নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, তাহলে এমন স্থান কুটির নির্মাণের প্রযোজ্য। কিন্তু উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হয়

এবং ভিক্ষুও যদি সেই উপদ্রুত স্থানে কুটির নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৩. যদি কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থান হয়, তাহলে সেই স্থান কুটির নির্মাণে উপযুক্ত। কিন্তু উক্ত স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হয় এবং ভিক্ষুও যদি সেই স্থানে কুটির নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৪. যদি কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্থানসহ পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এরূপ ত্রিবিধ উপযুক্ত স্থানে কুটির নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৫. যদি কোনো ভিক্ষু পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম এরূপ দ্বিবিধ দোষযুক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৬. যদি কোনো ভিক্ষু পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হওয়া সত্ত্বেও যদি উক্ত স্থানটিতে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয় এবং ভিক্ষুও যদি সেই স্থানটিতে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৭. যদি কোনো ভিক্ষু দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম কিন্তু কুটির নির্মাণের স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন হয় এবং ভিক্ষুও যদি বর্ণিত স্থানটিতে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৮. যদি কোনো ভিক্ষু পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই

চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম এমন দ্বিবিধ স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৯. যদি কোনো ভিক্ষু পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম এমন দ্বিবিধ অনুপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১০. যদি কোনো ভিক্ষু দুই চাকাবিশিষ্ট বিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম এমন স্থান হয় কিন্তু উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হয় এবং ভিক্ষুও যদি সেই স্থানটিতে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১১. যদি কোনো ভিক্ষু পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থান হয় কিন্তু কুটির নির্মাণের স্থানটিতে দুই চাকাবিশিষ্ট বিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হয় এবং ভিক্ষুও যদি সেই স্থানটিতে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১২. যদি কোনো ভিক্ষু পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির তৈরি করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর কোনো প্রকার আপত্তি হয় না।

১৩. যদি কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এরূপ ত্রিবিধ দোষযুক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির তৈরি করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর দুইটি 'সংঘাদিশেষ' ও দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৪. যদি কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হয়, কিন্তু অপরদিকে উক্ত স্থানটিতে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হলে এবং ভিক্ষুও যদি সে স্থানে

প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষু দুইটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৫. যদি কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম কিন্তু অপরদিকে উক্ত স্থানটিতে যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থান হয় এবং ভিক্ষুও সেই স্থানটিতে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর দুইটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৬. যদি কোনো ভিক্ষু পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত স্থান হয় এবং ভিক্ষুও যদি সেই স্থানটিতে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর দুইটি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৭. যদি কোনো ভিক্ষু পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম স্থান হয়, কিন্তু অপরদিকে উক্ত স্থানটি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত স্থান হলে এবং ভিক্ষুও যদি সেই জায়গাটিতে প্রমাণ বরাবর কুটির নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৮. যদি কোনো ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হয় এবং ভিক্ষুও যদি সেই স্থানটিতে প্রমাণানুযায়ী কুটির তৈরি করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৯. যদি কোনো ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হয় এবং ভিক্ষুও যদি উক্ত স্থানটিতে প্রমাণানুসারে কুটির নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২০. যদি কোনো ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্থানসহ পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এরূপ ত্রিবিধ উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৩৫৬. ১. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত স্থানসহ পিপীলিকা বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এরূপ ত্রিবিধ দোষযুক্ত স্থানে সেই কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি অননুমোদিত স্থানসহ পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয় এবং উক্ত ব্যক্তিও যদি সেই স্থানটিতে সেই কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা (আদেশদানকারী) ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৩. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থান হয় এবং সেই ব্যক্তিও যদি উক্ত স্থানটিতে কুটির তৈরি করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৪. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট

গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, কিন্তু অন্যদিকে উক্ত স্থানটি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত স্থান হলে এবং সেই ব্যক্তিও যদি সেই স্থানটিতে কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৫. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেই স্থানটিতে সেই কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৬. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্থানসহ পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থান হওয়া সত্ত্বেও সেই স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেই স্থানটিতে সেই কুটির তৈরি করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৭. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি সেই কুটিরটি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেই স্থানটিতে সেই কুটির তৈরি করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৮. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি সেই কুটিরটি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্থানসহ পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এরূপ ত্রিবিধ অনুকূল ও উপযুক্ত স্থানে নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর কোনো অপরাধ হয় না।

৯. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি সেই কুটিরটি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ দোষযুক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১০. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান কিন্তু অন্যদিকে কুটির নির্মাণের স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয় এবং উক্ত ব্যক্তিও যদি উক্ত স্থানটিতে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১১. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম কিন্তু অপরদিকে সেই স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থান হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেই স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির তৈরি করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১২. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থানসহ এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এমন দ্বিবিধ উপযুক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করলেও, আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৩. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর

প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ অনুপযুক্ত স্থানে যদি আদিষ্ট ব্যক্তি প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৪. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেই স্থানে প্রমাণ বরাবর কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৫. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হয় এবং সেই ব্যক্তিও যদি সেই স্থানটিতে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৬. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুসারে কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর কোনো প্রকার আপত্তি হয় না।

১৭. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত স্থানসহ পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং উক্ত স্থানটিতে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এরূপ ত্রিবিধ দোষযুক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর দুইটি 'সংঘাদিশেষ' ও দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি

হয়।

১৮. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হয় কিন্তু অন্যদিকে সেই স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেই স্থানটিতে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা (আদেশদানকারী) ভিক্ষুর দুইটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৯. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম এমন স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থান হয় এবং উক্ত আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি উক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির তৈরি করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর দুইটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২০. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম এমন স্থান হয়, পক্ষান্তরে উক্ত স্থানটি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত হয় এবং উক্ত ব্যক্তিও যদি সেই স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর দুইটি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২১. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম এমন স্থান হয় কিন্তু অপরদিকে উক্ত স্থানটি যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্থান হয় এবং উক্ত ব্যক্তিও যদি সেই স্থানে প্রমাণ বরাবর কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর দুইটি 'দুক্কট'

আপত্তি হয়।

২২. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম স্থান হয়, পক্ষান্তরে উক্ত স্থান যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত হয় এবং উক্ত ব্যক্তিও যদি সেই স্থানে প্রমাণ বরাবর কুটির তৈরি করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২৩. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হয় এবং উক্ত ব্যক্তিও যদি সেই স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২৪. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্থানসহ পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণ বরাবর কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৩৫৭. ১. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে এ নিয়মে একটি কুটির নির্মাণ কর। স্থানটি হবে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণীর উপদ্রব মুক্ত ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন, এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণীর উপদ্রব যুক্ত ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান, এবং কুটির নির্মাণের

স্থানটিতে গরুর গাড়ি চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হলে এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিও যদি এরূপ ত্রিবিধ দোষযুক্ত স্থানে কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো ভিক্ষু কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে এ নিয়মে একটি কুটির নির্মাণ কর। স্থানটি হবে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার উপদ্রব মুক্ত ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন, এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম।" তেমন নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি আদেষ্টা ভিক্ষুর নির্দেশমতে উক্ত কুটির নির্মাণ না করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণীর উপদ্রব যুক্ত ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটিতে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এমন স্থান হলে এবং আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিও যদি উক্ত স্থানে সেই কুটিরটি নির্মাণ করে, তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৩. যদি কোনো ভিক্ষু কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে এ নিয়মে একটি কুটির নির্মাণ কর। স্থানটি হবে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার উপদ্রব মুক্ত ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন, এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম।" এরূপ আদেশপ্রাপ্ত হয় আদিষ্ট ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটির নির্মাণের স্থানটির চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম স্থান হয় কিন্তু অন্যদিকে উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণীর ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থান হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সে স্থানে সেই কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৪. যদি কোনো ভিক্ষু কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে এ নিয়মে একটি কুটির নির্মাণ কর। স্থানটি হবে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার উপদ্রব মুক্ত ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৩ প্রকার উপদ্রববিহীন, এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণীর ও ধান, মটর প্রভৃতির শস্য, ক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থান হয় এবং কুটির নির্মাণের স্থানটিতে দুই

চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম এমন স্থান হওয়া সত্ত্বেও যদি উক্ত স্থানটি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও সেস্থানে উক্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৫. যদি কোনো ভিক্ষু কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে এ নিয়মে একটি কুটির নির্মাণ কর। স্থানটি হবে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী উপদ্রব মুক্ত ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন, এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম। এরূপ নির্দেশপ্রাপ্ত হয় আদিষ্ট ব্যক্তি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গুরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত হলে এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেস্থানে সেই কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৬. যদি কোনো ভিক্ষু কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে এ নিয়মে একটি কুটির নির্মাণ কর। স্থানটি হবে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণীর উপদ্রব মুক্ত ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন, এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম।" এরূপ আদেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হয় এবং সে স্থানে উক্ত কুটির তৈরি করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষু একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৭. যদি কোনো ভিক্ষু কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে এ নিয়মে একটি কুটির নির্মাণ কর। স্থানটি হবে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী উপদ্রব মুক্ত ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন, এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে

অক্ষম হলে এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সে স্থানে কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৮. যদি কোনো ভিক্ষু কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে এ নিয়মে একটি কুটির নির্মাণ কর। স্থানটি হবে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী উপদ্রব মুক্ত ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন, এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থানে এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে সক্ষম, এমন উপযুক্ত স্থানে সেই কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর কোনো প্রকার আপত্তি হয় না।

৯. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে ঠিক এ নিয়মে কুটির তৈরি কর। পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ আদেশপ্রাপ্ত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম এমন অনুপযুক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১০. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে ঠিক এ নিয়মে কুটির তৈরি কর। পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হয়; কিন্তু উক্ত স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেস্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট'

আপত্তি হয়।

১১. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে ঠিক এ নিয়মে কুটির তৈরি কর। পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ আদেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন স্থান হয় কিন্তু অন্যদিকে সেই স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থান হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেস্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১২. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে ঠিক এ নিয়মে কুটির তৈরি কর। পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ আদেশপ্রাপ্ত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৩. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে ঠিক এ নিয়মে কুটির তৈরি কর। পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ আদেশপ্রাপ্ত আদিষ্ট ব্যক্তি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম এমন অনুপযুক্ত স্থান হওয়া সত্ত্বেও যদি উক্ত ব্যক্তি সে স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৪. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে ঠিক এ নিয়মে কুটির তৈরি কর। পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান কিন্তু অপরদিকে ঐস্থানটিতে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হলে এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেস্থানে প্রামাণিক (প্রমাণানুসারে) কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা (আদেশদানকারী) ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৫. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে ঠিক এ নিয়মে কুটির তৈরি কর। পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম স্থান; কিন্তু সে স্থানটি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন হলে এবং উক্ত ব্যক্তিও যদি উক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৬. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে ঠিক এ নিয়মে কুটির তৈরি কর। পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ আদেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এমন স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা (আদেশদানকারী) ভিক্ষুর কোনো প্রকার আপত্তি হয় না।

১৭. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ

নির্দেশ প্রদান করে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে ঠিক এই নিয়মানুযায়ী একটি কুটির তৈরি কর। সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ আদেশপ্রাপ্ত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত স্থানসহ পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গুরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম এমন অনুপযুক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর দুইটি 'সংঘাদিশেষ' ও দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৮. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে ঠিক এ নিয়মে কুটির তৈরি কর। পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানে কুটির তৈরির ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত। কিন্তু উক্ত স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম এমন স্থান হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও সেই স্থানটিতে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর দুইটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৯. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে ঠিক এ নিয়মে কুটির তৈরি কর। পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ আদেশপ্রাপ্ত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম স্থান হলে, তা কুটির তৈরির জন্য অনুপযুক্ত। কিন্তু সে স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থান হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সে স্থানটিতে প্রমাণাতিক্রান্ত

কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর দুইটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২০. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে ঠিক এ নিয়মে কুটির তৈরি কর। পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম এমন স্থান উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত স্থান হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও সেই স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর দুইটি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২১. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে ঠিক এ নিয়মে কুটির তৈরি কর। পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি এরূপ আদেশ পেয়ে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্থান কিন্তু উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম এমন স্থানে আদিষ্ট ব্যক্তি প্রমাণ বরাবর কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২২. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে ঠিক এ নিয়মে কুটির তৈরি কর। পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি এরূপ নির্দেশ পেয়ে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্থানসহ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম এমন স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হয় এবং আদিষ্ট

ব্যক্তিও উক্ত স্থানটিতে প্রমাণ বরাবর কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২৩. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে ঠিক এ নিয়মে কুটির তৈরি কর। পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি এরূপ নির্দেশ পেয়ে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুতবিহীন এমন স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেই স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২৪. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে ঠিক এ নিয়মে কুটির তৈরি কর। পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি এরূপ নির্দেশ পেয়ে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর অনাপত্তি।

৩৫৮. ১. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর। কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম।" আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর নির্দেশিত স্থানে কুটির নির্মাণ না করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের

চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন স্থানে সেই কুটিরটি নির্মাণ করলে আদেশদানকারী ভিক্ষু তা জানতে পেরে নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে আদিষ্ট ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেওয়া কর্তব্য যে, "সেই কুটিরটি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এমন স্থানে নির্মাণ করা হোক।" আদেশদানকারী ভিক্ষু আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট এরূপ নির্দেশ দেয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে গমন না করে কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম।" আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত ভিক্ষুর নির্দেশিত স্থানে কুটিরটি নির্মাণ না করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত এবং পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানে নির্মাণ করলে আদেশদানকারী ভিক্ষু তা জানতে পেরে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট নিজে গিয়ে কিংবা দূত পাঠায়ে এরূপ নির্দেশ দেওয়া কর্তব্য যে—"সেই কুটিরটি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থানে তৈরি করা হোক।" এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৩. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়"। আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশদানকারী ভিক্ষুর নির্দেশিত স্থানে সেই কুটিরটি নির্মাণ না করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে

ঘুরতে অক্ষম এমন স্থানে কুটিরটি নির্মাণ করলে আদেশদানকারী ভিক্ষু তা জানতে পেরে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেওয়া উচিত যে—"সেই কুটিরটি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম এমন স্থানে নির্মাণ করা হোক।" এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৪. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়।" আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশদানকারী ভিক্ষুর নির্দেশিত স্থানে সেই কুটিরটি নির্মাণ না করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত স্থানে উক্ত কুটিরটি নির্মাণ করলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু সে'বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য—"সেই কুটিরটি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্থানে নির্মাণ করা হোক।" এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৫. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়।" আদিষ্ট ব্যক্তি নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর নির্দেশিত স্থানে সেই কুটিরটি নির্মাণ না করে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম এমন স্থানে কুটিরটি নির্মাণ করলে আদেশদানকারী ভিক্ষু তা জ্ঞাত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—"সেই কুটিরটি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ

প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম এমন স্থানে নির্মাণ করা হোক।" এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৬. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়।" আদিষ্ট ব্যক্তি নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর নির্দেশিত স্থানে সেই কুটিরটি নির্মাণ না করে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানে সেই কুটিরটি নির্মাণ করলে আদেষ্টা ভিক্ষু সে-বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট নিজে গিয়ে কিংবা দূত পাঠায়ে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য—"সেই কুটিরটি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থানে নির্মাণ করা হোক।" এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৭. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়।" আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত ভিক্ষুর নির্দেশিত স্থানে সেই কুটিরটি নির্মাণ না করে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন স্থানে কুটিরটি নির্মাণ করলে আদেশদানকারী ভিক্ষু তা জ্ঞাত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—"সেই কুটিরটি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্পাশে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন স্থানে কুটিরটি নির্মাণ করা হোক।" এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং

নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৮. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়।" আদিষ্ট ব্যক্তিও আদেশদানকারী ভিক্ষুর নির্দেশানুযায়ী সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এমন উপযুক্ত স্থানে সেই কুটিরটি নির্মাণ করলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৩৫৯. ১. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি যদি নিয়ম অমান্য করে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন অনুপযুক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জানতে পেরে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট স্বয়ং নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—"পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করা হোক।" এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর।

কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি যদি উক্ত নিয়ম অমান্য করে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানে কুটিরটি নির্মাণ করলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জানতে পেরে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট স্বয়ং নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—"পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থানে প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করা হোক।" এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৩. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি যদি উক্ত নিয়ম অমান্য করে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হয়, এমন অনুপযুক্ত স্থানে সীমাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জানতে পেরে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট স্বয়ং নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—"দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন উপযুক্ত স্থানে সীমা বরাবর কুটির নির্মাণ করা হোক।" এভাবে নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৪. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে

কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।” আদিষ্ট ব্যক্তি যদি উক্ত নিয়ম অমান্য করে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জানতে পেরে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট স্বয়ং নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—“সেই কুটিরটি প্রমাণানুযায়ী নির্মাণ করা হোক।” এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

৫. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—“আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।” আদিষ্ট ব্যক্তি যদি উক্ত নিয়ম অমান্য করে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন অনুপযুক্ত স্থানে কুটিরটি নির্মাণ করলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জানতে পেরে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট স্বয়ং নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—“সেই কুটিরটি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয় এমন উপযুক্ত স্থানে কুটির নির্মাণ করা হোক।” এভাবে নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

৬. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—“আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।” আদিষ্ট ব্যক্তি যদি উক্ত নিয়ম অমান্য করে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬

প্রকার উপদ্রুত স্থানে সেই কুটিরটি নির্মাণ করলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জানতে পেরে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট স্বয়ং নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—"সেই কুটিরটি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থানে নির্মাণ করা হোক।" এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৭. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি যদি উক্ত নিয়মানুযায়ী উক্ত প্রমাণ বরাবর ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এমন উপযুক্ত স্থানে সেই কুটিরটি নির্মাণ করলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর কোনো প্রকার আপত্তি হয় না।

৩৬০. ১. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে কুটির তৈরি কর। কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মে হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে সীমাবরাবর কুটিরটি নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন অনুপযুক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করলে নির্দেশ প্রদানকারী ভিক্ষু এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট স্বয়ং নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—"সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং

দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক (প্রমাণ বরাবর) কুটির নির্মাণ করা হোক।" এভাবে নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জানতে পেরে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট স্বয়ং নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—"সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থানে প্রামানিক কুটির নির্মাণ করা হোক।" এরূপে নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশ প্রদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৩. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন অনুপযুক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জানতে পেরে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট স্বয়ং নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—"সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এমন উপযুক্ত স্থানে

প্রমাণানুযায়ী কুটির নির্মাণ করা হোক।” এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশ প্রদানকারী ভিক্ষুর ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

৪. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—“আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।” আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটিরটি নির্মাণ করলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জানতে পেরে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট স্বয়ং নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—“সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত উপযুক্ত স্থানে সীমা বরাবর কুটির নির্মাণ করা হোক।” এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

৫. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—“আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।” আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন অনুপযুক্ত স্থানে সেই কুটিরটি নির্মাণ করলে নির্দেশ প্রদানকারী ভিক্ষু এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট স্বয়ং নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—“সেই কুটিরটি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এমন উপযুক্ত স্থানে নির্মাণ করা হোক।” এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে

নির্দেশ প্রদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৬. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানে সেই কুটিরটি নির্মাণ করলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জানতে পেরে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট স্বয়ং নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—"উক্ত কুটিরটি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থানে নির্মাণ করা হোক।" এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে নির্দেশ প্রদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৭. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তিও নির্দেশ প্রদানকারী ভিক্ষুর নির্দেশ মোতাবেক সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত, সীমা বরাবর ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এমন উপযুক্ত স্থানে সেই কুটিরটি নির্মাণ করলে নির্দেশ প্রদানকারী ভিক্ষুর কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৮. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর। কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি

শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়।” আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন স্থানে কুটিরটি নির্মাণ করে, তাহলে নির্দেশপ্রদানকারী ভিক্ষুর একত্রে তিনটি ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

৯. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—“আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর। কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মে হতে হবে : “সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়।” এরূপ নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত স্থানসহ পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটিতে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হলে, উক্ত ব্যক্তিও যদি সেই স্থানে কুটিরটি নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একত্রে তিনটি ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

১০. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—“আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।” নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম স্থান হওয়া সত্ত্বেও যদি উক্ত স্থানটি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন হয় এবং উক্ত ব্যক্তিও যদি সেস্থানে কুটির নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একত্রে দুইটি ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

১১. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—“আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর।

কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম স্থান হওয়া সত্ত্বেও কুটির নির্মাণের স্থানটি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত হলে এবং উক্ত ব্যক্তিও যদি সেই স্থানটিতে কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১২. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত হলে এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিও সেই স্থানে কুটিরটি নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৩. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত হলে এবং

নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিও যদি সেই স্থানে কুটির নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৪. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থান হওয়া সত্ত্বেও যদি উক্ত স্থানটিতে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হলে এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও উক্ত স্থানে কুটির নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৫. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম স্থান হয় এবং পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থানে সেই কুটিরটি নির্মাণ করলে উক্ত ভিক্ষুর কোনো প্রকার আপত্তি হয় না।

১৬. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ প্রদান করে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর। কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন স্থানে প্রমাণ বরাবর কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী

এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন অনুপযুক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করলে উক্ত ভিক্ষুর একত্রে তিনটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৭. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটিতে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হলে এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিও যদি সেই স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৮. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থান হলে এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেই স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৯. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের

চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।” আদিষ্ট ব্যক্তি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এমন স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর একটি ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

২০. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—“আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মের হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রমাণ বরাবর কুটির নির্মাণ করবে।” আদিষ্ট ব্যক্তি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন অনুপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক (প্রমাণানুযায়ী) কুটির নির্মাণ করলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর একত্রে দুইটি ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

২১. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—“আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।” আদিষ্ট ব্যক্তি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান কিন্তু দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এমন স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর একটি ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

২২ যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—“আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির

১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থান হয়, এমন স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২৩. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করে, তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর কোনো প্রকার আপত্তি হয় না।

২৪. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর। কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন স্থানে প্রামাণতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর একত্রে চারটি 'দুক্কট' অপরাধ।

২৫. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু

নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হলে এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেই স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একত্রে তিনটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২৬. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রবহীন হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেই স্থানটিতে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, উক্ত ভিক্ষুর একত্রে তিনটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২৭. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত কিন্তু পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও এমন

স্থান যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত না হয় এবং সে স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করে, তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২৮. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম কিন্তু সেই স্থানটি যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্থান হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও সেই স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২৯. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম স্থান হয় কিন্তু উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হয়, এবং উক্ত ব্যক্তিও প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৩০. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের

চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটিতে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হলে এবং উক্ত ব্যক্তিও এমন স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৩১. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে সক্ষম হয়, এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করলে তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৩৬১. ১. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" আদিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এরূপ ত্রিবিধ দোষযুক্ত স্থানে কুটির নির্মাণ করা হলে, নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জ্ঞাত হয়ে সেই নির্মিত কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করা উচিত কিংবা কুটিরটি ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা উচিত। যদি উক্ত দুইটি নিয়মের মধ্যে কোনোটি না করে, তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির

১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি এরূপ নির্দেশ পেয়ে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম কিন্তু সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত এবং পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এরূপ দ্বিবিধ দোষযুক্ত স্থানে কুটিরটি নির্মাণ করলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জ্ঞাত হয়ে উক্ত কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করা কর্তব্য কিংবা কুটিরটি ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। নির্দেশদানকারী ভিক্ষু যদি সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুসারে কুটিরটি পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৩. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থান হলেও স্থানটি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত হয় এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হয়, এরূপ দ্বিবিধ দোষযুক্ত স্থানে সেই কুটিরটি নির্মাণ করা হলে, নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জ্ঞাত হয়ে উক্ত কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ করা কর্তব্য কিংবা কুটিরটি ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা উচিত। নির্দেশদানকারী ভিক্ষু যদি সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুযায়ী পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৪. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের

চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ উপযুক্ত স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সেই স্থানে কুটির নির্মাণ করা হলে, নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জ্ঞাত হয়ে নির্মিত কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করা কর্তব্য কিংবা কুটিরটি ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। নির্দেশদানকারী ভিক্ষু যদি সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৫. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ দোষযুক্ত স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কুটির নির্মাণ করা হলে, নির্দেশদানকারী ভিক্ষু তা জ্ঞাত হয়ে নির্মিত কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ করা কর্তব্য কিংবা কুটিরটি ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। যদি নির্দেশদানকারী ভিক্ষু সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুযায়ী পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৬. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের

চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।” এরূপ নির্দেশ পেয়ে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ উপযুক্ত স্থানে হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সেই স্থানে কুটির নির্মাণ করা হলে, নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জ্ঞাত হয়ে নির্মিত কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ করা কর্তব্য কিংবা কুটিরটি ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। নির্দেশদানকারী ভিক্ষু যদি উক্ত কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একটি ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

৭. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—“আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।” এরূপ নির্দেশ পেয়ে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব, এরূপ দ্বিবিধ উপযুক্ত স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটিতে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন স্থানে সেই কুটিরটি আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত হলে, নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জ্ঞাত হয়ে সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করা কর্তব্য কিংবা সেই কুটিরটি ভেঙে বিনয়ানুযায়ী পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। যদি নির্দেশদানকারী ভিক্ষু সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

৮. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—“আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ

করবে।” এরূপ নির্দেশ পেয়ে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এরূপ ত্রিবিধ উপযুক্ত স্থানে আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কুটির নির্মাণ করা হলে, সেই ভিক্ষুর কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৩৬২. ১. যদি কোনো কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—“আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।” এরূপ নির্দেশ পেয়ে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম এরূপ দ্বিবিধ অনুপযুক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্মাণ করা হলে, তা জ্ঞাত হয়ে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করা কর্তব্য কিংবা কুটিরটি ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। যদি নির্দেশদানকারী ভিক্ষু সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুযায়ী পুনঃ নির্মাণ না করলে সেই ভিক্ষুর একটি ‘সংঘাদিশেষ’ ও একত্রে দুইটি ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—“আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।” এরূপ নির্দেশ পেয়ে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম স্থান হওয়া সত্ত্বেও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্মাণ করা হলে, ইহা জ্ঞাত হয়ে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু কর্তৃক সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করা উচিত কিংবা কুটিরটি ভেঙে বিনয়ানুযায়ী পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। যদি

নির্দেশদানকারী ভিক্ষু সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে পুনঃ নির্মাণ না করলে সেই ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৩. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থান হওয়া সত্ত্বেও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্মাণ করা হলে, ইহা জ্ঞাত হয়ে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু কর্তৃক সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করা কর্তব্য কিংবা ভেঙে বিনয়ানুযায়ী পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। নির্দেশদানকারী ভিক্ষু যদি সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৪. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ উপযুক্ত স্থান হওয়া সত্ত্বেও এমন স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্মাণ করা হলে, তা জ্ঞাত হয়ে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু কর্তৃক সেই কুটিরটি প্রমাণাতিক্রান্ত হওয়ার কারণে পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করা কর্তব্য কিংবা ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। যদি নির্দেশদানকারী ভিক্ষু সেই প্রমাণাতিক্রান্ত কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা

ভেঙে বিনয়ানুযায়ী পুনঃ নির্মাণ না করলে সেই ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ।

৫. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে কুটির নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ অনুপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক (প্রমাণানুযায়ী) কুটিরটি আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত হলে, তা জ্ঞাত হয়ে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু কর্তৃক সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করা কর্তব্য কিংবা ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। নির্দেশদানকারী ভিক্ষু যদি সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে অথবা ভেঙে পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৬. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম কিন্তু উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত হয় এবং সেই স্থানে প্রামাণিক কুটির উক্ত ব্যক্তি দ্বারা নির্মিত হলে, ইহা জ্ঞাত হয়ে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু কর্তৃক সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ করা কর্তব্য কিংবা ভেঙে নিয়মানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। যদি নির্দেশদানকারী ভিক্ষু সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুযায়ী পুনঃ নির্মাণ না করলে সেই ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৭. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের

চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।” এরূপ নির্দেশ পেয়ে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব কিন্তু উক্ত স্থানটিতে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হলে এবং সেই স্থানে প্রামাণিক কুটির উক্ত ব্যক্তি দ্বারা নির্মাণ করা হলে, ইহা জ্ঞাত হয়ে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু কর্তৃক সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করা কর্তব্য অথবা ভেঙে বিনয়ানুযায়ী পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। নির্দেশদানকারী ভিক্ষু যদি সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

৮. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—“আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।” আদিষ্ট ব্যক্তি এরূপ নির্দেশ পেয়ে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করে, তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর কোনো প্রকার আপত্তি হয় না।

৯. যদি কোনো কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—“আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।” আদিষ্ট ব্যক্তি এরূপ নির্দেশ পেয়ে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এরূপ ত্রিবিধ দোষযুক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করলে ইহা জ্ঞাত হয়ে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু কর্তৃক সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য

বলে ঘোষণা করা উচিত অথবা ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। যদি নির্দেশদানকারী ভিক্ষু সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুযায়ী পুনঃ নির্মাণ না করলে সেই ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'সংঘাদিশেষ' ও একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১০. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি এরূপ নির্দেশ পেয়ে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম কিন্তু উক্ত স্থানটি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত, এরূপ দ্বিবিধ দোষযুক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করলে তা জ্ঞাত হয়ে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু কর্তৃক সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করা উচিত কিংবা ভেঙে বিনয়ানুযায়ী পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। যদি নির্দেশদানকারী ভিক্ষু সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা না করে অথবা ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১১. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি এরূপ নির্দেশ পেয়ে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব কিন্তু উক্ত স্থানটি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ দোষযুক্ত স্থানে প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করলে এ বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু কর্তৃক সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করা উচিত অথবা ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ

নির্মাণ করা কর্তব্য। যদি নির্দেশদানকারী ভিক্ষু সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ না করলে তাহলে সেই ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১২. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি এরূপ নির্দেশ পেয়ে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ উপযুক্ত স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত স্থান হয় এবং উক্ত ব্যক্তিও প্রমাণাতিক্রান্ত কুটির নির্মাণ করলে ইহা জ্ঞাত হয়ে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু কর্তৃক সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ করা কর্তব্য কিংবা ভেঙে বিনয়ানুযায়ী পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। যদি নির্দেশদানকারী ভিক্ষু সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে অথবা ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ না করলে সেই ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৩. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি এরূপ নির্দেশ পেয়ে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত কিন্তু পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ দোষযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির উক্ত ব্যক্তি দ্বারা নির্মিত হলে, তা জ্ঞাত হয়ে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু কর্তৃক উক্ত কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ করা কর্তব্য অথবা ভেঙে বিনয়ানুরূপ পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। যদি নির্দেশদানকারী ভিক্ষু সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে

প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুরূপ পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একত্রে দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৪. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ উপযুক্ত স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হয়, আদিষ্ট ব্যক্তিও সেস্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করে, ইহা জ্ঞাত হয়ে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু কর্তৃক উক্ত কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করা উচিত কিংবা ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। নির্দেশদানকারী ভিক্ষু যদি সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুযায়ী পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৫. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—"আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও সেই স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করে, নির্দেশদানকারী ভিক্ষু তা জ্ঞাত হয়ে উক্ত কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করা কর্তব্য অথবা ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। যদি নির্দেশদানকারী ভিক্ষু সেই কুটিরটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুযায়ী পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে উক্ত

ভিক্ষুর একটি ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

১৬. যদি কোনো ভিক্ষু কুটির নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ আদেশ দিয়ে প্রস্থান করে—“আমার জন্যে একটি কুটির নির্মাণ কর। কিন্তু নিয়ম আছে যে, কুটির নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়। এমন উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির নির্মাণ করবে।” এরূপ নির্দেশ পেয়ে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি কুটিরের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এরূপ ত্রিবিধ উপযুক্ত স্থানে প্রামাণিক কুটির আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত হলে, নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৩৬৩. ১. নিজের দ্বারা কুটির নির্মাণের কাজ আরম্ভ করে নিজের দ্বারা সমাপ্ত করলে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২. নিজের দ্বারা কুটির নির্মাণের কাজ শুরু করে অপরের দ্বারা শেষ করলে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

৩. অপরের দ্বারা কুটির নির্মাণের কাজ আরম্ভ করে নিজের দ্বারা শেষ করলে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

৪. অপরের দ্বারা কুটির নির্মাণের কাজ শুরু করে অপরের দ্বারা সেই কাজ সমাপ্ত করলেও ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।[1]

৩৬৪. **অনাপত্তি :** লেন (শিলার ক্ষুদ্র গহ্বর), গুহা ও তৃণদ্বারা কুটির নির্মাণ করলে অপরের নিমিত্তে করলে স্বীয় বসবাসের কুটির ব্যতীত অন্য কুটির নির্মাণ করলে উন্মাদ হয়ে করলে এবং আদিকর্মিকের অনাপত্তি।

[ষষ্ঠ সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

*** *** ***

---

[1]. নিজের নিমিত্তে কুটির নিজে কিংবা অপর উভয়ের দ্বারা কুটির নির্মাণের কাজ আরম্ভ করে নিজে অথবা অপর উভয়ের দ্বারা সেই কাজ শেষ করলে, কুটির নির্মাণকারী ভিক্ষুর ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়। এখানে ইহাই জ্ঞাতব্য।

সপ্তম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা

৭. বিহারকার সিক্‌খাপদং

(বিহার নির্মাণ সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদ)

[স্থান : কোসম্বী]

৩৬৫. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ কোসম্বীস্থ ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময়ে আয়ুষ্মান ছন্নের সেবক গৃহপতি আয়ুষ্মান ছন্নকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, আপনি বিহার প্রতিষ্ঠার স্থান সম্পর্কে জানেন কি? আমি আর্যের জন্যে বিহার নির্মাণ করতে চাই।" অতঃপর আয়ুষ্মান ছন্ন বিহার নির্মাণের স্থান পরিষ্কার করতে গিয়ে গ্রামবাসী, নিগমবাসী, নগরবাসী, জনপদবাসী এবং রাজ্যবাসী কর্তৃক পূজিত অন্যতর 'চৈত্যরূপ বৃক্ষ[২]' ছেদন করালেন। ইহাতে জনগণ এ বলে প্রকাশ্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কী করে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ গ্রামবাসী, নিগমবাসী, নগরবাসী, জনপদবাসী এবং রাজ্যবাসী দ্বারা পূজিত চৈত্যরূপ বৃক্ষ ছেদন করালেন? শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ এক ইন্দ্রিয়সম্পন্ন জীব কিরূপে ধ্বংস সাধন করলেন?" ভিক্ষুগণ সেই নিন্দাকারী জনগণের প্রকাশ্যে নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশের কথা শুনলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু, শিক্ষাকামী তাঁরাও ইহা শুনে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—"কেমন করে আয়ুষ্মান ছন্ন গ্রামবাসী, নিগমবাসী, নগরবাসী, জনপদবাসী এবং রাজ্যবাসী কর্তৃক পূজিত সেই চৈত্যরূপ বৃক্ষটি ছেদন করতে পারলেন?" তখন সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান ছন্নকে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলেন। ভগবান এই নিদানে, এই কারণে সকল ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে আয়ুষ্মান ছন্নকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ছন্ন, সত্যই কি তুমি গ্রামবাসী, নিগমবাসী, নগরবাসী, জনপদবাসী এবং রাজ্যবাসী দ্বারা পূজিত সেই চৈত্যরূপ বৃক্ষটি ছেদন করায়েছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সঠিক বটে।"

অতঃপর ভগবান বুদ্ধ আয়ুষ্মান ছন্নকে এ বলে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন,

---

২. 'চেতিযরুক্‌খ' বলতে চৈত্যস্বরূপ পূজা করা হয় এমন বৃক্ষ অর্থাৎ দেশবাসী দ্বারা যে বৃক্ষকে চৈত্যরূপে কিংবা পূজার মন্দিররূপে সর্বদা পূজা করা হয়। [পারাজিকা অর্থকথা]

"ইহা তোমার পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত, অননুকূল, অশোভনীয়, অশ্রমণোচিত, অগ্রহণযোগ্য এবং সম্পূর্ণ অকরণীয় কার্য করা হয়েছে। হে মোঘপুরুষ, কেন তুমি গ্রামবাসী, নিগমবাসী, নগরবাসী, জনপদবাসী এবং রাজ্যবাসী কর্তৃক পূজিত সেই বৃক্ষটি ছেদন করাতে গেলে? হে মোঘপুরুষ, তুমি কি জান না মানবের জীবন বৃক্ষের উপর নির্ভরশীল? হে মোঘপুরুষ, তোমার এরূপ কার্য কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, মোঘপুরুষ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায় হবে।"

অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান ছন্নকে এরূপে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত হিতজনক। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের নিমিত্তে এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৩৬৬. "মহল্লকং পন ভিকখুনা ৰিহারং কারযমানেন সস্সামিকং অত্তুদ্দেসং ভিকখূ অভিনেতব্বা ৰত্থুদেসনায। তেহি ভিকখূহি ৰত্থু দেসেতব্বং অনারম্ভং সপরিক্কমনং। সারম্ভে চে ভিকখু ৰত্থুস্মিং অপরিক্কমনে মহল্লকং ৰিহারং কারেয্য ভিকখূ ৰা অনভিনেয্য ৰত্থুদেসনায, সঙ্ঘাদিসেসো"তি।

অনুবাদ : "যদি কোনো ভিক্ষু কোনো দায়ক কর্তৃক নিজের নিমিত্তে বৃহৎ বিহার নির্মাণ করতে ইচ্ছা করে, তবে সেই বিহার নির্মাণের স্থানটি ভালো-মন্দ পরীক্ষা করার জন্যে ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করতে হবে। সেই ভিক্ষুসংঘ বিহার নির্মাণের স্থানটিতে এসে পিপীলিকাদি ও কোনো হিংস্র জন্তুর উপদ্রবাদি অন্তরায় আছে কি না তা দেখতে হবে এবং বিহার নির্মাণের

স্থানটির চারিধারে কমপক্ষে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি ঘুরতে পারে মত অবকাশ রেখে এমন উপযুক্ত স্থান 'ঞত্তিদুতিয-কম্মবাচা' পাঠ করায়ে উক্ত স্থানটি অনুমোদন করে বৃহৎ বিহার নির্মাণ করবে। যদি কোনো ভিক্ষু উপরোক্ত নিয়মগুলি ভঙ্গ করে বৃহৎ বিহার নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হবে।"

৩৬৭. **'মহল্লকো'** অর্থে সস্বামীক দায়ক দ্বারা তৈরিকৃত বৃহৎ বিহার।

'বিহারো' অর্থে অবস্থান করতে পারে এমন আবাসের ভেতরে কিংবা বাহিরে অথবা আবাসের সর্বত্র কংকর, সিমেন্ট, বালি, জলাদি একত্রে মিশিয়ে প্লাস্টার করা বা মাটি-আদি আবাস নির্মাণের উপকরণাদি দ্বারা প্রলেপনকে বুঝায়।

'কারযমানেনাতি' বলতে বিহারাদি নির্মাণ নিজে করা কিংবা অপরের দ্বারা করানো।

'সস্সামিকন্তি' বলতে স্ত্রীলোক, পুরুষ, গৃহস্থ, প্রব্রজিত কিংবা যে কেউ মালিক বা অধিকারী হতে পারে।

'অত্তুদ্দেসন্তি' অর্থে স্বীয় প্রয়োজনের নিমিত্তে বা নিজের উদ্দেশ্যে।

'ভিক্খূ অভিনেতব্বো বত্থুদেসনযাতি' বলতে এখানে বিহার নির্মাণকারী ভিক্ষু বিহার নির্মাণের স্থান পরিষ্কার করে ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে অভিবাদনাদি জানায়ে উৎকুটিক বা পদ তলের উপর ভর দিয়ে বসে হাত জোড় করে এরূপ বলতে হবে : "ভন্তে সংঘ, আমি দায়ক দ্বারা নিজের উদ্দেশ্যে বৃহৎ বিহার নির্মাণে ইচ্ছুক হয়েছি। ভন্তে সংঘ, আমি সংঘকে সেই বিহার নির্মাণের স্থানটি নিরীক্ষণের জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি। মাননীয় সংঘ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার সেই বিহার নির্মাণের স্থানটি পরীক্ষা করার জন্যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করছি। যদি মাননীয় সংঘ বিহার নির্মাণের স্থান পর্যবেক্ষণ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে মাননীয় সংঘ কর্তৃক উক্ত স্থানটি পর্যবেক্ষণ করা উচিত বলে মনে করছি। আর যদি সংঘ উক্ত স্থানটি পর্যবেক্ষণ করতে ইচ্ছা না করেন, তাহলে সংঘের মধ্যে যে সকল ভিক্ষু দক্ষ ও সমর্থ তাঁদেরকে সেই স্থানে প্রেরণ করে হিংস্র পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রব-নিরূপদ্রব এবং বিহারের চতুর্দিকে দ্বিচাকা বিশিষ্ট গরুর গাড়ি ঘুরতে পারে এমন উপযুক্ত-অনুপযুক্ত স্থান পরীক্ষার নিমিত্তে সম্মতি হওয়ার জন্যে সংঘের সমীপে প্রার্থনা জানাচ্ছি।

হে ভিক্ষুগণ, এরূপে সম্মতি দেওয়া কর্তব্য; দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক সংঘকে এভাবে প্রস্তাব জ্ঞাত করাবে :

৩৬৮. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামীয় ভিক্ষু দায়ক কর্তৃক নিজের উদ্দেশ্যে বৃহৎ বিহার নির্মাণের জন্যে ইচ্ছুক হয়েছেন। সেই ভিক্ষু বিহার নির্মাণের স্থান পর্যবেক্ষণ করার লক্ষে সংঘকে প্রার্থনা করছেন। যদি সংঘ উপযুক্ত সময় মনে করেন, তাহলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে এই অমুক নামীয় ভিক্ষুর বিহার নির্মাণের স্থান পর্যবেক্ষণ করতে সম্মতি দিতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামীয় ভিক্ষু দায়ক দ্বারা নিজের উদ্দেশ্যে বৃহৎ বিহার নির্মাণের জন্যে ইচ্ছুক হয়েছেন। সেই ভিক্ষু সংঘকে বিহার নির্মাণের স্থান পর্যক্ষেণ করতে প্রার্থনা করছেন। সংঘ সেই ভিক্ষুর বিহার নির্মাণের স্থান পরীক্ষা করতে অমুক অমুক নামীয় ভিক্ষুকে অনুমতি প্রদান করছেন। উক্ত ভিক্ষুর বিহার নির্মাণের স্থান পর্যবেক্ষণ করতে অমুক অমুক নামীয় ভিক্ষুকে অনুমতি প্রদান করা যেই আয়ুষ্মান ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন অথবা যিনি ন্যায়সঙ্গত মনে করেন না, তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় ব্যক্ত করবেন।

ধারণা : অমুক নামীয় ভিক্ষুর বিহার নির্মাণের স্থান পর্যবেক্ষণ করতে অমুক অমুক নামীয় ভিক্ষু মাননীয় সংঘ কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন। মাননীয় সংঘ এই প্রস্তাব যথাযথ মনে করে মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করছি।

৩৬৯. যে সকল ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত হবে, সে সকল ভিক্ষু বিহার নির্মাণের স্থানটিতে গিয়ে বিহার নির্মাণের স্থান পর্যবেক্ষণ করে সেই স্থানের সুবিধা-অসুবিধা এবং হিংস্র পশু-পক্ষী, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রব-নিরূপদ্রব জানা কর্তব্য। যদি উক্ত স্থান বিহার নির্মাণের জন্যে অনুপযুক্ত হয় এবং হিংস্র পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রব আছে বলে মনে হয়, তাহলে 'এই স্থানে বিহার নির্মাণ করবেন না' এরূপ বলা কর্তব্য। আর যদি সেই স্থানটি বিহার নির্মাণের জন্যে উপযুক্ত হয় এবং হিংস্র পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রব না থাকে, তাহলে 'এই স্থান বিহার নির্মাণের পক্ষে উপযোগী এখানে বিহার নির্মাণ করুন'। এরূপে সংঘকে তা প্রকাশ করতে হবে। তখন বিহার নির্মাণকারী ভিক্ষু মাননীয় সংঘ সমীপে উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদমূলে অভিবাদন করে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপ বলতে হবে : "মাননীয় সংঘ, আমি দায়ক কর্তৃক নিজের উদ্দেশ্যে বৃহৎ বিহার নির্মাণের জন্যে ইচ্ছুক হয়েছি। আমি মাননীয় সংঘকে বিহার নির্মাণের স্থানটি অনুমোদন করার জন্যে প্রার্থনা করছি।"

[এরূপে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার প্রার্থনা করতে হবে]

দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু দ্বারা সংঘকে এরূপে প্রস্তাব জ্ঞাপন করাতে হবে :

৩৭০. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই মাননীয় ভিক্ষু দায়ক দ্বারা নিজের উদ্দেশ্যে বৃহৎ বিহার নির্মাণের জন্যে ইচ্ছুক হয়েছেন। সেই ভিক্ষু মাননীয় সংঘ সমীপে বিহার নির্মাণের স্থানটি অনুমোদন করার জন্যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করছেন। যদি সংঘ উপযুক্ত সময় মনে করেন, তাহলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুর বিহার নির্মাণের স্থানটি অনুমোদন করতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই নামীয় ভিক্ষু নিজের উদ্দেশ্যে দায়ক দ্বারা বৃহৎ বিহার নির্মাণের জন্যে ইচ্ছুক হয়েছেন। তিনি মাননীয় সংঘকে সেই স্থানটি অনুমোদন করার জন্যে প্রার্থনা করছেন। মাননীয় সংঘ সেই ভিক্ষুর বিহার নির্মাণের স্থানটি অনুমোদন করছেন। যেই আয়ুষ্মান সেই ভিক্ষুর বিহার নির্মাণের স্থানটি অনুমোদন করা উচিত বলে মনে করেন তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত বলে মনে করেন না, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

ধারণা : মাননীয় সংঘ কর্তৃক অমুক ভিক্ষুর বিহার নির্মাণের স্থানটি অনুমোদন করা হয়েছে। সংঘ এই প্রস্তাব উচিত বলে মনে করে নীরব রয়েছেন—আমি এরূপ ধারণা করছি।

৩৭১. **'সারম্ভ'** বলতে ১. পিপীলিকা, ২. উঁইপোকা, ৩. ইদুর, ৪. সর্প, ৫. বিছাপোকা, ৬. বহুপদী সরীসৃপ, ৭. হাতী, ৮. অশ্ব, ৯. সিংহ, ১০. বাঘ, ১১. দীপী, ১২. নেক্ড়ে বাঘ, ১৩. ভল্লুকাদি প্রভৃতি হিংস্র পশু ও কীট-পতঙ্গাদি এই ১৩ প্রকার তির্যগ্‌প্রাণীদের অবস্থান ও বিচরণ স্থানে এবং ১. ধান, গম ইত্যাদি ক্ষেত্র, ২. মটর-সীম, তিল, মাসা প্রভৃতি ক্ষেত্র ৩. বধ্যভূমি, ৪. কসাইখানা, ৫. মহাশ্মশান, ৬. উদ্যান, ৭. রাজার অধিকৃত স্থান, ৮. হস্তীশালা, ৯. অশ্বশালা, ১০. কারাগার, ১১. পানাগার, ১২. ঢালুজায়গা, ১৩. যানবাহন চলাচলের রাস্তা, ১৪. চারি রাস্তার সংযোগ স্থল, ১৫. সভাগৃহ, ১৬. জনগণের চলাফেরার রাস্তা প্রভৃতি। এই ১৬ প্রকার অযোগ্য ও উপদ্রবযুক্ত স্থানে বিহার নির্মাণ অনুপযুক্ত। এখানে বর্ণিত ১৬ প্রকার স্থান বিহার নির্মাণের ক্ষেত্রে অযোগ্য ও উপদ্রববহুল বলা হয়েছে।

'অপরিক্কমনং' বলতে যথাযথভাবে দুই চাকাবিশিষ্ট শকট বিহার নির্মাণের স্থানটির চতুর্পাশে ঘুরতে অক্ষম হলে এবং চতুর্দিকে পদব্রজে ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব হলে, এমন স্থান বিহার নির্মাণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলা

হয়েছে।

'অনারম্ভং' বলতে যে স্থানগুলো ১. পিপীলিকা, ২. উঁইপোকা, ৩. ইদুর, ৪. সর্প, ৫. বিছাপোকা, ৬. বহুপদী সরীসৃপ, ৭. হাতি, ৮. অশ্ব, ৯. সিংহ, ১০. বাঘ, ১১. দীপি, ১২. নেকড়ে বাঘ, ১৩. ভল্লুকাদি প্রভৃতি হিংস্র পশু ও কীট-পতঙ্গাদি এই ১৩ প্রকার তির্যগ্‌প্রাণীদের অবস্থান ও বিচরণ ক্ষেত্র নহে এবং ১. ধান, গম ইত্যাদি ক্ষেত্র, ২. মটর-সীম, তিল, মাসা প্রভৃতি ক্ষেত্র ৩. বধ্যভূমি, ৪. কসাইখানা, ৫. মহাশ্মশান, ৬. উদ্যান, ৭. রাজার অধিকৃত স্থান, ৮. হস্তীশালা, ৯. অশ্বশালা, ১০. কারাগার, ১১. পানাগার, ১২. ঢালুজায়গা, ১৩. যানবাহন চলাচলের রাস্তা, ১৪. চারি রাস্তার সংযোগ স্থল, ১৫. সভাগৃহ, ১৬. জনগণের চলাফেরার রাস্তা নহে, এমন স্থানগুলো বিহার নির্মাণের জন্যে উপযুক্ত। এখানে বর্ণিত স্থানগুলোকে যোগ্য ও নিরূপদ্রব স্থান বলা হয়েছে।

'সপরিক্কমনং' বলতে যথাযথভাবে দুই চাকাবিশিষ্ট শকট বিহার নির্মাণের স্থানটির চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হলে এবং পদব্রজে ঘুরে বেড়ানোর মতো জায়গা থাকলে, সে স্থানটি বিহার নির্মাণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত। ইহাই এখানে জ্ঞাতব্য।

'মহল্লকো' অর্থে সস্বামীক দায়ক কর্তৃক নির্মাণকৃত বৃহৎ বিহারকে বুঝায়।

'বিহারো' অর্থে অবস্থান করতে পারে এমন আবাসের ভেতরে কিংবা বাহিরে অথবা আবাসের সর্বত্র কংকর, সিমেন্ট, বালি, জলাদি একত্রে মিশিয়ে প্লাস্টার করা বা মাটি-আদি আবাস নির্মাণের উপকরণাদি দ্বারা প্রলেপনকে বুঝায়।

'কারেয্যাতি' বলতে বিহারাদি স্বয়ং নিজে নির্মাণ করা কিংবা অপরের দ্বারা করানো অর্থে বুঝায়।

'ভিক্‌খূ বা অনভিনেয্য বত্থুদেসনাযাতি' বলতে ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করে বিহার নির্মাণের স্থানটি 'ঞত্তি দুতিয' কর্মবাক্য দ্বারা অনুমোদন না করায়ে বিহার নির্মাণ করলে কিংবা করালে তার সেই প্রয়োগে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। যদি কার্য শেষ হবার পূর্বে মাত্র দুইটি ইট বা মৃত্তিকা-পিণ্ড দেয়ার বাকি থাকে, তাহলে প্রথম ইট বা মৃত্তিকা পিণ্ড প্রয়োগে 'থুল্লচ্চয়' এবং দ্বিতীয় ইট বা পিণ্ড প্রয়োগে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

'সংঘাদিসেসোতি' বলতে সংঘাদিশেষ অপরাধগ্রস্ত ভিক্ষু তার অপরাধ হতে মুক্তির জন্যে সংঘ কর্তৃক প্রথমে 'পরিবাস', মধ্যে মানত্ত ও মূলেপ্রতিকর্ষণ দেওয়া হয় এবং শেষে সংঘ কর্তৃক 'আহ্বান' করা হয়।

সংঘাদিশেষ অপরাধের দণ্ডসমূহ একজন বা কয়েকজন ভিক্ষু দিতে পারে না; ইহা একমাত্র ভিক্ষুসংঘকেই দিতে হয় বলে ইহাকে 'সংঘাদিশেষ' বলা হয়। এই জাতীয় দণ্ডকর্মের অন্তর্ভুক্ত অপরাধসমূহকে এ কারণে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি বলা হয়।

৩৭২. ১. যদি কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত এবং পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানে এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি চর্তুদিকে ঘুরতে অক্ষম এরূপ ত্রিবিধ দোষযুক্ত স্থান বিহার নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত এবং পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান কিন্তু উক্ত স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি ঘুরতে সক্ষম হয় এবং ভিক্ষুও সেই স্থানটিতে বিহার তৈরি করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৩. যদি কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি ঘুরতে অক্ষম কিন্তু উক্ত স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন হয় এবং ভিক্ষুও যদি সেই স্থানটিতে বিহার নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৪. যদি কোনো ভিক্ষু পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি ঘুরতে সক্ষম কিন্তু বিহার নির্মাণের স্থানটি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত স্থান হয় এবং ভিক্ষুও সেই স্থানটিতে বিহার নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৫. যদি কোনো ভিক্ষু পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি ঘুরতে অক্ষম কিন্তু বিহার নির্মাণের স্থানটি যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ভিক্ষুও যদি সেই স্থানটিতে বিহার নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৬. যদি কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি ঘুরতে সক্ষম কিন্তু বিহার নির্মাণের স্থানটি যদি পিপীলিকা বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার

উপদ্রুত স্থান হয় এবং ভিক্ষুও যদি সেই উপদ্রুত স্থানে বিহার নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৭. যদি কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকা বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব কিন্তু বিহার নির্মাণের স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি ঘুরতে অক্ষম এবং ভিক্ষুও যদি সেই অনুপযুক্ত স্থানে বিহার নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৮. যদি কোনো ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকা বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি ঘুরতে সক্ষম, এরূপ ত্রিবিধ উপযুক্ত স্থানে বিহার নির্মাণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৩৭৩. ১. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে বিহার নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি অননুমোদিত ও পিপীলিকা বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি ঘুরতে অক্ষম, এরূপ ত্রিবিধ দোষযুক্ত স্থানে সেই বিহার নির্মাণ করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে বিহার নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি অননুমোদিত ও পিপীলিকা বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত কিন্তু অপরদিকে সেই স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি ঘুরতে সক্ষম হলে এবং সেই ব্যক্তিও যদি উক্ত স্থানটিতে সেই বিহার নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা (আদেশদানকারী) ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৩. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে বিহার নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, কিন্তু অন্যদিকে সেই স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি

শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থান হয় এবং সেই ব্যক্তিও যদি সেই স্থানটিতে বিহার তৈরি করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৪. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে বিহার নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, কিন্তু অন্যদিকে যদি স্থানটি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত স্থান হয় এবং সেই ব্যক্তিও যদি উক্ত স্থানে বিহার নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৫. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে বিহার নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম; কিন্তু অপরদিকে সেই স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেই স্থানটিতে সেই বিহার নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৬. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে বিহার নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব কিন্তু অন্যদিকে সেই স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেই স্থানটিতে সেই বিহার তৈরি করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৭. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে বিহার নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি সেই বিহারটি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব কিন্তু অন্যদিকে সেই স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেই স্থানটিতে সেই বিহার তৈরি করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৮. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যে—"আমার জন্যে বিহার নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি সেই বিহারটি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এরূপ ত্রিবিধ অনুকূল ও উপযুক্ত স্থানে নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর কোনো অপরাধ হয় না।

৩৭৪. ১. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে ঠিক এই নিয়মে বিহার নির্মাণ কর। যা হতে হবে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এরূপ ত্রিবিধ উপযুক্ত স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং উক্ত স্থানটিতে গরুর গাড়ি চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হলে এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিও যদি এরূপ ত্রিবিধ দোষযুক্ত স্থানে বিহার নির্মাণ করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো ভিক্ষু কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে ঠিক এই নিয়মে বিহার নির্মাণ কর। যা হতে হবে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এরূপ ত্রিবিধ উপযুক্ত স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত ভিক্ষুর নির্দেশমতে সেই বিহার নির্মাণ না করে যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হয় কিন্তু বিহার নির্মাণের স্থানটিতে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম এমন স্থান হয় এবং আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিও যদি সেই স্থানে উক্ত বিহারটি নির্মাণ করে, তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৩. যদি কোনো ভিক্ষু কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে ঠিক এই নিয়মে বিহার নির্মাণ কর। যা হতে হবে সংঘ

কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এরূপ ত্রিবিধ উপযুক্ত স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করবে।” এরূপ আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহার নির্মাণের স্থানটির চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম স্থান হয় কিন্তু অন্যদিকে সেই স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থান হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি উক্ত স্থানে সেই বিহার নির্মাণ করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর একটি ‘সংঘাদিশেষ’ ও একটি ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

৪. যদি কোনো ভিক্ষু কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—“আমার জন্যে ঠিক এই নিয়মে বিহার নির্মাণ কর। যা হতে হবে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এরূপ ত্রিবিধ উপযুক্ত স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করবে।” এরূপ নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার ও ধান, মটর প্রভৃতির শস্য, ক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং বিহার নির্মাণের স্থানটিতে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম এমন স্থান হওয়া সত্ত্বেও যদি সে স্থানটি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও সেস্থানে সেই বিহার নির্মাণ করে, তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর একটি ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

৫. যদি কোনো ভিক্ষু কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—“আমার জন্যে ঠিক এই নিয়মে বিহার নির্মাণ কর। যা হতে হবে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এরূপ ত্রিবিধ উপযুক্ত স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করবে।” এরূপ নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম এমন স্থান হয় কিন্তু অন্যদিকে সেই স্থানটি যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেস্থানে সেই বিহার নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর দুইটি ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

৬. যদি কোনো ভিক্ষু কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে ঠিক এই নিয়মে বিহার নির্মাণ কর। যা হতে হবে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এরূপ ত্রিবিধ উপযুক্ত স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করবে।" এরূপ আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয় এমন স্থান হওয়া সত্ত্বেও সে স্থানটি যদি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থান হয় এবং সে স্থানে বিহার তৈরি করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষু একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৭. যদি কোনো ভিক্ষু কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে ঠিক এই নিয়মে বিহার নির্মাণ কর। যা হতে হবে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এরূপ ত্রিবিধ উপযুক্ত স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থান হয় কিন্তু অপরদিকে সে স্থানটিতে যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সে স্থানে বিহার নির্মাণ করে, তাহলে আদেষ্টা ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৮. যদি কোনো ভিক্ষু কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে ঠিক এই নিয়মে বিহার নির্মাণ কর। যা হতে হবে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকাদি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এরূপ ত্রিবিধ উপযুক্ত স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থান এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে সক্ষম এমন উপযুক্ত স্থানে সেই বিহার নির্মাণ করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর কোনো প্রকার আপত্তি হয় না।

৩৭৫. ১. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি বিহার নির্মাণ কর। বিহার নির্মাণের স্থানটি ঠিক এরূপ হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম এমন স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করলে আদেশদানকারী ভিক্ষু তা জানতে পেরে নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে আদিষ্ট ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দেওয়া কর্তব্য যে—"সেই বিহারটি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এমন স্থানে নির্মাণ করা হোক।" আদেশদানকারী ভিক্ষু আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট এরূপ নির্দেশ দেয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে গমন না করে কিংবা দূত প্রেরণ না করে তাহলে, আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি বিহার নির্মাণ কর। বিহার নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করলে আদেশদানকারী ভিক্ষু তা জানতে পেরে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট নিজে গিয়ে কিংবা দূত পাঠায়ে এরূপ নির্দেশ দেওয়া কর্তব্য যে—"সেই বিহারটি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থানে তৈরি করা হোক।" এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত

প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়।

৩. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—“আমার জন্যে একটি বিহার নির্মাণ কর। বিহার নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করবে।” আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করলে আদেশদানকারী ভিক্ষু তা জানতে পেরে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেওয়া উচিত যে—“সেই বিহারটি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম এমন স্থানে নির্মাণ করা হোক।” এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়।

৪. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—“আমার জন্যে একটি বিহার নির্মাণ কর। বিহার নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করবে।” আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষু সে’ বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—“সেই বিহারটি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্থানে নির্মাণ করা হোক।” এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়।

৫. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—“আমার জন্যে একটি বিহার নির্মাণ কর। বিহার নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান,

মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করলে উক্ত ভিক্ষু তা জ্ঞাত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—"সেই বিহারটি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম এমন স্থানে নির্মাণ করা হোক।" এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৬. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি বিহার নির্মাণ কর। বিহার নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করলে আদেষ্টা ভিক্ষু সে বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট নিজে গিয়ে কিংবা দূত পাঠায়ে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—"সেই বিহারটি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব স্থানে নির্মাণ করা হোক।" এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৭. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি বিহার নির্মাণ কর। বিহার নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট

গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম অমান্য করে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করলে উক্ত ভিক্ষু তা জ্ঞাত হয়ে আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট নিজে গিয়ে কিংবা দূত প্রেরণ করে এরূপ নির্দেশ দেয়া কর্তব্য যে—"সেই বিহারটি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে কুটিরের চতুর্পাশে ঘুরতে সক্ষম এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করা হোক।" এরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যদি স্বয়ং নিজে না যায় কিংবা দূত প্রেরণ না করে, তাহলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৮. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি বিহার নির্মাণ কর। বিহার নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তিও আদেশদানকারী ভিক্ষুর নির্দেশানুযায়ী সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম এমন স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করলে আদেশদানকারী ভিক্ষুর কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৩৭৬. ১. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে বিহার নির্মাণ কর। বিহার নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন উপযুক্ত স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করবে।" আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নিয়ম না মেনে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একত্রে তিনটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ

নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—“আমার জন্যে বিহার নির্মাণ কর। বিহার নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মে হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন উপযুক্ত স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করবে।” এরূপ নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত কিন্তু বিহার নির্মাণের স্থানটিতে দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হলে উক্ত ব্যক্তিও যদি সেই স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একত্রে দুইটি ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

৩. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—“আমার জন্যে একটি বিহার নির্মাণ কর। বিহার নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করবে।” এরূপ নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হলে কিন্তু সেই স্থানটি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেস্থানে বিহার নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একত্রে দুইটি ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

৪. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—“আমার জন্যে একটি বিহার নির্মাণ কর। বিহার নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করবে।” এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম

হওয়া সত্ত্বেও বিহার নির্মাণের স্থানটি সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত হলে এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিও যদি সেই স্থানটিতে বিহার নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৫. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি বিহার নির্মাণ কর। বিহার নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করবে।" ভিক্ষু হতে এরূপ নির্দেশ পেয়ে আদিষ্ট ব্যক্তি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও উক্ত স্থানটি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত হলে এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিও যদি সেই স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৬. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি বিহার নির্মাণ কর। বিহার নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বিহার নির্মাণের স্থানটি পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত হলে এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি সেই স্থানে বিহার নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৭. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি বিহার নির্মাণ কর। বিহার নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট

গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে ব্যক্তি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এবং পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী ও ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থান যদি দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম হয় এবং আদিষ্ট ব্যক্তিও যদি সেই স্থানে বিহার নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৮. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি বিহার নির্মাণ কর। বিহার নির্মাণের স্থানটি ঠিক এ নিয়মানুযায়ী হতে হবে : সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি যাতে বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয়, এমন স্থানে বিহারটি নির্মাণ করবে।" এরূপ নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম হয় এবং পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রববিহীন স্থানে সেই বিহারটি নির্মাণ করলে উক্ত ভিক্ষুর কোনো প্রকার আপত্তি হয় না।

৩৭৭. ১. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে একটি বিহার নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এরূপ ত্রিবিধ দোষযুক্ত স্থানে সেই বিহারটি সেই ব্যক্তি কর্তৃক নির্মাণ করা হলে, 'নির্মিত বিহারটি বিনয়ানুকূল স্থানে নির্মাণ করা হয় নাই' নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জ্ঞাত হয়ে সেই বিহারটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করা উচিত কিংবা বিহারটি ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা উচিত। নির্দেশদানকারী ভিক্ষু যদি সেই বিহারটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা না করে কিংবা ভেঙে পুনঃ নিয়মানুসারে নির্মাণ না করে, তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে বিহার নির্মাণ কর।" আদিষ্ট ব্যক্তি এরূপ নির্দেশ পেয়ে সংঘ দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের

চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম কিন্তু সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত এরূপ দ্বিবিধ দোষযুক্ত স্থানে সেই বিহার উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক নির্মাণ করা হলে, 'নির্মিত বিহারটি বিনয়ানুকূল স্থানে যথাযথভাবে করা হয় নাই' নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জ্ঞাত হয়ে সেই বিহারটি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করা কর্তব্য কিংবা বিহারটি ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। নির্দেশদানকারী ভিক্ষু যদি সেই বিহারটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুসারে বিহারটি পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৩. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে বিহার নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব কিন্তু সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ দোষযুক্ত স্থানে সেই বিহার আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্মাণ করা হলে, 'নির্মিত বিহারটি বিনয়ানুকূল স্থানে যথাযথভাবে করা হয় নাই' নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জ্ঞাত হয়ে নির্মিত বিহারটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ করা কর্তব্য কিংবা বিহারটি ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। নির্দেশদানকারী ভিক্ষু যদি সেই বিহারটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুযায়ী পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৪. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে বিহার নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ উপযুক্ত স্থান হওয়া সত্ত্বেও সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত স্থানে সেই বিহারটি আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্মাণ করা হলে, 'নির্মিত বিহারটি বিনয়ানুকূল স্থানে যথাযথভাবে করা হয় নাই' নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জ্ঞাত হয়ে নির্মিত বিহারটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ করা কর্তব্য কিংবা বিহারটি ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। নির্দেশদানকারী ভিক্ষু যদি সেই বিহারটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুসারে বিহারটি পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে

নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর একটি 'সংঘাদিশেষ' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৫. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে বিহার নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ দোষযুক্ত স্থানে সেই বিহারটি আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্মাণ করা হলে, 'নির্মিত বিহারটি বিনয়ানুকূল স্থানে সঠিকভাবে করা হয় নাই' নির্দেশদানকারী ভিক্ষু তা জ্ঞাত হয়ে নির্মিত বিহারটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ করা কর্তব্য কিংবা বিহারটি ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। যদি নির্দেশদানকারী ভিক্ষু সেই বিহারটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুযায়ী পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে নির্দেশদানকারী ভিক্ষুর দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৬. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে বিহার নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে সংঘ কর্তৃক অননুমোদিত ও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এরূপ দ্বিবিধ উপযুক্ত স্থান হওয়া সত্ত্বেও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার উপদ্রুত স্থানে সেই বিহারটি আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্মাণ করা হলে, 'সেই বিহারটি বিনয়ানুকূল স্থানে যথাযথভাবে করা হয় নাই' নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জ্ঞাত হয়ে নির্মিত সেই বিহারটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ করা কর্তব্য কিংবা বিহারটি ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। নির্দেশদানকারী ভিক্ষু যদি সেই বিহারটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ না করলে সেই ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৭. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে বিহার নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব, এরূপ দ্বিবিধ উপযুক্ত স্থান হওয়া সত্ত্বেও দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে অক্ষম এমন স্থানে সেই বিহারটি আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত হলে, 'বিহারটি বিনয়ানুকূল স্থানে সঠিকভাবে নির্মাণ করা হয় নাই' নির্দেশদানকারী ভিক্ষু ইহা জ্ঞাত হয়ে সেই বিহারটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ

করা কর্তব্য কিংবা সেই বিহারটি ভেঙে বিনয়ানুযায়ী পুনঃ নির্মাণ করা কর্তব্য। যদি নির্দেশদানকারী ভিক্ষু সেই বিহারটি পরিত্যাজ্য বলে প্রকাশ না করে কিংবা ভেঙে বিনয়ানুসারে পুনঃ নির্মাণ না করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৮. যদি কোনো ভিক্ষু বিহার নির্মাণের ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান করে যে—"আমার জন্যে বিহার নির্মাণ কর।" এরূপ নির্দেশ পেয়ে সংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ও পিপীলিকা, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি ১৩ প্রকার প্রাণী এবং ধান, মটর প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রাদির ১৬ প্রকার নিরূপদ্রব এবং দুই চাকাবিশিষ্ট গরুর গাড়ি বিহারের চতুর্দিকে ঘুরতে সক্ষম, এরূপ ত্রিবিধ উপযুক্ত স্থানে আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক বিহার নির্মাণ করা হলে, সেই ভিক্ষুর কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৩৭৮. ১. নিজে বিহার নির্মাণের কাজ আরম্ভ করে নিজেই সমাপ্ত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. নিজের দ্বারা বিহার নির্মাণের কাজ শুরু করে অন্যের দ্বারা সেই নির্মাণ কাজ শেষ করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩. অপরের দ্বারা বিহার নির্মাণের কাজ আরম্ভ করে নিজের দ্বারা সমাপ্ত করলে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৪. অপরের দ্বারা বিহার নির্মাণের কাজ আরম্ভ করে অপরের দ্বারা সেই বিহার নির্মাণের কাজ শেষ করলেও 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩৭৯. **অনাপত্তি :** লেন বা শিলার ক্ষুদ্র গহ্বর, গুহা ও তৃণ দ্বারা কুটির নির্মাণ করলে অপরের জন্যে করলে নিজে বসবাসের বিহার ব্যতীত অন্য বিহার নির্মাণ করলে মতিভ্রম হয়ে করলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে অনাপত্তি।

[সপ্তম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

অষ্টম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা

৮. দুট্ঠদোস সিক্খাপদং

(প্রদুষ্ট মনে দোষারোপ-বিষয়ক শিক্ষাপদ)

[স্থান : রাজগৃহ]

৩৮০. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে বেণুবনস্থ কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময়ে আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব[1] জন্ম হতে সপ্ত বৎসর বয়সে অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎ করেছিলেন। শ্রাবকদের দ্বারা যা প্রাপ্তব্য[2] তা তিনি লাভ করেছিলেন। তার আর নতুন করে কোনো প্রকারের করণীয় কর্তব্য অথবা কার্য সম্পাদন করার কিছুই প্রয়োজন ছিল না। সকল প্রকার করণীয় কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব নীরব, নির্জন ও বিবেক স্থানে ধ্যানাবিষ্ট থাকার সময়ে তাঁর চিত্তে এরূপ পরিবিতর্ক উৎপন্ন হলো : "আমি জন্ম হতে সপ্ত বৎসর বয়সে অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎ করেছি। শ্রাবকদের পক্ষে যা প্রাপ্তব্য তা আমি প্রাপ্ত হয়েছি। আমার আর নতুন করে কোনো প্রকারের করণীয় কর্তব্য কিংবা কার্য সম্পাদন করার প্রয়োজন নাই; আমার সকল প্রকার করণীয় কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং আমি মাননীয় ভিক্ষুসংঘের কোন সেবা করব?" তখন আবার আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের মনে এই চিন্তা উদয় হলো : "তাহলে আমি ভিক্ষুসংঘের শয্যাসন প্রস্তুত এবং আহারাদির ব্যবস্থা করব।"

অতঃপর আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব সায়াহ্ন সময়ে ধ্যানাসন হতে উঠে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, আমি নীরব, নির্জন ও বিবেকস্থানে ধ্যানাবিষ্ট থাকার সময়ে আমার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছে : আমি জন্ম হতে সপ্ত বৎসর বয়সে অর্হত্ত্বফল লাভ করেছি। ভগবানের শ্রাবকদের দ্বারা যা প্রাপ্তব্য তা আমি প্রাপ্ত হয়েছি। আমার আর নতুন করে কোনো করণীয় কর্তব্য কিংবা কার্য সম্পাদন করার দরকার নেই; আমার সকল প্রকার করণীয় কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং আমি মাননীয় ভিক্ষুসংঘের কোন

---

[1]. মল্ল রাজার পুত্র বলে তাকে মল্লপুত্র বলা হত। এবং 'আয়ুষ্মান দব্ব' হলো তাঁর ভিক্ষু নাম।

[2]. ভগবান বুদ্ধের শিষ্যমণ্ডলী বা শ্রাবকদের ত্রিবিদ্যা জ্ঞান, জাতিস্মর জ্ঞান, সত্ত্বগণের জন্ম-মৃত্যু জ্ঞান ও স্বীয় আসব (তৃষ্ণা) ক্ষয়জ্ঞান, চতুর্বিধ প্রতিসম্ভিদা (ধর্মপ্রতিসম্ভিদা, অর্থপ্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা এবং প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা) এবং নবলোকোত্তর ধর্ম (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ত্বমার্গফল ভেদে ৮টি এবং নির্বাণসহ মোট নয়টি) এগুলো হলো শ্রাবকদের প্রাপ্তব্য বিষয়। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

সেবা করব? ভন্তে, তখন আবার আমার মনে এই চিন্তা উদয় হলো : 'আমি মাননীয় ভিক্ষুসংঘের শয্যাসন প্রস্তুত এবং আহারাদি সুব্যবস্থার দায়িত্ব পালন করব।"

"ভন্তে, আমি মাননীয় ভিক্ষুসংঘের শয্যাসন প্রস্তুত এবং আহারাদি সুব্যবস্থার দায়িত্ব পালন করতে ইচ্ছা করছি।"

"সাধু, সাধু, দব্ব, তাহলে তুমি ভিক্ষুসংঘের শয্যাসন প্রস্তুত এবং আহারাদি সুব্যবস্থার দায়িত্ব পালন করতে পার।" "হ্যাঁ ভন্তে" বলে আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব ভগবানকে প্রত্যুত্তর জানালেন। তখন ভগবান এই নিদানে, এই কারণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুসংঘ আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে শয্যাসনের নিয়ামক (ব্যবস্থাপক) এবং আহারাদি সুব্যবস্থার দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত করুক। হে ভিক্ষুগণ, এরূপে নির্বাচন করতে হবে—প্রথমে মল্লপুত্র দব্ব ভিক্ষুর অভিমত নিয়ে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক সংঘকে এভাবে প্রস্তাব জ্ঞাপন করাবে :

৩৮১. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘের নিকট যোগ্য বিবেচিত হয়, তবে সংঘ আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে শয্যাসনের ব্যবস্থাপক এবং আহারাদি সুব্যবস্থার দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত করতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। ভিক্ষুসংঘ আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে শয্যাসন ব্যবস্থাপক এবং ভোজনের সুব্যবস্থার দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে নির্বাচন করছেন। আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে শয্যাসন ব্যবস্থাপক এবং আহারাদি সুব্যবস্থার নিয়ামক নির্বাচন করা যেই আয়ুষ্মানের নিকট যোগ্য বলে মনে হয়, তিনি মৌন থাকবেন এবং যেই আয়ুষ্মানের নিকট যোগ্য বলে মনে হবেন না, তিনি নিজ অভিমত ভাষায় ব্যক্ত করবেন।

ধারণা : মাননীয় সংঘ আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে শয্যাসন ব্যবস্থাপক এবং আহারাদি সুব্যবস্থার নিয়ামক নির্বাচন করলেন। সংঘ যোগ্য বলে বিবেচনা করে মৌন রয়েছেন—আমি এরূপ ধারণা করছি।

৩৮২. অনন্তর আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব নির্বাচিত হয়ে সমভাবাপন্ন একই শ্রেণিভুক্ত ভিক্ষুদের জন্যে পৃথকভাবে শয্যাসন নির্দিষ্ট করলেন, ১. যেই সকল ভিক্ষু সূত্রান্তিক (সূত্রপিটকে অভিজ্ঞ) তাঁরা পরস্পরের মধে সূত্রাদি আলোচনা করবেন, ইহা ভেবে তাঁদের নিমিত্তে পৃথক শয্যাসন নির্দিষ্ট করলেন। ২. যে সকল ভিক্ষু বিনয়ধর তাঁরা পরস্পরের মধ্যে বিনয়ের প্রতিবিধান করবেন—এই ভেবে তাঁদের জন্যে পৃথক শয্যাসন নির্দিষ্ট করলেন। ৩. যাঁরা ধর্মকথিক

তাঁরা পরস্পর ধর্মালোচনা করবেন, ইহা ভেবে তাঁদের জন্যে পৃথক শয্যাসন নির্দিষ্ট করলেন। ৪. যে সকল ভিক্ষু ধ্যানপরায়ণ তাঁরা পরস্পরের অন্তরায় ঘটাবেন না—ইহা ভেবে তাঁদের জন্যে পৃথক শয্যাসন নির্দিষ্ট করলেন। ৫. যে সকল ভিক্ষু তুচ্ছালাপ[1] করে থাকে এবং শরীর চর্যায় নিরত থাকে সেই আয়ুষ্মানগণ মহানন্দেও অবস্থান করতে পারেন, এই ভেবে তাদের জন্যে পৃথক শয্যাসন নির্দিষ্ট করলেন। ৬. আর যারা বিকালে আগমন করেন, তাঁদের জন্যেও তেজকৃৎস্ন চতুর্থ ধ্যান বর্ধিত করে সেই আলোকে শয্যাসন নির্দিষ্ট করলেন। অধিকন্তু সেই ভিক্ষুগণ "আমরা আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের ঋদ্ধি প্রতিহার্য দর্শন করব" এরূপ ভেবে ইচ্ছাপূর্বক বিকালে আগমন করেন। সেই ভিক্ষুগণ, আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের সমীপে উপস্থিত হয়ে ইহা বললেন, "আবুসো দব্ব, আমাদের জন্যে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন।" আয়ুষ্মান দব্ব তাঁদেরকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কোথায় ইচ্ছা করেন? আমি আপনাদের জন্য কোথায় শয্যাসন নির্দিষ্ট করব?" তখন সেই ভিক্ষুগণ ইচ্ছাপূর্বক দূরে নির্দেশ করলেন। "আবুসো দব্ব, আমাদের নিমিত্তে গিজ্ঝাকূট (গৃধকূট) পর্বতে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্যে চোরপ্রপাতে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্যে ঋষিগিলির পাশে কালশিলায় শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্যে বেভার পর্বতস্থ সপ্তপর্ণীগুহায় শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্যে শীতবনে সর্পশৌণ্ডিক পর্বতে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্যে গৌতম কন্দরায় শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্যে তিন্দুক কন্দরায় শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের নিমিত্তে তপোদাকন্দরায় শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের নিমিত্তে তপোদারামে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্যে জীবকের আম্রবনে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন। আমাদের জন্যে মদ্রকুক্ষি মৃগদায়ে শয্যাসন নির্দিষ্ট করুন।" অতঃপর আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব চতুর্থ ধ্যান বলে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির আলোকে সেই ভিক্ষুদের আগে আগে গমন করলেন। সেই ভিক্ষুগণও সেই

---

[1]. তুচ্ছালাপ বলতে রাজ-কথা, চোর-কথা, যুদ্ধ-কথা, গ্রাম-কথা, স্ত্রী-কথা, পুরুষ-কথা মহামাত্য-কথা, সেনা-কথা, ভয়-কথা, অন্ন-কথা, পানীয়-কথা, বস্ত্র-কথা, শয্যা-কথা, মালা-কথা, গন্ধদ্রব্য-কথা, জ্ঞাতি-কথা, যান-কথা, নিগম-কথা, নগর-কথা, জনপদ-কথা, শূর-কথা, বন (শর)-কথা, জলঘাট বা জল আহরণকারিণী-কথা, পূর্বপ্রেত-কথা, নানাবিধ অনর্থক-কথা, লোকাখ্যায়িকা, সমুদ্রাখ্যায়িকা, উন্নতি ও অনুন্নতি-কথা ইত্যাদি ২৮ প্রকার অপ্রয়োজনীয় ও অহিতকর আলাপই তুচ্ছ বা বৃথালাপ।

আলোর সাহায্যে আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের পিছনে পিছনে গমন করলেন। আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব তাঁদের জন্যে এরূপে শয্যাসন নির্দিষ্ট করলেন, 'এটি মঞ্চ, এটি চৌকি, এটি আসন, ইহা গদি, ইহা মাদুর, ইহা বালিশ, এখানে পায়খানা, এখানে প্রস্রাবখানা, এই স্থানে পানীয় ও পরিভোগ্য জল, এখানে ব্যবহারযোগ্য জল, এটি যষ্ঠি, এটি সংঘের বিনয়বিধি, এই সময়ে প্রবেশ করতে হবে, এই সময়ে নিষ্ক্রমণ করতে হবে।" আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব এরূপে সেই ভিক্ষুদের জন্যে শয্যাসন প্রস্তুত করে পুনরায় বেণুবনে প্রত্যাগমন করলেন।

৩৮৩. সে সময়ে নবদীক্ষিত মেত্তিয় ও ভূম্মজক[1] নামক ভিক্ষুদ্বয় নবাগত ও অল্প পুণ্যসম্পন্ন ছিলেন। সংঘের যে সমস্ত নিকৃষ্ট শয্যাসন (বাসস্থান) সেগুলো তাদের ভাগ্যে মিলত এবং নিকৃষ্ট আহারসমূহ তাদের ভাগে পড়ত। ঐ সময়ে রাজগৃহের জনসাধারণ স্থবির ভিক্ষুদেরকে সদ্য প্রস্তুতকৃত ঘৃত, তৈল ইত্যাদি উপাদেয় সুখাদ্য এবং নানাবিধ দানীয় সম্ভারে সুসজ্জিত করে দান করতেন কিন্তু সেই জনগণ মেত্তিয় ও ভূম্মজক নামক ভিক্ষুদ্বয়কে শুধু মাত্র নিকৃষ্ট চাউলের ভাত এবং কাঁজি দান করলেন। তারা ভিক্ষান্ন সংগ্রহান্তে প্রত্যাবর্তন করে অপরাহ্নে স্থবির ভিক্ষুদেরকে এরূপ জিজ্ঞাসা করতেন, "আবুসোগণ, আপনাদের আহার স্থানে কিরূপ খাদ্য ছিল?" তখন একাংশ স্থবির এরূপ উত্তর দিতেন, "আবুসোগণ, আমাদের আহার স্থানে ঘৃত, তৈল ইত্যাদি উপাদেয় সুস্বাদু আহার এবং নানাবিধ দানীয় সামগ্রী ছিল।" মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয় এরূপ শুনে বলতেন, "আবুসোগণ, আমাদের ভোজন স্থানে কেবল নিকৃষ্ট চালের ভাত ও কাঁজি ব্যতীত সেরূপ কিছুই ছিল না।"

সে সময়ে কল্যাণভত্তিক[2] নামক গৃহপতি প্রতিদিন ভিক্ষুসংঘকে চারি প্রকারের উপাদেয় আহার প্রদান করতেন। তিনি আহারের সময় "ভন্তে, ভাতের প্রয়োজন আছে কি? সূপের প্রয়োজন আছে কি? তৈলের প্রয়োজন আছে কি? অন্যকোনো দ্রব্যের প্রয়োজন আছে কি?" ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে পরম প্রীতি ও আনন্দের সহিত স্ত্রী-পুত্রসহ সহস্তে ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন

---

[1]. একজনের নাম মেত্তিয় ও অন্যজনের নাম ভূম্মজক। এরা দুইজনই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের পূর্বপুরুষ ছিলেন।

[2]. ভিক্ষুসংঘের কল্যাণকামী হয়ে সুন্দর, উপাদেয়, অতিশয় উৎকৃষ্ট, প্রণীত আহারাদি খাদ্যভোজ্য সংঘকে দান করতেন বিধায় তাকে সবাই কল্যাণভত্তিক উপাসক বলে জানত। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

করতেন। সে সময়ে কল্যাণভত্তিক গৃহপতির গৃহে মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয়ের আহারের পালা পড়েছিল। অতঃপর কল্যাণভত্তিক গৃহপতি কোনো এক করণীয় উদ্দেশ্যে বিহারে গমন করলেন। যেখানে আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট কল্যাণভত্তিক গৃহপতিকে আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্ব ধর্মোপদেশ দ্বারা সন্দর্শিত, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করলেন। তখন কল্যাণভত্তিক গৃহপতি আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের অমৃতোপম ধর্মদেশনায় সন্দর্শিত, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান দব্বকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "প্রভু, আগামীকাল আমার আবাসে কোনো কোনো ভিক্ষুর ভোজনের পালা নির্ধারিত হয়েছে?" "হে গৃহপতি, আগামীকাল আপনার আবাসে মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয়ের ভোজনের পালা নির্ধারিত হয়েছে।" তখন কল্যাণভত্তিক গৃহপতি ইহা শুনে অসন্তুষ্ট হয়ে এরূপ প্রকাশ করলেন, "কেন পাপিষ্ঠ ভিক্ষুগণ আমার গৃহে ভোজন করবে?" এ বলে গৃহে গিয়ে দাসীকে এরূপ নির্দেশ করলেন, "ওহে দাসী, আগামীকাল আমার গৃহে অন্নভোজীগণ আগমন করবে। সুতরাং তাদেরকে বারান্দায় আসন দিয়ে শুধু কাঁজি আর নিকৃষ্ট চালের খুদভাত পরিবেশন করবে।" "হ্যাঁ আর্য" বলে সেই দাসী কল্যাণভত্তিক গৃহপতিকে প্রত্যুত্তর দিল।

অতঃপর মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয় কল্যাণভত্তিক গৃহপতির ঘরে আগামীকালের জন্যে আমরা ভোজনের নিমিত্তে নির্দিষ্ট হয়েছি। আমরা কল্যাণভত্তিক গৃহপতির গৃহে উপস্থিত হলে, নিশ্চয় তিনি স্ত্রী-পুত্রসহ উপস্থিত হয়ে—"ভন্তে, ভাতের প্রয়োজন আছে কি? সূপের প্রয়োজন আছে কি? তৈলের প্রয়োজন আছে কি? ঘৃতের প্রয়োজন আছে কি? কিংবা অন্যকোনো দ্রব্যের প্রয়োজন আছে কি? ইত্যাদি বলে জিজ্ঞেস করে অতিশয় প্রীতি ও আনন্দের সহিত স্বহস্তে আমাদেরকে পরিবেশন করবেন।" তারা এরূপ ভেবে আনন্দে ও সৌমনস্যের কারণে রাত্রিতে উভয়ের ইচ্ছানুরূপ ঘুম হলো না।

অতঃপর রাত্রি শেষে মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয় পূর্বাহ্ণ সময়ে বহির্গমনোপযোগী চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে যেখানে কল্যাণভত্তিক গৃহপতির নিবাস সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন কল্যাণভত্তিক গৃহপতির দাসী মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয়কে দূর হতে আসতে দেখে বারান্দায় আসন প্রস্তুত করে তাদেরকে এরূপ বলল, "ভন্তে, আপনারা এই স্থানে বসুন।" তখন মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয়ের মনে এরূপ চিন্তা উদয়

হলো : ‘মনে হয় এখনও পাক করা শেষ হয় নাই। এই জন্যে আমাদেরকে বারান্দায় বসতে বলা হচ্ছে।” অনন্তর সেই দাসী খুদ চালের ভাত ও কাঁজি এনে তাদেরকে বলল, “ভন্তে, ভোজন করুন।” তখন তারা সেই দাসীকে বলল, “হে ভগিনী, আমরা তো এখানে নিত্য আহার গ্রহণকারী ভিক্ষু।” “হ্যাঁ আর্যগণ, আমিও তা জানি যে, আপনারা এখানে নিত্য আহার গ্রহণকারী ভিক্ষু। অধিকন্তু, গতকাল আমাকে গৃহপতি এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন যে—“ওহে দাসী, আগামীকাল আমার গৃহে অন্নভোজীরা আগমন করবে। সেই অন্নভোজীদের জন্যে বারান্দায় আসন প্রস্তুত করে খুদচালের ভাতও কাঁজি পরিবেশন করবে।” অতএব ভন্তে, আপনারা এগুলোই ভোজন করুন।”

অতঃপর মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয় ‘গতকাল গৃহপতি কল্যাণভত্তিক বিহারে মল্লপুত্র দব্বের সমীপে গিয়েছিলেন; মল্লপুত্র দব্ব নিশ্চয়ই গৃহপতি কল্যাণভত্তিককে আমাদের প্রতি অপ্রসন্নতা আনয়নের জন্যে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু বুঝায়েছেন।” এরূপ চিন্তা করে তারা উভয়ে অসন্তুষ্টি হয়ে মানসিক যন্ত্রণায় নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী আহার করতে পারলেন না। তখন মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয় সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে বিহারে গিয়ে পাত্র-চীবর যথাস্থানে সামলে রেখে বিহারের বাহিরে স্থিত প্রকোষ্ঠে সংঘাটি বিছায়ে মুখ ও স্কন্ধ অবনত করে নীরব, চুপচাপ, কিংকর্তব্যবিমূঢ় (হতাশ) হয়ে তীব্র মনস্তাপ এবং অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে বসে রইলেন।

অনন্তর মেত্তিয়া ভিক্ষুণী যথায় মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয়, তথায় উপস্থিত হয়ে তাদেরকে এরূপ বললেন, “আর্য, আমি আপনাদেরকে বন্দনা জানাচ্ছি।” এরূপ বললে মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয় নিরুত্তর রইলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার মেত্তিয়া ভিক্ষুণী তাদেরকে এরূপ বললেন, “আর্য, আমি আপনাদেরকে বন্দনা জানাচ্ছি।’ তারা তখনও নিরুত্তর রইলেন। তখন মেত্তিয়া ভিক্ষুণী তাদেরকে বললেন, “আমি কি আর্যদের কোনোরূপ অপরাধ করেছি, যে কারণে আর্যগণ আমার কথার কোনো উত্তর দিচ্ছেন না?” মেত্তিয়া ভিক্ষুণী কর্তৃক ইহা বলা হলে, মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয় মেত্তিয়া ভিক্ষুণীকে বললেন, “হে ভগিনী, তুমি কি জান না যে, আমরা মল্লপুত্র দব্ব কর্তৃক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সহিত নিপীড়িত হচ্ছি? তুমি ইহা দেখেও যে কিছুই করছ না।” “আর্যগণ, আমি কী করতে পারি?” “ভগিনী, তুমি ইচ্ছা করলে সেই কাজ করতে পার; যা দ্বারা ভগবান আজই আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে এখান হতে বহিষ্কার করে দিবেন।” “আর্যগণ, আমি এখন কী করতে

পারি?” “ভগিনী, যেখানে ভগবান সেখানে তুমি গিয়ে ভগবানকে এরূপ বলবে, “প্রভু ভগবান, ইহা বড়ই অনুপযোগী; বড়ই অগ্রহণযোগ্য। পূর্বে আমরা যেদিকে ভয়হীনা, বিপদহীনা এবং নিরূপদ্রবমুক্ত ছিলাম, কিন্তু সেদিকে এখন ভয়সংকুল, বিপৎসংকুল এবং উপদ্রবযুক্তা হয়েছি। সেস্থানে বায়ু প্রবাহিত হত না, এখন যেস্থানে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। যেন জল অগ্নিতে পরিণত হয়েছে। প্রভু ভগবান, আর্য মল্লপুত্র দব্ব কর্তৃক আমি দূষিত হয়েছি।” “হ্যাঁ আর্য,” মেত্তিয়া ভিক্ষুণী মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয়কে প্রত্যুত্তর দিয়ে ভগবানের সমীপে গিয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে স্থিত মেত্তিয়া ভিক্ষুণী ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন, “প্রভু ভগবান, ইহা বড়ই অনুপযোগী; বড়ই অগ্রহণযোগ্য। পূর্বে আমরা যেদিকে ভয়হীনা, বিপদহীনা এবং নিরূপদ্রব মুক্ত ছিলাম কিন্তু এখন আমরা সেদিকে ভয়সংকুল, বিপৎসংকুল এবং উপদ্রবযুক্তা হয়েছি। যেস্থানে বায়ু প্রবাহিত হত না; এখন সেস্থানে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। যেন জল অগ্নিতে পরিণত হয়েছে। প্রভু ভগবান, আর্য মল্লপুত্র দব্ব কর্তৃক আমি দূষিত হয়েছি।”

৩৮৪. অতঃপর ভগবান এই হেতুতে, এই কারণে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে দব্ব, এই ভিক্ষুণী যেরূপ বলছে তুমি সেরূপ কার্যের কর্তা বলে তা তোমার স্মরণ হয় কি?” “ভন্তে, ভগবান আমাকে যেরূপ জানেন[1]।”

দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ভগবান আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে দব্ব, এই ভিক্ষুণী যা বলছে, তুমি সেরূপ কার্যের কর্তা বলে তোমার স্মরণ হয় কি?” “ভন্তে, ভগবান আমাকে যেরূপ জানেন।” “দব্ব, অভিযোগের বিষয় এভাবে মীমাংসা হয় না। যদি তুমি এই কাজ করে থাক, তাহলে করেছ বলে স্বীকার কর, আর যদি ইহা না করে থাক, তাহলে ‘তা করি নাই’ বলে স্বীকার কর।” “ভন্তে, সম্বুদ্ধের শাসনে আমার জন্ম হতে আমি কোনো দিন স্বপ্নেও মৈথুন সেবন করেছি বলে আমার স্মরণ হয় না।

---

[1]. ভগবান তথাগত সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী। তিনি সব বিষয়ে অবগত থাকেন এবং ইচ্ছা করলে সকল বিষয় এক নিমিষেই জানতে পারেন। আমিও এখন ক্ষীণাসব (তৃষ্ণাহীন)। সুতরাং আমার পঞ্চকামগুণের প্রতি আসক্তি-বিরক্তি নাই। এ কারণে ভগবান আমাকে জানেন; এখানে আমার বলার কী আর প্রয়োজন আছে। এ হেতু “ভগবান আমাকে যেরূপ জানেন” ইহা বলা হয়েছে, এখানে ইহাই জ্ঞাতব্য। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

আর জাগ্রতাবস্থার কথাই বা কী!” অনন্তর ভগবান ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, এখন এই মেত্তিয়া ভিক্ষুণীকে সংঘ হতে বহিষ্কার* করে দাও; এবং এই মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয়কেও এ ব্যাপারে সত্যতা যাচাই কর।” ভগবান ইহা বলে আসন হতে উঠে বিহারে প্রবেশ করলেন।

তখন উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ মেত্তিয়া ভিক্ষুণীকে সংঘ হতে বহিষ্কার করলেন। মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয় সেই ভিক্ষুদেরকে এরূপ বললেন, “আবুসোগণ, আপনারা মেত্তিয়া ভিক্ষুণীকে বহিষ্কার করবেন না। তার কোনো প্রকার দোষ নাই। আমরা অসন্তুষ্ট ও ঈর্ষা-মাৎসর্যপরায়ণ হয়ে আয়ুষ্মান দব্বকে প্রব্রজিত জীবন হতে চ্যুত করার ইচ্ছায় তাকে উৎসাহিত ও অনুরোধ করেছি। তখন সেই ভিক্ষুগণ মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয়কে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, “আবুসোগণ, তোমরাই কি আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের উপর অমূলকভাবে পারাজিকা ধর্মে (আপত্তিতে) দোষারোপ করেছ?”

“হ্যাঁ আবুসোগণ।” ইহা শুনে যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু, শিক্ষাকামী তাঁরা এ বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—“কিরূপে মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয় আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বের উপরে অমূলকভাবে ‘পারাজিকা’ দোষে দোষারোপ করছে?” অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয়কে অনেক প্রকারে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে এ বিষয়ে ভগবানকে জ্ঞাত করলেন। ভগবান তাদের উভয়কে জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা মল্লপুত্র দব্বের উপর অমূলকভাবে ‘পারাজিকা’ দোষারোপ করেছ?”

“হ্যাঁ ভগবান, তা বটে।”

তখন ভগবান মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয়কে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে বললেন, “হে মোঘপুরুষগণ (মূর্খগণ), কিরূপে তোমরা মল্লপুত্র দব্বের উপরে অমূলকভাবে ‘পারাজিকা’ দোষে দোষারোপ করতে পারলে? ইহা তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত অনুপযুক্ত, অননুকূল, অশোভনীয়, অশ্রমণোচিত,

---

*. এখানে ত্রিবিধ বহিষ্কারের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা : ১) লিঙ্গনাশ, ২) সংবাসনাশ বা বর্জন ও ৩) দণ্ডকর্মনাশ। এদের মধ্যে ‘দূষক’ হলো সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কারযোগ্য। ইহা লিঙ্গনাশ। ২) যে ভিক্ষু অপরাধ অদর্শন বা অবলোকন (স্বীকার) না করলে কিংবা পাপদৃষ্টি পরিহার না করলে, সংঘ কর্তৃক উৎক্ষেপনীয় দণ্ডকর্ম দেয়া হয়, তাহাই হলো ‘সংবাস বর্জন’। এবং ৩) ‘চল অমুককে আপত্তিজনিত কারণে দণ্ডকর্ম প্রদান করে বহিষ্কার করি’ এরূপে যেই দণ্ড দেয়া হয়, তাকে দণ্ডকর্মনাশ বলে। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

অগ্রহণযোগ্য এবং সম্পূর্ণ অকরণীয় কার্য করা হয়েছে।

হে মোঘপুরুষগণ, আমার দ্বারা কি বহুপ্রকারে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয় নাই, যা সরাগের ধর্ম নহে। বিসংযোগের ধর্ম দেশিত হয় নাই, যা সসংযোগের ধর্ম নহে। অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয় নাই, যা স-উপাদানের ধর্ম নহে।

"হে মোঘপুরুষগণ, মৎ কর্তৃক যেখানে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন তোমরা সেখানে সরাগের বিষয়ে চিন্তা করবে? যেখানে বিসংযোগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন সেখানে সংযোগের বিষয়ে চিন্তা করবে? যেখানে অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন সেখানে স-উপাদানের বিষয়ে চিন্তা করবে?"

"হে মোঘপুরুষগণ, নিশ্চয়ই মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে রাগ-বিরাগের ধর্ম, মদ-বশীভূতকরণ, পিপাসা-বিনয় (আসক্তি দমন), আলয় সমুদ্ঘাত (আকাঙ্ক্ষার মূলোৎপাটন), ভবচক্রে উচ্ছেদ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণের ধর্ম দেশিত হয়েছে।"

"হে মোঘপুরুষগণ, মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে কামের প্রহান (পরিহার) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামসংজ্ঞার পরিজ্ঞা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামপিপাসার প্রতিবিনয় (দমন) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কাম যন্ত্রণার উপশম সম্বন্ধেও বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

হে মোঘপুরুষগণ, তোমাদের এ ধরনের হীন ও কুৎসিত আচরণ কিছুতেই অশ্রদ্ধাবানদের শ্রদ্ধা উৎপাদনে এবং শ্রদ্ধাবানদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সহায়ক হবে না, অধিকন্তু অশ্রদ্ধাবানদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মধ্যে অন্যথাভাব আনয়নের সহায়ক হবে।"

অতঃপর ভগবান মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয়কে এরূপে বহুভাবে ভর্ৎসনা করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনঃজন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ

সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত হিতকর। সে কারণে হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের নিমিত্তে এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৩৮৫. যো পন ভিকখু ভিকখুং দুট্ঠো দোসো অপ্পতীতো অমূলকেন পারাজিকেন ধম্মেন অনুদ্ধংসেয্য—‘অপ্পেৰ নাম নং ইমম্হা ব্রহ্মচরিযা চাৰেয্য’ন্তি, ততো অপরেন সমযেন সমনুগ্গাহীযমানো ৰা অসমনুগ্গাহীযমানো ৰা অমূলকঞ্চেৰ তং অধিকরণং হোতি ভিকখু চ দোসং পতিট্ঠাতি, সঙ্ঘাদিসেসো’’তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো ভিক্ষু সুখ বর্জিত কারণে ক্রোধান্বিত ও ঈর্ষা-মাৎসর্যপরায়ণ হয়ে অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অপরিশঙ্কিত এই ত্রিবিধ মূল হেতু অমূলক ভিত্তিহীনভাবে অপর কোনো নিরপরাধী ভিক্ষুকে তার ভিক্ষুত্ব জীবন হতে চ্যুত করার ইচ্ছায় “ইহাকে পারাজিকা আপত্তিদ্বারা এই ব্রহ্মচর্য হতে চ্যুত করতে পারলে উত্তম হবে” এরূপ ভেবে ‘এই ভিক্ষু পারাজিকা আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে’ ইহা বলে মিথ্যা দোষারোপ কিংবা তিরস্কার করে, সেই তিরস্কার করার পরে অন্য কেহ সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুক বা নাই করুক, যদি তা মিথ্যা বলে প্রকাশ পায় কিন্তু দোষারোপের সময়ে যদি সেই ভিক্ষু দোষী বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।”

৩৮৬. **‘যো পনাতি’** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

‘ভিক্খূতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

‘ভিক্খুন্তি’ অর্থে অন্য ভিক্ষুকে বুঝায়।

‘দুট্ঠো দোসোতি’ অর্থে মানসিক দুঃখজাত কুপিত (ক্রুদ্ধ), অসন্তুষ্ট, রাগান্বিত ও আঘাতপ্রাপ্ত চিত্তকে বুঝায়।

‘অপ্পতীতোতি’ বলতে যা দ্বারা চিত্ত কুপিত ও দূষিত হয়, তা দ্বারা চিত্তে অসন্তুষ্টি এবং অবসাদ উৎপন্ন হয়ে সে অপ্রতীত বা প্রীতি-সুখ বর্জিত যেই নিরানন্দভাবের অবস্থা সৃষ্টি হয়, তা-ই বুঝায়।

'অমূলকং' অর্থে অদৃষ্ট[1] অশ্রুত[2] ও অপরিশঙ্কিত[3] এই ত্রিবিধ মূল হেতুকে বুঝায়।

'পারাজিকেন ধম্মেনাতি' অর্থে চারি পারাজিকা আপত্তির মধ্যে যেকোনো একটি আপত্তিদ্বারা বুঝায়।

'অনুদ্ধংসেয্যাতি' অর্থে নিজে তিরস্কার করে কিংবা অন্যের দ্বারা তিরস্কার

---

[1]. নিজের চর্মচক্ষু বা দিব্যচক্ষুতে অদেখা।

[2]. তদ্রুপ স্বীয় চর্মকর্ণ অথবা দিব্যকর্ণে অশ্রুত।

[3]. মনের নিঃসংশয়তা ভাবকে অপরিশঙ্কিত বুঝায়। আবার 'দৃষ্ট' (দিট্‌ঠ) বলতে নিজের কিংবা অপরের চর্মচক্ষু বা দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখাকে বুঝায়। তদ্রুপ 'শ্রুত' (সুতং) নিজের কিংবা অন্যের চর্মকর্ণ বা দিব্যকর্ণ দ্বারা শুনাকে বুঝায়। এবং পরিশঙ্কিত বলতে নিজের বা অপরের দ্বারা সন্দেহ বা সংশয় করাকে বুঝায়। এখানে নিজের দ্বারা দেখাকে দৃষ্ট, পরের দ্বারা দেখা; তা নিজের দ্বারা শুনা, পরের দ্বারা শুনা এবং পরিশঙ্কিত (সংশয়), এগুলো সবই নিজের দ্বারা জ্ঞাতার্থে বুঝানো হয়েছে। 'পরিশঙ্কিত বা সংশয়' ত্রিবিধ, যথা : ১) দৃষ্ট-পরিশঙ্কিত, ২) শ্রুত-পরিশঙ্কিত এবং ৩) অনুমান-পরিশঙ্কিত। এখানে 'দৃষ্ট-পরিশঙ্কিত' বলতে, যেমন : কোনো এক ভিক্ষু মল-মূত্র ত্যাগের জন্যে গ্রাম সমীপে এক ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করল, তখন সে সময়ে অন্যতরা স্ত্রীলোক কোনো করণীয় কার্যে সেই ঝোপে প্রবেশ করল। কিন্তু ঝোপে প্রবিষ্ট ভিক্ষু সেই স্ত্রীলোককে দেখে নাই; এবং স্ত্রীলোকটিও সেই ভিক্ষুকে দেখে নাই। এরূপে অদেখাবস্থায় উভয়ে নিজেদের কার্য যথারুচি সেরে প্রত্যাবর্তনকালে অন্যতর ভিক্ষু উভয়কে সেখান হতে নিষ্ক্রমণ করতে দেখে তাদের লক্ষ করে 'নিশ্চয় এরা পাপ কার্য করেছে' এরূপ পরিশঙ্কিত বা সন্দেহ উৎপন্ন করলে, তাকে দৃষ্ট-পরিশঙ্কিত বলে। ২) শ্রুত-পরিশঙ্কিত বলতে, অন্ধকারে বা প্রতিচ্ছন্ন স্থানে অবকাশ পেয়ে কোনো মাতৃজাতির সহিত কোনো ভিক্ষু আলাপ-সালাপ করা অবস্থায় অন্যতর ভিক্ষু 'ইহা তো আমার বন্ধু ভিক্ষুর কণ্ঠ' এরূপে সব্রহ্মচারী সদৃশ ভিক্ষুর প্রতিবচন শুনলেন। কিন্তু সেই স্থান সমীপে অন্যকোনো ভিক্ষু বা ব্যক্তি বিদ্যমান 'আছে কি নাই' তা না জেনেই 'নিশ্চয় এরা অসদ্ধর্ম সেবন করেছে' এরূপ সংশয় উৎপন্ন করলে, সেটি শ্রুত-পরিশঙ্কিত। ৩) অনুমান-পরিশঙ্কিত বলতে, যথা : কিছুসংখ্যক ধূর্ত রাত্রিতে পুষ্পাদি সুগন্ধিদ্রব্য ও মাংস-সুরাদি নিয়ে স্ত্রীদের সহিত এক প্রত্যন্ত বিহারে গিয়ে মণ্ডপে বা ভোজনশালায় তারা যথাভিরুচি আমোদ-প্রমোদ করে পুষ্পাদি বিকীর্ণ করে চলে গেল। পরের দিন ভিক্ষুগণ সেই এলোমেলো অবস্থা দেখে 'কারা এই কাজ করল' বলে চিন্তা করলেন। তথায় কোনো এক ভিক্ষু ভোরে উঠে ব্রতকর্ম সমাপন করতে গিয়ে মণ্ডপ বা ভোজনশালা সমার্জন করার সময়ে সেই বিকীর্ণ পুষ্পাদি উক্ত ভিক্ষু কর্তৃক স্পর্শ ও মর্দন করা হল। ঐ সময়ে কোনো এক রোগের নিমিত্তে ভৈষজ্যাদি সেবন করে দায়কগণ পুষ্পাদি নিয়ে পূজা করার নিমিত্তে বিহারে আসলে, সেই ভিক্ষুগণ 'কারা এই কর্ম করেছে' এরূপ চিন্তা করে তাদের দায়ক-দায়িকার হস্ত ও মুখের ঘ্রাণ নিয়ে 'নিশ্চয় এরা এই কর্মটি করেছে' এরূপ ভেবে যে সংশয় উৎপন্ন করে, সেইটি হলো 'অনুমান-পরিশঙ্কিত'। [পারাজিকা অট্‌ঠকথা]

করায়।

‘অপ্পেব নাম নং ইমম্হা ব্রহ্মচরিযা চাবেয্যন্তি’ বলতে আমি যদি এই ভিক্ষুকে ভিক্ষুত্ব হতে চ্যুত করতে পারতাম, শ্রামণ্যধর্ম হতে চ্যুত করতে পারতাম, শীলস্কন্ধ (প্রাতিমোক্ষ শীলসমূহ) হতে চ্যুত করতে পারতাম, এবং তপগুণাদি হতে চ্যুত করতে পারতাম!

‘ততো অপরেন সমযেনাতি’ বলতে যেইক্ষণে নিন্দা, তিরস্কার করা হয় সেই ক্ষণ, সেই সময় এবং সেই মুহূর্ত ব্যতীত অপর সময়কে বুঝায়।

‘সমনুগ্গাহীযমানোতি’ বলতে দোষারোপকারীকে চতুর্বিধ পারাজিকার মধ্যে যেই আপত্তির বিষয়টি দ্বারা তিরস্কার করে, সেই আপত্তির বিষয় প্রকাশ করা।

‘অসমনুগ্গাহীযমানোতি’ বলতে দোষারোপকারী চারি পারাজিকা অপরাধের মধ্যে কোনো একটি অপরাধ দ্বারা দোষারোপ করতে সমর্থ না হওয়াকে বুঝায়।

‘অধিকরণং’ (অভিযোগ) বলতে চতুর্বিধ অধিকরণকে বুঝায়। যথা : ১. বিবাদাধিকরণ[1], ২. অনুবাদাধিকরণ[2], ৩. আপত্তি অধিকরণ[3] এবং ৪. কৃত্যাধিকরণ[4] ।

‘ভিক্খু চ দোসং পতিট্ঠাতীতি’ বলতে আমার দ্বারা তুচ্ছ বা বৃথা কথা বলা হয়েছে; আমার দ্বারা মিথ্যা কথা বলা হয়েছে; আমার দ্বারা অভূত (সত্যনহে এমন) কথা বলা হয়েছে; আমার দ্বারা অজানা কথা ভাষণ করা হয়েছে’ এরূপ চতুর্বিধ বাক্য দ্বারা দোষারোপ করার্থে বুঝায়।

---

[1]. ধর্মবাদী ও অধর্মবাদীদের মধ্যে ধর্ম ও অধর্ম নিয়ে ‘চূলবর্গে’ কথিক নিয়মে আঠার প্রকার বিষয় দ্বারা বিবাদকারী ভিক্ষুদের যে কলহ, বাদানুবাদ ও ঝাগড়া তা-ই বিবাদ অধিকরণ।

[2]. শীলবিপত্তি বা আচার-দৃষ্টি-আজীব বিপত্তি দ্বারা দোষারোপকারীদের যে অনুবাদ, অনুবাদন, উপবাদ, অনুভাষণ (পুনঃপুন কথন) এবং অনুবল প্রদান, তা-ই অনুবাদাধিকরণ।

[3]. সপ্ত আপত্তি স্কন্ধই (অপরাধরাশি) আপত্তি অধিকরণ।

[4]. সংঘের যেই কৃত করণীয় অবলোকন কর্ম (সংঘের সম্মতি নিবার সময় প্রস্তাবের সূচনা করা), জ্ঞাপ্তি কর্ম (কোনো অসাধারণ পরিস্থিতিতে একবার জ্ঞপ্তি ও একবার অনুশ্রবণ করে সংঘের সম্মতি গ্রহণ করা), জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম (সাধারণ পরিস্থিতিতে) এবং জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম এই চতুর্বিধ বিনয় কমই কৃত্য অধিকরণ। [এই ‘অধিকরণ’ সম্বন্ধে চূলবর্গের সমথ স্কন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন] [পারাজিকা অট্ঠকথা]

‘সংঘাদিসেসোতি’ বলতে সংঘাদিশেষ অপরাধগ্রস্ত ভিক্ষু তার অপরাধ হতে মুক্তির জন্যে সংঘ কর্তৃক প্রথমে ‘পরিবাস’, মধ্যে মানত্ত ও মূলেপ্রতিকর্ষণ দেওয়া হয় এবং শেষে সংঘ কর্তৃক ‘আহ্বান’ করা হয়। সংঘাদিশেষ অপরাধের দণ্ডসমূহ একজন বা কয়েকজন ভিক্ষু দিতে পারে না; ইহা একমাত্র ভিক্ষুসংঘকেই দিতে হয় বলে ইহাকে ‘সংঘাদিশেষ’ বলা হয়। এই জাতীয় দণ্ডকর্মের অন্তর্ভুক্ত অপরাধসমূহকে এ কারণে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি বলা হয়।

৩৮৭. ১. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে অদেখাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ দেখা হয়েছে যে—‘পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে অশ্রুতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ দোষে দোষী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত হয়েছে যে—‘পারাজিকা দোষে দোষগ্রস্ত হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সাথে কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে সেই ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হয়।

৩. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে অপরিশঙ্কিতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত (সংশয়) হয়েছে যে—‘পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

৪. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত অদেখাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট ও শ্রুত হয়েছে যে—‘পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা

প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

৫. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত অদৃষ্টাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—‘পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

৬. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত অদৃষ্টাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট, শ্রুত ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—‘পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

৭. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত অশ্রুতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—‘পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

৮. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত অশ্রুতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত ও দৃষ্ট হয়েছে যে—‘পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

৯. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত অশ্রুতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ

ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত, দৃষ্ট ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১০. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত অপরিশঙ্কিতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত ও দৃষ্ট হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১১. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত অপরিশঙ্কিতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত ও শ্রুত হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১২. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত অপরিশঙ্কিতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত, দৃষ্ট ও শ্রুত হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৩. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে দেখাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত

ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৪. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে দেখাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৫. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে দেখাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৬. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত শ্রুতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৭. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে শ্রুতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট হয়েছে যে—পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৮. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে শ্রুতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত

ও দৃষ্ট হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৯. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে পরিশঙ্কিতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২০. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে পরিশঙ্কিতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২১. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে পরিশঙ্কিতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট ও শ্রুত হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২২. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত দৃষ্ট হলেও ১. দৃষ্টে সন্দেহ-হেতু, ২. দৃষ্টে স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩. দৃষ্টে যথাযথ নহে-হেতু এবং ৪. দৃষ্টে স্মৃতিভ্রম-হেতু, অন্য কোনো নিরপরাধী ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট ও শ্রুত হয়েছে যে—সেই ভিক্ষু পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। অতএব তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা যাবে

না।” এরূপে সেই ভিক্ষুকে তিরস্কার বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২৩. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত দৃষ্ট হলেও ১. দৃষ্টে সন্দেহ-হেতু, ২. দৃষ্টে স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩. দৃষ্টে যথাযথ নহে-হেতু এবং ৪. দৃষ্টে স্মৃতিভ্রম-হেতু, অন্য কোনো নিরপরাধী ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—সেই ভিক্ষু পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। অতএব তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা যাবে না।” এরূপে সেই ভিক্ষুকে তিরস্কার বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২৪. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত দৃষ্ট হলেও ১. দৃষ্টে সন্দেহ-হেতু, ২. দৃষ্টে স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩. দৃষ্টে যথাযথ নহে-হেতু এবং ৪. দৃষ্টে স্মৃতিভ্রম-হেতু, অন্য কোনো নিরপরাধী ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট, শ্রুত ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—সেই ভিক্ষু পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। অতএব তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা যাবে না।” এরূপে সেই ভিক্ষুকে তিরস্কার বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২৫. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা-হেতু শ্রুত হলেও ১. শ্রুতে (শ্রবণে) সন্দেহ-হেতু, ২. শ্রুত স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩. শ্রুত যথাযথ নহে-হেতু, ৪. শ্রুত স্মৃতিভ্রম-হেতু অন্য কোনো নিরপরাধী ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত ও দৃষ্ট হয়েছে যে—সেই ভিক্ষু পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। অতএব তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা যাবে না।” এরূপে সেই ভিক্ষুকে তিরস্কার বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২৬. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা-হেতু শ্রুত হলেও ১. শ্রুতে (শ্রবণে) সন্দেহ-হেতু, ২. শ্রুত স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩. শ্রুত যথাযথ নহে-হেতু, ৪. শ্রুত স্মৃতিভ্রম-হেতু অন্য কোনো নিরপরাধী ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—সেই ভিক্ষু পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। অতএব তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা

কিংবা সংঘকর্মাদি করা যাবে না।” এরূপে সেই ভিক্ষুকে তিরস্কার বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২৭. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা-হেতু শ্রুত হলেও ১. শ্রুতে (শ্রবণে) সন্দেহ-হেতু, ২. শ্রুত স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩. শ্রুত যথাযথ নহে-হেতু, ৪. শ্রুত স্মৃতিভ্রম-হেতু অন্য কোনো নিরপরাধী ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত, দৃষ্ট ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—সেই ভিক্ষু পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। অতএব তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা যাবে না।” এরূপে সেই ভিক্ষুকে তিরস্কার বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২৮. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে পরিশঙ্কিত হলেও ১. পরিশঙ্কিতে সংশয় উৎপন্ন-হেতু, ২. পরিশঙ্কিত স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩. পরিশঙ্কিত যথাযথ নহে-হেতু এবং ৪. পরিশঙ্কিত স্মৃতিভ্রম-হেতু অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত ও দৃষ্ট হয়েছে যে—‘পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২৯. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে পরিশঙ্কিত হলেও ১. পরিশঙ্কিতে সংশয় উৎপন্ন-হেতু, ২. পরিশঙ্কিত স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩. পরিশঙ্কিত যথাযথ নহে-হেতু এবং ৪. পরিশঙ্কিত স্মৃতিভ্রম-হেতু অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত ও শ্রুত হয়েছে যে—‘পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

৩০. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে পরিশঙ্কিত হলেও ১. পরিশঙ্কিতে সংশয় উৎপন্ন-হেতু, ২. পরিশঙ্কিত স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩.

পরিশঙ্কিত যথাযথ নহে-হেতু এবং ৪. পরিশঙ্কিত স্মৃতিভ্রম-হেতু অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত, দৃষ্ট ও শ্রুত হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩৮৮. ১. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে অদৃষ্টাবস্থায় অন্য কোনো নিরপরাধী ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' দোষে দোষী সাব্যস্ত করার অভিপ্রায়ে "আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট হয়েছে যে—'পারাজিকা' অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে সুতরাং তার সঙ্গে কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা অথবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়-সম্মত নহে" এরূপে সেই ভিক্ষুকে অন্যের দ্বারা নিন্দা কিংবা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে অপরিশঙ্কিতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—'পারাজিকা' অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অন্যের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে অপরিশঙ্কিত অবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—'পারাজিকা' অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অন্যের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৪. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত অদৃষ্টাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট ও শ্রুত হয়েছে যে—'পারাজিকা' অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা

প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অন্যের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

৫. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে অদৃষ্টাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—‘পারাজিকা’ অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অপরের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

৬. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে অদৃষ্টাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট, শ্রুত ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—‘পারাজিকা’ অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অপরের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

৭. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে অশ্রুতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত ও দৃষ্ট হয়েছে যে—‘পারাজিকা’ অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অপরের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

৮. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে অশ্রুতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—‘পারাজিকা’ অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অন্যের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

৯. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে অশ্রুতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ

ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত, দৃষ্ট ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—'পারাজিকা' অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অন্যের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১০. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত পরিশঙ্কিতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত ও দৃষ্ট হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অন্যের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১১. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে পরিশঙ্কিতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত ও শ্রুত হয়েছে যে—'পারাজিকা' অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অন্যের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১২. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে পরিশঙ্কিতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত, দৃষ্ট ও শ্রুত হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অপরের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৩. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা-হেতু দেখাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষী ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী সাব্যস্ত করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত হয়েছে যে, সেই ভিক্ষু 'পারাজিকা' দোষে দোষী হওয়ার কারণে অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে; অতএব সেই ভিক্ষুর সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়-সম্মত নহে"

এরূপে সেই ভিক্ষুকে অপরের দ্বারা তিরস্কার কিংবা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারী ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৪. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে দেখাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অন্যের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৫. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে দেখাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অন্যের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৬. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা-হেতু শ্রুতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অপরের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৭. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে শ্রুতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট হয়েছে যে—'পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অপরের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

১৮. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে শ্রুতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত

ও দৃষ্ট হয়েছে যে—‘পারাজিকা অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অপরের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

১৯. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা-হেতু পরিশঙ্কিতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট হয়েছে যে—‘পারাজিকা’ অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অন্যের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২০. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে পরিশঙ্কিতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত হয়েছে যে—‘পারাজিকা’ অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অন্যের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২১. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে পরিশঙ্কিতাবস্থায় অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট ও শ্রুত হয়েছে যে—‘পারাজিকা’ অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অপরের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২২. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত দৃষ্ট হলেও **১.** দৃষ্টে সংশয় উৎপন্ন-হেতু, ২. দৃষ্টে স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩. দৃষ্টে যথাযথ নহে-হেতু এবং ৪. দৃষ্টে স্মৃতিভ্রম-হেতু অন্য কোনো নিরপরাধী ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ দোষে দোষী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে “আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট ও শ্রুত হয়েছে যে—‘সেই ভিক্ষু পারাজিকা দোষী হওয়ার কারণে অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে; সেহেতু সেই ভিক্ষুর সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা

কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়-সম্মত নহে” এরূপে সেই ভিক্ষুকে অন্যের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২৩. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত দৃষ্ট হলেও ১. দৃষ্টে সংশয় উৎপন্ন-হেতু, ২. দৃষ্টে স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩. দৃষ্টে যথাযথ নহে-হেতু এবং ৪. দৃষ্টে স্মৃতিভ্রম-হেতু অন্য কোনো নিরপরাধী ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—‘পারাজিকা’ অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অপরের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২৪. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত দৃষ্ট হলেও ১. দৃষ্টে সংশয় উৎপন্ন-হেতু, ২. দৃষ্টে স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩. দৃষ্টে যথাযথ নহে-হেতু এবং ৪. দৃষ্টে স্মৃতিভ্রম-হেতু অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ দৃষ্ট, শ্রুত ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—‘পারাজিকা’ অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অপরের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২৫. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসা করে শ্রুত হলেও ১. শ্রুতে (শ্রবণে) সংশয়-হেতু, ২. শ্রুত স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩. শ্রুত যথাযথ নহে-হেতু, এবং ৪. শ্রুত স্মৃতিভ্রম-হেতু অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধী করার ইচ্ছায় “আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত ও দৃষ্ট হয়েছে যে—‘পারাজিকা’ অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই” এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অপরের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।

২৬. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত শ্রুত হলেও ১. শ্রুতে (শ্রবণে) সংশয়-হেতু, ২. শ্রুত স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩. শ্রুত যথাযথ নহে-

হেতু, এবং ৪. শ্রুত স্মৃতিভ্রম-হেতু অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—'পারাজিকা' অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অপরের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২৭. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত শ্রুত হলেও ১. শ্রুতে (শ্রবণে) সংশয়-হেতু, ২. শ্রুত স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩. শ্রুত যথাযথ নহে-হেতু, এবং ৪. শ্রুত স্মৃতিভ্রম-হেতু অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত, দৃষ্ট ও পরিশঙ্কিত হয়েছে যে—'পারাজিকা' অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অপরের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২৮. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত পরিশঙ্কিত হলেও ১. পরিশঙ্কিতে (সন্দেহে) সংশয় উদয়-হেতু, ২. পরিশঙ্কিত স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩. পরিশঙ্কিত যথাযথ নহে-হেতু এবং ৪. পরিশঙ্কিত স্মৃতিভ্রষ্ট-হেতু অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত ও দৃষ্ট হয়েছে যে—'পারাজিকা' অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অপরের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২৯. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত পরিশঙ্কিত হলেও ১. পরিশঙ্কিতে সংশয়-হেতু, ২. পরিশঙ্কিত স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩. পরিশঙ্কিত যথাযথ নহে-হেতু, এবং ৪. পরিশঙ্কিত স্মৃতিভ্রম-হেতু অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত ও শ্রুত হয়েছে যে—'পারাজিকা' অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই"

এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অপরের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩০. যদি কোনো ভিক্ষু হিংসাবশত পরিশঙ্কিত হলেও ১. পরিশঙ্কিত সংশয়-হেতু, ২. পরিশঙ্কিত স্মরণ করতে অসমর্থ-হেতু, ৩. পরিশঙ্কিত যথাযথ নহে-হেতু, এবং ৪. পরিশঙ্কিত স্মৃতিভ্রম-হেতু অন্য কোনো নির্দোষ ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধী করার ইচ্ছায় "আমার দ্বারা এরূপ পরিশঙ্কিত, দৃষ্ট ও শ্রুত হয়েছে যে—'পারাজিকা' অপরাধী হওয়ার কারণে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করার কোনো যৌক্তিকতা নাই" এরূপে উক্ত ভিক্ষুকে অপরের দ্বারা নিন্দা বা দোষারোপ করালে, সেই দোষারোপকারীর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩৮৯. ১. অপরিশুদ্ধে পরিশুদ্ধ ধারণা, পরিশুদ্ধে অপরিশুদ্ধ ধারণা, অপরিশুদ্ধে অপরিশুদ্ধ ধারণা এবং পরিশুদ্ধে পরিশুদ্ধ ধারণা।

২. যদি কোনো পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত না হয়ে এবং সম্মতি না নিয়ে তাকে অপরিশুদ্ধ ও ভিক্ষুত্ব জীবন হতে চ্যুত করার ইচ্ছায় চতুর্বিধ পারাজিকার মধ্যে যেকোনো একটি দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করলে দোষারোপকারীর একত্রে ১টি 'সংঘাদিশেষ' ও ১টি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৩. যদি কোনো পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সম্মুখে গিয়ে এবং সম্মতি নিয়ে তাকে অপরিশুদ্ধ ও ভিক্ষুত্ব জীবন হতে চ্যুত করার ইচ্ছায় চতুর্বিধ পারাজিকার মধ্যে যেকোনো একটি দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করলে দোষারোপকারীর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৪. যদি কোনো পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সম্মুখে না গিয়ে এবং সম্মতি না নিয়ে তাকে আক্রোশ অভিপ্রায়ে চতুর্বিধ পারাজিকার মধ্যে যেকোনো একটি দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করলে দোষারোপকারীর এক সাথে একটি 'পাচিত্তিয়' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৫. যদি কোনো পরিশুদ্ধ ভিক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে এবং সম্মতি নিয়ে তাকে আক্রোশ অভিপ্রায়ে চতুর্বিধ পারাজিকার মধ্যে যেকোনো একটি দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করলে দোষারোপকারীর 'পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

৬. যদি কোনো ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে অপরিশুদ্ধ ধারণায় ভিক্ষুত্ব জীবন হতে চ্যুত করার ইচ্ছায় সম্মুখে উপস্থিত না হয়ে এবং সম্মতি না নিয়ে চতুর্বিধ পারাজিকার মধ্যে কোনো একটি দ্বারা অপরাধী বলে প্রকাশ করলে দোষারোপকারীর 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৭. যদি কোনো পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে অপরিশুদ্ধ ধারণায় ভিক্ষুত্ব জীবন হতে চ্যুত করার ইচ্ছায় সম্মুখে উপস্থিত হয়ে এবং সম্মতি নিয়ে চতুর্বিধ পারাজিকার মধ্যে কোনো একটি দ্বারা অপরাধী বলে প্রকাশ করলে দোষারোপকারীর কোনো প্রকার আপত্তি হয় না।

৮. যদি কোনো পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে অপরিশুদ্ধ ধারণায় আক্রোশ অভিপ্রায়ে সম্মুখে না গিয়ে এবং সম্মতি না নিয়ে চতুর্বিধ পারাজিকার মধ্যে কোনো একটি দ্বারা অপরাধী বলে প্রকাশ করলে দোষারোপকারীর একটি 'পাচিত্তিয়' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৯. যদি কোনো ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে অপরিশুদ্ধ ধারণায় ভিক্ষুত্ব জীবন হতে চ্যুত করার ইচ্ছায় সম্মুখে গিয়ে এবং সম্মতি নিয়ে চতুর্বিধ পারাজিকার মধ্যে কোনো একটি দ্বারা অপরাধী বলে প্রকাশ করলে দোষারোপকারীর 'পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

১০. যদি কোনো পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষুত্ব জীবন হতে চ্যুত করার ইচ্ছায় সম্মুখে উপস্থিত না হয়ে এবং সম্মতি না নিয়ে চতুর্বিধ পারাজিকার মধ্যে যেকোনো একটি দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করলে দোষারোপকারীর একটি 'সংঘাদিশেষ' এবং একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১১. যদি কোনো পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষুত্ব জীবন হতে চ্যুত করার ইচ্ছায় সম্মুখে গিয়ে এবং সম্মতি নিয়ে চতুর্বিধ পারাজিকার মধ্যে কোনো একটি দ্বারা অপরাধী বলে প্রকাশ করলে দোষারোপকারীর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

১২. যদি কোনো পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আক্রোশ অভিপ্রায়ে সম্মুখে না গিয়ে এবং সম্মতি না নিয়ে চতুর্বিধ পারাজিকার মধ্যে কোনো একটি দ্বারা অপরাধী বলে প্রকাশ করলে দোষারোপকারীর একটি 'পাচিত্তিয়' এবং একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

১৩. যদি কোনো পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আক্রোশ অভিপ্রায়ে সম্মুখে উপস্থিত হয়ে এবং সম্মতি নিয়ে চতুর্বিধ পারাজিকার মধ্যে কোনো একটি দ্বারা অপরাধী বলে প্রকাশ করলে দোষারোপকারীর 'পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

৩৯০. **অনাপত্তি :** পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে অপরিশুদ্ধ বলে ভুল ধারণা করলে অপরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে অপরিশুদ্ধ বলে প্রকাশ করলে ভিক্ষু যদি উন্মাদগ্রস্ত হয় এবং আদিকর্মিকের বেলায় কোনোরূপ অপরাধ হয় না।

অষ্টম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত।

[অষ্টম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

নবম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা

৯. দুতিয দুট্ঠদোস সিক্খাপদং

(নির্দোষ ভিক্ষুকে দোষারোপ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় শিক্ষাপদ)

[স্থান : রাজগৃহ]

৩৯১. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে বেণুবনস্থ কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময়ে মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয় গিজ্ঝাকূট (গৃধ্রকূট) পর্বত হতে অবতরণ করার সময় ছাগ ছাগীর সাথে অসদ্ধর্ম (মৈথুন) সেবন করতে দেখলেন। দেখে একজন অন্য জনকে বললেন, "বন্ধু, শুনুন, আমরা এই পুরুষ জাতীয় ছাগকে মল্লপুত্র দব্বের নামকরণ করব এবং এই ছাগীকে মেত্তিয়া ভিক্ষুণীর নামকরণ করব। এরূপে আমরা তাদের নামকরণ করে প্রচার করব। এবং আমরা ইহাও প্রচার করব যে, পূর্বে আমরা মল্লপুত্র দব্বের উপর এরূপ অভিযোগ শুনেছি কিন্তু এখন আমরা স্বচক্ষে মল্লপুত্র দব্ব মেত্তিয়া ভিক্ষুণীর সহিত অসদ্ধর্ম সেবন করতে দেখেছি।" তখন তারা দুইজনে সেই পুরুষজাতীয় ছাগকে মল্লপুত্র দব্বের নামকরণ করলেন। তারা ভিক্ষুদেরকে এরূপ প্রকাশ করতেছিলেন, "বন্ধুগণ, আমরা পূর্বে মল্লপুত্র দব্বের উপর এরূপ অভিযোগ শুনেছি কিন্তু এখন স্বচক্ষে মল্লপুত্র দব্ব মেত্তিয়া ভিক্ষুণীর সহিত অসদ্ধর্ম সেবন করতে দেখেছি।" ভিক্ষুগণ তাদের দুইজনকে এরূপ বললেন, "বন্ধুগণ, এরূপ বলবেন না; আয়ুষ্মান দব্ব এরূপ কাজ করবেন না।"

অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ ব্যাপারে প্রকাশ করলেন। তখন ভগবান এ কারণে, এ হেতুতে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে দব্ব, তুমি স্মরণ করতে পার কী; সেরূপ কর্মের কর্তা, যেরূপ এই ভিক্ষুগণ প্রকাশ করছে?" "ভন্তে, ভগবান আমাকে যেরূপ জানেন।" দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ভগবান মল্লপুত্র দব্বকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে দব্ব, এই ভিক্ষুগণ যেরূপ বলছে, তুমি সেরূপ কর্মের কর্তা বলে তা তোমার স্মরণ হয় কি?" "ভন্তে, ভগবান আমাকে যেরূপ জানেন।" "দব্ব, অভিযোগের বিষয় এভাবে সমাধান হয় না। যদি তুমি এই কাজ করে থাক, তাহলে করেছি বলে স্বীকার কর; আর যদি এই কাজ না করে থাক, তাহলে তাও 'করি নাই' বলে স্বীকার কর।" "ভন্তে, সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে আমার জন্ম হতে আমি কোনো দিন স্বপ্নেও মৈথুন

সেবন করেছি বলে আমার স্মরণ হয় না। আর জাগ্রতাবস্থার কথাই বা কী!" তখন ভগবান ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয়কে এ বিষয়ে সত্যাসত্য যাচাই কর। ভগবান ইহা বলে আসন হতে উঠে বিহারে প্রবেশ করলেন।

অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয়কে সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা করলেন। যেই ভিক্ষুগণ সত্যাসত্য নির্ণয়কারী তারা মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয়কে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "বন্ধুগণ, তোমরাই কি আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে অন্যের মৈথুন সেবন দোষের লেশমাত্র অভিযোগ তুলনা করে পারাজিকা দোষে দোষারোপ করেছো?" "হ্যাঁ বন্ধুগণ, আমরাই সেই অভিযোগ তুলনা করে দোষারোপ করেছি।" তখন যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরা ইহা শুনে এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে তিরস্কার করতে লাগলেন, "কী করে মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয় আয়ুষ্মান মল্লপুত্র দব্বকে অপরের মৈথুন সেবন দোষের লেশমাত্র অভিযোগ উপস্থিত করে 'পারাজিকা' দোষে দোষারোপ করতেছে?"

তখন সেই ভিক্ষুগণ মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয়কে বহুভাবে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান তাদের উভয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা মল্লপুত্র দব্বের উপর অন্যের মৈথুন-সেবন দোষের লেশমাত্র অভিযোগ উপস্থিত করে 'পারাজিকা' দোষে দোষারোপ করছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

তখন ভগবান মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয়কে ভর্ৎসনা করে বললেন, "হে মোঘপুরুষগণ, কীরূপে তোমরা মল্লপুত্র দব্বের উপর অপরের মৈথুন-সেবন অপরাধের লেশমাত্র অভিযোগ উপস্থিত করে 'পারাজিকা' দোষারোপ করতে পারলে?" ইহা তোমাদের পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত, অননুকূল, অশোভনীয়, অশ্রমণোচিত, অবিধেয়, অগ্রহণযোগ্য এবং অকরণীয় কার্য হয়েছে।"

"হে মোঘপুরুষগণ, আমার দ্বারা বহু প্রকারে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয়েছে; সরাগের ধর্ম নহে, বিসংযোগের ধর্ম দেশিত হয়েছে; সসংযোগের ধর্ম নহে, অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয়েছে; স-উপাদানের ধর্ম নহে।"

"হে মোঘপুরুষগণ, মৎ কর্তৃক যেখানে বিরাগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন তোমরা সেখানে সরাগের বিষয়ে চিন্তা করবে? যেখানে বিসংযোগের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন সেখানে সংযোগের বিষয়ে চিন্তা করবে? যেখানে অনুপাদানের ধর্ম দেশিত হয়েছে, কেন সেখানে স-উপাদানের বিষয়ে চিন্তা

করবে?”

“হে মোঘপুরুষগণ, নিশ্চয়ই মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে রাগ-বিরাগের ধর্ম, মদ-বশীভূতকরণ, পিপাসা-বিনয় (আসক্তি দমন), আলয় সমুদ্ঘাত (আকাঙ্ক্ষার মূলোৎপাটন), ভবচক্রে উচ্ছেদ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণের ধর্ম দেশিত হয়েছে।”

“হে মোঘপুরুষগণ, মৎ কর্তৃক অনেক প্রকারে কামের প্রহান (পরিহার) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামসংজ্ঞার পরিজ্ঞা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কামপিপাসার প্রতিবিনয় (দমন) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কাম যন্ত্রণার উপশম সম্বন্ধেও বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হে মোঘপুরুষগণ, তোমাদের এরূপ কার্যে কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, মোঘপুরুষগণ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।”

অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান মেত্তিয় ও ভূম্মজক ভিক্ষুদ্বয়কে এরূপে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা একান্তই হিতবহ। সেহেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৩৯২. “যো পন ভিকখু ভিকখুং দুটেঠা দোসো অপ্পতীতো অঞঞভাগিযস্স অধিকরণস্স কিঞ্চিদেসং লেসমত্তং উপাদায পারাজিকেন ধম্মেন অনুদ্ধংসেয্য—‘অপ্পেৰ নাম নং ইমম্হা ব্রহ্মচরিযা চাৰেয্য’ন্তি। ততো অপরেন সমযেন সমনুগ্গাহীযমানো ৰা অসমনুগ্গাহীযমানো ৰা অঞঞভাগিযঞ্চেৰ তং

অধিকরণং হোতি কোচিদেসো লেসমত্তো উপাদিন্নো, ভিকখু চ দোসং পতিট্ঠাতি, সঙ্ঘাদিসেসো”তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো ভিক্ষু সুখবর্জিত কারণে কুপিত ও ঈর্ষা-মাৎসর্যপরায়ণ হয়ে ছাগ-ছাগী প্রভৃতি প্রাণীর মৈথুন-সেবন দোষের লেশমাত্র অভিযোগ গ্রহণ করে অপর কোনো নির্দোষী ভিক্ষুকে ভিক্ষুত্ব জীবন হতে চ্যুত করার অভিপ্রায়ে ‘এই ভিক্ষুকে পারাজিকা অপরাধ দ্বারা এই ব্রহ্মচর্য হতে চ্যুত করতে পারলে ভালো হবে’ এরূপ ভেবে ‘এই ভিক্ষু পারাজিকা আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে’ ইহা বলে মিথ্যা দোষারোপ কিংবা নিন্দা করে, সেই নিন্দা করার পরে অপর কেহ সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুক বা নাই করুক কিন্তু দোষারোপের সময়ে জাতি প্রভৃতি দশ প্রকার লেশের মধ্যে যেকোনো একটি লেশ গ্রহণ করে সেই ভিক্ষু দোষী সাব্যস্ত হলে, দোষারোপকারীর ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি হয়।”

৩৯৩. **‘যো পনাতি’** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

‘ভিক্খূতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

‘ভিক্খুন্তি’ অর্থে অন্য ভিক্ষুকে বুঝায়।

‘দুট্ঠো দোসোতি’ বলতে মানসিক দুঃখজাত ক্রোধান্বিত, অসন্তুষ্ট, রাগান্বিত এবং আঘাতপ্রাপ্ত চিত্তকে বুঝায়।

‘অপ্পতীতোতি’ বলতে যা দ্বারা চিত্ত কুপিত ও দূষিত হয়, তদ্বারা চিত্তে অসন্তুষ্টি এবং অবসাদ উৎপন্ন হয়ে মনে অপ্রতীতি বা প্রীতি-সুখবর্জিত সেই নিরানন্দভাবের অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাই বুঝায়।

‘অঞ্ঞভাগিযস্স অধিকরণস্সাতি’ বলতে আপত্তি অন্যভাগীয় (অন্য সম্বন্ধযুক্ত) কিংবা অধিকরণ অন্যভাগীয় হয়। এখানে—

১. কিরূপে অধিকরণ অধিকরণের সহিত অন্যভাগীয় হয়? ১. ‘বিবাদাধিকরণ’ অনুবাদাধিকরণ, আপত্তি অধিকরণ ও কৃত্যাধিকরণের সহিত অন্যভাগীয় হয়। ২. ‘অনুবাদাধিকরণ’ আপত্তি অধিকরণ, কৃত্যাধিকরণ ও বিবাদাধিকরণের সহিত অন্যভাগীয় হয়। ৩. ‘আপত্তি অধিকরণ’ কৃত্যাধিকরণ, বিবাদাধিকরণ ও অনুবাদাধিকরণের সহিত অন্যভাগীয় হয়। ৪. ‘কৃত্যাধিকরণ’ বিবাদাধিকরণ, অনুবাদাধিকরণ ও আপত্তি অধিকরণের সহিত অন্যভাগীয় হয়। এরূপে অধিকরণের সহিত অন্যভাগীয় বা অন্যসম্বন্ধীয় হয়ে থাকে।

২. কিরূপে অধিকরণ অধিকরণের সহিত তদ্ভাগীয় (তৎসম্বন্ধীয়) হয়? ১. 'বিবাদাধিকরণ' বিবাদাধিকরণের সহিত তদ্ভাগীয় হয়। ২. 'অনুবাদাধিকরণ অনুবাদাধিকরণের সহিত তদ্ভাগীয় হয়। ৩. 'আপত্তি অধিকরণ' আপত্তি অধিকরণের সহিত কিছু তদ্ভাগীয় এবং কিছু অন্যভাগীয় হয়।

৩. ক) কিরূপে আপত্তি অধিকরণ আপত্তি অধিকরণের সহিত অন্যভাগীয় হয়?

১. 'মৈথুন সেবনে পারাজিকাপত্তি', অদত্ত গ্রহণে পারাজিকাপত্তি, মনুষ্যহত্যায় পারাজিকাপত্তি ও ধ্যানবিমোক্ষাদি লাভ না করে তা প্রকাশে পারাজিকাপত্তির সহিত অন্যভাগীয় হয়।

২. 'অদত্ত গ্রহণে পারাজিকাপত্তি', মানুষহত্যায় পারাজিকাপত্তি, ধ্যানবিমোক্ষাদি লাভ না করে তা প্রকাশে পারাজিকাপত্তি ও মৈথুন সেবনে পারাজিকাপত্তির সহিত অন্যভাগিয় হয়।

৩. 'মানুষহত্যায় পারাজিকাপত্তি', ধ্যানবিমোক্ষাদি লাভ না করে তা প্রকাশে পারাজিকাপত্তি, মৈথুনসেবনে পারাজিকাপত্তি ও অদত্ত গ্রহণে পারাজিকাপত্তির সহিত অন্যভাগিয় হয়।

৪. 'ধ্যানবিমোক্ষাদি লাভ না করে তা প্রকাশে পারাজিকাপত্তি', মৈথুনসেবনে পারাজিকাপত্তি, অদত্ত গ্রহণে পারাজিকাপত্তি ও মানুষহত্যায় পারাজিকাপত্তির সহিত অন্যভাগীয় হয়। এরূপে 'আপত্তি-অধিকরণ' আপত্তি অধিকরণের সহিত অন্যভাগিয় হয়।

৩. খ) কিরূপে 'আপত্তি-অধিকরণ' আপত্তি অধিকরণের সহিত তদ্ভাগীয় হয়?

১. 'মৈথুন সেবনে পারাজিকাপত্তি' মৈথুন সেবনে পারাজিকাপত্তির সহিত তদ্ভাগীয় হয়।

২. 'অদত্ত গ্রহণে পারাজিকাপত্তি' অদত্ত গ্রহণে পারাজিকাপত্তির সহিত তদ্ভাগীয় হয়।

৩. 'মানুষহত্যায় পারাজিকাপত্তি' মানুষহত্যায় পারাজিকাপত্তির সহিত তদ্ভাগীয় হয়।

৪. 'ধ্যানবিমোক্ষাদি লাভ না করে তা প্রকাশে পারাজিকাপত্তি' ধ্যানবিমোক্ষাদি লাভ না করে তা প্রকাশে পারাজিকাপত্তির সহিত তদ্ভাগীয় হয়। এরূপে 'আপত্তি-অধিকরণ' আপত্তি অধিকরণের সহিত তদ্ভাগীয় হয়। এবং

৪. 'কৃত্যাধিকরণ' কৃত্যাধিকরণের সহিত তদ্ভাগীয় হয়। এরূপে

'অধিকরণ' অধিকরণের সহিত তদ্ভাগিয় বা তৎসম্বন্ধীয় হয়।

৩৯৪. **'কিঞ্চি দেসং লেসমত্তং উপাদাযাতি'** বলতে দশবিধ আপত্তি বিষয়ের মধ্যে কোনো একটি বিষয়ের অংশ সামান্যমাত্র গ্রহণ করার্থে লেশ বুঝায়। দশবিধ লেশ, যথা : ১. জাতিলেশ, ২. নামলেশ, ৩. গোত্রলেশ, ৪. লিঙ্গলেশ, ৫. আপত্তিলেশ, ৬. পাত্রলেশ, ৭. চীবরলেশ, ৮. উপাধ্যায়লেশ, ৯. আচার্যলেশ এবং ১০. শয্যাসনলেশ।

৩৯৫. **'জাতিলেসো' বা জাতিলেশার্থে—১.** যদি কোনো নিন্দাকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' অপরাধে অপরাধগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো 'ক্ষত্রিয়' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, সেই নিন্দাকারী নিজের বৈরী অন্য ক্ষত্রিয় জাতীয় ভিক্ষুকে দেখে ক্ষত্রিয় জাতির লেশ গ্রহণ করে এরূপে দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন ক্ষত্রিয় দৃষ্ট হয়েছে। অতএব সেই ক্ষত্রিয় ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র, এ হেতু তার সহিত কোনো ধরনের উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে উক্ত নির্দোষ ভিক্ষুকে তিরস্কার বা দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো নিন্দাকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, সেই নিন্দাকারী নিজের বৈরী অন্য ব্রাহ্মণ জাতীয় ভিক্ষুকে দেখে ব্রাহ্মণ জাতিলেশ গ্রহণ করে এরূপে দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত এমন ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়েছে। অতএব, সেই ব্রাহ্মণ ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র, এ হেতু তার সহিত কোনো ধরনের উপোসথ, প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে উক্ত নির্দোষ ভিক্ষুকে তিরস্কার বা দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩. যদি কোনো তিরস্কারকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো বৈশ্য ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, সেই নিন্দাকারী নিজের শত্রু অন্য বৈশ্য জাতীয় ভিক্ষুকে দেখে বৈশ্য জাতির লেশ গ্রহণ করে এরূপে দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত বৈশ্য দৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং সেই বৈশ্য ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ হেতু তার সহিত কোনো ধরনের উপোসথ, প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে উক্ত নির্দোষ ভিক্ষুকে তিরস্কার বা দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৪. যদি কোনো নিন্দাকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছে

এমন কোনো শূদ্র ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, সেই নিন্দাকারী নিজের শত্রু অন্য শূদ্রজাতীয় ভিক্ষুকে দেখে শূদ্র-জাতির লেশ গ্রহণ করে এরূপে দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত শূদ্র দৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং সেই শূদ্র ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ হেতু তার সহিত কোনো ধরনের উপোসথ, প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে উক্ত নির্দোষ ভিক্ষুকে তিরস্কার বা দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩৯৬. **'নামলেসো বা নামলেশ'** বলতে ১. যদি কোনো তিরস্কারকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো বুদ্ধরক্ষিত নামক ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, উক্ত অপবাদকারী নিজের বৈরী বুদ্ধরক্ষিত নামক অন্য ভিক্ষুকে দেখে বুদ্ধরক্ষিত নামের লেশ গ্রহণ করে এরূপে দোষারোপ করে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন বুদ্ধরক্ষিত ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। অতএব সেই বুদ্ধরক্ষিত ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। সেহেতু তার সহিত কোনো প্রকারের উপোসথ বা প্রবারণা অথবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে সেই নিরপরাধী ভিক্ষুকে দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো অপবাদকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো ধর্মরক্ষিত নামক ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, উক্ত অপবাদকারী নিজের বৈরী ধর্মরক্ষিত নামক অন্য ভিক্ষুকে দেখে ধর্মরক্ষিত নামের লেশ গ্রহণ করে এরূপে দোষারোপ করে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন ধর্মরক্ষিত ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। অতএব, সেই ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। সেহেতু তার সহিত কোনো প্রকারের উপোসথ বা প্রবারণা অথবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে সেই নিরপরাধী ভিক্ষুকে দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হবে।

৩. যদি কোনো অপবাদকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো সংঘরক্ষিত নামক ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, উক্ত অপবাদকারী নিজের বৈরী সংঘরক্ষিত নামের লেশ গ্রহণ করে এরূপে দোষারোপ করে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন সংঘরক্ষিত ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং সেই সংঘরক্ষিত ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। সেহেতু তার সহিত কোনো প্রকারের উপোসথ বা প্রবারণা অথবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে সেই নিরপরাধী ভিক্ষুকে দোষারোপ করলে

দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩৯৭. **'গোত্তলেসো বা গোত্রলেশ'** বলতে ১. যদি কোনো নিন্দাকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' অপরাধে অপরাধগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো 'গৌতমগোত্রীয়' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, সেই নিন্দাকারী নিজের বৈরী গৌতম-গোত্রীয় অন্য ভিক্ষুকে দেখে গৌতম-গোত্রীয়ের লেশ গ্রহণ করে এরূপে দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন গৌতম গোত্রীয় ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং সেই গৌতম গোত্রীয় ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ কারণে তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুরূপ হবে না।" এরূপে সেই নির্দোষী ভিক্ষুকে দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো তিরস্কারকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো মোদ্গাল্লায়ন গোত্রীয় ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, সেই নিন্দাকারী নিজের বৈরী মোদ্গাল্লায়ন গোত্রীয় অন্য ভিক্ষুকে দেখে মোদ্গাল্লায়ন গোত্রীয়ের লেশ গ্রহণ করে এরূপে দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন মোদ্গাল্লায়ন গোত্রীয় ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। অতএব, সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ কারণে তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুরূপ হবে না।" এরূপে সেই নির্দোষী ভিক্ষুকে দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

৩. যদি কোনো নিন্দাকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো কাচ্চায়ন গোত্রীয় ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, সেই নিন্দাকারী নিজের বৈরী কাচ্চায়ন গোত্রীয় অন্য ভিক্ষুকে দেখে কাচ্চায়ন গোত্রীয়ের লেশ গ্রহণ করে এরূপে দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন কাচ্চায়ন গোত্রীয় ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। অতএব, সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ কারণে তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুরূপ হবে না।" এরূপে সেই নির্দোষী ভিক্ষুকে দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

৪. যদি কোনো অপবাদকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো বশিষ্ট গোত্রীয় ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, সেই নিন্দাকারী নিজের বৈরী বশিষ্ট গোত্রীয় অন্য ভিক্ষুকে দেখে বশিষ্ট গোত্রীয়ের লেশ গ্রহণ করে

এরূপে দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন বশিষ্ট গোত্রীয় ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ কারণে তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুরূপ হবে না।" এরূপে সেই নির্দোষী ভিক্ষুকে দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

৩৯৮. **'লিঙ্গালেসো বা লক্ষণলেশ'** বলতে ১. যদি কোনো অপবাদকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' অপরাধে অপরাধগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো 'দীর্ঘ দেহধারী' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, উক্ত অপবাদকারী ভিক্ষু নিজের বৈরী 'দীর্ঘ দেহধারী' অন্য ভিক্ষুকে দেখে, দীর্ঘ দেহের লেশ গ্রহণ করে এরূপ দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন 'দীর্ঘ দেহধারী' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। অতএব, সেই 'দীর্ঘ দেহধারী' ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ হেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা অথবা যেকোনো সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে সেই নিরপরাধী ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. যদি কোনো অপবাদকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো 'খাট দেহধারী' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, উক্ত অপবাদকারী ভিক্ষু নিজের বৈরী 'খাট দেহধারী' অন্য ভিক্ষুকে দেখে, খাট দেহের লেশ গ্রহণ করে এরূপ দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন 'খাট দেহধারী' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। অতএব, সেই 'খাট দেহধারী' ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ হেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা অথবা যেকোনো সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে সেই নিরপরাধী ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৩. যদি কোনো তিরস্কারকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' দোষগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো 'কালোবর্ণের' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, উক্ত অপবাদকারী ভিক্ষু নিজের বৈরী 'কালোবর্ণের' অন্য ভিক্ষুকে দেখে, কালোবর্ণের লেশ গ্রহণ করে এরূপ দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন 'কালোবর্ণের' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। অতএব, সেই কালোবর্ণের ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ হেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা অথবা যেকোনো সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে সেই

নিরপরাধী ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৪. যদি কোনো নিন্দাকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো শ্বেতবর্ণের ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, উক্ত অপবাদকারী ভিক্ষু নিজের বৈরী 'শ্বেতবর্ণের' অন্য ভিক্ষুকে দেখে, শ্বেতবর্ণের লেশ গ্রহণ করে এরূপ দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন 'শ্বেতবর্ণের' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। অতএব, সেই শ্বেতবর্ণের ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ হেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা অথবা যেকোনো সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে সেই নিরপরাধী ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

৩৯৯.**'আপত্তিলেসো'** বা 'অপরাধ লেশ' বলতে যদি কোনো ভিক্ষু 'ক্ষুদ্র' অপরাধী হয়, তাহলে সেই ভিক্ষুর বৈরী ভিক্ষু ইহা জ্ঞাত হয়ে তার উপর মিথ্যা 'পারাজিকা' চাপিয়ে দিয়ে 'পারাজিকা' অপরাধ দ্বারা এরূপে দোষারোপ করে যে—"ঐ ভিক্ষু 'পারাজিকা' আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব, সেই ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ হেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা অথবা যেকোনো সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে সেই নিরপরাধী ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

৪০০. **'পত্তলেসো বা পাত্রলেশ'** বলতে ১. যদি কোনো অপবাদকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো 'লৌহপাত্রধারী' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, উক্ত অপবাদকারী ভিক্ষু নিজের বৈরী অন্য 'লৌহপাত্রধারী' ভিক্ষুকে দেখে লৌহপাত্রের লেশ গ্রহণ করে এরূপ দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন 'লৌহপাত্রধারী' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং, সেই 'লৌহপাত্রধারী' ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ হেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা অথবা যেকোনো সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে সেই নিরপরাধী ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

২. **'সাকটপত্তধরো বা শাটকপাত্রধারী**[*]' বলতে যদি কোনো নিন্দাকারী

---

[*]. লৌহপাত্র সদৃশ সুগঠিত গোলাকার বিশিষ্ট, মসৃণ ও সু-উজ্জ্বল বর্ণসম্পন্ন এক প্রকার

ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো 'শাটকপাত্রধারী' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, উক্ত অপবাদকারী ভিক্ষু নিজের বৈরী অন্য 'শাটকপাত্রধারী' ভিক্ষুকে দেখে, শাটকপাত্রের লেশ গ্রহণ করে এরূপ দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন 'শাটকপাত্রধারী' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং, সেই 'শাটকপাত্রধারী' ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ হেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা অথবা যেকোনো সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে সেই নিরপরাধী ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

৩. **'সুম্ভকপত্তধরো বা শুম্ভকপাত্রধারী[❶]'** বলতে যদি কোনো তিরস্কারকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো 'শুম্ভকপাত্রধারী' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, উক্ত অপবাদকারী ভিক্ষু নিজের বৈরী কোনো 'শুম্ভকপাত্রধারী' অন্য ভিক্ষুকে দেখে, শুম্ভকপাত্রের লেশ গ্রহণ করে এরূপ দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত হয়েছে এমন শুম্ভকপাত্রধারী ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। অতএব, উক্ত 'শুম্ভকপাত্রধারী' ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ হেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা অথবা যেকোনো সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে সেই নিরপরাধী ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

৪০১. **'চীবরলেসো বা চীবরলেশ'** বলতে ১. যদি কোনো অপবাদকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' অপরাধে অপরাধগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো 'পাংশুকূলিক চীবরধারী[❷] ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, সেই অপবাদকারী ভিক্ষু নিজের বৈরী 'পাংশুকূলিক চীবরধারী' অন্য ভিক্ষুকে দেখে, পাংশুকূলিক চীবরের লেশ

মৃত্তিকা পাত্র। যেই ভিক্ষু বর্ণিত প্রকার পাত্র ব্যবহার করেন, তাকে শাকটপাত্রধারী ভিক্ষু বলা হয়।

❶. প্রাকৃতিক মাটি দ্বারা নির্মিত এক প্রকার পাত্র। যেই ভিক্ষু এরূপ পাত্র ব্যবহার করেন, তাকে শুম্ভকপাত্রধারী ভিক্ষু বলে।

❷. 'পাংশু' অর্থ কুৎসিত, বিরূপতা বুঝায়। 'পাংশুকূল' বলতে যে স্থানে কুৎসিত, অপ্রয়োজনীয়, পরিত্যাজ্য দ্রব্যসামগ্রী ফেলে দেওয়া হয়, সে স্থানই পাংশুকূল। সেই পরিত্যক্ত আবর্জনাস্তূপ হতে সংগৃহীত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা অল্পেচ্ছুতাদি শীল প্রতিপদা পরিপূরণ ইচ্ছায় চীবর তৈরি করে ব্যবহারকারী ভিক্ষুকে 'পাংশুকূলিক চীবরধারী' ভিক্ষু বলা হয়।

[পারাজিকা অট্‌ঠকথা]

গ্রহণ করে এরূপ দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন 'পাংশুকূলিক চীবরধারী' ভিক্ষু দৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা অথবা যেকোনো সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে সেই নিরপরাধী ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়।

২. **'গহপতিচীবরধরো বা গৃহপতিপ্রদত্ত চীবরধারী'** বলতে যদি কোনো অপবাদকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো 'গৃহপতিপ্রদত্ত চীবরধারী' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, উক্ত অপবাদকারী ভিক্ষু নিজের বৈরী 'গৃহপতিপ্রদত্ত চীবরধারী' অন্য ভিক্ষুকে দেখে, গৃহপতিপ্রদত্ত চীবরের লেশ গ্রহণ করে এরূপ দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন 'গৃহপতিপ্রদত্ত চীবরধারী' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। অতএব, উক্ত 'গৃহপতি প্রদত্ত চীবরধারী' ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ হেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা অথবা যেকোনো সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে সেই নিরপরাধী ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

৪০২. **'উপজ্ঝাযলেসো বা উপাধ্যায়লেশ'** বলতে যদি কোনো নিন্দাকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো অমুক উপাধ্যায়ের অমুক নামীয় 'সহবিহারী' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, সেই নিন্দাকারী ভিক্ষু নিজের বৈরী 'অমুক সহবিহারী' অন্য ভিক্ষুকে দেখে, সেই সহবিহারীর লেশ গ্রহণ করে এরূপ দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন 'অমুক নামীয় সহবিহারী' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। অতএব, সেই 'সহবিহারী' ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ হেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা অথবা যেকোনো সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে সেই নিরপরাধী ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

৪০৩. **'আচরিযলেসো' বা 'আচার্যলেশ'** বলতে যদি কোনো অপবাদকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো 'অমুক আচার্যের অমুক অন্তেবাসী' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, উক্ত অপবাদকারী ভিক্ষু নিজের বৈরী 'অমুক অন্তেবাসী' অন্য ভিক্ষুকে দেখে, সেই অন্তেবাসীর লেশ গ্রহণ করে এরূপ দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন 'অমুক অন্তেবাসী' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং উক্ত অন্তেবাসী ভিক্ষু

অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ হেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা অথবা যেকোনো সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে সেই নিরপরাধী ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

৪০৪. **'সেনাসনলেসো বা শয্যাসনলেশ'** বলতে যদি কোনো তিরস্কারকারী ভিক্ষু কর্তৃক 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো 'অমুক শয্যাসনবাসী' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়, উক্ত অপবাদকারী ভিক্ষু নিজের বৈরী 'অমুক শয্যাসনবাসী' অন্য ভিক্ষুকে দেখে, সেই শয্যাসনবাসীর লেশ গ্রহণ করে এরূপ দোষারোপ করে যে—"আমার দ্বারা 'পারাজিকা' দোষে দোষগ্রস্ত এমন 'অমুক শয্যাসনবাসী' ভিক্ষুকে দৃষ্ট হয়েছে। অতএব, সেই শয্যাসনবাসী ভিক্ষু অশ্রমণ ও অশাক্যপুত্র। এ হেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা অথবা যেকোনো সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুকূল নহে।" এরূপে সেই নিরপরাধী ভিক্ষুকে নিন্দা বা দোষারোপ করলে দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

৪০৫. **'পারাজিকেন ধম্মেনাতি'** বলতে চতুর্বিধ পারাজিকা অপরাধের মধ্যে যেকোনো একটি অপরাধ দ্বারা বুঝায়।

'অনুদ্ধংসেয্যাতি' অর্থে নিজে নিন্দা করে কিংবা অপরের দ্বারা নিন্দা করায়।

'অপ্পেব নাম নং ইমম্হা ব্রহ্মচারিযা চাবেয্যন্তি' বলতে আমি যদি একে ভিক্ষুত্ব হতে চ্যুত করতে পারতাম, শ্রামণ্য ধর্ম হতে চ্যুত করতে পারতাম, শীলস্কন্ধ হতে চ্যুত করতে পারতাম, এবং ধ্যান-সমাধিগুণ হতে চ্যুত করতে পারতাম!

'ততো অপরেন সমযেনাতি' বলতে যেইক্ষণে তিরস্কার, অপবাদ, ভর্ৎসনা করা হয় সেই ক্ষণ, সেই সময় এবং সেই মুহূর্ত ব্যতীত অপর সময়কে বুঝায়।

'সমনুগ্গাহীযমানোতি' অর্থে দোষারোপকারী চারি পারাজিকার মধ্যে যেই আপত্তির বিষয়টি দ্বারা দোষারোপ করে, সেই আপত্তির বিষয়টি প্রকাশ করা।

'অসমনুগ্গাহীযমানোতি' অর্থে নিন্দাকামী হয়ে চতুর্বিধ পারাজিকা আপত্তির মধ্যে যেকোনো একটি আপত্তিদ্বারা দোষারোপ করতে অসমর্থ হওয়া।

'অধিকরণ' অর্থে চতুর্বিধ অধিকরণকে বুঝায়। যথা : ১. বিবাদাধিকরণ, ২. অনুবাদাধিকরণ, ৩. আপত্তি অধিকরণ এবং ৪. কৃত্যাধিকরণ।

‘কোচি দেসো লেসোমত্তো উপাদিন্নোতি’ বলতে দোষারোপের সময়ে বর্ণিত সেই দশপ্রকার লেশের মধ্যে যেকোনো একটি লেশ গ্রহণের মাধ্যমে নির্দোষী ভিক্ষুকে দোষী সাব্যস্ত করা।

‘ভিক্খু চ দোসং পতিট্ঠাতীতি’ বলতে ‘আমার দ্বারা বৃথা ভাষণ করা হয়েছে; আমার দ্বারা মিথ্যা বলা হয়েছে; আমার দ্বারা অভূত বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে; আমার দ্বারা অজানা কথা বলা হয়েছে’ এরূপ এই চতুর্বিধ অভূত, অসত্য, বৃথা ও অজানা বাক্য দ্বারা তিরস্কার করাকে বুঝায়।

‘সংঘাদিসেসোতি’ বলতে সংঘাদিশেষ অপরাধগ্রস্ত ভিক্ষু তার অপরাধ হতে মুক্তির জন্যে সংঘ কর্তৃক প্রথমে ‘পরিবাস’, মধ্যে ‘মানত্ত ও মূলেপ্রতিকর্ষণ’ দেওয়া হয় এবং শেষে সংঘ কর্তৃক ‘আহ্বান’ করা হয়। সংঘাদিশেষ অপরাধের দণ্ডসমূহ একজন বা কয়েকজন ভিক্ষু দিতে পারে না; ইহা একমাত্র ভিক্ষুসংঘকেই দিতে হয় বলে ইহাকে ‘সংঘাদিশেষ’ বলা হয়। এই জাতীয় দণ্ডকর্মের অন্তর্ভুক্ত অপরাধসমূহকে এ কারণে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি বলা হয়।

৪০৬. ১. কোনো ভিক্ষু ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিগ্রস্ত হবার পর তা দৃষ্ট হলে, সেই ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিকে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি বলে দৃষ্ট (জ্ঞাত) হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধ দ্বারা যদি অন্য ভিক্ষু এরূপে দোষারোপ করে যে—“সেই ভিক্ষু ‘পারাজিকা’ অপরাধগ্রস্ত হয়েছে। তদ্ধেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুরূপ নহে।” এরূপে অন্যভাগীয় (অন্য প্রকারে) আপত্তির লেশ গ্রহণ করে দোষারোপ করলে উক্ত দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হয়।

২. কোনো ভিক্ষু ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিগ্রস্ত হবার পর তা দৃষ্ট হলে, সেই ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিকে ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি বলে দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধ দ্বারা যদি অন্য ভিক্ষু এরূপে দোষারোপ করে যে—“সেই ভিক্ষু ‘পারাজিকা’ অপরাধগ্রস্ত হয়েছে। তদ্ধেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুরূপ নহে।” এরূপে অন্য প্রকারে আপত্তির লেশ গ্রহণ করে দোষারোপ করলে উক্ত দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হয়।

৩. কোনো ভিক্ষু ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিগ্রস্ত হবার পর তা দৃষ্ট হলে, সেই ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিকে ‘পাচিত্তিয়’ আপত্তি... ‘পাটিদেসনীয়’ আপত্তি... ‘দুক্কট’ আপত্তি... দুব্ভাসিত আপত্তি বলে দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ভিক্ষুকে

'পারাজিকা' অপরাধ দ্বারা যদি অন্য ভিক্ষু এরূপে দোষারোপ করে যে—"সেই ভিক্ষু 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছে। তদ্ধেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুরূপ নহে।" এরূপে অন্য প্রকারে আপত্তির লেশ গ্রহণ করে দোষারোপ করলে উক্ত দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

৪. কোনো ভিক্ষু 'থুল্লচ্চয়' অপরাধগ্রস্ত হবার পর তা দৃষ্ট হলে, সেই 'থুল্লচ্চয়' অপরাধকে 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ... 'পাচিত্তিয়' অপরাধ... 'পাটিদেসনীয়' অপরাধ... 'দুক্কট' অপরাধ... 'দুব্‌ভাসিত' অপরাধ... 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ বলে দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধ দ্বারা যদি অন্য ভিক্ষু এরূপে দোষারোপ করে যে—"সেই ভিক্ষু 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছে। তদ্ধেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুরূপ নহে।" এরূপে অন্য প্রকারে আপত্তির লেশ গ্রহণ করে দোষারোপ করলে উক্ত দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

৫. কোনো ভিক্ষু 'পাচিত্তিয়' আপত্তিগ্রস্ত হবার পর তা দৃষ্ট হলে, সেই 'পাচিত্তিয়' আপত্তিকে 'পাচিত্তিয়' আপত্তি... 'পাটিদেসনীয়' আপত্তি... 'দুক্কট' আপত্তি... 'দুব্‌ভাসিত' আপত্তি বলে দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধ দ্বারা যদি অন্য ভিক্ষু এরূপে দোষারোপ করে যে—"সেই ভিক্ষু 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছে। তদ্ধেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুরূপ নহে।" এরূপে অন্য প্রকারে আপত্তির লেশ গ্রহণ করে দোষারোপ করলে উক্ত দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

৬. কোনো ভিক্ষু 'দুব্‌ভাসিত' অপরাধগ্রস্ত হবার পর তা দৃষ্ট হলে, সেই 'দুব্‌ভাসিত' অপরাধকে 'দুব্‌ভাসিত' অপরাধ... 'দুক্কট' অপরাধ... 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ... 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ... 'পাচিত্তিয়' অপরাধ... 'পাটিদেসনীয়' অপরাধ বলে দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ভিক্ষুকে 'পারাজিকা' অপরাধ দ্বারা যদি অন্য ভিক্ষু এরূপে দোষারোপ করে যে—"সেই ভিক্ষু 'পারাজিকা' অপরাধগ্রস্ত হয়েছে। তদ্ধেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুরূপ নহে।" এরূপে অন্য প্রকারে আপত্তির লেশ গ্রহণ করে দোষারোপ করলে উক্ত দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।

[এস্থলে একক মূলকের বর্ণনায় ন্যায় অবশিষ্টাংশ বিস্তারিত জ্ঞাতব্য]

৪০৭. ১. কোনো ভিক্ষু ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিগ্রস্ত হবার পর তা দৃষ্ট হলে, সেই ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিকে ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি বলে দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধ দ্বারা কোনো ভিক্ষু অন্যের মাধ্যমে এরূপে দোষারোপ করালে—“সেই ভিক্ষু ‘পারাজিকা’ অপরাধগ্রস্ত হয়েছে। তদ্ধেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুরূপ নহে।” এভাবে অন্য প্রকারে আপত্তির লেশ গ্রহণ করে দোষারোপ করালে, দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হয়।

২. কোনো ভিক্ষু ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিগ্রস্ত হবার পর তা দৃষ্ট হলে, সেই ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তিকে ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি... ‘পাচিত্তিয়’ আপত্তি... ‘পাটিদেসনীয়’ আপত্তি... ‘দুক্কট’ আপত্তি... ‘দুব্ভাসিত’ আপত্তি বলে দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধ দ্বারা যদি কোনো ভিক্ষু অন্যের মাধ্যমে এরূপে দোষারোপ করালে—“সেই ভিক্ষু ‘পারাজিকা’ অপরাধগ্রস্ত হয়েছে। তদ্ধেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুরূপ নহে।” এভাবে অন্য প্রকারে আপত্তির লেশ গ্রহণ করে দোষারোপ করালে, দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হয়।

৩. কোনো ভিক্ষু ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তিগ্রস্ত হবার পর তা দৃষ্ট হলে, সেই ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তিকে ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি... ‘পাচিত্তিয়’ আপত্তি... ‘পাটিদেসনীয়’ আপত্তি... ‘দুক্কট’ আপত্তি... ‘দুব্ভাসিত’ আপত্তি... ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি বলে দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধ দ্বারা যদি কোনো ভিক্ষু অন্যের মাধ্যমে এরূপে দোষারোপ করালে—“সেই ভিক্ষু ‘পারাজিকা’ অপরাধগ্রস্ত হয়েছে। তদ্ধেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুরূপ নহে।” এভাবে অন্য প্রকারে আপত্তির লেশ গ্রহণ করে দোষারোপ করালে, দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হয়।

৪. কোনো ভিক্ষু ‘পাচিত্তিয়’ অপরাধগ্রস্ত হবার পর তা দৃষ্ট হলে, সেই ‘পাচিত্তিয়’ অপরাধকে ‘পাচিত্তিয়’ অপরাধ... ‘পাটিদেসনীয়’ অপরাধ... ‘দুক্কট’ অপরাধ... দুব্ভাসিত অপরাধ বলে দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধ দ্বারা যদি কোনো ভিক্ষু অন্যের মাধ্যমে এরূপে দোষারোপ করালে—“সেই ভিক্ষু ‘পারাজিকা’ অপরাধগ্রস্ত হয়েছে। তদ্ধেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা

বিনয়ানুরূপ নহে।” এভাবে অন্য প্রকারে আপত্তির লেশ গ্রহণ করে দোষারোপ করালে, দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হয়।

৫. কোনো ভিক্ষু ‘দুব্‌ভাসিত’ আপত্তিগ্রস্ত হবার তা দৃষ্ট হলে, সেই ‘দুব্‌ভাসিত’ আপত্তিকে ‘দুব্‌ভাসিত’ আপত্তি... ‘সংঘাদিশেষ’ আপত্তি... ‘থুল্লচ্চয়’ আপত্তি... ‘পাচিত্তিয়’ আপত্তি... ‘পাটিদেসনীয়’ আপত্তি... ‘দুক্কট’ আপত্তি বলে দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ভিক্ষুকে ‘পারাজিকা’ অপরাধ দ্বারা যদি কোনো ভিক্ষু অন্যের মাধ্যমে এরূপে দোষারোপ করালে—“সেই ভিক্ষু ‘পারাজিকা’ অপরাধগ্রস্ত হয়েছে। তদ্ধেতু তার সহিত কোনো প্রকার উপোসথ বা প্রবারণা কিংবা সংঘকর্মাদি করা বিনয়ানুরূপ নহে।” এভাবে অন্য প্রকারে আপত্তির লেশ গ্রহণ করে দোষারোপ করালে, দোষারোপকারী ভিক্ষুর কথায় কথায় ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হয়।

৪০৮. **অনাপত্তি :** ভুলবশত অবগত না হয়ে স্বয়ং নিজে নিন্দা করলে কিংবা অপরের দ্বারা নিন্দা করালে, উন্মাদ হয়ে নিন্দা করলে এবং আদিকর্মিকের অনাপত্তি।

[নবম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

দশম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা

১০. সংঘভেদ সিক্‌খাপদং

(সংঘভেদ সম্বন্ধীয় শিক্ষাপদ)

[স্থান : রাজগৃহ]

৪০৯. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহের বেণুবনস্থ কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন দেবদত্ত যে স্থানে কোকালিক, কটমোদক, তিষ্যক এবং খণ্ডদেবীর পুত্র সমুদ্দদত্ত সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাদেরকে এরূপ বললেন, “আসুন আবুসোগণ, আমরা শ্রমণ গৌতমের চক্রভেদ করব, সংঘভেদ করব।” দেবদত্ত এরূপ বললে, কোকালিক দেবদত্তকে ইহা বললেন, “বন্ধু, শ্রমণ গৌতম মহানুভব এবং মহাঋদ্ধিসম্পন্ন। কী করে আমরা শ্রমণ গৌতমের চক্রভেদ করব, সংঘভেদ

করব?” “বন্ধুগণ, আসুন আমরা শ্রমণ গৌতমের সমীপে গিয়ে এরূপে পাঁচটি বর প্রার্থনা করব—“ভন্তে, ভগবান অনেক প্রকারে অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, নিত্যসংযমীতা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, সম্ভ্রান্ততা এবং উদ্যম শীলতার সুফল বর্ণনা করে থাকেন। ভন্তে, এই পাঁচটি বিষয় বহুপ্রকারে অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, নিত্যসংযমীতা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, সম্ভ্রান্ততা এবং উদ্যমশীলতার জন্য অত্যন্ত সহায়ক। ভন্তে, এ হেতু উত্তম হবে যে—১. ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন অরণ্যবিহারী হোক; যে ভিক্ষু গ্রামে কিংবা গ্রামস্থ নিকটবর্তী বিহারে বাস করবে সেই ভিক্ষু অপরাধী হবে। সুতরাং তাকে সংঘ বর্জন করবে। ২. ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন ভিক্ষাচারী হোক; যেই ভিক্ষু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে গৃহীপ্রদত্ত আহার পরিভোগ করবে, সেই ভিক্ষু অপরাধী হবে। সেহেতু সংঘ তাকে বর্জন করবে। ৩. ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন পাংশুকূল চীবর ব্যবহারকারী হোক; যেই ভিক্ষু গৃহীপ্রদত্ত চীবর গ্রহণ করবে, সেই ভিক্ষু দোষী হবে। সে কারণে ভিক্ষুসংঘ তাকে সংঘ হতে বর্জন করবে। ৪. ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন বৃক্ষমূলে বসবাসকারী হোক; যেই ভিক্ষু আচ্ছাদিত স্থানে কিংবা কুটিরে বাস করবে, সেই ভিক্ষু অপরাধী হবে। সেহেতু সংঘ কর্তৃক সে বর্জিত হবে। ৫. ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন মৎস-মাংস পরিভোগ না করুক; যেই ভিক্ষু মৎস্য-মাংস পরিভোগ করবে, সেই ভিক্ষু দোষী হবে। সে কারণে সংঘ তাকে বর্জন করবে। বন্ধুগণ, শ্রমণ গৌতম এই পাঁচটি বিষয়ের অনুমতি দিবেন না। সুতরাং এই সুযোগ কাজে লাগায়ে বর্ণিত পঞ্চ বিষয়ের মাধ্যমে আমরা জনগণকে বুঝাতে সক্ষম হবো। বন্ধুগণ, এই পঞ্চ বিষয়ের দ্বারা শ্রমণ গৌতমের চক্রভেদ, সংঘভেদ করতে সমর্থ হবো। কারণ জনগণ অল্পেতে প্রসন্ন হয়ে থাকেন।”

অনন্তর দেবদত্ত তার সপরিষদে যথায় ভগবান তথায় উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট দেবদত্ত ভগবানকে এরূপ বললেন, “প্রভু, ভগবান অনেক প্রকারে অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, নিত্যসংযমতা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, সম্ভ্রান্ততা এবং উদ্যমশীলতার সুফল বর্ণনা করে থাকেন। ভন্তে, এই পাঁচটি বিষয় বহুপ্রকারে অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, নিত্যসংযমতা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, সম্ভ্রান্ততা এবং উদ্যমশীলতার জন্য অত্যন্ত সহায়ক। ভন্তে, ইহা উত্তম হবে যে—১. ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন অরণ্যবিহারী হোক; যে ভিক্ষু গ্রামে কিংবা গ্রামস্থ নিকটবর্তী বিহারে বাস করবে, সেই ভিক্ষু অপরাধী হবে। সুতরাং তাকে সংঘ বর্জন করবে। ২. ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন ভিক্ষাচারী হোক; যেই ভিক্ষু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে গৃহীপ্রদত্ত আহার পরিভোগ করবে, সেই ভিক্ষু অপরাধী হবে।

সেহেতু সংঘ তাকে বর্জন করবে। ৩. ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন পাংশুকূল চীবর ব্যবহারকারী হোক; যেই ভিক্ষু গৃহীপ্রদত্ত চীবর গ্রহণ করবে, সেই ভিক্ষু দোষী হবে। সে কারণে ভিক্ষুসংঘ তাকে সংঘ হতে বর্জন করবে। ৪. ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন বৃক্ষমূলে বসবাসকারী হোক; যেই ভিক্ষু আচ্ছাদিত স্থানে কিংবা কুটিরে বাস করবে, সেই ভিক্ষু অপরাধী হবে। সেহেতু সংঘ কর্তৃক সে বর্জিত হবে। ৫. ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন মৎস-মাংস পরিভোগ না করুক; যেই ভিক্ষু মৎস্য-মাংস পরিভোগ করবে, সেই ভিক্ষু দোষী হবে। সে কারণে সংঘ তাকে বর্জন করবে।"

দেবদত্ত কর্তৃক এরূপে পাঁচটি বিষয়ে অনুমতি চাওয়া হলে, ভগবান তাকে বললেন, "হে দেবদত্ত, এই পাঁচটি বিষয়ে আমার নিকট অনুমতি চাওয়া তোমার নিষ্প্রয়োজন। তুমি এই পঞ্চ বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা হতে নিবৃত হও; ক্ষান্ত হও। যেই ভিক্ষু ইচ্ছা করে, সে ভিক্ষু অরণ্যবাসী হোক। যে ইচ্ছা করে, সে গ্রামে কিংবা গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে বাস করুক। যেই ভিক্ষু ইচ্ছা করে, সেই ভিক্ষু ভিক্ষান্ন কিংবা নিমন্ত্রণের আহার পরিভোগ করুক। যেই ভিক্ষু ইচ্ছা করে, সেই ভিক্ষু পাংশুকূলিক চীবর কিংবা গৃহীপ্রদত্ত চীবর ব্যবহার করুক। দেবদত্ত, মৎ কর্তৃক আট মাস বৃক্ষমূলে বাস করার অনুজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এবং এই ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ[1] যথা : অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অপরিশঙ্কিত (সংশয়মুক্ত) মৎস্য-মাংস ভোজন করার নিয়মও করা হয়েছে।" তখন ভগবান কর্তৃক দেবদত্তকে উক্ত পাঁচটি বিষয়ের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না, ইহা জেনে আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়ে সপরিষদ আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

৪১০. অতঃপর দেবদত্ত সপরিষদ রাজগৃহে প্রবেশ করে বর্ণিত সেই

---

[1]. ত্রিকোটি বা ত্রিবিধ প্রকারে অপরিশুদ্ধ মাছ-মাংস ভিক্ষুদের পক্ষে ভোজন করা অবিধেয়। ভিক্ষুদের জন্য যেকোনো মাছ কিংবা যেকোনো খাওয়ার উপযোগী প্রাণীর মাংস, যথা : হরিণ, মুরগি, শুকর ইত্যাদি হত্যা করে মাংস গ্রহণ করার সময় 'দৃষ্টি', বর্ণিতরূপে গৃহীত 'শ্রুত' এবং উভয় প্রকারে কিংবা উভয়টি মুক্তাবস্থায় অনুমান যুক্ত মাছ-মাংস ভোজনে ভিক্ষুদের অপরাধ হয়। তার বিপরীতে ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ (অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অনুমান বা সংশয়মুক্ত) কপ্পিয় (বিধিমতে) মাছ-মাংস পরিভোগ করতে পারবে। আর যদি দায়করা বলেন যে—'এই মাছ-মাংস আপনাদের নিমিত্তে নহে, অন্য কারণে ব্যবস্থা করা হয়েছে অথবা মৃত বা কপ্পিয় মাছ-মাংস পাওয়ায় ভিক্ষুদের জন্য ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে' এরূপে ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ মৎস্য-মাংস ভোজনে ভিক্ষুদের দোষ হয় না। [পারাজিকা অট্‌ঠকথা]

পাঁচটি বিষয় দ্বারা জনগণকে এরূপে বুঝাতে লাগলেন, "হে ভদ্রেগণ, শ্রমণ গৌতমের সমীপে উপস্থিত হয়ে আমরা তাঁর নিকট এই পাঁচটি বিষয় যাচঞা করেছিলাম। প্রভু, ভগবান বহুপ্রকারে অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, নিত্যসংযমতা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, সম্ভ্রান্ততা এবং উদ্যম শীলতার সুফল বর্ণনা করে থাকেন। ভন্তে, এই পাঁচটি বিষয় বহুপ্রকারে অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, নিত্যসংযমতা, ধুতাঙ্গপ্রিয়তা, সম্ভ্রান্ততা এবং উদ্যমশীলতার জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

ভন্তে, ইহা উত্তম হবে যে—১. ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন অরণ্যবিহারী হোক; যে ভিক্ষু গ্রামে কিংবা গ্রামস্থ নিকটবর্তী বিহারে বাস করবে সেই ভিক্ষু অপরাধী হবে। সুতরাং তাকে সংঘ বর্জন করবে। ২. ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন ভিক্ষাচারী হোক; যেই ভিক্ষু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে গৃহীপ্রদত্ত আহার পরিভোগ করবে, সেই ভিক্ষু অপরাধী হবে। সেহেতু সংঘ তাকে বর্জন করবে। ৩. ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন পাংশুকূল চীবর ব্যবহারকারী হোক; যেই ভিক্ষু গৃহীপ্রদত্ত চীবর গ্রহণ করবে, সেই ভিক্ষু দোষী হবে। সে কারণে ভিক্ষুসংঘ তাকে সংঘ হতে বর্জন করবে। ৪. ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন বৃক্ষমূলে বসবাসকারী হোক; যেই ভিক্ষু আচ্ছাদিত স্থানে কিংবা কুটিরে বাস করবে, সেই ভিক্ষু অপরাধী হবে। সেহেতু সংঘ কর্তৃক সে বর্জিত হবে। ৫. ভিক্ষুগণ যাবজ্জীবন মৎস-মাংস পরিভোগ না করুক; যেই ভিক্ষু মৎস্য-মাংস পরিভোগ করবে, সেই ভিক্ষু দোষী হবে। সে কারণে সংঘ তাকে বর্জন করবে। এরূপে পাঁচটি বিষয়ে বর প্রার্থনা করা হলে, শ্রমণ গৌতম সেই পাঁচটি বিষয়ে অনুমতি দিলেন না। আমরা সেই পঞ্চবিধ ব্রত প্রতিপালন করছি। তথায় যে সকল জনসাধারণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, অপ্রসন্ন এবং মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন, তারা এরূপ বলল, "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অল্পেচ্ছু, ধুতাঙ্গপ্রিয় ও কঠোর আত্মসংযমী কিন্তু শ্রমণ গৌতম নিজেই পরম প্রাচুর্যে বিলাস জীবন-যাপনকারী এবং বিলাস জীবন-যাপনে উৎসাহী।" আর যে সকল জনসাধারণ শ্রদ্ধাপরায়ণ, প্রসন্ন, ধীশক্তিসম্পন্ন, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান তারা এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগলেন যে—"কী করে দেবদত্ত ভগবানের চক্রভেদের, সংঘভেদের জন্য পরাক্রমশালীতা প্রদর্শন করছেন?" ভিক্ষুগণ সেই জনগণের নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। তখন যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও ইহা শুনে এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে তিরস্কার করতে লাগলেন যে—"কী করে দেবদত্ত ভগবানের সংঘভেদের, চক্রভেদের নিমিত্তে পরাক্রমশালীতা প্রকাশ করছে?"

অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ দেবদত্তকে অনেক প্রকারে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলেন। ভগবান দেবদত্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে দেবদত্ত, সত্যই কি তুমি চক্রভেদ, সংঘভেদের জন্যে পরাক্রমশালীতা প্রদর্শন করতেছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

তখন ভগবান দেবদত্তকে নিন্দা ও তিরস্কার করে বললেন, "হে মূর্খ, কীরূপে তুমি চক্রভেদ, সংঘভেদের নিমিত্তে পরাক্রমশালীতা প্রকাশ করতে পারলে?" ইহা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অনুপযুক্ত, অননুকূল, অশোভনীয়, অশ্রমণোচিত, অবিধেয়, অগ্রহণযোগ্য এবং অকরণীয় কার্য সম্পাদন হয়েছে।

হে মোঘপুরুষ, তোমার এরূপ কার্য কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, মোঘপুরুষ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।"

অতঃপর ভগবান তাকে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা একান্তই হিতবহ। সেহেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৪১১. "যো পন ভিকখু সমগ্গস্স সঙ্ঘস্স ভেদায পরক্কমেয্য, ভেদনসংৰত্তনিকং ৰা অধিকরণং সমাদায পগ্গযহ তিটেঠয্য, সো ভিকখু ভিকখূহি এৰমস্স ৰচনীযো—'মাযস্মা সমগ্গস্স সঙ্ঘস্স ভেদায পরক্কমি, ভেদনসংৰত্তনিকং ৰা অধিকরণং সমাদায পগ্গযহ অটঠাসি। সমেতাযস্মা

সঙ্ঘেন। সমগ্গো হি সঙ্ঘো সম্মোদমানো অৰিৰদমানো একুদ্দেসো ফাসু ৰিহরতী’তি। এৰঞ্চ সো ভিকখু ভিকখূহি ৰুচ্চমানো তথেৰ পগ্গণ্হেয্য , সো ভিকখু ভিকখূহি যাৰততিযং সমনুভাসিতব্বো তস্স পটিনিস্সগ্গায। যাৰততিযঞ্চে সমনুভাসিযমানো তং পটিনিস্সজ্জেয্য, ইচ্চেতং কুসলং; নো চে পটিনিস্সজ্জেয্য, সঙ্ঘাদিসেসো”তি।

অনুবাদ : “কোনো ভিক্ষু এক নিকায় সমন্বিত ও এক সীমায় অবস্থিত একত্রে বসবাসকারী বিনয় ও ধর্মবাদী ভিক্ষুসংঘকে ভেদ বা পৃথক করতে চেষ্টা করে এবং সংঘভেদের আঠার প্রকার[1] যথোপযুক্ত ভেদনীয় কারণসমূহ গ্রহণ করে সেগুলো জনসাধারণকে প্রকাশ করে, তাহলে ধর্ম ও বিনয়বাদী ভিক্ষুগণ সেই ভেদকারী ভিক্ষুকে এরূপ সদুপদেশ দেওয়া কর্তব্য : “আয়ুষ্মান, আপনি সংঘভেদের চেষ্টা করবেন না এবং সংঘভেদের আঠার প্রকার যথোচিত ভেদনীয় কারণসমূহ অন্তরে দৃঢ়তার সহিত স্থান দিবেন না। আয়ুষ্মান, সংঘের সহিত একমত হয়ে মিলে-মিশে অবস্থান করুন। কারণ সমগ্র সংঘের মধ্যে ঐক্যতা এবং পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীভাব থাকলে, পরস্পর প্রীতি ও আনন্দচিত্ত নিয়ে বাদ-বিবাদহীন হয়ে নিরূপদ্রবে পরম শান্তিতে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হবেন।” সেই ভিক্ষুগণ উক্ত ভেদকারী ভিক্ষুকে এরূপ বলা সত্ত্বেও সে যদি পূর্বের ন্যায় তা গ্রহণ করে ভেদ চেষ্টা করে; তাহলে তাকে ভেদচিত্ত ত্যাগের নিমিত্তে তিনবার সেরূপ বলা উচিত, তিনবার বলার পরে যদি পরিত্যাগ করে উত্তম আর যদি পরিত্যাগ না করে, তাহলে সংঘ সেই ভিক্ষুকে ‘সমনুভাসন’ নামক বিনয়কর্ম

---

[1]. আঠার প্রকার সংঘভেদের ভেদনীয় কারণসমূহ, যথা : ১) অধর্মকে ধর্ম বলা (বুদ্ধের উপদেশকে উপদেশ নহে বলে স্বীকার করা) ২) ধর্মকে অধর্ম বলা, ৩) অবিনয়কে বিনয় বলা, ৪) বিনয়কে অবিনয় বলা, ৫) তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বিষয় তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত বলা, ৬) তথাগত দ্বারা ভাষিত, আলাপিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বলা, ৭) তথাগত দ্বারা অনাচরিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা আচরিত বলা, ৮) তথাগত কর্তৃক আচরিত বিষয়কে তথাগত কর্তৃক অনাচরিত বলা, ৯) তথাগত দ্বারা অব্যবস্থিত (অপ্রজ্ঞাপ্ত) বিষয়কে তথাগত দ্বারা ব্যবস্থিত (প্রজ্ঞাপ্ত) বিষয় বলা, ১০) তথাগত দ্বারা ব্যবস্থিত বিষয়কে তথাগত দ্বারা অব্যবস্থিত বিষয় বলা, ১১) নিরপরাধকে অপরাধ বলা, ১২) অপরাধকে নিরপরাধ বলা, ১৩) লঘু (ক্ষুদ্র) অপরাধকে গুরু (বৃহৎ) অপরাধ বলা, ১৪) গুরু অপরাধকে লঘু অপরাধ বলা, ১৫) সাবশেষ অপরাধকে অনাবশেষ অপরাধ বলা, ১৬) অনাবশেষ অপরাধকে সাবশেষ অপরাধ বলা, ১৭) দুস্থূল অপরাধকে অদুস্থূল অপরাধ বলা এবং ১৮) অদুস্থূল অপরাধকে দুস্থূল অপরাধ বলা।

করে পৃথক করে রাখবে। বিনয়-কর্মের শেষে সেই ভেদকারী ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়।"

৪১২. **'যো পনাতি'** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

'ভিক্‌খূতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

'সমগ্গো' বলতে একচিত্তপরায়ণ ও একনিকায়ভুক্ত হয়ে একত্রে বসবাস করে একই সমান সীমায় ধর্মবিনয়াদি কর্মসম্পাদনকারী ভিক্ষুসংঘকে বুঝায়।

'ভেদায পরক্কমেয্যাতি' অর্থে 'কীরূপে পৃথক হয়ে, বিচ্ছিন্ন হয়ে, ভিন্ন হয়ে অবস্থান করব?" এই প্রকারে অন্যমতে, অন্যদৃষ্টিতে বিশ্বাসী হয়ে গণ (পরিষদ) কিংবা দল গঠন করা।

'ভেদনসংবত্তনিকং বা অধিকরণন্তি' বলতে সংঘভেদের আঠার প্রকার যথোচিত ভেদনীয় কারণসমূহ।

'সমাদাযাতি' অর্থে সংঘভেদের সমর্থ আঠার প্রকার ভেদনীয় কারণসমূহ গ্রহণ করে।

'পগ্গয্হাতি' অর্থে দলভেদের নিমিত্তে জনসাধারণকে ভেদনীয় কারণসমূহ বুঝানো, প্রকাশ করানো।

'তিট্‌ঠেয্যাতি' বলতে সংঘভেদের কারণসমূহ পরিত্যাগ না করলে কিংবা সেইরূপ দৃষ্টিতে স্থিত থাকলে।

'সো ভিক্‌খূতি' বলতে যেই ভিক্ষু সংঘভেদক, সেই ভিক্ষু।

'ভিক্‌খূহীতি' বলতে সংঘভেদক ভিক্ষুকে সংঘভেদ না করার জন্যে ধর্মবিনয়বাদী, উপদেশ প্রদানকারী অন্য ভিক্ষুকে বুঝায়।

যদি সংঘভেদক ভিক্ষু সংঘভেদের কারণসমূহ জনসাধারণকে প্রকাশ করতে উক্ত ভিক্ষু দেখে, তাহলে সেই ভিক্ষুর সংঘভেদক ভিক্ষুকে এরূপ বলা কর্তব্য যে—"আয়ুষ্মান, আপনি সংঘভেদের চেষ্টা করবেন না। এবং সংঘভেদের আঠার প্রকার যথোপযুক্ত ভেদনীয় কারণগুলোও জনগণকে প্রকাশ করবেন না। সেই কারণগুলো অন্তরে দৃঢ়ভাবে স্থান দিবেন না। আয়ুষ্মান, সংঘের সহিত একমত হয়ে মিলেমিশে বাস করুন। সমগ্র সংঘের মধ্যে একতা এবং পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি থাকলে, পরস্পর অভিন্ন ও সন্তুষ্ট চিত্তে ঝগড়া-বিবাদহীন হয়ে উপদ্রবহীন হয়ে পরম শান্তিতে নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সমর্থ হবেন এবং একত্রে বসবাস করতে পারবেন।" এরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার সদুপদেশ দিতে হবে। যদি সেই ভেদকারী ভিক্ষু

ভেদচিত্ত পরিত্যাগ করলে ভালো আর যদি পরিত্যাগ না করে, তাহলে তার 'দুক্কট' আপত্তি হয়। এবং যেই ভিক্ষু ইহা শুনে ভেদকারী ভিক্ষুকে কিছু না বললে, তারও 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

তখন যদি ভেদকারী ভিক্ষু ভেদচিত্ত পরিহার না করে, তাহলে সেই ভিক্ষুকে সংঘের মধ্যে উপস্থিত করায়ে পুনঃ বলতে হবে : "আয়ুষ্মান, আপনি সংঘভেদের চেষ্টা করবেন না এবং সংঘভেদের আঠার প্রকার যথোপযুক্ত ভেদনীয় কারণগুলোও জনগণকে প্রকাশ করবেন না। সেই কারণগুলো অন্তরে দৃঢ়ভাবে স্থান দিবেন না। আয়ুষ্মান সংঘের সহিত একমত হয়ে মিলেমিশে বাস করুন। সমগ্র সংঘের মধ্যে একতা এবং পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি থাকলে, পরস্পর অভিন্ন ও সন্তুষ্ট চিত্তে ঝগড়া-বিবাদহীন হয়ে উপদ্রবহীন হয়ে পরম শান্তিতে নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সমর্থ হবেন এবং একত্রে বসবাস করতে পারবেন।" এরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তাকে বলতে হবে। এতে তার ভেদচিত্ত পরিত্যাগ করলে ভালো আর যদি পরিত্যাগ না করে, তাহলে তার 'দুক্কট' আপত্তি হয়। এ হেতু সেই ভেদচিত্তপরায়ণ ভিক্ষুকে 'সমনুভাসন' নামক বিনয়-কর্ম দিতে হবে। হে ভিক্ষুগণ, এরূপে 'সমনুভাসন' দেয়া কর্তব্য। দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক সংঘকে এভাবে প্রস্তাব জ্ঞাত করাবে :

৪১৩. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামীয় ভিক্ষু সমগ্র ভিক্ষুসংঘের ভেদের নিমিত্তে পরাক্রমশালী হয়েছেন। উক্ত ভিক্ষু তার সেই ভেদচিত্ত পরিহার করছেন না। তিনি তার ভেদচিত্ত অপরিত্যাগ-হেতু মাননীয় সংঘ যদি এখন উপযুক্ত সময় বলে বিবেচনা করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ তাকে 'সমনুভাসন' নামক বিনয়-কর্ম দিতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ : মাননীয় সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এই অমুক ভিক্ষু সমগ্র ভিক্ষুসংঘের ভেদের জন্যে পরাক্রমশালীতা দেখাচ্ছেন। তিনি তার সেই ভেদচিত্ত পরিত্যাগ করছেন না। তিনি নিজ অভিমত পরিহার না করায় মাননীয় সংঘ তাকে 'সমনুভাসন' দিচ্ছেন। যেই আয়ুষ্মান উক্ত ভিক্ষুকে 'সমনুভাসন' দেয়া উচিত বলে মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত বলে মনে করেন না, তিনি স্বীয় অভিমত ভাষায় বলতে পারেন। আমি এরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বলছি।

ধারণা : অমুক ভিক্ষু স্ব-অভিমত পরিত্যাগ না করায় সংঘ কর্তৃক 'সমুনভাসন' প্রাপ্ত হলেন। মাননীয় ভিক্ষুসংঘ সকলেই এই প্রস্তাবে রাজি

আছেন বিধায় মৌন রয়েছেন, আমি এরূপ ধারণা করছি।

৪১৪. **'এসা ঞত্তি'** বা 'ইহাই প্রজ্ঞপ্তি পর্যন্ত বললে, যদি ভেদচিত্ত ত্যাগ না করে, তাহলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। দুইবার 'অনুশ্রবণ' কর্মবাক্য পাঠ শেষ হয়ে গেলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। কর্মবাচা পাঠ শেষ হলে, পূর্বের 'দুক্কট' ও 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি রহিত হয়ে সমাপ্তিতে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

'সংঘাদিসেসোতি' বলতে সংঘাদিশেষ অপরাধগ্রস্ত ভিক্ষু তার অপরাধ হতে মুক্তির জন্যে সংঘ কর্তৃক প্রথমে 'পরিবাস', মধ্যে 'মানত্ত ও মূলেপ্রতিকর্ষণ' দেওয়া হয় এবং শেষে সংঘ কর্তৃক 'আহ্বান' করা হয়। সংঘাদিশেষ অপরাধের দণ্ডসমূহ একজন বা কয়েকজন ভিক্ষু দিতে পারে না; ইহা একমাত্র ভিক্ষুসংঘকেই দিতে হয়, বলে ইহাকে 'সংঘাদিশেষ' বলা হয়। এই জাতীয় দণ্ডকর্মের অন্তর্ভুক্ত অপরাধসমূহকে এ কারণে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি বলা হয়।

৪১৫. 'ধর্মত-কর্মে, ধর্মত-কর্ম' ধারণা[1] অপরিত্যাগে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়। 'ধর্মত-কর্মে' সন্দেহ-হেতু স্বীয় অভিমত অপরিত্যাগে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়। 'ধর্মত-কর্মে অধর্মত-কর্ম' ধারণা[2] অপরিত্যাগে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। 'অধর্মত-কর্মে, ধর্মত-কর্ম' ধারণায়[3] 'দুক্কট' আপত্তি হয়। 'অধর্মত-কর্মে' সন্দেহ-হেতু 'দুক্কট' আপত্তি হয়। 'অধর্মত কর্মে অধর্মত-কর্ম' ধারণায়[4] 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৪১৬. **অনাপত্তি :** 'সমনুভাসন' করার পূর্বে নিজ অভিমত পরিহার করলে সংঘভেদচিন্তা পরিহার করলে উন্মাদ হলে, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলে, বেদনাগ্রস্ত হলে এবং আদিকর্মিকের এই অপরাধ সম্পাদনকারীর অনাপত্তি।

[দশম সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

---

[1]. সমনুভাসন-কর্মে সমনুভাসন কর্ম ধারণা।

[2]. সমনুভাসন-কর্মে অসমনুভাসন-কর্ম ধারণা।

[3]. অসমনুভাসন-কর্মে সমনুভাসন-কর্ম ধারণা।

[4]. অসমনুভাসন-কর্মে অসমনুভাসন-কর্ম ধারণা। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

একাদশ সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা

১১. ভেদানুবত্তক সিক্‌খাপদং

(সংঘভেদকের পক্ষাবলম্বনকারী-বিষয়ক শিক্ষাপদ)

[স্থান : রাজগৃহ]

৪১৭. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহের বেণুবনস্থ কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন দেবদত্ত সংঘভেদ ও চক্রভেদের নিমিত্তে পরাক্রমতা দেখাচ্ছিলেন। ভিক্ষুগণ তাকে এরূপ বলতে লাগলেন, "অধর্মবাদী দেবদত্ত, অবিনয়বাদী দেবদত্ত। কিরূপে দেবদত্ত সংঘভেদ, চক্রভেদের জন্যে পরাক্রমশালীতা প্রদর্শন করে অবস্থান করছেন?" ভিক্ষুগণ কর্তৃক এরূপ বলা হলে, কোকালিক, কটমোদক, তিষ্যক ও খণ্ডদেবীর পুত্র সমুদ্দদত্ত সেই ভিক্ষুগণকে এরূপ বলতে লাগলেন, "আয়ুষ্মানগণ, এরূপ বলবেন না। দেবদত্ত ধর্মবাদী, দেবদত্ত বিনয়বাদী। দেবদত্ত আমাদের ইচ্ছানুসারে ও সম্মতি নিয়ে তা প্রকাশ করছেন, তিনি আমাদের অভিপ্রায় জানেন এবং আমাদের সহিত পরামর্শ করে বলছেন। উনার যেই অভিমত, আমাদেরও সেই একই অভিমত।" তখন যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরা ইহা শুনে এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, 'কী করে সেই ভিক্ষুগণ সংঘভেদের নিমিত্তে পরাক্রমশালীতা প্রদর্শনকারী দেবদত্তের পক্ষাবলম্বনকারী হলেন; দলভুক্ত হলেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ সেই পক্ষাবলম্বনকারী ভিক্ষুদেরকে বহুভাবে নিন্দা করে ভগবানকে এই বিষয়ে জ্ঞাত করলেন। তখন ভগবান উক্ত ভিক্ষুদেরকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা সংঘভেদের নিমিত্তে পরাক্রমশালী প্রদর্শনকারী দেবদত্তের পক্ষাবলম্বনকারী হয়েছে; দলভুক্ত হয়েছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

তখন ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে নিন্দা করে বললেন, "হে মোঘপুরুষগণ, কী করে তোমরা সংঘভেদের জন্য বীরত্ব প্রদর্শনকারী অসৎপুরুষ দেবদত্তের মতে ঐক্যমত্য হতে পারলে; অনুগামী হতে পারলে? ইহা তোমাদের পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত, অননুকূল, অশোভনীয়, অশ্রমণোচিত, অবিধেয়, অগ্রহণযোগ্য এবং অকরণীয় অকার্য কার্যরূপে সম্পাদিত হয়েছে।

হে মোঘপুরুষগণ, তোমাদের এরূপ কার্য কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা

উৎপাদনে এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, মোঘপুরুষগণ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।”

অতঃপর ভগবান তাদেরকে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা একান্তই হিতবহ। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের জন্যে এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করতেছি :

৪১৮. “তস্সেৰ খো পন ভিকখুস্স ভিকখূ হোন্তি অনুৰত্তকা ৰগ্গৰাদকা একো ৰা দ্বে ৰা তযো ৰা। তে এৰং ৰদেয্যুং—‘মাযস্মন্তো এতং ভিকখুং কিঞ্চি অৰচুত্থ। ধম্মৰাদী চেসো ভিকখু, ৰিনযৰাদী চেসো ভিকখু। অম্হাকঞ্চেসো ভিকখু ছন্দঞ্চ রুচিঞ্চ আদায ৰোহরতি জানাতি নো ভাসতি অম্হাকম্পেতং খমতী’তি, তে ভিকখূ ভিকখূহি এৰমস্সু ৰচনীযা—‘মাযস্মন্তো এৰং অৰচুত্থ, ন চেসো ভিকখু ধম্মৰাদী, ন চেসো ভিকখু ৰিনযৰাদী, মাযস্মন্তানম্পি সঙ্ঘভেদো রুচ্চিত্থ, সমেতাযস্মন্তানং সঙ্ঘেন, সমগ্গো হি সঙ্ঘো সম্মোদমানো অৰিৰদমানো একুদ্দেসো ফাসু ৰিহরতী’তি। এৰঞ্চ তে ভিকখূ ভিকখূহি ৰুচ্চমানা তথেৰ পগ্গণ্হেয্যুং, তে ভিকখূ ভিকখূহি যাৰততিযং সমনুভাসিতব্বা তস্স পটিনিস্সগ্গায। যাৰততিযঞ্চে সমনুভাসিযমানা তং পটিনিস্সজ্জেয্যুং, ইচ্চেতং কুসলং, নো চে পটিনিস্সজ্জেয্যুং, সঙ্ঘাদিসেসো”তি।

অনুবাদ : যদি সংঘভেদকারী পূর্বের সেই ভিক্ষুর সঙ্গে একই ভেদচিত্ত পোষণকারী অপর ভিক্ষুরা একজন, দুইজন বা তিনজন অনুবর্তক (অনুসারী) হয় এবং সেই অনুসারীগণ এরূপ বলে যে, “হে আয়ুষ্মানগণ, সেই ভিক্ষু

সংঘভেদ করছেন না। আপনারা উনাকে কিছুই বলবেন না। তিনি একজন ধর্মবাদী (সত্যানুসন্ধানকারী) এবং বিনয়বাদী (নীতি-আদর্শ-পালনকারী) ভিক্ষু। তিনি আমাদের অভিপ্রায় অনুসারে ও সম্মতি নিয়ে তা প্রকাশ করছেন। তিনি আমাদের ইচ্ছা সম্পর্কে জানেন এবং আমাদের সহিত আলোচনা করে তা বলছেন। উনার যেরূপ ইচ্ছা; আমাদেরও সেরূপ ইচ্ছা।” তখন অন্য ভিক্ষুরা সংঘভেদক ভিক্ষুর অনুগামী ভিক্ষুদেরকে এরূপ হিতকর উপদেশ বাক্য বলবে : “হে আয়ুষ্মানগণ, আপনারা এরূপ সংঘ ভেদকর কথা বললেন না। তিনি ধর্মবাদী ভিক্ষু নহে; বিনয়বাদী ভিক্ষু নহে। আপনাদেরও তার ন্যায় সংঘভেদের অভিরুচি উৎপন্ন না হোক। আপনারা তার অনুগামী হবেন না; তার বাক্যে সম্মতি দেবেন না। সমগ্র সংঘের মধ্যে একতা এবং সৌহার্দতা থাকলে, পরস্পর সন্তুষ্টচিত্ত নিয়ে বাদ-বিবাদহীন হয়ে পরম শান্তিতে নিজ নিজ কর্তব্য-কর্ম পালন করে নিরূপদ্রবে একত্রে অবস্থান করতে সক্ষম হয়।” এরূপে সেই ভিক্ষুগণ অনুগামী ভিক্ষুদেরকে বলার পরও যদি পূর্বের ন্যায় ভেদচিত্ত পোষণ করে সংঘভেদকের অনুগামী হয়, তাহলে পুনরায় নিরপেক্ষ ভিক্ষুগণ তাদেরকে সংঘভেদচিত্ত পরিহার করার জন্যে তিনবার পর্যন্ত বলবেন। তিনবার বলার পর যদি পরিহার করে, তাহলে ভালো; আর পরিহার না করলে অনুগামী ভিক্ষুদের ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হয়।

৪১৯. **‘তস্সেব খো পনাতি’** বলতে সংঘভেদকের সেই অনুবর্তক, অনুসারী কিংবা অনুগামী ভিক্ষুগণকে বুঝায়।

‘ভিক্খূ হোন্তীতি’ বলতে ভেদচিত্ত পোষণকারী একজন, দুইজন অথবা তিনজন অপরাপর অনুসরণকারী ভিক্ষু হয়।

‘অনুবত্তকাতি’ বলতে সংঘভেদক ভিক্ষু যেরূপ দৃষ্টিক, যেরূপ মতবাদে বিশ্বাসী এবং যেরূপ অভিরুচি পোষণকারী হয়; সংঘভেদকের অনুগামী ভিক্ষুগণও সেরূপ দৃষ্টিক, সেরূপ মতবাদে বিশ্বাসী এবং সেরূপ ইচ্ছা পোষণকারী হয়।

‘বগ্গবাদকাতি’ অর্থে তারা (অনুগামীরা) সংঘভেদকের দলভুক্ত, পক্ষাবলম্বনের নিমিত্তে স্থিত থাকে।

‘একো বা দ্বে বা তযো বাতি’ বলতে যদি একজন, দুইজন অথবা তিনজন করে সংঘভেদকের অনুসরণকারী অন্য ভিক্ষুগণ হয়, এবং সেই অনুসারী ভিক্ষুগণ এরূপ বলে যে, “হে আয়ুষ্মানগণ, এই ভিক্ষু সংঘভেদ করছেন না। যেহেতু আপনারা তাঁকে কিছুই বলবেন না, যেহেতু এই ভিক্ষু

ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী। বিশেষ করে তিনি আমাদের সম্মতি এবং ইচ্ছা নিয়ে তা প্রকাশ করছেন। তিনি আমাদের অভিমত জানেন এবং আমাদের সাথে পরামর্শ করে তা বলছেন। উনার যেরূপ অভিপ্রায়; আমাদেরও সেরূপ অভিপ্রায়।

'তে ভিক্খূতি' অর্থে যে সকল ভিক্ষু অনুবর্তক বা অনুগামী তাদেরকে বুঝায়।

'ভিক্খূহীতি' অর্থে সংঘভেদকারী ও তার অনুসারী ভিক্ষুদেরকে সদূপদেশ দানকারী অন্য ভিক্ষু।

যদি কোনো নিরপেক্ষ ভিক্ষু অনুগামী ভিক্ষুদের সংঘভেদের সমর্থনে উল্লিখিত কথাগুলো বলতে শুনলে কিংবা দেখলে, ভেদকারী ভিক্ষুর অনুসারী ভিক্ষুদেরকে এরূপ বলা কর্তব্য : "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা এরূপ কথা বলবেন না। এই ভিক্ষু ধর্মবাদী নহে; বিনয়বাদী নহে। আপনাদেরও তার ন্যায় সংঘভেদের অভিরুচি উৎপন্ন না হোক। আপনাদের চিত্ত ও চিন্তা সংঘের সহিত মিলিত হোক। কারণ সংঘের মধ্যে একতা এবং সহমর্মীতা থাকলে, পরস্পর সন্তুষ্টচিত্ত নিয়ে ঝগড়া-বিবাদহীন হয়ে পরম শান্তিতে নিজ নিজ কর্তব্য-কর্ম পালন করে উপদ্রবহীন হয়ে একসাথে বসবাস করতে পারবেন।" এরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বলতে হবে। এভাবে বলার পরও তাদের নিজ নিজ অভিমত পরিহার করলে ভালো আর যদি পরিহার না করে, তাহলে তাদের সবার 'দুক্কট' আপত্তি হয়। এবং যেই ভিক্ষু এরূপ শুনে অনুগামী ভিক্ষুদেরকে কিছুই না বলবে, তারও 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

তখনও যদি সেই অনুগামী ভিক্ষুগণ তাদের নিজ নিজ অভিমত পরিত্যাগ না করে, তাহলে সেই ভিক্ষুদেরকে সংঘের মধ্যে উপস্থিত করায়ে পুনরায় বলতে হবে : "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা এরূপ কথা বলবেন না। এই ভিক্ষু ধর্মবাদী নহে; বিনয়বাদী নহে। আপনাদেরও তার ন্যায় সংঘভেদের ইচ্ছা উৎপন্ন না হোক। আপনাদের চিত্ত সংঘের সাথে মিলিত হোক। কারণ সংঘের মধ্যে একতা এবং সহমর্মীতা থাকলে, পরস্পর সন্তুষ্টচিত্ত নিয়ে বাদ-বিবাদহীন হয়ে পরম শান্তিতে নিজ নিজ কর্তব্য-কর্ম পালন করে নিরূপদ্রবে একসঙ্গে বসবাস করতে পারবেন।" এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বলতে হবে। এরূপে বলার পর তাদের নিজ নিজ অভিমত পরিহার করলে ভালো আর যদি পরিত্যাগ না করে, তাহলে তাদের সবার 'দুক্কট' আপত্তি হয়। এ কারণে সেই অনুগামী ভিক্ষুদেরকে 'সমনুভাসন' নামক বিনয়কর্ম দিতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবে সেই 'সমনুভাসন' দেওয়া কর্তব্য : দক্ষ ও সমর্থ

ভিক্ষু কর্তৃক সংঘকে এভাবে প্রস্তাব জ্ঞাপন করাবে :

৪২০. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক অমুক নামীয় ভিক্ষুগণ সংঘভেদের নিমিত্তে পরাক্রমতা প্রদর্শনকারী অমুক ভিক্ষুর অনুসরণকারী হয়েছেন; দলভুক্ত হয়েছেন। তারা তাদের সেই অভিমত পরিত্যাগ করছেন না। যদি মাননীয় সংঘ এখন উচিত সময় বলে বিবেচনা করেন, তাহলে সেই অনুগামী ভিক্ষুদের নিজ নিজ অভিমত পরিহারের নিমিত্তে তাদেরকে 'সমনুভাসন' দিতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ : মাননীয় সংঘ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এই অমুক অমুক নামীয় ভিক্ষুগণ সংঘভেদের নিমিত্তে দৃঢ়বীর্য প্রদর্শনকারী অমুক ভিক্ষুর অনুগামী হয়েছেন; দলভুক্ত হয়েছেন। তারা তাদের সেই অভিমত পরিহার করছেন না। সেই অভিমত পরিত্যাগের নিমিত্তে সংঘ তাদেরকে 'সমনুভাসন' দিচ্ছেন। যেই আয়ুষ্মানগণ তা যথাযুক্ত বলে মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি যথাযুক্ত বলে মনে করেন না, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন। আমি এরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বলছি।

ধারণা : মাননীয় ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক অমুক অমুক ভিক্ষুগণ তাদের স্ব স্ব-অভিমত পরিত্যাগ না করায় সংঘ কর্তৃক 'সমুনভাসন' প্রাপ্ত হলেন। মাননীয় ভিক্ষুসংঘ সকলেই এই প্রস্তাবে রাজি আছেন বিধায় মৌন আছেন—আমি এরূপ ধারণা করছি।

৪২১. **'এসা ঞত্তি'** বা ইহাই জ্ঞাপ্তি পর্যন্ত বললে, যদি নিজ নিজ অভিমত ত্যাগ না করে, তাহলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। দুইবার 'অনুশ্রবণ' কর্মবাক্য পাঠ শেষ হয়ে গেলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। কর্মবাচা পাঠ শেষ হয়ে গেলে, পূর্বের 'দুক্কট' ও 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি বাতিল হয়ে, শেষে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি প্রাপ্ত হয়। একসঙ্গে দুইজন বা তিনজনকে 'সমনুভাসন' দেয়া কর্তব্য, তবে ততোধিক ভিক্ষুকে 'সমনুভাসন' দেয়া যায় না।

'সংঘাদিসেসোতি' বলতে সংঘাদিশেষ অপরাধগ্রস্ত ভিক্ষু তার অপরাধ হতে মুক্তির জন্যে সংঘ কর্তৃক প্রথমে 'পরিবাস', মধ্যে 'মানত্ত ও মূলেপ্রতিকর্ষণ' দেওয়া হয় এবং শেষে সংঘ কর্তৃক 'আহ্বান' করা হয়। সংঘাদিশেষ অপরাধের দণ্ডসমূহ একজন বা কয়েকজন ভিক্ষু দিতে পারে না; ইহা একমাত্র ভিক্ষুসংঘকেই দিতে হয় বলে, ইহাকে 'সংঘাদিশেষ' বলা হয়। এই জাতীয় দণ্ডকর্মের অন্তর্ভুক্ত অপরাধসমূহকে এ কারণে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি বলা হয়।

৪২২. 'ধর্মত-কর্মে ধর্মত-কর্ম' ধারণা অপরিত্যাগে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ

হয়। 'ধর্মত-কর্মে' সন্দেহ-হেতু স্বীয় অভিমত অপরিত্যাগে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়। 'ধর্মত-কর্মে অধর্মত-কর্ম' ধারণা অপরিত্যাগে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। 'ধর্মত-কর্মে, ধর্মত-কর্ম' ধারণায় 'দুক্কট' আপত্তি হয়। 'অধর্মত-কর্মে' সন্দেহ-হেতু 'দুক্কট' আপত্তি হয়। 'অধর্মত কর্মে অধর্মত-কর্ম' ধারণায় 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৪২৩. **অনাপত্তি :** 'সমনুভাসন' করার পূর্বে নিজ অভিমত পরিহার করলে সংঘভেদের চিন্তা পরিহার করলে উন্মাদ হলে, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলে, বেদনাগ্রস্ত হলে এবং আদিকর্মিকের।

[একাদশ সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

*** *** ***

দ্বাদশ সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা

১২. দুব্বচ সিক্‌খাপদং

(দুর্বাক্য ভাষণ সম্পর্কীত শিক্ষাপদ)

[স্থান : কৌশাম্বী]

৪২৪. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময়ে আয়ুষ্মান ছন্ন অনাচার আচরণ করছিলেন। ভিক্ষুগণ তাকে এরূপ উপদেশ দিলেন : "বন্ধু ছন্ন, আপনি এমন আচরণ করবেন না। এরূপ আচরণ যথাযথ নহে।" তখন সে ভিক্ষুদেরকে এরূপ বললেন, "বন্ধুগণ, আপনারা কে যে আমাকে উপদেশ দিবেন? বরঞ্চ আমিই আপনাদেরকে উপদেশ দিব। এই বুদ্ধ আমাদের, এই ধর্ম আমাদের; এই ধর্ম আমাদের আর্যপুত্র কর্তৃক অধিগত হয়েছে। মহাবায়ু প্রবাহ যেমন পৃথিবীস্থ তৃণ, খড়খুটো, পত্রাদি একসাথে অপসারণ করে থাকে কিংবা মহাপর্বত হতে উৎপন্ন নদীর জল যেমন পৃথিবীস্থ বিবিধ নোংরা-আবর্জনাদি একসঙ্গে ভাসায়ে মহাসমুদ্রে নিয়ে যায়, তদ্রুপ আপনারাও এরূপে নানা নাম, নানা গোত্র, নানা বংশ এবং নানাকুল হতে প্রব্রজিত হয়ে একসঙ্গে মিলিত হয়েছেন এই মাত্র। আবুসোগণ, আপনারা কে যে আমাকে শিক্ষা দিবেন? অধিকন্তু আমিই আপনাদেরকে শিক্ষা দিব, উপদেশ দিব। ইহাই আমাদের বুদ্ধ, ইহাই আমাদের ধর্ম; আমাদের এই আর্যপুত্র কর্তৃকই ধর্ম অধিকৃত

হয়েছে।” ছন্ন এরূপেই ভিক্ষুদেরকে কটূ ও আক্রোশ বাক্যবাণে বিদ্ধ করতেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরা ছন্নকে তিরস্কার ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, “কীভাবে আয়ুষ্মান ছন্ন স্বব্রহ্মচারীদেরকে এরূপ বলছেন, ’বন্ধুগণ, আপনারা আমাকে ভালো-মন্দ কিছুই বলবেন না।” তখন সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান ছন্নকে বিবিধ প্রকারে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলেন। ভগবান ছন্নকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ছন্ন, সত্যই কি তুমি স্বব্রহ্মচারীদেরকে এরূপ প্রকাশ করছ : “বন্ধুগণ, আপনারা আমাকে ভালো-মন্দ কিছুই বলবেন না।”

“হ্যাঁ প্রভু, তা সত্য বটে।”

তখন ভগবান ছন্নকে বহুপ্রকারে নিন্দা করে বললেন, “হে মোঘপুরুষ, কী করে তুমি তোমার সহবিহারী ভিক্ষুদেরকে এরূপ প্রকাশ করতে পারলে—‘বন্ধুগণ, আপনারা আমাকে ভালো-মন্দ কিছুই বলবেন না।’ তোমার পক্ষে এই প্রকারের আচরণ অত্যন্ত অনুপযুক্ত, অননুকূল, অশোভনীয়, অশ্রমণোচিত, অবিধেয়, অগ্রহণযোগ্য এবং অকরণীয় কার্য সম্পাদিত হয়েছে।

হে মোঘপুরুষ, তোমার এরূপ কার্য কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, মোঘপুরুষ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।”

অতঃপর ভগবান ছন্নকে বিবিধ প্রকারে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯.

সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত মঙ্গলজনক। এ হেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের নিমিত্তে এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৪২৫. "ভিকখু পনেৰ দুব্বচজাতিকো হোতি উদ্দেসপরিযাপন্নেসু সিকখাপদেসু ভিকখূহি সহধম্মিকং ৰুচ্চমানো অত্তানং অৰচনীযং করোতি—'মা মং আযস্মন্তো কিঞ্চি অৰচুত্থ কল্যাণং ৰা পাপকং ৰা, অহংপাযস্মন্তে ন কিঞ্চি ৰকখামি কল্যাণং ৰা পাপকং ৰা, ৰিরমথাযস্মন্তো মম ৰচনাযা'তি, সো ভিকখু ভিকখূহি এৰমস্স ৰচনীযো—'মাযস্মা অত্তানং অৰচনীযং অকাসি, ৰচনীযমেৰাযস্মা অত্তানং করোতু, আযস্মাপি ভিকখূ ৰদেতু সহধম্মেন, ভিকখূপি আযস্মন্তং ৰকখন্তি সহধম্মেন। এৰং সংৰদ্ধা হি তস্স ভগৰতো পরিসা যদিদং অঞঞমঞঞৰচনেন অঞঞমঞঞৰুট্ঠাপনেনাতি। এৰঞ্চ সো ভিকখুং ভিকখূহি ৰুচ্চমানো তথেৰ পগ্গণ্হেয্য, সো ভিকখু ভিকখূহি যাৰততিযং সমনুভাসিতব্বো তস্স পটিনিস্সগ্গায। যাৰততিযঞ্চে সমনুভাসীযমানো তং পটিনিস্সজ্জেয্য, ইচ্চেতং কুসলং; নো চে পটিনিস্সজ্জেয্য, সঙ্ঘাদিসেসো"তি।

অনুবাদ : যদি কোনো ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষান্তর্গত শিক্ষাপদসমূহ প্রতিপালনে অমান্যকারী হয়, অগ্রাহ্যকারী হয় এবং শীল-বিনয়ের প্রতি বিরুদ্ধাচরণকারী হয়, তাহলে তা দেখে বিনয়গারবী ও শাসনহিতকামী অপর ভিক্ষু বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদানুসারে অনুশাসনের নিমিত্তে উপদেশ দিলে তা অগ্রাহ্য করে, বলতে নিষেধ করে এবং সেই ভিক্ষু কুপিত হয়ে এরূপ বলে যে, "হে আয়ুষ্মাগণ, আপনারা আমাকে কোনো প্রকার উপদেশ দিতে আসবেন না; এবং আমিও আপনাদেরকে কোনো প্রকার বিনয়ের বহির্ভূত আচরণ করতে দেখলে উপদেশ দিতে যাব না। আপনারা আমাকে কোনো কিছু বলা হতে নিবৃত (বিরত) থাকুন।" সেই ভিক্ষু এরূপে সদুপদেশ দিতে নিষেধ করলে অপর সুশীল ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে এরূপ সদুপদেশ দেয়া কর্তব্য : "হে আয়ুষ্মান, এরূপ অন্যায় কথা উচ্চারণ করবেন না; আপনাকে উপদেশ দিতে নিষেধ করবেন না। আপনিও ভিক্ষুগণকে বিনয় লঙ্ঘন করতে দেখলে, শিক্ষাপদানুসারে অনুশাসন করবেন। ভিক্ষুগণও আপনাকে বিনয়লঙ্ঘন করতে দেখলে, শিক্ষাপদানুসারে অনুশাসন করবেন। এরূপ হলে একে অপরের প্রতি গৌরব ও সম্মানসূচক বাক্য দ্বারা; পরস্পরের দোষ উত্থাপন ও তা সমাধান দ্বারা এবং ভিক্ষুদের মধ্যে সদুপদেশ ও বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান প্রদর্শন; বয়োকনিষ্ঠের প্রতি মৈত্রী প্রদর্শনের মাধ্যমে মহাকারুণিক বুদ্ধের শাসন সদ্ধর্ম দীর্ঘকাল পরিশুদ্ধ থাকবে এবং বুদ্ধ শাসনের উন্নতি,

শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবে।” এরূপে সেই সুশীল ভিক্ষুগণ সেই অবাধ্য ভিক্ষুকে বললেও যদি সে তার অভিমত ত্যাগ না করে, তাহলে পুনরায় তাকে অন্যায়াচরণ পরিহারের নিমিত্তে তিনবার পর্যন্ত বলবে, তিনবার বলার পর যদি পরিহার করে ভালো, পরিহার না করলে সেই অবাধ্য ভিক্ষুর ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হয়।

৪২৬. **‘ভিক্খু পনেব দুব্বচজাতিকো হোতীতি’** বলতে ভিক্ষু দুর্বচ (অবাধ্য) হয় দুর্বচকরণ ধর্মে[1] সমন্বিত হয়, অনুশাসনাদি (আদেশ ও উপদেশ দক্ষিণ হস্তে (উত্তমরূপে) গ্রহণ করতে অক্ষম হয়।

‘উদ্দেসপরিযাপন্নেসু সিক্খাপদেসুতি’ বলতে প্রাতিমোক্ষান্তর্ভুক্ত শিক্ষাপদসমূহ।

‘ভিক্খুহীতি’ অর্থে শীল-বিনয়-গারবী ও শাসন-সদ্ধর্ম-হিতৈষী অপর ভিক্ষুদেরকে বুঝায়।

‘সহধম্মিকং’ বলতে ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত যেই শিক্ষাপদসমূহ রয়েছে, সেই শিক্ষাপদসমূহ প্রতিপালনে একই মতে বিশ্বাসীকে বুঝায়।

‘তেন বুচ্চমানো অত্তানং অবচনীযং করোতি’ বলতে শীল-বিনয় লঙ্ঘনকারী ভিক্ষু নিজেকে উপদেশাদি দিতে নিষেধ করে এরূপ বলে যে, “হে আয়ুষ্মানগণ, আপনারা আমাকে ভালো-মন্দ সদুপদেশাদি কিছুই দিবেন

---

[1]. দুর্বচকরণ ধর্ম বলতে, যথা : ১) ভিক্ষু পাপেচ্ছু হয়; পাপের বশবর্তী হয়। ২) ভিক্ষু আত্মপ্রশংসাকারী ও অপরকে হেয়জ্ঞানকারী হয়। ৩) ভিক্ষু ক্রোধী ও ক্রোধাভিভূত হয়। ৪) ভিক্ষু ক্রোধী ও ক্রোধের কারণে ক্রোধান্ধ হয়। ৫) ভিক্ষু ক্রোধী ও ক্রোধহেতু অভিশঙ্কী (দুঃসাহসী) হয়। ৬) ভিক্ষু ক্রোধী হয় এবং ক্রোধের কারণে উত্তেজিত বাক্য প্রয়োগ করে। ৭) ভিক্ষু উপদেশ প্রদানকারী দ্বারা অভিযুক্ত হলে, উপদেশ প্রদানকারীর সহিত প্রতিযোগিতা করে। ৮) ভিক্ষু হিতোপদেশ দাতা দ্বারা অভিযুক্ত হলে, হিতোপদেশ দাতাকে অগ্রাহ্য করে। ৯) ভিক্ষু হিতোপদেশ দাতা কর্তৃক অভিযুক্ত হলে, হিতোপদেশ দাতার উপর পাল্টা অভিযোগ আনয়ন করে। ১০) ভিক্ষু হিতোপদেশ দাতা দ্বারা অভিযুক্ত হলে, এক কথা দ্বারা অপর কথা চাপা দেয়, আলোচ্য বিয়ষকে প্রসঙ্গের বাইরে অপসারিত করে, কোপ, হিংসা ও অসন্তুষ্টি আনয়ন করে। ১১) ভিক্ষু হিতোপদেশ দাতা দ্বারা অভিযুক্ত হলে, আত্মপরিচয় গোপন রাখে। ১২) ভিক্ষু পর নিন্দাকারী ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়, অশুভকামী ও অকৃতজ্ঞ হয়। ১৩) ভিক্ষু হিংসুক ও ঈর্ষা-মাৎসর্যপরায়ণ হয়। ১৪) ভিক্ষু শঠ প্রতারক, প্রবঞ্চক ও মায়াবী হয়। ১৫) ভিক্ষু নির্দয় ও অভিমানী হয়। ১৬) ভিক্ষু লৌকিক-মতাবলম্বী হয়; তা গ্রহণে দৃঢ়গ্রাহী হয় এবং দুর্পরিহারী বা গৃহীত অভিমত, ভ্রান্তধারণা ও সেরূপ দৃষ্টি সহজে পরিত্যাগ করে না। এই সমস্তই দুর্বচকরণ ধর্ম নামে অভিপ্রেত। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

না; আমিও আপনাদেরকে বিনয়াদি লঙ্ঘন করতে দেখলে কিছুই বল্‌ব না। আয়ুষ্মানগণ, আপনারা আমাকে কোনো কিছু বলা থেকে বিরত থাকুন।"

'সো ভিক্‌খূতি' অর্থে যেই ভিক্ষু দুর্বচস্বভাবী, প্রাতিমোক্ষান্তর্গত শিক্ষাপদসমূহ অমান্যকারী ও বিরুদ্ধাচরণকারী, সেই ভিক্ষুকে বুঝায়।

'ভিক্‌খুহীতি' অর্থে দুর্বচ স্বভাবধারী ভিক্ষুকে উপদেশ প্রদানকারী অন্য ভিক্ষুকে বুঝায়।

যদি কোনো সুশীল ও বিনয়ী ভিক্ষু দুর্বচ বা অবাধ্য ভিক্ষুকে প্রাতিমোক্ষান্তর্গত শিক্ষাপদসমূহ অমান্য ও লঙ্ঘন করতে দেখলে বা শুনলে, তাকে এরূপে সদুপদেশ দেয়া কর্তব্য : 'হে আয়ুষ্মান, আপনাকে উপদেশ দিতে নিষেধ করবেন না; অধিকন্তু উপদেশাদি অনুশাসন করতে অনুরোধ করুন। ভিক্ষুরাও আপনাকে বুদ্ধ-দেশিত শিক্ষাপদানুরূপ বলবেন এবং আপনিও বুদ্ধ দেশিত শিক্ষাপদানুসারে উপদেশ প্রদান করুন। এরূপ হলে ভগবান বুদ্ধের শাসন শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। কারণ পরস্পরের গৌরব ও সম্মানসূচক ব্যবহারে পরস্পরের অপরাধাদি উত্থাপন করে তা সমাধান করলে শাসন-সদ্ধর্মের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়ে থাকে। এরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বলতে হবে। যদি সেই ভিক্ষু তার নিজ অভিমত পরিত্যাগ করে ভালো; আর যদি পরিত্যাগ না করে, তবে তার 'দুক্কট' আপত্তি হয়। যেই ভিক্ষু উক্ত অবাধ্য ভিক্ষুর এরূপ অভিমত সম্পর্কে জেনেও কিছুই বলবে না, তারও 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

তখনও যদি সেই অবাধ্য ভিক্ষু নিজ অভিমত ত্যাগ না করে, তাহলে উক্ত অবাধ্য ভিক্ষুকে সংঘের মাঝে টেনে এনে পুনর্বার বলতে হবে : "হে আয়ুষ্মান, আপনাকে উপদেশ দিতে নিষেধ করবেন না; অধিকন্তু উপদেশাদি অনুশাসন করতে অনুরোধ করুন। ভিক্ষুরাও আপনাকে বুদ্ধ দেশিত শিক্ষাপদানুরূপ বলবেন এবং আপনিও বুদ্ধ দেশিত শিক্ষাপদানুসারে উপদেশ প্রদান করুন। এরূপ হলে ভগবান বুদ্ধের শাসন শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। কারণ পরস্পরের গৌরব ও সম্মানসূচক ব্যবহারে পরস্পরের অপরাধাদি উত্থাপন করে তা সমাধান করলে শাসন-সদ্ধর্মের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়ে থাকে।" দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার এরূপ বলতে হবে। যদি উক্ত ভিক্ষু তার নিজ অভিমত পরিহার করে ভালো; আর যদি পরিহার না করে, তাহলে তার 'দুক্কট' আপত্তি হয়। এবং সেই অগ্রাহ্যকারী ভিক্ষুকে 'সমনুভাসন' বিনয়-কর্ম দিতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এরূপে সেই 'সমনুভাসন' দেয়া কর্তব্য—দক্ষ ও সমর্থ

ভিক্ষু কর্তৃক সংঘকে এভাবে প্রস্তাব জ্ঞাত করাবে :

৪২৭. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই (অমুক নামীয়) ভিক্ষু স্বব্রহ্মচারী ভিক্ষুদেরকে এরূপ প্রকাশ করতেছে যে, "আয়ুষ্মাগণ, আপনারা আমাকে ভালো-মন্দ কিছুই বলবেন না; আমিও আপনাদেরকে কিছুই বলব না।" তিনি স্বীয় অভিমত পরিত্যাগ করছেন না। সংঘ যদি যথাযথ সময় বলে বিবেচনা করেন, তাহলে অমুক নামীয় ভিক্ষুকে তার নিজ অভিমত পরিত্যাগের জন্য তাকে 'সমনুভাসন' দিতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক ভিক্ষু স্বব্রহ্মচারী ভিক্ষুদেরকে এরূপ নিজ অভিমত প্রকাশ করছেন যে—"আয়ুষ্মানগণ, আপনারা আমাকে ভালো-মন্দ কিছুই বলবেন না; আমিও আপনাদেরকে ভালো-মন্দ কিছুই বলব না।" তিনি নিজ অভিমত পরিহার করছেন না। সেই (অমুক নামীয়) ভিক্ষুর নিজ অভিমত পরিহারের নিমিত্তে মাননীয় সংঘ উক্ত ভিক্ষুকে 'সমনুভাসন' দিচ্ছেন। যেই আয়ুষ্মান তা ন্যায় সঙ্গাত বলে মনে করেন, তিনি মৌনতা অবলম্বন করুন। আর যিনি ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেন না, তিনি স্বীয় অভিমত প্রকাশ করুন। আমি এরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বলছি।

ধারণা : মাননীয় সংঘ কর্তৃক অমুক নামীয় ভিক্ষুর নিজ অভিমত পরিত্যাগের নিমিত্তে সেই ভিক্ষুকে 'সমনুভাসন' দেয়া হলো। ভিক্ষুসংঘ সকলেই এই প্রস্তাবে একমত বিধায় মৌন রয়েছেন, আমি এরূপই ধারণা করছি।

৪২৮. **'এসা ঞত্তি'** বা 'ইহাই প্রজ্ঞপ্তি' পর্যন্ত বললে, যদি নিজ নিজ অভিমত ত্যাগ না করে, তাহলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। দুইবার 'অনুশ্রবণ' কর্মবাক্য পাঠ শেষ হয়ে গেলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। কর্মবাচা পাঠ শেষ হয়ে গেলে, পূর্বের 'দুক্কট' ও 'থুল্লচ্চয়' আপত্তিদ্বয় রহিত হয়ে শেষে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

'সংঘাদিসেসোতি' বলতে সংঘাদিশেষ অপরাধগ্রস্ত ভিক্ষু তার অপরাধ হতে মুক্তির জন্যে সংঘকর্তৃক প্রথমে 'পরিবাস', মধ্যে 'মানত্ত ও মূলেপ্রতিকর্ষণ' দেওয়া হয় এবং শেষে সংঘ কর্তৃক 'আহ্বান' করা হয়। সংঘাদিশেষ অপরাধের দণ্ডসমূহ একজন বা কয়েকজন ভিক্ষু দিতে পারে না; ইহা একমাত্র ভিক্ষুসংঘকেই দিতে হয় বলে ইহাকে 'সংঘাদিশেষ' বলা হয়। এই জাতীয় দণ্ডকর্মের অন্তর্ভুক্ত অপরাধসমূহকে এ কারণে 'সংঘাদিশেষ'

আপত্তি বলা হয়।

৪২৯. 'ধর্মত-কর্মে, ধর্মত-কর্ম' ধারণা অপরিত্যাগে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়। 'ধর্মত-কর্মে' সন্দেহ-হেতু স্বীয় অভিমত অপরিত্যাগে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়। 'ধর্মত-কর্মে, অধর্মত-কর্ম' ধারণা অপরিত্যাগে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। 'অধর্মত-কর্মে, ধর্মত-কর্ম' ধারণায় 'দুক্কট' আপত্তি হয়। 'অধর্মত-কর্মে' সন্দেহ-হেতু 'দুক্কট' আপত্তি হয়। 'অধর্মত কর্মকে অধর্মত-কর্ম' ধারণায় 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৪৩০. **অনাপত্তি :** 'সমনুভাসন' করার আগে স্বীয় অভিমত ত্যাগ করলে, নিজ অভিপ্রায় পরিহার করলে, উন্মাদগ্রস্ত হলে এবং আদিকর্মিকের অনাপত্তি।

[দ্বাদশ সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

এয়োদশ সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা

১৩. কুলদূসক সিক্খাপদং

(কুলদূষক[1]-বিষয়ক শিক্ষাপদ)

[স্থান : কীটাগিরি]

৪৩১. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময়ে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু[2] নামক ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিকে আশ্রয় করে আবাসিকরূপে অবস্থান করছিলেন। তখন

---

[1]. কুলদূষক অর্থে শ্রদ্ধা বিনষ্টকারী। এরূপ কুলদূষক ভিক্ষু একুশ প্রকারে শ্রদ্ধাবানদের শ্রদ্ধা বিনষ্ট করে থাকে। যথা : ১) বেনুদান, ২) পত্রদান, ৩) পুষ্পদান, ৪) ফলদান, ৫) দন্তকাষ্ঠ দান, ৬) জল পানার্থে জলদান, ৭) হস্তপদাদি ধোবার জন্য জল দান, ৮) চূর্ণদান (সাবান জাতীয়), ৯) মৃত্তিকা দান, ১০) খোশামোদ করা, ১১) সত্যের আবরণে মিথ্যা বলা, ১২) ছেলে-মেয়েদেরকে আদর করে তাদের মাতাপিতার মন ভুলানো, ১৩) কারো সামান্য কাজের জন্যে এখানে-ওখানে যাওয়া, ১৪) চিকিৎসা করা, ১৫) দৌত্য কর্ম (ঘটকালী কাজ), ১৬) কোথাও পাঠালে যাওয়া, ১৭) পিণ্ডদান, ১৮) যে দান দেয় তাকে পুনঃবার দেয়া, ১৯) বাস্তুবিদ্যা, ২০) নক্ষত্রবিদ্যা এবং ২১) অঙ্গবিদ্যা।

[2]. অশ্বজিৎ, পুনর্বসু, পণ্ডুক, লোহিতক, মৈত্রিয় ও ভৌম্যজক এই ছয়জন ভিক্ষু এবং তাদের শিষ্যবর্গ ষড়বর্গীয় নামে পরিচিত। তবে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ষড়বর্গীয়দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু ছিল।

তারা উভয়ে অলজ্জী[3] ও পাপপরায়ণ হয়েছিলেন। তারা উভয়ে এরূপ অনাচার আচরণ করছিলেন—“তরুণ (চারা বা ছোট) ফুলের গাছ নিজেরা রোপন করছিলেন, অন্যের দ্বারাও করাচ্ছিলেন, সেই ফুলগাছে জল সিঞ্চন করছিলেন ও করাচ্ছিলেন, পুষ্প চয়ন করছিলেন ও করাচ্ছিলেন, পুষ্পদ্বারা মালা গাঁথছিলেন ও গাঁথাচ্ছিলেন, এক দিক হতে ফুলে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরি করছিলেন ও করাচ্ছিলেন, উভয়দিক হতে ফুলের বৃন্তযুক্ত মালা তৈরি করছিলেন ও করাচ্ছিলেন, ফুলের স্তবক (তোড়া) তৈরি করছিলেন ও করাচ্ছিলেন, বিধূতিক[1] প্রস্তুত করছিলেন ও করাচ্ছিলেন, বতংসক[2] প্রস্তুত করছিলেন ও করাচ্ছিলেন, কর্ণাভরণ (কন্নিকা) প্রস্তুত করছিলেন ও করাচ্ছিলেন, উরচ্ছদ[3] তৈরি করছিলেন ও অন্যের দ্বারা করাচ্ছিলেন। তারা আরও কুলস্ত্রীলোক, কুলকন্যা, কুলকুমারী, কুলবধূ এবং কুলদাসীদের নিমিত্তে এক দিক হতে পুষ্পের বৃন্তযুক্ত প্রস্তুতকৃত মালা নিজে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং অপরের দ্বারাও পাঠাচ্ছিলেন, উভয়দিক হতে ফুলের বৃন্তযুক্ত তৈরিকৃত মালা নিজে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং অন্যের দ্বারাও পাঠাচ্ছিলেন, ফুলের স্তবক (তোড়া) নিজে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং অন্যের দ্বারাও পাঠাচ্ছিলেন, বিধূতিক নিজে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং অপরের দ্বারাও পাঠাচ্ছিলেন, বতংসক নিজে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং অপরের দ্বারাও পাঠাচ্ছিলেন, কর্ণাভরণ নিজে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং অন্যের দ্বারাও পাঠাচ্ছিলেন, উরচ্ছদ নিজে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং অন্যের দ্বারাও পাঠাচ্ছিলেন। তারা কুলস্ত্রীলোক, কুলকন্যা, কুলকুমারী, কুলবধূ এবং কুলদাসীদের সহিত একপাত্রে ভোজন করছিলেন, এক থালকে[4] পান করছিলেন, একাসনে উপবেশন করছিলেন, একমঞ্চে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন, একবিছানার আস্তরণে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন, একাবরণে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন, একাস্তরণযুক্ত আবরণে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন, বিকালে ভোজন করছিলেন, মদ্যপান করছিলেন, মালা-সুগন্ধদ্রব্য-বিলেপন ধারণ করছিলেন,

---

[3]. সেই ভিক্ষু সজ্ঞানে অপরাধ করে, অপরাধ গোপন করে এবং স্বেচ্ছাচারের বশীভূত হয়, তাকেই নির্লজ্জী বা অলজ্জী বলে।

[1]. সিন্দুবার পুষ্পাদি সুই বা শলাকা দ্বারা ছিদ্র করে যে মালা তৈরি করা হয়।

[2]. ফুলের তৈরি শিরোমাল্য।

[3]. হার সদৃশ বক্ষে পড়ানো হয় এমন একপ্রকার পুষ্পমালা।

[4]. একধারে সরু ঠোঁট বিশিষ্ট কাঁচের গ্লাসের ন্যায় পানপাত্র।

নৃত্য করছিলেন, গান করছিলেন, বাদ্য করছিলেন, লাস[5] করছিলেন। নর্তকীর সহিত নৃত্য করছিলেন, নর্তকীর সহিত গান করছিলেন, গায়িকার সাথে গান করছিলেন, গায়িকার সাথে বাদ্য করছিলেন, গায়িকার সহিত লাস করছিলেন। বাদিকার (বাদ্যযন্ত্র-বাদনকারিনীর) সহিত নৃত্য করছিলেন, বাদিকার সাথে গান করছিলেন, বাদিকার সহিত বাদ্য করছিলেন, বাদিকার সহিত লাস করছিলেন, লাসিকার[1] সহিত নৃত্য করছিলেন, লাসিকার সহিত গান করছিলেন, লাসিকার সহিত বাদ্য করছিলেন এবং লাসিকার সহিত লাস-নৃত্য করছিলেন। অষ্টপদ ফলকে[2]ও দশপদ ফলকে জুয়া খেলছিলেন, অষ্ট ও দশপদ ক্রীড়ার ন্যায় আকাশে উক্ত ক্রীড়া করছিলেন, পরিহার পথে[3] ক্রীড়া করছিলেন, সন্তিকং[4] ক্রীড়া করছিলেন, খলিক[5] ক্রীড়া করছিলেন, ঘটিক[6] ক্রীড়া করছিলেন, শলাকাহস্তে[7] খেলছিলেন, গোলক ক্রীড়া করছিলেন, পঙ্গচীর[8] খেলছিলেন, বঙ্কক[9] ক্রীড়া করছিলেন, মোক্ষচীক[10] খেলছিলেন, চিঙ্গুলক (তালপাতার নির্মিত বায়ুচালিত কল বা ফড় ফড়ী) খেলছিলেন, পত্রাড়ক[✪] খেলছিলেন, ক্ষুদ্ররথ দিয়ে ক্রীড়া করছিলেন, ক্ষুদ্রধনু দিয়ে ক্রীড়া করছিলেন, অক্ষারকা[☆] ক্রীড়া করছিলেন, মানসিক[⌖] ক্রীড়া

---

[5]. প্রীতি-উৎফুল্লমনা হয়ে উপরদিকে লাফিয়ে লাফিয়ে নৃত্য করার ন্যায় এক প্রকার নৃত্য।

[1]. লাস নৃত্যের ন্যায় এক প্রকার নৃত্য করে, এমন নর্তকীকে বুঝায়।

[2]. কড়িদ্বারা পাশা ক্রীড়া।

[3]. ভূমিতে নানা ঘর করে তথায় ঘুরে ফিরে ক্রীড়া করা।

[4]. একত্রে স্থিত ছোট ছোট পাষাণ-নুড়ি হতে নাড়া-ছাড়া না হয় মত নখ দ্বারা অপসারণ করার বা তোলে আনার সময় নির্দিষ্ট স্থান হতে যে স্থানান্তর হবে, সে পরাজয় হয়, এমন ক্রীড়া।

[5]. জুয়া খেলার কাষ্ঠ ফলকে খেলতে হয় এমন একপ্রকার পাশা ক্রীড়া।

[6]. দীর্ঘ দণ্ডকে হ্রসদণ্ড দ্বারা প্রহার এবং বিচরণ করতে করতে খেলতে হয় এমন ক্রীড়া। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

[7]. লাক্ষা বা পিঠালিজলে হাত ভিজায়ে দেয়ালে অশ্ব, হস্তী ইত্যাদিরূপ নির্মাণ ক্রীড়া।

[8]. পাতার নালিতে বা বাঁশীতে ফুৎকার দিয়ে বাজাতে হয়, এরূপ ক্রীড়া।

[9]. গ্রাম্য বালকদের এক প্রকার ক্ষুদ্র লাঙ্গল ক্রীড়া।

[10]. দণ্ডের উপর আকাশে ঘুরা কিংবা পা উপরদিকে মাথা নিচের দিকে করে ঘুরে ফিরে ক্রীড়া।

[✪]. পাতার সেরী, অড়ি তৈরি করে ধূলাবালি মাপা ক্রীড়া।

[☆]. অক্ষর ক্রীড়া বা শূন্যে অথবা অপরের পৃষ্ঠে লিখিত অক্ষর বোধ ক্রীড়া।

[⌖]. মনের চিন্তিত বিষয়াদি সম্পর্কে প্রকাশ করা।

করছিলেন এবং যথাবাদ্য[*] ক্রীড়া করছিলেন। হস্তীবিদ্যা শিক্ষা করছিলেন, অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করছিলেন, রথবিদ্যা, ধনুবিদ্যা শিক্ষা করছিলেন, খড়ুগাদি তলোয়ারের বাঁট (হাতল) ধরা বিদ্যা শিক্ষা করছিলেন, হস্তীর আগে আগে দৌড়াচ্ছিলেন, অশ্বের আগে আগে দৌড়াচ্ছিলেন, রথের আগে আগে দৌড়াচ্ছিলেন, নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুপস্থিতে গমন করতে করতে দৌড়াচ্ছিলেন, সামনে-পেছনে দৌড়াচ্ছিলেন, শারীরিক ব্যায়াম করছিলেন, হাততালি দিচ্ছিলেন, মল্লযুদ্ধ করছিলেন, মুষ্টিযুদ্ধ করছিলেন, রঙ্গমঞ্চে সজ্ঘাটি বিছায়ে নর্তকীকে এরূপ বলতেন, 'হে ভগিনী, উত্তমরূপে এখানে নৃত্য কর।' নলাটিক[০] দিচ্ছিলেন।" তারা এরূপে আরও বিবিধ অনাচার (বিনয়বহির্ভূত) আচরণ করছিলেন ।

৪৩২. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু কাশীতে বর্ষা ব্রত শেষ করে ভগবানকে দর্শনের নিমিত্তে শ্রাবস্তীতে যাবার সময় যেখানে কীটাগিরি সেখানে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্গমনোপযোগী চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে শ্রদ্ধা-উৎপাদক গমনে-প্রত্যাগমনে, আলোকনে, বিলোকনে, সঙ্কোচনে, প্রসারণে, অধোদিকে চক্ষুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঈর্যাপথসম্পন্ন হয়ে পিণ্ডান্ন সংগ্রহের নিমিত্তে কীটাগিরিতে প্রবেশ করলেন। জনসাধারণ সেই ভিক্ষুকে দেখে এরূপ বলতে লাগলেন, "এই যে অতি অলসের ন্যায়, অতি সুকোমলের ন্যায় এবং অতিভ্রকুটিক দৃষ্টি নিক্ষেপকারীর ন্যায় ভিক্ষুটি কে? গৃহে উপস্থিত হলে কে একে ভিক্ষান্ন প্রদান করবে? আমাদের আর্য অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু কতই যে মিষ্টভাষী, সুখ-সম্ভাষণকারী, মিহিত পূর্বঙ্গমবাদী (পূর্বে হেসে পরে কথা বলে), স্বাগতবাদী[১] ভ্রুকুটিকহীন, উত্তানমুখী[২] এবং পূর্বে ভাষণকারী। তাদেরকেই ভিক্ষান্ন দান দেয়া উচিত।"

তখন জনৈক উপাসক উক্ত ভিক্ষুকে কীটাগিরিতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করতে দেখলেন। দেখে সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে উক্ত ভিক্ষুকে

---

*. অন্ধ-খঞ্জাদি বিকালঙ্গদের দেহের ন্যায় ছলনা ধরে কৌতুক প্রদর্শন ক্রীড়া।

০. তারা "সাধু, সাধু, ভগিনী।" বলে নিজেদের অঙ্গুলী স্থাপন করার পর সেই নর্তকীর কপালে অঙ্গুলি স্থাপন করতেন। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

১. যে ভিক্ষু উপাসক-উপাসিকাদেরকে দেখে 'আসুন বসুন, উপাসক-উপাসিকাগণ' এরূপে ইত্যাদি বলে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে, সেই ভিক্ষুই স্বাগতবাদী।

২. চক্ষুদ্বয় ঊর্ধ্বদিকে উন্মীলন করে এদিক-ওদিক অবলোকনকারী। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

অভিবাদন করে এরূপ বললেন, "ভন্তে, ভিক্ষান্ন লাভ করেছেন কি?" "না উপাসক, ভিক্ষান্ন পাইনি।"

"ভন্তে, আসুন, আমার গৃহে গমন করি।"

অতঃপর উক্ত উপাসক সেই ভিক্ষুকে গৃহে নিয়ে গিয়ে ভোজন করায়ে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, আর্য আপনি কোথায় যাবেন?" "উপাসক, আমি ভগবানকে দর্শনের নিমিত্তে শ্রাবস্তীতে যাব।"

"ভন্তে, তাহলে, আমার বচনানুযায়ী ভগবানের শ্রীপদে অবনতশিরে আমার বন্দনা জ্ঞাপন করবেন এবং ভগবানকে এরূপ বলবেন, প্রভু, কীটাগিরির আবাস কলুষিত হয়েছে। অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক নির্লজ্জ ও পাপী ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে নিত্য বাস করছেন। তারা উভয়ে এরূপ অনাচার আচরণ করছেন—তরুণ ফুলের গাছ নিজেরা রোপন করতেছেন, অন্যের দ্বারাও করাচ্ছেন, সেই ফুলগাছে জল সিঞ্চন করছেন ও করাচ্ছেন, পুষ্প চয়ন করছেন ও করাচ্ছেন, পুষ্পদ্বারা মালা গাঁথছেন ও গাঁথাচ্ছেন, এক দিক হতে ফুলে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরি করছেন ও করাচ্ছেন, উভয়দিক হতে ফুলের বৃন্তযুক্ত মালা তৈরি করছেন ও করাচ্ছেন, ফুলের স্তবক (তোড়া) তৈরি করছেন ও করাচ্ছেন, বিধূতিক প্রস্তুত করছেন ও করাচ্ছেন, বতংসক প্রস্তুত করছেন ও করাচ্ছেন, কর্ণাভরণ (কন্নিকা) প্রস্তুত করছেন ও করাচ্ছেন, উরচ্ছদ তৈরি করছেন ও অন্যের দ্বারা করাচ্ছেন। তারা আরও কুলস্ত্রীলোক, কুলকন্যা, কুলকুমারী, কুলবধূ এবং কুলদাসীদের নিমিত্তে এক দিক হতে পুষ্পের বৃন্তযুক্ত প্রস্তুতকৃত মালা নিজেও নিয়ে যাচ্ছেন এবং অপরের দ্বারাও পাঠাচ্ছেন উভয়দিক হতে ফুলের বৃন্তযুক্ত তৈরিকৃত মালা নিজেও নিয়ে যাচ্ছেন এবং অন্যের দ্বারাও পাঠাচ্ছেন, ফুলের স্তবক (তোড়া) নিজেও নিয়ে যাচ্ছেন এবং অন্যের দ্বারাও পাঠাচ্ছেন, বিধূতিক নিজেও নিয়ে যাচ্ছেন এবং অপরের দ্বারাও পাঠাচ্ছেন, বতংসক নিজেও নিয়ে যাচ্ছেন এবং অপরের দ্বারাও পাঠাচ্ছেন, কর্ণাভরণ নিজেও নিয়ে যাচ্ছেন এবং অন্যের দ্বারাও পাঠাচ্ছেন, উরচ্ছদ নিজেও নিয়ে যাচ্ছেন এবং অন্যের দ্বারাও পাঠাচ্ছেন। তারা কুলস্ত্রীলোক, কুলকন্যা, কুলকুমারী, কুলবধূ এবং কুলদাসীদের সহিত একপাত্রে ভোজন করছেন, এক থালকে পান করছেন, একাসনে উপবেশন করছেন, একমঞ্চে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, একবিছানার আস্তরণে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, একাবরণে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, একাস্তরণযুক্ত আবরণে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, বিকালে ভোজন করছেন, মদ্যপান করছেন, মালা-সুগন্ধদ্রব্য-বিলেপন ধারণ করছেন, নৃত্য করছেন, গান করছেন, বাদ্য করছেন, লাস

করছেন। নর্তকীর সহিত নৃত্য করছেন, নর্তকীর সহিত গান করছেন, গায়িকার সাথে গান করছেন, গায়িকার সাথে বাদ্য করছেন, গায়িকার সহিত লাস করছেন। বাদিকার (বাদ্যযন্ত্র-বাদনকারিনীর) সহিত নৃত্য করছেন, বাদিকার সাথে গান করছেন, বাদিকার সহিত বাদ্য করছেন, বাদিকার সহিত লাস করছেন, লাসিকার সহিত নৃত্য করছেন, লাসিকার সহিত গান করছেন, লাসিকার সহিত বাদ্য করছেন এবং লাসিকার সহিত লাস-নৃত্য করছেন। অষ্টপদ ফলকে, দশপদ ফলকে জোয়া খেলছেন, অষ্ট ও দশপদ ক্রীড়ার ন্যায় আকাশে উক্ত ক্রীড়া করছেন, পরিহার পথে ক্রীড়া করছেন, সন্তিকং ক্রীড়া করছেন, খলিক ক্রীড়া করছেন, ঘটিক ক্রীড়া করছেন, শলাকাহস্তে খেলছেন, গোলক ক্রীড়া করছেন, পঙ্গচীর খেলছেন, বঙ্কক ক্রীড়া করছেন, মোক্ষচীক খেলছেন, চিঙ্গুলক (তালপাতার নির্মিত বায়ুচালিত কল বা ফড় ফড়ী) খেলছেন, পত্রাড়ক খেলছেন, ক্ষুদ্ররথ দিয়ে ক্রীড়া করছেন, ক্ষুদ্রধনু দিয়ে ক্রীড়া করছেন, অক্ষারকা ক্রীড়া করছেন, মানসিক ক্রীড়া করছেন এবং যথাবাদ্য ক্রীড়া করছেন। হস্তীবিদ্যা শিক্ষা করছেন, অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করছেন, রথবিদ্য, ধনুবিদ্যা শিক্ষা করছেন, খড়্গাদি তলোয়ারের বাঁট (হাতল) ধরা বিদ্যা শিক্ষা করছেন, হস্তীর আগে আগে দৌড়াচ্ছেন, অশ্বের আগে আগে দৌড়াচ্ছেন, রথের আগে আগে দৌড়াচ্ছেন, নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুপস্থিতে গমন করতে করতে দৌড়াচ্ছেন, সামনে-পেছনে দৌড়াচ্ছেন, শারীরিক ব্যায়াম করছেন, হাততালি দিচ্ছেন, মল্লযুদ্ধ করছেন, মুষ্টিযুদ্ধ করছেন, রঙ্গমঞ্চে সজ্ঘাটি বিছায়ে নর্তকীকে এরূপ বলছেন, 'হে ভগিনী, উত্তমরূপে এখানে নৃত্য কর।' নলাটিক দিচ্ছেন। তারা এরূপে আরও বিবিধ অনাচার (বিনয়বহির্ভূত) আচরণ করছেন ।"

"প্রভু, পূর্বে যে সকল জনসাধারণ শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন ছিলেন, তারা এখন শ্রদ্ধাহীন ও অপ্রসন্ন হয়ে পড়েছেন। পূর্বে ভিক্ষুসংঘকে দান দেয়ার যে রীতি ছিল, তাও এখন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। যে সকল সুশীল ও বিনয়ী ভিক্ষু পূর্বে এখানে বাস করতেন, তাঁরা অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। পাপী ও দুঃশীল ভিক্ষুরা অবস্থান করছেন। অতএব, প্রভু ভগবান, উত্তম হবে যে—কীটাগিরিতে সুশীল ও বিনয়ধারী ভিক্ষুদেরকে প্রেরণ করুন, যাতে কীটাগিরি বিহার দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করতে পারে।"

"হ্যাঁ উপাসক" বলে সেই ভিক্ষু উক্ত উপাসককে সম্মতি জানায়ে আসন হতে উঠে শ্রাবস্তীর উদ্দেশ্যে গমন করলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করতে করতে শ্রাবস্তীর সমীপে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবনারামে ভগবানের নিকট

উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে একপাশে উপবেশন করলেন। আগন্তুক ভিক্ষুদেরকে কুশলাকুশল জিজ্ঞাসা করা বুদ্ধগণের চিরাচরিত রীতি। সেহেতু ভগবান উক্ত ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি নিরূপদ্রবে ছিলে তো? সুখে দিনযাপন করেছিলে কি? এত দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে কোনো প্রকার ক্লেশ হয়নি তো? ভিক্ষু তুমি কোত্থেকে এসেছ?"

"প্রভু ভগবান, আমি নিরূপদ্রবে ছিলাম এবং সুখে দিনযাপন করেছি। আসার সময়ে তেমন কোনো ক্লেশগ্রস্ত হইনি। প্রভু ভগবান, আমি কাশীতে বর্ষা ব্রত সমাপ্ত করে ভগবানকে দর্শনের জন্যে শ্রাবস্তীতে আসার সময়ে কীটাগিরিতে কিছুদিন অবস্থান করেছিলাম। প্রভু, তখন আমি পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্গমনোপযোগী নিবাস পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে কীটাগিরিতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য প্রবেশ করলে জনৈক উপাসক আমাকে দেখতে পেলেন। দেখে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদন করে আমাকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, ভিক্ষান্ন লাভ করেছেন কি?" তখন আমি বললাম, "না উপাসক, ভিক্ষান্ন পাইনি।"

তখন উক্ত উপাসক বললেন, "ভন্তে, আসুন, আমার গৃহে গমন করি।"

অতঃপর উক্ত উপাসক আমাকে গৃহে নিয়ে গিয়ে ভোজন করায়ে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, আর্য আপনি কোথায় যাবেন?" আমি উত্তর দিলাম, "উপাসক, আমি ভগবানকে দর্শনের নিমিত্তে শ্রাবস্তীতে যাব।"

তখন সেই উপাসক আমাকে বললেন, "ভন্তে, তাহলে, আমার বচনানুযায়ী ভগবানের শ্রীপদে অবনতশিরে আমার বন্দনা জ্ঞাপন করবেন এবং ভগবানকে এরূপ বলবেন, প্রভু, কীটাগিরির আবাস কলুষিত হয়েছে। অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক নির্লজ্জ ও পাপী ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে নিত্য বাস করছেন। তারা উভয়ে এরূপে অনাচার আচরণ করছেন—"তরুণ ফুলের গাছ নিজেরা রোপন করছেন, অন্যের দ্বারা ও করাচ্ছেন, সেই ফুলগাছে জল সিঞ্চন করছেন ও করাচ্ছেন, পুষ্প চয়ণ করছেন ও করাচ্ছেন, পুষ্পদ্বারা মালা গাঁথছেন ও গাঁথাচ্ছেন, এক দিক হতে ফুলে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরি করছেন ও করাচ্ছেন, উভয়দিক হতে ফুলের বৃন্তযুক্ত মালা তৈরি করছেন ও করাচ্ছেন, ফুলের স্তবক (তোড়া) তৈরি করছেন ও করাচ্ছেন, বিধূতিক প্রস্তুত করছেন ও করাচ্ছেন, বতংসক প্রস্তুত করছেন ও করাচ্ছেন, কর্ণাভরণ (কন্নিকা) প্রস্তুত করছেন ও করাচ্ছেন, উরচ্ছদ তৈরি করছেন ও অন্যের দ্বারা করাচ্ছেন। তারা আরও কুলস্ত্রীলোক, কুলকন্যা, কুলকুমারী, কুলবধূ এবং

কুলদাসীদের নিমিত্তে এক দিক হতে পুষ্পের বৃন্তযুক্ত প্রস্তুতকৃত মালা নিজেও নিয়ে যাচ্ছেন এবং অপরের দ্বারাও পাঠাচ্ছেন। উভয়দিক হতে ফুলের বৃন্তযুক্ত তৈরিকৃত মালা নিজেও নিয়ে যাচ্ছেন এবং অন্যের দ্বারাও পাঠাচ্ছেন, ফুলের স্তবক (তোড়া) নিজেও নিয়ে যাচ্ছেন এবং অন্যের দ্বারাও পাঠাচ্ছেন, বিধূতিক নিজেও নিয়ে যাচ্ছেন এবং অপরের দ্বারাও পাঠাচ্ছেন, বতংসক নিজেও নিয়ে যাচ্ছেন এবং অপরের দ্বারাও পাঠাচ্ছেন, কর্ণাভরণ নিজেও নিয়ে যাচ্ছেন এবং অন্যের দ্বারাও পাঠাচ্ছেন, উরচ্ছদ নিজেও নিয়ে যাচ্ছেন এবং অন্যের দ্বারাও পাঠাচ্ছেন। তারা কুলস্ত্রীলোক, কুলকন্যা, কুলকুমারী, কুলবধূ এবং কুলদাসীদের সহিত একপাত্রে ভোজন করছেন, এক থালকে পান করছেন, একাসনে উপবেশন করছেন, একমঞ্চে গড়াগড়ি দিচ্ছেন একবিছানার আস্তরণে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, একাবরণে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, একাস্তরণযুক্ত আবরণে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, বিকালে ভোজন করছেন, মদ্যপান করছেন, মালা-সুগন্ধদ্রব্য-বিলেপন ধারণ করছেন, নৃত্য করছেন, গান করছেন, বাদ্য করছেন, লাস করছেন। নর্তকীর সহিত নৃত্য করছেন, নর্তকীর সহিত গান করছেন, গায়িকার সাথে গান করছেন, গায়িকার সাথে বাদ্য করছেন, গায়িকার সহিত লাস করছেন। বাদিকার (বাদ্যযন্ত্র-বাদনকারিনীর) সহিত নৃত্য করছেন, বাদিকার সাথে গান করছেন, বাদিকার সহিত বাদ্য করছেন, বাদিকার সহিত লাস করছেন, লাসিকার সহিত নৃত্য করছেন, লাসিকার সহিত গান করছেন, লাসিকার সহিত বাদ্য করছেন এবং লাসিকার সহিত লাসনৃত্য করছেন। অষ্টপদ ফলকে, দশপদ ফলকে জোয়া খেলছেন, অষ্ট ও দশপদ ক্রীড়ার ন্যায় আকাশে উক্ত ক্রীড়া করছেন, পরিহার পথে ক্রীড়া করছেন, সন্তিকং ক্রীড়া করছেন, খলিক ক্রীড়া করছেন, ঘটিক ক্রীড়া করছেন, শলাকাহস্তে খেলছেন, গোলক ক্রীড়া করছেন, পঙ্গচীর খেলছেন, বঙ্কক ক্রীড়া করছেন, মোক্ষচীক খেলছেন, চিঙ্গুলক (তালপাতার নির্মিত বায়ুচালিত কল বা ফড় ফড়ী) খেলছেন, পত্রাড়ক খেলছেন, ক্ষুদ্ররথ দিয়ে ক্রীড়া করছেন, ক্ষুদ্রধনু দিয়ে ক্রীড়া করছেন, অক্ষারকা ক্রীড়া করছেন, মানসিক ক্রীড়া করছেন এবং যথাবাদ্য ক্রীড়া করছেন। হস্তীবিদ্যা শিক্ষা করছেন, অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করছেন, রথবিদ্য, ধনুবিদ্যা শিক্ষা করছেন, খড়্গাদি তলোয়ারের বাঁট (হাতল) ধরা বিদ্যা শিক্ষা করছেন, হস্তীর আগে আগে দৌড়াচ্ছেন, অশ্বের আগে আগে দৌড়াচ্ছেন, রথের আগে আগে দৌড়াচ্ছেন, নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুপস্থিতে গমন করতে করতে দৌড়াচ্ছেন, সামনে-পেছনে দৌড়াচ্ছেন, শারীরিক ব্যায়াম করছেন, হাততালি দিচ্ছেন,

মল্লযুদ্ধ করছেন, মুষ্টিযুদ্ধ করছেন, রঙ্গমঞ্চে সঙ্ঘাটি বিছায়ে নর্তকীকে এরূপ বলছেন—'হে ভগিনী, উত্তমরূপে এখানে নৃত্য কর।' নলাটিক দিচ্ছেন। তারা এরূপে আরও বিবিধ প্রকার অনাচার আচরণ করছেন।"

"প্রভু, পূর্বে যে সকল জনসাধারণ শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন ছিলেন, তারা এখন শ্রদ্ধাহীন ও অপ্রসন্ন হয়ে পড়েছেন। পূর্বে ভিক্ষুসংঘকে দান দেয়ার যে রীতি ছিল, তাও এখন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। যে সকল সুশীল ও বিনয়ী ভিক্ষু পূর্বে সেখানে বাস করতেন, তারা অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। পাপী ও দুঃশীল ভিক্ষুরা অবস্থান করছেন। অতএব, প্রভু ভগবান, উত্তম হবে যে, যদি কীটাগিরিতে সুশীল ও বিনয়ধারী ভিক্ষুদেরকে প্রেরণ করুন, যাতে কীটাগিরি বিহার দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। প্রভু ভগবান, আমি সেখান হতে এসেছি।"

৪৩৩. অনন্তর ভগবান ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক পাপী ও নির্লজ্জ ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে নিত্য অবস্থান করতেছে। তারা নাকি এরূপ অনাচার আচরণ করতেছে—"তরুণ ফুলের গাছ নিজেরা রোপন করছে ও অন্যের দ্বারা করাচ্ছে, সেই ফুলগাছে জল সিঞ্চন করছে ও করাচ্ছে, পুষ্প চয়ন করছে ও করাচ্ছে, পুষ্পদ্বারা মালা গাঁথছে ও গাঁথাচ্ছে, এক দিক হতে ফুলে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরি করছে ও করাচ্ছে, উভয়দিক হতে ফুলের বৃন্তযুক্ত মালা তৈরি করছে ও করাচ্ছে, ফুলের স্তবক (তোড়া) তৈরি করছে ও করাচ্ছে, বিধূতিক প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, বতংসক প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, কর্ণাভরণ (কন্নিকা) প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, উরচ্ছদ তৈরি করছে ও করাচ্ছে। তারা আরও কুলস্ত্রীলোক, কুলকন্যা, কুলকুমারী, কুলবধূ এবং কুলদাসীদের নিমিত্তে এক দিক হতে পুষ্পের বৃন্তযুক্ত প্রস্তুতকৃত মালা নিজেও নিয়ে যাচ্ছে এবং অপরের দ্বারাও পাঠাচ্ছে। উভয়দিক হতে ফুলের বৃন্তযুক্ত তৈরিকৃত মালা নিজেও নিয়ে যাচ্ছে ও পাঠাচ্ছে, ফুলের স্তবক (তোড়া) নিজেও নিয়ে যাচ্ছে ও পাঠাচ্ছে, বিধূতিক নিজেও নিয়ে যাচ্ছে ও পাঠাচ্ছে, বতংসক নিজেও নিয়ে যাচ্ছে ও পাঠাচ্ছে, কর্ণাভরণ নিজেও নিয়ে যাচ্ছে ও পাঠাচ্ছে, উরচ্ছদ নিজেও নিয়ে যাচ্ছে ও পাঠাচ্ছে। তারা কুলস্ত্রীলোক, কুলকন্যা, কুলকুমারী, কুলবধূ এবং কুলদাসীদের সহিত একপাত্রে ভোজন করছে, এক থালকে পান করছে, একাসনে উপবেশন করছে, একমঞ্চে গড়াগড়ি দিচ্ছে, একবিছানার আস্তরণে গড়াগড়ি দিচ্ছে, একাবরণে গড়াগড়ি দিচ্ছে, একাস্তরণযুক্ত আবরণে গড়াগড়ি দিচ্ছে, বিকালে ভোজন করছে,

মদ্যপান করছে, মালা-সুগন্ধদ্রব্য-বিলেপন ধারণ করছে, নৃত্য করছে, গান করছে, বাদ্য করছে, লাস করছে। নর্তকীর সহিত নৃত্য করছে, নর্তকীর সহিত গান করছে, গায়িকার সাথে গান করছে, গায়িকার সাথে বাদ্য করছে, গায়িকার সহিত লাস করছে। বাদিকার (বাদ্যযন্ত্র-বাদনকারিনীর) সহিত নৃত্য করছে, বাদিকার সাথে গান করছে, বাদিকার সহিত বাদ্য করছে, বাদিকার সহিত লাস করছে, লাসিকার সহিত নৃত্য করছে, লালিকার সহিত গান করছে, লাসিকার সহিত বাদ্য করছে এবং লাসিকার সহিত লাস-নৃত্য করছে। অষ্টপদ ফলকে, দশপদ ফলকে জোয়া খেলছে, অষ্ট ও দশপদ ক্রীড়ার ন্যায় আকাশে উক্ত ক্রীড়া করছে, পরিহার পথে ক্রীড়া করছে, সন্তিকং ক্রীড়া করছে, খলিক ক্রীড়া করছে, ঘটিক ক্রীড়া করছে, শলাকাহস্তে খেলছে, গোলক ক্রীড়া করছে, পঙ্গচীর খেলছে, বঙ্কক ক্রীড়া করছে, মোক্ষচীক খেলছে, চিঙ্গুলক (তালপাতার নির্মিত বায়ুচালিত কল বা ফড় ফড়ী) খেলছে, পত্রাড়ক খেলছে, ক্ষুদ্ররথ দিয়ে ক্রীড়া করছে, ক্ষুদ্রধনু দিয়ে ক্রীড়া করছে, অক্ষারকা ক্রীড়া করছে, মানসিক ক্রীড়া করছে এবং যথাবাদ্য ক্রীড়া করছে। হস্তীবিদ্যা শিক্ষা করছে, অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করছে, রথবিদ্য, ধনুবিদ্যা শিক্ষা করছে, খ্ড়গাদি তলোয়ারের বাঁট (হাতল) ধরা বিদ্যা শিক্ষা করছে, হস্তীর আগে আগে দৌড়াচ্ছে, অশ্বের আগে আগে দৌড়াচ্ছে, রথের আগে আগে দৌড়াচ্ছে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুপস্থিতে গমন করতে করতে দৌড়াচ্ছে, সামনে-পেছনে দৌড়াচ্ছে, শারীরিক ব্যায়াম করছে, হাততালি দিচ্ছে, মল্লযুদ্ধ করছে, মুষ্টিযুদ্ধ করছে, রঙ্গমঞ্চে সঙ্ঘাটি বিছায়ে নর্তকীকে এরূপ বলতেছে—'হে ভগিনী, উত্তমরূপে এখানে নৃত্য কর' নলাটিক দিচ্ছে। তারা এরূপে আরও বহুবিধ অনাচার আচরণ করছে।"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

তখন ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে তাদের উভয়কে নিন্দা করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, কী করে সেই মোঘপুরুষগণ, এরূপ অনাচার আচরণ করছে—"তরুণ ফুলের গাছ নিজেরা রোপন করছে ও অন্যের দ্বারা করাচ্ছে, সেই ফুলগাছে জল সিঞ্চন করছে ও করাচ্ছে, পুষ্প চয়ণ করছে ও করাচ্ছে, পুষ্পদ্বারা মালা গাঁথছে ও গাঁথাচ্ছে, এক দিক হতে ফুলে বৃন্তযুক্ত মালা তৈরি করছে ও করাচ্ছে, উভয়দিক হতে ফুলের বৃন্তযুক্ত মালা তৈরি করছে ও করাচ্ছে, ফুলের স্তবক (তোড়া) তৈরি করছে ও করাচ্ছে, বিধূতিক প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, বতংসক প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, কর্ণাভরণ (কন্নিকা) প্রস্তুত করছে ও করাচ্ছে, উরচ্ছদ তৈরি করছে ও করাচ্ছে। তারা আরও

কুলস্ত্রীলোক, কুলকন্যা, কুলকুমারী, কুলবধূ এবং কুলদাসীদের নিমিত্তে এক দিক হতে পুষ্পের বৃন্তযুক্ত প্রস্তুতকৃত মালা নিজেও নিয়ে যাচ্ছে এবং অপরের দ্বারাও পাঠাচ্ছে, উভয়দিক হতে ফুলের বৃন্তযুক্ত তৈরিকৃত মালা নিজেও নিয়ে যাচ্ছে ও পাঠাচ্ছে, ফুলের স্তব (তোড়া) নিজেও নিয়ে যাচ্ছে ও পাঠাচ্ছে, বিধূতিক নিজেও নিয়ে যাচ্ছে ও পাঠাচ্ছে, বতংসক নিজেও নিয়ে যাচ্ছে ও পাঠাচ্ছে, কর্ণাভরণ নিজেও নিয়ে যাচ্ছে ও পাঠাচ্ছে, উরচ্ছদ নিজেও নিয়ে যাচ্ছে ও পাঠাচ্ছে। তারা কুলস্ত্রীলোক, কুলকন্যা, কুলকুমারী, কুলবধূ এবং কুলদাসীদের সহিত একপাত্রে ভোজন করছে, এক থালকে পান করছে, একাসনে উপবেশন করছে, একমঞ্চে গড়াগড়ি দিচ্ছে, একবিছানার আস্তরণে গড়াগড়ি দিচ্ছে, একাবরণে গড়াগড়ি দিচ্ছে, একাস্তরণযুক্ত আবরণে গড়াগড়ি দিচ্ছে, বিকালে ভোজন করছে, মদ্যপান করছে, মালা-সুগন্ধদ্রব্য-বিলেপন ধারণ করছে, নৃত্য করছে, গান করছে, বাদ্য করছে, লাস করছে। নর্তকীর সহিত নৃত্য করছে, নর্তকীর সহিত গান করছে, গায়িকার সাথে গান করছে, গায়িকার সাথে বাদ্য করছে, গায়িকার সহিত লাস করছে। বাদিকার (বাদ্যযন্ত্র-বাদন কারিনীর) সহিত নৃত্য করছে, বাদিকার সাথে গান করছে, বাদিকার সহিত বাদ্য করছে, বাদিকার সহিত লাস করছে, লাসিকার সহিত নৃত্য করছে, লালিকার সহিত গান করছে, লাসিকার সহিত বাদ্য করছে এবং লাসিকার সহিত লাসনৃত্য করছে। অষ্টপদ ফলকে, দশপদ ফলকে জোয়া খেলছে, অষ্ট ও দশপদ ক্রীড়ার ন্যায় আকাশে উক্ত ক্রীড়া করছে, পরিহার পথে ক্রীড়া করছে, সন্তিকং ক্রীড়া করছে, খলিক ক্রীড়া করছে, ঘটিক ক্রীড়া করছে, শলাকাহস্তে খেলছে, গোলক ক্রীড়া করছে, পঙ্গচীর খেলছে, বঙ্কক ক্রীড়া করছে, মোক্ষচীক খেলছে, চিঙ্গুলক (তালপাতার নির্মিত বায়ুচালিত কল বা ফড় ফড়ী) খেলছে, পত্রাড়ক খেলছে, ক্ষুদ্ররথ দিয়ে ক্রীড়া করছে, ক্ষুদ্রধনু দিয়ে ক্রীড়া করছে, অক্ষারকা ক্রীড়া করছে, মানসিক ক্রীড়া করছে এবং যথাবাদ্য ক্রীড়া করছে। হস্তীবিদ্যা শিক্ষা করছে, অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করছে, রথবিদ্যা, ধনুবিদ্যা শিক্ষা করছে, খড়্গাদি তলোয়ারের বাঁট (হাতল) ধরা বিদ্যা শিক্ষা করছে, হস্তীর আগে আগে দৌড়াচ্ছে, অশ্বের আগে আগে দৌড়াচ্ছে, রথের আগে আগে দৌড়াচ্ছে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুপস্থিতে গমন করতে করতে দৌড়াচ্ছে, সামনে-পেছনে দৌড়াচ্ছে, শারীরিক ব্যায়াম করচ্ছে, হাততালি দিচ্ছে, মল্লযুদ্ধ করছে, মুষ্টিযুদ্ধ করছে, রঙ্গমঞ্চে সঙ্ঘাটি বিছায়ে নর্তকীকে এরূপ বলতেছে—'হে ভগিনী, উত্তমরূপে এখানে নৃত্য কর' নলাটিক দিচ্ছে। তারা এরূপে কী করে আরও বহুবিধ অনাচার আচরণ

করতেছে?”

“হে ভিক্ষুগণ, তাদের এ ধরনের হীন ও নিকৃষ্ট কার্যে অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন করতে পারে না এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ নহে। বরং অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো প্রসন্নদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের কারণ হবে।” ভগবান এভাবে নিন্দা করে ধর্মকথা উত্থাপন করে শারীপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়নকে আহ্বান করলেন, “হে শারীপুত্র, তোমরা কীটাগিরিতে গমন কর। ঐখানে গিয়ে কীটাগিরি হতে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক ভিক্ষুদ্বয়কে প্রব্রাজনীয় (নির্বাসন) দণ্ডকর্ম প্রদান কর। তারা তোমাদের সহবিহারী ছিল।”

“প্রভু, ভগবান আমরা কিরূপে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক ভিক্ষুদ্বয়কে কীটাগিরি হতে প্রব্রাজনীয় কর্ম (বহিষ্করণ দণ্ড) করব? তারা তো অতিশয় ক্রুদ্ধ এবং কর্কশভাষী।” তখন ভগবান বললেন, “শারীপুত্র, তাহলে তোমরা বহুসংখ্যক ভিক্ষু নিয়ে গমন কর।”

‘হ্যাঁ প্রভু, তাই হবে’ বলে শারীপুত্র এবং মৌদ্গাল্যায়ন ভগবানকে প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে সম্মতি জানালেন।

প্রব্রাজনীয় কর্ম (বহিষ্করণ দণ্ড)-দানের বিধান

হে ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রব্রাজনীয় কর্ম করবে—‘প্রথমে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয়কে দোষারোপ করবে। দোষারোপ করত অপরাধ স্মরণ করিয়ে দিবে। অপরাধ স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপত্তি উল্লেখ করে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু দ্বারা ভিক্ষুসংঘকে এরূপে প্রস্তাব জ্ঞাপন করাবে :

৪৩৪. **প্রজ্ঞপ্তি :** “মাননীয় ভিক্ষুসংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নাম ভিক্ষুদ্বয় কুলদূষক ও পাপচারী হয়েছেন। তাদের পাপাচার দেখা যাচ্ছে এবং শুনাও যাচ্ছে। তাদের দ্বারা কুলসমূহ দূষিত হতে দেখা যাচ্ছে এবং শুনাও যাচ্ছে। কীটাগিরিতে ‘অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক ভিক্ষুদ্বয় বসবাস করতে পারবে না’ সংঘ ‘অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু’ ভিক্ষুদ্বয়ের বহিষ্করণ দণ্ড দিয়েছেন। যেই আয়ুষ্মান ‘কীটাগিরিতে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় অবস্থান করতে পারবে না’ বলে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয়ের প্রব্রাজনীয় কর্ম করা যথাযথ মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন। এবং যিনি যথাযথ মনে করেন না, তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করবেন।” এরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার প্রস্তাব প্রকাশ করাবে।

ধারণা : ‘অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু নামক ভিক্ষুদ্বয় কীটাগিরিতে বাস করতে

পারবে না' বলে মাননীয় সংঘ তাদের উভয়কে 'বহিষ্কার দণ্ড' দিয়েছেন। মাননীয় সংঘ এই প্রস্তাব যথাযথ মনে করে নীরব রয়েছেন—আমি এরূপ ধারণা করছি।

৪৩৫. অনন্তর শারীপুত্র মোদ্গাল্যায়ন প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ কীটাগিরিতে গিয়ে 'এই কীটাগিরিতে অশ্বজিৎ এবং পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় অবস্থান (বসবাস) করতে পারবে না' বলে অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয়ের প্রব্রাজনীয় কর্ম (বহিষ্করণ দণ্ড) করলেন। এরূপে সংঘ কর্তৃক বহিষ্করণ দণ্ডে দণ্ডিত হলেও তারা উভয়ে সম্যকানুবর্তী[1] হলেন না। স্বীয় মান ত্যাগ করলেন না। নিজ নিজ মুক্তির উপযোগী কার্য সম্পাদন করলেন না। ভিক্ষুসংঘের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন না। অধিকন্তু তারা উভয়ে ভিক্ষুদেরকে আক্রোশ এবং মানহানি করতে লাগলেন। 'এখন এই ভিক্ষুগণ ইচ্ছাপরবশ, দ্বেষপরবশ (হিংসাপরায়ণ), মোহপরবশ ও ভয়পরবশ (ভয়প্রদর্শনকারী), হয়ে বিচরণ করছেন।' এরূপ বলে দোষারোপ করতে লাগলেন। তাদের দলের মধ্যে কেউ কেউ এদিক-ওদিক প্রস্থান করতে লাগলেন এবং কেউ কেউ ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে গৃহী হয়ে যাচ্ছিলেন।

তখন যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরা এ বলে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগল যে—"কেন অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় মাননীয় সংঘ কর্তৃক প্রব্রাজনীয় কর্মে দণ্ডিত হওয়ার পরও সম্যকানুবর্তী হচ্ছেন না? মান ত্যাগ

---

[1]. যেই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয় কর্ম করা হয়, তাকে সম্যকানুবর্তী হতে হয় অর্থাৎ উত্তমরূপে, পরিপূর্ণরূপে এবং যথাযথভাবে আঠার প্রকার ব্রত (দণ্ড) মেনে চলা কর্তব্য। সেই আঠার প্রকার ব্রত; যথা : ১) অপরকে উপসম্পদা দিতে পারে না, ২) কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না, ৩) শ্রামণদের দ্বারা নিজের সেবা-যত্ন করাতে পারে না, ৪) ভিক্ষুণীদের উপদেশ দানের অনুমোদন লাভ স্বীকার করতে পারে না, ৫) অনুমোদন লাভ করলেও ভিক্ষুণীদেরকে উপদেশ দিতে পারে না, ৬) সংঘ যে অপরাধের নিমিত্তে 'বহিষ্করণ দণ্ড' দিয়েছেন, পুনঃ সেরূপ অপরাধ করতে পারে না, ৭) তদনুরূপ অন্য অপরাধ করতে পারে না, ৮) তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করতে পারে না, ৯) কর্মবাক্যের অবজ্ঞা করতে পারে না, ১০) কর্মকারকের তিরষ্কার করতে পারে না, ১১) অদণ্ডিত ভিক্ষুর উপোসথ স্থগিত করতে পারে না, ১২) প্রবারণা স্থগিত করতে পারে না, ১৩) কর্তৃত্ব আদেশদানকারী হিসেবে কোনো ভিক্ষুকে আদেশ দিতে পারে না, ১৪) বিহারের স্বয়ং নেতৃত্ব দিতে পারে না, ১৫) অবকাশ করাতে পারে না, ১৬) নিজের দ্বারা কিংবা অপরের দ্বারা দোষারোপ করাতে পারে না, ১৭) স্মরণ করিয়ে দিতে পারে না এবং ১৮) ভিক্ষুদের মধ্যে পরস্পরকে বিবাদে নিযুক্ত করাতে পারে না। [পারাজিকা অট্‌ঠকথা]

করে নম্র হচ্ছেন না? কেনই বা মুক্তির উপযোগী কার্য সম্পাদন করছেন না? ভিক্ষুদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছেন না? কেনই বা ভিক্ষুদেরকে আক্রোশ বাক্য প্রয়োগ এবং মানহানি করছেন? কেনই বা 'এখন ভিক্ষুগণ ইচ্ছাপরবশ, হিংসাপরবশ, মোহপরবশ এবং ভয়পরবশ' হয়ে বিচরণ করছেন বলে দোষারোপ করছেন? কেনই বা এদিক-ওদিক প্রস্থান করছেন? এবং কেনই বা ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে গৃহী হয়ে যাচ্ছেন?" তখন সেই ভিক্ষুগণ অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয়কে অনেকভাবে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলেন। ভগবান ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি অশ্বজিৎ ও পুনর্বসু ভিক্ষুদ্বয় সংঘ কর্তৃক প্রব্রাজনীয় কর্মে দণ্ডিত হয়ে সম্যকানুবর্তী হচ্ছে না? মান ত্যাগ করে নম্র হচ্ছে না? মুক্তির অনুকূলে কার্য সম্পাদন করছে না? ভিক্ষুদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছে না? তারা উভয়ে নাকি ভিক্ষুদেরকে আক্রোশ বাক্য প্রয়োগ এবং মানহানি করছে? 'এখন ভিক্ষুগণ ইচ্ছাপরবশ, দ্বেষপরবশ, মোহপরবশ ও ভয়পরবশ, ভয়পরবশ' এরূপ বলে দোষারোপ করছে? এদিক-ওদিক প্রস্থান করছে? এবং ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে গৃহী হয়ে যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

তখন ভগবান তাদের উভয়কে বিবিধ প্রকারে নিন্দা ও তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত মঙ্গলজনক। এ হেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের নিমিত্তে এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৪৩৬. "ভিকখু পনেৰ অঞঞতরং গামং ৰা নিগমং ৰা উপনিস্সায ৰিহরতি

কুলদূসকো পাপসমাচারো। তস্স খো পাপকা সমাচারা দিস্সন্তি চেৰ সুয্যন্তি চ, কুলানি চ তেন দুট্ঠানি দিস্সন্তি চেৰ সুয্যন্তি চ। সো ভিকখু ভিকখূহি এৰমস্স ৰচনীযো—‘আযস্মা খো কুলদূসকো পাপসমাচারো, আযস্মতো খো পাপকা সমাচারা দিস্সন্তি চেৰ সুয্যন্তি চ, কুলানি চাযস্মতা দুট্ঠানি দিস্সন্তি চেৰ সুয্যন্তি চ। পক্কমতাযস্মা ইমম্হা আৰাসা। অলং তে ইধ ৰাসেনা’তি। এৰঞ্চ সো ভিকখু ভিকখূহি ৰুচ্চমানো তে ভিকখূ এৰং ৰদেয্য—‘ছন্দগামিনো চ ভিকখূ দোসগামিনো চ ভিকখূ মোহগামিনো চ ভিকখূ ভযগামিনো চ ভিকখূ তাদিসিকায আপত্তিযা একচ্চং পব্বাজেন্তি একচ্চং ন পব্বাজেন্তী’তি, সো ভিকখু ভিকখূহি এৰমস্স ৰচনীযো—‘মাযস্মা এৰং অৰচ। ন চ ভিকখূ ছন্দগামিনো। ন চ ভিকখূ দোসগামিনো। ন চ ভিকখূ মোহগামিনো। ন চ ভিকখূ ভযগামিনো। আযস্মা খো কুলদূসকো পাপসমাচারো। আযস্মতো খো পাপকা সমাচারা দিস্সন্তি চেৰ সুয্যন্তি চ। কুলানি চাযস্মতা দুট্ঠানি দিস্সন্তি চেৰ সুয্যন্তি চ। পক্কমতাযস্মা ইমম্হা আৰাসা। অলং তে ইধ ৰাসেনা’তি। এৰঞ্চ সো ভিকখু ভিকখূহি ৰুচ্চমানো তথেৰ পগ্গণ্হেয্য, সো ভিকখু ভিকখূহি যাৰততিযং সমনুভাসিতব্বো তস্স পটিনিস্সগ্গায। যাৰততিযঞ্চে সমনুভাসীযমানো তং পটিনিস্সজ্জেয্য, ইচ্চেতং কুসলং; নো চে পটিনিস্সজ্জেয্য, সঙ্ঘাদিসেসো’’তি।

অনুবাদ : যদি কোনো কুলদূষক ভিক্ষু কোনো গ্রাম, নিগমকে (নগর) চারিপ্রত্যয়াদি দ্বারা আশ্রয় করে অবস্থান (বসবাস) করে চারিপ্রকার (ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র) কুলের দায়ক-দায়িকা এবং জনসাধারণের মন সন্তুষ্টার্থে ফুল ফলাদি প্রদান দ্বারা কুলসমূহ দূষণকারী এবং ফুলগাছের চারাদি রোপন দ্বারা সাধারণ গৃহীদের সেবাকারী ভিক্ষু পাপাচরণে নিযুক্ত থাকে, তার পাপাচরণ সকলে দেখলে কিংবা শুনলে এবং তার দ্বারা বর্ণিত কুলাদি দূষিত হতে দেখা ও শুনা গেলে, তাহলে অন্য বিনয়ধারী ও সুশীল ভিক্ষুগণ সেই কুলদূষক ভিক্ষুকে এরূপ বলা কর্তব্য : “হে আয়ুষ্মান, আপনি কুলদূষক ও পাপাচরণকারী হয়েছেন। আপনার পাপাচরণ দেখা ও শুনা যাচ্ছে, আপনার দ্বারা কুলসমূহও দূষিত (শ্রদ্ধাপরিহানি) হচ্ছে যে, তা দেখা ও শুনা যাচ্ছে। এ হেতু আয়ুষ্মান, আপনি এ বিহার হতে অন্যত্র প্রস্থান করুন, আপনার এ বিহারে বসবাস করার কোনো দরকার নেই।” ভিক্ষুদের দ্বারা এরূপ বলা হলে যদি সেই কুলদূষক ভিক্ষু এরূপ বলে যে, “এখন এই ভিক্ষুরা ছন্দগামী (ইচ্ছার বশবর্তী), দ্বেষগামী (হিংসার বশবর্তী), মোহগামী (অজ্ঞান) এবং ভয়গামী (ভয় প্রদর্শনকারী) হয়েছেন। তারা ঈদৃশ অপরাধকারীর কোনো কোনো ভিক্ষুকে সংঘ হতে বহিষ্কার করেন, কোনো কোনো ভিক্ষুকে বহিষ্কার

করেন না।” কুলদূষক ভিক্ষু কর্তৃক এরূপ বলা হলে, সুশীল ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে এরূপ বলা কর্তব্য : “হে আয়ুষ্মান, আপনি এমন কথা বলবেন না, ভিক্ষুগণ ছন্দগামী, দ্বেষগামী, মোহগামী ও ভয়গামী হননি। বরঞ্চ আপনি কুলদুষক এবং পাপাচারী হয়েছেন, আপনার সকল প্রকার অপরাধই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে এবং শুনাও যাচ্ছে। আপনি জনসাধারণের শ্রদ্ধার পরিহানি ঘটাচ্ছেন যে, তাও দেখা-শুনা যাচ্ছে। এই বিহারে বসবাসের আপনার কোনো প্রয়োজন নাই। আপনি এখান হতে অন্যত্র চলে যান।” বিনয়ী ভিক্ষুগণ কর্তৃক এরূপ বলার পরও যদি সেই কুলদূষক ভিক্ষু পূর্বের ন্যায় স্বীয় অভিমত ত্যাগ না করে, তাহলে ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুকে তার নিজের অভিমত পরিহারার্থে তিনবার পর্যন্ত বলবে, তিনবার বলার পর যদি পরিহার করে উত্তম, পরিহার না করলে ভিক্ষুসংঘ ‘সমনুভাসন’ বিনয়-কর্ম দিবে। ‘সমনুভাসন’ অবসানে সেই ভিক্ষু নিজ অভিমত পরিত্যাগ করলে উত্তম আর যদি পরিত্যাগ না করে, তাহলে তার ‘সংঘাদিশেষ’ অপরাধ হবে।”

৪৩৭. **‘ভিক্খু পনেব অঞ্ঞতরং গামং বা নিগমং বাতি’** বলতে কোনো গ্রাম, নিগম কিংবা নগর এবং গ্রাম, নিগম।

‘উপনিস্সায বিহরতীতি’ বলতে বর্ণিত স্থানে চীবর, পিণ্ডপাত (ভিক্ষান্ন) শয্যাসন এবং ভৈষজ্যাদি চতুর্প্রত্যয় দ্বারা প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়ে বসবাস করে।

‘কুলং’ অর্থে চারি প্রকার কুলকে বুঝায়। যথা : ১. ক্ষত্রিয়কুল, ২. ব্রাহ্মণকুল, ৩. বৈশ্যকুল এবং ৪. শূদ্রকুল।

‘কুলদূসকোতি’ বলতে পুষ্পদান, ফলদান, চূর্ণ বা সাবান দান, মৃত্তিকাদান, দণ্ডকাষ্ঠদান, গাছ-বাঁশদান এবং ঘটকী কাজ ও দূতের কার্য ইত্যাদি দ্বারা কুল দূষণকারী অর্থাৎ দায়ক-দায়িকাদের শ্রদ্ধা-বিনষ্টকারী।

‘পাপসমাচারোতি’ বলতে ফুল গাছের চারা নিজে রোপন করে কিংবা অপরের দ্বারা রোপন করায়, ফুল গাছে জল নিজে সিঞ্চন করে কিংবা অন্যের দ্বারা সিঞ্চন করায়, ফুল গাছ হতে ফুল নিজে সংগ্রহ করে কিংবা অন্যের দ্বারা সংগ্রহ করায় এবং ফুলের মালা নিজে গাঁথে কিংবা অপরের দ্বারা গাঁথায়, এরূপ প্রভৃতি বিনয় বহির্ভূত পাপাচরণকে বুঝায়।

‘দিস্সন্তি চেব সুয্যন্তি চাতি’ বলতে কুলদূষক ও পাপাচারী ভিক্ষুর পাপাচরণ যা দেখা এবং শুনা যায়।

‘কুলনি চ তেন দুট্ঠানীতি’ বলতে স্বাভাবিকভাবে পূর্বে দায়ক-দায়িকাগণ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও প্রসন্ন থাকে। যদি কোনো কুলদূষক ভিক্ষু পাপাচরণে রত থাকে, তাহলে পূর্বের সেই শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতা রহিত হয়ে অশ্রদ্ধা ও অপ্রসন্ন

হয়।

'দিস্সন্তি চেব সুয্যন্তি চাতি' বলতে কুলদূষক ও পাপাচারী ভিক্ষুর পাপাচরণ যা দেখা যায় এবং শুনা যায়।

'সো ভিক্খূতি' অর্থে যেই ভিক্ষু কুলদূষক, সেই ভিক্ষুকে বুঝায়।

'ভিক্খূহীতি' অর্থে বিনয়ধারী ও সুশীল, নিরপেক্ষ ও উপদেশ প্রদানকারী অন্য ভিক্ষুকে বুঝায়। যদি কুলদূষক ভিক্ষুর পাপাচরণ দেখা যায় ও শুনা যায় তাহলে, উক্ত ভিক্ষুকে সুশীল ও বিনয়বাদী অন্য ভিক্ষুগণ এরূপ বলা কর্তব্য : "হে আয়ুষ্মান, আপনি কুলদূষণকারী এবং পাপাচরণপরায়ণ হয়ে পড়েছেন। আপনার পাপাচার দেখা যাচ্ছে ও শুনা যাচ্ছে। আপনার দ্বারা জনসাধারণের শ্রদ্ধার পরিহানি হচ্ছে যে, তাও দেখা যাচ্ছে এবং শুনা যাচ্ছে। অতএব আপনি এই বিহার হতে অন্যত্র চলে যান। এখানে বাস করা আপনার নিষ্প্রয়োজন।"

'এবঞ্চ সো ভিক্খূ ভিক্খূহি বুচ্চমানো তে ভিক্খূ এবং বদেয্য' বলতে বিনয়বাদী ও নিরপেক্ষ অন্য ভিক্ষু কুলদূষক ভিক্ষুকে বর্ণিতরূপে উপদেশ দিলে, সে ভিক্ষুদেরকে আক্রোশ প্রদর্শন করে বলে যে, "এখন ভিক্ষুগণ ইচ্ছার বশবর্তী, বিদ্বেষের বশবর্তী, ন্যায়-অন্যায় বিচার বোধহীন ও ভয়প্রদর্শনকারী হয়েছেন। তারা এরূপ অপরাধ দ্বারা কোনো কোনো ভিক্ষুকে নির্বাসন দণ্ড প্রদান করেন, কোনো কোনো ভিক্ষুকে নির্বাসন প্রদান করেন না।"

'সো ভিক্খূতি' অর্থে যেই ভিক্ষু পাপকর্ম সম্পাদন করেন, সেই ভিক্ষুকে বুঝায়।

'ভিক্খূহীতি' অর্থে সুশীল ও বিনয়ধারী, উপদেশ প্রদানকারী এবং নিরপেক্ষ অন্য ভিক্ষুকে বুঝায়। যদি কোনো কুলদূষক ও পাপাচরণকারী ভিক্ষুকে পাপাচরণ না করার জন্যে উপদেশ দিলে, সে আক্রোশপূর্ণ ও মানহানিকর কথাবার্তা বলতে দেখলে ও শুনলে, তাকে এরূপ বলতে হবে : 'আয়ুষ্মান, আপনি এরূপ বলবেন না। এই ভিক্ষুগণ ইচ্ছার বশবর্তী, হিংসার বশবর্তী, মোহের বশবর্তী ও ভয়প্রদর্শনকারী হননি; অধিকন্তু আপনিই কুলদূষক ও পাপাচরণকারী হয়েছেন। আপনার দোষই দেখা যাচ্ছে, শুনা যাচ্ছে এবং আপনার দ্বারা শ্রদ্ধা বিনষ্ট হতে দেখা ও শুনা যাচ্ছে। আপনি এই বিহার হতে চলে যান। এই বিহারে অবস্থান করা আপনার কোনোরূপ উচিত নহে।" এরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বলা কর্তব্য।

বর্ণিতরূপে বলার পর যদি কুলদূষক ভিক্ষু নিজ অভিমত পরিত্যাগ করে

তাহলে ভালো। আর যদি পরিত্যাগ না করে ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। যেই ভিক্ষু কুলদূষক ভিক্ষুর অভিমত শুনে কিছুই না বললে, তারও ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। তখন সেই কুলদূষক ভিক্ষুকে সংঘের মধ্যে উপস্থিত করায়ে পুনরায় এরূপ বলতে হবে : “হে আয়ুষ্মান, আপনি এরূপ বলবেন না, ভিক্ষুগণ ইচ্ছার বশবর্তী, হিংসার বশবর্তী, মোহের বশবর্তী ও ভয়প্রদর্শনকারী হননি; অধিকন্তু আপনিই কুলদূষক ও পাপাচরণকারী হয়েছেন। আপনার দোষই দেখা যাচ্ছে, শুনা যাচ্ছে এবং আপনার দ্বারা শ্রদ্ধা বিনষ্ট হতে দেখা ও শুনা যাচ্ছে। আপনি এই বিহার হতে চলে যান। এই বিহারে অবস্থান করা আপনার কোনোরূপ উচিত নহে।”

[দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার এরূপ বলতে হবে]

এরূপে তিনবার বলার পর যদি তার নিজ অভিমত পরিহার করে, তাহলে উত্তম আর পরিহার না করলে ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। এবং সেই কুলদূষককে ‘সমনুভাসন’ নামক বিনয়-কর্ম দিতে হবে। হে ভিক্ষুগণ, এরূপে ‘সমনুভাসন’ দেওয়া কর্তব্য। দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক সংঘকে এরূপে প্রস্তাব জ্ঞাপন করাবে :

৪৩৮. **জ্ঞপ্তি :** মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামীয় ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক প্রব্রাজনীয় কর্মে (বহিষ্করণ দণ্ডে) দণ্ডিত হয়ে ভিক্ষুদেরকে আক্রোশ করে এরূপ প্রকাশ করছেন—‘এখন ভিক্ষুরা ছন্দগামী, দ্বেষগামী, মোহগামী এবং ভয়গামী হয়েছেন।’ তিনি নিজ অভিমত প্রত্যাখ্যান করছেন না। সংঘ যদি উচিত সময় মনে করেন, তাহলে সেই ভিক্ষুর স্ব-অভিমত প্রত্যাখ্যানার্থে ‘সমনুভাসন’ দিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ : মাননীয় সংঘ আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক প্রব্রাজনীয় কর্মে (বহিষ্করণ দণ্ডে) দণ্ডিত হয়ে ভিক্ষুদেরকে এরূপ প্রকাশ করছেন—‘ভিক্ষুরা ছন্দগামী, দ্বেষগামী, মোহগামী এবং ভয়গামী হয়েছেন।’ তিনি স্ব-অভিমত পরিত্যাগ করছেন না। মাননীয় সংঘ সেই ভিক্ষুকে স্ব-অভিমত প্রত্যাখ্যানার্থে ‘সমনুভাসন’ বিনয়-কর্ম দিচ্ছেন। যেই আয়ুষ্মান এই ভিক্ষুকে ‘সমনুভাসন’ দেয়া উচিত বলে মনে করেন, তিনি মৌন থাকেন এবং যিনি উচিত বলে মনে করেন না, তিনি তার বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন।

[দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার এরূপ বলছি]

ধারণা : মাননীয় সংঘ কর্তৃক এই (অমুক) ভিক্ষুকে তার নিজ ভ্রান্ত অভিমত প্রত্যাখ্যানার্থে তাকে ‘সমনুভাসন’ বিনয়-কর্ম দেয়া হলো। সকল

ভিক্ষু এই প্রস্তাবে একমত বিধায় নীরব রয়েছেন—আমি এরূপই ধারণা করছি।

৪৩৯. **'এসা ঞত্তি'** বা 'ইহাই জ্ঞপ্তি' পর্যন্ত বললে, যদি নিজ নিজ অভিমত ত্যাগ না করে, তাহলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। দুইবার 'অনুশ্রবণ' কর্মবাক্য পাঠ শেষ হয়ে গেলে 'থুল্লচ্চয়' আপত্তি হয়। সম্পূর্ণ কর্মবাচা পাঠ শেষ হয়ে গেলে, পূর্বের 'দুক্কট' ও 'থুল্লচ্চয়' আপত্তিদ্বয় রহিত হয়ে শেষে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

'সংঘাদিসেসোতি' বলতে সংঘাদিশেষ অপরাধগ্রস্ত ভিক্ষু তার অপরাধ হতে মুক্তির জন্যে সংঘ কর্তৃক প্রথমে 'পরিবাস', মধ্যে 'মানত্ত ও মূলেপ্রতিকর্ষণ' দেওয়া হয় এবং শেষে সংঘ কর্তৃক 'আহ্বান' করা হয়। সংঘাদিশেষ অপরাধের দণ্ডসমূহ একজন বা কয়েকজন ভিক্ষু দিতে পারে না; ইহা একমাত্র ভিক্ষু সংঘকেই দিতে হয় বলে ইহাকে 'সংঘাদিশেষ' বলা হয়। এই জাতীয় দণ্ডকর্মের অন্তর্ভুক্ত অপরাধসমূহকে এ কারণে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি বলা হয়।

৪৪০. 'ধর্মত-কর্মে ধর্মত-কর্ম' ধারণা অপরিত্যাগে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়। 'ধর্মত-কর্মে' সংশয়-হেতু স্বীয় অভিমত অপরিত্যাগে 'সংঘাদিশেষ' অপরাধ হয়। 'ধর্মত-কর্মে অধর্মত-কর্ম' ধারণা অপরিত্যাগে 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। 'অধর্মত-কর্মে, ধর্মত-কর্ম' ধারণায় 'দুক্কট' আপত্তি হয়। 'অধর্মত-কর্মে' সংশয়-হেতু 'দুক্কট' আপত্তি হয়। 'অধর্মত কর্মে অধর্মত-কর্ম' ধারণায় 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৪৪১. **অনাপত্তি :** 'সমনুভাসন' করার পূর্বে স্বীয় অভিমত ত্যাগ করলে নিজ অভিপ্রায় পরিহার করলে উন্মাদগ্রস্ত হলে, এবং আদিকর্মিকের অনাপত্তি।

[ত্রয়োদশ সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

৪৪২. 'হে আয়ুষ্মান, এখানে তের প্রকার সংঘাদিশেষ ধর্ম (আপত্তি) উদ্দেশ করা হলো। এদের মধ্যে প্রথম নয়টি শিক্ষাপদ লঙ্ঘন ক্ষণেই 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি প্রাপ্ত হয়। শেষোক্ত চারটি শিক্ষাপদ তৃতীয়বারে অর্থাৎ 'সমনুভাসন' নামক বিনয়-কর্মের শেষ হওয়ার পরপরেই আপত্তি প্রাপ্ত হতে হয়। যেই ভিক্ষু বর্ণিত তেরো প্রকার সংঘাদিশেষসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক অথবা যেকোনো একটি আপত্তি প্রাপ্ত হলে, সজ্ঞানে যতদিন তা আচ্ছাদিত (গোপন) রাখে, ততদিন পর্যন্ত সেই ভিক্ষুর অবশ্যই 'পরিবাস ব্রত' গ্রহণ করতে হবে। 'পরিবাস ব্রত' সমাপ্ত করে অবশ্যই ছয় রাত্রি

'মানত্তং' কর্ম করতে হবে। তারপরে যে স্থানে অন্তত বিশজন ভিক্ষু অবস্থান করেন, সে স্থানে গিয়ে সংঘের নিকট 'আহ্বান[1]' বিনয়-কর্ম করে আপত্তি হতে মুক্ত (পরিশুদ্ধ) হতে হবে। যদি বিশজন ভিক্ষু হতে একজন ভিক্ষুও কম হয়, তাহলে 'আহ্বান' কর্ম সঠিক হবে না। এ হেতু আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষুও আপত্তি হতে মুক্ত হবে না এবং 'আহ্বান' দানকারী ভিক্ষুগণও 'দুক্কট' আপত্তি প্রাপ্ত হবেন। সে কারণে এই বিনয় কর্ম সম্পর্কে সকল ভিক্ষুসংঘের উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া অবশ্যই করণীয়।

তাই এখন আয়ুষ্মানদেরকে জিজ্ঞেস করছি, ইহাতে আপনারা সকলে পরিশুদ্ধ আছেন তো? দ্বিতীয়বারও জিজ্ঞেস করছি, আপনারা সকলে পরিশুদ্ধ আছেন তো? তৃতীয়বারও জিজ্ঞেস করছি, আপনারা সকলে পরিশুদ্ধ আছেন তো? আপনারা সকলে পরিশুদ্ধ আছেন বলেই মৌনতা অবলম্বন করছেন—আমি এরূপ ধারণা করছি।

[তেরো প্রকার সংঘাদিশেষ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

তস্সুদ্দানং/ স্মারক গাথা

শুক্রমোচন, কায়-সংসর্গ, লম্পট কথা আর আত্মানুরাগে,
উভয়ের মাঝে দূত ক্রিয়া, কুটির, বিহার নির্মাণ, অমূলকে।
কিছুমাত্র লেশ, বিভেদ এবং অনুবর্তক অতঃপর,
দুর্বাক্য, কুলদূষক, এরূপে হয় 'সংঘাদিশেষ' তের।

[সংঘাদিশেষ অধ্যায় সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋
❋❋❋ ❋❋❋

---

[1]. 'আহ্বান' অর্থে পুনরায় ভিক্ষুসংঘের মধ্যে প্রবেশাধিকার। যেই ভিক্ষু স্বজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে হোক কোনোরূপ 'সংঘাদিশেষ' অপরাধে অপরাধী হলে, সেই ভিক্ষু স্বয়ং লজ্জিত হয়ে সেই অপরাধ হতে পরিশুদ্ধির নিমিত্তে ভিক্ষুসংঘের সম্মতিতে "পরিবাস' (সংঘে অপরাধীর অসহযোগ ব্রত) গ্রহণ করে তা শেষ করে পরে 'মানত্ত' গ্রহণ করেন, অনুক্রমে ছয়দিনবশে 'মানত্ত' ব্রত শেষ করে উক্ত ভিক্ষুসংঘের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করার জন্যে পুনঃ প্রার্থনা করলে, সংঘ কর্তৃক যে অনুমতি প্রদান করা হয়, তাকেই বলা হয় 'আহ্বান'।

৩. অনিয়ত অধ্যায়

১. পঠম অনিযত সিক্খাপদং

(প্রথম অনিয়ত[1] শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

"হে আয়ুষ্মানগণ, এখন দুই প্রকার অনিয়ম ধর্ম উদ্দেশ আরম্ভ করছি।

৪৪৩. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে আয়ুষ্মান উদায়ী শ্রাবস্তীর বহুসংখ্যক গৃহীকুলের আশ্রয়ে থেকে চতুর্প্রত্যয়াদি লাভ করে বসবাস করছিলেন। ঐ সময়ে আয়ুষ্মান উদায়ীর উপস্থাপক (সেবক) কুলের কুমারীকে অন্যতর গৃহীকুলের কুমারের জন্যে সম্প্রদান করেছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান উদায়ী পূর্বাহ্ণ সময়ে বহির্গমনোপযোগী নিবাস পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে যেস্থানে সেই গৃহীকুল, সে স্থানে উপস্থিত হয়ে লোকদেরকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "অমুক নামীয় কুমারী কোথায়?" তারা এরূপ উত্তর দিলেন, "আর্য, অমুক গৃহীকুলের কুমারের জন্যে তাকে সম্প্রদান করেছি। সেই গৃহীকুলও আয়ুষ্মান উদায়ীর উপস্থাপক হন।"

অতঃপর আয়ুষ্মান উদায়ী সেই গৃহীকুলে উপস্থিত হয়ে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে উপাসকগণ, অমুক কুমারী কোথায়?" তারা তাকে এরূপ বললেন, "আসুন আর্য, অন্তঃপ্রকোষ্ঠে উপবেশন করুন।" তখন আয়ুষ্মান উদায়ী যেখানে সেই কুমারী সেখানে গিয়ে চক্ষে-কর্ণে দেখা-শুনা যায় না এমন নির্জন, গোপন এবং মৈথুন সেবনের উপযোগী স্থানে সেই কুমারীর সহিত একাসনে বসে যথাসময় বিবেচনা না করে যখন যা আসে,

---

[1]. 'অনিয়ত' অর্থে পারাজিকা, সংঘাদিশেষ ও পাচিত্তিয় এই ত্রিবিধ আপত্তির মধ্যে কোনটি হবে নিশ্চয়তা নাই বিধায় অনিয়ত কিংবা অনিশ্চিত, অনির্দিষ্ট। যদি কোনো বিশ্বাসিনী উপাসিকা কিংবা আর্যশ্রাবিকা একজন ভিক্ষু একজন স্ত্রীলোকের সহিত প্রতিচ্ছন্ন (গোপন) এক স্থানে বসে বা শুয়ে থাকতে দেখে সেই ভিক্ষুকে পারাজিকা, সংঘাদিশেষ এবং পাচিত্তিয় এই তিন প্রকার আপত্তির মধ্যে যেকোনোটির দ্বারা আপত্তি প্রদর্শন করে সাক্ষ্যাদি প্রমাণ প্রদান করলে, সেই ভিক্ষু আর্যশ্রাবিকা উপাসিকার সাক্ষ্যানুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হবেন। এই অর্থে ইহাকে অনির্দিষ্ট বা অনিয়ত আপত্তি বলে।

সেরূপ সাংসারিক সম্বন্ধযুক্ত কথাবার্তা বলছিলেন; সময়-জ্ঞানহীনভাবে ধর্ম আলোচনা করছিলেন।

সে সময়ে মিগারমাতা বিশাখা বহুসংখ্যক নিরোগী পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি নিয়ে উত্তম-মঙ্গলসম্পন্না ছিলেন। লোকেরা কোনো দানানুষ্ঠান, আবাহ-বিবাহ, এবং পূর্ণিমা প্রবারণাদি উৎসবে 'ইনি পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনিদেরকে নিয়ে সমান-আয়ুসম্পন্না হয়ে রোগহীন হয়ে অবস্থান করুক" এরূপ কামনা করে মিগারমাতা বিশাখাকে সকলের পূর্বে ভোজন করাতেন।

অনন্তর মিগারমাতা বিশাখা কোনো এক উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে সেই গৃহীকুলে গিয়েছিলেন। মিগারমাতা বিশাখা আয়ুষ্মান উদায়ীকে চক্ষে-কর্ণে দেখা-শুনা যায় না এমন নির্জন প্রতিচ্ছন্ন এবং অসদ্ধর্ম সেবনের উপযুক্ত স্থানে উক্ত কুমারীর সহিত একাসনে বসে থাকতে দেখলেন। দেখে আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, ইহা আপনার পক্ষে অনুপযুক্ত, অননুরূপ যে, আর্য স্ত্রীলোকের সহিত চক্ষে-কর্ণে দেখা-শুনা যায় না এমন নীরব, গোপন এবং মৈথুন সেবনের উপযোগী স্থানে একাসনে বসে থাকা ইহা আপনার পক্ষে মোটেও উচিত নহে। ভন্তে, আর্য আপনার এ ধরনের আচরণ মোটেও হিতকর নহে। বরঞ্চ তৎদ্বারা সদ্ধর্মেরই পরিহানি হবে। অধিকন্তু প্রসন্ন ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন জনসাধরণ অপ্রসন্ন ও অশ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে পড়বেন।" মৃগার মাতা বিশাখার এরূপ কথায় আয়ুষ্মান উদায়ী কোনোরূপ দৃষ্টি ও মনোযোগ দিলেন না এবং তা গ্রহণও করলেন না।

অনন্তর মিগারমাতা বিশাখা সেখান হতে প্রস্থান করে ভিক্ষুদেরকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরা ইহা শুনে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, "কেন আয়ুষ্মান উদায়ী স্ত্রীলোকের সহিত চক্ষে-কর্ণে দেখা-শুনা যায় না এমন নির্জন, গোপন ও অসদ্ধর্ম সেবনের উপযুক্ত স্থানে একাসনে বসে বাক্য আলাপ করছেন?" তখন সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উদায়ীকে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে, ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলেন। ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপ জিজ্ঞাসা করবেন, "হে উদায়ী, ইহা কি সত্য যে, তুমি স্ত্রীলোকের সহিত চক্ষে-কর্ণে দেখা-শুনা যায় না এমন নির্জন, গোপন এবং মৈথুন সেবনের উপযোগী স্থানে একাসনে বসে বাক্য আলাপ করেছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

তখন ভগবান ইহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বললেন, "হে

মোঘপুরুষ, কী করে তুমি স্ত্রীলোকের সাথে চক্ষে-কর্ণে দেখা-শুনা যায় না এমন নীরব, প্রতিচ্ছন্ন এবং অসদ্ধর্ম সেবনের উপযুক্ত স্থানে একাসনে বসে বাক্য আলাপ করতে পারলে? হে মোঘপুরুষ, তোমার এ প্রকারের হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, মোঘপুরুষ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।"

অতঃপর ভগবান উদায়ীকে বিবিধ প্রকারে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত মঙ্গলজনক। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের নিমিত্তে এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করতেছি :

৪৪৪. "যো পন ভিকখু মাতুগামেন সদ্ধিং একো একায রহো পটিচ্ছন্নে আসনে অলংকম্মনিযে নিসজ্জং কপ্পেয্য, তমেনং সদ্ধেয্যৰচসা উপাসিকা দিস্বা তিণ্ণং ধম্মানং অঞ্ঞতরেন ৰদেয্য—পারাজিকেন ৰা সঙ্ঘাদিসেসেন ৰা পাচিত্তিযেন ৰা, নিসজ্জং ভিকখু পটিজানমানো তিণ্ণং ধম্মানং অঞ্ঞতরেন কারেতব্বো—পারাজিকেন ৰা সঙ্ঘাদিসেসেন ৰা পাচিত্তিযেন ৰা যেন ৰা সা সদ্ধেয্যৰচসা উপাসিকা ৰদেয্য, তেন সো ভিকখু কারেতব্বো। অযং ধম্মো অনিযতো"তি।

অনুবাদ : "যদি কোনো ভিক্ষু কোনো স্ত্রীলোকের সহিত চক্ষে-কর্ণে দেখতে কিংবা শুনতে অসমর্থ এমন কোলাহলবিহীন, প্রতিচ্ছন্ন (গোপন), অসদ্ধর্ম সেবনের উপযোগী স্থানে কিংবা নীরব গৃহাভ্যন্তরে একাসনে উপবেশন করলে অথবা শুয়ে থাকলে, এমতাবস্থায় কোনো স্রোতাপন্ন

আর্যশ্রাবিকা উপাসিকা তা দেখে 'পারাজিকা' 'সংঘাদিশেষ' এবং 'পাচিত্তিয়' এই ত্রিবিধ আপত্তির মধ্যে যেকোনোটির দ্বারা সাক্ষ্যপ্রমাণাদি প্রদান করে, তাহলে সেই আর্যশ্রাবিকা উপাসিকার বিধানানুযায়ী সেই ভিক্ষু অপরাধী বলে দোষী সাব্যস্ত হবে। ইহাই অনিয়ত আপত্তি নামে অভিপ্রেত।"

৪৪৫. **'যো পনাতি'** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

'ভিক্খূতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

'মাতুগামো' অর্থে যক্ষিনী, প্রেত্নী কিংবা পশু-পক্ষী তির্যক জাতীয়া স্ত্রী নহে; এখানে মনুষ্য স্ত্রীলোকই অভিপ্রেত। এমনকি মাংসপিণ্ডের ন্যায় সদ্যজাত ছোট্ট বালিকা[1]ও।

'একো একাযাতি' বলতে যদি একজন ভিক্ষু এবং একজন স্ত্রীলোক হয়।

'রহো' অর্থে চক্ষুদৃষ্টির অগোচর এবং শ্রুত শক্তির অগোচর অর্থাৎ চক্ষে-কর্নে দেখা-শুনা যায় না, এরূপ বুঝায়। 'চক্ষুদৃষ্টির অগোচর' বলতে চক্ষু বা চক্ষুদৃষ্টি দ্বারা দেখতে অক্ষম কিংবা শির উত্তোলন দ্বারাও দেখতে সমর্থ নহে বুঝায়। 'শ্রুতশক্তির অগোচর' অর্থে স্বাভাবিকভাবে যে কথাবার্তার শব্দ তা শুনতে অসমর্থ।

'পটিচ্ছন্নং' বলতে দেয়াল, দরজা, তৃণনির্মিত মাদুরের বেড়া, পর্দা-দেয়াল, বৃক্ষ, স্তম্ভ কিংবা গাছের বাকল দ্বারা নির্মিত প্রাচীর ইত্যাদি যেকোনো প্রতিচ্ছন্ন বা গোপন এমন স্থানকে বুঝায়।

'অলংকম্মনিযেতি' অর্থে মৈথুনধর্ম বা অসদ্ধর্ম সেবন করতে সক্ষম হয়।

'নিসজ্জং কপ্পেয্যাতি' বলতে স্ত্রীলোক উপবিষ্টাবস্থায় এবং ভিক্ষু শায়িত বা বসাবস্থায়; ভিক্ষু উপবিষ্টাবস্থায় এবং স্ত্রীলোক শায়িত বা বসাবস্থায় বুঝায়। অথবা ভিক্ষু ও স্ত্রীলোক উভয়ে বসা কিংবা শোয়া অবস্থা।

'সদ্দেয্যবচসা' বলতে প্রবল, প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্না উপাসিকার বাক্যকে বুঝায়। যিনি স্রোতাপত্তিফলপ্রাপ্ত আর্যশ্রাবিকা; যিনি চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করেছেন; এবং বিনয়-সূত্র-অভিধর্ম এই ত্রিবিধ শিক্ষায় শিক্ষিতা বা ত্রিবিধ বিষয় জ্ঞাতা এবং শাসন-হিতৈষিণী উপাসিকার বচনই অভিপ্রেত।

---

[1]. যদি কোনো ভিক্ষু কামরাগজনিত উত্তেজনায় উক্ত রূপ সদ্যজাত ছোট্ট বালিকার সহিত কায়-স্পর্শাদি করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর 'সংঘাদিশেষ' আপত্তি হয়। এস্থলে ইহাই অভিপ্রেত।

'উপাসিকা' বলতে বুদ্ধের শরণ গ্রহণকারিণী, ধর্মের শরণ গ্রহণকারিণী এবং সংঘের শরণ গ্রহণকারিণীকে বুঝায়।

'দিস্বাতি' অর্থে আর্যশ্রাবিকা উপাসিকা ভিক্ষু ও স্ত্রীলোককে একাসনে বসে থাকতে দেখে।

'তিন্নং ধম্মানং অঞ্ঞতরেন বদেয্য' বলতে কোনো বিশ্বাসিনী আর্যশ্রাবিকা উপাসিকা একজন ভিক্ষু এবং একজন স্ত্রীলোককে একস্থানে বসে থাকতে দেখে 'পারাজিকা' 'সংঘাদিশেষ' ও 'পাচিত্তিয়' এই ত্রিবিধ আপত্তি বা দোষের মধ্যে যেকোনো একটি আপত্তি প্রদর্শন করে সাক্ষ্য প্রমাণ করে, তাহলে সেই আর্যশ্রাবিকা উপাসিকার কথানুযায়ী উক্ত ত্রিবিধ আপত্তির যেকোনো একটি আপত্তিদ্বারা দোষী সাব্যস্ত করে, সেই ভিক্ষুর বিনয়ানুসারে প্রতিকার করা কর্তব্য। এখানে ইহাই জ্ঞাতব্য।

৪৪৬. ১. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি উপবিষ্ট অবস্থায় আর্যকে (ভিক্ষুকে) স্ত্রীলোকের সহিত মৈথুন সেবন করতে দেখেছি।" তখন সেই আর্যশ্রাবিকার সাক্ষ্যানুযায়ী সেই ভিক্ষু দোষী বলে গণ্য হবে।

২. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি উপবিষ্ট অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মৈথুন সেবন করতে দেখেছি।" তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : "সত্যই আমি উপবিষ্ট ছিলাম বটে; তবে আমি মৈথুন সেবন করি নাই।" তখন সেই আর্যশ্রাবিকার কথানুযায়ী সত্যতা যাচায়ে যদি উক্ত ভিক্ষু উপবিষ্ট হয়, তাহলে উপবিষ্ট-হেতু সেই ভিক্ষু 'পাচিত্তিয়' আপত্তিতে দোষী বলে গণ্য হবে।

৩. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি উপবিষ্ট অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মৈথুন সেবন করতে দেখেছি।" তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : "না, আমি উপবিষ্ট ছিলাম না; তবে আমি শুয়ে ছিলাম বটে।" তখন সেই আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু শায়িত হয়, তাহলে শায়িত-হেতু সেই ভিক্ষু 'পাচিত্তিয়' অপরাধী বলে গণ্য হবে।

৪. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি উপবিষ্ট অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মৈথুন সেবন করতে দেখেছি।" তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : "না, আমি উপবিষ্ট ছিলাম না; তবে আমি দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলাম।" তখন সেই সেই আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু দণ্ডায়মান হয়, তাহলে দণ্ডায়মান-হেতু

কোনোরূপ অপরাধী নহে বলে গণ্য হবে।

৪৪৭. ১. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি শায়িত অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মৈথুন সেবন করতে দেখেছি।" তখন সেই আর্যশ্রাবিকার সাক্ষ্যানুযায়ী সেই ভিক্ষু দোষী বলে গণ্য হবে।

২. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি শায়িত অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মৈথুন সেবন করতে দেখেছি।" তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : সত্যই আমি শায়িত অবস্থায় ছিলাম বটে; তবে আমি মৈথুন সেবন করি নাই।" তখন উক্ত আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু শায়িত হয়, তাহলে শায়িত-হেতু সেই ভিক্ষু 'পাচিত্তিয়' অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

৩. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি শায়িত অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মৈথুন সেবন করতে দেখেছি।" তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : "না, আমি শায়িত অবস্থায় ছিলাম না; কিন্তু আমি উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম।" তখন উক্ত আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু উপবিষ্ট হয়, তাহলে উপবিষ্ট-হেতু 'পাচিত্তিয়' অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

৪. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি শায়িত অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মৈথুন সেবন করতে দেখেছি।" তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : "না, আমি শায়িত অবস্থায় ছিলাম না; তবে আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলাম।" তখন উক্ত আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু দণ্ডায়মান হয়, তাহলে দণ্ডায়মান-হেতু কোনোরূপ দোষী হবে না।

৪৪৮. ১. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি উপবিষ্ট অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সহিত কায়সংসর্গে সমর্পিত হতে দেখছি।" তখন উক্ত আর্যশ্রাবিকার সাক্ষানুযায়ী সেই ভিক্ষু দোষী বলে সাব্যস্ত হবে।

২. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি শায়িত অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কায়সংসর্গ করতে দেখেছি।" তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : "সত্যই আমি উপবিষ্টাবস্থায় ছিলাম বটে; কিন্তু আমি কায়সংসর্গে সমর্পিত হই নাই।" তখন উক্ত আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু উপবিষ্ট হয়, তাহলে উপবিষ্ট-হেতু 'পাচিত্তিয়' দোষী বলে গণ্য হবে।

৩. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি শায়িত অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কায়সংসর্গ করতে দেখেছি।” তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : “না, আমি উপবিষ্ট ছিলাম না; তবে আমি শায়িত অবস্থায় ছিলাম। তখন উক্ত আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু শায়িত হয়, তাহলে শায়িত-হেতু ‘পাচিত্তিয়’ অপরাধে গণ্য হবে।

৪. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি শায়িত অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কায়সংসর্গ করতে দেখেছি।” তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : “না, আমি উপবিষ্টাবস্থায় ছিলাম না; তবে আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলাম।” তখন উক্ত আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু দণ্ডায়মান হয়, তাহলে দণ্ডায়মান-হেতু কোনো প্রকার দোষী হবে না।”

৫. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি শায়িত আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কায়সংসর্গ করতে দেখেছি।” তখন উক্ত আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু উপবিষ্ট হয়, তাহলে উপবিষ্ট-হেতু ‘পাচিত্তিয়’ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

৬. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি শায়িত আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কায়সংসর্গ করতে দেখেছি।” তখন সেই ভিক্ষু এরূপ প্রকাশ করতে পারে—“সত্যই আমি শায়িত ছিলাম বটে; কিন্তু আমি কায়সংসর্গে সমর্পিত হই নাই।” তখন উক্ত আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু শায়িত হয়, তাহলে শায়িত-হেতু ‘পাচিত্তিয়’ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

৭. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি শায়িত আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কায়সংসর্গ করতে দেখেছি।” তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : “না, আমি শায়িতাবস্থায় ছিলাম না; তবে উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম।” তখন উক্ত আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু উপবিষ্ট হয়, তাহলে উপবিষ্ট-হেতু ‘পাচিত্তিয়’ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

৮. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি শায়িত আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কায়সংসর্গ করতে দেখেছি।” তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : “না, আমি শায়িতাবস্থায় ছিলাম না; কিন্তু আমি দণ্ডায়মান ছিলাম বটে। তাহলে দণ্ডায়মান-হেতু কোনো প্রকার দোষী হবে না।”

৪৪৯. ১. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি আর্যকে দেয়ালাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত নির্জন, গোপন, মৈথুন সেবনের উপযুক্ত এবং চক্ষে-কর্ণে দেখা-শুনা যায় না, এমন স্থানে স্ত্রীলোকের সহিত উপবিষ্ট অবস্থায় দেখেছি।" তখন সেই আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুযায়ী সেই ভিক্ষু উপবিষ্ট হয়, তাহলে উপবিষ্ট-হেতু 'পাচিত্তিয়' আপত্তিতে দোষী বলে সাব্যস্ত হবে।

২. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি আর্যকে দেয়ালাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত নির্জন, গোপন, মৈথুন সেবনের উপযুক্ত এবং চক্ষে-কর্ণে দেখা-শুনা যায় না, এমন স্থানে স্ত্রীলোকের সহিত উপবিষ্টাবস্থায় দেখেছি।" তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : "না, আমি উপবিষ্ট ছিলাম না; তবে আমি শায়িতাবস্থায় ছিলাম।" তখন উক্ত আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু শায়িত হয়, তাহলে শায়িত-হেতু 'পাচিত্তিয়' অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

৩. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি আর্যকে দেয়ালাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত নির্জন গোপন, মৈথুন সেবনের উপযুক্ত এবং চক্ষে-কর্ণে দেখা-শুনা যায় না, এমন স্থানে স্ত্রীলোকের সহিত উপবিষ্টাবস্থায় দেখেছি।" তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে যে—"না, আমি উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম না; তবে আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলাম।" তখন উক্ত আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু দণ্ডায়মান হয়, তাহলে দণ্ডায়মান-হেতু কোনো প্রকার অপরাধী হবে না।

৪৫০. ১. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি আর্যকে চক্ষে-কর্ণে দেখা-শোনা যায় না, এমন নির্জন প্রতিচ্ছন্ন এবং অসদ্ধর্ম সেবনের উপযুক্ত স্থানে স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে শায়িত অবস্থায় দেখেছি।" তখন উক্ত আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু শায়িত হয়, তাহলে শায়িত-হেতু 'পাচিত্তিয়' আপত্তিতে দোষী বলে সাব্যস্ত হবে।

২. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি আর্যকে চক্ষে-কর্ণে দেখা-শোনা যায় না, এমন নির্জন প্রতিচ্ছন্ন এবং অসদ্ধর্ম সেবনের উপযুক্ত স্থানে স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে শায়িত অবস্থায় দেখেছি।" তখন সেই ভিক্ষু বলতে পারে : "না, আমি শায়িত অবস্থায় ছিলাম না; কিন্তু আমি বসাবস্থায় ছিলাম।" তখন উক্ত আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু উপবিষ্ট হয়, তাহলে উপবিষ্ট-

হেতু 'পাচিত্তিয়' অপরাধী বলে গণ্য হবে।

৩. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি আর্যকে চক্ষে-কর্ণে দেখা-শোনা যায় না, এমন নির্জন প্রতিচ্ছন্ন এবং অসদ্ধর্ম সেবনের উপযুক্ত স্থানে স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে শায়িত অবস্থায় দেখেছি।" তখন সেই ভিক্ষু বলতে পারে : "না, আমি শায়িত অবস্থায় ছিলাম না; তবে আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলাম বটে।" তখন উক্ত আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু দণ্ডায়মান হয়, তাহলে দণ্ডায়মান-হেতু 'পাচিত্তিয়' অপরাধী বলে গণ্য হবে না।

'অনিযতোতি' বলতে 'পারাজিকাপত্তি' 'সংঘাদিশেষাপত্তি' ও 'পাচিত্তিয়াপত্তি' এই ত্রিবিধ আপত্তির মধ্যে কোনোটাই নির্দিষ্ট বা নিশ্চিত নহে বুঝায়।

৪৫১. ১. 'কামাস্বাদজনক কথাবার্তা[1] বলব' এরূপ ভেবে গমন করলে গিয়ে স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসে কথা বলার সময়ে কোনো আর্যশ্রাবিকা দেখে, 'পারাজিকা' 'সংঘাদিশেষ' ও 'পাচিত্তিয়' এই আপত্তি ত্রয়ের মধ্যে তিনি যেটি দ্বারা দোষারোপ করবেন, সেই আপত্তি অনুযায়ী সেই ভিক্ষু দোষী সাব্যস্ত হবে।

২. 'কামাস্বাদজনক কথাবার্তা বলব' এরূপ ভেবে গমন করলে গিয়ে স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে না বসলেও যদি কোনো প্রকার কথা বলাবস্থায় কোনো আর্যশ্রাবিকা দেখে, 'পারাজিকা' 'সংঘাদিশেষ' ও 'পাচিত্তিয়' এই

---

[1]. এখানে সকল প্রকার আপত্তির নিষ্পত্তি এরূপ : কামাস্বাদজনক কথা-বার্তা ইত্যাদি হলো মৈথুন সেবনের ইচ্ছা বা ক্লেশ হতে উৎপন্ন। সেরূপ কাম-তৃষ্ণা নিয়ে কোনো ভিক্ষু স্ত্রীলোকের নিকটে গমনেচ্ছুক হলে, তার 'দুক্কট' আপত্তি হয়। চীবর অন্তর্বাসাদি পরিধান, কটি বন্ধন ইত্যাদিতে প্রয়োগে প্রয়োগে 'দুক্কট'। এরূপে গমন করলে প্রতি পদে পদে 'দুক্কট'। গিয়ে বসলে 'দুক্কট'। তদ্রুপ স্ত্রীলোক এসে বসামাত্রই ভিক্ষুর 'পাচিত্তিয়' আপত্তি। যদি সেই স্ত্রীলোক কোনো করণীয় কার্যে যাবার জন্যে গাত্রোত্থান করে পুনঃপুন বসলে, যতবার বসবে; ততবার ভিক্ষুর 'পাচিত্তিয়'।' কোনো কারণে গিয়ে অন্য সময়ে এসে বসলে, কামাস্বাদ উৎপন্ন হলে 'পাচিত্তিয়'। যদি একসাথে বহুজন স্ত্রীলোক আগমন করে বসলে, তখন সেরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হলে, স্ত্রীলোক গণনায় ভিক্ষুর 'পাচিত্তিয়' আপত্তি হবে। যদি গাত্রোত্থান করে পুনঃপুন বসলে, যতবার বসে; ততবার গণনায় ভিক্ষুর 'পাচিত্তিয়' আপত্তি হবে। এখানে পুনঃপুন গমনাগমন বশে এবং পুনঃপুন উপবেশন বশে আপত্তি নির্দেশ করা হয়েছে। যদি পরিশুদ্ধ চিত্ত নিয়ে গমন করে উপবেশন করলে, সন্নিকটস্থ স্ত্রীলোকের মনে উপবিষ্ট অবস্থায় কামসেবন চিত্ত উৎপন্ন হলে, ভিক্ষুর কোনো প্রকার অপরাধ হবে না। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

আপত্তি ত্রয়ের মধ্যে তিনি যেটি দ্বারা দোষারোপ করবেন, সেই আপত্তি অনুযায়ী উক্ত ভিক্ষু দোষী সাব্যস্ত হবে।

৩. 'কামাস্বাদজনক কথাবার্তা বলব' এরূপ ভেবে গমন করলে গিয়ে স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসে যদি কথা না বলাবস্থায় কোনো আর্যশ্রাবিকা দেখে, 'পারাজিকা' 'সংঘাদিশেষ' ও 'পাচিত্তিয়' এই আপত্তি ত্রয়ের মধ্যে তিনি যেটি দ্বারা দোষারোপ করবেন, সেই আপত্তি অনুযায়ী উক্ত ভিক্ষু দোষী সাব্যস্ত হবে।

৪. 'কামাস্বাদজনক কথাবার্তা বলব' এরূপ ভেবে গমন করলে গিয়ে স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে না বসলে এবং আর্যশ্রাবিকাও যদি ত্রিবিধ আপত্তির মধ্যে যেকোনোটি দ্বারা দোষারোপ না করলে তাহলে কামাস্বাদজনক কথাবার্তা বলার জন্যে গমনজনিত উক্ত ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৫. যদি ভিক্ষু অন্য কোনো কারণে গিয়ে স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসে কথা বলার সময়ে কোনো আর্যশ্রাবিকা দেখে, 'পারাজিকা' 'সংঘাদিশেষ' ও 'পাচিত্তিয়' এই আপত্তি ত্রয়ের মধ্যে তিনি যেটি দ্বারা দোষারোপ করবেন, সেই আপত্তি অনুযায়ী সেই ভিক্ষু দোষী সাব্যস্ত হবে।

৬. ভিক্ষু অন্য কোনো কারণে গিয়ে স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসলেও কোনো প্রকার কথাবার্তা না বলাবস্থায় কোনো আর্যশ্রাবিকা দেখে, 'পারাজিকা' 'সংঘাদিশেষ' ও 'পাচিত্তিয়' এই আপত্তি ত্রয়ের মধ্যে তিনি যেটি দ্বারা দোষারোপ করবেন, সেই আপত্তি অনুযায়ী সেই ভিক্ষু দোষী সাব্যস্ত হবে।

৭. যদি ভিক্ষু অন্য কোনো কারণে গিয়ে স্ত্রীলোকের সহিত একসঙ্গে একাসনে বসে কথা বলার সময়ে কোনো আর্যশ্রাবিকা দেখে, ত্রিবিধ আপত্তির মধ্যে কোনোটি দ্বারা দোষারোপ না করলেও একাসনে বসে কথা বলার কারণে ভিক্ষুর 'পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

৮. যদি ভিক্ষু কামাস্বাদজনক কথাবার্তা বলার চিত্ত না নিয়ে অন্য কোনো কারণে গমন করে কামচিত্ত নিয়ে একসঙ্গে একাসনে না বসে অন্য কারণে (ধর্মদেশানাদি করার নিমিত্তে) বসলে এবং কোনো আর্যশ্রাবিকা উপাসিকা দেখে 'পারাজিকা' 'সংঘাদিশেষ' ও 'পাচিত্তিয়' এই আপত্তি ত্রয়ের মধ্যে কোনোটি দ্বারা দোষী সাব্যস্ত না করলে ভিক্ষুর কোনো প্রকার আপত্তি হবে না।

[প্রথম অনিয়ত শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

২. দুতিয় অনিযত সিক্খাপদং

(দ্বিতীয় অনিয়ত শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৪৫২. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর সন্নিকটে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবন বিহারে বাস করছিলেন। ঐ সময়ে আয়ুষ্মান উদায়ী "ভগবান কর্তৃক চক্ষে-কর্ণে দেখা যায় না, শুনা যায় না, এমন নির্জন গোপনীয় অথবা অসদ্ধর্ম সেবনের উপযুক্ত স্থানে স্ত্রীলোকের সহিত একসঙ্গে একাসনে উপবেশন না করার জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে" এরূপ ভেবে পূর্বের সেই কুমারীর সহিত নির্জন অথচ মৈথুন সেবনের অযোগ্য এমন স্থানে দুইজনে বসে সাংসারিক কথাবার্তা বলছিলেন; ধর্মালোচনা করছিলেন। দ্বিতীয়বারও মিগারমাতা বিশাখা উপাসিকা নিমন্ত্রিত হয়ে সেই গৃহে গমন করলে তাদের উভয়কে সেরূপ অবস্থায় বসে থাকতে দেখলেন। দেখে আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, ইহা আপনার পক্ষে অননুরূপ, অনুপযুক্ত যে—আর্য নির্জন অথচ মৈথুন সেবনের অযোগ্য এমন স্থানে স্ত্রীলোকের সহিত উপবেশন করা। আপনার পক্ষে এইকার্য করা মোটেও গ্রহণযোগ্য নহে। ভন্তে, আপনার ঐ প্রকারের হীনাচরণ মোটেও কল্যাণকর নহে। বরং এ ধরনের আচরণে সদ্ধর্মেরই অকল্যাণ হবে। অধিকন্তু শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্নতাসম্পন্ন জনগণ অপ্রসন্ন ও শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়বেন।" মিগার মাতা বিশাখার এই কথায় আয়ুষ্মান উদায়ী কোনোরূপ দৃষ্টি দিলেন না; মনোযোগী হলেন না এবং তা গ্রহণও করলেন না।

অতঃপর মৃগার মাতা বিশাখা সেখান হতে প্রস্থান করে ভিক্ষুদেরকে এ বিষয়ে প্রকাশ করলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরা ইহা শুনে এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগলেন, "কেন আয়ুষ্মান উদায়ী স্ত্রীলোকের সহিত নির্জন অথচ মৈথুন সেবনের অযোগ্য স্থানে উপবেশন করবে?" তখন সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উদায়ীকে অনেক প্রকারে নিন্দা করে ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলেন। ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যই কি উদায়ী, তুমি নাকী স্ত্রীলোকের সঙ্গে নির্জন অথচ মৈথুন সেবনের অযোগ্য এমন স্থানে উপবেশন করেছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

তখন ভগবান ইহা অত্যন্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বললেন, “হে মূর্খ, কীরূপে তুমি স্ত্রীলোকের সহিত নির্জন স্থানে বসতে পারলে? হে মূর্খ, তোমার এ প্রকারের অন্যায় আচরণ অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, মোঘপুরুষ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।”

অতঃপর ভগবান উদায়ীকে বিবিধ প্রকারে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত মঙ্গলজনক। সে কারণে হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের জন্যে এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৪৫৩. “ন হেৰ খো পন পটিচ্ছন্নং আসনং হোতি নালং কম্মনিযং, অলঞ্চ খো হোতি মাতুগামং দুট্ঠুল্লাহি ৰাচাহি ওভাসিতুং। যো পন ভিকখু তথারূপে আসনে মাতুগামেন সদ্ধিং একো একায রহো নিসজ্জং কপ্পেয্য, তমেনং সদ্ধেয্যৰচসা উপাসিকা দিস্বা দ্বিন্নং ধম্মানং অঞ্ঞতরেন ৰদেয্য—সঙ্ঘাদিসেসেন ৰা পাচিত্তিযেন ৰা। নিসজ্জং ভিকখু পটিজানমানো দ্বিন্নং ধম্মানং অঞ্ঞতরেন কারেতব্বো—সঙ্ঘাদিসেসেন ৰা পাচিত্তিযেন ৰা। যেন ৰা সা সদ্ধেয্যৰচসা উপাসিকা ৰদেয্য তেন সো ভিকখু কারেতব্বো। অযম্পি ধম্মো অনিযতো”তি।

অনুবাদ : “যেই স্থান দরজা-জানালা, পর্দা-বেড়া বা দেয়ালাদি প্রাচীর দ্বারা প্রতিচ্ছন্ন (গোপন) নহে, অসদ্ধর্ম (মৈথুন) সেবনের পক্ষে অযোগ্য কিন্তু কোলাহলহীন, নির্জন শুধুমাত্র স্ত্রীলোকের সঙ্গে কামাস্বাদমূলক বা গুহ্য-

প্রস্রাবাদি দ্বার সম্পর্কে কথা বলার অবকাশ থাকে, তেমন নির্জন স্থানে যদি কোনো ভিক্ষু কোনো স্ত্রীলোকের সহিত মৈথুন আস্বাদ-হেতু বসে থাকলে, সেই অবস্থায় কোনো স্রোতাপন্না আর্যশ্রাবিকা উপাসিকা তা দেখে, 'সংঘাদিশেষ' 'পাচিত্তিয়' এই দ্বিবিধ আপত্তির মধ্যে যেকোনোটির দ্বারা সাক্ষ্য-প্রমাণাদি প্রদান করে, তাহলে সেই আর্যশ্রাবিকা উপাসিকার প্রমাণানুযায়ী সেই ভিক্ষু অপরাধী বলে দোষী সাব্যস্ত হবে। ইহাকেও অনিয়ত আপত্তি বলে।

৪৫৪. **'নহেব খো পন পটিচ্ছন্নং আসনং হোতীতি'** বলতে দরজা-জানালা, দেয়ালাদি প্রাচীর, তৃণ-নির্মিত মাদুরের বেড়া, গাছের ছাল দ্বারা নির্মিত বেড়া, পর্দা-দেয়াল অথবা বৃক্ষ বা যেকোনো স্তম্ভ ইত্যাদি যা দ্বারা অপ্রতিচ্ছন্ন বা গোপন নহে এমন স্থান বুঝায়।

'নালং কম্মনিযন্তি' বলতে অসদ্ধর্ম বা মৈথুন সেবন করতে সক্ষম নহে।

'অলঞ্চ খো হোতি মাতুগামং দুট্ঠুল্লাহি বাচাহি ওভাসিতুন্তি' বলতে কেবল স্ত্রীলোককে গুহ্যদ্বার, যোনি দ্বারাদি মৈথুন সম্বন্ধীয় কথাবার্তা বলতে সক্ষম এমন অবকাশকে বুঝায়।

'যো পনাতি' অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

'ভিক্খূতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

'তথারূপে আসনেতি' বলতে তাদৃশ আসনে বা সেরূপ স্থানে।

'মাতুগামো' বলতে যক্ষী, প্রেত্নী বা পশু-পক্ষী জাতীয় স্ত্রী নহে; এখানে মনুষ্য জাতীয়া স্ত্রীলোককে বুঝায়। এমনকি সুভাসিত-দুর্ভাসিত, ন্যায়-অন্যায় ও গুহ্য মার্গ, প্রস্রাবমার্গ এবং মৈথুন সেবনবিষয়ক সম্পর্কে ভালো-মন্দ কথা বুঝার বা জ্ঞাত হওয়ার সমর্থ এমন কম বয়সী বালিকাও বুঝায়।

'সদ্ধিন্তি' অর্থে একসঙ্গে, একসাথে বুঝায়।

'একো একাযাতি' অর্থে একজন ভিক্ষু ও একজন স্ত্রীলোক।

'রহো' অর্থে চক্ষুদৃষ্টির অগোচর এবং শ্রুতশক্তির অগোচর অর্থাৎ চক্ষে-কর্নে দেখা-শুনা যায় না, এরূপ বুঝায়। 'চক্ষুদৃষ্টির অগোচর' বলতে চক্ষু বা চক্ষুদৃষ্টি দ্বারা দেখতে অক্ষম কিংবা শির উত্তোলন দ্বারাও দেখতে সমর্থ নহে বুঝায়। 'শ্রুতশক্তির অগোচর' অর্থে স্বাভাবিকভাবে যে কথাবার্তার শব্দ তা শুনতে অসমর্থ।

'পটিচ্ছন্নং' বলতে দেয়াল, দরজা, তৃণনির্মিত মাদুরের বেড়া, পর্দা-দেয়াল, বৃক্ষ, স্তম্ভ কিংবা গাছের বাকল দ্বারা নির্মিত প্রাচীর ইত্যাদি যেকোনো

প্রতিচ্ছন্ন বা গোপন এমন স্থানকে বুঝায়।

‘অলংকম্মনিযেতি’ অর্থে মৈথুনধর্ম বা অসদ্ধর্ম সেবন করতে সক্ষম হয়।

‘নিসজ্জং কপ্পেয্যাতি’ বলতে স্ত্রীলোক উপবিষ্টাবস্থায় এবং ভিক্ষু শায়িত বা বসাবস্থায়; ভিক্ষু উপবিষ্টাবস্থায় এবং স্ত্রীলোক শায়িত বা বসাবস্থায় বুঝায়। অথবা ভিক্ষু ও স্ত্রীলোক উভয়ে বসা কিংবা শুয়া অবস্থা।

‘সদ্ধেয্যবচসা’ বলতে প্রবল, প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্না উপাসিকার বাক্যকে বুঝায়। যিনি স্রোতাপত্তিফলপ্রাপ্ত আর্যশ্রাবিকা; যিনি চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করেছেন; এবং বিনয়-সূত্র-অভিধর্ম এই ত্রিবিধ শিক্ষায় শিক্ষিতা বা ত্রিবিধ বিষয় জ্ঞাতা এবং শাসন-হিতৈষিণী উপাসিকার বচনই অভিপ্রেত।

‘উপাসিকা’ বলতে বুদ্ধের শরণ গ্রহণকারিণী, ধর্মের শরণ গ্রহণকারিণী এবং সংঘের শরণ গ্রহণকারিণীকে বুঝায়।

‘দিস্বাতি’ অর্থে আর্যশ্রাবিকা উপাসিকা ভিক্ষু ও স্ত্রীলোককে একাসনে বসে থাকতে দেখে।

‘দিন্নং ধম্মানং অঞ্ঞতরেন বদেয্য’ বলতে কোনো বিশ্বাসিনী আর্যশ্রাবিকা উপাসিকা একজন ভিক্ষুকে একজন স্ত্রীলোকের সহিত একস্থানে বসে থাকতে দেখে, ‘সংঘাদিশেষ’ বা ‘পাচিত্তিয়’ এই আপত্তিদ্বয়ের মধ্যে যেকোনো একটি আপত্তি দেখায়ে সাক্ষ্যাদি প্রমাণ করে, তাহলে সেই আর্যশ্রাবিকা উপাসিকা বিধানানুযায়ী উক্ত দ্বিবিধ আপত্তির যেকোনো একটি আপত্তি দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করে, সেই ভিক্ষুর বিনয়ানুসারে প্রতিকার করা কর্তব্য। এখানে ইহাই অভিপ্রেত।

৪৫৫. ১. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি উপবিষ্ট অবস্থায় আর্যকে (ভিক্ষুকে) স্ত্রীলোকের সহিত কায়সংস্পর্শে সমর্পিত হতে দেখেছি।” তখন সেই আর্যশ্রাবিকার সাক্ষ্যানুসারে সেই ভিক্ষু অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

২. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি উপবিষ্ট অবস্থায় আর্যকে (ভিক্ষুকে) স্ত্রীলোকের সহিত কায়সংস্পর্শে সমর্পিত হতে দেখেছি।” তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে—“সত্যই আমি উপবিষ্ট ছিলাম বটে; কিন্তু আমি কায়সংস্পর্শে রত হই নাই। তখন সেই আর্যশ্রাবিকা প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু উপবিষ্ট হয়, তাহলে উপবিষ্ট-হেতু সেই ভিক্ষু ‘পাচিত্তিয়’ আপত্তিতে দোষী সাব্যস্ত হবে।

৩. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি উপবিষ্ট অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সহিত কায়সংস্পর্শে সমর্পিত হতে দেখেছি।”

তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : “না, আমি উপবিষ্ট ছিলাম না; তবে আমি শায়িতাবস্থায় ছিলাম।” তখন সেই আর্যশ্রাবিকার সাক্ষ্য-প্রমাণানুযায়ী সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু শায়িত হয়, তাহলে শায়িত-হেতু সেই ভিক্ষু ‘পাচিত্তিয়’ আপত্তিতে দোষী সাব্যস্ত হবে।

৪. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি উপবিষ্ট অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সহিত কায়সংস্পর্শে সমর্পিত হতে দেখেছি।” তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : “না, আমি উপবিষ্ট ছিলাম না; তবে আমি দণ্ডায়মান ছিলাম। তখন সেই আর্যশ্রাবিকার সাক্ষ্য প্রমাণানুযায়ী সত্যতা যাচায়ে যদি উক্ত ভিক্ষু দণ্ডায়মান হয়, তাহলে দণ্ডায়মান-হেতু সেই ভিক্ষু কোনোরূপ অপরাধী হবে না।

৫. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি শায়িত অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সহিত কায়সংস্পর্শে সমর্পিত হতে দেখেছি।” তখন উক্ত আর্যশ্রাবিকার সাক্ষ্যানুযায়ী সেই ভিক্ষু অপরাধী বলে গণ্য হবে।

৬. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি শায়িত অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সহিত কায়সংস্পর্শে সমর্পিত হতে দেখেছি।” তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : “সত্যই আমি শায়িত ছিলাম বটে; তবে কায়সংস্পর্শে সমর্পিত হই নাই।” তখন সেই আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু শায়িত হয়, তাহলে শায়িত-হেতু সেই ভিক্ষু ‘পাচিত্তিয়’ দোষে দোষী বলে গণ্য হবে।

৭. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি শায়িত অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সহিত কায়সংস্পর্শে সমর্পিত হতে দেখেছি।” তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : “না, আমি শায়িতাবস্থায় ছিলাম না; তবে আমি উপবিষ্টাবস্থায় ছিলাম বটে।” তখন সেই আর্যশ্রাবিকার সাক্ষ্য-প্রমাণানুযায়ী সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু উপবিষ্ট হয়, তাহলে উপবিষ্ট-হেতু সেই ভিক্ষু দোষী বলে সাব্যস্ত হবে।”

৮. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি শায়িত অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সহিত কায়সংস্পর্শে সমর্পিত হতে দেখেছি।” তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : “না, আমি শায়িতাবস্থায় ছিলাম না; তবে আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলাম।” তখন সেই আর্যশ্রাবিকার সাক্ষ্য-প্রমাণানুযায়ী সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু দণ্ডায়মান হয়, তাহলে দণ্ডায়মান-হেতু সেই ভিক্ষুর কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৯. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি উপবিষ্ট

অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সহিত গুহ্য-প্রস্রাবমার্গাদি সম্পর্কীত কথা বলতে শুনেছি।” তখন সেই আর্যশ্রাবিকা সাক্ষ্যানুযায়ী সেই ভিক্ষু অপরাধী বলে গণ্য হবে।

১০. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি উপবিষ্ট অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সহিত গুহ্য-প্রস্রাবমার্গাদি সম্পর্কীত কথা বলতে শুনেছি।” তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে—“সত্যই আমি উপবিষ্ট ছিলাম বটে; তবে আমি স্ত্রীলোকের সহিত গুহ্য-প্রস্রাবমার্গাদি সম্পর্কীত কোনো প্রকার কথা বলিনি।” তখন সেই আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুয়ায়ী সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু উপবিষ্ট হয়, তাহলে উপবিষ্ট-হেতু সেই ভিক্ষুর ‘পাচিত্তিয়’ আপত্তি হয়।

১১. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি উপবিষ্ট অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সহিত গুহ্য-প্রস্রাবমার্গাদি সম্পর্কীত কথা বলতে শুনেছি।” তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : “না, আমি উপবিষ্ট ছিলাম না; তবে আমি শায়িতাবস্থায় ছিলাম বটে।” তখন সেই আর্যশ্রাবিকার সাক্ষ্যানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু শায়িত হয়, তাহলে শায়িত-হেতু সেই ভিক্ষু ‘পাচিত্তিয়’ দোষে দোষী বলে গণ্য হবে।

১২. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি উপবিষ্ট অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সহিত গুহ্য-প্রস্রাবমার্গাদি সম্পর্কীত কথা বলতে শুনেছি।” তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : “না, আমি উপবিষ্ট ছিলাম না; তবে আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলাম বটে।” তখন সেই আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুযায়ী সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু দণ্ডায়মান হয়, তাহলে দণ্ডায়মান-হেতু কোনো প্রকার দোষ হবে না।

১৩. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি শায়িত অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সহিত গুহ্য-প্রস্রাবমার্গাদি সম্পর্কীত কথা বলতে শুনেছি।” তখন সেই আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুযায়ী সেই ভিক্ষু অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে।

১৪. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—“আমি শায়িত অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সহিত গুহ্য-প্রস্রাবমার্গাদি সম্পর্কীত কথা বলতে শুনেছি।” তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : “সত্যই আমি শায়িত ছিলাম বটে; তবে আমি স্ত্রীলোকের সহিত গুহ্য-প্রস্রাবমার্গাদি সম্পর্কীত কথা বলি নাই। তখন সেই আর্যশ্রাবিকার সাক্ষ্যানুযায়ী সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু শায়িত হয়, তাহলে শায়িত-হেতু সেই ভিক্ষু ‘পাচিত্তিয়’ আপত্তিতে

আপত্তি প্রাপ্ত হবে।

১৫. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি শায়িত অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সহিত গুহ্য-প্রস্রাবমার্গাদি সম্পর্কীত কথা বলতে শুনেছি।" তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : "না, আমি শায়িত ছিলাম না; তবে আমি উপবিষ্ট ছিলাম বটে।" তখন সেই আর্যশ্রাবিকার সাক্ষ্য-প্রমাণানুযায়ী সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু উপবিষ্ট হয়, তাহলে উপবিষ্ট-হেতু সেই ভিক্ষুর 'পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

১৬. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ প্রকাশ করে যে—"আমি শায়িত অবস্থায় আর্যকে স্ত্রীলোকের সহিত গুহ্য-প্রস্রাবমার্গাদি সম্পর্কীত কথা বলতে শুনেছি।" তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : "না, আমি শায়িত ছিলাম না; তবে আমি দণ্ডায়মান ছিলাম বটে।" তখন সেই আর্যশ্রাবিকার সাক্ষ্যানুযায়ী সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু দণ্ডায়মান হয়, তাহলে দণ্ডায়মান-হেতু সেই ভিক্ষুর কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৪৫৬. ১. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ বলে যে, "আমি আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোলাহলবিহীন নির্জন স্থানে উপবিষ্টাবস্থায় দেখেছি।" তখন সেই আর্যশ্রাবিকার সাক্ষ্যানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু উপবিষ্ট হয়, তাহলে উপবিষ্ট-হেতু সেই ভিক্ষু 'পাচিত্তিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হবে।

২. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ বলে যে, "আমি আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোলাহলবিহীন নির্জন স্থানে উপবিষ্টাবস্থায় দেখেছি।" তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : "না, আমি উপবিষ্ট ছিলাম না; তবে আমি শায়িত ছিলাম বটে।" তখন সেই আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুসারে সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু শায়িত হয়, তাহলে শায়িত-হেতু সেই ভিক্ষু 'পাচিত্তিয়' আপত্তিতে দোষী বলে গণ্য হবে।

৩. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ বলে যে, "আমি আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোলাহলবিহীন নির্জন স্থানে উপবিষ্টাবস্থায় দেখেছি।" তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : "না, আমি উপবিষ্ট ছিলাম না; তবে আমি দণ্ডায়মান ছিলাম বটে।" তখন সেই আর্যশ্রাবিকার প্রমাণানুযায়ী সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু দণ্ডায়মান হয়, তাহলে দণ্ডায়মান-হেতু সেই ভিক্ষুর কোনো প্রকার আপত্তি হয় না।

৪. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ বলে যে, "আমি আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোলাহলবিহীন নির্জন স্থানে শায়িতবস্থায় দেখেছি।" তখন সেই আর্যশ্রাবিকার সাক্ষ্য-প্রমাণানুযায়ী সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু শায়িত হয়,

তাহলে শায়িত-হেতু সেই ভিক্ষু ‘পাচিত্তিয়’ আপত্তিতে দোষী বলে সাব্যস্ত হবে।

৫. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ বলে যে, “আমি আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোলাহলবিহীন নির্জন স্থানে শায়িতাবস্থায় দেখেছি।” তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : “না, আমি শায়িত ছিলাম না; আমি উপবিষ্ট ছিলাম বটে।” তখন সেই আর্যশ্রাবিকার সাক্ষ্য-প্রমাণানুযায়ী সত্যতা যাচায়ে যদি সেই ভিক্ষু উপবিষ্ট হয়, তাহলে উপবিষ্ট-হেতু উক্ত ভিক্ষু ‘পাচিত্তিয়’ অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে।

৬. যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা এরূপ বলে যে, “আমি আর্যকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোলাহলবিহীন নির্জন স্থানে শায়িতাবস্থায় দেখেছি।” তখন সেই ভিক্ষু এরূপ বলতে পারে : “না, আমি শায়িত ছিলাম না; তবে আমি দণ্ডায়মান ছিলাম বটে।” তখন সেই আর্যশ্রাবিকার সাক্ষ্য প্রমাণানুযায়ী সত্যতা যাচায়ে যদি উক্ত ভিক্ষু দণ্ডায়মান হয়, তাহলে দণ্ডায়মান-হেতু সেই ভিক্ষুর কোনোরূপ অপরাধ হয় না।

‘অযম্পীতি’ বলতে পূর্বাপর বর্ণিত বিষয়সমূহকে বুঝায়।

‘অনিয়তোতি’ বলতে ‘সংঘাদিশেষ’ বা ‘পাচিত্তিয়’ এই দ্বিবিধ আপত্তির মধ্যে কোনোটি নির্দিষ্ট নহে বুঝায়।

৪৫৭. ১. ‘কামাস্বাদজনক কথাবার্তা বলব’ এরূপ ভেবে গমন করলে গিয়ে স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসে কথা বলার সময়ে যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা দেখে, ‘সংঘাদিশেষ’ ও ‘পাচিত্তিয়’ এই আপত্তিদ্বয়ের মধ্যে তিনি যেটি দ্বারা দোষারোপ করবেন, সেই আপত্তি অনুযায়ী সেই ভিক্ষু দোষী সাব্যস্ত হবে।

২. ‘কামাস্বাদজনক কথাবার্তা বলব’ এরূপ ভেবে গমন করলে গিয়ে স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসলেও কোনো প্রকার কথা না বলাবস্থায় কোনো আর্যশ্রাবিকা দেখে, ‘সংঘাদিশেষ’ ও ‘পাচিত্তিয়’ এই আপত্তিদ্বয়ের মধ্যে তিনি যেটি দ্বারা দোষারোপ করবেন, সেই আপত্তি অনুযায়ী সেই ভিক্ষু দোষী সাব্যস্ত হবে।

৩. ‘কামাস্বাদজনক কথাবার্তা বলব’ এরূপ ভেবে গমন করলে গিয়ে স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসে কথা বলার সময়ে যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা দেখে, ‘সংঘাদিশেষ’ ও ‘পাচিত্তিয়’ এই আপত্তিদ্বয়ের মধ্যে তিনি কোনোটি দ্বারা দোষারোপ না করলে উপবেশন-হেতু ভিক্ষুর ‘পাচিত্তিয়’ আপত্তি হয়।

৪. ‘কামাস্বাদজনক কথাবার্তা বলব’ এরূপ ভেবে গমন করলে গিয়ে স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে না বসলে এবং আর্যশ্রাবিকাও যদি দ্বিবিধ আপত্তির মধ্যে কোনোটি দ্বারা দোষারোপ না করলে তাহলে কামাস্বাদজনক কথাবার্তা বলার জন্যে গমনজনিত কারণে ভিক্ষুর ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

৫. যদি ভিক্ষু অন্য কোনো কারণে গিয়ে স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসে কথা বলার সময়ে যদি কোনো আর্যশ্রাবিকা দেখে, 'সংঘাদিশেষ' ও 'পাচিত্তিয়' এই আপত্তিদ্বয়ের মধ্যে তিনি যেটি দ্বারা দোষারোপ করবেন, সেই আপত্তি অনুযায়ী সেই ভিক্ষু দোষী সাব্যস্ত হবে।

৬. যদি ভিক্ষু অন্য কোনো কারণে গিয়ে স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসলেও কোনো প্রকার কথাবার্তা না বলাবস্থায় কোনো আর্যশ্রাবিকা দেখে, 'সংঘাদিশেষ' ও 'পাচিত্তিয়' এই আপত্তিদ্বয়ের মধ্যে তিনি যেটি দ্বারা দোষারোপ করবেন, সেই আপত্তি অনুযায়ী সেই ভিক্ষু দোষী সাব্যস্ত হবে।

৭. যদি ভিক্ষু অন্য কোনো কারণে গিয়ে স্ত্রীলোকের সহিত একসঙ্গে একাসনে বসে কথা বলার সময়ে কোনো আর্যশ্রাবিকা দেখে, দ্বিবিধ আপত্তির মধ্যে কোনোটি দ্বারা দোষারোপ না করলেও একাসনে বসে কথা বলার কারণে ভিক্ষুর 'পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

৮. যদি ভিক্ষু কামাস্বাদজনক কথাবার্তা বলার চিত্ত না নিয়ে অন্য কোনো কারণে গমন করে কামচিত্ত নিয়ে একসঙ্গে একাসনে না বসে অন্য কারণে (ধর্মদেশানাদি করার নিমিত্তে) বসলে এবং কোনো আর্যশ্রাবিকা উপাসিকা দেখে, 'সংঘাদিশেষ' ও 'পাচিত্তিয়' এই আপত্তিদ্বয়ের মধ্যে কোনোটি দ্বারা দোষী সাব্যস্ত না করলে ভিক্ষুর কোনো প্রকার আপত্তি হবে না।

[দ্বিতীয় অনিয়ত শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

৪৫৮. "হে আয়ুষ্মানগণ, এখানে দ্বিবিধ অনিয়ত ধর্ম (আপত্তি) উদ্দেশ করা হলো। তাই এখন আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি। ইহাতে আপনারা সকলে পরিশুদ্ধ আছেন কি? দ্বিতীয়বারও এরূপ জিজ্ঞাসা করছি? আপনারা সকলে পরিশুদ্ধ আছেন কি? তৃতীয়বারও এরূপ জিজ্ঞাসা করছি? আপনারা সকলে পরিশুদ্ধ আছেন কি? আপনারা সকলে পরিশুদ্ধ আছেন বিধায় সবাই মৌনতা অবলম্বন করছেন—আমি ইহাই ধারণা করছি।"

তস্সুদ্দান/স্মারক গাথা

ইহাই যথোপযুক্ত ঠিক সেরূপে, তাদৃশ কিন্তু নহে এরূপে,
বুদ্ধশ্রেষ্ঠ কর্তৃক অনিয়ত ধর্ম সুপ্রজ্ঞাপ্তির কারণে।

[অনিয়ত অধ্যায় সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

❋❋❋ ❋❋❋

৪. নিস্‌সগ্গিয় অধ্যায়

১. চীবর বর্গ

১. পঠম কথিন সিক্‌খাপদং

(প্রথম ত্রিচীবর-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা]

[স্থান : বৈশালী]

"হে আয়ুষ্মানগণ, এখন ত্রিশ প্রকার নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয় ধর্ম (আপত্তি) উদ্দেশ আরম্ভ করা হচ্ছে।"

৪৫৯. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর সন্নিকটে গৌতমক নামক চৈত্যে বাস করছিলেন। সে সময়ে ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে শুধুমাত্র ত্রিচীবর পরিভোগই অনুমতি ছিল। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ 'ভগবান ভিক্ষুদের নিমিত্তে শুধুমাত্র ত্রিচীবরই ব্যবহারের অনুজ্ঞা দিয়েছেন' এরূপ জানা সত্ত্বেও অতিরিক্ত[1] একজোড়া ত্রিচীবরে গ্রামে গমন করতেন, অন্য একজোড়া ত্রিচীবরে আরামে অবস্থান করতেন এবং অন্য একজোড়া ত্রিচীবরে স্নান করতেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরা (ইহা জ্ঞাত হয়ে) এ বলে নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ অতিরিক্ত চীবর ধারণ করছেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে বহুভাবে নিন্দা করে ভগবানকে এ বিষয়ে নিবেদন করলেন। ভগবান ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা অতিরিক্ত চীবর ধারণ করছো?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

তখন ভগবান বুদ্ধ ইহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বললেন, "হে মোঘপুরুষেরা, কী হেতু তোমরা অতিরিক্ত চীবর ধারণ করবে? হে মোঘপুরুষেরা, তোমাদের এ ধরনের লোভাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে।

---

[1]. এস্থলে অতিরিক্ত বলতে, যে চীবর বা বস্ত্রখণ্ড বিনয়-কর্ম মতে অধিষ্ঠান বা বিকপ্পন করা হয়নি।

অধিকন্তু, মোঘপুরুষগণ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।"

অতঃপর ভগবান সেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে এরূপে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত কল্যাণজনক। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৪৬০. "যদি কোনো ভিক্ষু ত্রিচীবর ব্যতীত অতিরিক্ত চীবর ধারণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি (অপরাধ) হবে।"

এরূপে ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ভিক্ষুদের জন্যে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল।

[স্থান : সাকেত]

৪৬১. সে সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দের অতিরিক্ত চীবর উৎপন্ন (লাভ) হয়েছিল। আয়ুষ্মান আনন্দ সেই চীবর আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে দিতে ইচ্ছুক হলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র সাকেত নামক প্রদেশে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দের মনে এই চিন্তা উদিত হলো : "ভগবান বিধান দিয়েছেন যে, 'অতিরিক্ত চীবর ব্যবহার করবে না।' এখন আমি এই অতিরিক্ত চীবরখানা পেয়েছি, এই চীবরটি আমি আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে দেওয়ার জন্যে ইচ্ছা পোষণ করছি, কিন্তু এখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র সাকেতে অবস্থান করছেন। অতএব, এখন আমাকে কী করা প্রয়োজন?"

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এ ব্যাপারে জ্ঞাত করলেন। ভগবান বললেন,

“আনন্দ, সারিপুত্র কয়দিন পরে আগমন করবে?” “ভগবান, নয় কিংবা দশ দিন পরে তিনি আসবেন।” তখন ভগবান এই কারণে, এই নিদানে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা (নির্দেশ) করছি যে, দশ দিন পর্যন্ত অতিরিক্ত চীবর ব্যবহার করতে পারবে। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৪৬২. “নিট্ঠিতচীৰরস্মিং ভিক্খুনা উব্ভতস্মিং কথিনে দসাহপরমং অতিরেকচীৰরং ধারেতব্বং। তং অতিক্কামযতো নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয”ন্তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রস্তুত করা শেষ হলে কিংবা চীবর কোনো কারণে চোরাদি কর্তৃক চুরি হলে, কীট-পতঙ্গাদি দ্বারা দংশিত বা খাদিত হলে, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ-হেতু চীবরাদি প্রাপ্তির আশা না থাকলে অথবা ‘কঠিন স্কন্ধে’ বর্ণিত আট প্রকার কঠিন মাতৃকার[1] মধ্যে যেকোনোটি দ্বারা বিনাশ (ধ্বংস) প্রাপ্ত হলে, অনধিষ্ঠিত ও অবিকপ্পিত (ত্যাগ না করে) অতিরিক্ত চীবর দশ দিন যাবৎ ব্যবহার করতে পারবে। যেই ভিক্ষু দশ দিনের অধিক ব্যবহার করবে, সেই ভিক্ষুর ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ আপত্তি হবে।”

৪৬৩. **‘নিট্ঠিতচীবরস্মিন্তি’** বলতে চীবর প্রস্তুত কার্য সমাপ্ত কিংবা চীবর কোনো কারণে চোরাদি দ্বারা চুরি বা অধিকার চ্যুত হলে, পোকা-মাকড়াদি খেয়ে ফেললে বা দংশন করলে অগ্নি দগ্ধ হলে এসব কারণে চীবরপ্রাপ্তির পরিত্যাগকে বুঝায়।

‘উব্ভতস্মিং কথিনেতি’ বলতে আটপ্রকার কঠিন মাতৃকা (মাতিকা) বা প্রধান কারণে যেকোনোটি দ্বারা চীবর বিনষ্ট হলে, সেই চীবর ভিক্ষুসংঘকে, দুই বা তিনজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করে পুনঃ দেশনাদি বিনয়কর্ম সমাপন করে সংঘ কিংবা সেই ভিক্ষুগণ হতে প্রার্থনা করে সেই চীবরটি উদ্ধার করাকে বুঝায়।

‘দসাহপরমন্তি’ বলতে বর্ণিত কারণে চীবর বিনষ্ট হলে, ভিক্ষু দশ দিন যাবৎ অধিষ্ঠান বা বিকপ্পন না করে চীবর ধারণ বা ব্যবহার করতে পারবে।

‘অতিরেক চীবরং’ অর্থে যে সকল চীবর অনধিষ্ঠিত বা অবিকপ্পিত, সে

---

[1]. কঠিন চীবর বিনাশ হবার অষ্টবিধ মাতৃকা বা প্রধান কারণ হল; যথা : ১) প্রস্থানান্তিকা ২) সমাপনান্তিকা, ৩) অসমাপনান্তিকা, ৪) নাশান্তিকা, ৫) শ্রবণান্তিকা, ৬) আশাচ্ছেদিকা, ৭) সীমাতিক্রান্তিকা এবং ৮) সহবিনাশিকা। এই আট প্রকার প্রধান কারণসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা মহাবর্গের ‘কঠিন-স্কন্ধ’-এ দেখুন।

সকল চীবরকে অতিরিক্ত চীবর বলা হয়।

'চীবরং' বলতে ছয় প্রকার চীবরের[1] মধ্যে অন্যতর চীবর, যা বিকপ্পনুপযোগীর (হস্তান্তরযোগ্যের) মধ্যে অন্তিম।

'তং অতিক্কামযতো নিস্সগ্গিযং হোতীতি' বলতে যদি অধিষ্ঠানযোগ্য বস্ত্র বা চীবর পেয়ে কোনো ভিক্ষু দশ দিনের মধ্যে অধিষ্ঠান বা বিকপ্পন (বিসর্জন) কিছুই না করে, তাহলে দশ দিন অতিক্রমের পর এগারদিনের মাথায় অরুণোদয় হলে, 'নিস্সগ্গিয' আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তখন সেই নিস্সগ্গিয চীবরটি সংঘ, গণ (পরিষদ) বা একজন ভিক্ষুর নিকট ত্যাগ করা কর্তব্য।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই পরিত্যাগ করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলাতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই চীবর দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ায় 'নিস্সগ্গিয়' প্রাপ্ত হয়েছে। সেহেতু আমি এই চীবরটি মাননীয় সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

৪৬৪. "মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

৪৬৫. তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই চীবর দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ায় 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমি আয়ুষ্মানগণের নিকট পুনঃ বিসর্জন করছি।" বিসর্জন করার পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। অতঃপর দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত চীবর এভাবেই দিতে হবে :

৪৬৬, "মাননীয় আয়ুষ্মানগণ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই চীবর

---

[1]. ভিক্ষুদের ব্যবহারোপযোগী ছয় প্রকার চীবর হচ্ছে—১) ক্ষোম, ২) কার্পস, ৩) কৌশিক, ৪) কম্বল বা পশমি, ৫) শন, বাল্কল নির্মিত, এবং ৬) ভঙ্গ বা উক্ত পাঁচ প্রকার সুতাদ্বারা নির্মিত চীবর।

অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয়' হওয়ায় আয়ুষ্মানগণের নিকট বিসর্জিত হয়েছে। যদি আয়ুষ্মানগণ যথাযথ সময় মনে করেন, তাহলে আয়ুষ্মানগণ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে দিতে পারেন।"

৪৬৭. অতঃপর আপত্তিগ্রস্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"বন্ধু, আমার এই চীবর দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ায় 'নিস্‌সগ্গিয়' হয়েছে। আমি ইহা আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।" বিসর্জন করার পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। যেই ভিক্ষুর নিকট চীবর বিসর্জন করা হয়েছে, সেই ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। অতঃপর বিসর্জিত চীবর এভাবেই দিতে হবে :

"আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানকে প্রদান করছি।"

৪৬৮. দশ দিন অতিক্রান্তে, দশ দিন অতিক্রান্ত ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। দশ দিন অতিক্রান্তে অতিক্রান্ত কি না সন্দেহবশত 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। দশ দিন অতিক্রান্তে, দশ দিন অনতিক্রান্ত ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। চীবর অধিষ্ঠান না করে অধিষ্ঠান করা হয়েছে বলে ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। চীবর বিকপ্পন না করে বিকপ্পন করা হয়েছে ধারণায়, 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। চীবর বিসর্জন না করে বিসর্জন করা হয়েছে ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। চীবর অনষ্টে নষ্ট, নষ্টে অনষ্ট হয়েছে ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। চীবর অদগ্ধে দগ্ধ হয়েছে ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। চীবর অবিলুপ্তে বিলুপ্ত হয়েছে ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। 'নিস্‌সগ্গিয' আপত্তিগ্রস্ত বিসর্জনযোগ্য চীবর বিসর্জন না করে পরিভোগ করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। দশ দিন অনতিক্রান্তে অতিক্রান্ত ধারণায় 'দুক্কট' আপত্তি হয়। দশ দিন অনতিক্রান্তে অতিক্রান্ত হয়েছে কি না সন্দেহবশত 'দুক্কট' আপত্তি হয়। দশ দিন অনতিক্রান্তে অনতিক্রান্ত ধারণায় কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৪৬৯. **অনাপত্তি :** দশ দিনের ভেতরে অধিষ্ঠান করলে বিকপ্পন করলে বিসর্জন করলে চুরি বা অধিকার চ্যুত হলে, কীট-পতঙ্গাদি খেয়ে ফেললে বা দংশন করলে অগ্নিতে দগ্ধ হলে, চীবর ছিন্ন না হতে গ্রহণ করলে বিশ্বাস করে গ্রহণ করলে উন্মাদ হয়ে গ্রহণ করলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৪৭০. সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ বিসর্জিত চীবরসমূহ ফেরত না দিতে লাগলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলে ভগবান বললেন,

"হে ভিক্ষুগণ, বিসর্জিত চীবর অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। যে ফেরত দিবে না, তার 'দুক্কট' আপত্তি হবে।

[প্রথম ত্রিচীবর শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

২. উদোসিত সিক্‌খাপদং

(দ্বিতীয় ত্রিচীবরবিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৪৭১. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবনারামে বাস করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুরা ভিক্ষুদের হস্তে চীবর (দোয়াজিক) নিক্ষেপ করে শুধুমাত্র উত্তরাসঙ্গ ও অন্তর্বাস নিয়ে জনপথ পর্যটনের নিমিত্তে প্রস্থান করলেন। সেই চীবরগুলো দীর্ঘদিন ধরে একস্থানে পড়ে থাকার দরুন ঘর্মাক্ত হয়ে মণ্ডলাকার সাদা-কালো দাগে আদ্রতা প্রাপ্ত হলো। ভিক্ষুরা সেই চীবরগুলো সূর্যের তাপে শুকাচ্ছিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ শয়নাসন দর্শনে বিচরণ করতে করতে সেই ভিক্ষুদেরকে চীবর শুকাতে দেখলেন। দেখে সেই ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদেরকে এরূপ বললেন, "হে বন্ধুগণ, কেন এই চীবরগুলো ঘর্মাক্ত হয়ে মণ্ডলাকার সাদা-কালো দাগে আদ্রতাপ্রাপ্ত হলো?" তখন সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে এ ব্যাপারে সবিস্তারে প্রকাশ করলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষুরা ভিক্ষুদের হাতে চীবর (দোয়াজিক) নিক্ষেপ করে শুধুমাত্র উত্তরাসঙ্গ ও অন্তর্বাস নিয়ে জনপদ ভ্রমণের জন্যে প্রস্থান করবেন?" আয়ুষ্মান আনন্দ অনেক প্রকারে সেই ভিক্ষুদেরকে তিরস্কার করে ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলেন।

অনন্তর ভগবান সেই ভিক্ষুদের আহ্বান করে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি ভিক্ষুরা ভিক্ষুদের হস্তে চীবর নিক্ষেপ করে কেবলমাত্র উত্তরাসঙ্গ ও অন্তর্বাস নিয়ে জনপদে বিচরণের নিমিত্তে প্রস্থান করেছে?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

তখন বুদ্ধ ভগবান ইহা নিতান্ত অন্যায় বলে প্রকাশ করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, কী হেতু সেই মূর্খরা ভিক্ষুদের হস্তে চীবর নিক্ষেপ করে শুধুমাত্র অন্তর্বাস ও উত্তরাসঙ্গ নিয়ে জনপদ ভ্রমণে বের হবে? হে ভিক্ষুগণ, তাদের এই কার্য কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদনে এবং প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।"

অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে এরূপে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত কল্যাণজনক। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৪৭২. "যদি কোনো ভিক্ষুর চীবর প্রস্তুত করার কার্যাদি শেষ হলে এবং কঠিন চীবর প্রাপ্ত হয়ে তার ফল শেষ না হতেই নিজের অধিষ্ঠিত ত্রিচীবর ব্যতীত কোনো ভিক্ষু একরাত্রিও বাস করলে (অর্থাৎ ত্রিচীবর রাত্রে হস্তপাশে না রেখে অরুণোদয় করলে), সেই ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হবে।"

এভাবে ভগবান কর্তৃক এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল।

[স্থান : কৌশাম্বী]

৪৭৩. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু কৌশাম্বীতে অবস্থান কালে অসুস্থ হয়েছিলেন। জ্ঞাতিরা সেই ভিক্ষুর নিকটে এ বলে দূত প্রেরণ করলেন,

“আগমন করুন ভন্তে, আমরা আপনার সেবা-যত্ন করব।” ভিক্ষুরাও সেই অসুস্থ ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, “বন্ধু, গমন করুন। আপনি আপনার জ্ঞাতিদের সেবা-যত্ন গ্রহণ করে সুস্থ হয়ে আসুন।” সেই অসুস্থ ভিক্ষু এরূপ বললেন, “বন্ধুগণ, ভগবান এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন যে, ‘ত্রিচীবর ব্যতীত অবস্থান (বাস) করতে পারবে না।’ আর আমিও অসুস্থ, ত্রিচীবর নিয়ে গমন করতে সক্ষম নই। সুতরাং আমি যাব না।” ভিক্ষুরা ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলেন।

অতঃপর ভগবান এ কারণে, এ হেতু ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে— ‘অসুস্থ ভিক্ষুকে ত্রিচীবর ছাড়া রাত্রি বাস করতে সম্মতি দিবে। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে সম্মতি দেয়া কর্তব্য :

প্রথমে অসুস্থ ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপনপূর্বক উৎকুটিক হয়ে বসে হাত জোড় করে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপ বলতে হবে : ‘ভন্তে, আমি অসুস্থ। সেহেতু ত্রিচীবর নিয়ে প্রস্থান করতে অক্ষম। ভন্তে, আমি সেই ত্রিচীবর হস্তপাশের বাইরে রাখার নিমিত্তে সংঘ হতে সম্মতি প্রার্থনা করছি।’

[এরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার প্রার্থনা করতে হবে]

অতঃপর দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু দ্বারা সংঘের অনুমতি ক্রমে এরূপে প্রস্তাব জ্ঞাপন করাবে :

৪৭৪. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামীয় ভিক্ষু অসুস্থ। তিনি ত্রিচীবর নিয়ে প্রস্থান করতে সক্ষম নহে। সেহেতু সেই ভিক্ষু ত্রিচীবর হস্তপাশের বাইরে রাখার জন্যে সংঘ হতে সম্মতি প্রার্থনা করছেন। সংঘ যদি উচিত মনে করেন, তাহলে অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ত্রিচীবর হস্তপাশের বাইরে রাখার জন্যে সম্মতি দিতে পারেন। ইহাই প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামীয় ভিক্ষু অসুস্থ। তিনি ত্রিচীবর নিয়ে প্রস্থান করতে পারবেন না। সেহেতু উক্ত ভিক্ষু ত্রিচীবর হস্তপাশের বাইরে রাখার নিমিত্তে সংঘ হতে সম্মতি প্রার্থনা করছেন। সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে ত্রিচীবর হস্তপাশের বাইরে রাখার জন্যে সম্মতি জ্ঞাপন করছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক ভিক্ষুর ত্রিচীবর হস্তপাশের বাইরে রাখার জন্যে সম্মতি দান উচিত বলে মনে করেন, তিনি নীরব থাকবেন আর যিনি উচিত বলে মনে করবেন না, তিনি তার নিজস্ব বক্তব্য

প্রকাশ করবেন।

ধারণা : সংঘ অমুক ভিক্ষুকে হস্তপাশের বাইরে ত্রিচীবর রাখার জন্যে সম্মতি দিয়েছেন। মাননীয় সংঘ এই প্রস্তাব ন্যায় সংগত বলে মনে করে নীরব রয়েছেন—আমি এরূপ ধারণা করছি।

হে ভিক্ষুগণ, আমি এরূপে এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৪৭৫. “নিট্ঠিতচীৰরস্মিং ভিকখুনা উব্ভতস্মিং কথিনে একরত্তম্পি চে ভিকখু তিচীৰরেন ৰিপ্পৰসেয্য, অঞ্ঞত্র ভিকখুসম্মুতিযা, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয”ন্তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো ভিক্ষুর চীবর প্রস্তুত করার কার্যাদি সমাপ্ত হলে এবং কঠিন চীবর প্রাপ্ত হয়ে সেই কঠিন চীবরের ফল শেষ না হতেই যদি ভিক্ষুসংঘের সম্মতি বিনা নিজের অধিষ্ঠিত ত্রিচীবরের মধ্যে যেকোনো একটি ব্যতীত কোনো ভিক্ষু একরাত্রির বাইরে অবস্থান (বাস) করে অরুণোদয় করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হবে।

৪৭৬. **‘নিট্‌ঠিতচীবরস্মিন্তি’** বলতে চীবর প্রস্তুত কার্য সমাপ্ত কিংবা চীবর কোনো কারণে চোরাদি দ্বারা চুরি বা অধিকার চ্যুত হলে, পোকা-মাকড়াদি খেয়ে ফেললে বা দংশন করলে অগ্নি দগ্ধ হলে, এসব কারণে চীবরপ্রাপ্তির পরিত্যাগকে বুঝায়।

‘উব্‌ভতস্মিং কথিনেতি’ বলতে আটপ্রকার কঠিন মাতৃকা (মাতিকা) বা প্রধান কারণে যেকোনোটি দ্বারা চীবর বিনষ্ট হলে, সেই চীবর ভিক্ষুসংঘকে, দুই বা তিনজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করে পুনঃ দেশনাদি বিনয়কর্ম সমাপন করে সংঘ কিংবা সেই ভিক্ষুগণ হতে প্রার্থনা করে সেই চীবরটি উদ্ধার করাকে বুঝায়।

‘একরত্তম্পি চে ভিক্‌খু তিচীবরেন বিপ্পবসেয্যাতি’ বলতে নিজের অধিষ্ঠিত সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ কিংবা অন্তর্বাস এই ত্রিচীবরের মধ্যে যেকোনো একটি ব্যতীত একরাত্রিও অবস্থান করলে বর্ণিত শিক্ষাপদে অপরাধগ্রস্ত হয়।

‘অঞ্‌ঞত্র ভিক্‌খুসম্মুতিযাতি’ বলতে কোনোও রোগগ্রস্ত ভিক্ষু রোগাদির কারণে ভিক্ষুসংঘ হতে সম্মতি ব্যতীত নিজের অধিষ্ঠিত ত্রিচীবরের মধ্যে যেকোনো একটি অন্যত্র বা বাইরে (দেড় হাতের বাইরে) রেখে বুঝায়।

‘নিস্‌সগ্গিযং হোতীতি’ বলতে অধিষ্ঠিত ত্রিচীবরের যেকোনোটি রাত্রে ভিক্ষুর হস্তপাশের অন্যত্র বা বাইরে রেখে অরুণোদয় করলে ‘নিস্‌সগ্গিয়’ অপরাধ প্রাপ্ত হবে। তখন সেই ‘নিস্‌সগ্গিয়’প্রাপ্ত চীবরটি সংঘ, গণ (পরিষদ) বা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন (ত্যাগ) করা কর্তব্য।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই চীবর পরিত্যাগ করতে হবে। প্রথমে সংঘের

নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলাবে :

"ভন্তে, ভিক্ষুসংঘের সম্মতি ব্যতীত আমার এই অধিষ্ঠিত চীবর রাত্রে হাতের (দেড় হাতের) বাইরে রাখার কারণে 'নিস্‌সগ্গিয়'প্রাপ্ত হয়েছে। সে হেতু আমি এই চীবরটি মাননীয় সংঘের নিকট ত্যাগ করছি।"

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, ভিক্ষুসংঘের অনুমতি ব্যতীত আমার এই অধিষ্ঠিত চীবর রাত্রে হাতের বাইরে রাখার কারণে 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধগ্রস্ত হয়েছে। সে কারণে এই চীবরটি আমি মাননীয় সংঘের নিকট ত্যাগ করছি।"

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় আয়ুষ্মানগণ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয়' হওয়ায় আয়ুষ্মানগণের নিকট বিসর্জিত হয়েছে। যদি আয়ুষ্মানগণ যথাযথ সময় মনে করেন, তাহলে আয়ুষ্মানগণ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে দিতে পারেন।"

অতঃপর আপত্তিগ্রস্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"বন্ধু, ভিক্ষুসংঘের সম্মতি বিনা আমার এই অধিষ্ঠিত চীবর রাত্রে হাতের বাইরে রাখার কারণে 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধগ্রস্ত হয়েছে। আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।"

বিসর্জন করার পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। যেই ভিক্ষুর নিকট চীবর

বিসর্জন করা হয়েছে, সেই ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। অতঃপর বিসর্জিত চীবর এভাবেই দেয়া কর্তব্য :

"আমি এই চীবর আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।"

৪৭৭. গ্রামের এক-সীমা, নানা-সীমা। আবাসের এক-সীমা, নানা-সীমা। যানাদি ভাণ্ডারশালার এক-সীমা, নানা-সীমা। প্রহরাদানের নিমিত্তে উচ্চ কক্ষের এক-সীমা, নানা-সীমা। পটমণ্ডপের (তাবুর) এক-সীমা, নানা-সীমা। প্রসাদের (দীর্ঘঘরের) এক-সীমা, নানা-সীমা। হর্ম্য (দীর্ঘতলা বিশিষ্ট আবাস গৃহের) এক-সীমা, নানা-সীমা। নৌকার এক-সীমা, নানা-সীমা। একত্রে ভ্রমণকারী মরুযাত্রীদলের এক-সীমা, নানা-সীমা। ক্ষেত্রের এক-সীমা, নানা-সীমা। শস্য মাড়ানো স্থানের এক-সীমা, নানা-সীমা। আরামের (ফুল বা ফল বাগানের) এক-সীমা, নানা-সীমা। বিহারের এক-সীমা, নানা-সীমা। বৃক্ষমূলের এক-সীমা, নানা-সীমা। উন্মুক্ত স্থানের এক-সীমা, নানা-সীমা।

৪৭৮. 'গ্রামের এক-সীমা' বলতে একজন রাজার বা একজন গ্রাম প্রধানের দ্বারা পরিচালিত এবং প্রাচীর বা ঘেড়া দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যেকোনো একজন কর্তৃক শাসিত হয় এমন গ্রামকে বুঝায়। বর্ণিতরূপ গ্রামাভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত চীবর রেখে যদি কোনো ভিক্ষু অরুণ-উদয় করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষু গ্রামাভ্যন্তরে যথাভিরুচি স্থানে অরুণ-উদয়ের পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর যদি গ্রাম চতুর্দিক অপরিবেষ্টিত হয় এবং যেই ঘরে অধিষ্ঠিত চীবর থাকবে, সেই ঘরেই অরুণোদয় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে; কোনো কারণেও হাতের পাশ হতে অধিষ্ঠিত চীবর পরিত্যাগ করতে পারবে না।

৪৭৯. যদি একটি গ্রাম বহু গৃহকুল দ্বারা চতুর্দিক পরিবেষ্টিত হয় এবং যেই ঘরে অধিষ্ঠিত চীবর থাকবে, সেই ঘরেই অরুণোদয় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা কর্তব্য; অন্যকোনো কক্ষে কিংবা নগরদ্বার সমীপে যাওয়া যাবে না অথবা অধিষ্ঠিত চীবর হস্তপাশ হতে পরিত্যাগ করা যাবে না। অন্যকোনো কক্ষে কিংবা নগরদ্বারে যাবার সময় অধিষ্ঠিত চীবর নিজের নিকট হতে অন্যত্র রাখা যাবে না। যদি অধিষ্ঠিত চীবর অন্যকক্ষে কিংবা নগরদ্বারে সমীপে রাখা হয়, তাহলে উক্ত কক্ষে বা নগরদ্বারে রেখে অরুণোদয় করতে হবে; অধিষ্ঠিত চীবর কোনো কারণেও নিজের নিকট হতে অন্যস্থানে রাখা যাবে না। আর যদি উক্ত গ্রাম বহু গৃহকুল দ্বারা চতুর্দিক পরিবেষ্টিত না হয়, তাহলে যেই ঘরে অধিষ্ঠিত চীবর থাকবে, সেই ঘরেই অরুণোদয় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে; এবং সেই অধিষ্ঠিত চীবর নিজের সাথে অবশ্যই

রাখতে হবে; অন্যত্র রাখা যাবে না।

৪৮০. যদি এক গৃহকুলের একটি আবাস চতুর্দিক হতে বহু কক্ষ বহু প্রকোষ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং উক্ত আবাসে ভেতরে অধিষ্ঠিত চীবর থাকলে তাহলে, সেই গৃহের ভেতরে অধিষ্ঠিত চীবর রেখে অরুণোদয় করতে হবে। আর যদি উক্ত আবাস চতুর্দিক হতে পরিবেষ্টিত না থাকে, তাহলে যেই প্রকোষ্ঠে অধিষ্ঠিত চীবর থাকবে, সেই প্রকোষ্ঠেই অধিষ্ঠিত চীবর রাখা কর্তব্য; কোনো কারণেও উক্ত প্রকোষ্ঠ হতে চীবর অন্যস্থানে রাখা যাবে না।

৪৮১. যদি বহু গৃহকুলের একটি আবাস চতুর্দিক হতে বহু কক্ষ, বহু প্রকোষ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং যেই কক্ষাভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত চীবর থাকবে, সেই কক্ষাভ্যন্তরে কিংবা উক্ত কক্ষের মূলদ্বার সমীপে অধিষ্ঠিত চীবর রেখে অরুণোদয় করতে হবে; অন্যত্রে রেখে অরুণোদয় করা যাবে না। আর যদি উক্ত আবাস অপরিবেষ্টিত থাকে এবং যেই প্রকোষ্ঠের ভেতর অধিষ্ঠিত চীবর থাকবে, সেই প্রকোষ্ঠের ভেতরেই চীবর রেখে দিতে হবে; না হয় নিজের নিকটে রাখতে হবে।

৪৮২. যদি এক গৃহকুলের যানাদি একটি ভাণ্ডারশালা নানা কক্ষ বহু প্রকোষ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং যানাদি ভাণ্ডারশালার অভ্যন্তর কক্ষে অধিষ্ঠানকৃত চীবর থাকলে, উক্ত চীবর উক্ত কক্ষে রেখে অরুণোদয় করা কর্তব্য। আর যদি পরিবেষ্টিত না হয় এবং যেই প্রকোষ্ঠের ভেতরে অধিষ্ঠিত চীবর থাকবে, সেই প্রকোষ্ঠের ভেতরেই চীবর হস্তপাশে রেখে অবশ্যই অরুণোদয় করতে হবে।

৪৮৩. যদি বহু গৃহকুলের যানাদি একটি ভাণ্ডারশালা বহুকক্ষ, বহু প্রকোষ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং যেই কক্ষাভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত চীবর থাকবে, সেই কক্ষাভ্যন্তরে কিংবা উক্ত কক্ষের মূলদ্বার সমীপে অধিষ্ঠিত চীবর রেখে অরুণোদয় করতে হবে; অন্যত্র রেখে অরুণোদয় করা যাবে না। আর যদি উক্ত আবাস গৃহ অপরিবেষ্টিত থাকে এবং যেই প্রকোষ্ঠের ভেতর অধিষ্ঠিত চীবর থাকবে, সেই প্রকোষ্ঠের ভেতরেই চীবর রেখে দিতে হবে; না হয় নিজের নিকটে রাখতে হবে।

৪৮৪. যদি এক গৃহকুলের প্রহরাদি দেয়ার জন্যে একটি উচ্চ কক্ষ থাকে এবং উক্ত কক্ষাভ্যন্তরে অধিষ্ঠানকৃত চীবর থাকলে, সেই চীবরসহ অরুণোদয় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর যদি বহু গৃহকুলের প্রহরাদি দেয়ার নিমিত্তে একটি উচ্চ কক্ষ বহুকক্ষে, বহু প্রকোষ্ঠে পরিবেষ্টিত থাকে এবং যেই কক্ষের ভিতরে কিংবা কক্ষের মূলদ্বারে অধিষ্ঠিত চীবর থাকবে,

সেই প্রকোষ্ঠের ভেতরে চীবর রেখে অবশ্যই অরুণোদয় করতে হবে। কোনো কারণেও অধিষ্ঠিত চীবর অন্যস্থানে রেখে অরুণোদয় করা যাবে না।

৪৮৫. যদি এক গৃহকুলের একটি পটমণ্ডপ (তাঁবু) থাকে এবং সেই পটমণ্ডপের ভেতরে অধিষ্ঠানকৃত চীবর থাকলে; উক্ত অধিষ্ঠানকৃত চীবরসহ অরুণোদয় করতে হবে। এবং যদি বহু গৃহকুলের তাঁবু বহু কক্ষ, বহু প্রকোষ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং যেই পটমণ্ডপের ভেতরে অধিষ্ঠিত চীবর থাকবে, সেই পটমণ্ডপের ভেতরে কিংবা তাঁবুর মূল দ্বার সমীপে চীবর রেখে অবশ্যই অরুণোদয় করতে হবে। স্বীয় হস্তপাশ হতে কোনো কারণেও অধিষ্ঠিত চীবর পরিত্যাগ করা যাবে না।

৪৮৬. যদি এক গৃহকুলের একটি প্রাসাদ থাকে এবং সেই প্রসাদাভ্যন্তরে অধিষ্ঠানকৃত চীবর থাকলে, ঐ চীবর উক্ত প্রাসাদাভ্যন্তরে রেখে সূর্য-উদয় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর যদি বহু গৃহকুলের একটি প্রাসাদ বহু কক্ষ, বহু প্রকোষ্ঠ দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হয় এবং যেই কক্ষের ভেতর উক্ত চীবর থাকবে, সেই কক্ষের ভেতরে উক্ত অধিষ্ঠিত চীবরসহ অরুণোদয় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে অথবা প্রকোষ্ঠের মূলদ্বার সমীপে সেই চীবরসহ নিয়ে অরুণোদয় করতে হবে; কোনোমতেও উক্ত চীবর নিজের কাছ হতে দূরে রাখা যাবে না।

৪৮৭. যদি এক গৃহকুলের একটি হর্ম্য (দীর্ঘ তলাবিশিষ্ট বাসগৃহ) থাকে, এবং উক্ত হর্ম্যাভ্যন্তর কক্ষে অধিষ্ঠানকৃত চীবর থাকলে, সেই চীবরসহ ঐ হর্ম্যাভ্যন্তর কক্ষে অরুণোদয় করতে হবে। এবং যদি বহু গৃহকুলের একটি হর্ম্য বহু কক্ষে, বহু প্রকোষ্ঠে পরিবেষ্টিত হয়, তাহলে যেই প্রকোষ্ঠের ভেতর উক্ত চীবর থাকবে, সেই প্রকোষ্ঠের ভেতরে উক্ত অধিষ্ঠিত চীবরসহ অরুণোদয় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে অথবা প্রকোষ্ঠের মূলদ্বার সমীপে সেই চীবরসহ নিয়ে অরুণোদয় করতে হবে; কোনোমতেই উক্ত চীবর নিজের নিকট হতে দূরে রাখা যাবে না।

৪৮৮. যদি এক গৃহকুলের একটি নৌকা থাকে এবং সেই নৌকায় অধিষ্ঠানকৃত চীবর থাকলে, সেই চীবরসহ উক্ত নৌকায় অরুণোদয় করতে হবে। এবং যদি বহু গৃহকুলের একটি জাহাজে বহু প্রকোষ্ঠ, বহুকক্ষ থাকে এবং যেই কক্ষাভ্যন্তরে উক্ত চীবর থাকবে, সেই কক্ষের ভেতরে চীবরসহ অরুণোদয় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে; কোনোমতেই অন্যত্র অরুণোদয় করা যাবে না।

৪৮৯. যদি এক গৃহকুলের এক মরুযাত্রী দলে ভিক্ষুসহ তাঁর অধিষ্ঠানকৃত

চীবর থাকলে, সেই চীবর উক্ত মরুযাত্রী দলের সম্মুখে কিংবা পশ্চাতে এবং সপ্ত (অব্‌ভন্তরং) অভ্যন্তরে[1] পরিত্যাগ করা যাবে না; এমনকি মরুযাত্রীদলের পাশ হতে এক অভ্যন্তরেও ত্যাগ করা যাবে না। আর যদি বহু গৃহকুলের এক মরুযাত্রীদলে ঐরূপ চীবর থাকে, তবে তাও হস্তপাশ হতে পরিত্যাগ করা যাবে না।

৪৯০. যদি এক গৃহকুলের ক্ষেত্র কোনো ঘেরাদ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং সেই ক্ষেত্রের ভেতরে ভিক্ষুর অধিষ্ঠানকৃত চীবর থাকে, তাহলে ক্ষেত্রের ভেতরেই সেই চীবর অরুণোদয় না হওয়া পর্যন্ত রাখতে হবে। আর যদি ক্ষেত্রটি পরিবেষ্টিত না থাকে, তবে অধিষ্ঠানকৃত সেই চীবর নিজের হস্তপাশে রাখতে হবে। যদি বহু গৃহকুলের ক্ষেত্র পরিবেষ্টিত হয় এবং ঐ ক্ষেত্রের ভেতরে অধিষ্ঠানকৃত চীবর থাকলে, চীবর ক্ষেত্রের মূলদ্বারে রেখে অরুণোদয় করতে হবে। কোনো কারণেও নিজের নিকট হতে দূরে রাখা যাবে না। আর যদি ক্ষেত্র পরিবেষ্টিত না হয়, তাহলে নিজের হাতের পাশে রেখে অরুণোদয় করা বাঞ্ছনীয়।

৪৯১. যদি এক গৃহকুলের শস্য মাড়ানোর স্থান চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হয় এবং ভিক্ষুর অধিষ্ঠানকৃত চীবর উক্ত শস্য মাড়ানোর স্থানাভ্যন্তরে থাকে, তাহলে সেই চীবর উক্ত শস্য মাড়ানোর স্থানাভ্যন্তরে রেখে অরুণোদয় করতে হবে। আর যদি সেই স্থানটি অপরিবেষ্টিত হয়, তাহলে অধিষ্ঠানকৃত চীবর নিজের কাছে রেখে দিতে হবে। এবং নানা গৃহকুলের শস্য মাড়ানোর স্থান যদি পরিবেষ্টিত হয় এবং অধিষ্ঠানকৃত চীবর উক্ত স্থানাভ্যন্তরে থাকে, তাহলে সেই স্থানের মূলদ্বারে সেই চীবর অরুণোদয় না হওয়া পর্যন্ত রাখা কর্তব্য কিংবা স্বীয় হস্তপাশে উক্ত চীবর রেখে সূর্যোদয় করতে হবে। আর যদি সেই স্থানটি পরিবেষ্টিত না থাকে, তাহলে অধিষ্ঠানকৃত চীবর নিজের হস্তপাশ হতে দূরে রেখে অরুণোদয় করা যাবে না; নিজের নিকটেই রাখতে হবে।

৪৯২. যদি এক গৃহকুলের আরাম (ফুল বা ফল উদ্যান) চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হয় এবং অধিষ্ঠানকৃত চীবর যদি আরামাভ্যন্তরে থাকে, তাহলে চীবর আরামাভ্যন্তরে রেখে অরুণোদয় করা কর্তব্য। আর যদি আরাম পরিবেষ্টিত না হয়, তাহলে নিজের নিকটে রেখে অরুণোদয় করতে হবে। এবং বহু গৃহকুলের আরাম যদি পরিবেষ্টিত হয়, তাহলে অধিষ্ঠানকৃত চীবর

---

[1]. এখানে এক অব্‌ভন্তর বা অভ্যন্তর বলতে ২৮ হাত বুঝায়। সেরূপে ৭ অভ্যন্তর = (৭×২৮)= ১৯৬ হাত)।

আরামের মূলদ্বারে রেখে সূর্যোদয় করতে হবে; না হয় নিজের কাছে রাখতে হবে। আর যদি আরাম অপরিবেষ্টিত হয়, তাহলে স্বীয় হাতের-পাশ হতে দূরে রেখে অরুণোদয় করা যাবে না।

৪৯৩. যদি এক গৃহকুলের বিহার চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত থাকে, তাহলে বিহারের ভেতরে সেই চীবর রেখে অরুণোদয় করা কর্তব্য। বিহার অপরিবেষ্টিত হলে, যেই বিহার কক্ষে অধিষ্ঠানকৃত চীবর থাকবে, সেই বিহার কক্ষে উক্ত চীবর রেখে অরুণোদয় করতে হবে; কোনোমতেই হস্তপাশ হতে অন্যত্র রাখা যাবে না। বহু গৃহকুলের বিহার যদি পরিবেষ্টিত হয় এবং যেই বিহার কক্ষে অধিষ্ঠানকৃত চীবর থাকবে, সেই বিহার কক্ষে কিংবা কক্ষের মূলদ্বারে উক্ত চীবর রেখে অরুণোদয় করা বাঞ্চনীয়। আর যদি বিহার পরিবেষ্টিত না থাকে, যেই বিহার কক্ষে চীবর থাকবে, সেই বিহার কক্ষে অধিষ্ঠানকৃত চীবর রেখে সূর্যোদয় করতে হবে; চীবর নিজের নিকট হতে দূরে রাখা যাবে না।

৪৯৪. যেই বৃক্ষ এক গৃহকুলের আয়ত্তাধীন, তেমন বৃক্ষমূলে মধ্যহ্নকালীন বৃক্ষের ছায়া যতদূর পর্যন্ত চতুর্দিকে পরিব্যাপ্তি হয়, সেরূপ ছায়াময় পরিব্যাপ্তি সীমার মধ্যে, যদি ভিক্ষুর অধিষ্ঠানকৃত চীবর থাকে, তাহলে ঐ সীমার ভেতরে চীবর রেখে অরুণোদয় করতে হবে। যদি সেই বৃক্ষ বহু গৃহকুলের অধিকারে থাকে, তাহলে অধিষ্ঠিত চীবর নিজের নিকটেই রেখে দিতে হবে; অন্যত্র রাখা যাবে না।

'উন্মুক্ত স্থানের এক-সীমা' বলতে গ্রাম ব্যতীত অরণ্যের চতুর্দিক ১৯৬ হাত পরিমাণ (সপ্ত-অভ্যন্তর) স্থানকে এক-সীমা বুঝায়। এবং তার পরবর্তী স্থান বহু-সীমার অন্তর্ভুক্ত।

৪৯৫. অধিষ্ঠিত ত্রিচীবর ব্যতীত রাত্রি বাসে রাত্রি বাস (অবস্থান) ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অধিষ্ঠিত ত্রিচীবর ব্যতীত রাত্রি বাসে রাত্রি বাস কি না সন্দেহবশত 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অধিষ্ঠিত ত্রিচীবর ব্যতীত রাত্রি বাসে রাত্রি অবাস ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অধিষ্ঠিত চীবর অপচ্চুদ্ধারে (অধিষ্ঠান ভঙ্গ না করে) পচ্চুদ্বার (অধিষ্ঠান ভঙ্গ) করেছে এরূপ ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অধিষ্ঠিত চীবর বিসর্জন (ত্যাগ) না করে বিসর্জন করেছে, এরূপ ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অধিষ্ঠিত চীবর অনষ্টে নষ্ট হয়েছে ধারণায়, নষ্টে অনষ্ট হয়েছে, এরূপ ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অধিষ্ঠিত চীবর অদগ্ধে দগ্ধ হয়েছে, ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অধিষ্ঠিত চীবর অবিলুপ্তে বিলুপ্ত হয়েছে, এমন ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। 'নিস্‌সগ্গিয়'

অপরাধপ্রাপ্ত বিসর্জনযোগ্য চীবর বিসর্জন (ত্যাগ) না করে ব্যবহার করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অধিষ্ঠিত ত্রিচীবর ব্যতীত রাত্রি বাস না করে রাত্রি বাস ধারাণায় 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অধিষ্ঠিত ত্রিচীবর ছাড়া রাত্রি বাসে রাত্রি বাস কি না সন্দেহবশত 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অধিষ্ঠিত ত্রিচীবর ব্যতীত রাত্রি বাস না করে রাত্রি বাস করে নাই, এরূপ ধারণায় কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৪৯৬. **অনাপত্তি :** অরুণোদয়ের ভেতরে দূরে থাকা অবস্থায় চীবর স্থিত স্থান লক্ষ্য করে পচ্চুদ্ধার (অধিষ্ঠান ভঙ্গ) করলে বিসর্জন (ত্যাগ) করলে চুরি বা অধিকার চ্যুত হলে, পোকা-মাকড়াদি খেয়ে ফেললে বা দংশন করলে অগ্নিতে দগ্ধ হলে, কেউ জোড়পূর্বক কেড়ে নিলে, কেউ বিশ্বাস করে গ্রহণ করলে সংঘ কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত হলে, ভিক্ষু উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের অনাপত্তি।

[দ্বিতীয় ত্রিচীবর শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

৩. ততিয কথিন সিক্খাপদং

(অকাল-চীবর-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৪৯৭. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক প্রদত্ত জেতবন বিহারে বাস করছিলেন। ঐ সময়ে জনৈক ভিক্ষুর অকাল-চীবর[1] উৎপন্ন (প্রাপ্ত) হলে, সেটিকে চীবরে পরিণত করার ইচ্ছা করলে তা অপর্যাপ্ত হলো। অতঃপর সেই ভিক্ষু 'এই চীবর আমার কাজে লাগবে' এরূপ ভেবে সেই চীবরটি ধৌত করে রোদ্রে শুকায়ে এপিঠ-ওপিঠ উল্টায়ে হাত দিয়ে পুনঃপুন ঘর্ষণ করে পরিষ্কার করছিলেন। ভগবান শয্যাসন পরিদর্শনের সময়ে উক্ত ভিক্ষুকে সেই চীবরটি পুনঃপুন ঘর্ষণ করে পরিষ্কার করতে দেখলেন। দেখে সেই ভিক্ষুর নিকটে গিয়ে তাকে এরূপ বললেন, "হে ভিক্ষু, কী কারণে তুমি এই চীবর পুনঃপুন ঘর্ষণ করে পরিষ্কার করছো?" তখন সেই ভিক্ষু

---

[1]. যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর লাভ করতে সমর্থ না হন, সেই ভিক্ষুর পক্ষে চীবর মাস ব্যতীত ১১মাস এবং যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর লাভ করেন তার পক্ষে বর্ষাঋতুর শেষ এক মাস ও হেমন্ত ঋতুর চারমাস মোট এই ৫মাস ব্যতীত ৭মাস সময়ের মধ্যে দায়ক কর্তৃক ভিক্ষুদেরকে সেই চীবর দান করা হয়, সেই চীবরকে 'অকাল চীবর' বলা হয়।

[পারাজিক অট্ঠকথা]

ভগবানকে এরূপ বললেন, "প্রভু, ইহা আমি অকাল-চীবর হিসেবে লাভ করেছি। এটি চীবরে পরিণত করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পরিমাপে অপর্যাপ্ততার কারণে চীবরে পরিণত করতে পারিনি। সেহেতু 'ইহা আমি চীবরে পরিণত করব' এই আশায় এই চীরবটি ধুয়ে রোদ্রে শুকায়ে এপিঠ-ওপিঠ উল্টায়ে হাত দ্বারা পুনঃপুন ঘর্ষণ করে পরিষ্কার করছি।"

তখন ভগবান সেই ভিক্ষুকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তোমার চীবরপ্রাপ্তির প্রত্যাশা আছে কি?"

"হ্যাঁ ভগবান, প্রত্যাশা আছে।"

অতঃপর ভগবান বুদ্ধ এই কারণে, এই হেতুতে ধর্ম কথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি : 'তোমরা অকাল-চীবর প্রতিগ্রহণ করে পরে চীবরপ্রাপ্তির প্রত্যাশা থাকলে, তা রেখে দিতে পারবে।"

৪৯৮. সে সময়ে ভিক্ষুগণ ভগবান অনুজ্ঞা করেছেন যে—"অকাল-চীবর প্রতিগ্রহণ করে পরবর্তীকালে চীবর পাওয়ার আশা থাকলে, অকাল-চীবরটি রেখে দিতে পারবে" এরূপ ভেবে অকাল-চীবরগুলো গ্রহণ করে মাস অতিরিক্ত সময় ধরে রাখছিলেন। ভিক্ষুরা সেই চীবরগুলো আঁটিবদ্ধ করে চীবর রাখার বাঁশে বেঁধে রেখেছিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ শয়নাসন দর্শনে বিচরণ করার সময় সেই চীবরগুলো চীবর রাখার বাঁশে আঁটিবদ্ধ অবস্থায় দেখলেন। দেখে ভিক্ষুদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বন্ধুগণ, কী কারণে আপনারা চীবরগুলো আঁটিবদ্ধ করে চীবর রাখার বাঁশে বেঁধে রেখেছেন?" তারা এরূপ বললেন, "বন্ধু, আমাদের অকাল-চীবরসমূহ চীবরে পরিণত করার ইচ্ছায় আরও চীবরপ্রাপ্তির আশায় রেখেছি।"

তখন আনন্দ তাদেরকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "বন্ধুগণ, এই চীবরগুলো রেখেছেন কয়দিন হলো?"

তারা বললেন, "বন্ধু, মাস অতিক্রান্ত হলো।"

আয়ুষ্মান আনন্দ ইহা শুনে এরূপ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগলেন যে—"কেন ভিক্ষুরা অকাল-চীবর প্রতিগ্রহণ করে মাস অতিরিক্ত রাখছেন?" তখন আয়ুষ্মান আনন্দ সেই ভিক্ষুদেরকে বহুভাবে তিরস্কার করে ভগবানকে এ বিষয়ে সবিস্তারে জ্ঞাত করলেন। ভগবান ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি ভিক্ষুরা অকাল-চীবর গ্রহণ করে মাসাতিরিক্ত রাখছে?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

বুদ্ধ ভগবান ইহা গর্হিত বলে প্রকাশ করে এরূপ বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, ইহা তাদের পক্ষে অত্যন্ত অনুপযুক্ত, অননুকূল, অশোভনীয়, অগ্রহণযোগ্য, অশ্রমণোচিত এবং অকরণীয় কার্য হয়েছে। ভিক্ষুগণ, কেন সেই মূর্খগণ, অকাল-চীবর গ্রহণ করে মাসাতিরিক্ত কাল ধরে রেখে দিল? ভিক্ষুগণ, তাদের এ ধরনের লোভযুক্ত হীনকার্য কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।"

অতঃপর ভগবান অনেক পর্যায়ে ভিক্ষুদেরকে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত কল্যাণজনক। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৪৯৯. "নিট্‌ঠিতচীৰরস্মিং ভিকখুনা উব্ভতস্মিং কথিনে ভিকখুনো পনেৰ অকালচীৰরং উপ্পজ্জেয্য, আকঙ্খমানেন ভিকখুনা পটিগ্গহেতব্বং। পটিগ্গহেত্বা খিপ্পমেৰ কারেতব্বং। নোচস্স পারিপূরি, মাসপরমং তেন ভিকখুনা তং চীৰরং নিকিখপিতব্বং ঊনস্স পারিপূরিযা সতিযা পচ্চাসায। ততো চে উত্তরি নিকিখপেয্য, সতিযাপি পচ্চাসায, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয"ন্তি।

অনুবাদ : "যদি কঠিন চীবরলাভী কোনো ভিক্ষুর চীবর প্রস্তুত করার কার্যাদি সম্পূর্ণ হলে এবং সেই কঠিন চীবরের ফল শেষ হওয়ার পরবর্তী সময়ে যদি সেই ভিক্ষুর 'অকাল-চীবর' লাভ হয়, তাহলে ইচ্ছা করলে সেই চীবর গ্রহণ করতে পারবে। সেই চীবর গ্রহণ করে অতিশীঘ্রই চীবর প্রস্তুত করতে হবে (অর্থাৎ দশ দিনের মধ্যেই চীবর প্রস্তুত করে অধিষ্ঠান করতে

হবে)। উক্ত বস্ত্রে চীবর প্রস্তুত করতে গিয়ে যদি বস্ত্রের পরিমাণ অপর্যাপ্ত হয়, তাহলে সেই অকাল-চীবরটি অধিষ্ঠান বা বিকপ্পন কিছুই না করে এক মাস পর্যন্ত এ কারণে রেখে দিতে পারবে—'পরবর্তীকালে চীবর তৈরি করার এবং অপর্যাপ্ত বস্ত্রটি পরিপূরণের এই উভয় ইচ্ছা থাকলে।' যদি কোনো ভিক্ষু এই এক মাসের অধিককাল পর্যন্ত উক্ত বস্ত্র রেখে দেয়, তাহলে সেই ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে।"

৫০০. **'নিট্ঠিত চীবরস্মিন্তি'** বলতে চীবর প্রস্তুতিকার্য সমাপ্ত কিংবা চীবর কোনো কারণে চোরাদি দ্বারা চুরি বা অধিকার চ্যুত হলে, পোকা-মাকড়াদি খেয়ে ফেললে বা দংশন করলে অগ্নি দগ্ধ হলে এসব কারণে চীবরপ্রাপ্তির পরিত্যাগকে বুঝায়।

'উব্ভতস্মিং কথিনেতি' বলতে আট প্রকার কঠিন মাতৃকা (মাতিকা) বা প্রধান কারণে যেকোনোটি দ্বারা চীবর বিনষ্ট হলে, সেই চীবর ভিক্ষুসংঘকে, দুই বা তিনজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করে পুনঃ দেশনাদি বিনয়কর্ম সমাপন করে সংঘ কিংবা সেই ভিক্ষুগণ হতে প্রার্থনা করে সেই চীবরটি উদ্ধার করাকে বুঝায়।

'অকাল-চীবর' বলতে যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর লাভ করেনি, সেই ভিক্ষুর পক্ষে চীবর মাস (গৃহীপ্রদত্ত চীবরপ্রাপ্তির মাস) ব্যতীত এগার মাস এবং যিনি কঠিন চীবর লাভ করেন, তার পক্ষে বর্ষাঋতুর শেষ এক মাস ও হেমন্ত ঋতুর চার মাসসহ মোট এই পাঁচ মাস ছাড়া সাত মাস সময়ের মধ্যে ভিক্ষু যেই বস্ত্র বা চীবর লাভ করেন, সেই বস্ত্রকে 'অকাল-চীবর' বলা হয়।

'উপ্পজ্জেয্যাতি' অকাল-চীবরাদি সংঘ, গণ (পরিষদ), জ্ঞাতি-মিত্র কর্তৃক প্রদত্ত কিংবা পাংশুকূল হতে উৎপন্ন অথবা স্বীয় ধনলব্ধ অর্থ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া বুঝায়।

'আকঙ্খমানেনাতি' অর্থে পরবর্তীকালে আরও চীবরপ্রাপ্তির প্রত্যাশা বা ইচ্ছা থাকলে গ্রহণ করতে পারবে, ইহা বুঝায়।

'পটিগ্গহেত্বা খিপ্পমেব কারেতব্বন্তি' বলতে অকাল-চীবরটি গ্রহণ করে শীঘ্রই দশ দিনের মধ্যেই চীবর প্রস্তুত করে অবশ্যই অধিষ্ঠান করতে হবে।

'নো চস্স পারিপূরীতি' বলতে চীবর তৈরি করার ইচ্ছাপোষণ করলেও সেই অকাল-চীবরটি অপরিপূর্ণ থাকে, পরিমাপে অপর্যাপ্ত হয়।

'মাসপরমং তেন ভিক্খুনা তং চীবরং নিক্খিপিতব্বন্তি' বলতে অকাল-চীবরাদি অধিষ্ঠান বা বিকপ্পন (ত্যাগ) না করে এক মাস পর্যন্ত রাখা যায়; কিন্তু তদপেক্ষা অর্থাৎ এক মাসের অধিককাল ধরে নিজ অধিকারে রাখা যাবে

না, সেই বস্ত্রখণ্ডটি অবশ্যই বিসর্জন করতে হবে।

'ঊনস্‌স পারিপূরিযাতি' অর্থে অপর্যাপ্ত বস্ত্রখণ্ডটি পরিপূরণের জন্যে প্রত্যাশার নিমিত্তে।

'সতিযা পচ্চাসাযাতি' বলতে চীবর সংঘ, গণ (পরিষদ), জ্ঞাতি-মিত্র অথবা পাংশুকূল হতে প্রাপ্তির প্রত্যাশা কিংবা নিজের অর্থে পাওয়ার প্রত্যাশাকে বুঝায়।

'ততো চে উত্তরি নিক্‌খিপেয্য সতিযাপি পচ্চাসাযাতি' বলতে মূল চীবর উৎপন্নের একই দিনে যদি প্রত্যাশিত চীবর পাওয়া যায়, তাহলে সেই বস্ত্র দ্বারা দশ দিনের মধ্যে অবশ্যই চীবর প্রস্তুত করতে হবে। মূল চীবর উৎপন্নের দ্বিতীয় দিনে যদি প্রত্যাশিত চীবর পাওয়া যায়, তাহলে সেই বস্ত্র দ্বারা দশ দিনের মধ্যে অবশ্যই চীবর প্রস্তুত করতে হবে। মূল চীবর উৎপন্নের তৃতীয় দিনে... চতুর্থ দিনে... পঞ্চম দিনে... ষষ্ঠ দিনে... সপ্তম দিনে... অষ্টম দিনে... নবম দিনে... দশম দিনে... যদি প্রত্যাশিত চীবর পাওয়া যায়, তাহলে সেই বস্ত্র দ্বারা দশ দিনের মধ্যে অবশ্যই চীবর প্রস্তুত করতে হবে।

মূল চীবর উৎপন্নের একাদশ দিনে... দ্বাদশ দিনে... এয়োদশ দিনে... চতুর্দশ দিনে... পঞ্চদশ দিনে... ষোড়শ দিনে... সপ্তদশ দিনে... অষ্টদশ দিনে... ঊনবিংশতি দিনে... বিংশতি দিনে যদি প্রত্যাশিত চীবর পাওয়া যায়, তাহলে সেই বস্ত্র দ্বারা দশ দিনের মধ্যে অবশ্যই চীবর তৈরি করতে হবে।

মূল চীবর উৎপন্নের একবিংশতি[1] দিনে যদি প্রত্যাশিত চীবর পাওয়া যায়, তাহলে সেই বস্ত্র দ্বারা নয় দিনের মধ্যে অবশ্যই চীবর তৈরি করতে হবে।

মূল চীবর উৎপন্নে দ্বাবিংশতি দিনে... ত্রয়োবিংশতি দিনে... চতুর্বিংশতি দিনে... পঞ্চবিংশতিদিনে... ষড়বিংশতি দিনে... সপ্তবিংশতি দিনে... অষ্টবিংশতি দিনে... উনত্রিংশ দিনে যদি প্রত্যাশিত চীবর পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত বস্ত্রে এক দিনের মধ্যে অবশ্যই চীবর প্রস্তুত করতে হবে।

মূল চীবর উৎপন্নের ত্রিশ দিনের দিন যদি প্রত্যাশিত চীবর পাওয়া যায়, তাহলে সেই একই দিনে সেই বস্ত্র দ্বারা অবশ্যই চীবর প্রস্তুত করতে হবে।

---

[1]. বিশ দিন অতীত হয়ে গেলে ত্রিশ দিনের মধ্যে এক এক দিন করে সময় কমে যাবে। ত্রিশ দিনের দিন প্রত্যাশিত চীবর পাওয়া গেলে দিনে দিনে শেলাই করে চীবর প্রস্তুত করতে হবে।

আর যদি কোনো কারণে চীবর প্রস্তুত করতে সমর্থ না হয়, তাহলে সেই দিনেই অধিষ্ঠান, বিকপ্পন বা বিসর্জন করতে হবে। যদি অধিষ্ঠান, বিকপ্পন বা বিসর্জন কিছুই না করে, তাহলে একত্রিংশ দিবসে অর্থাৎ সেই এক মাস অতিক্রম করে অরুণোদয় করলে 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হবে। তখন সেই 'নিস্সগ্গিয়' প্রাপ্ত চীবরটি সংঘ, গণ (পরিষদ) বা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই চীবর পরিত্যাগ করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলাবে :

"ভন্তে, আমার এই অকাল-চীবরটি মাসাতিক্রান্ত হওয়ার কারণে 'নিস্সগ্গিয়' প্রাপ্ত হয়েছে। সে কারণে আমি এই চীবরটি মাননীয় ভিক্ষুসংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই অকাল-চীবরটি মাসাতিক্রান্ত হওয়ায় 'নিস্সগ্গিয়' প্রাপ্ত হয়েছে। ইহা আমি আয়ুষ্মানগণের নিকট পুনঃ বিসর্জন করছি।"

বিসর্জন করার পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। অতঃপর দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি গ্রহণ করে বিসর্জিত চীবর এভাবেই দিতে হবে :

"মাননীয় আয়ুষ্মানগণ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

অতঃপর আপত্তিগ্রস্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ

একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"বন্ধু, আমার এই অকাল-চীবরটি মাসাতিক্রান্ত হওয়ার কারণে 'নিস্সগ্গিয়' অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছে। সে কারণে আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।"

বিসর্জন করার পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। যেই ভিক্ষুর নিকট চীবর বিসর্জন করা হয়েছে, সেই ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। অতঃপর বিসর্জিত চীবর এভাবেই দেয়া কর্তব্য :

"আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।"

যদি উৎপন্ন মূলচীবর সূক্ষ্ম হয় ও প্রত্যাশিত চীবর স্থূল হয় এবং সময়ও যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে চীবর তৈরির ইচ্ছা না থাকলে চীবর তৈরি না করাই উচিত। কারণ এক দিকে বস্ত্রের অমিল আর অন্যদিকে সময়ের পরিসমাপ্তি-হেতু।

৫০১. মাসাতিক্রান্তে (ত্রিশ দিন অতিক্রান্তে) মাসাতিক্রান্ত ধারণায় 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়ে। মাসাতিক্রান্তে মাসাতিক্রান্ত কি না সন্দেহবশত 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়ে। মাসাতিক্রান্তে অনতিক্রান্ত ধারণায় 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অধিষ্ঠান না করে অধিষ্ঠান করেছি ধারণায় 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। বিকপ্পন না করে বিকপ্পন করেছি ধারণায় 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। বিসর্জন না করে বিসর্জন করেছি ধারণায় 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। চীবর অনষ্টে নষ্ট, অবিনষ্টে বিনষ্ট ধারণায় 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। চীবর অদগ্ধে দগ্ধ এবং অবিলুপ্তে বিলুপ্ত হয়েছে এরূপ ধারণায় 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তিপ্রাপ্ত বিসর্জনযোগ্য চীবর বিসর্জন না করে পরিভোগ করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। মাস অনতিক্রান্তে অতিক্রান্ত হয়েছে ধারণায় 'দুক্কট' আপত্তি হয়। 'মাস অতিক্রান্ত না হলে অতিক্রান্ত হয়েছে কি না সন্দেহবশত 'দুক্কট' আপত্তি হয়। মাস অনতিক্রান্তে অনতিক্রান্ত ধারণায় কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৫০২. **অনাপত্তি :** ত্রিশ দিনের মধ্যে অধিষ্ঠান করলে বিকপ্পন করলে বিসর্জন করলে চুরি বা অধিকার চ্যুত হলে, পোকা-মাকড়াদি খেয়ে ফেললে বা দংশন করলে অগ্নিতে দগ্ধ হলে, কেউ জোড়পূর্বক কেড়ে নিলে, কেউ বিশ্বাস করে গ্রহণ করলে সংঘ কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্ত হলে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে কোনোরূপ অপরাধ হয় না।

[তৃতীয় কথিন শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

৪. পুরাণ চীবর সিক্খাপদং

(পুরাতন চীবর ধৌতকরণবিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৫০৩. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-সন্নিকটে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবনারামে বাস করছিলেন। ঐ সময়ে আয়ুষ্মান উদায়ীর গৃহী স্ত্রী ভিক্ষুণীদের নিকট প্রব্রজিতা হয়েছিলেন। সেই ভিক্ষুণী কাম-তৃষ্ণা-হেতু আয়ুষ্মান উদায়ীর সমীপে আগমন করতেন এবং আয়ুষ্মান উদায়ীও কাম-তৃষ্ণা-হেতু উক্ত ভিক্ষুণীর নিকটে গমন করতেন। তখন আয়ুষ্মান উদায়ী সেই ভিক্ষুণীর সহিত আহারাদি খাদ্য-দ্রব্য আদান-প্রদান করতেন। অনন্তর আয়ুষ্মান উদায়ী পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্গমনোপযোগী চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে যেখানে উক্ত ভিক্ষুণী, সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুণীর সম্মুখে পুরুষাঙ্গ (অঙ্গজাতং) দেখা যায় মত চীবর উন্মোচন করে আসনে বসলেন। সেই ভিক্ষুণীও আয়ুষ্মান উদায়ীর সম্মুখে স্ত্রী অঙ্গ (যোনিদ্বার) দেখা যায় মত চীবর উন্মোচন করে আসনে বসলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান উদায়ী কামাসক্ত চিত্তে সেই ভিক্ষুণীর যোনিদ্বারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তাতে তার অশুচি মোচন (বীর্যপাত) হলো। তখন আয়ুষ্মান উদায়ী সেই ভিক্ষুণীকে এরূপ বললেন, “যাও ভগিনী, জল নিয়ে আস; আমি অন্তর্বাস ধৌত করব।” তখন সেই ভিক্ষুণী ‘ভন্তে, এটি আমাকে দিন; আমি ধৌত করব’ এরূপ বলে সেই অশুচি লিপ্ত বস্ত্রের একাংশ মুখে দিলেন আর অপর একাংশ যোনিদ্বারে প্রবেশ করালেন। ইহাতে সেই ভিক্ষুণী গর্ভবতী হলেন।

তখন ভিক্ষুণীরা তাকে এরূপ বলতে লাগলেন যে—“অব্রহ্মচারিনী এই ভিক্ষুণী; গর্ভিনী এই ভিক্ষুণী।” “না আর্যে, আমি অব্রহ্মচারিণী নই” ইহা বলে সে ভিক্ষুণীদেরকে সব কথা সবিস্তারে প্রকাশ করলেন। ভিক্ষুণীরা তা শুনে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কী করে আর্য উদায়ী ভিক্ষুণীকে পুরাতন চীবর (অন্তর্বাস) ধৌত করতে দিলেন?” অতঃপর সেই ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে এ বিষয়ে নিবেদন করলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও ইহা শুনে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুণীকে পুরাতন চীবর ধৌত করাতে পারলেন?” অতঃপর সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান উদায়ীকে অনেকভাবে নিন্দা

করে ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলেন। ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে এ বলে জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্যই কি উদায়ী, তুমি ভিক্ষুণীর দ্বারা পুরাতন চীবর ধৌত করায়েছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

"হে উদায়ী, সে তোমার জ্ঞাতি না অজ্ঞাতি?"

"অজ্ঞাতি ভগবান।"

"হে মূর্খ, অজ্ঞাতি অজ্ঞাতির প্রতিরূপ (যোগ্য) কি, অপ্রতিরূপ (অযোগ্য) কি অথবা সত্য কি, মিথ্যা কি এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। হে মূর্খ, তুমি কী হেতু অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর দ্বারা পুরাতন চীবর ধৌত করালে? হে মূর্খ, তোমার এ কার্য কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, মোঘপুরুষ, ইহা অপ্রসন্নদের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।"

অতঃপর ভগবান বহুভাবে উদায়ীকে নিন্দা করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত কল্যাণজনক। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৫০৪. "যো পন ভিকখু অঞঞাতিকায ভিকখুনিযা পুরাণচীৰরং ধোৰাপেয্য ৰা রজাপেয্য ৰা আকোটাপেয্য ৰা, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয"ন্তি।

অনুবাদ : "যদি কোনো ভিক্ষু নিজের পুরাতন চীবর অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত করায় বা রং দেয়ায় কিংবা মর্দন করায়, তাহলে সেই ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।"

৫০৫. **‘যো পনাতি’** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

‘ভিক্খূতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

‘অঞ্ঞাতিকা’ অর্থে মাতৃপক্ষ হতে সাত পুরুষ এবং পিতৃপক্ষ হতে সাত পুরুষ রক্ত সম্পর্কীয় জ্ঞাতি না হওয়া।

‘ভিক্খুনী’ বলতে ভিক্ষুসংঘ ও ভিক্ষুণীসংঘ এই উভয় সংঘ কর্তৃক ঞাত্তি চতুর্থ কর্মবাক্য পাঠ দ্বারা উপসম্পদা প্রদানের মাধ্যমে উপসম্পন্না ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘পুরাণচীবরং’ অর্থে চীবর রঞ্জিতাদি অধিষ্ঠান করে ব্যবহার করার পর যে চীবর অব্যবহারযোগ্য হয়, সেই চীবরকে বুঝায়।

‘চীবর ধৌত কর’ এরূপ আদেশ দিলে ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। ধৌত করা শেষ হলে ‘নিস্সগ্গিয়’ আপত্তি হয়। ‘চীবর রং কর’ এরূপ আদেশ দিলে ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। রং করা শেষ হলে ‘নিস্সগ্গিয়’ অপরাধ হয়। ‘রং করার নিমিত্তে মর্দন কর’ এরূপ বললেও ‘দুক্কট’। একবার যদি হস্তাদি দ্বারা স্পর্শ করতে দিলে কিংবা বেতাদি দ্বারা প্রহার করতে দিলে ‘নিস্সগ্গিয়’ অপরাধ প্রাপ্ত হয়। তখন ‘নিস্সগ্গিয়’ আপত্তিপ্রাপ্ত চীবরটি সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই চীবর পরিত্যাগ করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলাবে :

“ভন্তে, আমার এই পুরাতন চীবরটি অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত করতে দেওয়ায় ‘নিস্সগ্গিয়’ প্রাপ্ত হয়েছে। সে কারণে আমি এই চীবরটি মাননীয় ভিক্ষুসংঘের নিকট বিসর্জন করছি।”

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর ‘নিস্সগ্গিয়’ হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।”

অতঃপর আপত্তিগ্রস্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই পুরাতন চীবর অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত করতে দেওয়ায় 'নিস্‌সগ্গিয়'প্রাপ্ত হয়েছে। সে কারণে আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।"

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় আয়ুষ্মানগণ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

অতঃপর আপত্তিগ্রস্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"বন্ধু, আমার এই পুরাতন চীবরটি অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত করতে দেওয়ায় 'নিস্‌সগ্গিয়'প্রাপ্ত হয়েছে। সে কারণে আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানের কাছে বিসর্জন করছি।

বিসর্জন করার পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। যেই ভিক্ষুর নিকট চীবর বিসর্জন করা হয়েছে, সেই ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। অতঃপর বিসর্জিত চীবর এভাবেই দেয়া কর্তব্য :

"আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।"

৫০৬. ১. অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় পুরাতন চীবর ধৌত করালে, 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় পুরাতন চীবর ধৌত ও রং করালে একটি 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' এবং একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় পুরাতন চীবর ধৌত ও মর্দন করালে, একটি 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় পুরাতন চীবর ধৌত রং ও মর্দন করালে, একটি 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' এবং দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

২. অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় পুরাতন চীবর রং করালে, 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় পুরাতন চীবর রং ও মর্দন করালে, একটি 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' এবং একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় পুরাতন চীবর রং, মর্দন ও ধৌত করালে, একটি 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' এবং দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি।

৩. অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় পুরাতন চীবর মর্দন করালে, একটি 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে। অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় পুরাতন চীবর মর্দন ও ধৌত করালে, একটি 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' এবং একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় পুরাতন চীবর মর্দন ও রং করালে, একটি 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' এবং একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় পুরাতন চীবর মর্দন, ধৌত ও রং করালে, একটি 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' এবং দুইটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৪. অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি কি না সন্দেহবশত পুরাতন চীবর ধৌত করালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অজ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় ধৌত করালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অজ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় অপরের পুরাতন চীবর ধৌত করালে, 'দুক্কট' আপত্তি হয়। বসার চাঁদর ধৌত করালে 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৫. শুধুমাত্র একের (ভিক্ষুণীসংঘের) উপস্থিতিতে উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত করালে 'দুক্কট' আপত্তি হয়।[1] জ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় ধৌত করালেও 'দুক্কট' আপত্তি হয়। জ্ঞাতিকে জ্ঞাতি কি না সন্দেহবশত ধৌত করালে, একটি 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' এবং একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অজ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় ধৌত করালে কোনো অপরাধ হয় না।

৫০৭. **অনাপত্তি :** জ্ঞাতি দ্বারা ধৌত করালে, জ্ঞাতিকে ধৌত করতে দিলে, অজ্ঞাতি ধৌত করলে নির্দেশ না পেয়ে ধৌত করলে চীবর ছাড়া অন্য বস্ত্রাদি ধৌত করালে, শিক্ষামনা ও শ্রামণেরীর দ্বারা ধৌত করালে, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের কোনো অপরাধ হয় না।

[পুরাতন চীবর চতুর্থ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

---

[1]. শুধুমাত্র ভিক্ষুণীসংঘের উপস্থিতিতে উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত করালে, দুক্কট অপরাধ হয়। অনুরূপভাবে শুধুমাত্র ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতে উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত করালেও 'দুক্কট' অপরাধ হয়। সে সময়ে পাঁচশত শাক্যকন্যা শুধু ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতে উপসম্পদাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

৫. চীবর পটিগ্গহণ সিক্খাপদং
(চীবর প্রতিগ্রহণ-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : রাজগৃহ]

৫০৮. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহ-সমীপে বেলুবনস্থ কলন্দক নিবাপে বাস করছিলেন। সে সময়ে উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী শ্রাবস্তীতে বাস করছিলেন। তখন উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্গমনোপযোগী চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন। শ্রাবস্তী হতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে আহার শেষে যেখানে অন্ধবন সেখানে দিবাবিহারের নিমিত্তে গমন করলেন। অন্ধবনে প্রবেশ করে অন্যতর বৃক্ষমূলে দিবাবিহারের জন্যে উপবেশন করলেন। ঐ সময়ে চোরেরা গাভী চুরি করে বধ করে গাভীর মাংস নিয়ে অন্ধবনে প্রবেশ করল। চোরদের দলনেতা উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণীকে অন্যতর বৃক্ষমূলে দিবাবিহারের নিমিত্তে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখল। দেখে তার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো : 'যদি এই ভিক্ষুণী আমার জ্ঞাতিদেরকে এ ব্যাপারে বলে দেয়, তাহলে তারা আমাকে দেখা মাত্রই উৎপীড়ন, নিপীড়ন করবে' এই ভেবে সে অন্য পথ দিয়ে গমন করল। অনন্তর সেই চোরদের দলনেতা মাংস অগ্নিতে সিদ্ধ করে ভালো মাংসগুলো নিয়ে পাতা দ্বারা পুঁটলি বেঁধে উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণীর অনতিদূরে বৃক্ষে ঝুলায়ে রেখে 'শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ যিনি এই পুঁটলি দেখবেন, তিনি ইহা নিতে পারবেন' এরূপ বলে প্রস্থান করল। উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী ধ্যান হতে উঠে সেই দলনেতার ভাষিত বাক্য শুনলেন।

তখন উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী সেই মাংসের পুঁটলি নিয়ে বিহারে গমন করলেন। অতঃপর উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী সেই রাত্রি শেষে সেই মাংসগুলো উত্তমরূপে খাওয়ার উপযোগী করে প্রস্তুত করায়ে উত্তরাসঙ্গ দ্বারা ভাণ্ড বেঁধে আকাশ পথে বেলুবনের দিকে প্রস্থান করলেন।

সে সময়ে ভগবান ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্যে গ্রামে প্রবেশ করেছিলেন। ঐ সময়ে আয়ুষ্মান উদায়ী বিহারপাল (পাহারাদার)-রূপে বিহারে অবস্থান করতেন। তখন উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী যেখানে উদায়ী সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, ভগবান এখন কোথায়?"

"ভগিনী, ভগবান পিণ্ডার্থে গ্রামে প্রবেশ করেছেন।"

"ভন্তে, এই মাংস ভগবানকে দিবেন।"

"ভগিনী, তুমিই ভগবানকে এই মাংস দ্বারা পরিতৃপ্ত কর। যদি তুমি আমাকে অন্তর্বাস দিতে পার; তাহলে আমি নিজে ভগবানকে পরিতৃপ্ত করতে পারি।"

"ভন্তে, আমরা স্ত্রীলোকেরা এরূপ অন্তর্বাস কোথায় পাব? যা লাভ করা অতি কঠিন। ইহা আমার পঞ্চম চীবরের মধ্যে শেষ চীবর। কীরূপে আমি ইহা আপনাকে দিব? না, দিতে পারব না।"

"যেমন ভগিনী, কোনো পুরুষ হাতিকে বিবিধ আভরণে সজ্জিত করে; সেরূপে তুমিও ভগবানকে মাংস দিয়ে, আমাকে অন্তর্বাস দ্বারা সজ্জিত কর।" অতঃপর উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী আয়ুষ্মান উদায়ীর পীড়াপীড়িতে সেই অন্তর্বাস তাকে দিয়ে আবাসের দিকে গমন করলেন। ভিক্ষুণীরা উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণীর পাত্র-চীবর গ্রহণ করার সময়ে উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণীকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "আর্যে, আপনার অন্তর্বাস কই?" তখন উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী ভিক্ষুণীদেরকে এ বিষয়ে সবিস্তারে প্রকাশ করলেন। ভিক্ষুণীরা এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ করতে লাগলেন, "এ কেমন লোভযুক্ত আচরণ যে, আর্য উদায়ী ভিক্ষুণীর নিকট হতে চীবর গ্রহণ করলেন; যা লাভ করা স্ত্রীলোকের জন্যে অতিশয় কষ্টসাধ্য?" তখন সেই ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদেরকে এ বিষয় জ্ঞাত করলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও ইহা শুনে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগলেন, "কী করে আয়ুষ্মান উদায়ী ভিক্ষুণীর নিকট হতে চীবর প্রতিগ্রহণ করতে পারলেন?"

অতঃপর সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান উদায়ীকে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে ভগবানকে এ ব্যাপারে সবিস্তারে জ্ঞাত করলেন। ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্যই কি উদায়ী, তুমি ভিক্ষুণীর নিকট হতে চীবর প্রতিগ্রহণ করেছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সম্পূর্ণ সত্য বটে।"

"হে উদায়ী, সেই ভিক্ষুণী তোমার জ্ঞাতি না অজ্ঞাতি?"

"অজ্ঞাতি ভগবান।"

"হে মূর্খ, অজ্ঞাতি অজ্ঞাতির প্রতিরূপ (যোগ্য) কি, অপ্রতিরূপ (অযোগ্য) কি অথবা সত্য কি, মিথ্যা কি এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। হে মোঘপুরুষ, তুমি কী হেতু অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর হাত হতে চীবর প্রতিগ্রহণ করবে? হে মোঘপুরুষ, তোমার এ কার্য কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নসম্পন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির সহায়ক নহে। অধিকন্তু, ইহা অপ্রসন্নদের

অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি এবং প্রসন্নদের কারো কারো মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।”

অতঃপর ভগবান বহুভাবে উদায়ীকে নিন্দা করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত কল্যাণজনক। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৫০৯. “যদি কোনো ভিক্ষু অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর হাত হতে চীবর প্রতিগ্রহণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হবে।”

ভগবান এরূপে এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেছিলেন।

৫১০. সে সময়ে ভিক্ষুরা সংকোচবশত ভিক্ষুণীদের বদলি চীবর গ্রহণ করলেন না। ইহাতে ভিক্ষুণীরা এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন আর্যগণ, আমাদের বদলি চীবর গ্রহণ করবেন না?” ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুণীদের আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুনলেন। তখন সেই ভিক্ষুণীরা ভগবানকে এ ব্যাপারে জানালেন। অতঃপর ভগবান এ হেতুতে, এ কারণে ধর্ম কথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন,

হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি যে, পাঁচজনের কাছ থেকে বদলি চীবর প্রতিগ্রহণ করবে। যথা : ১. ভিক্ষু, ২. ভিক্ষুণী, ৩. শিক্ষামনা, ৪. শ্রামণের ও ৫. শ্রামণেরী। হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচজনের কাছ থেকে বদলি চীবর প্রতিগ্রহণ করবে।

হে ভিক্ষুগণ, এ হেতু আমি এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৫১১. “যো পন ভিকখু অঞ্ঞাতিকায ভিকখুনিযা হত্থতো চীৰরং

পটিগ্গন্হেয্য, অঞ্ঞত্র পারিৰত্তকা, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয”ন্তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো ভিক্ষু অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর হাত হতে বদলি ছাড়া অন্য কোনো চীবর প্রতিগ্রহণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ আপত্তি হবে।”

৫১২. **‘যো পনাতি’** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খূতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

‘অঞ্‌ঞাতিকা’ অর্থে মাতৃপক্ষ হতে সাত পুরুষ এবং পিতৃপক্ষ হতে সাত পুরুষ রক্ত-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি না হওয়া।

‘ভিক্‌খুনী’ বলতে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক ‘ঞাত্তি চতুত্থ’ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘চীবরং’ বলতে ছয় প্রকার চীবরের মধ্যে অন্যতর চীবর যা বিকল্পনুপযোগীর (হস্তান্তরযোগ্যের) মধ্যে অন্তিম।

‘অঞ্‌ঞত্র পরিবত্তকাতি’ বলতে বদলি চীবর ব্যতীত অন্য চীবরকে বুঝায়।

বদলি চীবর ব্যতীত অন্য চীবর প্রতিগ্রহণ করলে প্রয়োগে প্রয়োগে ‘দুক্কট’। প্রতিগ্রহণ করার পর ‘নিস্‌সগ্গিয়’ আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তখন সেই ‘নিস্‌সগ্গিয়’ আপত্তিপ্রাপ্ত চীবরটি সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই চীবরটি বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলবে :

“ভন্তে, আমি এই চীবরটি অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর হস্ত হতে বদলি ব্যতীত প্রতিগ্রহণ করায় ‘নিস্‌সগ্গিয়’ অপরাধপ্রাপ্ত হয়েছে। সেহেতু আমি এই চীবরটি মাননীয় সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।”

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর ‘নিস্‌সগ্গিয়’ হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ

উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।”

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

“ভন্তে, আমার এই চীবরটি অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর হাত হতে বদলি ব্যতীত প্রতিগ্রহণ করায় ‘নিস্সগ্গিয়’ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছে। সে কারণে এই চীবরটি আমি মাননীয় সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।”

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“মাননীয় আয়ুষ্মানগণ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর ‘নিস্সগ্গিয়’ হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।”

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে।

“বন্ধু, আমার এই চীবরটি অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীর হাত হতে বদলি ব্যতীত প্রতিগ্রহণ করায় ‘নিস্সগ্গিয়’ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। সেহেতু এই চীবরটি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।”

বিসর্জন করার পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।”

৫১৩. অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় বদলি ব্যতীত চীবর প্রতিগ্রহণ করলে ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ আপত্তি হয়। অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি কি না সন্দেহবশত বদলি ব্যতীত চীবর প্রতিগ্রহণ করলে ‘নিস্সগ্গিয পাচিত্তিয়’ আপত্তি হয়। অজ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় বদলি ব্যতীত চীবর প্রতিগ্রণ করলে ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ আপত্তি হয়। অজ্ঞাতিকে জ্ঞাতি কি না সন্দেহবশত বদলি ব্যতীত চীবর প্রতিগ্রহণ করলে ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ আপত্তি হয়।

শুধুমাত্র একের (ভিক্ষুণীসংঘের) উপস্থিতিতে উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুণীর

হাত হতে বদলি ব্যতীত চীবর প্রতিগ্রহণ করলে ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।[1] জ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় প্রতিগ্রহণে ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। জ্ঞাতিকে জ্ঞাতি কি না সন্দেহবশত চীবর প্রতিগ্রহণেও ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়। জ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় চীবর প্রতিগ্রহণে, কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৫১৪. **অনাপত্তি :** নিজের জ্ঞাতি হতে নিলে, বর্ণিত পাঁচজনের সাথে পরিবর্তন করলে কম দিয়ে বেশি প্রতিগ্রহণে, বেশি দিয়ে কম প্রতিগ্রহণে, ভিক্ষু বিশ্বাস করে গ্রহণ করলে সাময়িকের নিমিত্তে গ্রহণে, চীবর ব্যতীত অন্য দ্রব্য প্রতিগ্রহণে, শিক্ষামনা, শ্রামণেরী, উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের।

[চীবর প্রতিগ্রহণ পঞ্চম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

৬. অঞ্ঞাতক বিঞ্ঞত্তি সিক্খাপদং

(অজ্ঞাতির নিকট যাচঞা-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৫১৫. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক প্রদত্ত জেতবন বিহারে বাস করছিলেন। সে সময়ে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ ধর্মোপদেশ প্রদানে পটু, নিপুণ, দক্ষ, সমর্থ ও মধুর-মাধুরী কণ্ঠসম্পন্ন ছিলেন। অনন্তর জনৈক শ্রেষ্ঠীপুত্র যেখানে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ, সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে অভিবাদন জ্ঞাপনপূর্বক এক পাশে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট সেই শ্রেষ্ঠীপুত্রকে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করলেন। তখন সেই শ্রেষ্ঠীপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দের ধর্ম কথার দ্বারা প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান উপনন্দকে এরূপ বললেন, “ভন্তে, আমাকে বলুন, আপনার কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কি? আমরা আর্যকে যথাসাধ্য চতুর্প্রত্যয় দিতে চেষ্টা করব।”

“হে উপাসক, যদি আপনি আমাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করেন, তাহলে

---

[1]. শুধুমাত্র ভিক্ষুণীসংঘের উপস্থিতিতে উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত করালে, দুক্কট অপরাধ হয়। কিন্তু ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতে উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত করালে, ‘পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

এখান হতে এই বস্ত্রটি দিন।"

"ভন্তে, আমাদের ন্যায় কুলপুত্ররা একটি মাত্র বস্ত্রে গমন করা উচিত নহে। ভন্তে, এখন আমি ঘরে গমন করছি। ঘরে গিয়ে ইহার চেয়েও অতি সুন্দর একটি বস্ত্র পাঠিয়ে দিব।"

দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান উপনন্দ সেই শ্রেষ্ঠীপুত্রকে এরূপ বললেন, "হে উপাসক, আপনি যদি আমাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করেন, তাহলে এখান হতে এই বস্ত্রটি দিন।"

"ভন্তে, আমাদের ন্যায় কুলপুত্ররা একটি মাত্র বস্ত্রে গমন করা উচিত নয়। ভন্তে, এখন আমি ঘরে গমন করছি। ঘরে গিয়ে ইহার চেয়েও অতি সুন্দর একটি বস্ত্র পাঠিয়ে দিব।"

তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান উপনন্দ সেই শ্রেষ্ঠীপুত্রকে এরূপ বললেন, "হে উপাসক, আপনি যদি আমাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করেন, তাহলে এখান হতে এই বস্ত্রটি দিন।"

"ভন্তে, আমাদের ন্যায় কুলপুত্ররা একটি মাত্র বস্ত্রে গমন করা উচিত নয়। ভন্তে, এখন আমি ঘরে গমন করছি। ঘরে গিয়ে ইহার চেয়েও অতি সুন্দর একটি বস্ত্র পাঠিয়ে দিব।" তখন আয়ুষ্মান উপনন্দ তাকে বললেন, "উপাসক, আমার দ্বারা আহূত হয়েও কী দান দিতে ইচ্ছা পোষণ করেন না; আপনি আহূত হয়ে কেন এই বস্ত্রটি দান দিচ্ছেন না?"

অতঃপর সেই শ্রেষ্ঠীপুত্র বিরক্ত হয়ে আয়ুষ্মান উপনন্দের দ্বারা বারংবার উৎপীড়িত হয়ে দুইটির মধ্যে একটি বস্ত্র দিয়ে গমন করলেন। লোকেরা সেই শ্রেষ্ঠীপুত্রকে এ বলে জিজ্ঞেস করলেন, "আর্য, কী কারণে আপনি একটি মাত্র বস্ত্রে আগমন করছেন?" তখন সেই শ্রেষ্ঠীপুত্র সেই লোকদের এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রকাশ করলেন।

সেই লোকেরা এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অসন্তুষ্টি ও লাভ-সৎকার প্রাপ্তির জন্যে অতিশয় আকাঙ্ক্ষী। এদেরকে ধর্মদেশনা প্রদানের জন্যে আহ্বান করলেও সুখকর নহে। এ কেমন লোভযুক্ত হীনাচরণ যে, শ্রেষ্ঠীপুত্র কর্তৃক ধর্মদেশনা প্রদানের নিমিত্তে আমন্ত্রিত হয়ে আয়ুষ্মান উপনন্দ কীরূপে যাচঞা করে বস্ত্রটি গ্রহণ করলেন?"

ভিক্ষুগণ সেই লোকদের নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুনলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও এ বিষয়ে জানতে পেরে এ বলে

আন্দোলন, নিন্দা, ও প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগলেন, "কী করে আয়ুষ্মান উপনন্দ শ্রেষ্ঠীপুত্র হতে চীবর যাচঞা করতে পারলেন?" তখন সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উপনন্দকে বহুভাবে তিরস্কার করে ভগবানকে এ ব্যাপারে সবিস্তারে জ্ঞাত করলেন। ভগবান আয়ুষ্মান উপনন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যই কি উপনন্দ, তুমি শ্রেষ্ঠীপুত্র হতে চীবর যাচঞা করেছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

"হে উপনন্দ, সে তোমার জ্ঞাতি কি অজ্ঞাতি?"

"ভগবান, সে আমার অজ্ঞাতি।"

"হে মোঘপুরুষ, অজ্ঞাতি অজ্ঞাতির প্রতিরূপ (যোগ্য) কি, অপ্রতিরূপ (অযোগ্য) কি অথবা সত্য কি, মিথ্যা কি এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। হে মোঘপুরুষ, কী করে তুমি অজ্ঞাতি শ্রেষ্ঠীপুত্রকে চীবরপ্রাপ্তির জন্যে বলতে পারলে? হে মোঘপুরুষ, তোমার এ ধরনের লোভযুক্ত হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের (অশ্রদ্ধাবানদের) প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের (শ্রদ্ধাবানদের) প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের কারণ হবে।"

ভগবান এভাবে অনেক প্রকারে নিন্দা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত কল্যাণজনক। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৫১৬. "যো পন ভিকখু অঞঞাতকং গহপতিং ৰা গহপতানিং ৰা চীৰরং ৰিঞঞাপেয্য, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয"ন্তি।

অনুবাদ : "যদি কোনো ভিক্ষু অজ্ঞাতি গৃহপতি বা গৃহপত্নীর নিকটে

চীবর যাচঞা করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হবে।"

এরূপে ভগবান কর্তৃক এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয়েছিল।

[স্থান : সাকেত]

৫১৭. সে সময়ে কিছুসংখ্যক ভিক্ষু সাকেত হতে শ্রাবস্তীতে যাবার সময় দীর্ঘপথ যাত্রায় রত ছিলেন। পথের মধ্যে চোরেরা বের হয়ে সেই ভিক্ষুদের পাত্র-চীবর বলপূর্বক ছিনিয়ে নিল। তখন সেই ভিক্ষুদের মনে এরূপ চিন্তার উদয় হলো : "ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন যে—'অজ্ঞাতি গৃহপতি কিংবা গৃহপত্নীর নিকট চীবর যাচঞা করতে পারবে না' ইহা ভেবে সংকোচবশত চীবর যাচঞা করলেন না। তারা নগ্নাবস্থায় শ্রাবস্তীতে গিয়ে ভিক্ষুদেরকে অভিবাদন করছিলেন।

তখন ভিক্ষুরা এরূপ বলতে লাগলেন, "দেখুন, বন্ধুগণ, কি সুন্দর এই আজীবক সন্ন্যাসীগণ ভিক্ষুদেরকে অভিবাদন জ্ঞাপন করছেন।"

"তারা এরূপ বললেন, "বন্ধুগণ, আমরা আজীবক সন্ন্যাসী নই; আমরা ভিক্ষু।"

তখন ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান উপালীকে এরূপ বললেন, "আসুন, বন্ধু উপালী, এদের পরীক্ষা করুন।"

অতঃপর আয়ুষ্মান উপালী পরীক্ষা করার ইচ্ছুক হলে সেই ভিক্ষুরা এ বিষয়ে বিস্তারিত নিবেদন করলেন। তখন আয়ুষ্মান উপালী সেই ভিক্ষুদেরকে পরীক্ষা করে ভিক্ষুদেরকে বললেন, "বন্ধুগণ, এরা প্রকৃত পক্ষে ভিক্ষু। এদেরকে চীবরাদি প্রদান করুন।"

যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরা ইহা জানতে পেরে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন, ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কী করে সেই ভিক্ষুগণ নগ্নাবস্থায় আগমন করতে পারলেন?' ইহা কি উচিত ছিল না যে, তারা তৃণ বা পাতা দ্বারা নগ্নদেহ আচ্ছাদন করে আগমন করা।" তখন সেই ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুদেরকে বহুভাবে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ বিষয়ে সবিস্তারে প্রকাশ করলেন।

অতঃপর ভগবান এই হেতু, এই কারণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি, যদি চীবর চুরি হয় কিংবা কেউ বলপূর্বক চীবর ছিনিয়ে নেয়, অগ্নি, জল, ইঁদুর ও পোকাদি দ্বারা দংশিত হবার ফলে ব্যবহার করতে অযোগ্য হয়, তাহলে অজ্ঞাতি গৃহপতির বা গৃহপত্নীর নিকট হতে চীবর যাচঞা করতে

পারবে।”

যদি কোনো ভিক্ষু কোনো কারণে নগ্ন হয়ে পড়ে, তাহলে যে প্রথম কুটিরে গিয়ে সংঘের ব্যবহৃত চীবর, চাঁদর, ভূমিতে বিছানো বস্ত্র, চাঁদোয়া, বিছানার চাঁদর, অন্যান্য আবরণ বা বস্ত্রাদি প্রভৃতির যেকোনো একটি নিয়ে তা দ্বারা দেহাচ্ছাদন করে সংঘের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সংঘের ব্যবহৃত চীবর, চাঁদর, ভূমিতে বিছানো বস্ত্র, চাঁদোয়া, বিছানার চাঁদর, তৃণ অথবা পাতা দ্বারা দেহাচ্ছাদন করে অবশ্যই আসতে হবে; নগ্নাবস্থায় আসতে পারবে না। যে নগ্নাবস্থায় আগমন করবে, তার ‘দুক্কট’ আপত্তি হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এ কারণে আমি এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৫১৮. “যো পন ভিকখু অঞ‌্ঞাতকং গহপতিং ৰা গহপতানিং ৰা চীৰরং ৰিঞ‌্ঞাপেয্য, অঞ‌্ঞত্র সমযা, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিযং। তত্থাযং সমযো—অচ্ছিন্নচীৰরো ৰা হোতি ভিকখু নট্ঠচীৰরো ৰা। অযং তত্থ সমযো”তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো ভিক্ষু অজ্ঞাতি কোনো গৃহপতির বা গৃহপত্নীর নিকট হতে উপযুক্ত সময় ছাড়া চীবর যাচ‌্ঞা করে গ্রহণ করে, তাহলে তার ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হবে। এখানে উপযুক্ত সময় বলতে যদি চোরেরা অথবা অন্য কেউ বলপূর্বক চীবর কেড়ে নেয়, অগ্নিতে দগ্ধ হলে, জলে ভেসে গেলে, ইঁদুর কিংবা কীট-পোকাদি দ্বারা দংশিত হবার ফলে ব্যবহারের অযোগ্য হলে, এমন অবস্থায় অজ্ঞাতি যেকোনো স্ত্রী বা পুরুষ হতে যাচ‌্ঞা করে চীবর নিতে পারবে। এখানে ইহাকেই ‘উপযুক্ত সময়’ বলা হয়।”

৫১৯. **‘যো পনাতি’** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খূতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

‘অঞ্‌ঞাতকো’ বা অজ্ঞাতি বলতে মাতৃপক্ষের সাত পুরুষ এবং পিতৃপক্ষের সাতপুরুষ রক্ত সম্পর্কের জ্ঞাতি ব্যতীত অন্যদেরকে বুঝায়।

‘গহপতি’ বলতে যে পুরুষ সাংসারিক জীবন-যাপন করে গৃহে বসবাস করেন।

‘গহপতানী’ বলতে যেই স্ত্রীলোক সাংসারিক জীবন-যাপন করে গৃহকে আশ্রয় করে বসবাস করেন।

‘চীবরং’ বলতে ছয় প্রকার চীবরের মধ্যে অন্যতর চীবর, যা বিকপ্পনুপযোগী (হস্তান্তরযোগ্যের) মধ্যে অন্তিম।

'অঞ্ঞত্র সমযাতি' বলতে গৃহীদের নিকট হতে চীবর যাচঞ্ঞার উপযুক্ত সময় না হওয়া পর্যন্ত কালকে বুঝায়।

'অচ্ছিন্নচীবরো' বলতে ভিক্ষুর যেই চীবর রাজা, চোর, কিংবা ধূর্তাদি দ্বারা বলপূর্বক কেড়ে নেয়া হয়, সেই চীবরকে বুঝায়।

'নট্‌ঠচীবরো' বলতে ভিক্ষুদের যেই চীবর অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়, জলোচ্ছ্বাসে ভাসায়ে নিয়ে যায়, ইঁদুর বা কীট-পতঙ্গাদি দ্বারা দংশিত হয়ে পরিভোগের অযোগ্য হয় এমন চীবরকে বুঝায়।

উপযুক্ত সময় ব্যতীত চীবর যাচঞ্ঞা করলে প্রয়োগে প্রয়োগে 'দুক্কট'। যাচঞ্ঞা করার পর সেই চীবর লাভ করলে 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধ প্রাপ্ত হয়। তখন সংঘ, গণ কিংবা একজন ভিক্ষুর নিকট সেই চীবরটি বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই চীবরটি বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই চীবরটি অজ্ঞাতি গৃহপতির নিকট হতে উপযুক্ত সময় ব্যতীত যাচঞ্ঞা করে গ্রহণ করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' প্রাপ্ত হয়েছে। সেহেতু আমি এই চীবরটি মাননীয় সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর উপযুক্ত সময় ব্যতীত যাচঞ্ঞা করায় অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষু কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই চীবরটি অজ্ঞাতি গৃহপতির নিকট হতে উপযুক্ত সময় ব্যতীত যাচঞ্ঞা করে গ্রহণ করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছে, তাই আমি এই চীবরটি মাননীয় সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের

অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় আয়ুষ্মানগণ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর উপযুক্ত সময় ব্যতীত যাচঞা করায় অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয' হওয়ার কারণে সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষু কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"বন্ধু, আমার এই চীবরটি অজ্ঞাতি গৃহপতির নিকট হতে উপযুক্ত সময় ব্যতীত যাচঞা করে গ্রহণ করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' প্রাপ্ত হয়েছে। সে কারণে এই চীবরটি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।"

বিসর্জন করার পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।"

৫২০. অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় উপযুক্ত সময় ব্যতীত চীবর যাচঞা করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি কি না সন্দেহবশত উপযুক্ত সময় ব্যতীত চীবর যাচঞা করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অজ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় উপযুক্ত সময় ছাড়া চীবর যাচঞা করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। জ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় যাচঞা করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। জ্ঞাতিকে জ্ঞাতি কি না সন্দেহবশত যাচঞা করলেও 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

৫২১. **অনাপত্তি :** উপযুক্ত কাল উপস্থিত হলে, জ্ঞাতির নিকট হতে, আহূত লোকের নিকট হতে, অপরের নিমিত্তে, নিজের ধন ও অর্থ দ্বারা নিলে, ভিক্ষু উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে কোনোরূপ অপরাধ হয় না।

['অঞ্ঞাতক বিঞ্ঞত্তি' ষষ্ঠ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

৭. ততুত্তরি সিক্খাপদং

(অতিরিক্ত চীবর গ্রহণ-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৫২২. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তীর নিকটে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক প্রদত্ত জেতবনারামে বাস করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা ছিন্ন চীবরধারী ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, "বন্ধুগণ, ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন যে, ত্রিচীবর চোরে চুরি করলে অথবা জোড়পূর্বক কেউ কেড়ে নিলে, অগ্নিতে দগ্ধ হলে, জলোচ্ছ্বাসে ভাসায়ে নিয়ে গেলে, ইঁদুর, উঁইপোকা, কীট-পতঙ্গাদি দ্বারা নষ্ট, বিনষ্ট হয়ে ব্যবহারে অযোগ্য হলে, অজ্ঞাতি গৃহপতির বা গৃহপত্নীর নিকট চীবর যাচঞা করতে পারে।' বন্ধুগণ, আপনাদের চীবর তো নষ্ট হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে; আপনারা চীবর যাচঞা করুন।"

তখন তারা এরূপ বললেন, "বন্ধুগণ, আমাদের এই চীবরগুলোই যথেষ্ট।"

ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বললেন, "তাহলে আমরাই আয়ুষ্মানগণের জন্যে চীবর যাচঞা করছি।"

"হ্যাঁ বন্ধুগণ, যাচঞা করুন।"

তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা গৃহপতিদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, "হে উপাসকগণ, ছিন্ন চীবরধারী ভিক্ষুরা আগমন করেছেন; অতএব তাদের জন্যে চীবর দান করুন।" তারা এরূপ বলে একসঙ্গে বহু চীবর যাচঞা করলেন।

সে সময়ে কোনো এক সভায় উপবিষ্ট জনৈক পুরুষ অন্য একজন পুরুষকে এরূপ বললেন, "হে আর্য, ছিন্ন চীবরধারী ভিক্ষুরা আগমন করেছেন; আমি তাদেরকে চীবর দান করেছি।"

সেই পুরুষ এরূপ বললেন, "আমিও তো চীবর দান করেছি।"

উক্ত সভায় উপস্থিত অন্য একজন বললেন, "আমিও তো তাদেরকে চীবর দান করেছি।"

অতঃপর সেই পুরুষরা এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কী করে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মাত্রা না জেনে বহু চীবর যাচঞা করছেন? মনে হয় যেন তারা চীবরের দোকান খুলবেন; চীবরের বাণিজ্য করবেন?" ভিক্ষুরা তাদের নিন্দা, আন্দোলন এবং প্রকাশ্যে

ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুনলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও ইহা জ্ঞাত হয়ে এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগলেন, "এ কেমন লোভযুক্ত হীনাচরণ যে, ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা মাত্রা না জেনে বহুচীবর একসাথে যাচঞা করবে?"

অতঃপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণকে অনেক প্রকারে তিরস্কার, ভর্ৎসনা করে ভগবানকে একথা জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে সেই ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা মাত্র না জেনে বহু চীবর যাচঞা করেছ?

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

ভগবান বুদ্ধ নিন্দা করে বললেন, "হে মোঘপুরুষগণ, এ কেমন লোভযুক্ত হীনাচরণ তোমাদের; কী করে তোমরা মাত্রা না জেনে একসঙ্গে বহু চীবর যাচঞা করতে পারলে? হে মূর্খগণ, তোমাদের এ প্রকারের লোভযুক্ত হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের কারণ হবে।"

ভগবান এভাবে অনেক প্রকারে নিন্দা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্পর্কে বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত কল্যাণজনক। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৫২৩. "তঞ্চে অঞঞাতকো গহপতি ৰা গহপতানী ৰা বহূহি চীৰরেহি অভিহট্ঠুং পৰারেয্য সন্তরুত্তরপরমং তেন ভিকখুনা ততো চীৰরং সাদিতব্বং।

ততো চে উত্তরি সাদিযেয্য, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয”ন্তি।

অনুবাদ : যদি ছিন্ন চীবরধারী ভিক্ষুকে অজ্ঞাতি কোনো গৃহপতি কিংবা গৃহপত্নী বহু চীবর এনে বলে যে, “ভন্তে, আপনার যতটি চীবর প্রয়োজন হয়, ততটি চীবর এখান হতে ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করুন।” তাহলে সেই ছিন্ন চীবরধারী ভিক্ষু তিনটি চীবরই ব্যবহারের অযোগ্য হলে; দুইটি চীবর নিতে পারবে। দুইটি ব্যবহারের অযোগ্য হলে; একটি চীবর নিতে পারবে। আর একটি ব্যবহারের অযোগ্য হলে মোটেও নিতে পারবে না। যদি এই নিয়ম লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত চীবর গ্রহণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ আপত্তি হবে।”

৫২৪. **‘তঞ্চেতি’** অর্থে সেই ছিন্ন চীবরধারী ভিক্ষুকে বুঝায়।

‘অঞ্ঞাতকো’ (অজ্ঞাতি) বলতে মাতৃপক্ষ হতে সাত পুরুষ এবং পিতৃপক্ষ হতে সাত পুরুষ রক্ত সম্পর্কের জ্ঞাতি ছাড়া অন্যদেরকে বুঝায়।

‘গহপতি’ অর্থে যে পুরুষ সাংসারিক জীবন-যাপন করে গৃহে বসবাস করে।

‘গহপতানী’ অর্থে যে স্ত্রীলোক সাংসারিক জীবন-যাপন করে গৃহে বসবাস করে।

‘বহূহি চীবরেহি’ বলতে বহু চীবর হতে।

‘অভিহট্‌ঠুং পবারেয্যাতি’ বলতে কোনো অজ্ঞাতি গৃহপতি বা গৃহপত্নী বহু চীবর এনে এরূপ বলে যে, ‘ভন্তে, আপনার ইচ্ছামত যতটি চীবর প্রয়োজন হয়, ততটি চীবর এখান হতে গ্রহণ করুন’ এরূপ বুঝায়।

‘সন্তরুত্তরপরমং তেন ভিক্‌খুনা ততো চীবরং সাদিতব্বন্তি’ বলতে ছিন্ন চীবরধারী ভিক্ষুর তিনটি চীবর নষ্ট হলে, দুইটি গ্রহণ করতে পারবে, দুইটি নষ্ট হলে একটি গ্রহণ করতে পারবে আর যদি একটি নষ্ট হয়, তাহলে মোটেও নিতে পারবে না।

‘ততো চে উত্তরি সাদিযেয্যাতি’ বলতে বর্ণিত নিয়ম লঙ্ঘন করে তার অধিক চীবর যাচঞা করলে প্রয়োগে প্রয়োগে ‘দুক্কট’ আপত্তি হবে। যাচঞা করার পর প্রতিলাভ (প্রাপ্তি হলে) করলে ‘নিস্সগ্গিয়’ অপরাধ হবে। তখন সেই চীবরটি সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই চীবরটি বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলাবে :

"ভন্তে, আমার এই চীবর অজ্ঞাতি গৃহপতীর নিকট উপস্থিত হয়ে বর্ণিত নিয়ম লঙ্ঘন করে তার অধিক যাচঞা করে গ্রহণ করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছে। সে কারণে আমি এই চীবরটি মাননীয় সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই চীবরটি অজ্ঞাতি গৃহপতীর নিকট উপস্থিত হয়ে বর্ণিত নিয়ম লঙ্ঘন করে তার অতিরিক্ত চীবর যাচঞা করে গ্রহণ করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' প্রাপ্ত হয়েছে। এ হেতু আমি এই চীবরটি মাননীয় সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"বন্ধু, আমার এই চীবরটি অজ্ঞাতি গৃহপতির নিকট উপস্থিত হয়ে বর্ণিত বিনয় লঙ্ঘন করে তার চেয়ে অধিক যাচঞা করে গ্রহণ করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছে। সেহেতু আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।"

বিসর্জন করার পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।"

৫২৫. অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় অজ্ঞাতি হতে নিয়মের অধিক চীবর যাচঞা করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি কি না সন্দেহবশত অজ্ঞাতি হতে নিয়মের অধিক চীবর যাচঞা করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অজ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় অজ্ঞাতি হতে নিয়মের অধিক চীবর যাচঞা করে গ্রহণ করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। জ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় যাচঞা করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। জ্ঞাতিকে জ্ঞাতি কি না সন্দেহবশত 'দুক্কট' অপরাধ হয়। জ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় অনাপত্তি।

৫২৬. **অনাপত্তি :** চীবরবিহীন ভিক্ষু 'অবশিষ্ট চীবর সংগ্রহ করব' এই চেতনায় গমন করার সময়ে দায়কেরা বাদবাকি চীবর প্রদান করলে, ছিন্ন চীবরধারী ভিক্ষুর চীবর ব্যবহারের অযোগ্য-হেতু প্রদান না করে শ্রদ্ধাবশত দান দিলে, জ্ঞাতিদের নিকট যাচঞা করলে আমন্ত্রিত ব্যক্তির নিকট যাচঞা করলে, নিজের অর্থ দ্বারা নিলে, ভিক্ষু উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

['ততুত্তরি' সপ্তম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

৮. উপক্‌খট সিক্‌খাপদং

(ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে নির্মিত চীবর-বিষয়ক শিক্ষাপদ)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৫২৭. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-সমীপে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে জনৈক পুরুষ তার স্ত্রীকে এরূপ বললেন, "আমি আর্য উপনন্দকে চীবর দ্বারা আচ্ছাদন (দান) করব।" অন্যতর পিণ্ডচারিক ভিক্ষু সেই পুরুষের এই ভাষিত বাক্য শুনলেন। তখন সেই ভিক্ষু যেখানে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে এরূপ বললেন, "বন্ধু উপনন্দ,

আপনি মহাপুণ্যবান। অমুক স্থানে জনৈক পুরুষ তার স্ত্রীকে এরূপ বলতে শুনেছি : "আর্য উপনন্দকে চীবর দ্বারা আচ্ছাদন করব।"

আয়ুষ্মান উপনন্দ বলেন, "বন্ধু, তিনি তো আমার উপস্থাপক (সেবক) হন।"

অতঃপর আয়ুষ্মান উপনন্দ যেখানে সেই পুরুষ সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে সেই পুরুষকে এরূপ বললেন, "হে উপাসক, সত্যই কি আপনি আমাকে চীবর দ্বারা আচ্ছাদন করতে ইচ্ছুক হয়েছেন?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আমি আর্যকে চীবর দ্বারা আচ্ছাদন করতে ইচ্ছুক হয়েছি।"

"হে উপাসক, সত্যই যদি আপনি আমাকে চীবর দ্বারা আচ্ছাদন করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে আমাকে এরূপ চীবর দিয়ে আচ্ছাদন করুন। সেরূপ হলেই আমি পরিধান করব; না হয় পরিধান করব না।"

অনন্তর সেই পুরুষ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগলেন, "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মহা লাভ সৎকারে বশীভূত ও অসন্তুষ্টিপরায়ণ। এদেরকে চীবর দ্বারা আচ্ছাদন করাও সুখকর নহে। কী করে আর্য উপনন্দ বিনা প্রার্থনায় আমার নিকট উপস্থিত হয়ে 'চীবর দীর্ঘ, প্রস্থ এবং মোটা, মৃধু এরূপ করে যদি আমাকে দান করেন, তাহলে পরিধান করব; তা না হলে পরিধান করব না' এরূপ বলতে পারলেন?" ভিক্ষুরা সেই পুরুষের নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও এ বিষয়ে জানতে পেরে এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, "এ কেমন লোভযুক্ত হীনাচরণ যে, কী করে আয়ুষ্মান উপনন্দ পূর্বে বিনা আমন্ত্রণে গৃহপতির নিকট উপস্থিত হয়ে চীবরটি দীর্ঘ, প্রস্থ এবং মোটা, মৃদু এরূপ করে যদি আমাকে দান করেন, তাহলে আমি পরিধান করব; না হয় পরিধান করব না' এরূপ বলতে পারলেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উপনন্দকে বহুভাবে নিন্দা করে ভগবানকে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করলেন।

ভগবান আয়ুষ্মান উপনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্যই কি উপনন্দ, তুমি বিনা আমন্ত্রণে গৃহপতির নিকট উপস্থিত হয়ে চীবরটি দীর্ঘ, প্রস্থ এবং মোটা, মৃদু এরূপ করে যদি আমাকে দান করেন, তাহলে আমি পরিধান করব; না হয় পরিধান করব না' এরূপ কথা বলেছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

"হে উপনন্দ, সেই গৃহপতি তোমার জ্ঞাতি কি না অজ্ঞাতি?"

"প্রভু, ভগবান, তিনি আমার অজ্ঞাতি"

"হে মোঘপুরুষ, অজ্ঞাতি অজ্ঞাতির প্রতিরূপ (যোগ্য) কি, অপ্রতিরূপ (অযোগ্য) কি অথবা সত্য কি, মিথ্যা কি এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। হে মোঘপুরুষ, কী করে তুমি চীবরপ্রাপ্তির জন্যে আমন্ত্রণ ব্যতীত গৃহপতির নিকট চীবরের পরিমাপ বর্ণনা করতে গেলে? হে মোঘপুরুষ, তোমার এ ধরনের লোভযুক্ত হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের কারণ হবে।"

ভগবান এভাবে অনেক প্রকারে নিন্দা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্পর্কে বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত কল্যাণজনক। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৫২৮. "ভিকখুং পনেৰ উদ্দিস্স অঞঞাতকস্স গহপতিস্স ৰা গহপতানিযা ৰা চীৰরচেতাপন্নং উপকখটং হোতি—'ইমিনা চীৰরচেতাপন্নেন চীৰরং চেতাপেত্বা ইত্থন্নামং ভিকখুং চীৰরেন অচ্ছাদেস্সামী'তি; তত্র চে সো ভিকখু পুব্বে অপ্পৰারিতো উপসঙ্কমিত্বা চীৰরে ৰিকপ্পং আপজ্জেয্য—'সাধু ৰত মং আযস্মা ইমিনা চীৰরচেতাপন্নেন এৰরূপং ৰা এৰরূপং ৰা চীৰরং চেতাপেত্বা অচ্ছাদেহী'তি, কল্যাণকম্যতং উপাদায, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয"ন্তি।

অনুবাদ : "যদি কোনো ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে কোনো অজ্ঞাতি গৃহপতি বা গৃহপত্নী চীবরের মূল্য বা চীবর তৈরির উপকরণাদি সংগ্রহ করে এরূপ প্রকাশ করে যে—'এই টাকা দ্বারা চীবর ক্রয় কিংবা উপকরণাদি দ্বারা চীবর প্রস্তুত

করে অমুক নামীয় ভিক্ষুকে আচ্ছাদন বা দান করব।' যেই ভিক্ষুকে চীবর দান করার জন্যে মনস্থির করেছে; সেই ভিক্ষু যেকোনোভাবে এ বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে আমন্ত্রণ ব্যতীত উক্ত গৃহপতি বা গৃহপত্নীর নিকট গিয়ে এরূপ বলে : 'চীবরটি পরিমাপে দীর্ঘ, প্রস্থ ও স্থূল, কোমল এরূপে প্রস্তুত করে অথবা মূল্য দ্বারা ক্রয় করে দান করলে অতি উত্তম হবে।' ভিক্ষু যদি কল্যাণকামী হয়ে এরূপ প্রকাশ করে, তাহলে অপরাধ হবে না, আর যদি বিনা প্রার্থনায় ঐরূপে চীবরের গুণ বর্ণনা করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে।"

৫২৯. **'ভিক্খুং পনেব উদ্দিস্সাতি'** বলতে ভিক্ষুর নিমিত্তে, ভিক্ষুকে অবলম্বন করে, দান দিবার ইচ্ছা বা আচ্ছাদন করার আকাঙ্ক্ষাকে বুঝায়।

'অঞ্ঞাতকো' বলতে মাতৃপক্ষের সাত পুরুষ এবং পিতৃপক্ষের সাত পুরুষ রক্ত সম্পর্কের জ্ঞাতি ব্যতীত অন্যদেরকে বুঝায়।

'গহপতি' অর্থে যেই ব্যক্তি সাংসারিক জীবন-যাপন করে গৃহে অবস্থান করে।

'গহপতানী' অর্থে যেই স্ত্রীলোক সাংসারিক জীবন-যাপন করে গৃহে বসবাস করে।

'চীবর চেতাপন্নং' বলতে ভিক্ষুকে চীবর দান করার উদ্দেশ্যে মুক্তা, প্রবাল, স্ফটিক ও বৈদুর্য ইত্যাদি দ্বারা চীবর ক্রয়ের মূল্য এবং সুতা, কার্পাস ও বস্ত্র প্রভৃতি চীবর প্রস্তুত করার উপকরণাদিকে বুঝায়।

'ইমিনা চীবর চেতাপন্নেনাতি' বলতে এই হিরণ্য, সুবর্ণ প্রভৃতি মূল্য দ্বারা চীবর ক্রয় করা।

'চেতাপেত্বাতি' অর্থে পরিবর্তন করে।

'অচ্ছাদেস্সামীতি' অর্থে 'এই চীবর অমুক ভিক্ষুকে দান করব' এরূপ বুঝায়।

'তত্র চে সো ভিক্খূতি' বলতে যেই ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে চীবরের মূল্য এবং চীবর প্রস্তুতের উপকরণাদি সংগ্রহ করে চীবর দান করার সংকল্প করা হয়েছে, সেই ভিক্ষুকে বুঝায়।

'পুব্বে অপ্পবারিতোতি' বলতে "ভন্তে, আপনার কী রকম চীবরের প্রয়োজন? আপনি কোন ধরনের চীবর ইচ্ছা করেন?" এরূপে পূর্বে প্রার্থনা না করাকে বুঝায়।

'উপসঙ্কমিত্বাতি' অর্থে গৃহে গিয়ে যেকোনো স্থানে উপস্থিত হয়ে।

'চীবরে বিকপ্পং আপজ্জেয্যাতি' বলতে 'এই চীবরটির আয়তন এরূপ

দীর্ঘ, এরূপ প্রস্থ, এবং এরূপ স্থূল ও এরূপ সূক্ষ্ম কর' উক্ত ভিক্ষুর এমন নির্দেশকে বুঝায়।

'ইমিনা চীবর চেতাপন্নেনাতি' বলতে 'বর্ণিত প্রকারে চীবরটি প্রস্তুত করে দান করলে অতি উত্তম হবে' এরূপ বর্ণনা দ্বারা।

'এবরূপং বা এবরূপং বাতি' বলতে 'চীবরটি এত দূর দীর্ঘ, প্রস্থ এবং মোটা, সূক্ষ্ম এরূপ করে তৈরি কর' এমন নির্দেশকে বুঝায়।

'চেতাপেত্বাতি' অর্থে পরিবর্তন করে।

'অচ্ছাদেহীতি' অর্থে 'বর্ণিত প্রকারে চীবরটি তৈরি করে দান করুন'।

'কল্যাণকম্যতং উপাদাযাতি' বলতে কল্যাণকামী, মঙ্গলকামী ও হিতকামী হয়ে বর্ণনা করাকে বুঝায়।

ভিক্ষু সেই চীবর সম্পর্কে গৃহপতির আবাসে গিয়ে পূর্বের ন্যায় যতই বর্ণনা করবে, ততই প্রয়োগে প্রয়োগে ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হবে। সেই বর্ণনায় চীবর প্রতিলাভ করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' প্রাপ্ত হবে। তখন সেই চীবরটি সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই চীবরটি বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলবে :

"ভন্তে, আমার এই চীবরটি বিনা আমন্ত্রণে অজ্ঞাতি গৃহপতির নিকট উপস্থিত হয়ে চীবরের গুণ বর্ণনা করায় 'নিস্সগ্গিয়' অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছে। সেহেতু আমি এই চীবরটি মাননীয় ভিক্ষুসংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই চীবরটি বিনা আমন্ত্রণে অজ্ঞাতি গৃহপতির কাছে

গিয়ে চীবরের গুণ বর্ণনা করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' প্রাপ্ত হয়েছে। তাই আমি এই চীবরটি মাননীয় ভিক্ষুসংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"বন্ধু, আমার এই চীবরটি বিনা আমন্ত্রণে অজ্ঞাতি গৃহপতির কাছে গিয়ে চীবরের গুণ বর্ণনা করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। সে কারণে আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানের কাছে বিসর্জন করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানকে প্রদান করছি।"

৫৩০. অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় বিনা আমন্ত্রণে অজ্ঞাতি গৃহপতির নিকট উপস্থিত হয়ে চীবরের গুণ বর্ণনা করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি কি না সন্দেহবশত বিনা আমন্ত্রণে অজ্ঞাতি গৃহপতির নিকট উপস্থিত হয়ে চীবরের গুণ বর্ণনা করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অজ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় বিনা আমন্ত্রণে অজ্ঞাতি গৃহপতির নিকট উপস্থিত হয়ে চীবরের গুণ বর্ণনা করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

জ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় 'দুক্কট' আপত্তি হয়। জ্ঞাতিকে জ্ঞাতি কি না সন্দেহবশত 'দুক্কট' আপত্তি হয়। জ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় কোনোরূপ অপরাধ হয় না।

৫৩১. **অনাপত্তি :** রক্ত সম্পর্কের জ্ঞাতি হলে, গৃহপতি বা গৃহপত্নী কর্তৃক আমন্ত্রিত হলে, অপরের নিমিত্তে, নিজের ধন বা অর্থ দ্বারা নিলে, যদি গৃহপতি বা গৃহপত্নী মহার্ঘ মূল্যের ক্রয় করতে চাইলে 'স্বল্পমূল্যের নিন'

এরূপ নির্দেশ দিলে, ভিক্ষু উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে কোনো অপরাধ হয় না।

['উপক্খট' অষ্টম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

৯. দুতিয-উপক্খট সিক্খাপদং

(ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে নির্মিত চীবর-বিষয়ক দ্বিতীয় শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৫৩২. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-সমীপে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক প্রদত্ত জেতবনারামে বাস করছিলেন। সে সময়ে জনৈক পুরুষ অন্য এক পুরুষকে এরূপ বললেন, "আমি আর্য উপনন্দকে চীবর দ্বারা আচ্ছাদন (দান) করব।" সেই পুরুষও এরূপ বললেন, "তাহলে আমিও আর্য উপনন্দকে চীবর দ্বারা আচ্ছাদন করব।" অন্যতর পিণ্ডচারিক ভিক্ষু সেই পুরুষদের এই বাক্যালাপ শুনলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষু যেখানে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে এরূপ বললেন, "বন্ধু উপনন্দ, আপনি মহাপুণ্যবান। অমুক স্থানে জনৈক পুরুষ তার স্ত্রীকে এরূপ বলতে শুনেছি : "আর্য উপনন্দকে চীবর দ্বারা আচ্ছাদন করব।"

আয়ুষ্মান উপনন্দ বলেন, "বন্ধু, তিনি তো আমার উপাসক হন।"

অতঃপর আয়ুষ্মান উপনন্দ যেখানে সেই পুরুষ সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে সেই পুরুষকে এরূপ বললেন, "হে উপাসক, সত্যই কি আপনি আমাকে চীবর দ্বারা আচ্ছাদন করতে ইচ্ছুক হয়েছেন?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আমি আর্যকে চীবর দ্বারা আচ্ছাদন করতে ইচ্ছুক হয়েছি।"

"হে উপাসক, সত্যই যদি আপনি আমাকে চীবর দ্বারা আচ্ছাদন করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে আমাকে এরূপ চীবর দিয়ে আচ্ছাদন করুন। সেরূপ হলে আমি পরিধান করব; না হয় পরিধান করব না।"

অনন্তর সেই পুরুষ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগলেন, "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মহা লাভ সৎকারে বশীভূত ও অসন্তুষ্টিপরায়ণ। এদেরকে চীবর দ্বারা আচ্ছাদন করাও সুখকর নহে। কী করে আর্য উপনন্দ বিনা প্রার্থনায় আমার নিকট উপস্থিত হয়ে 'চীবর দীর্ঘ,

প্রস্থ এবং মোটা, মৃদু এরূপ করে যদি আমাকে দান করেন, তাহলে পরিধান করব; তা না হলে পরিধান করব না' এরূপ বলতে পারলেন?" ভিক্ষুরা সেই পুরুষের নিন্দা, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও এ বিষয়ে জানতে পেরে এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, "এ কেমন লোভযুক্ত হীনাচরণ যে, কী করে আয়ুষ্মান উপনন্দ পূর্বে বিনা আমন্ত্রণে গৃহপতির নিকট উপস্থিত হয়ে চীবরটি দীর্ঘ, প্রস্থ এবং মোটা, মৃদু এরূপ করে যদি আমাকে দান করেন, তাহলে আমি পরিধান করব; না হয় পরিধান করব না' এরূপ বলতে পারলেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উপনন্দকে বহুভাবে নিন্দা করে ভগবানকে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করলেন।

ভগবান আয়ুষ্মান উপনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্যই কি উপনন্দ, তুমি বিনা আমন্ত্রণে গৃহপতির নিকট উপস্থিত হয়ে চীবরটি দীর্ঘ, প্রস্থ এবং মোটা, মৃদু এরূপ করে যদি আমাকে দান করেন, তাহলে আমি পরিধান করব; না হয় পরিধান করব না' এরূপ কথা বলেছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সম্পূর্ণ সত্য বটে।"

"হে উপনন্দ, সেই গৃহপতিরা তোমার জ্ঞাতি না অজ্ঞাতি?"

"প্রভু, ভগবান সে আমার অজ্ঞাতি।"

"হে মোঘপুরুষ, অজ্ঞাতি অজ্ঞাতির প্রতিরূপ (যোগ্য) কি, অপ্রতিরূপ (অযোগ্য) কি অথবা সত্য কি, মিথ্যা কি এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। হে মোঘপুরুষ, কী করে তুমি চীবরপ্রাপ্তির জন্যে আমন্ত্রণ ব্যতীত গৃহপতির নিকট চীবরের পরিমাপ বর্ণনা করতে গেলে? হে মোঘপুরুষ, তোমার এ ধরনের লোভযুক্ত হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের কারণ হবে।"

ভগবান এভাবে অনেক প্রকারে নিন্দা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ,

আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত কল্যাণজনক। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৫৩৩. **“ভিকখুং পনেৰ উদ্দিস্স উভিন্নং অঞ্ঞাতকানং গহপতীনং ৰা গহপতানীনং ৰা পচ্চেকচীৰরচেতাপন্নানি উপকখটানি হোন্তি—‘ইমেহি মযং পচ্চেকচীৰরচেতাপন্নেহি পচ্চেকচীৰরানি চেতাপেত্বা ইত্থন্নামং ভিকখুং চীৰরেহি অচ্ছাদেস্সামা’তি; তত্র চে সো ভিকখু পুব্বে অপ্পৰারিতো উপসঙ্কমিত্বা চীৰরে ৰিকপ্পং আপজ্জেয্য—‘সাধু ৰত মং আযস্মন্তো ইমেহি পচ্চেকচীৰরচেতাপন্নেহি এৰরূপং ৰা এৰরূপং ৰা চীৰরং চেতাপেত্বা অচ্ছাদেথ, উভোৰ সন্তা একেনা’তি, কল্যাণকম্যতং উপাদায, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয’’**ন্তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে কোনো অজ্ঞাতি গৃহপতি বা গৃহপত্নী উভয়ে চীবরের মূল্যে বা চীবর তৈরির উপকরণাদি সংগ্রহ করে এরূপ প্রকাশ করে যে—‘এই টাকা দ্বারা চীবর ক্রয় করে অথবা উক্ত উপকরণাদি দ্বারা চীবর প্রস্তুত করে অমুক ভিক্ষুকে দান করব।’ যেই ভিক্ষুকে চীবর দান করার জন্যে মনস্থির করেছে, সেই ভিক্ষু কোনো প্রকারে এ বিষয়ে জানতে পেরে বিনা আমন্ত্রণে উক্ত গৃহপতির বা গৃহপত্নীর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে যে, ‘আপনারা উভয়ে মিলে চীবরটি পরিমাপে দীর্ঘ, প্রস্থ ও কোমল, মসৃণ বা মোটা এরূপে প্রস্তুত করে বা উক্ত মূল্য দ্বারা ক্রয় করে দান করলে আপনাদের অতি উত্তম হবে।” ভিক্ষু যদি মঙ্গলকামী হয়ে এরূপ প্রকাশ করে অপরাধ হবে না। কিন্তু গৃহপতি বা গৃহপত্নীর আমন্ত্রণ ব্যতীত ভিক্ষু যদি ঐরূপে চীবরের গুণ বর্ণনা করে, তাহলে উক্ত ভিক্ষুর ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হবে।”

৫৩৪. **‘ভিক্‌খুং পনেব উদ্দিস্‌সাতি’** বলতে ভিক্ষুর নিমিত্তে, ভিক্ষুকে অবলম্বন করে, দান দিবার ইচ্ছা বা আচ্ছাদন করার আকাঙ্ক্ষা।

‘অঞ্‌ঞতকো’ বলতে মাতৃপক্ষের সাত পুরুষ এবং পিতৃপক্ষের সাত পুরুষ রক্ত সম্পর্কের জ্ঞাতি ব্যতীত অন্যদেরকে বুঝায়।

‘গহপতি’ অর্থে যেই ব্যক্তি সাংসারিক জীবন-যাপন করে গৃহে অবস্থান

করে।

'গহপতানী' অর্থে যেই স্ত্রীলোক সাংসারিক জীবন-যাপন করে গৃহে বসবাস করে।

'চীবর চেতাপন্নং' বলতে ভিক্ষুকে চীবর দান করার উদ্দেশ্যে মুক্তা, প্রবাল, স্ফটিক ও বৈদূর্য ইত্যাদি দ্বারা চীবর ক্রয়ের মূল্য এবং সুতা, কার্পাস ও বস্ত্র প্রভৃতি চীবর প্রস্তুত করার উপকরণাদি।

'ইমিনা চীবর চেতাপন্নেনাতি' বলতে এই হিরণ্য, সুবর্ণ প্রভৃতি মূল্য দ্বারা চীবর ক্রয় দ্বারা।

'চেতাপেত্বাতি' অর্থে পরিবর্তন করে।

'অচ্ছাদেস্‌সামীতি' অর্থে 'এই চীবর অমুক ভিক্ষুকে দান করব' এরূপ বুঝায়।

'তত্র চে সো ভিক্‌খূতি' বলতে যেই ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে চীবরের মূল্য এবং চীবর প্রস্তুতের উপকরণাদি সংগ্রহ করে চীবর দান করার সংকল্প করা হয়েছে, সেই ভিক্ষুকে বুঝায়।

'পূব্বে অপ্পবারিতোতি' বলতে "ভন্তে, আপনার কী রকম চীবরের প্রয়োজন? আপনি কোন ধরনের চীবর ইচ্ছা করেন?" এরূপে পূর্বে প্রার্থনা না করাকে বুঝায়।

'উপসঙ্কমিত্বাতি' অর্থে গৃহে গিয়ে যেকোনো স্থানে উপস্থিত হয়ে।

'চীবরে বিকপ্পং আপজ্জেয্যাতি' বলতে 'এই চীবরটির আয়তন এরূপ দীর্ঘ, এরূপ প্রস্থ এবং এরূপ স্থূল ও এরূপ সূক্ষ্ম কর' উক্ত ভিক্ষুর এমন নির্দেশকে বুঝায়।

'ইমিনা চীবর চেতাপন্নেনাতি' বলতে 'বর্ণিত প্রকারে চীবরটি প্রস্তুত করে দান করলে অতি উত্তম হবে' এরূপ বর্ণনা করাকে বুঝায়।

'এবরূপং বা এবরূপং বাতি' বলতে 'চীবরটি এত দূর দীর্ঘ, প্রস্থ এবং মোটা, সূক্ষ্ম এরূপ করে তৈরি কর' এমন নির্দেশকে বুঝায়।

'চেতাপেত্বাতি' অর্থে পরিবর্তন করে।

'অচ্ছাদেথাতি' অর্থে 'বর্ণিত প্রকারে চীবরটি তৈরি করে দান করুন' এরূপ নির্দেশকে বুঝায়।

'উভোব সন্তা একেনাতি' বলতে 'উভয়ে এক সঙ্গে মিলে' এরূপ বুঝায়।

'কল্যাণকম্যতং উপাদাযাতি' বলতে কল্যাণকামী, মঙ্গলকামী ও হিতকামী হয়ে।

ভিক্ষু সেই চীবর সম্পর্কে গৃহপতির আবাসে গিয়ে যতই বর্ণনা করবে,

প্রয়োগে প্রয়োগে ততই ভিক্ষুর 'দুক্কট' আপত্তি হবে। সেই বর্ণনায় চীবর প্রতিলাভ করলে 'নিস্‌সগ্গিয়' প্রাপ্ত হবে। তখন সেই চীবরটি সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই চীবরটি বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই চীবরটি বিনা আমন্ত্রণে অজ্ঞাতি গৃহপতিদের নিকট উপস্থিত হয়ে চীবরের গুণ বর্ণনা করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছে। সে কারণে এই চীবরটি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।"

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই চীবরটি বিনা আমন্ত্রণে অজ্ঞাতি গৃহপতিদের কাছে গিয়ে চীবরের গুণ বর্ণনা করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' প্রাপ্ত হয়েছে। সে কারণে এই চীবরটি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।"

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে

অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

“বন্ধু, আমার এই চীবরটি বিনা আমন্ত্রণে অজ্ঞাতি গৃহপতিদের কাছে গিয়ে চীবরের গুণ বর্ণনা করায় ‘নিস্‌সগ্গিয়’ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। সে কারণে আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানের কাছে বিসর্জন করছি।

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানকে প্রদান করছি।”

৫৩০. অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় বিনা আমন্ত্রণে অজ্ঞাতি গৃহপতিদের নিকট উপস্থিত হয়ে চীবরের গুণ বর্ণনা করলে ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ আপত্তি হয়। অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি কি না সন্দেহবশত বিনা আমন্ত্রণে অজ্ঞাতি গৃহপতিদের নিকট উপস্থিত হয়ে চীবরের গুণ বর্ণনা করলে ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়। অজ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় বিনা আমন্ত্রণে অজ্ঞাতি গৃহপতিদের নিকট উপস্থিত হয়ে চীবরের গুণ বর্ণনা করলে ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়।

জ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। জ্ঞাতিকে জ্ঞাতি কি না সন্দেহবশত ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। জ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় কোনোরূপ অপরাধ হয় না।

৫৩১. অনাপত্তি : রক্ত সম্পর্কের জ্ঞাতি হলে, গৃহপতি বা গৃহপত্নী কর্তৃক আমন্ত্রিত হলে, অন্যের জন্যে নিলে, স্বীয় ধন বা অর্থ দ্বারা নিলে, যদি গৃহপতি বা গৃহপত্নী মহার্ঘ মূল্যের ক্রয় করতে চাইলে ‘অল্প মূল্যের ক্রয় করুন’ এরূপ নির্দেশ দিলে, ভিক্ষু উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে কোনো অপরাধ হয় না।

['দ্বিতীয় উপক্‌খট' নবম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

১০. রাজ সিক্খাপদং

(রাজা-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৫৩৭. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-সমীপে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দের উপাসক মহামাত্য আয়ুষ্মান উপনন্দের নিকট চীবর মূল্য প্রদান করে এ বলে দূত প্রেরণ করলেন, "এই চীবরের মূল্য দ্বারা চীবর ক্রয় করে আর্য উপনন্দকে চীবর দান কর।" অতঃপর সেই দূত আয়ুষ্মান উপনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলল, 'ভন্তে, আপনার উদ্দেশ্যে এই চীবরের মূল্য আনা হয়েছে; আপনি তা প্রতিগ্রহণ করুন।" দূত কর্তৃক এরূপ বলা হলে আয়ুষ্মান উপনন্দ সেই দূতকে বললেন, "বন্ধু, আমরা চীবরের মূল্য প্রতি গ্রহণ করি না; তবে যথা কালে পরিভোগের যোগ্য চীবর পেলে প্রতিগ্রহণ করি।" এরূপ বলা হলে সেই দূত আয়ুষ্মান উপনন্দকে বললেন, "ভন্তে, আপনার কোনো পরিচর্যাকারী সেবক আছে কি?"

সে সময়ে জনৈক উপাসক কোনো এক করণীয় কার্যে বিহারে এসেছিলেন। তখন আয়ুষ্মান উপনন্দ সেই দূতকে বললেন, "বন্ধু, এই উপাসক ভিক্ষুদের পরিচর্যাকারী সেবক"। তখন সেই দূত উক্ত উপাসককে 'এই চীবরের মূল্য দ্বারা স্থবিরকে চীবর কিনে দিবেন' এরূপ বলে চীবরের মূল্য প্রদান করে আয়ুষ্মান উপনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলল, "ভন্তে, আপনি যেই পরিচর্যাকারী সেবক নির্দেশ করেছেন; আমি তাকে চীবরের মূল্য দিয়ে সবকিছু বুঝিয়ে বলেছি। শুধুমাত্র আপনার চীবরের প্রয়োজন হলে, যথা সময়ে তার নিকট উপস্থিত হবেন; তিনি আপনাকে চীবর প্রদান করবেন।"

সে সময়ে সেই মহামাত্য আয়ুষ্মান উপনন্দের নিকট এ বলে দূত প্রেরণ করলেন, "আর্য, আপনি সেই চীবরটি পরিভোগ করুন। আর্য কর্তৃক উক্ত চীবরটি পরিভুক্ত হোক, আমরা সেরূপ ইচ্ছা করি।" মহামাত্য কর্তৃক এরূপ অনুরোধ করা হলেও আয়ুষ্মান উপনন্দ সেই উপাসককে কোনো কিছুই বললেন না। দ্বিতীয়বারও সেই মহামাত্য আয়ুষ্মান উপনন্দের নিকট এ বলে দূত প্রেরণ করলেন, "আর্য, আপনি সেই চীবরটি পরিভোগ করুন। আর্য কর্তৃক উক্ত চীবরটি পরিভুক্ত হোক, আমরা সেরূপ ইচ্ছা করি।" মহামাত্য কর্তৃক এরূপ অনুরোধ করা হলেও আয়ুষ্মান উপনন্দ সেই উপাসককে কোনো

কিছুই বললেন না।

তৃতীয়বারও সেই মহামাত্য আয়ুষ্মান উপনন্দের নিকট এ বলে দূত প্রেরণ করলেন, "আর্য, আপনি সেই চীবরটি পরিভোগ করুন। আর্য কর্তৃক উক্ত চীবরটি পরিভুক্ত হোক, আমরা সেরূপ ইচ্ছা করি।"

সে সময়ে নগরবাসীদের নাগরিক সভার সময় উপস্থিত হয়েছিল। নগরবাসী কর্তৃক এরূপ বলা হয়েছিল যে—"যিনি পরে আগমন করবেন; তিনি পঞ্চাশ কার্ষাপণ (মুদ্রা) দণ্ড দিবেন।" অতঃপর আয়ুষ্মান উপনন্দ যেখানে সেই উপাসক সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই উপাসককে এরূপ বললেন, "বন্ধু, আমার চীবরের প্রয়োজন।" উপাসক বললেন, "ভন্তে, অদ্য এক দিন অপেক্ষা করুন। আজ নাগরিক সভার সময় উপস্থিত হয়েছে; নাগরিকরাও এরূপ বলেছেন যে—"যিনি পরে আসবেন; তিনি পঞ্চাশ মুদ্রা দণ্ড দিবেন।"

সেই উপাসক কর্তৃক এরূপ বলা সত্ত্বেও আয়ুষ্মান উপনন্দ সেই উপাসকের কোমর ধরে "বন্ধু, আজই আমার চীবরের প্রয়োজন; আজই আমাকে চীবর দাও" এরূপ বললেন। তখন সেই উপাসক আয়ুষ্মান উপনন্দের এরূপ পীড়াপীড়ি ও সনির্বন্ধ অনুরোধে শেষ পর্যন্ত (তাকে) চীবর ক্রয় করে দিয়ে নাগরিক সভায় সবার শেষে উপস্থিত হলেন। নাগরিকরা সেই উপাসককে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "কী আর্য, কী কারণে আপনি সবার শেষে আগমন করেছেন; আপনি পঞ্চাশ কার্ষাপণ জয় (লাভ) করেছেন কি?" তখন সেই উপাসক সেই নাগরিকদেরকে এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রকাশ করলেন।

অনন্তর জনসাধারণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগলেন যে—"এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অসন্তুষ্টি ও মহা লাভের বশীভূত। এদেরকে সেবা-যত্ন; পরিচর্যা করাও মঙ্গলদায়ক নহে। আয়ুষ্মান উপনন্দ উপাসক কর্তৃক 'ভন্তে, অদ্য এক দিবস অপেক্ষা করুন; আমি আপনাকে চীবর ক্রয় করে দিব।' এরূপ বলা সত্ত্বেও কেন অপেক্ষা করলেন না?" ভিক্ষুরা সেই জনগণের এরূপ নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে বদনাম শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন যে—"আয়ুষ্মান উপনন্দ উপাসক কর্তৃক 'ভন্তে, অদ্য এক দিবস অপেক্ষা করুন।' এরূপ বলা সত্ত্বেও কেন অপেক্ষা করলেন না।" তখন সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উপনন্দকে বহুপ্রকারে নিন্দা করে ভগবানকে এ ব্যাপারে

জ্ঞাত করলেন। ভগবান আয়ুষ্মান উপনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্যই কি, হে উপনন্দ, উপাসক কর্তৃক 'ভন্তে, আজ এক দিবস অপেক্ষা করুন' এরূপ বলা সত্ত্বেও তুমি অপেক্ষা কর নাই?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

ভগবান আয়ুষ্মান উপনন্দকে নিন্দা করে বললেন, "হে মূর্খ, কেন তুমি এক দিবস অপেক্ষা করলে না?" তোমার এ ধরনের লোভযুক্ত হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের কারণ হবে।"

ভগবান এভাবে অনেক প্রকারে নিন্দা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত কল্যাণজনক। অতএব, হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৫৩৮. "ভিকখুং পনেৰ উদ্দিস্স রাজা ৰা রাজভোগ্গো ৰা ব্রাহ্মণো ৰা গহপতিকো ৰা দূতেন চীৰরচেতাপন্নং পহিণেয্য—'ইমিনা চীৰরচেতাপন্নেন চীৰরং চেতাপেত্বা ইত্থন্নামং ভিকখুং চীৰরেন অচ্ছাদেহী'তি। সো চে দূতো তং ভিকখুং উপসঙ্কমিত্বা এৰং ৰদেয্য—'ইদং খো, ভন্তে, আযস্মন্তং উদ্দিস্স চীৰরচেতাপন্নং আভতং, পটিগ্গণ্হাতু আযস্মা চীৰরচেতাপন্ন'ন্তি, তেন ভিকখুনা সো দূতো এৰমস্স ৰচনীযো—'ন খো মযং, আৰুসো, চীৰরচেতাপন্নং পটিগ্গণ্হাম। চীৰরঞ্চ খো মযং পটিগ্গণ্হাম, কালেন কপ্পিয'ন্তি। সো চে দূতো তং ভিকখুং এৰং ৰদেয্য—'অত্থি পনাযস্মতো কোচি ৰেয্যাৰচ্চকরো'তি, চীৰরত্থিকেন, ভিকখৰে, ভিকখুনা ৰেয্যাৰচ্চকরো নিদ্দিসিতব্বো আরামিকো ৰা

উপাসকো ৰা—‘এসো খো, আৰুসো, ভিকখূনং ৰেয্যাৰচ্চকরো’তি। সো চে দূতো তং ৰেয্যাৰচ্চকরং সঞঞাপেত্বা তং ভিকখুং উপসঙ্কমিত্বা এৰং ৰদেয্য—‘যং খো, ভন্তে, আযস্মা ৰেয্যাৰচ্চকরং নিদ্দিসি সঞঞত্তো সো মযা, উপসঙ্কমতু আযস্মা কালেন, চীৰরেন তং অচ্ছাদেস্সতী’তি, চীৰরত্থিকেন, ভিকখৰে, ভিকখুনা ৰেয্যাৰচ্চকরো উপসঙ্কমিত্বা দ্বত্তিকখত্তুং চোদেতব্বো সারেতব্বো—‘অত্থো মে, আৰুসো, চীৰরেনা’তি। দ্বত্তিকখত্তুং চোদযমানো সারযমানো তং চীৰরং অভিনিপ্ফাদেয্য, ইচ্চেতং কুসলং; নো চে অভিনিপ্ফাদেয্য, চতুকখত্তুং পঞ্চকখত্তুং ছকখত্তুপরমং তুণ্হীভূতেন উদ্দিস্স ঠাতব্বং। চতুকখত্তুং পঞ্চকখত্তুং ছকখত্তুপরমং তুণ্হীভূতো উদ্দিস্স তিট্ঠমানো তং চীৰরং অভিনিপ্ফাদেয্য, ইচ্চেতং কুসলং; ততো চে উত্তরি ৰাযমমানো তং চীৰর অভিনিপ্ফাদেয্য, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিযং। নো চে অভিনিপ্ফাদেয্য, যতস্স চীৰরচেতাপন্নং আভতং, তত্থ সামং ৰা গন্তব্বং দূতো ৰা পাহেতব্বো—‘যং খো তুম্হে আযস্মন্তো ভিকখুং উদ্দিস্স চীৰরচেতাপন্নং পহিণিত্থ, ন তং তস্স ভিকখুনো কিঞ্চি অত্থং অনুভোতি, যুঞ্জন্তাযস্মন্তো সকং, মা ৰো সকং ৰিনস্সা’তি, অযং তত্থ সামীচী’’তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো রাজা বা রাজ কর্মচারী ব্রাহ্মণ বা গৃহপতি কোনো ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে দূত দ্বারা চীবরের মূল্য (টাকা) পাঠিয়ে বলে যে, ‘এই টাকা দিয়ে চীবর কিনে কিংবা প্রস্তুত করে অমুক নামীয় ভিক্ষুকে দান করবে।’ যদি সেই দূত উক্ত ভিক্ষুর সমীপে গিয়ে এরূপ বলে যে, ‘ভন্তে, আপনার উদ্দেশ্যে অমুক কর্তৃক প্রদত্ত এই চীবরের মূল্য এনেছি; আপনি এই টাকা গ্রহণ করুন।” তখন ভিক্ষু উক্ত দূতকে এরূপ বলবে : ‘বন্ধু, আমরা চীবরের মূল্য গ্রহণ করি না; তবে উপযুক্ত সময়ে কপ্পিয়কৃত চীবর পেলে গ্রহণ করি।’ যদি উক্ত দূত সেই ভিক্ষুকে ইহা বলে, ‘ভন্তে, আপনার কোনো পরিচর্যাকারী সেবক আছে কি?’ তখন হে ভিক্ষুগণ, চীবর প্রার্থী ভিক্ষু কর্তৃক আবাসিক (ভিক্ষুদের সেবক) বা কোনো উপাসককে ‘বন্ধু, এই ব্যক্তি ভিক্ষুদের সেবক’ এরূপ বলে নির্দেশ করা কর্তব্য। যদি সে দূত নির্দেশিত সেবককে টাকা দিয়ে পুনরায় উক্ত ভিক্ষুর সমীপে এসে বলে যে, ‘ভন্তে, আপনি যেই সেবক নির্দেশ করে দিয়েছেন, আমি তাকে চীবরের মূল্য (টাকা) দিয়ে যা কিছু বলার বলেছি। শুধুমাত্র আপনি আপনার উপযুক্ত সময় মত তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হবেন। সে আপনাকে চীবর প্রদান করবে।” হে ভিক্ষুগণ, চীবর প্রার্থী ভিক্ষু উক্ত আরামিক বা উপাসকের নিকট উপস্থিত হয়ে দুই, তিনবার পর্যন্ত বলে স্মরণ করিয়ে দিবে যে—‘হে বন্ধু, আমার চীবরের প্রয়োজন।’

এভাবে দুই, তিনবার বলা সত্ত্বেও যদি চীবর পাওয়া যায় তাহলে উত্তম; পাওয়া না গেলে চার, পাঁচ বা ছয়বার পর্যন্ত চীবরের উদ্দেশ্যে গিয়ে কিছু না বলে দাঁড়িয়ে থাকবে। এভাবে কিছুই না বলে যদি চীবর পাওয়া যায়, তাহলে অতি উত্তম। যদি চীবরপ্রাপ্তির আশায় ছয়বারের অধিক চেষ্টা করে চীবর আদায় করলে সেই ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে। এরূপ নিয়মানুযায়ী চেষ্টাতেও চীবর পাওয়া না গেলে, উক্ত ব্যক্তির নিকট স্বয়ং গিয়ে কিংবা কোনো দূত প্রেরণ করে এরূপ জ্ঞাত করাবে : 'হে বন্ধু, আপনারা যেই ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে চীবরের মূল্য পাঠিয়েছিলেন, সেই মূল্য (টাকা) উক্ত ভিক্ষুর কোনো প্রকার প্রয়োজন সাধিত হয়নি। আপনাদের টাকা আপনারা ফেরত নিতে পারেন। অপ্রয়োজনে টাকা বিনষ্ট করার কোনো দরকার নেই' এখানে ভিক্ষুর এমন ধর্মানুরূপ আচরণই সমীচীন (যথার্থ)।"

৫৩৯. **'ভিক্খুং পনেব উদ্দিস্সাতি'** বলতে ভিক্ষুর জন্যে, ভিক্ষুকে অবলম্বন করে ভিক্ষুকে দান করার ইচ্ছাকে বুঝায়।

'রাজা' বলতে যেকোনো রাজ্যের রাজত্বকারীকে বুঝায়।

'রাজভোগ্গো' বলতে যেকোনো রাজার বেতনভোগী কর্মচারীকে বুঝায়।

'ব্রাহ্মণো' বলতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মধারণকারী ব্যক্তিকে বুঝায়।

'গহপতিকো' বলকে রাজা, রাজকর্মচারী, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অবশিষ্ট সকলকেই গৃহপতি বুঝায়।

'চীবর চেতাপন্নং' বলতে ভিক্ষুকে চীবর দান করার উদ্দেশ্যে হিরণ্য, প্রবাল, স্ফটিক ও বৈদূর্য ইত্যাদি দ্বারা চীবর ক্রয়ের মূল্য এবং সুতা, কার্পাস ও বস্ত্র প্রভৃতি চীবর প্রস্তুত করার উপকরণাদি।

'ইমিনা চীবর চেতাপন্নেনাতি' বলতে 'বর্ণিত প্রকারে চীবরটি প্রস্তুত করে দান করলে অতি উত্তম হবে' এরূপ বর্ণনা করে।

'চেতাপেত্বাতি' অর্থে পরিবর্তন করায়ে।

'আচ্ছাদেহীতি' অর্থে 'এই টাকা দ্বারা চীবর ক্রয় করে অমুক ভিক্ষুকে দান কর' এরূপ নির্দেশকে বুঝায়।

যদি সেই দূত সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলে যে, "ভন্তে, আপনার উদ্দেশ্যে এই চীবরের মূল্য আনা হয়েছে; আপনি ইহা গ্রহণ করুন।" তখন ভিক্ষু সেই দূতকে এরূপ বলা উচিত যে, "হে বন্ধু, আমরা চীবরের মূল্য গ্রহণ করি না; কপ্পিয় (ব্যবহারযোগ্য) চীবর পেলে যথা সময়ে নিতে পারি।" যদি সেই দূত ভিক্ষুকে এরূপ বলে যে, "ভন্তে, আপনার কোনো সেবক আছে কি?" তাহলে হে ভিক্ষুগণ, চীবর প্রার্থী ভিক্ষুর আরামিক

(সেবক) বা উপাসক থাকলে, নির্দেশ করে দেয়া কর্তব্য। ঐরূপ আরামিক বা উপাসক যদি ধারে-কাছে উপস্থিত থাকে, তাহলে নির্দেশ করে এরূপ বলতে হবে : "হে বন্ধু, এই ব্যক্তিই ভিক্ষুদের পরিচর্যাকারী সেবক।"

কিন্তু "এই পরিচর্যাকারী সেবকের নিকট চীবরের মূল্য প্রদান করুন; সে উক্ত টাকা দ্বারা চীবর তৈরির উপকরণাদি ক্রয় করে তা দ্বারা চীবর প্রস্তুত করে আমাকে প্রদান করবে কিংবা চীবর ক্রয় করে তা দান করবে" এরূপ কোনো বাক্য ভিক্ষুর বলা কর্তব্য নহে।

যদি সেই দূত ভিক্ষু কর্তৃক নির্দেশিত সেবককে টাকা দিয়ে পুনঃ ভিক্ষুর নিকট এসে বলে যে, "ভন্তে, আমি উক্ত সেবককে টাকা দিয়ে যা বলার বলেছি। কেবল আপনি যথা সময়ে তার নিকট উপস্থিত হবেন। সে আপনাকে চীবর প্রদান করবে।"

হে ভিক্ষুগণ, চীবর প্রার্থী ভিক্ষু সেবকের নিকট উপস্থিত হয়ে দুই, তিনবার বলবে এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবে যে, "হে বন্ধু, আমার চীবরের প্রয়োজন।" কিন্তু এরূপ বলতে পারবে না : "হে বন্ধু, আমাকে চীবর দিন; আমার জন্যে চীবর আনয়ন করুন বা চীবর প্রস্তুত করুন কিংবা চীবর ক্রয় করুন।"

হে ভিক্ষুগণ, সেবককে দুই, তিনবার বলতে এবং স্মরণ করায়ে দিয়ে বলবে যে, "হে বন্ধু, আমার চীবরের প্রয়োজন।" এরূপ দুই, তিনবার বলার পর চীবর পাওয়া গেলে উত্তম, যদি চীবর পাওয়া না যায়, তাহলে চীবরের উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়ে নীবর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কিন্তু আসনে বসতে পারবে না, আহারাদি গ্রহণ করতে পারবে না, ধর্মোপদেশ প্রদান করতে পারবে না। "ভন্তে, কী কারণে আগমন করেছেন?" এরূপ জিজ্ঞাসা করলে তখন বলতে হবে : "হে বন্ধু, আপনি তা জ্ঞাত হোন" এরূপ বলতে হবে। যদিও বা ভিক্ষু আসনে বসে, আহারাদি প্রতিগ্রহণ করে কিংবা ধর্মদেশনা দেয়, তাহলে আগমনের কারণ জানাবে। এরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার জ্ঞাত করতে হবে। তবে ভিক্ষু চীবরপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে চতুর্থ ও পঞ্চমবার গিয়ে কিছু মাত্র বাক্য প্রয়োগ না করে দাঁড়িয়ে থাকা কর্তব্য। ষষ্ঠবারও এরূপে চীবরের উদ্দেশ্যে গিয়ে কিছুমাত্র বাক্য প্রয়োগ না করে, দাঁড়িয়ে না থেকে ফিরে আসতে হবে। তবে সেই চীবরপ্রাপ্তির আশায় ছয়বারের অধিক চেষ্টা করলে প্রয়োগে প্রয়োগে 'দুক্কট' অপরাধ হবে। যদি সেই চেষ্টায় চীবর প্রাপ্ত হয়, তাহলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হবে। তখন সেই 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তিপ্রাপ্ত চীবরটি সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুর

নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই চীবরটি বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই চীবর তিনবাবের অধিক বাক্য প্রয়োগ করে ছয়বারের অধিক দাঁড়িয়ে থেকে চেষ্টা করে প্রাপ্ত হওয়ায় 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তি হয়েছে। সেহেতু ইহা আমি সংঘের নিকট পরিত্যাগ করছি।"

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই চীবরটি তিনবারের অধিক বাক্য প্রয়োগ করে ছয়বারের অধিক দাঁড়িয়ে থেকে চেষ্টা করে প্রাপ্ত হওয়ায় 'নিস্সগ্গিয়' প্রাপ্ত হয়েছে। সে কারণে এই চীবরটি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় আয়ুষ্মানগণ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে দিতে পারেন।"

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

"বন্ধু, আমার এই চীবরটি তিনবারের অধিক বাক্য প্রয়োগ করে ছয়বারের অধিক দাঁড়িয়ে থেকে চেষ্টা করে প্রাপ্ত হওয়ায় 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই এই চীবরটি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে এভাবেই দিতে হবে :

"আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।"

যদি ভিক্ষুর রীতি অনুযায়ী চেষ্টাতেও চীবর পাওয়া না যায়, তাহলে যেই ব্যক্তি চীবরের মূল্য পাঠিয়েছে, সেই ব্যক্তির নিকট ভিক্ষু স্বয়ং গিয়ে কিংবা অন্য কাউকে পাঠিয়ে এরূপ জ্ঞাত করাবে :

"আপনারা যেই ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে চীবরের মূল্য পাঠিয়েছেন, সেই চীবরের মূল্য (টাকা) উক্ত ভিক্ষুর কোনো উপকারে আসে নাই, আপনাদের টাকা আপনারা আদায় করুন। অপ্রয়োজনে টাকা নষ্ট করবেন না।"

'অযং তত্থ সামীচীতি' বলতে এখানে ইহাই ভিক্ষুর যথার্থ, ধর্মানরূপ, বিনয় সম্মত, নীতি-আর্দশময় আচরণকে বুঝায়।

৫৪০. তিনবারের অধিক বাক্য প্রয়োগে এবং ছয়বারের অধিক চেষ্টা করে তদপেক্ষা অধিকবার চেষ্টা ধারণায় সেবক হতে চীবর আদায় করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। তিনবারের অধিক বাক্য প্রয়োগে এবং ছয়বারের অধিক চেষ্টা করলে তদপেক্ষা অধিক কি না সন্দেহবশত সেবক হতে চীবর আদায় করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। তিনবারের অধিক বাক্য প্রয়োগে এবং ছয়বারের অধিক চেষ্টা করে তার চেয়ে কম চেষ্টা ধারণায় সেবক হতে চীবর আদায় করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

এক কিংবা দুইবার পর্যন্ত বাক্য প্রয়োগে এবং চার কিংবা পাঁচবার পর্যন্ত চেষ্টা করে তদপেক্ষা অধিকবার চেষ্টা ধারণায় 'দুক্কট' আপত্তি হয়। এক কিংবা দুইবার পর্যন্ত বাক্য প্রয়োগে এবং চার কিংবা পাঁচবার পর্যন্ত চেষ্টা করলে তার চেয়ে অধিকবার চেষ্টা ধারণায় 'দুক্কট' অপরাধ হয়। এক বা দুইবার পর্যন্ত বাক্য প্রয়োগে এবং চার বা পাঁচবার চেষ্টা করে তদপেক্ষা কম চেষ্টা ধারণায় কোনো প্রকার আপত্তি হয় না।

৫৪১. **অনাপত্তি :** উপস্থিত হয়ে তিনবার বাক্য প্রয়োগে ছয়বার বাক্য প্রয়োগ না করে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকলে, এক বা দুইবার বাক্য প্রয়োগে, চার কিংবা পাঁচবার দাঁড়িয়ে থেকে চেষ্টা করায়, বাক্য প্রয়োগে কিংবা চেষ্টা না করেও প্রাপ্ত হলে, অধিকারী ব্যক্তি দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিলে; সেরূপে প্রাপ্ত

হলে, ভিক্ষু উন্মাদগ্রস্ত হলে এবং আদিকর্মিকের অপরাধ হয় না।

[রাজ দশম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

তস্‌সুদ্দানং/স্মারক গাথা

দশরাত্রি, কঠিন এক রাত্রি, এক মাস, ধৌতকরণ, প্রতিগ্রহণে,
রক্তসম্পর্কহীন অজ্ঞাতি তিন, উভয়ে, দূত কর্মের কারণে।

[চীবর বর্গ সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

২. কোসিয বগ্গো

১. কোসিয সিক্‌খাপদং

(রেশম মিশ্রিত কম্বলাদি-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : আলবী]

৫৪২. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ আলবীর নিকটবর্তী অগ্গালব চৈত্যে বাস করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা তাঁতীদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, “হে বন্ধুগণ, আপনারা একত্রে বহু রেশম প্রস্তুত করে আমাদেরকে দিন। আমরাও ইচ্ছানুযায়ী রেশম মিশ্রিত কম্বল, গালিচা ইত্যাদি তৈরি করব।” ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের এরূপ আচরণে সেই তাঁতীরা এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগলেন, “এ কেমন লোভযুক্ত হীনাচরণ যে, কী করে এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, ‘হে বন্ধুগণ, আপনারা একসাথে বহু রেশম তৈরি করে আমাদেরকে দিন। আমরা নিজেরাও ইচ্ছানুসারে রেশম মিশ্রিত কম্বল, গালিচা প্রভৃতি প্রস্তুত করব; ইহা আমাদের বড়ই অপ্রাপ্তি; বড়ই দুর্ভাগ্য যে, স্ত্রী-পুত্র ভরণ-পোষণের কারণে জীবিকা নির্বাহ করতে না পারলে আমরা এতগুলো গরিব মানুষ না খেয়ে মরতে হবে।”

ভিক্ষুরা সেই মানুষদের এরূপ নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে বদনাম

শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে তিরস্কার করতে লাগলেন, "এ কেমন লোভযুক্ত হীনাচরণ যে, কী করে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা তাঁতীদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলতে পারলেন : 'হে বন্ধুগণ, আপনারা একত্রে বহু রেশম প্রস্তুত করে আমাদেরকে দিন। আমরাও ইচ্ছানুযায়ী রেশম মিশ্রিত কম্বল, গালিচা ইত্যাদি তৈরি করব।" তখন সেই ভিক্ষুরা ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে অনেকভাবে নিন্দা করে ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলেন। ভগবান তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা তাঁতীদের নিকট গিয়ে এরূপ বলেছ : 'হে বন্ধুগণ, আপনারা একত্রে বহু রেশম প্রস্তুত করে আমাদেরকে দিন। আমরাও ইচ্ছানুযায়ী রেশম মিশ্রিত কম্বল, গালিচা ইত্যাদি তৈরি করব।"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সম্পূর্ণ সত্য বটে।"

তখন ভগবান ইহা নিতান্ত গর্হিত বলে নিন্দা করে বললেন, "হে মূর্খগণ, কীরূপে তোমরা তাঁতীদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলতে পারলে? হে মূর্খগণ, তোমাদের এ ধরনের লোভযুক্ত হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের কারণ হবে।"

ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে নিন্দা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত হিতজনক। সেহেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৫৪৩. "যো পন ভিকখু কোসিযমিস্সকং সন্থতং কারাপেয্য, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয"ন্তি।

অনুবাদ : "যদি কোনো ভিক্ষু রেশম মিশ্রিত কম্বল, গালিচা প্রভৃতি নিজে তৈরি করলে কিংবা অন্যের দ্বারা তৈরি করালে, সেই ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হবে।"

৫৪৪. **'যো পনাতি'** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

'ভিক্খূতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

'সন্থতং' অর্থে ইহা বিস্তার করে কৃত, কিন্তু বুনিত নহে।

'কারাপেয্যাতি' বলতে যদি একটি মাত্র রেশমী সুতা মিশ্রিত করে তৈরি করলে বা করালে প্রয়োগে প্রয়োগে 'দুক্কট' আপত্তি হবে। এরূপে তৈরিকৃত কম্বল বা গালিচা প্রতিলাভে 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হয়।

তখন সেই 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তিপ্রাপ্ত কম্বল বা গালিচা সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই কম্বলটি বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই কম্বল রেশম মিশ্রিত করে প্রস্তুত করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব ইহা আমি সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

কম্বল বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত কম্বলটি আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই কম্বল অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই কম্বলটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই কম্বল রেশম মিশায়ে প্রস্তুত করায় 'নিস্‌সগ্গিয়'

আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই আমি এই কম্বলটি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।”

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এরূপে বিসর্জিত কম্বল আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“মাননীয় আয়ুষ্মানগণ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই কম্বল অমুক নামীয় ভিক্ষুর ‘নিস্সগ্গিয়’ হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই কম্বলটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে দিতে পারেন।”

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

বন্ধু, আমার এই কম্বলটি রেশম মিশায়ে প্রস্তুত করায় ‘নিস্সগ্গিয়’ প্রাপ্ত হয়েছে। তাই এই কম্বলটি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি :

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এরূপে বিসর্জিত কম্বলটি আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে এভাবেই দিতে হবে :

“আমি এই কম্বল আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।”

৫৪৫. নিজের দ্বারা কৃত অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়। নিজের দ্বারা কৃত অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়। অপরের দ্বারা কৃত অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়।

অন্যের জন্য তৈরি করলে বা করালে ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়। অন্যের নির্মিত (কম্বলাদি) নিজে লাভ করে পরিভোগ করলে ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়।

৫৪৬. **অনাপত্তি :** শামিয়ানা প্রস্তুত করলে ভূমিতে বিছাতে পারে এমন সতরঞ্চ, পর্দা, লেপ, বালিশ তৈরি করলে ভিক্ষু উন্মাদ হয়ে করলে এবং আদিকর্মিকের অপরাধ হয় না।

[‘কোসিয’ প্রথম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

২. সুদ্ধকালক সিক্খাপদং

(কালোবর্ণের চাঁদর তৈরি সম্পর্কিত শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : বৈশালী]

৫৪৭. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর সন্নিকটবর্তী মহাবনস্থ কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা কালোবর্ণ মেষলোম দিয়ে বিস্তার করে বিছাবার চাঁদর প্রস্তুত করাচ্ছিলেন। জনসাধারণ বিহার পরিদর্শন করতে গিয়ে সেগুলো দেখে এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে বদনাম প্রচার করতে লাগলেন, "এ কেমন লোভযুক্ত হীনাচরণ যে, কী করে এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কালোবর্ণ মেষলোম দ্বারা বিস্তার করে বিছাবার জন্যে চাঁদর তৈরি করাচ্ছেন? যেন কামসেবী গৃহী!"

অনন্তর ভিক্ষুরা সেই জনসাধারণের এরূপ নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে দুর্নাম শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগলেন, "এ কেমন আচরণ যে, ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা কালোবর্ণ মেষলোম দ্বারা বিস্তার করে বিছাতে পারে এমন চাঁদর প্রস্তুত করাচ্ছেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুরা ভগবানকে এ বিষয়ে নিবেদন করলেন। ভগবান তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা কালোবর্ণ মেষলোম দ্বারা বিস্তার করে বিছাতে পারে এমন চাঁদর প্রস্তুত করাচ্ছিলে?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

তখন ভগবান ইহা গর্হিত বলে প্রকাশ করে নিন্দা করে বললেন, "হে মোঘপুরুষগণ, কেন তোমরা কালোবর্ণ মেষলোম দ্বারা বিস্তার করে বিছাবার চাঁদর তৈরি করাতে গেলে? হে মোঘপুরুষগণ, তোমাদের এ প্রকারের লোভযুক্ত হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের সহায়ক হবে।"

ভগবান এভাবে অনেক প্রকারে নিন্দা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের

জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্পর্কে বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত হিতজনক। তাই হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৫৪৮. "যো পন ভিক্খু সুদ্ধকাল়কানং এল়কলোমানং সন্থতং কারাপেয্য, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয"ন্তি।

অনুবাদ : "যদি কোনো ভিক্ষু শুধুমাত্র কালোবর্ণ মেষের লোম দ্বারা বিস্তার করে বিছাবার চাঁদর নিজে করে কিংবা অপরের দ্বারা তৈরি করায়, তাহলে সেই ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে।"

৫৪৯. **'যো পনাতি'** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

'ভিক্খূতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

'কালকং' অর্থে দুই প্রকার কালোবর্ণকে বুঝায়। যথা : স্বভাবত কাল এবং রং করা কাল।

'সন্থতং' বলতে ইহা বিস্তার করে কৃত, বুনিত নহে।

'কারাপেয্যাতি' বলতে এরূপ কালোবর্ণ মেষের লোম দ্বারা চাঁদর প্রস্তুত করালে, প্রয়োগে প্রয়োগে 'দুক্কট' আপত্তি হবে। এরূপে প্রস্তুত কৃত চাঁদর লাভে 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তি হয়। তখন সেই চাঁদরটি সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই চাঁদরটি বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই চাঁদরটি কালোবর্ণ মেষের লোম দ্বারা প্রস্তুত করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইহা আমি সংঘের নিকট পরিত্যাগ

করছি।”

চাঁদরটি বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চাঁদরটি আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই চাঁদরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুর ‘নিস্সগ্গিয়’ হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চাঁদরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।”

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

“ভন্তে, আমার এই চাঁদরটি কালোবর্ণ মেষের লোম দিয়ে প্রস্তুত করায় ‘নিস্সগ্গিয়’ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছে। সেহেতু আমি চাঁদরটি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।”

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এরূপে বিসর্জিত চাঁদরটি আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“মাননীয় আয়ুষ্মানগণ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই চাঁদরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুর ‘নিস্সগ্গিয়’ হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চাঁদরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে দিতে পারেন।”

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

“বন্ধু, আমার এই চাঁদরটি কালোবর্ণ মেষের লোম দিয়ে প্রস্তুত করায় ‘নিস্সগ্গিয়’ প্রাপ্ত হয়েছে। তাই এই চাঁদরটি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।”

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এরূপে বিসর্জিত চাঁদরটি আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে এভাবেই দিতে হবে :

“আমি এই চাঁদরটি আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।”

৫৫০. নিজের দ্বারা কৃত অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে ‘নিস্সগ্গিয়

পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। নিজের দ্বারা কৃত অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অপরের দ্বারা কৃত অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

অন্যের জন্য তৈরি করলে বা করালে 'দুক্কট' অপরাধ হয়। অন্যের নির্মিত (কম্বলাদি) নিজে লাভ করে পরিভোগ করলে 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৫৫১. **অনাপত্তি :** চাঁদোয়া, ভূমির আস্তরণ, পর্দা, লেপ, বালিশ প্রস্তুত করলে ভিক্ষু যদি উন্মাদ হয় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে অনাপত্তি।

['সুদ্ধকালক' দ্বিতীয় শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

৩. দ্বেভাগ সিক্‌খাপদং

(দুইভাগ কালোবর্ণ-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৫৫২. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী সমীপে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা 'ভগবান শুধু কালোবর্ণ মেষলোম দ্বারা সন্থত-বস্ত্র প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন' এরূপ ভেবে তারা সামান্য পরিমাণে শ্বেতবর্ণ লোম সংগ্রহ করে তা দ্বারা কালোবর্ণ মেষলোমের সাথে মিশায়ে সন্থত-বস্ত্র প্রস্তুত করাচ্ছিলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও এ বিষয়ে জানতে পেরে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে তিরস্কার করতে লাগলেন, "এ কেমন আচরণ যে, কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা কালোবর্ণ মেষলোমের সাথে অল্প পরিমাণে শ্বেতবর্ণ লোম একত্রে মিশায়ে সন্থত প্রস্তুত করাচ্ছেন?" অতঃপর সেই ভিক্ষুরা তাদেরকে অনেক প্রকারে নিন্দা করে এ ব্যাপারে ভগবানকে সবিস্তারে প্রকাশ করলেন। ভগবান ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা সামান্য পরিমাণে শ্বেতবর্ণ লোম সংগ্রহ করে কালোবর্ণ মেষলোমের সহিত একত্রে মিশায়ে সন্থত-বস্ত্র তৈরি করাচ্ছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

তখন ভগবান ইহা গর্হিত বলে প্রকাশ করে নিন্দা করে বললেন, “হে মূর্খগণ, কেন তোমরা কালোবর্ণ মেষলোমের সাথে সামান্য পরিমাণ শ্বেতবর্ণ লোম একত্রে মিশায়ে সন্থত-বস্ত্র প্রস্তুত করাতে গেলে? হে মূর্খগণ, তোমাদের এ ধরনের হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের সহায়ক হবে।”

ভগবান এরূপে বহুভাবে তাদেরকে নিন্দা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্পর্কে বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত মঙ্গলকর। এ হেতু ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৫৫৩. “নৰং পন ভিকখুনা সন্থতং কারযমানেন দ্বে ভাগা সুদ্ধকাল়কানং এল়কলোমানং আদাতব্বা ততিযং ওদাতানং চতুত্থং গোচরিযানং। অনাদা চে ভিকখু দ্বে ভাগে সুদ্ধকাল়কানং এল়কলোমানং ততিযং ওদাতানং চতুত্থং গোচরিযানং নৰং সন্থতং কারাপেয্য, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয”ন্তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো ভিক্ষু নতুন সন্থত-বস্ত্র প্রস্তুত করাতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে দুইভাগ কাল বর্ণ মেষ পশম, একভাগ শ্বেতবর্ণ পশম এবং একভাগ কপিলবর্ণ বা বাদামি রঙের পশম নিয়ে সবগুলো একত্রে মিশায়ে নতুন সন্থত-বস্ত্র প্রস্তুত করাতে পারবে। ভিক্ষু নতুন সন্থত-বস্ত্র প্রস্তুত কালে যদি এরূপ নিয়ম না মেনে সন্থত-বস্ত্র প্রস্তুত করায়, তাহলে সেই ভিক্ষুর ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হবে।”

৫৫৪. **‘নবং’** অর্থে সন্থত-বস্ত্র সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করার নিমিত্তে যে

সকল উপকরণ প্রয়োজন হয়, তাকে বুঝায়।

'সন্থত' অর্থে ইহা বিস্তার করে কৃত, বুনিত নহে।

'কারযমানেনাতি' বলতে নিজে কিংবা অপরের দ্বারা তৈরি করানোর সময়।

'দ্বে ভাগা সুদ্ধকালকানং এলকলোমানং আদাতব্বাতি' বলতে দুইভাগ কালোবর্ণ মেষ পশম তুলাদণ্ডে মেপে নিতে হবে।

'ততিযং ওদাতানন্তি' অর্থে তৃতীয়ত তুলাদণ্ডে মেপে শ্বেতবর্ণের পশম নেয়াকে বুঝায়।

'চতুত্থং গোচরিযানন্তি' অর্থে চতুর্থত তুলাদণ্ডে মেপে কপিল বা বাদামী বর্ণের পশম নেয়াকে বুঝায়।

যদি ভিক্ষু প্রথম দ্বিতীয় অংশ কালোবর্ণ মেষলোম, তৃতীয় অংশ শুভ্রবর্ণ লোম, চতুর্থ অংশ বাদামী বর্ণ লোম না নিলে কিংবা দুইভাগ কালোবর্ণ মেষ পশম, একভাগ সাদা বর্ণ পশম এবং একভাগ বাদামী রঙের পশম সঠিক পরিমাপে না নিয়ে নতুন সন্থত-বস্ত্র নিয়ে তৈরি করলে অথবা অন্যের দ্বারা তৈরি করালে, প্রয়েগে প্রয়োগে 'দুক্কট' আপত্তি হবে। এবং এরূপে প্রস্তুতকৃত সন্থত-বস্ত্র লাভ করলে 'নিস্সগ্গিয়' অপরাধ হবে। তখন সেই সন্থত-বস্ত্রটি সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই সন্থত-বস্ত্রটি বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই সন্থত-বস্ত্রটি দুইভাগ কালোবর্ণ মেষলোম, একভাগ শ্বেতবর্ণ লোম এবং একভাগ বাদামী বর্ণ লোম তুলাদণ্ডে সঠিক পরিমাপে না নিয়ে প্রস্তুত করায় 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তদ্ধেতু আমি ইহা মাননীয় সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

সন্থত-বস্ত্রটি বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত সন্থত-বস্ত্রটি আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই সন্থত-বস্ত্রটি অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই সন্থত-বস্ত্রটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই সন্থত-বস্ত্রটি দুইভাগ কালোবর্ণ মেষলোম, একভাগ শ্বেতবর্ণ লোম এবং একভাগ বাদামী বর্ণ লোম তুলাদণ্ডে সঠিক পরিমাপে না নিয়ে প্রস্তুত করায় 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। সেহেতু আমি ইহা মাননীয় সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এরূপে বিসর্জিত সন্থত-বস্ত্রটি আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই সন্থত-বস্ত্রটি অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই সন্থত-বস্ত্রটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

"বন্ধু, আমার এই সন্থত-বস্ত্রটি দুইভাগ কালোবর্ণ মেষলোম, একভাগ শ্বেতবর্ণ লোম এবং একভাগ বাদামী বর্ণ লোম তুলাদণ্ডে সঠিক পরিমাপে না নিয়ে প্রস্তুত করায় 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তদ্ধেতু আমি ইহা আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এরূপে বিসর্জিত সন্থত-বস্ত্রটি আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে এভাবেই দিতে হবে :

"আমি এই সন্থত-বস্ত্রটি আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।"

৫৫৫. নিজের দ্বারা কৃত অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। নিজের দ্বারা কৃত অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অপরের দ্বারা কৃত অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

অন্যের জন্য তৈরি করলে বা করালে 'দুক্কট' অপরাধ হয়। অন্যের

নির্মিত নিজে লাভ করে পরিভোগ করলে ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়।

৫৫৬. **অনাপত্তি :** কালোবর্ণ পশম ছাড়া সাদাবর্ণ ও বাদামীবর্ণ পশম পরিমাপে কম নিয়ে প্রস্তুত করলে কালোবর্ণ পশম ব্যতীত শ্বেতবর্ণ ও বাদামী বর্ণ পশম পরিমাপে বেশি নিয়ে প্রস্তুত করলে শুধুমাত্র শুভ্রবর্ণ ও ধূসরবর্ণ লোম নিয়ে তৈরি করলে চাঁদোয়া, ভূমির আস্তরণ, পর্দা, গাত্রাবরণ, বালিশ প্রস্তুত করলে ভিক্ষু উন্মাদগ্রস্ত হয়ে করলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে অনাপত্তি।

[‘দ্বেভাগ’ তৃতীয় শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

৪. ছব্বস্স সিক্খাপদং

(নতুন সন্থত-বস্ত্র নির্মাণ-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৫৫৭. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-সমীপে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক প্রদত্ত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুরা প্রতি বৎসরে নতুন সন্থত-বস্ত্র নির্মাণ করাচ্ছিলেন। তারা এরূপে সর্বদা যাচঞাবহুল ও বিজ্ঞপ্তিবহুল হয়ে বিচরণ করছিলেন—“আমাদেরকে পশম (লোম) দিন, পশম আমাদের প্রয়োজন।” ভিক্ষুদের এ প্রকার আচরণ দেখে জনসাধারণ এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “ইহা কোন ধরনের লোভযুক্ত হীনাচরণ যে, শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ প্রতি বৎসর নতুন সন্থত-বস্ত্র প্রস্তুত করাচ্ছেন? উনারা কেনই বা এরূপে সর্বদা যাচঞাবহুল ও বিজ্ঞপ্তিবহুল হয়ে বিচরণ করছেন—“আমাদেরকে লোম দিন, আমাদের লোম প্রয়োজন।’ আমাদের তৈরি সন্থত-বস্ত্রগুলো পাঁচ, ছয় বৎসর পর্যন্ত কোনোরূপ নষ্ট হয় না, কিন্তু উনারা বালক না হয়েও যেন বালকের ন্যায় সন্থত-বস্ত্রে মল-মূত্র ত্যাগ করছেন; ইঁদুরের ন্যায় খাচ্ছেন।”

ভিক্ষুরা সেই জনসাধারণের এরূপ নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগলেন, “ইহা কেমন আচরণ যে, ভিক্ষুরা প্রতি বৎসর নতুন সন্থত-বস্ত্র প্রস্তুত করাচ্ছেন? কেনই বা এরূপ যাচঞাবহুল ও

বিজ্ঞপ্তিবহুল হয়ে বিচরণ করবেন—“আমাদেরকে পশম দিন; আমাদের পশম প্রয়োজন।” তখন সেই ভিক্ষুরা তাদেরকে বহুভাবে নিন্দা করে ভগবানকে এ বিষয়ে সবিস্তারে জ্ঞাত করলেন। ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, তোমরা প্রতি বৎসর নতুন সন্থত-বস্ত্র প্রস্তুত করাচ্ছ? এবং এরূপে যাচঞাবহুল ও বিজ্ঞপ্তিবহুল হয়ে বিচরণ করছ—“আমাদেরকে লোম দিন, আমাদের লোম দরকার।”

“হ্যাঁ ভগবান, তা সম্পূর্ণ সত্য বটে।”

অনন্তর ভগবান ইহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে নিন্দা করে বললেন, “হে মোঘপুরুষগণ, কেন তোমরা প্রতিবৎসর নতুন সন্থত-বস্ত্র নির্মাণ করাচ্ছ? এবং কেনই বা এরূপ যাচঞাবহুল ও বিজ্ঞপ্তিবহুল হয়ে বিচরণ করছ—‘আমাদেরকে পশম দিন, আমাদের পশম প্রয়োজন।’ হে মূর্খগণ, তোমাদের এ প্রকার লোভযুক্ত হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের সহায়ক হবে।”

ভগবান এভাবে অনেক প্রকারে তাদেরকে তিরস্কার করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্পর্কে বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত কল্যাণজনক। সেহেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৫৫৮. “যেকোনো ভিক্ষু নতুন সন্থত-বস্ত্র প্রস্তুত করায়ে কমপক্ষে ছয়

বৎসর কাল পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে। যদি কোনো ভিক্ষু ছয় বৎসর পূর্ণ না হতেই সেই সন্থত-বস্ত্রটি পরিত্যাগ করে কিংবা পরিত্যাগ না করে অপর একটি নতুন সন্থত-বস্ত্র নির্মাণ করায়, তাহলে তার 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে।"

এভাবেই ভগবান কর্তৃক এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল।

৫৫৯. সে সময়ে জনৈক ভিক্ষু কৌশাম্বীতে অসুস্থ হয়েছিলেন। জ্ঞাতিরা সেই ভিক্ষুর নিকট এ বলে দূত প্রেরণ করলেন যে—"ভন্তে, আপনি আগমন করুন; আমরা আপনার সেবা-যত্ন করব।" অন্যান্য ভিক্ষুরাও এরূপ বললেন, "হে বন্ধু, গমন করুন; জ্ঞাতিরা আপনার সেবা-যত্ন করবেন।" সেই ভিক্ষু এরূপ বললেন, "হে বন্ধুগণ, ভগবান এরূপ শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন—'যেকোনো ভিক্ষু নতুন সন্থত-বস্ত্র নির্মাণ করায়ে কমপক্ষে ছয় বৎসর যাবৎ ধারণ করতে হবে।' আমিও রোগগ্রস্থ; সন্থত-বস্ত্র নিয়ে প্রস্থান করতে সক্ষম নই। এবং সন্থত-বস্ত্র ব্যতীত আমার পক্ষে যাওয়া নিরাপদ নয়। বন্ধুগণ, আমি যাব না।" তখন ভিক্ষুরা এ বিষয়ে ভগবানকে বিস্তারিত জানালেন।

অনন্তর ভগবান এ কারণে, এ হেতুতে ধর্ম কথা বলে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা (আদেশ) প্রদান করছি : "রোগাতুর ভিক্ষুকে সন্থত-সম্মতি (সংঘসম্মতি) দিবে। হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সন্থত-সম্মতি দেয়া কর্তব্য :

সেই রোগাতুর ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষুদের পদে বন্দনা জ্ঞাপনপূর্বক উৎকুটিক হয়ে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপ বলবে :

"ভন্তে, আমি অসুস্থ। সন্থত-বস্ত্র নিয়ে গমন করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। ভন্তে, আমি মাননীয় সংঘের নিকট সন্থত-সম্মতি যাচ্ঞা করছি।" [এরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বলতে হবে]

তখন সুদক্ষ ও সমর্থবান ভিক্ষু ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে সংঘকে এ বিষয়ে প্রস্তাব জ্ঞাপন করবে :

৫৬০. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক নামীয় ভিক্ষু রোগগ্রস্ত। তিনি সন্থত-বস্ত্র নিয়ে গমন করতে সক্ষম নয়। তিনি সংঘের নিকট সন্থত-সম্মতি যাচ্ঞা করছেন। মাননীয় সংঘ যদি উপযুক্ত কাল মনে করেন, তাহলে সেই ভিক্ষুকে সন্থত-সম্মতি দিতে পারেন। ইহাই

প্রজ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই অমুক ভিক্ষু অসুস্থ। তিনি সন্থত-বস্ত্র নিয়ে প্রস্থান করতে সমর্থ নহে। তিনি সংঘের নিকট সন্থত-সম্মতি প্রার্থনা করেছেন। মাননীয় সংঘ সেই ভিক্ষুকে সন্থত-সম্মতি দিচ্ছেন। যেই আয়ুষ্মান ইহা ন্যায় সঙ্গত বলে মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন। আর যিনি ন্যায়সঙ্গত নহে বলে মনে করেন, তিনি নিজ অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন।

ধারণা : সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে সন্থত-সম্মতি দিয়েছেন। সংঘ এই প্রস্তাব যথাযথ মনে করে মৌন আছেন—আমি এরূপই ধারণা করছি।

"হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৫৬১. "নৰং পন ভিকখুনা সন্থতং কারাপেত্বা ছব্বস্সানি ধারেতব্বং। ওরেন চে ছন্নং ৰস্সানং তং সন্থতং ৰিস্সজ্জেত্বা ৰা অৰিস্সজ্জেত্বা ৰা অঞঞং নৰং সন্থতং কারাপেয্য, অঞঞত্র ভিকখুসম্মুতিযা, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয"ন্তি।

অনুবাদ : "যদি কোনো ভিক্ষু নতুন সন্থত-বস্ত্র নির্মাণ করায়, তাহলে সেটি কমপক্ষে ছয় বৎসর পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে। যদি ছয় বৎসর পূর্ণ না হতেই সেই সন্থত-বস্ত্রটি পরিত্যাগ করে কিংবা অপরিত্যাগে অপর একটি নতুন সন্থত-বস্ত্র সংঘ-সম্মতি ছাড়া প্রস্তুত করালে, সেই ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে।"

৫৬২. **'নবং'** অর্থে সন্থত-বস্ত্র সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করার নিমিত্তে যে সকল উপকরণ প্রয়োজন হয়, তাকে বুঝায়।

'সন্থতং' অর্থে ইহা বিস্তার করে কৃত, বুনিত নহে বুঝায়।

'কারাপেত্বাতি' অর্থে স্বয়ং নিজে তৈরি করে কিংবা অন্যের দ্বারা তৈরি করায়।

"ছব্বস্সানি ধারেতব্বন্তি' বলতে নতুন সন্থত নির্মাণ করে কমপক্ষে ছয় বৎসর ধারণ করতে হবে, ব্যবহার করতে হবে।

'ওরেন চে ছন্নং বস্সানন্তি' অর্থে ছয় বৎসরের কম সময়কে বুঝায়।

'তং সন্থতং বিস্সজ্জেত্বাতি' অর্থে অন্য কাউকে দিয়ে কিংবা বিসর্জন করে।

'অবিস্সজ্জেত্বাতি' বলতে কাউকে না দেয়া অথবা বিসর্জন না করা।

'অঞ্ঞত্র ভিক্খুসম্মুতিযাতি' বলতে ভিক্ষুসংঘের সম্মতি না নিয়ে অন্য একটি নতুন সন্থত-বস্ত্র নির্মাণ করলে কিংবা অন্যের দ্বারা করালে, প্রয়োগে প্রয়োগে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। এবং যেই সন্থত-বস্ত্রটি প্রতিলাভে 'নিস্সগ্গিয়'

অপরাধ প্রাপ্ত হয়। তখন সেই 'সন্থত'-বস্ত্রটি সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুকে বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই সন্থত-বস্ত্রটি বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই সন্থত-বস্ত্রটি ছয় বৎসর শেষ না হতেই সংঘ-সম্মতি ব্যতীত তৈরি করায় 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই আমি ইহা সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

সন্থত-বস্ত্রটি বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত সন্থত-বস্ত্রটি আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই সন্থত-বস্ত্রটি অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই সন্থত-বস্ত্রটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর নিকট গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপ বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই সন্থত-বস্ত্রটি ছয় বৎসর শেষ না হতেই সংঘ সম্মতি ব্যতীত তৈরি করায় 'নিস্সগ্গিয়' প্রাপ্ত হয়েছে। তাই আমি ইহা সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এরূপে বিসর্জিত সন্থত-বস্ত্রটি আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই সন্থত-বস্ত্রটি অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই সন্থত-বস্ত্রটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

"বন্ধু, আমার এই সন্থত-বস্ত্রটি ছয় বৎসর শেষ না হতেই সংঘ সম্মতি ব্যতীত তৈরি করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তদ্ধেতু আমি ইহা আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এরূপে বিসর্জিত সন্থত-বস্ত্রটি আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"আমি এই সন্থত-বস্ত্রটি আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি"

৫৬৩. নিজের দ্বারা কৃত অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। নিজের দ্বারা কৃত অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অপরের দ্বারা কৃত অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

অন্যের জন্য তৈরি করলে বা করালে 'দুক্কট' অপরাধ হয়। অন্যের নির্মিত সন্থত (কম্বলাদি) নিজে লাভ করে পরিভোগ করলেও 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৫৬৪. **অনাপত্তি :** সন্থত নির্মাণ করতে ছয় বৎসর সময় লাগলে, ছয় বৎসরের অধিক সময় লাগলে, সন্থত অপরের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করলে কিংবা অন্যের দ্বারা করালে, অপরের দ্বারা নির্মিত সন্থত লাভ করে পরিভোগ করলে ভূমিতে বিছাতে পারে এমন সতরঞ্চ, পর্দা, লেপ, বালিশ প্রস্তুত করলে ভিক্ষু যদি উন্মাদগ্রস্ত হয়ে করলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি হবে না।

['ছব্বস্‌স' চতুর্থ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

৫. নিসীদন সন্থত সিক্‌খাপদং

(বসার জন্যে সন্থত-বস্ত্র নির্মাণ-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৫৬৫. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-সন্নিকটে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুদেরকে

আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তিন মাসব্যাপী একাকী নিঃসঙ্গাবস্থায় অবস্থান করতে আমার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছে। ভিক্ষান্ন এনে দেওয়া ভিক্ষু ব্যতীত আর অন্য কেউ আমার সহিত সাক্ষাৎ করতে পারবে না।"

"হ্যাঁ ভন্তে" বলে সেই ভিক্ষুরা ভগবানের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করে পরবর্তী সময় হতে ভিক্ষান্ন এনে দেওয়া ভিক্ষু ব্যতীত অন্য কোনো ভিক্ষু ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করতে গেলেন না।

সে সময় শ্রাবস্তীতে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে এরূপ কথাবার্তা চলছিল—"হে বন্ধুগণ, ভগবান বলেছেন যে—'ভিক্ষুগণ, আমি তিন মাস একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকতে ইচ্ছা করছি। ভিক্ষান্ন এনে দেওয়া ভিক্ষু ব্যতীত অন্য কেউ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করত পারবে না।' হে বন্ধুগণ, তাহলে আমরা এরূপ বিধান প্রণয়ন করব—'যিনি (যেই ভিক্ষু) ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করতে যাবেন, তাকে (সেই ভিক্ষুকে) পাচিত্তিয় দেশনা করতে হবে।"

অনন্তর বঙ্গান্তপুত্র আয়ুষ্মান উপসেন সপরিষদে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে একান্তে উপবেশন করলেন। আগন্তুক ভিক্ষুদের সহিত কুশল বিনিময় করা ভগবান বুদ্ধগণের রীতি। অতঃপর ভগবান বঙ্গান্তপুত্র আয়ুষ্মান উপসেনকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "হে উপসেন, নিরুপদ্রবে আছ তো? সুখে দিন যাপন করতেছ তো? অল্প ক্লেশে আসতে সক্ষম হয়েছ তো?"

"হ্যাঁ প্রভু, আমরা নিরুপদ্রবে আছি। সুখে দিন-যাপন করছি। অল্প ক্লেশেই আসতে সক্ষম হয়েছি।"

সে সময়ে বঙ্গান্তপুত্র আয়ুষ্মান উপসেনের সহবিহারী ভিক্ষু ভগবানের অদূরে উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন। ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, তুমি কি পাংশুকূল চীবর ধারণে সন্তুষ্টি প্রকাশ কর?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আমি পাংশুকূল চীবর ধারণে সন্তুষ্টি প্রকাশ করি।"

"হে ভিক্ষু, কী হেতু তুমি পাংশুকূল চীবর ধারণ করেছো?"

"ভন্তে, আমার উপাধ্যায় পাংশুকূল চীবরধারী; সেহেতু আমিও পাংশুকূল চীবর ধারণ করেছি।"

অনন্তর ভগবান বঙ্গান্তপুত্র আয়ুষ্মান উপসেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে উপসেন, এই পরিষদ তোমার প্রতি প্রসন্ন কি? উপসেন, কিরূপে তুমি এই পরিষদ পরিচালনা কর?"

"ভন্তে, যেই কুলপুত্র আমার নিকট এসে উপসম্পদা যাচঞা করে, আমি তাকে এরূপ বলি : 'হে বন্ধু, আমি অরণ্যে বসবাসকারী, একাকী ভিক্ষান্ন

সংগ্রহ করে জীবন ধারণকারী এবং পাংশুকূল চীবর ধারণকারী। যদি তুমিও অরণ্যে বসবাস কর, ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে জীবন ধারণ কর এবং পাংশুকূল চীবর ধারণে সমর্থ হও, তাহলে আমি তোমাকে উপসম্পদা দিব।' ভন্তে, যদি সেই কুলপুত্র আমার এরূপ কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করে; আমি তাকে উপসম্পদা প্রদান করি। আর যদি সে আমার এরূপ কথায় সম্মতি জ্ঞাপন না করে; আমি তাকে উপসম্পদা প্রদান করি না। আর যে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে এরূপ বলি : 'হে বন্ধু, আমি অরণ্যে বসবাসকারী, ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে জীবন ধারণকারী এবং পাংশুকূল চীবর ধারণকারী। যদি তুমিও অরণ্যে বসবাস কর, ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে জীবন ধারণ কর এবং পাংশুকূল চীবর ধারণে সমর্থ হও, তাহলে আমি তোমাকে আশ্রয় দিব।' ভন্তে, যদি সে আমার কথায় সম্মতি প্রদান করে, আমি তাকে আশ্রয় দিই আর যদি সম্মতি না দেয়, আমি তাকে আশ্রয় দিই না। ভন্তে, এরূপেই আমি পরিষদ পরিচালনা করি।"

"সাধু, সাধু, উপসেন, তুমি উত্তমরূপেই পরিষদ পরিচালনা করছো। হে উপসেন, তুমি কি জান যে, শ্রাবস্তীর ভিক্ষুসংঘের মধ্যে কীরূপ কথাবার্তা চলছে?"

"না ভন্তে, আমি তা সঠিকভাবে জানি না।"

হে উপসেন, শ্রাবস্তীর ভিক্ষুসংঘের মধ্যে এরূপ কথাবার্তা চলছে : "হে বন্ধুগণ, ভগবান বলেছেন যে 'ভিক্ষুগণ, আমি তিন মাস একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকতে ইচ্ছা করছি। ভিক্ষান্ন এনে দেওয়া ভিক্ষু ব্যতীত অন্য কেউ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। যিনি (যেই ভিক্ষু) ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করতে যাবেন, তাকে (সেই ভিক্ষুকে) পাচিত্তিয় দেশনা করতে হবে।"

"ভন্তে, শ্রাবস্তীর ভিক্ষুসংঘ তাদের এমন আলাপ আলোচনা নিজেরাই ভালোভাবে জানবেন। আমরা (কিন্তু) অপ্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব না, কিংবা প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ উচ্ছেদ করব না। যথাপ্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদসমূহ প্রতিপালনের নিমিত্তে উত্তমরূপে সচেষ্ট থাকব।"

"সাধু, সাধু, হে উপসেন, অপ্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করবে না কিংবা প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ উচ্ছেদ করবে না। অধিকন্তু যথাপ্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদসমূহ প্রতিপালনের জন্যে উত্তমরূপে সচেষ্ট থাকবে। হে উপসেন, আমি অনুমতি প্রদান করছি : 'যে সকল ভিক্ষু অরণ্যে বাসকারী, ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে জীবন যাপনে সন্তুষ্টিপরায়ণ এবং পাংশুকূল চীবর ধারণে আনন্দ প্রকাশ করে, সে

সকল ভিক্ষু আমাকে দর্শন করার জন্য উপস্থিত হোক।”

৫৬৬. সে সময়ে কিছুসংখ্যক ভিক্ষু বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে দাঁড়িয়ে এরূপ বলছিলেন : “আমরা বঙ্গান্তপুত্র আয়ুষ্মান উপসেনকে ‘পাচিত্তিয়’ দেশনা করাব।” তখন বঙ্গান্তপুত্র আয়ুষ্মান উপসেন সপরিষদে গাত্রোত্থান করে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। অতঃপর বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে স্থিত সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান উপসেনকে এরূপ বললেন, “হে বন্ধু উপসেন, আপনি জানেন কী, শ্রাবস্তীর ভিক্ষুসংঘ বা কী আলোচনা করছেন?”

“হে বন্ধুগণ, ভগবানও আমাকে এরূপ বলেছেন, ‘হে উপসেন, তুমি কি জান যে, শ্রাবস্তীর ভিক্ষুসংঘের মধ্যে এরূপ কথাবার্তা চলছে : হে বন্ধুগণ, ভগবান বলেছেন যে—ভিক্ষুগণ, আমি তিন মাস একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকতে ইচ্ছা করছি। ভিক্ষান্ন এনে দেওয়া ভিক্ষু ব্যতীত অন্য কেউ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। যিনি (যেই ভিক্ষু) ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করতে যাবেন, তাকে (সেই ভিক্ষুকে) পাচিত্তিয় দেশনা করতে হবে।”

“ভন্তে, শ্রাবস্তীর ভিক্ষুসংঘ তাদের এমন আলাপ আলোচনা নিজেরাই ভালোভাবে জানবেন। আমরা (কিন্তু) অপ্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব না, কিংবা প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ উচ্ছেদ করব না। যথাপ্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদসমূহ প্রতিপালনের নিমিত্তে উত্তমরূপে সচেষ্ট থাকব। হে বন্ধুগণ, ভগবান এরূপ অনুমতি প্রদান করেছেন যে—‘যেই ভিক্ষুগণ, অরণ্যে অবস্থানকারী, ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে জীবন যাপনে অভ্যস্ত এবং পাংশুকূল চীবর ধারণকারী, সে সকল ভিক্ষু আমাকে (ভগবানকে) দর্শন করার জন্যে উপস্থিত হোক।”

অনন্তর সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান উপসেনকে এরূপ বললেন, “সত্যই কি বন্ধু, ভগবান এরূপ বলেছেন : অপ্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করতে পারবে না কিংবা প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদসমূহ উচ্ছেদ করতে পারবে না। অধিকন্তু যথাপ্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদসমূহ প্রতিপালনের জন্যে উত্তমরূপে সচেষ্ট থাকবে।” তখন ভিক্ষুরা এরূপ শুনলেন যে—“ভগবান নাকি অনুমতি দিয়েছেন—‘যে সকল ভিক্ষু অরণ্যে বাসকারী, ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে জীবন যাপনে সন্তুষ্টিপরায়ণ এবং পাংশুকূল চীবর ধারণে আনন্দ প্রকাশ করে, সে সকল ভিক্ষু আমাকে দর্শন করার জন্য উপস্থিত হোক।” তখন সেই ভিক্ষুরা ভগবানকে দর্শনের জন্যে আকুল আকাঙ্ক্ষা করতে করতে সন্থত-বস্ত্রগুলো যেখানে সেখানে রেখে দিয়ে আরণ্যিক[1], পিণ্ডপাতিক[2] এবং পাংশুকূলিক[3] ধুতাঙ্গ অধিষ্ঠান (গ্রহণ)

---

[1]. যেই ভিক্ষু নগর, গ্রাম, লোকালয় ইত্যাদি কোলাহল পরিত্যাগ করে চিত্ত প্রীতিকর,

করলেন।

অতঃপর ভগবান স্বল্পসংখ্যক ভিক্ষুর সহিত শয্যাসন পরিদর্শনে পর্যটন করতে করতে এদিকে সেদিকে ফেলে রাখা সন্থত-বস্ত্রগুলো দেখলেন। দেখে ভগবান ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, কারা এই সন্থত-বস্ত্রগুলো এদিকে সেদিকে ফেলে রেখেছে?" তখন সেই ভিক্ষুরা ভগবানকে এ বিষয়ে অবগত করলেন। অনন্তর ভগবান এ কারণে, এ নিদানে ধর্ম কথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের নিমিত্তে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব, যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের সুখতা সম্পাদনের জন্যে, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে একান্ত হিতকর। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৫৬৭. "নিসীদনসন্থতং পন ভিকখুনা কারযমানেন পুরাণসন্থতস্স সামন্তা সুগতৰিদত্থি আদাতব্বা দুব্বণ্ণকরণায, অনাদা চে ভিকখু পুরাণসন্থতস্স সামন্তা সুগতৰিদত্থিং নৰং নিসীদনসন্থতং কারাপেয্য, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয"ন্তি।

অনুবাদ : "যদি কোনো ভিক্ষু উপবেশনের জন্যে নতুন কোনো সন্থত-বস্ত্র তৈরি করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে তাকে পুরাতন সন্থত-বস্ত্রের চতুর্পাশের

আনন্দদায়ক ও প্রশান্তিকর উপদ্রবহীন, নীরব, নির্জন অরণ্যে অবস্থান করেন, তাকে আরণ্যিক ধুতাঙ্গধারী বলে।

❷. 'পিণ্ড' বলতে পরিভোগযোগ্য খাদ্য জাতীয় দ্রব্য-সামগ্রীর সমষ্টি ভাব বা একত্রিত অবস্থা (জড়া) বুঝায়। এবং 'পাত' অর্থে উপর হতে পতন বুঝায়। অর্থাৎ দায়করা ভিক্ষুর হস্তে ধারিত পাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জন খাদ্য-ভোজ্যাদি দানের সময় যেরূপে উপর হতে প্রক্ষেপ (প্রদান) করেন, তাকে পিণ্ডপাত বলে। এই খাদ্য ভোজ্য সংগ্রহের জন্যে গৃহ হতে গৃহদ্বারে বিচরণ (চরণ) করেন। তার সেই বিচরণকে পিণ্ডচরণ বলে। লোভ-দ্বেষ-মোহ মুক্তি তথা নির্বাণ শান্তি প্রত্যাশায় এভাবে সংগৃহীত খাদ্য দ্বারা জীবন যাপন করে শীল তথা ব্রতের অঙ্গ হিসেবে ভিক্ষু দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ বিধায় তাকে পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গধারী বলে।

❸. 'পাংশু' শব্দের অর্থ কুৎসিত, বিরূপতা বুঝায়। 'পাংশুকূল' বলতে যে স্থানে কুৎসিত, অপ্রয়োজনীয়, পরিত্যাজ্য দ্রব্যসামগ্রী ফেলে দেয়া হয়, সে স্থানই পাংশুকূল। যেই পরিত্যক্ত আবর্জনা স্তূপ হতে সংগৃহীত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা অল্পেচ্ছুতাদি শীল প্রতিপদা পরিপূরণ ইচ্ছায় চীবর তৈরি করে ধারণকারী ভিক্ষুকে বলা হয় পাংশুকূলিক ধুতাঙ্গধারী।

যেকোনো এক অংশ হতে বিবর্ণ করার নিমিত্তে ভগবানের বিঘতে এক বিঘত পরিমাণ গোলাকৃতি করে কেটে নিতে হবে। তৎপর অবশিষ্ট অংশের চারপাশে নতুন 'সন্থত' জোড়া দিবে। যদি কোনো ভিক্ষু উক্ত প্রমাণানুযায়ী না নিয়ে উপবেশনের জন্যে নতুন সন্থত-বস্ত্র প্রস্তুত করায়, তাহলে সেই ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে।"

৫৬৮. **'নিসীদনং'** অর্থে ঝালোয়ারযুক্ত বসার আস্তরণ কিংবা মাদুরকে বুঝায়।

'সন্থতং' বলতে বিস্তার করে কৃত, বুনিত নহে।

'কারযমানেনাতি' অর্থে নিজে তৈরি করে কিংবা অপরের দ্বারা তৈরি করায়।

'পুরাণসন্থতং' বলতে কমপক্ষে একবার গায়ে আচ্ছাদিত, পরিহিত বস্ত্র কিংবা বসার সময় ও শোয়ার সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে এমন আস্তরণকে বুঝায়।

'সামন্তা সুগতবিদত্থি আদাতব্বা দুব্বণ্ণকরণাযাতি' বলতে 'পুরাতন সন্ততের চতুর্পার্শ্বের যেকোনো এক অংশ হতে দুর্বর্ণকরণ-হেতু ভগবানের বিঘতে এক বিঘত পরিমাপে গোলাকারে বা চতুষ্কোণ করে কেটে নিয়ে অবশিষ্ট অংশের চারপাশে নতুন 'সন্থত' জোড়া দিয়ে বসার সন্থত-বস্ত্র প্রস্তুত করতে হবে।

'অনাদা চে ভিক্‌খূ পুরাণসন্থতস্‌স সামন্ত সুগতবিদত্থিন্তি' বলতে পুরাতন 'সন্থত'-বস্ত্রের এক পার্শ্ব হতে ভগবানের বিঘতে এক বিঘত পরিমাণ গোলাকারে বা চতুষ্কোণ করে কেটে না নিয়ে নতুন বসার 'সন্থত' তৈরি করলে কিংবা অন্যের দ্বারা করালে, প্রয়োগে প্রয়োগে 'দুক্কট' অপরাধ হবে। এরূপে প্রস্তুতকৃত 'সন্থত' লাভ করলে 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধ হবে। তখন সেই অপরাধপ্রাপ্ত 'সন্থত'-বস্ত্রটি সংঘ, গণ অথবা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

"হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই বসার সন্থত-বস্ত্রটি বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই বসার 'সন্থত'-বস্ত্রটি পুরাতন 'সন্থত'-বস্ত্রের এক পার্শ্ব হতে ভগবানের বিঘতে এক বিঘত পরিমাণ গোলাকার বা চতুষ্কোণ করে কেটে না নিয়ে নতুন করে প্রস্তুত করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত

হয়েছে। তদ্ধেতু আমি ইহা সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।

বসার সেই সন্থত-বস্ত্রটি বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত সন্থত-বস্ত্রটি আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই বসার সন্থত-বস্ত্রটি অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই বসার সন্থত-বস্ত্রটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই বসার 'সন্থত'-বস্ত্রটি পুরাতন 'সন্থত'-বস্ত্রের এক পার্শ্ব হতে ভগবানের বিঘতে এক বিঘত পরিমাণ গোলাকার বা চতুষ্কোণ করে কেটে না নিয়ে নতুন করে প্রস্তুত করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তাই আমি ইহা সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।

"মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই বসার সন্থত-বস্ত্রটি অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই বসার সন্থত-বস্ত্রটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

"বন্ধু, আমার এই বসার সন্থত-বস্ত্রটি পুরাতন 'সন্থত'-বস্ত্রের এক পর্শ্ব হতে ভগবানের বিঘতে এক বিঘত পরিমাণ গোলাকার করে কেটে নতুন করে প্রস্তুত করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তদ্ধেতু আমি ইহা আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।"

বসার সেই সন্থত-বস্ত্রটি বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এরূপে বিসর্জিত সন্থত-বস্ত্রটি আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে এভাবেই দিতে হবে :

"আমি এই বসার সন্থত-বস্ত্রটি আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।"

৫৬৯. নিজের দ্বারা কৃত অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। নিজের দ্বারা কৃত অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন

করালে, 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অপরের দ্বারা কৃত অসম্পন্ন কাজ নিজেই সম্পন্ন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অপরের অসম্পন্ন কাজ অপরকে দিয়ে সম্পন্ন করালে, 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

অন্যের জন্য তৈরি করলে বা করালে 'দুক্কট' অপরাধ হয়। অন্যের নির্মিত (সন্থত-বস্ত্রাদি) নিজে লাভ করে পরিভোগ করলে 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৫৭০. **অনাপত্তি :** পুরাতন সন্থত-বস্ত্রের এক পার্শ্ব হতে ভগবানের বিঘতে এক বিঘত পরিমাণ গোলাকার কিংবা চতুষ্কোণ করে কেটে নিয়ে প্রস্তুত করলে বর্ণিত নিয়মের পুরাতন সন্থত-বস্ত্র সম্পূর্ণ পাওয়া না গেলে অল্প পরিমাণ নিয়ে প্রস্তুত করলে পুরাতন সন্থত-বস্ত্র না থাকলে সম্পূর্ণ নতুন তৈরি করলে অপরের দ্বারা প্রস্তুতকৃত বস্ত্র লাভ করে ব্যবহার করলে ভূমির আস্তরণ, পর্দা, লেপ, বালিশ প্রস্তুত করলে ভিক্ষু মতিভ্রষ্ট হয়ে করলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে কোনো প্রকারের অপরাধ হয় না।

['নিসীদন সন্থত' পঞ্চম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

৬. এলকলোম সিক্‌খাপদং

(মেষলোম-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৫৭১. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-সমীপে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক প্রদত্ত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষু কোশল জনপদ দিয়ে শ্রাবস্তীতে যাওয়ার সময় পথের মধ্যে মেষলোম লাভ করেছিলেন। তখন উক্ত ভিক্ষু সেই মেষলোমগুলো উত্তরাসঙ্গ দিয়ে গাঁইট বেঁধে গমন করলেন। জনসাধারণ সেই ভিক্ষুকে দেখে এ বলে ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও পরিহাস করতে লাগলেন, "ভন্তে, ইহার মূল্য কত হয়েছে? ইহার লভ্যাংশ কত হবে?" সেই ভিক্ষু সেই জনসাধারণ দ্বারা উপহাসিত হয়ে বিষন্ন হলেন, দুঃখিত হলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে গিয়ে যেই মেষলোমের গাঁইট দণ্ডায়মান অবস্থায় ফেলে রাখলেন। ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "হে আবুসো, কী হেতু আপনি এই মেষলোমের গাঁইটটি দাঁড়ানো অবস্থায় ফেলে রাখলেন?"

"হে বন্ধুগণ, আমি এই মেষলোমের কারণে জনসাধারণ দ্বারা উপহাসিত

হয়ে লজ্জা পেয়েছি।”

“হে আবুসো, আপনি এই মেষলোমগুলো কতদূর হতে এনেছেন?”

“বন্ধুগণ, তিন যোজনের[1] অধিক দূর হতে এনেছি।”

তখন যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরা এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগলেন, “এ কেমন হীনাচরণ যে, এই ভিক্ষু কী করে তিন যোজনের অধিক দূর হতে মেষলোমগুলো আনলেন?” অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ উক্ত ভিক্ষুকে অনেকভাবে ভর্ৎসনা করে এ বিষয়ে বিস্তারিত ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান সেই ভিক্ষুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষু, সত্যই কি তুমি তিন যোজনের অধিক দূর হতে মেষলোম এনেছ?”

“হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।”

তখন ভগবান সেই ভিক্ষুকে নিন্দা করে বললেন, “হে মূর্খ, ইহা তোমার কেমন লোভযুক্ত হীনাচরণ যে, কী করে তুমি তিন যোজনের অধিক দূর হতে মেষলোম আনতে পারলে? তোমার এ প্রকারের আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হতে পারে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের সহায়ক হবে।”

ভগবান এরূপে বহুপ্রকারে তাকে নিন্দা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্পর্কে বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭.

---

[1]. ১ যোজন= ১০ মাইল, তাহলে ৩ যোজন= ১০মাইল × ৩ =৩০মাইল। আর যদি কিলোমিটার হিসাব করা হয়, তাহলে ১ যোজন= ১৬ কি. মি. তাহলে সেরূপে ৩ যোজন=১৬ কি. মি. ৩=৪৮ কিলোমিটার।

অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত হিতকর। সেহেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৫৭২. **"ভিকখুনো পনেৰ অদ্ধানমগ্গপ্পটিপন্নস্স এলকলোমানি উপ্পজ্জয্যুং। আকঙ্খমানেন ভিকখুনা পটিগ্গহেতব্বানি। পটিগ্গহেত্বা তিযোজনপরমং সহত্থা হরিতব্বানি, অসন্তে হারকে। ততো চে উত্তরি হরেয্য, অসন্তেপি হারকে, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয"**ন্তি।

অনুবাদ : "যদি কোনো ভিক্ষু দীর্ঘ পথ গমন কালে পথের মধ্যে মেষলোম প্রাপ্ত হয় (দান পেয়ে থাকে), তাহলে সে আকাঙ্ক্ষা (ইচ্ছা) করলে তা গ্রহণ করতে পারবে। গ্রহণ করার পর যদি কোনো বহনকারী বিদ্যমান না থাকে তবে সেই ভিক্ষু তা তিন যোজন পথ পর্যন্ত নিজ হস্তে বহন করতে পারবে। কিন্তু বহনকারীর অভাবে তা তিন যোজন অপেক্ষা অধিক পথ স্বহস্তে বহন করে নিয়ে গেলে, উক্ত ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হবে।"

৫৭৩. **'ভিক্খুনো পনেব অদ্ধানমগ্গপ্পটিপন্নস্সাতি'** বলতে ভিক্ষুর দীর্ঘ পথ গমনকালের সময়কে বুঝায়।

'এলকলোমানি উপ্পজ্জেয্যুন্তি' বলতে সংঘ, গণ (পরিষদ), জ্ঞাতি, মিত্র হতে দানপ্রাপ্ত কিংবা পাংশুকূলরূপে বা স্বীয় অর্থ দ্বারা উৎপন্ন মেষলোমকে বুঝায়।

'আকঙ্খামানেনাতি' অর্থে ভিক্ষু আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা করলে মেষলোমগুলো প্রতিগ্রহণ করতে পারবে।

'পটিগ্গহেত্বা তিযোজনপরমং সহত্থা হরিতব্বনীতি' বলতে মেষলোম গ্রহণ করার পর যদি বহনকারী কোনো লোক পাওয়া না যায়, তাহলে ভিক্ষু স্বহস্তে তিন যোজন পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যেতে পারবে।

'অসন্তে হারকেতি' অর্থে স্ত্রীলোক বা পুরুষ; গৃহস্থ বা প্রব্রজিত যেকোনো একজন বাহক বিদ্যমান না থাকাকে বুঝায়।

'ততো চে উত্তরি হরেয্য, অসন্তেপি হারকেপি' বলতে তিন যোজন যাওয়ার পর বাহক বা অন্য লোক পাওয়া না গেলে ভিক্ষু যদি সেই লোমগুলো নিয়ে প্রথম পাদে তিন যোজন অতিক্রম করলে 'দুক্কট' আপত্তি হবে। দ্বিতীয় পাদ অতিক্রমে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। তিন যোজনের ভেতরে স্থিত থেকে তিন যোজনের বাইরে লোমগুলো নিক্ষেপ করলেও 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। যদি কোনো যানের বা গাড়ির

মালিক না জানে মতো মেষলোমগুলো গাড়িতে বা যানে তুলে দেয়, তিন যোজন অতিক্রম হলেই ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে। তখন 'নিস্সগ্গিয়' অপরাধপ্রাপ্ত সেই মেষলোমগুলো সংঘ, গণ (পরিষদ) বা একজন ভিক্ষুকে বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই মেষলোমগুলো বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই মেষলোমগুলো নিয়ে তিন যোজনের অধিক পথ অতিক্রম করায় আমি এই মেষলোমগুলো সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

সেই পশমগুলো বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত পশমগুলো আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই পশমগুলো অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই পশমগুলো অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষু কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই মেষলোমগুলো নিয়ে তিন যোজনের অধিক পথ অতিক্রম করায় আমি এই মেষলোমগুলো সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

সেই পশমগুলো বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত মেষলোমগুলো আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই মেষলোমগুলো অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই মেষলোমগুলো অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

"বন্ধু, আমার এই মেষলোমগুলো নিয়ে তিন যোজনের অধিক পথ অতিক্রম করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। এ হেতু আমি এই মেষলোমগুলো আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। বিসর্জিত মেষলোমগুলো আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে এভাবেই দিতে হবে :

"আমি এই মেষলোমগুলো আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।"

৫৭৪. ১. মেষলোম নিয়ে তিন যোজনের অধিক পথ গমনে তিন যোজনের অধিক ধারণায় অতিক্রম করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। মেষলোম নিয়ে তিন যোজনের অধিক পথ গমনে তিন যোজনের অধিক কি না সন্দেহবশত অতিক্রম করলেও 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। মেষলোম নিয়ে তিন যোজনের অধিক পথ গমনে তিন যোজনের কম ধারণায় অতিক্রম করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

২. মেষলোম নিয়ে তিন যোজনের কম পথ গমনে তিন যোজনের অধিক ধারণায় 'দুক্কট' অপরাধ হয়। মেষলোম নিয়ে তিন যোজনের কম পথ গমনে তিন যোজনের কম কি না সন্দেহবশত 'দুক্কট' আপত্তি হয়। তিন যোজনের কম পথ গমনে তিন যোজনের কম পথ ধারণায় কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৫৭৫. **অনাপত্তি :** ভিক্ষু মেষলোম পেয়ে তিন যোজন পথ পর্যন্ত বহন করলে, ভিক্ষু মেষলোম লাভ করে তিন যোজনের কম পথ পর্যন্ত নিয়ে গেলে, মেষলোম পেয়ে তিন যোজনের পথ পর্যন্ত গিয়ে একরাত্রি বাস করার পর পুনঃ তা নিয়ে গেলে, অপরের অধিকৃত ও পরিত্যাজ্য মেষলোমগুলো পুনঃ পেলে, অপরের দ্বারা নিয়ে গেলে এবং সুতাদি বেষ্টন করে বহন করে নিয়ে গেলে, ভিক্ষু যদি মতিভ্রষ্ট হয়ে তিন যোজনের অধিক পথ নিয়ে গেলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে অনাপত্তি।

['এলকলোম' ষষ্ঠ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

৭. এলকলোম ধোবাপন সিক্‌খাপদং

(মেষলোম ধৌতকরণ-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : কপিলাবস্তু]

৫৭৬. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শাক্যরাজ্যে কপিলাবস্তু-সমীপে ন্যাগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদের দ্বারা মেষলোম ধৌত করাচ্ছিলেন, রং দেয়াচ্ছিলেন ও ধুনায়ে জটাবিহীন করাচ্ছিলেন। ভিক্ষুণীরাও পশম ধৌত, রং ও ধুনে জটাবিহীন করতে করতে অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে অধিগত করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। অনন্তর মহাপ্রজাপতি গৌতমী যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে একান্তে দাঁড়ালেন। একান্তে স্থিতা গৌতমীকে ভগবান এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে গৌতমী, ভিক্ষুণীরা অপ্রমত্ততা ও উদ্যমশীলতার সহিত আসক্তিহীন হয়ে অবস্থান করছে তো?"

"কোথায় ভন্তে, ভিক্ষুণীদের অপ্রমত্ততা। ষড়্‌বর্গীয় আর্যগণ, ভিক্ষুণীদের দ্বারা মেষলোম ধৌত করাচ্ছেন, রং দেয়াচ্ছেন ও ধুনায়ে জটাবিহীন করাচ্ছেন। ভিক্ষুণীরাও মেষলোম ধৌত, রং ও ধুনে জটাবিহীন করতে করতে অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে সমর্থ হচ্ছেন না।"

অতঃপর ভগবান মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে ধর্মোপদেশ দিয়ে উদ্বুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের ধর্মোপদেশে উদ্বুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং অধিকতর আনন্দিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। অনন্তর ভগবান এ কারণে, এ হেতুতে ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করায়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা ভিক্ষুণীদের দিয়ে মেষলোম ধৌত, রং ও ধুনায়ে জটাবিহীন করাচ্ছ?"

"হ্যাঁ ভন্তে, তা সম্পূর্ণ সত্য বটে।"

"হে ভিক্ষুগণ, তারা কি তোমাদের জ্ঞাতি না অজ্ঞাতি?

"অজ্ঞাতি, ভগবান।"

"হে মোঘপুরুষগণ, অজ্ঞাতি অজ্ঞাতির প্রতিরূপ (যোগ্য) কি, অপ্রতিরূপ (অযোগ্য) কি অথবা আনন্দদায়ক কি, পীড়াদায়ক কি এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। হে মূর্খগণ, কী করে তোমরা তাদের (ভিক্ষুণীদের) দ্বারা মেষলোম ধৌত, রং ও ধুনায়ে জটাবিহীন করাচ্ছ? তোমাদের এ ধরনের হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো

শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।”

ভগবান এভাবে অনেক প্রকারে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে তিরস্কার করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্পর্কে বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত কল্যাণজনক। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৫৭৭. “যো পন ভিকখু অঞ্ঞাতিকায ভিকখুনিযা এল়কলোমানি ধোৰাপেয্য ৰা রজাপেয্য ৰা ৰিজটাপেয্য ৰা, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয”ন্তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো ভিক্ষু কোনো অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী দিয়ে পশম (মেষলোম) ধৌত করায়, রং করায় অথবা ধুনায়ে জটাবিহীন করায়, তাহলে সেই ভিক্ষুর ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হবে।”

৫৭৮. **‘যো পনাতি’** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খূতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

‘অঞ্‌ঞতিকায়’ বলতে মাতৃপক্ষের সাত পুরুষ এবং পিতৃ পক্ষের সাত পুরুষ ব্যতীত অন্যদেরকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খুনী’ বলতে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ কর্তৃক ‘ঞাত্তি চতুর্থ’ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুণীকে বুঝায়।

‘ধৌত কর’ বলে নির্দেশ দিলে ‘দুক্কট’ আপত্তি। ধৌত করা শেষ হলে, ‘নিস্‌সগ্গিয়’ আপত্তি হয়। ‘রং কর’ বলে নির্দেশ দিলে, ‘দুক্কট’ আপত্তি। রং করা সমাপ্ত হলে, ‘নিস্‌সগ্গিয়’ আপত্তি হয়। ‘ধুনে জটাবিহীন কর’ বলে

নির্দেশ দিলে, 'দুক্কট' আপত্তি। জটাবিহীন করা শেষ হলে 'নিস্সগ্গিয়' অপরাধ হয়। তখন 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তিপ্রাপ্ত সেই মেষলোমগুলো সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুর নিকট পরিত্যাগ করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই মেষলোমগুলো বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই মেষলোমগুলো অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত করায় 'নিস্সগ্গিয়' অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছে। তদ্ধেতু আমি এগুলো সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

সেই পশমগুলো বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত পশমগুলো আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই পশমগুলো অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই পশমগুলো অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষু কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই মেষলোমগুলো অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত করায় 'নিস্সগ্গিয়' অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছে। তদ্ধেতু আমি এগুলো সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

সেই পশমগুলো বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত মেষলোমগুলো আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই মেষলোমগুলো অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই মেষলোমগুলো অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে

অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

"বন্ধু, আমার এই মেষলোমগুলো অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছে। তদ্ধেতু আমি এগুলো সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এরূপে বিসর্জিত মেষলোমগুলো আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"আমি এই মেষলোমগুলো আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।"

৫৭৯. ১. অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী ধারণায় তেমন ভিক্ষুণী দ্বারা মেষলোম ধৌত করালে, 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী ধারণায় তেমন ভিক্ষুণী দ্বারা মেষলোম ধৌত ও রঞ্জিত করালে, একটি নিস্‌সগ্গিয় ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী ধারণায় তেমন ভিক্ষুণী দ্বারা মেষলোম ধৌত ও ধুনায়ে জটাবিহীন করালে, একটি 'নিস্‌সগ্গিয়' ও একটি 'দুক্কট' অপরাধ হয়। অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী ধারণায় তেমন ভিক্ষুণী দ্বারা মেষলোম ধৌত, রং ও ধুনায়ে জটাবিহীন করালে, একটি 'নিস্‌সগ্গিয়' ও দুইটি 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

২. অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী ধারণায় তেমন ভিক্ষুণী দ্বারা মেষলোম রং করালে, 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধ হয়। অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী ধারণায় তেমন ভিক্ষুণী দ্বারা মেষলোম রং ও জটাহীন করালে, একটি 'নিস্‌সগ্গিয়' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হবে। অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী ধারণায় তেমন ভিক্ষুণী দ্বারা মেষলোম রং ও ধৌত করালে, একটি 'নিস্‌সগ্গিয়' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী ধারণায় তেমন ভিক্ষুণী দ্বারা মেষলোম রং জটাহীন এবং ধৌত করালে, একটি 'নিস্‌সগ্গিয়' ও দুইটি 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৩. অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী ধারণায় তেমন ভিক্ষুণী দ্বারা পশম ধুনায়ে জটাবিহীন করালে, 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধ হয়। অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী ধারণায় তেমন ভিক্ষুণী দ্বারা মেষলোম জটাহীন ও ধৌত করালে, একটি 'নিস্‌সগ্গিয়' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী ধারণায় তেমন ভিক্ষুণী দ্বারা মেষলোম ধুনায়ে জটাবিহীন ও রঞ্জিত করালে, একটি 'নিস্‌সগ্গিয়' ও একটি 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী ধারণায় তেমন ভিক্ষুণী দ্বারা ধুনায়ে

জটাহীন, ধৌত ও রং করালে, একটি 'নিস্সগ্গিয়' ও দুইটি 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৫৮০. অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে অজ্ঞাতি কি না সন্দেহবশত মেষলোম ধৌত করালে, দুক্কট' আপত্তি হয়। অজ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে জ্ঞাতি ধারণায় মেষলোম ধৌত করালে, 'দুক্কট' অপরাধ হয়। অজ্ঞাতি ভিক্ষুণী দ্বারা অন্যের মেষলোম ধৌত করালে, 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

শুধুমাত্র একের (ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীসংঘের) উপস্থিতিতে উপসম্পদাপ্রাপ্তা ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত করালেও 'দুক্কট' আপত্তি হয়। জ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে অজ্ঞাতি ধারণায় তেমন ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত করালে, 'দুক্কট' অপরাধ হয়। জ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে জ্ঞাতি কি না সন্দেহবশত তেমন ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত করালেও 'দুক্কট' আপত্তি হবে। জ্ঞাতি ভিক্ষুণীকে জ্ঞাতি ধারণায় উক্ত ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত করালে, কোনোরূপ অপরাধ হয় না।

৫৮১. **অনাপত্তি :** জ্ঞাতি ধৌত করলে জ্ঞাতিকে ধৌত করতে দিয়ে অজ্ঞাতি ধৌত করলে, অনির্দেশে ধৌত করলে নতুন বা ব্যবহার করার পূর্বে ধৌত করলে, মেষলোম ব্যতীত অন্য বস্তুতে, শিক্ষামনা ও শ্রামণেরীর দ্বারা ধৌত করালে, ভিক্ষু মতিভ্রষ্ট হয়ে ধৌত করার জন্যে নির্দেশ দিলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে অপরাধ হয় না।

['এলকলোম ধোবাপন' সপ্তম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

৮. রূপিয সিক্খাপদং

(টাকা-পয়সা গ্রহণ-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : রাজগৃহ]

৫৮২. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহ-সমীপে বেলুবনস্থ কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ অন্যতর গৃহীকুলের নিত্য-ভোজন গ্রহণকারী ছিলেন। সেই গৃহীকুলে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ যেই খাদ্য-ভোজ্য লাভ করতেন, তা তার জন্যে নির্ধারিত করে রাখা হত। ঐ সময়ে সন্ধ্যায় উক্ত গৃহীকুলে আয়ুষ্মান উপনন্দের জন্যে মাংস রান্না করে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল। সেই গৃহকুলের বালক রাত্রির প্রত্যুষে (ভোরবেলায়) ঘুম হতে উঠে এ বলে রোদন করছিল—"আমাকে

মাংস দিন; আমি মাংস খাব।” অতঃপর সেই গৃহের প্রধান কর্তা স্ত্রীকে এরূপ বললেন, “আর্যের জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা মাংস বালককে দাও। ইহার পরিবর্তে আর্যকে অন্য কিছু প্রদান করব।”

অনন্তর আয়ুষ্মান উপনন্দ সকালবেলায় বহির্গমনোপযোগী চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে সেই গৃহকুলে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত (প্রস্তুতকৃত) আসনে উপবেশন করলেন। তখন সেই গৃহকুলের প্রধান কর্তা আয়ুষ্মান উপনন্দের নিকট গিয়ে তাকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই পুরুষ আয়ুষ্মান উপনন্দকে এরূপ বললেন, “ভন্তে, গতকালকে আপনার জন্যে মাংস রান্না করে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল কিন্তু এই বালক ভোরবেলায় ঘুম হতে উঠে ‘আমাকে মাংস দিন; আমি মাংস খাব’ এ বলে রোদন করায় আর্যের (আপনার) জন্যে নিদিষ্ট করে রাখা মাংস বালককে দিয়েছি। ভন্তে, ইহার পরিবর্তে কার্ষাপণ (টাকা) প্রদান করব কি?”

“হে উপাসক, সত্যই কি মাংসের পরিবর্তে আমাকে কার্ষাপণ প্রদান করবেন?”

“হ্যাঁ ভন্তে, প্রদান করব।”

“তাহলে হে উপাসক, মাংসের সমপরিমাণ মূল্য কার্ষাপণ আমাকে প্রদান করুন।”

অতঃপর সেই পুরুষ শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দকে মাংসের সমপরিমাণ মূল্য কার্ষাপণ প্রদান করে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে বদনাম প্রচার করতে লাগলেন, “যে কারণে আমরা টাকা-পয়সা গ্রহণ করে থাকি; সে কারণেই কি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ টাকা-পয়সা প্রতিগ্রহণ করে থাকেন!” ভিক্ষুগণ সেই পুরুষের এরূপ নিন্দা; আন্দোলন ও প্রকাশ্যে তিরস্কার প্রকাশ শুনলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও ইহা শুনে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, “এ কেমন লোভযুক্ত হীনাচরণ যে, কী করে আয়ুষ্মান উপনন্দ টাকা-পয়সা প্রতিগ্রহণ করতে পারলেন?” তখন তাঁরা আয়ুষ্মান উপনন্দকে এরূপে বহুভাবে নিন্দা করে ভগবানকে এ বিষয়ে সবিস্তারে নিবেদন করলেন। ভগবান আয়ুষ্মান উপনন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, “সত্যই কি উপনন্দ, তুমি নাকি টাকা-পয়সা প্রতিগ্রহণ করেছ?”

“হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।”

তখন ভগবান ইহা নিতান্ত গর্হিত বলে নিন্দা করে বললেন, “হে মূর্খ, কী করে তুমি টাকা-পয়সা প্রতিগ্রহণ করতে পারলে?” তোমার এ প্রকারের

হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের সহায়ক হবে।”

ভগবান এরূপে বহুপ্রকারে আয়ুষ্মান উপনন্দকে ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্পর্কে বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত মঙ্গলকর। সেহেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৫৮৩. “যো পন ভিকখু জাতরূপরজতং উগ্গণ্হেয্য ৰা উগ্গণ্হাপেয্য ৰা উপনিক্খিত্তং ৰা সাদিযেয্য, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয”ন্তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো ভিক্ষু সোনা, রূপা, টাকা, পয়সা স্বহস্তে গ্রহণ করে অথবা নিজের জন্যে অন্যের দ্বারা গ্রহণ করায় কিংবা সম্মুখে প্রদত্ত সোনা, রূপা, টাকা, পয়সা, আমার নিজের বলে মনে দ্বারা গ্রহণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষু ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধী হবে।”

৫৮৪. **‘যো পনাতি’** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খূতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

‘জাতরূপং’ অর্থে স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণ-নির্মিত মোহর, রৌপ্য-নির্মিত টাকা, আধুলি, সিকি, দূয়ানি পয়সা ইত্যাদি এবং মণি-মুক্তাসমূহের মধ্যে বেলুরিয়, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, লোহিতঙ্ক প্রভৃতিকে বুঝায়।

‘রজতং’ অর্থে সুবর্ণ-নির্মিত মুদ্রা, রৌপ্য-নির্মিত মুদ্রা, প্রচলিত টাকা-পয়সা, লৌহ-নির্মিত মুদ্রা, কাঠ দ্বারা নির্মিত মুদ্রা এবং লাক্ষা বা গালা দ্বারা

নির্মিত মুদ্রাকে বুঝায়। তবে যেকোনো দেশে বর্ণিত প্রকারের টাকা-পয়সা নির্মিত হলে, তৎ সমস্তই ভিক্ষুদের পক্ষে ব্যবহার অযোগ্য।

'উগ্গণ্হেয্যাতি' বলতে স্বয়ং নিজে উক্তরূপ টাকা-পয়সা গ্রহণ করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

'উপনিক্খিত্তং বা সাদিযেয্যাতি' বলতে যদি কেউ এরূপ বলে যে, "এই টাকা-পয়সা আর্যের জন্যে প্রদত্ত হোক।" তাহলে সম্মুখে প্রদত্ত টাকা-পয়সা 'আমার' বলে চিত্তে আসক্তিভাব উৎপন্ন করে গ্রহণ করলে ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। তখন সেই টাকা-পয়সা সংঘের মধ্যে বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই বিসর্জন করতে হবে, অপরাধপ্রাপ্ত ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনা জানায়ে উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে (হাতজোড় করে) এরূপ বলতে হবে : "ভন্তে, আমি এই টাকা-পয়সা প্রতিগ্রহণ করেছি। এই টাকা-পয়সা আমার পক্ষে বিসর্জনযোগ্য। তাই আমি এই টাকা-পয়সা সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।

বিসর্জন করার পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাবে। যদি সেস্থানে কোনো সেবক বা সংঘ সেবাকারী কোনো উপাসক আগমন করে, তাহলে তাকে এরূপ বলতে হবে : "হে বন্ধু, আপনি এ সর্ম্পকে জ্ঞাত হোন' যদি সে বলে যে, 'ভন্তে, আমি এই টাকা-পয়সা দ্বারা ক্রয় করে কিছু আনয়ন করব কী?" তখন কিন্তু এরূপ বলতে পারবে না : "ইহা, ইহা আনয়ন কর।" তবে শুধুমাত্র কপ্পিয়কযোগ্য দ্রব্যের মধ্যে ঘৃত, তেল, মধু ও মিঠা (গুড়) আনয়নের জন্যে আদেশ দিতে পারবে। যদি সেই ব্যক্তি সেই টাকা-পয়সার পরিবর্তে পূর্বে বর্ণিত কপ্পিয়যোগ্য দ্রব্য এনে টাকা-পয়সা প্রতিগ্রাহকের (আরামিক বা সংঘ সেবাকারী উপাসক) নিকট রেখে যায়, তাহলে প্রতিগ্রাহকের নিকট হতে তা লাভ করলে ভালো; আর যদি এরূপে পাওয়া না যায়, তাকে এরূপ বলতে হবে : "হে বন্ধু, আপনি ইহা পরিত্যাগ করুন।" যদি সে তা পরিত্যাগ করে উত্তম; আর যদি পরিত্যাগ না করে, তাহলে এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে টাকা-পয়সা পরিত্যাগকারী হিসেবে মনোনীত করবে। যথা : ১. যেই ভিক্ষু ছন্দগামী নহে[1], ২. দ্বেষগামী নহে[2], ৩. মোহগামী নহে[3], ৪. ভয়গামী

---

[1]. যেই ভিক্ষু লোভবশে সেই বস্তু বা দ্রব্য (টাকা-পয়সা)) আত্মসাৎ করে না অথবা প্রাপ্তির

নহে[৪], ৫. কোনটি পরিত্যাগ করা উচিত; কোনটি পরিত্যাগ করা উচিত নহে, সে সম্পর্কে জানে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই মনোনীত করতে হবে, প্রথমে (পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন) ভিক্ষুর মত নিবে। মত নিয়ে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু দ্বারা সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করতে হবে :

৫৮৫. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, তাহলে সংঘ অমুক ভিক্ষুকে টাকা-পয়সা পরিত্যাগকারী হিসেবে মনোনীত করতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে টাকা-পয়সা পরিত্যাগকারী হিসেবে মনোনীত করা যেই আয়ুষ্মান যথাযথ বলে মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি যথাযথ বলে মনে করেন না, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

ধারণা : সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে টাকা-পয়সা পরিত্যাগকারী হিসেবে মনোনীত করলেন। সংঘ এই প্রস্তাব যথাযথ মনে করেন বিধায় মৌন রয়েছেন—আমি এরূপ ধারণা করছি।

সেই মনোনীত ভিক্ষু চোখ বন্ধ করে সেই টাকা-পয়সা নিক্ষেপ করতে হবে। যদি চোখ বন্ধ না করে নিক্ষেপ করে তাহলে তার 'দুক্কট' আপত্তি হবে।

৫৮৬. টাকা-পয়সাকে টাকা-পয়সা ধারণায় প্রতিগ্রহণ করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।[১] টাকা-পয়সাকে টাকা-পয়সা কি না সন্দেহবশত

জন্যে নিজের প্রশংসা করে না।

[২]. যেই ভিক্ষু বিনয় সম্পর্কে জানে, ন্যায়-অন্যায় বুঝে এবং অপরের প্রতি পরশ্রীকাতর, ঈর্ষা-মাৎসর্যপরায়ণ না হয়ে অন্যের দুঃখ আনয়ন করে না, অপরকে অবজ্ঞা, নিন্দা, প্রত্যাখ্যান করে না।

[৩]. যে মোহ বা অজ্ঞানের কারণে বিস্মরণশীল, অমনোযোগী নহে এবং সহজে ভুলে যায় না।

[৪]. বস্তু বা দ্রব্য কিংবা টাকা-পয়সা প্রতিগ্রাহকের ভয়ে অসহ্য হয়ে পরিত্যাগেচ্ছু হয় না

[১]. মূলে আছে—'রূপিযে রূপিয সঞ্‌ঞী' অর্থাৎ রূপিয় বলতে, স্বর্ণ, রৌপ্য, সোনা-নির্মিত মোহর বা মুদ্রা, রূপা-নির্মিত মুদ্রা (টাকা), আধুলি, সিকি, দুয়ানি ইত্যাদি চতুর্বিধ বস্তুই বুঝায়। মণি-মুক্তাসমূহের মধ্যে বেলরিয়, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, লোহিতঙ্ক প্রভৃতিকে ধরে নিতে হবে। এমন কি যদি রাজা কাষ্ঠাদির দ্বারা টাকা-পয়সা তৈরি করায়, তাহলে তাও ভিক্ষুদের পক্ষে গ্রহণ ও স্পর্শ করা অনুচিত। যেকোনো কালে যেকোনো দেশে কোনো

প্রতিগ্রহণ করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। টাকা-পয়সাকে টাকা-পয়সা নহে বলে ধারণায় প্রতিগ্রহণে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

টাকা-পয়সা নহে অথচ টাকা-পয়সা ধারণায় প্রতিগ্রহণে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। টাকা-পয়সা নহে অথচ টাকা পয়সা কি না সন্দেহবশত প্রতিগ্রহণে 'দুক্কট' অপরাধ হয়। যা টাকা-পয়সা নহে, তা টাকা-পয়সা নহে বলে ধারণায় কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

অনাপত্তি : আরাম বা বিহার সীমা নয় তেমন কোনো ব্যক্তির (দায়ক-দায়িকার) টাকা-পয়সা, মণি-মুক্তা ও সোনা-রূপাদি ভুলে ফেলে গেলে হারিয়ে না যায় মত স্বইচ্ছায় যত্ন করে রাখলে, যার দ্রব্য সে এসে নিয়ে যাবে এমন ইচ্ছা থাকলে, ভিক্ষু উন্মাদগ্রস্ত হলে এবং আদিকর্মিকের অনাপত্তি।

['রূপিয' অষ্টম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

৯. রূপিয় সংবোহার সিক্খাপদং

(টাকা-পয়সাদি ব্যবহার সম্পর্কীত শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৫৮৭. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-সন্নিধানে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক জেতবনারামে বাস করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা নানা প্রকার সোনা, রূপা, মণি, মুক্তা পরিবর্তন করে ব্যবসা-বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত হলেন এবং বিবিধ প্রকার মুদ্রা, টাকা-পয়সা, সিকি, আধুলি ব্যবহার করছিলেন। জনসাধারণ ইহা জ্ঞাত হয়ে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে বদনাম প্রচার করে বলতে লাগলেন, "এ কেমন আসক্তিযুক্ত হীনাচরণ যে, কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রামণগণ নানা প্রকার মণি-মুক্তা, সোনা-রূপা পরিবর্তন করে ব্যবসা-বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত রয়েছেন? কেনই বা বিবিধ প্রকার মুদ্রা, টাকা-

---

প্রকার টাকা-পয়সা নির্মিত হলে, তৎ সমস্তই ভিক্ষুদের পক্ষে গ্রহণ ও স্পর্শ করা অনুচিত। উক্ত টাকা-পয়সা, মণি-মুক্তা ও সোনা-রূপার মধ্যে যেকোনোটি ভিক্ষু 'নিজের' বলে গ্রহণ করলে আপত্তি হবে। [পারাজিকা অট্ঠকথা]

পয়সা, সিকি, আধুলি ব্যবহার করছেন? যেন কামভোগী গৃহী!” ভিক্ষুরা সেই জনসাধারণের এরূপ নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়ে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে তিরস্কার করতে লাগলেন, “কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বিবিধ প্রকার সোনা-রূপা, মণি-মুক্তা পরিবর্তন করে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত রয়েছেন? কেনই বা তারা নানা প্রকার মুদ্রা, টাকা-পয়সাাদি ব্যবহার করছেন?” তখন সেই ভিক্ষুরা ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের অনেকভাবে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ বিষয়ে বিস্তারিত নিবেদন করলেন। ভগবান তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা নানা প্রকার মণি-মুক্তা, সোনা-রূপা পরিবর্তন করে ব্যবসা-বাণিজ্য করছো এবং বিবিধ প্রকার মুদ্রা, টাকা-পয়সাদি ব্যবহার করছ?”

“হ্যাঁ ভগবান, তা সম্পূর্ণ সত্য বটে।”

তখন ভগবান ইহা নিতান্ত গর্হিত বলে ভর্ৎসনা করে বললেন, “হে মূর্খগণ, কেন তোমরা বিবিধ প্রকার সোন-রূপা, মণি-মুক্তা পরিবর্তন করে ব্যবসা-বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত হতে পারলে? এবং কেনই বা তোমরা নানা প্রকার মুদ্রা, টাকা-পয়সা ব্যবহারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করলে? তোমাদের এ রকম আসক্তিযুক্ত হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।”

তখন ভগবান ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে এভাবে অনেক প্রকারে নিন্দা করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের

জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত হিতকর। সে কারণে হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৫৮৮. "যো পন ভিক্খু নানপ্পকারকং রূপিযসংৰোহারং সমাপজ্জেয্য, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয"'ন্তি।

অনুবাদ : "যদি কোনো ভিক্ষু বিবিধ প্রকার সোনা-রূপা, মণি-মুক্তা বিনিময় করে ব্যবসা-বাণিজ্যাদিতে নিয়োজিত থাকে; তাহলে সেই ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে।"

৫৮৯. **'যো পনাতি'** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

'ভিক্‌খূতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

'নানপ্পকারকং' বলতে কৃত (নির্মিত), অকৃত (অনির্মিত) এবং কৃতাকৃতকে বুঝায়। এখানে 'কৃত' বলতে শির, গ্রীবা, হস্ত-পদ এবং কোমর, দেহের এই পঞ্চবিধ অংশের উপযোগী করে নির্মিত অলংকারকে বুঝায়। আর 'অকৃত' বলতে ঘন, জমাট, কঠিন, ভারী যা দ্বারা কোনো প্রকার অলংকার নির্মিত হয় নাই, তেমন সোনা বা রূপা, মণি বা মুক্তাকে বুঝায়। এবং 'কৃতাকৃত' বলতে বর্ণিত উভয় প্রকারকে বুঝায়।

'রূপিযং' বলতে সোনা-রূপা, সোনা-নির্মিত মোহর (মুদ্রা), রূপা-নির্মিত মুদ্রা, আধুলি, সিকি. দুয়ানি, বিবিধ প্রকার পয়সা এবং মণি-মুক্তাসমূহের মধ্যে বেলুরিয়, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, লোহিতঙ্ক প্রভৃতিকে বুঝায়। মুদ্রার মধ্যে প্রচলিত টাকা-পয়সা, লৌহ-নির্মিত মুদ্রা, কাঠ-নির্মিত মুদ্রা এবং লাক্ষা বা গালা দ্বারা নির্মিত মুদ্রাও অন্তর্গত। তবে যেকোনো দেশে যেকোনো কালে উক্ত প্রকারের টাকা-পয়সা তৈরি হলে, তৎসমস্তই ভিক্ষু-শ্রামণদের পক্ষে গ্রহণ, স্পর্শ ও ব্যবহার করা অযোগ্য।

'সমাপজ্জেয্যাতি' বলতে পূর্বে বর্ণিত 'কৃত' বস্তু নির্মিত শির, গলাচির অলংকার দ্বারা 'কৃত' বস্তু বিনিময় করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। 'কৃত' বস্তু দ্বারা 'অকৃত' বস্তু (যেই সোনা-রূপাদি দ্বারা কোনো প্রকার অলংকার তৈরি করা হয় নাই) বিনিময় করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে। 'কৃত' বস্তু দ্বারা 'কৃতাকৃত' বস্তু বিনিময় করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে। 'অকৃত' বস্তু দ্বারা 'অকৃত' বস্তু বিনিময় করলে 'নিস্‌সগ্গিয়

পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে। 'অকৃত' বস্তু দ্বারা 'কৃতাকৃত' বস্তু বিনিময় করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে। 'কৃতাকৃত' বস্তু দ্বারা 'কৃত' বস্তু বিনিময় করের 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে। 'কৃতাকৃত' বস্তু দ্বারা 'অকৃত' বস্তু বিনিময় করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে। 'কৃতাকৃত' বস্তু দ্বারা 'কৃতাকৃত' বস্তু বিনিময় করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধপ্রাপ্ত বস্তু সংঘের মধ্যে বিসর্জন করতে হবে। হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই বিসর্জন করতে হবে :

তখন অপরাধপ্রাপ্ত ভিক্ষু সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে : "ভন্তে, আমি নানা প্রকার সোন-রূপা, মণি-মুক্তা বিনিময় করে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত রয়েছি। এগুলো সোনা-রূপা, মণি-মুক্তা আমার পক্ষে বিসর্জনযোগ্য। সেহেতু আমি এগুলো সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

বিসর্জন করার পর আপত্তি দেশনা (প্রকাশ) করতে হবে। সুদক্ষ ও সমর্থবান ভিক্ষু দ্বারা অপরাধ প্রতিগ্রহণ করাবে। যদি সেস্থানে কোনো সেবক বা সংঘ সেবাকারী কোনো উপাসক আগমন করে, তাহলে তাকে এরূপ বলতে হবে : "হে বন্ধু, আপনি এ সম্পর্কে জ্ঞাত হোন।" যদি সে বলে যে, 'ভন্তে, আমি এগুলো বিনিময় করে কিছু এনে দেব কি?" তখন কিন্তু এরূপ বলতে পারবে না—'ইহা এনে দাও।" তবে কপ্পিয়যোগ্য দ্রব্যের মধ্যে ঘৃত, তেল, মধু ও গুড় আনয়নের জন্যে আদেশ দিতে পারবে। যদি সেই ব্যক্তি সেই বস্তুর পরিবর্তে পূর্বে বর্ণিত কপ্পিয়যোগ্য দ্রব্য এনে সোন-রূপা বিনিময়কারীর নিকট রেখে যায়, তাহলে তার নিকট হতে এনে সেগুলো পরিভোগ করতে পারবে। এরূপে তা পাওয়া গেলে উত্তম; আর যদি পাওয়া না যায়, তবে তাকে এরূপ বলতে হবে : "হে বন্ধু, আপনি ইহা ত্যাগ করুন।" যদি সে তা ত্যাগ করে উত্তম, আর যদি তাও ত্যাগ না করে, তাহলে এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে সোনা-রূপা বর্জনকারী হিসেবে মনোনীত করবে, যথা : ১. যেই ভিক্ষু ছন্দগামী নহে, ২. দ্বেষগামী নহে, ৩. মোহগামী নহে, ৪. ভয়গামী নহে এবং ৫. কোনটি বর্জন করতে হবে আর কোনটি বর্জন করতে হবে না সে বিষয়ে সুদক্ষ।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই মনোনীত করতে হবে, প্রথমে (পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন) ভিক্ষুর মত নিবে। মত নিয়ে দক্ষ ও সমর্থবান ভিক্ষু দ্বারা সংঘকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন করতে হবে :

৫৯০. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, তাহলে সংঘ অমুক ভিক্ষুকে সোনা-রূপা বর্জনকারী হিসেবে মনোনীত করতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে সোনা-রূপা বর্জনকারী হিসেবে মনোনীত করেছেন, সেই ভিক্ষুকে সোনা-রূপা বর্জনকারী হিসেবে মনোনীত করা যেই আয়ুষ্মান যথাযথ বলে মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি যথাযথ বলে মনে করবেন না, তিনি তার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করবেন।

ধারণা : সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে সোনা-রূপা বর্জনকারী হিসেবে মনোনীত করলেন। মাননীয় সংঘ এই প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেন বিধায় নীরব রয়েছেন—আমি এরূপ ধারণা করছি।

সেই মনোনীত ভিক্ষু চোখ বন্ধ করে সেই সোনা-রূপা নিক্ষেপ করতে হবে। যদি চোখ বন্ধ না করে নিক্ষেপ করে, তাহলে তার 'দুক্কট' আপত্তি হবে।

৫৯১. ১. সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তাকে সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা ধারণায় বিনিময় করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তাকে সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা কি না সন্দেহবশত বিনিময় করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তাকে সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা নহে বলে ধারণায় বিনিময় করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তাকে সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা কি না সন্দেহবশত সেরূপ বস্তু বিনিময় করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা নহে এমনকে সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা নহে ধারণায় সেরূপ বস্তু বিনিময় করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

২. যা সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা নহে, তা সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা ধারণায় 'দুক্কট' অপরাধ হয়। সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা নহে এমনকে সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা কি না সন্দেহ করলে 'দুক্কট' অপরাধ হয়। সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা নহে এমনকে সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা নহে বলে ধারণায় 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৫৯২. **অনাপত্তি :** যদি ভিক্ষু উন্মাদগ্রস্ত হয় এবং আদিকর্মিক হলে কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

['রূপিযসংবোহার' নবম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

১০. কযবিক্কয সিক্খাপদং

(ক্রয়-বিক্রয়-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৫৯৩. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-সমীপে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ চীবরকর্মে (চীবর সেলাই ইত্যাদি কার্যে) খুব পটু ছিলেন। তিনি পুরাতন বস্ত্র দ্বারা সজ্ঘাটি তৈরি করে তা উত্তমরূপে রং দিয়ে সুরঞ্জিত করে পারুপন (পরিধান) করতেন। অনন্তর অন্যতর পরিব্রাজক মহার্ঘ বস্ত্র পরিধান করে যেখানে আয়ুষ্মান উপনন্দ সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উপনন্দকে এরূপ বললেন, "হে বন্ধু, আপনার এই সজ্ঘাটি খুবই সুন্দর, আমার এই বস্ত্র দ্বারা পরিবর্তন করে আপনার সজ্ঘাটি আমাকে দিন।" "হে বন্ধু, আপনি কি ইহা সত্য বলছেন?"

"হ্যাঁ বন্ধু, সত্য বলছি।"

তখন সেই পরিব্রাজক "হে বন্ধু, এই নিন" বলে নিজের সেই মহার্ঘ বস্ত্রটি আয়ুষ্মান উপনন্দকে দিলেন। পরিব্রাজক আয়ুষ্মান উপনন্দের সেই সজ্ঘাটি পরিধান করে পরিব্রাজকারামের দিকে প্রস্থান করলেন। পরিব্রাজকেরা সেই পরিব্রাজককে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "হে বন্ধু, আপনার এই সজ্ঘাটি অতি সুন্দর, ইহা কোথা হতে লাভ করলেন?"

"হে বন্ধুগণ, আমার উক্ত বস্ত্র দ্বারা পরিবর্তন করে এটি নিয়েছি।"

তখন সেই পরিব্রাজকরা বললেন, "হে বন্ধু, এই সজ্ঘাটি কত দীর্ঘদিন ধরে টেকসই হবে? আপনার সেই মহার্ঘ বস্ত্রই ইহার চেয়ে উত্তম।" অতঃপর সেই পরিব্রাজক 'এই পরিব্রাজকরা সত্যই বলেছেন' এরূপ মনে করে যেখানে আয়ুষ্মান উপনন্দ সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উপনন্দকে বললেন, "হে বন্ধু, আপনি আপনার সজ্ঘাটি নিন; আমার বস্ত্রটি আমাকে দিন।"

তখন আয়ুষ্মান উপনন্দ বললেন, "হে বন্ধু, আপনি ইহা কী করছেন তা জানেন কি? আমি এইটি আপনাকে দিতে পারবো না।"

অনন্তর সেই পরিব্রাজক এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করে বলতে লাগলেন, "এ কেমন লোভযুক্ত হীনাচরণ যে, গৃহীরা যদি গৃহীদের অভাব-অনটনের সময়ে একে অন্যকে দিতে পারেন; প্রব্রজিত হয়েও

কেন প্রব্রজিতকে দিতে পারবে না?" ভিক্ষুরা সেই পরিব্রাজকের এরূপ নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও এ বিষয়ে জানতে পেরে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে তিরস্কার করতে লাগলেন, "এ কেমন লোভযুক্ত অন্যায় আচরণ যে, কেন আয়ুষ্মান উপনন্দ পরিব্রাজকের সহিত ক্রয়-বিক্রয়ে নিযুক্ত হলেন?" তখন সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান উপনন্দকে এরূপে বহুভাবে ভর্ৎসনা করে ভগবানকে এ ব্যাপারে সবিস্তারে নিবেদন করলেন। ভগবান আয়ুষ্মান উপনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষু, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি পরিব্রাজকের সহিত ক্রয়-বিক্রয়ে নিয়োজিত হয়েছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

তখন ভগবান ইহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বললেন, "হে মোঘপুরুষ, কী করে তুমি পরিব্রাজকের সাথে ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হতে পারলে? তোমার এ প্রকারের লোভযুক্ত হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের সহায়ক হবে।"

ভগবান এভাবে বহুপ্রকারে তাকে তিরস্কার করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্পর্কে বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত মঙ্গলজনক। তদ্ধেতু হে ভিক্ষু, আমি এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৫৯৪. "যো পন ভিকখু নানপ্পকারকং কযৰিক্কযং সমাপজ্জেয্য, নিস্সগ্গিযং

পাচিত্তিয”ন্তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো ভিক্ষু বিবিধ প্রকার ক্রয়-বিক্রয় কার্যে নিয়োজিত থাকে, তাহলে সেই ভিক্ষুর ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হবে।”

৫৯৫. **‘যো পনাতি’** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খূতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

‘নানপ্পকারকং’ বলতে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধাদি পথ্য এমনকি চূর্ণ পিণ্ড, দন্তকাষ্ঠ এবং অবুনানো সুতা প্রভৃতি কপ্পিয়দ্রব্য বশে বিবিধ প্রকারকে বুঝায়।

‘কযবিক্কযং সমাপজ্জেয্যাতি’ বলতে কপ্পিয় হোক, অকপ্পিয় হোক যেকোনো দ্রব্য ‘এটি দ্বারা এটি পরিবর্তন কর’ ‘এটি দ্বারা এটি বিনিময় কর’ ইত্যাদি প্রকারে একবস্তু দ্বারা অন্যবস্তু পরিবর্তন, বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয় করলে ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়। যখন নিজের দ্রব্য পরের হস্তে গত হয় এবং পরের দ্রব্য নিজের হস্তে আসে, তখনই ক্রয়-বিক্রয় কিংবা পরিবর্তন, বিনিময়জনিত ‘নিস্‌সগ্গিয়’ অপরাধ হয়। তখন সেই অপরাধ প্রাপ্ত দ্রব্য সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই অপরাধপ্রাপ্ত দ্রব্য বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলাবে :

“ভন্তে, আমি নানাপ্রকার ক্রয়-বিক্রয়কার্যে নিযুক্ত হয়েছি। আমার এই দ্রব্য বিসর্জনযোগ্য। তদ্ধেতু আমি এই দ্রব্য সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।”

সেই দ্রব্য বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত দ্রব্যগুলো আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই অপরাধপ্রাপ্ত দ্রব্য অমুক নামীয় ভিক্ষুর ‘নিস্‌সগ্গিয়’ হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই অপরাধপ্রাপ্ত দ্রব্য অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।”

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে

অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমি বিবিধ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়কার্যে লিপ্ত হয়েছি। আমার এই দ্রব্য বিসর্জনযোগ্য। সে কারণে আমি এই দ্রব সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

সেই দ্রব্য বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত দ্রব্যগুলো আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই অপরাধপ্রাপ্ত দ্রব্য অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই অপরাধপ্রাপ্ত দ্রব্য অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

"বন্ধু, আমি নানা প্রকার ক্রয়-বিক্রয়কার্যে নিয়োজিত হয়েছি। আমার এই দ্রব্য বিসর্জনযোগ্য। তদ্ধেতু আমি এই দ্রব্য আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। বিসর্জিত দ্রব্য আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে এভাবেই দিতে হবে :

"আমি এই দ্রব্য আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।"

৫৯৬. বিবিধ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ে, ক্রয়-বিক্রয় ধারণায় 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। ক্রয়-বিক্রয়ে, ক্রয়-বিক্রয় কি না সন্দেহ করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। ক্রয়-বিক্রয়ে, ক্রয়-বিক্রয় নহে ধারণায় 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয় আপরাধ হয়।

ক্রয়-বিক্রয় নহে অথচ ক্রয়-বিক্রয় ধারণায় 'দুক্কট' অপরাধ হয়। যা ক্রয়-বিক্রয় নহে তা ক্রয়-বিক্রয় কি না সন্দেহ হলে 'দুক্কট' অপরাধ হয়। ক্রয়-বিক্রয় নহে এমনকে ক্রয়-বিক্রয় নহে ধারণায় কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৫৯৭. **অনাপত্তি :** দ্রব্যের দাম জিজ্ঞাসা করলে কপ্পিয়কারককে বললে, 'আমার কাছে এই এই বস্তু আছে, এই বস্তুর দরকার আছে কি' এরূপ প্রকাশ করলে ভিক্ষু উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে কোনোরূপ অপরাধ হয়

না।

['কযবিক্কয' দশম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

তস্‌সুদ্দান/স্মারক গাথা

কৌশিক, শুদ্ধ দুইভাগে, ষড়বৎসর, বসার মাদুরে,
দ্বিবিধ লোম, প্রতিগ্রহণে আর উভয়ে, বিবিধ প্রকারে।

[দ্বিতীয় 'কোসিয' বর্গ সমাপ্ত]

❊❊❊ ❊❊❊ ❊❊❊
❊❊❊ ❊❊❊

৩. পত্ত বগ্গো (পাত্র বর্গ)

১. পত্ত সিক্খাপদং

(পাত্র সম্পর্কীত শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৫৯৮. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-নিকটে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা একত্রে বহু পাত্র সঞ্চয় করছিলেন। জনসাধারণ বিহার পরিদর্শনে গিয়ে বিচরণ করতে করতে সেই সঞ্চিত পাত্রগুলো দেখে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে বদনাম প্রচার করতে লাগলেন, "এ কেমন আসক্তিযুক্ত আচরণ যে, কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ একত্রে বহু পাত্র সঞ্চয় করছেন? এখন দেখছি তারা পাত্রের বাণিজ্য করার জন্যে হাড়ি-পাতিলের দোকান খুলে বসেছেন!" ভিক্ষুরা সেই জনসাধারণের নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "এ কেমন তৃষ্ণাযুক্ত হীনাচরণ যে, কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা অতিরিক্ত পাত্র ধারণ করছেন?" তখন সেই ভিক্ষুরা তাদেরকে বহুভাবে তিরস্কার করে এ বিষয়ে ভগবানকে সবিস্তারে নিবেদন করলেন। ভগবান তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা অতিরিক্ত পাত্র ধারণ করতেছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

তখন ভগবান ইহা নিতান্ত গর্হিত বলে ভর্ৎসনা করে বললেন, "হে মোঘপুরুষগণ, কী করে তোমরা অতিরিক্ত পাত্র ধারণ করতেছ? তোমাদের এ ধরনের হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের সহায়ক হবে।"

ভগবান এরূপে বহুভাবে তাদেরকে নিন্দা করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের

জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত কল্যাণজনক। সেহেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৫৯৯. "যদি কোনো ভিক্ষু অতিরিক্ত পাত্র ধারণ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে।"

এরূপেই ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুদের নিমিত্তে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল।

৬০০. সে সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দের অতিরিক্ত পাত্র উৎপন্ন (লাভ) হয়েছিল। আয়ুষ্মান আনন্দ সেই পাত্র আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে দেয়ার জন্যে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। কিন্তু সে সময়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্র সাকেতে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো : "ভগবান কর্তৃক শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে যে, কোনো ভিক্ষু অতিরিক্ত পাত্র ব্যবহার করতে পারবে না। আমি এই অতিরিক্ত পাত্রটি পেয়েছি, এই পাত্র আমি আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে দেয়ার ইচ্ছা করছি, কিন্তু আয়ুষ্মান সারিপুত্র বর্তমানে সাকেতে অবস্থান করছেন। অতএব এখন আমার কী করা কর্তব্য?"

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এ বিষয়ে ভগবানকে নিবেদন করলেন। ভগবান আনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আনন্দ, সারিপুত্র কয়দিন পর আগমন করবে?"

"ভগবান, নয় কিংবা দশ দিন পরে আসবেন।"

তখন ভগবান এ কারণে, এ হেতুতে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি : "তোমরা দশ দিন পর্যন্ত অতিরিক্ত পাত্র ধারণ করতে পারবে।" হে ভিক্ষুগণ, তদ্ধেতু আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৬০১. "দসাহপরমং অতিরেকপত্তো ধারেতব্বো। তং অতিক্কামযতো নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয"'ন্তি।

অনুবাদ : "যেকোনো ভিক্ষু নিজ অধিকারে অধিষ্ঠান বা বিকপ্পন না করে

দশ দিন পর্যন্ত অতিরিক্ত পাত্র[1] ধারণ করতে পারবে; যদি সেই দশ দিন অতিক্রম করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হবে।"

৬০২. **'দসাহপরমন্তি'** বলতে দশ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা কতর্ব্য এরূপ বুঝায়।

'অতিরেকা পত্তো' বলতে অনধিষ্ঠিত বা অবিকপ্পিত (অবিসর্জিত) পাত্রকে বুঝায়।

'পত্তো' অর্থে দ্বিবিধ পাত্রকে বুঝায়। যথা : লৌহ-নির্মিত পাত্র এবং মাটি-নির্মিত পাত্র। তন্মধ্যে আকার ভেদে পাত্র তিন প্রকার, যথা : বৃহৎ পাত্র, মধ্যম পাত্র ও ছোট পাত্র।

'উক্কট্‌ঠো বা বৃহৎ পাত্র' বলতে তেমন বৃহৎ পাত্রের অর্ধেক মাত্র অন্ন-ব্যঞ্জন গ্রহণ করা যায়। তন্মধ্যে চারিভাগ খাদ্য এবং তদুপযোগী ব্যঞ্জন।

'মজ্ঝিমো বা মধ্যম পাত্র' বলতে তেমন মধ্যম আকারের পাত্রে একনালি (তেরো মুষ্টি চাউল পরিমাণ) ভোজন গ্রহণ করা যায়। তন্মধ্যে চারিভাগ খাদ্য এবং তদুপযোগী ব্যঞ্জন ইহাই রীতি।

'ওমকো বা ক্ষুদ্র পাত্র' বলতে সেরূপ ক্ষুদ্রপাত্রে সম্পূর্ণরূপে ভোজন গ্রহণ করা যায়। এর মধ্যেও চারিভাগ খাদ্য ও তদুপযোগী ব্যঞ্জন—ইহাই বিধান। এই ত্রিবিধ পাত্রের মধ্যে বৃহৎপাত্র এবং ক্ষুদ্রপাত্র অপাত্র হিসেবে গণ্য।

'তং অতিক্কামযতো নিস্‌সগ্গিযো হোতীতি' বলতে একাদশ দিবসে সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধ হয়। তখন 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তিপ্রাপ্ত উক্ত পাত্র সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুকে বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই পাত্র বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলাবে :

"ভন্তে, আমার এই পাত্র দশ দিনের অধিক অতিক্রান্ত হওয়ায় 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধ হয়েছে। তাই আমি এই পাত্রটি সংঘের নিকট বিসর্জন

---

[1]. এখানে অতিরিক্ত পাত্র বলতে, যে পাত্র বিনয়ানুযায়ী অধিষ্ঠান বা বিকপ্পন (বিসর্জন) কিছুই করা হয় না, সেই পাত্রকেই অতিরিক্ত পাত্র বুঝায়। ভিক্ষুমাত্রই নিজের প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্যে ত্রি-চীবর অধিষ্ঠানের ন্যায় একটি পাত্র অধিষ্ঠান করতে হয় এবং যদি অন্যকোনো পাত্র নিজের কাছে থাকে, তাহলে সেই পাত্র বিকপ্পন (বেনামা বা বিসর্জন) করে রেখে দিতে হবে।

করছি।”

সেই পাত্র বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত পাত্র আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

৬০৩. “মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই পাত্র অমুক নামীয় ভিক্ষুর ‘নিস্সগ্গিয়’ হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই পাত্র অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।”

৬০৪. তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

“ভন্তে, আমার এই পাত্র দশ দিনের অধিক অতিক্রান্ত হওয়ায় ‘নিস্সগ্গিয়’ অপরাধ হয়েছে। তাই আমি এই পাত্রটি সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।”

৬০৫. “মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই পাত্র অমুক নামীয় ভিক্ষুর ‘নিস্সগ্গিয়’ হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই পাত্র অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।”

৬০৬. অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

“বন্ধু, আমার এই পাত্র দশ দিনের অধিক অতিক্রান্ত হওয়ায় ‘নিস্সগ্গিয়’ অপরাধ হয়েছে। তদ্ধেতু আমি এই পাত্রটি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।”

সেই পাত্র বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত পাত্র আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“আমি এই পাত্রটি আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।”

৬০৭. দশ দিন অতিক্রান্তে দশ দিন অতিক্রান্ত ধারণায় ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়। দশ দিন অতিক্রান্তে দশ দিন অতিক্রান্ত কি না সন্দেহ করলে ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়। দশ দিন অতিক্রান্তে দশ দিন অনতিক্রান্ত ধারণায়ও ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়। অবিকপ্পনে

বিকপ্পকৃত ধারণায়ও 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অবিসর্জনে বিসর্জন ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অনষ্টে নষ্ট, নষ্টে-অনষ্ট, অভঙ্গে-ভঙ্গ এবং অলুপ্তে-লুপ্ত হয়েছে ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধগ্রস্ত পাত্র বিসর্জন না করে ব্যবহার করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। দশ দিন অনতিক্রান্তে দশ দিন অতিক্রান্ত ধারণায় 'দুক্কট' আপত্তি হয়। দশ দিন অনতিক্রান্তে দশ দিন অতিক্রান্ত কি না সন্দেহ করলে 'দুক্কট' অপরাধ হয়। দশ দিন অতিক্রান্তে দশ দিন অনতিক্রান্ত ধারণায় কোনো প্রকার আপত্তি হয় না।

৬০৮. **অনাপত্তি :** দশ দিনের ভেতরে অধিষ্ঠান করলে বিকপ্পন করলে বিসর্জন করলে; নষ্ট হলে, বিনষ্ট হলে, ভেঙে গেলে, নতুন নিলে, বিশ্বাস করে নিলে, ভিক্ষু উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে অনাপত্তি।

সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বিসর্জনযোগ্য পাত্র ফেরত দিচ্ছিলেন না। ভগবানকে এ বিষয়ে নিবেদন করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, বিসর্জনযোগ্য পাত্র ভিক্ষুরা ফেরত না দিয়ে পারবে না। যে ফেরত দেবে না, তার 'দুক্কট' আপত্তি হবে।"

['পত্ত' প্রথম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

*** *** ***

২. ঊনপঞ্চ বন্ধন সিক্‌খাপদং

(ঊনপঞ্চ বন্ধন-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : কপিলাবস্তু]

৬০৯. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ কপিলাবস্তু-সন্নিধানে শাক্যদের কর্তৃক প্রদত্ত ন্যগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে জনৈক কুম্ভকার কর্তৃক ভিক্ষুগণ এই বলে নিমন্ত্রিত হলেন : "যেই আর্যদের পাত্র প্রয়োজন হয়, আমি তাঁদেরকে পাত্র দান করব।" ঐ সময়ে ভিক্ষুরা মাত্রাজ্ঞান না জেনে একত্রে বহু পাত্র যাচঞা করছিলেন। যাদের পাত্র ক্ষুদ্র ছিল, তারা বৃহৎ পাত্র যাচঞা করছিলেন এবং যাদের পাত্র বৃহৎ ছিল তারা ক্ষুদ্র পাত্র যাচঞা করছিলেন। তখন সেই কুম্ভকার ভিক্ষুদের জন্যে বহু পাত্র তৈরি করতে করতে অন্যদের নিকট ক্রয়-বিক্রয় করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। সে কারণে তিনি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দুঃখ-দুর্দশায় পড়ে সুখে দিন যাপনে অসমর্থ হলেন।

জন-সাধারণ এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "ইহা কীরূপ লোভযুক্ত হীনাচরণ যে, কেন শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ মাত্রাজ্ঞান না জেনে একত্রে বহু পাত্র যাচঞা করছেন? এদের জন্য এরূপ বহু পাত্র প্রস্তুত করতে করতে কুম্ভকার অন্যদের কাছে ক্রয়-বিক্রয়ে সক্ষম হচ্ছেন না। সেহেতু তিনি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দুঃখ-দুর্দশায় পড়ে সুখে কালাতিপাতে অসমর্থ হচ্ছেন।"

ভিক্ষুরা সেই জন-সাধারণের এরূপ নিন্দাবাদ, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে বদনাম প্রচার করতে শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়ে এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে তিরস্কার করতে লাগলেন, "এ কেমন হীনাচরণ যে, কেন ভিক্ষুরা মাত্রাজ্ঞান না জেনে একত্রে বহু পাত্র যাচঞা করছেন?" তখন সেই ভিক্ষুরা তাদেরকে অনেকভাবে নিন্দা করে ভগবানের নিকট এ বিষয়ে সবিস্তারে নিবেদন করলেন। ভগবান তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, ইহা কী সত্য যে, তোমরা নাকি মাত্রা না জেনে একসাথে বহু পাত্র যাচঞা করতেছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

তখন ভগবান তাদেরকে ভর্ৎসনা করে বললেন, "হে মূর্খগণ, কেন তোমরা একত্রে বহু পাত্র যাচঞা করতে গেলে? তোমাদের এ ধরনের তৃষ্ণাযুক্ত আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে। ভগবান এভাবে অনেক প্রকারে তাদেরকে তিরস্কার করে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, পাত্র যাচঞা করতে পারবে না; যে করবে তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে।"

৬১০. সে সময়ে অন্যতর ভিক্ষুর পাত্র ভেঙে গিয়েছিল। তখন সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো : "ভগবান পাত্র যাচঞা করতে নিষেধ করেছেন" এরূপ ভেবে সংকোচ বশে পাত্র যাচঞা করলেন না। সেই ভিক্ষু হস্তে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করছিলেন। জনসাধারণ এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করছিলেন, "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ হস্তে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করছেন? যেরূপে তীর্থিয়গণ করে থাকেন।" ভিক্ষুরা সেই জনসাধারণের নিন্দাবাদ, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ শুনতে পেলেন। অতঃপর তাঁরা ভগবানকে এ ব্যাপারে নিবেদন করলেন। তখন ভগবান এ

নিদানে, এ কারণে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি, পাত্র নষ্ট কিংবা ভেঙে গেলে (পাত্র) যাচঞা করতে পারবে।"

৬১১. সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা 'ভগবান অনুজ্ঞা দিয়েছেন যে, পাত্র ভেঙে গেলে বা নষ্ট হলে (পাত্র) যাচঞা করতে পারবে' এরূপ ভেবে একটু ঘষাঘষিতে সামান্য মাত্র নষ্ট বা ভেঙে গেলে, বহু পাত্র যাচঞা করতে লাগলেন। তখন সেই কুম্ভকার ভিক্ষুদের জন্যে বহু পাত্র তৈরি করতে করতে অন্যদের নিকট ক্রয়-বিক্রয় করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। সে কারণে তিনি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দুঃখ-দুর্দশায় পড়ে সুখে দিন যাপনে অসমর্থ হলেন। জন-সাধারণ এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "এই কীরূপ লোভযুক্ত হীনাচরণ যে, কেন শাক্য পুত্রীয় শ্রমণগণ মাত্রা না জেনে একত্রে বহু পাত্র যাচঞা করছেন? এদের জন্য এরূপ বহু পাত্র প্রস্তুত করতে করতে কুম্ভকার অন্যদের কাছে ক্রয়-বিক্রয়ে সক্ষম হচ্ছেন না। সেহেতু তিনি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দুঃখ-দুর্দশায় পড়ে সুখে কালাতিপাতে অসমর্থ হচ্ছেন!"

ভিক্ষুরা সেই জন সাধারণের এরূপ নিন্দাবাদ, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও সেরূপে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, "এ কেমন আসক্তিযুক্ত হীনাচরণ যে, কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা একটু ঘষাঘষিতে অল্পমাত্র নষ্ট বা ভেঙে গেলে বহু পাত্র যাচঞা করছেন?" তখন সেই ভিক্ষুরা ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের বহুভাবে তিরস্কার করে ভগবানকে এ বিষয়ে নিবেদন করলেন। ভগবান তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা একটু ঘষাঘষিতে অল্পমাত্র নষ্ট বা ভেঙে গেলে বহু পাত্র যাচঞা করতেছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

ভগবান ইহা নিতান্ত গর্হিত বলে নিন্দা করে বললেন, "হে মূর্খগণ, কী করে তোমরা পাত্র একটু ঘষাঘষিতে সামান্য মাত্র নষ্ট বা ভেঙে গেলে বহু পাত্র যাচঞা করতে পারলে? হে মূর্খগণ, তোমাদের এ প্রকারের হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের সহায়ক হবে।"

ভগবান এরূপে অনেক প্রকারে তাদেরকে ভর্ৎসনা করে চপলতা,

অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত কল্যাণজনক। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৬১২. "যো পন ভিকখু ঊনপঞ্চবন্ধনেন পত্তেন অঞ্ঞং নৰং পত্তং চেতাপেয্য, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিযং। তেন ভিকখুনা সো পত্তো ভিকখুপরিসায নিস্সজ্জিতব্বো। যো চ তস্সা ভিকখুপরিসায পত্তপরিযন্তো সো তস্স ভিকখুনো পদাতব্বো—'অযং তে, ভিকখু, পত্তো যাৰ ভেদনায ধারেতব্বো'তি। অযং তত্থ সামীচী"তি।

অনুবাদ : "যদি কোনো ভিক্ষুর অধিষ্ঠিত পাত্র অন্ততপক্ষে পাঁচবার পর্যন্ত বন্ধন বা মেরামত করার প্রয়োজন না হলে নতুন পাত্র যাচঞা করা যাবে না, যদি যাচঞা করে তবে সেই ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে। এমতাবস্থায় সেই আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষুর দ্বারা সেই পাত্র ভিক্ষু-পরিষদে বিসর্জন করাতে হবে। সেই ভিক্ষু-পরিষদে উক্ত ভিক্ষু সবার শেষে বসবে, উক্ত ভিক্ষু-পরিষদ সেই অপরাধগ্রস্ত ভিক্ষুকে পাত্রটি দিয়ে এরূপ বলবে, "হে ভিক্ষু (আয়ুষ্মান), এই পাত্রটি আপনার। এটি যতদিন পর্যন্ত ভেঙে বা নষ্ট হয়ে না যায়, ততদিন পর্যন্ত ব্যবহার করবেন এখানে ইহাই সমীচীন (যথার্থ)।"

৬১৩. **'যো পনাতি'** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

'ভিক্‌খূতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

'ঊনপঞ্চ বন্ধনো' বলতে যেই পাত্রের মুখ হতে দুই আঙ্গুল পরিমাণ নিচে (দুই আঙ্গুল) পর্যন্ত নষ্ট হয় না, তদ্রূপ চারি স্থানে দুই আঙ্গুল পর্যন্ত নষ্ট না

হলে তা পঞ্চবন্ধনের কম পাত্র। আবার এক হতে চার বার বন্ধন বা মেরামতের পর যদি পঞ্চমবার বন্ধন বা মেরামতের প্রয়োজন না হলে, তবে তাও পঞ্চবন্ধনের কম পাত্র।

'অবন্ধনোকাসো' বলতে যেই পাত্রের মুখ হতে দুই আঙ্গুল নিচে পর্যন্ত নষ্ট হয় নাই এমন পাত্রকে বুঝায়।

'বন্ধনোকাসো' অর্থে যেই পাত্রের মুখ হতে দুই আঙ্গুল নিচে পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে এমন পাত্রকে বুঝায়।

'নবো' অর্থে বিজ্ঞপ্তি বা নির্দেশ দিয়ে যে নতুন পাত্র পাওয়া যায় তা বুঝায়।

'চেতাপেয্যাতি' বলতে পাত্র যাচঞা করলে প্রয়োগে প্রয়োগে 'দুক্কট' আপত্তি। সেই যাচঞায় লাভ করলে 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হয়। তখন সেই আপত্তিপ্রাপ্ত পাত্র সংঘের মধ্যে ত্যাগ করতে হবে। সকল ভিক্ষুর নিজ নিজ অধিষ্ঠিত পাত্র নিয়ে এক জায়গায় সমবেত হতে হবে। 'মহার্ঘ পাত্র গ্রহণ করছি' মনে করে নিকৃষ্টতম পাত্র অধিষ্ঠান করতে পারবে না। 'মহার্ঘ পাত্র গ্রহণ করছি' ভেবে যদি নিকৃষ্টতম পাত্র গ্রহণ করে, তাহলে 'দুক্কট' আপত্তি হবে।

"হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই বিসর্জন করতে হবে :

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু সংঘের নিকট গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই পাত্র পঞ্চবন্ধন না হওয়ার পূর্বে যাচঞা করে গ্রহণ করায় বিসর্জনযোগ্য হয়েছে। সেহেতু আমি ইহা সংঘের নিকট বিসর্জন করছি। বিসর্জন করার পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু দেশনা প্রতিগ্রহণ করবে। হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষুকে পাত্র গ্রাহাপক (গ্রহণকারী) হিসেবে নির্বাচন করবে। যথা : ১. যে ছন্দগামী নহে, ২. যে দ্বেষগামী নহে, ৩. যে মোহগামী নহে, ৪. যে ভয়গামী নহে এবং ৫. যে গৃহীত-অগৃহীত জানতে পারে।"

হে ভিক্ষুগণ, এভাবে নির্বাচন করবে। প্রথমে (পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন) ভিক্ষুর মত নিবে। মত নিয়ে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করাবে :

৬১৪. **প্রজ্ঞপ্তি :** মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সংঘ যথাযথ মনে করেন, তাহলে সংঘ অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পাত্র গ্রাহাপক

(গ্রহণকারী) নির্বাচন করতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রবণ : মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সংঘ অমুক ভিক্ষুকে পাত্র গ্রাহাপক (গ্রহণকারী) নির্বাচন করছেন। সেই (অমুক) ভিক্ষুকে পাত্র গ্রাহাপক নির্বাচিত করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকবেন এবং যিনি উচিত মনে করে না, তিনি নিজ অভিমত ব্যক্ত করবেন।

ধারণা : অমুক নামীয় ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক পাত্র গ্রাহাপক (গ্রহণকারী) হিসেবে নির্বাচিত হলেন। সংঘ এই প্রস্তাব যথাযথ মনে করে নীরব রয়েছেন—আমি এরূপ ধারণা করছি।

৬১৫. তখন সেই পাত্র প্রতিগ্রাহক (নির্বাচিত) ভিক্ষু বিসর্জনযোগ্য পাত্রটি গ্রহণ করতে হবে। সেই প্রতিগ্রাহক ভিক্ষু 'নিস্সগ্গিয়' বা বিসর্জনযোগ্য পাত্র প্রথম স্থবিরকে দিয়ে এরূপ বলতে হবে : "ভন্তে, এই পাত্র প্রমাণযুক্ত, সুন্দর এবং স্থবিরের উপযুক্ত; ইহা আপনি গ্রহণ করুন।" প্রথম স্থবির নিজের পাত্রটি নিয়ে দ্বিতীয় ভিক্ষুকে দিতে হবে। ভিক্ষুগণ সেই পাত্রটি অনুকম্পা করে নিতে হবে। যে নিবে না তার 'দুক্কট' অপরাধ হবে। সেই নির্বাচিত ভিক্ষু স্থবিরের হাতে পাত্র প্রদান করার পর তখন স্থবিরের পাত্র অন্য ভিক্ষুকে দিবে। এরূপে ক্রমাগতভাবে সর্বশেষ উপবিষ্ট ভিক্ষু সেই পাত্রটি গ্রহণ করবে, সেই পাত্র আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে দিয়ে সাবধান করে এরূপ বলতে হবে : "হে ভিক্ষু (আয়ুষ্মান), এই পাত্র আপনার যতদিন নষ্ট না হয়, ততদিন পর্যন্ত ইহা ব্যবহার করবেন।"

আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু সেই পাত্রটি মঞ্চ, আসন, চেয়ার, হাতীর দাঁত দ্বারা-নির্মিত যেকোনো হুক বা পিনাদি অস্থানে রাখতে পারবে না। সেই পাত্র দ্বারা কোনো খাদ্যদ্রব্য রান্না করতে পারবে না। জলাদি তরল দ্রব্য গরম দেয়া ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কিংবা অন্য কাউকেও দিতে পারবে না বা বিসর্জন, পরিত্যাগ করতে পারবে না। যদি সেই ভিক্ষু (অপরাধগ্রস্ত ভিক্ষু) উক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহলে তার 'দুক্কট' আপত্তি হবে।

'অযং তত্থ সমীচীতি' অর্থে এ বিষয়ে ইহাই সমীচীন, অনুধর্মতা (যথার্থতা)।

৬১৬. ১. অবন্ধন পাত্র দ্বারা অবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অবন্ধন পাত্র দ্বারা একবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অবন্ধন পাত্র দ্বারা দ্বিবন্ধন পাত্র পরিবর্তন

করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অবন্ধন পাত্র দ্বারা ত্রিবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। অবন্ধন[1] পাত্র দ্বারা চতুর্বন্ধন[2] পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

২. এক বন্ধন পাত্র দ্বারা অবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। এক বন্ধন পাত্র দ্বারা এক বন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। এক বন্ধন পাত্র দ্বারা দ্বিবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। এক বন্ধন পাত্র দ্বারা ত্রিবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। এক বন্ধন পাত্র দ্বারা চতুর্বন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

৩. দ্বিবন্ধন পাত্র দ্বারা অবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হবে। দ্বিবন্ধন পাত্র দ্বারা একবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। দ্বিবন্ধন পাত্র দ্বারা ত্রিবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। দ্বিবন্ধন পাত্র দ্বারা চতুর্বন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

৪. ত্রিবন্ধন পাত্র দ্বারা অবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। ত্রিবন্ধন পাত্র দ্বারা দ্বিবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। ত্রিবন্ধন পাত্র দ্বারা ত্রিবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। ত্রিবন্ধন পাত্র দ্বারা চতুর্বন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

৫. চতুর্বন্ধন পাত্র দ্বারা অবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। চতুর্বন্ধন পাত্র দ্বারা একবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। চতুর্বন্ধন পাত্র দ্বারা দ্বিবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। চতুর্বন্ধন পাত্র দ্বারা ত্রিবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। চতুর্বন্ধন পাত্র দ্বারা চতুর্বন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

৬. অবন্ধন পাত্র দ্বারা অবন্ধনোকাশ পাত্র[3] পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয়

---

[1]. যেই পাত্র বন্ধন বা মেরামতের প্রয়োজন হয় নাই তেমন পাত্রই অবন্ধন পাত্র।

[2]. যেই পাত্র নষ্ট হওয়ার পর চারবার পর্যন্ত বন্ধন বা মেরামত করার প্রয়োজন হয়। এরূপে একবন্ধন, দ্বিবন্ধন ও ত্রিবন্ধন পাত্রগুলোকেও চতুর্বন্ধন পাত্রের ন্যায় বুঝতে হবে।

[3]. যেই পাত্রের মুখ হতে দুই আঙ্গুল নিচে পর্যন্ত নষ্ট হয় নাই এমন পাত্রই অবন্ধনোকাশ পাত্র। তদ্রূপ এক বন্ধনোকাশ, দ্বিবন্ধনোকাশ, ত্রিবন্ধনোকাশ ও চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্রের

পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অবন্ধন পাত্র দ্বারা এক বন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অবন্ধন পাত্র দ্বারা দ্বিবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অবন্ধন পাত্র দ্বারা ত্রিবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অবন্ধন পাত্র দ্বারা চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

৭. এক বন্ধন পাত্র দ্বারা অবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। এক বন্ধন পাত্র দ্বারা এক বন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। এক বন্ধন পাত্র দ্বারা দ্বিবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। এক বন্ধন পাত্র দ্বারা ত্রিবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। এক বন্ধন পাত্র দ্বারা চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

৮. দ্বিবন্ধন পাত্র দ্বারা অবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। দ্বিবন্ধন পাত্র দ্বারা এক বন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। দ্বিবন্ধন পাত্র দ্বারা দ্বিবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। দ্বিবন্ধন পাত্র দ্বারা ত্রিবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। দ্বিবন্ধন পাত্র দ্বারা চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

৯. ত্রিবন্ধন পাত্র দ্বারা অবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। ত্রিবন্ধন পাত্র দ্বারা এক বন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। ত্রিবন্ধন পাত্র দ্বারা দ্বিবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। ত্রিবন্ধন পাত্র দ্বারা ত্রিবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। ত্রিবন্ধন পাত্র দ্বারা চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

১০. চতুর্বন্ধন পাত্র দ্বারা অবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। চতুর্বন্ধন পাত্র দ্বারা এক বন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন

বেলায়ও চারি স্থানে দুই আঙ্গুল করে মোট আট আঙ্গুল নষ্ট না হওয়া বা ফেটে না যাওয়া বুঝতে হবে।

করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। চতুর্বন্ধন পাত্র দ্বারা দ্বিবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। চতুর্বন্ধন পাত্র দ্বারা ত্রিবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। চতুর্বন্ধন পাত্র দ্বারা চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

১১. অবন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা অবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অবন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা একবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে. 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অবন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা দ্বিবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অবন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা ত্রিবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অবন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা চতুর্বন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

১২. চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা অবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা একবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা দ্বিবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা ত্রিবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা চতুর্বন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

১৩. অবন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা অবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অবন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা এক বন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অবন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা দ্বিবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অবন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা ত্রিবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অবন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

১৪. চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা অবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা একবন্ধনো পাত্র পরিবর্তন করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা দ্বিবন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা ত্রিবন্ধন পাত্র পরিবর্তন করলে নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়। চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্র দ্বারা চতুর্বন্ধনোকাশ পাত্র পরিবর্তন করলে

'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

৬১৭. **অনাপত্তি :** পাত্র নষ্ট হলে, ভেঙে গেলে, নিমন্ত্রিত জ্ঞাতির নিকট যাচঞা করলে অপরের জন্যে যাচঞা করলে স্বীয় ধন দ্বারা নিলে, ভিক্ষু উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিক হলে অনাপত্তি।

['ঊনপঞ্চ বন্ধন' দ্বিতীয় শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

*** *** ***

৩. ভেসজ্জ সিক্‌খাপদং

(পঞ্চবিধ ভৈষজ্য সম্পর্কীত শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৬১৮. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-নিকটে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক প্রদত্ত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস রাজগৃহে গুহা প্রস্তুত করার জন্যে পাহাড় পরিষ্কার করাচ্ছিলেন। তখন মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার যেখানে আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। এক পাশে উপবিষ্ট মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে বললেন, "ভন্তে, স্থবির কী প্রস্তুত করাচ্ছেন?"

"মহারাজ, গুহা প্রস্তুত করার জন্যে পাহাড় পরিষ্কার করাচ্ছি।

"ভন্তে, আর্যের কী আরামিকের (কর্মকারকের) প্রয়োজন আছে?"

"মহারাজ, ভগবান আরামিক রাখার নির্দেশ প্রদান করেন নাই।"

"ভন্তে, তাহলে দয়া করে ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করে তা আমাকে জানাবেন।"

"হ্যাঁ মহারাজ" বলে আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানালেন। অতঃপর আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে ধর্মোপদেশের মাধ্যমে সন্দর্শিত, সমাদাপিত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহর্ষিত করলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস কর্তৃক ধর্মোপদেশে সন্দর্শিত, সমাদাপিত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহর্ষিত হয়ে আসন হতে উঠে আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে অভিবাদন করে এবং প্রদক্ষিণ (দক্ষিণপার্শ্বে রেখে চতুর্দিকে ঘুরে) করে প্রস্থান করলেন।

৬১৯. অতঃপর আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস ভগবানের নিকট এরূপ সংবাদ

প্রেরণ করলেন, "প্রভু, মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আরামিক প্রদানের সংকল্প প্রকাশ করছেন, অতএব এখন আমার কী করা কর্তব্য?" তখন ভগবান এ কারণে, এ নিদানে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি : 'আরামিক (কর্মকারক) রাখবে।"

অন্য এক দিন মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার পিলিন্দবৎসের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে বললেন, "ভন্তে, ভগবান কি আরামিক রাখার জন্যে নির্দেশ প্রদান করেছেন?"

"হ্যাঁ মহারাজ।"

"ভন্তে, তাহলে আমি আর্যকে কর্মকারক প্রদান করব।"

মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে আরামিক দানের প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেলেন এবং দীর্ঘদিন পর অকস্মাৎ স্মরণ হওয়ায় জনৈক প্রধান অমাত্যকে আহ্বান করে বললেন, "ভণে[1], আমি আর্যকে আরামিক দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা দেওয়া হয়েছে কি?"

"দেব, আর্যকে আরামিক দেওয়া হয় নাই।"

"ভণে, এখন কত রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে?"

অনন্তর যেই প্রধান অমাত্য রাত্রি গণনা করে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে বললেন, "দেব, পঞ্চশত রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে?"

"ভণে, তাহলে আর্যকে পঞ্চশত আরামিক প্রদান করুন।"

"হ্যাঁ, মহারাজ।" বলে সেই মহামাত্য মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে সম্মতি জানায়ে আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে পঞ্চশত আরামিক প্রদান করলেন। আরামিকেরা একস্থানে পৃথকভাবে বসতি স্থাপন করল। তা কালক্রমে 'আরামিক গ্রাম' এবং 'পিলিন্দবৎস গ্রাম' উভয় নামে অভিহিত হলো।

৬২০. সে সময়ে আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস সেই গ্রামের কুলগুরু ছিলেন। একদিন পিলিন্দবৎস পূর্বাহ্ণ সময়ে বহির্গমনোপযোগী চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর (দোয়াজিক) লয়ে পিলিন্দবৎস গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে প্রবেশ করলেন। সে সময়ে সেই গ্রামে উৎসব চলছিল। বালকরা অলংকার এবং মালা পরিধান করে ক্রীড়া করছিল। আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস 'পিলিন্দবৎস' গ্রামে গৃহ হতে গৃহান্তরে ক্রমান্বয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে করতে জনৈক

---

[1]. পুরাকালে কনিষ্ঠদের প্রতি এরূপ সম্বোধন করা হতো।

আরামিকের গৃহে উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। সে সময়ে সেই আরামিকের কন্যা অন্য বালকদেরকে অলংকার এবং মালা দ্বারা সুশোভিত দেখে 'আমাকে মালা দাও, আমাকে অলংকার দাও" এ বলে রোদন করছিল। আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস সেই আরামিকের পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হেতু এই বালিকা রোদন করছে?"

"ভন্তে, এই বালিকা অন্য বালকদেরকে অলংকার এবং মালা পরিহিত দেখে 'আমাকে মালা দাও, আমাকে অলংকার দাও' বলে রোদন করছে; কিন্তু ভন্তে, আমাদের ন্যায় দুর্গত (গরিব) লোক মালা এবং অলংকার কোথায় পাবে?"

তখন আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস একখানা তৃণের কুণ্ডলী নিয়ে সেই আরামিকের পত্নীকে বললেন, "ওহে, এই তৃণের কুণ্ডলীটি সেই বালিকার মস্তকে স্থাপন কর।" আরামিকের পত্নী সেই তৃণের কুণ্ডলীটি বালিকার মস্তকে স্থাপন করল। তখন তা অভিরূপা, মনোজ্ঞ, আনন্দ উৎপাদক সোনার নির্মিত মালার ন্যায় পরিণত হলো। তাদৃশ সোনার মালা রাজার অন্তঃপুরেও ছিল না। সেই সোনার মালাটি দেখে জনসাধারণ মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে বললেন, "দেব, অমুক আরামিকের গৃহে যেরূপ অভিরূপা, মনোজ্ঞ, প্রীতিদায়িনী সোনার মালা দেখেছি; তাদৃশ স্বর্ণমালা মহারাজের অন্তঃপুরেও নাই। সেই দুর্গত এরূপ স্বর্ণমালা কোথায় পাবে, নিশ্চয়ই চুরি করেছে।"

অতঃপর মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সেই আরামিকের গৃহের সকলকে বন্দী করালেন। অন্য এক দিন আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্গমনোপযোগী চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর (দোয়াজিক) লয়ে পিলিন্দবৎস গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে প্রবেশ করলেন। পিলিন্দবৎস গ্রামে ক্রমান্বয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে করতে সেই আরামিকের গৃহে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে তাদেরকে না দেখে প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই আরামিক গৃহের লোকজন কোথায় গেছে?"

"ভন্তে, সেই স্বর্ণমালার জন্যে রাজা তাদেরকে বন্দী করেছেন।"

৬২১. অতঃপর আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের প্রাসাদে উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন; একান্তে উপবিষ্ট মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস বললেন, "মহারাজ, আরামিক গৃহের লোকদের বন্দী করায়েছেন কেন?"

"ভন্তে, সেই আরামিকের গৃহে যেরূপ অভিরূপা, মনোজ্ঞ, আনন্দদায়িনী স্বর্ণমালা পাওয়া গিয়েছে, সেরূপ স্বর্ণমালা আমাদের অন্তঃপুরেও নাই। সেই দুর্গত এরূপ স্বর্ণমালা কোথায় পাবে, নিশ্চয়ই চুরি করে সংগ্রহ করেছে।"

তখন আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস "মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের প্রাসাদ স্বর্ণময় হোক" এরূপ অধিষ্ঠান করলেন। বাস্তবিক তা স্বর্ণময় হয়ে গেল। "মহারাজ, আপনি এত অধিক স্বর্ণ কোথায় পেলেন?"

"ভন্তে, আমি এখন বুঝতে পারলাম আপনার ঋদ্ধিশক্তি প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে।" এই বলে আরামিক গৃহের সকলকে মুক্তিদান করলেন।

মানুষেরা 'আর্য পিলিন্দবৎস নাকি সপরিষদ রাজাকে অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রতিহার্য প্রদর্শন করেছেন' এই ভেবে সন্তুষ্ট ও অতিপ্রসন্ন হয়ে আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে পঞ্চবিধ ভৈষজ্য দান করতে লাগলেন। যথা : ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু এবং গুড়। আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস স্বভাবত পঞ্চবিধ ভৈষজ্যলাভী ছিলেন। তিনি যা পেতেন তা পরিষদকে দিয়ে ফেলতেন। ইহাতে তার পরিষদ দ্রব্যবহুল (সঞ্চয়ী) হয়ে পড়ল। তারা যা পেতেন তা মৃৎপাত্র এবং ঘট পূর্ণ করে সামলায়ে রাখতেন; পরিস্রাবন (জল ছাকার আধার বিশেষ) এবং থলীতে পূর্ণ করে জানালায় ঝুলায়ে রাখতেন। তা পরিস্রুত (নিঃসৃত, ক্ষরিত) হতে লাগল। এজন্যে বিহার ইঁদুরে পূর্ণ হয়ে গেল। জনসাধারণ বিহার পরিদর্শনে ভ্রমণ করার সময় এসব দেখে—'এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণরা তো দেখছি বিহারের ভেতরে গোলা বেঁধেছেন, যেন মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার!" এ বলে আন্দোলন নিন্দা ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। ভিক্ষুরা জনসাধারণের এই আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও এ বলে আন্দোলন নিন্দা ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষুরা এরূপ সঞ্চয়ী হবার চেষ্টা করছেন?" তখন সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি ভিক্ষুরা এরূপ সঞ্চয়ে ব্যস্ত রয়েছে?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

তখন ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে তিরস্কার করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, কী করে সেই মূর্খরা এরূপ সঞ্চয়ে নিজেদেরকে নিরত রাখতে পারল? ভিক্ষুগণ, তাদের এ প্রকারের লোভযুক্ত হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে

অন্যথাভাব আনয়নের সহায়ক হবে।”

ভগবান এরূপে নানাভাবে তাদেরকে নিন্দা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ঞা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ঞাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ঞাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত হিতকর। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৬২২. “যানি খো পন তানি গিলানানং ভিক্খূনং পটিসাযনীযানি ভেসজ্জানি, সেয্যথিদং—সপ্পি নৰনীতং তেলং মধু ফাণিতং, তানি পটিগ্গহেত্বা সত্তাহপরমং সন্নিধিকারকং পরিভুঞ্জিতব্বানি। তং অতিক্কামযতো নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয”ন্তি।

অনুবাদ : “যদি ভিক্ষু অসুস্থ হয়, তাহলে পীড়িতাবস্থায় পরিভোগ্য পাঁচ প্রকার ভৈষজ্য পরিভোগ করতে পারবে। যথা : ঘৃত, মাখন, তেল, নবনীত ও গুড়। এই পাঁচ প্রকার ভৈষজ্য প্রতিগ্রহণ করে সপ্তাহকাল পর্যন্ত নিজের নিকট জমা রাখতে পারবে। তবে, তদতিরিক্ত জমা রাখলে, ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হবে।”

৬২৩. **‘যানি খো পন তানি গিলানানং ভিক্খূনং পটিসাযনীযানি ভেস্সজ্জানীতি’** বলতে পঞ্চবিধ ভৈষজ্যের মধ্যে ঘৃত বললে গরু, মহিষ, অজ প্রভৃতির; যেগুলোর মাংস কপ্পিয় (খাওয়ার যোগ্য), তেমন প্রাণীর দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন ঘৃত।

‘নবনীত’ বলতে উক্ত প্রাণীর দুগ্ধ হতে উৎপন্ন মাখন।

‘তেলং’ বলতে তিলের তেল, সর্ষপ তেল, মধুক তেল, এরণ্ড (ভেরেণ্ডা গাছ হতে উৎপন্ন) তেল, বসা তেল ইত্যাদিকে বুঝায়।

‘মধু’ বলতে মক্ষিকা বা মৌমাছির মধু।

‘ফাণিতং’ বলতে ইক্ষু হতে উৎপন্ন গুড়কে বুঝায়।

'তানি পটিগ্গহেত্বা সত্তাহপরমং সন্নিধিকারকং পরিভুঞ্জিতব্বানীতি' বলতে ঘৃত, মাখন, তেল, মধু ও গুড় এই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য প্রতিগ্রহণ করে সপ্তাহকাল পর্যন্ত পরিভোগ করা কর্তব্য।

'তং অতিক্কামযতো নিস্সগ্গিযং হোতীতি' বলতে সেই পঞ্চ ভৈষজ্য গ্রহণ করার পর সপ্তম দিবস অতিক্রম করে অষ্টম দিবসে অরুণোদয় হলে 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তি হয়। তখন সেই পঞ্চ ভৈষজ্য সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই পঞ্চ ভৈষজ্য বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলাবে :

"ভন্তে, আমার এই ভৈষজ্য (ঘৃত, মাখন, তেল, মধু ও গুড়) সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ায় 'নিস্সগ্গিয়' অপরাধ হয়েছে। তাই আমি এই ভৈষজ্য সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

সেই ভৈষজ্য বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত দ্রব্যগুলো আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই পঞ্চ ভৈষজ্য অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই পঞ্চ ভৈষজ্য অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই ভৈষজ্য সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ায় 'নিস্সগ্গিয়' প্রাপ্ত হয়েছে। সেহেতু আমি এই ভৈষজ্য সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

সেই ভৈষজ্য বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত মেষলোমগুলো আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। এই পঞ্চ ভৈষজ্য অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই পঞ্চ ভৈষজ্য অমুক

নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।”

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

“বন্ধু, আমার এই ভৈষজ্য সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ায় ‘নিস্সগ্গিয়’ প্রাপ্ত হয়েছে। সেহেতু আমি এই ভৈষজ্য সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।” তদ্ধেতু আমি এই ভৈষজ্য আয়ুষ্মানের কাছে বিসর্জন করছি।”

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। বিসর্জিত পঞ্চ ভৈষজ্য আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে এভাবেই দিতে হবে :

“আমি এই ভৈষজ্য আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।”

৬২৪. সপ্তাহ অতিক্রান্তে সপ্তাহাতিক্রান্ত হয়েছে ধারণায় ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়। সপ্তাহ অতিক্রান্তে সপ্তাহ অতিক্রান্ত কি না সন্দেহ করলে ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়। সপ্তাহাতিক্রান্তে সপ্তাহ অনাতিক্রান্ত ধারণায় ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়। অধিষ্ঠান না করে অধিষ্ঠান করেছি ধারণায় ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়। বিসর্জন না করে বিসর্জন করেছি ধারণায় ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়। অনষ্টে নষ্ট, অবিনষ্টে বিনষ্ট, অদগ্ধে দগ্ধ, অবিলুপ্তে বিলুপ্ত ধারণায় ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়।

বিসর্জিত (সপ্তাহাতিক্রান্ত) ভৈষজ্য প্রতিলাভ করলেও তা আঘাতপ্রাপ্ত দেহের যেকোনো ক্ষত স্থানে মালিশ প্রলেপাদিতে ব্যবহার করতে পারবে না। খাদ্যরূপে গ্রহণ করতে পারবে না। শুধুমাত্র প্রদীপ কিংবা রং (কাল) হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। এবং অপর ভিক্ষুর আঘাতপ্রাপ্ত দেহের ক্ষতস্থানে ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু খাদ্য হিসেবে খাওয়া পারবে না।

সপ্তাহাতিক্রান্তে সপ্তাহাতিক্রান্ত ধারণায় ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়। সপ্তাহ অনতিক্রান্তে অতিক্রান্ত কি না সন্দেহ করলে ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়। সপ্তাহ অনতিক্রান্তে সপ্তাহ অনতিক্রান্ত ধারণায় কোনোরূপ অপরাধ হবে না।

৬২৫. **অনাপত্তি :** সাতদিনের ভেতরে পুনঃ অধিষ্ঠান করলে বিসর্জন করলে নষ্ট হয়ে গেলে, পরিভোগ না করলে দগ্ধ হলে, নতুন করে গ্রহণে, বিশ্বাস করে গ্রহণে, অনুপসম্পন্নের হাত দিয়ে পুনরায় গ্রহণ করে পরিভোগ করলে ভিক্ষু মতিভ্রম হলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে অনাপত্তি।

[‘ভেসজ্জ’ তৃতীয় শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

৪. বস্‌সিকসাটিক সিক্‌খাপদং
(বর্ষাসাটিক সম্পর্কীত শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৬২৬. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-সন্নিধানে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভগবান ভিক্ষুদেরকে 'বর্ষাসাটিক চীবর[1]' ব্যবহার করার জন্যে নির্দেশ (অনুমতি) দিয়েছিলেন। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা—'ভগবান বর্ষাসাটিক চীবর ব্যবহারের জন্যে অনুমতি দিয়েছেন" এরূপ ভেবে পূর্বেই বর্ষাসাটিক চীবর অন্বেষণ করছিলেন, পূর্বেই বর্ষাসাটিক প্রস্তুত করে তা পরিধান করতে লাগলেন এবং জীর্ণ, পুরাতন চীবর ত্যাগ করে নগ্ন কায়ে বারি বর্ষণ করাচ্ছিলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরা এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "এ কেমন আসক্তিযুক্ত আচরণ যে, কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা পূর্বেই বর্ষাসাটিক চীবর অনুসন্ধান করছেন? কেন পূর্বেই তা নির্মাণ করে ব্যবহার করছেন? কেনই বা জীর্ণ, পুরাতন চীবর নিক্ষেপ করে নগ্নকায়ে বারি বর্ষণ করাচ্ছেন?" তখন সেই ভিক্ষুগণ তাদেরকে এরূপে বহুভাবে তিরস্কার করে ভগবানকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত নিবেদন করলেন। ভগবান ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, ইহা কী সত্য যে, তোমরা নাকি পূর্বেই বর্ষাসাটিক চীবর অন্বেষণ করছ? পূর্বেই বর্ষাসাটিক চীবর প্রস্তুত করে ধারণ করতেছ? এবং পুরাতন জীর্ণ-চীবর ত্যাগ করে বস্ত্রহীন (নগ্ন) কায়ে বারি বর্ষণ করাচ্ছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

তখন ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বললেন, "হে মূর্খগণ, কেন তোমরা পূর্বেই বর্ষাসাটিক চীবর অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়লে? কেন পূর্বেই বর্ষাসাটিক প্রস্তুত করে ধারণ করতে লাগলে? কেনই বা তোমরা জীর্ণ, পুরাতন চীবর নিক্ষেপ করে নগ্ন কায়ে বারি বর্ষণ করতে গেলে? হে মোঘপুরুষগণ, তোমাদের এ ধরনের হীনাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের

---

[1]. শুধুমাত্র বর্ষাঋতু চারি মাসের নিমিত্তে অধিষ্ঠানকৃত অন্তর্বাস বস্ত্রকে বুঝায়। তা স্নান করার সময় ব্যবহৃত হয়। বর্ষা ঋতুর চারি মাসের জন্যে অধিষ্ঠান করে চারি মাস পরে তা বিকপ্পন করেও ব্যবহার করা যায়।

প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের সহায়ক হবে।”

ভগবান এভাবে অনেক প্রকারে তাদেরকে নিন্দা করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত মঙ্গলজনক। সে কারণে হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৬২৭. “মাসো সেসো গিম্হান’ন্তি ভিকখুনা ৰস্সিকসাটিকচীৰরং পরিযেসিতব্বং; ‘অদ্ধমাসো সেসো গিম্হান’ন্তি কত্বা নিৰাসেতব্বং। ‘ওরেন চে মাসো সেসো গিম্হান’ন্তি ৰস্সিকসাটিকচীৰরং পরিযেসেয্য, ‘ওরেনদ্ধমাসো সেসো গিম্হান’ন্তি কত্বা নিৰাসেয্য, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয”ন্তি।

অনুবাদ : “যেকোনো ভিক্ষু গ্রীষ্মঋতু শেষ হওয়ার এক মাস পূর্বেই ‘বর্ষাসাটিক চীবর’ জ্ঞাতি কিংবা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের নিকটে অন্বেষণ করতে হবে। গ্রীষ্মঋতু অতিবাহিত হবার অর্ধমাস পূর্বেই চীবর প্রস্তুত করে বর্ষাযাপন কালে বর্ষা চারি মাসের নিমিত্তে তা ‘বিনয়-কর্ম’মতে অধিষ্ঠান করে ব্যবহার করা কর্তব্য। যদি কোনো ভিক্ষু গ্রীষ্মঋতুর এক মাস পূর্বে চীবর সংগ্রহ করে কিংবা অর্ধমাসের পূর্বে চীবর তৈরি করে ব্যবহার করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হবে।”

৬২৮. **‘মাসো সেসো গিম্হানন্তি ভিক্খুন বস্সকসাটিক চীবরং পরিযেসিতব্বন্তি’** বলতে যেকোনো ভিক্ষু কর্তৃক গ্রীষ্মঋতুর এক মাস মাত্র বাকি থাকতেই ‘বর্ষাসাটিক চীবর’ জ্ঞাতি, স্বজনদের নিকট অথবা নিমন্ত্রিত লোকের নিকটে সংগ্রহ করা কর্তব্য। যে সকল মানুষেরা বর্ষাসাটিক বস্ত্র বা

চীবর পূর্বেই প্রদান করে, তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বলতে হবে : "এখনই বর্ষাঋতুর চীবর দেয়ার উপযুক্ত কাল, উপযুক্ত সময়; তবে এখন অন্যান্য জনসাধারণ বর্ষাসাটিক চীবর দিচ্ছেন।" কিন্তু এরূপ বলতে পারবে না : "আমাকে বর্ষাঋতুর চীবর দিন; আমার জন্যে বর্ষাঋতুর চীবর সংগ্রহ করুন, আমার জন্যে বর্ষাঋতুর চীবর বিনিময় (ক্রয়) করুন" ইত্যাদি।

'অদ্ধমাসো সেসো গিম্‌হানন্তি কত্বা নিবাসেতব্বন্তি' বলতে গ্রীষ্মঋতুর অর্ধমাস অবশিষ্ট থাকতেই চীবর তৈরি করে বর্ষাবাস যাপন কালে বর্ষাঋতুর চারি মাসের জন্যে 'বিনয়-কর্ম' অনুসারে অধিষ্ঠানাদি করে ব্যবহার করতে হবে।

'ওরেন চে মাসো সেসো গিম্‌হান'ন্তি' বলতে যদি কোনো ভিক্ষু গ্রীষ্মঋতুর শেষ মাসের পূর্বেই 'বর্ষাসাটিক চীবর' অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সেই ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে।

'ওরেনদ্ধমাসো সেসো গিম্‌হান'ন্তি' অর্থে গ্রীষ্মঋতুর অর্ধমাসের অপেক্ষা অধিক পূর্বেই 'বর্ষাঋতুর চীবর' প্রস্তুত করে তা পরিধান, ধারণ বা ব্যবহার করা শুরু করলে 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধ হয়। সেই অপরাধপ্রাপ্ত চীবর সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই 'বর্ষাসাটিক চীবর' বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই 'বর্ষাসাটিক চীবর' গ্রীষ্মঋতুর এক মাস পূর্বে হতে সংগ্রহ করায় এবং অর্ধমাসের পূর্বে তা প্রস্তুত করে ধারণ করায় 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছে। তদ্ধেতু ইহা আমি সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

সেই চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে

অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

“ভন্তে, আমার এই ‘বর্ষাসাটিক চীবর’ গ্রীষ্মঋতুর এক মাস পূর্বে হতে সংগ্রহ করায় এবং অর্ধমাসের পূর্বে তা প্রস্তুত করে ধারণ করায় ‘নিস্‌সগ্গিয়’ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছে। তদ্ধেতু ইহা আমি সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।”

সেই চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর ‘নিস্‌সগ্গিয়’ হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।”

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

“বন্ধু, আমার এই ‘বর্ষাসাটিক চীবর’ গ্রীষ্মঋতুর এক মাস পূর্বে হতে সংগ্রহ করায় এবং অর্ধমাসের পূর্বে তা প্রস্তুত করে ধারণ করায় ‘নিস্‌সগ্গিয়’ অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছে। সেহেতু আমি এই ‘বর্ষাসাটিক চীবর’ আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।”

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে এভাবেই দিতে হবে :

“আমি এই ‘বর্ষাসাটিক চীবর’ আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।”

৬২৯. গ্রীষ্মঋতুর শেষ এক মাসের অধিক পূর্বে হলে অধিক পূর্বে ধারণায় ‘বর্ষাসাটিক চীবর’ অন্বেষণ করলে ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ আপত্তি হয়। গ্রীষ্মঋতুর শেষ এক মাসের অধিক পূর্বে হলে, অধিক পূর্বে কি না সন্দেহবশত ‘বর্ষাসাটিক চীবর’ অন্বেষণ করলে ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ আপত্তি হয়। গ্রীষ্মঋতুর শেষ এক মাসের অধিক পূর্বে হলে, তার চেয়ে কম ধারণায় ‘বর্ষাসাটিক চীবর’ অন্বেষণ করলে ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ আপত্তি হয়।

গ্রীষ্মঋতুর শেষ অর্ধমাসের অধিক হলে, অধিক ধারণায় চীবর প্রস্তুত করে পরিধান করলে ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়। গ্রীষ্মঋতুর শেষ অর্ধমাসের অধিক হলে, অধিক কি না সন্দেহ করে চীবর প্রস্তুত করে পরিধান করলে ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়। গ্রীষ্মঋতুর শেষ অর্ধমাসের অধিক

হলে, তার চেয়ে কম ধারণায় চীবর প্রস্তুত করে পরিধান করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

স্বেচ্ছায় 'বর্ষাসাটিক বস্ত্র' ব্যতীত নগ্ন কায়ে বারিবর্ষণ করালে, 'দুক্কট' আপত্তি হবে। গ্রীষ্মঋতুর শেষ এক মাসের কম হলে, তার চেয়ে অধিক ধারণায় 'দুক্কট' আপত্তি হয়। গ্রীষ্মঋতুর শেষ এক মাসের কম হলে, অধিক কি না সন্দেহ করলে 'দুক্কট' অপরাধ হয়। গ্রীষ্মঋতুর শেষ এক মাসের কম হলে, কম হয়েছে ধারণায় কোনো প্রকার আপত্তি হবে না।

গ্রীষ্মঋতুর শেষ অর্ধমাসের কম হলে, অধিক ধারণায় 'দুক্কট' আপত্তি হয়। গ্রীষ্মঋতুর শেষ অর্ধমাসের কম হলে, অধিক কি না সন্দেহ করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। গ্রীষ্মঋতুর শেষ অর্ধমাসের কম হলে, কম ধারণায় অনাপত্তি।

৬৩০. **অনাপত্তি :** গ্রীষ্মঋতুর এক মাস মাত্র অবশিষ্ট থাকতে 'বর্ষাসাটিকচীবর' সংগ্রহ করলে গ্রীষ্মঋতুর অর্ধমাস অবশিষ্ট থাকতে চীবর প্রস্তুত করে পরিধান করলে গ্রীষ্মঋতুর শেষ এক মাসের চেয়ে কম সময়ের মধ্যে 'বর্ষাসাটিকচীবর' অন্বেষণ করলে গ্রীষ্মঋতুর অর্ধমাসের চেয়ে কম সময়ের ভেতরে চীবর প্রস্তুত করে ব্যবহার করলে বস্ত্র সংগ্রহ করে প্রস্তুত করে বর্ষাবাসের সময়ে ব্যবহারের উপযোগী করলে ধৌত করে নিক্ষেপ করলে যথা সময়ে ব্যবহার করলে নতুন চীবরধারীর, নষ্ট চীবরধারীর, আপদ-বিপদ উপস্থিত হলে, ভিক্ষু উন্মাদ হলে এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে কোনো অপরাধ হয় না।

['বস্সিকসাটিক' চতুর্থ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

৫. চীবর অচ্ছিন্দন সিক্খাপদং

(চীবর কেড়ে নেয়া সম্পর্কীত শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৬৩১. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-সমীপে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক প্রদত্ত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে শাক্যপুত্র আয়ুষ্মান উপনন্দ ভ্রাতার সহবিহারী ভিক্ষুকে এরূপ বললেন, "আসুন, আবুসো, আমরা জনপদে বিচরণের নিমিত্তে প্রস্থান করি।"

"না ভন্তে, আমি যেতে পারব না, আমার চীবর জীর্ণ ও পুরাতন হয়েছে।"

"আসুন বন্ধু, আমি আপনাকে নতুন চীবর দিব" এরূপ বলে তাকে একখানা চীবর প্রদান করলেন।

তখন সেই ভিক্ষু শুনলেন যে, "ভগবান নাকি জনপদে বিচরণের (ধর্মপ্রচারের) জন্যে প্রস্থান করবেন।" অতঃপর সেই ভিক্ষুর মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো : "আমি কি জনপদে বিচরণের জন্যে ভগবানের সাথে প্রস্থান করব; নাকি আয়ুষ্মান উপনন্দের সঙ্গেই প্রস্থান করব?"

অনন্তর আয়ুষ্মান উপনন্দ সেই ভিক্ষুকে বললেন, "আসুন, বন্ধু, আমরা জনপদে বিচরণের নিমিত্তে প্রস্থান করি।"

তখন উক্ত ভিক্ষু বললেন, "না ভন্তে, আমি আপনার সহিত জনপদে বিচরণের জন্যে প্রস্থান করব না; আমি ভগবানের সঙ্গে প্রস্থান করব।"

সেই ভিক্ষু কর্তৃক এরূপ বলা হলে, তখন আয়ুষ্মান উপনন্দ "হে বন্ধু, আমি যে আপনাকে চীবর দিয়েছি। কেন আমার সাথে জনপদে বিচরণের জন্যে যাবেন না?" এরূপ প্রকাশ করে ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে প্রদত্ত চীবরখানা বলপূর্বক কেড়ে নিলেন।

অতঃপর সেই ভিক্ষু ভিক্ষুদেরকে এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রকাশ করলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরা এ ব্যাপারে জানতে পেরে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগলেন, "এ কেমন হীনমন্যতা যে, কেন আয়ুষ্মান উপনন্দ জনৈক ভিক্ষুকে স্বয়ং নিজে চীবর প্রদান করে, ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে সেই প্রদত্ত চীবরটি বলপূর্বক কেড়ে নিলেন?" তখন সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান উপনন্দকে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে ভগবানকে এ বিষয়ে সবিস্তারে নিবেদন করলেন। ভগবান আয়ুষ্মান উপনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে উপনন্দ, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি জনৈক ভিক্ষুকে নিজেই চীবর দিয়ে কুপিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে পুনরায় জোড়পূর্বক কেড়ে নিয়েছ?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সম্পূর্ণ সত্য বটে।"

তখন ভগবান তা নিতান্ত অন্যায় বলে প্রকাশ করে নিন্দা করে বললেন, "হে মূর্খ, এ কীরূপ হিংসাযুক্ত হীনাচরণ যে, তুমি নিজেই সেই ভিক্ষুকে চীবর দিয়ে রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে পুনরায় বলপূর্বক কেড়ে নিতে পারলে? তোমার এ প্রকারের দ্বেষযুক্ত আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের

অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের সহায়ক হবে।”

ভগবান এরূপে বহুপ্রকারে তাকে নিন্দা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করে, তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত কল্যাণজনক। সেহেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৬৩২. “যো পন ভিকখু ভিকখুস্স সামং চীৰরং দত্বা কুপিতো অনত্তমনো অচ্ছিন্দেয্য ৰা অচ্ছিন্দাপেয্য ৰা, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয”ন্তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো ভিক্ষু অপর কোনো ভিক্ষুকে নিজে চীবর প্রদান করে পরবর্তী সময়ে যেকোনো কারণে ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে পুনরায় প্রদত্ত চীবরটি বলপূর্বক কেড়ে নিলে কিংবা অন্যের দ্বারা কেড়ে নেওয়ালে, সেই ভিক্ষু ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধী হবে।”

৬৩৩. **‘যো পনাতি’** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

‘ভিক্খূতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

‘ভিক্খুস্সাতি’ বলতে অন্য ভিক্ষুকে বুঝায়।

‘সামন্তি’ অর্থে স্বয়ং নিজে দেয়া বুঝায়।

‘চীবরং’ বলতে ছয় প্রকার চীবরের মধ্যে অন্যতর চীবর যা বিকল্পনুপযোগীর মধ্যে অন্তিম।

‘কুপিতো অনত্তমনোতি’ বলতে অসন্তুষ্টিতা, দুঃখী-দুর্মনা বা মানসিক অবসাদ বুঝায়।

'অচ্ছিন্দেয্যাতি' বলতে ক্রোধান্বিত হয়ে স্বয়ং নিজে কেড়ে নিলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

'অচ্ছিন্দাপেয্যাতি' বলতে কেড়ে নেয়ার জন্যে অন্যকে নির্দেশ দিলে 'দুক্কট' অপরাধ হয়। বহুচীবর একবার মাত্র নির্দেশ দিয়ে কেড়ে নিলে, 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তি হয়। তখন সেই অপরাধপ্রাপ্ত চীবরটি সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই চীবরটি বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলাবে :

"ভন্তে, আমার এই 'চীবরটি' স্বয়ং অন্য ভিক্ষুকে দেয়ার পর পুনরায় কেড়ে নেয়ায় বিসর্জনযোগ্য হয়েছে। তাই আমি ইহা সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

সেই চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপরাধ প্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই 'চীবরটি' স্বয়ং অন্য ভিক্ষুকে দেয়ার পর পুনরায় কেড়ে নেয়ায় বিসর্জনযোগ্য হয়েছে। তাই আমি ইহা সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

সেই চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয়

ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।”

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

“বন্ধু, আমার এই ‘চীবরটি’ স্বয়ং অন্য ভিক্ষুকে দেয়ার পর পুনরায় কেড়ে নেয়ায় বিসর্জনযোগ্য হয়েছে। তাই আমি ইহা সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।” তদ্ধেতু আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।”

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।”

৬৩৪. উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় চীবর দিয়ে কুপিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে কেড়ে নিলে বা অন্যের দ্বারা কেড়ে নেয়ালে, ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন কি না সন্দেহবশত চীবর দিয়ে কুপিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে কেড়ে নিলে বা অন্যের দ্বারা কেড়ে নেয়ালে, ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়। উপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণায় চীরব দিয়ে কুপিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে কেড়ে নিলে বা অন্যের দ্বারা কেড়ে নেয়ালে, ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়।

অন্য কোনো বস্তু দিয়ে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে কেড়ে নিলে কিংবা অপরের দ্বারা কেড়ে নেয়ালে, ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নকে চীবর বা অন্য কোনো বস্তু দিয়ে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে কেড়ে নিলে কিংবা অপরের দ্বারা কেড়ে নেয়ালে, ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নকে উপসম্পন্ন ধারণায় ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্ন অনুপসম্পন্ন কি না সন্দেহ করলে ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়। অনুপসম্পন্নকে অনুপসম্পন্ন ধারণা করলে ‘দুক্কট’ আপত্তি হয়।

৬৩৫. **অনাপত্তি :** যদি কেউ নিজ হতেই দিয়ে ফেলে, তাকে বিশ্বাস করে গ্রহণ করলে ভিক্ষু যদি উন্মাদ হয় এবং আদিকর্মিকের বেলায় অনাপত্তি।

['চীবর অচ্ছিন্দন' পঞ্চম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

৬. সুত্তবিঞ্ঞত্তি সিক্খাপদং

(সুতা বিজ্ঞপ্তি বা যাচঞা-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : রাজগৃহ]

৬৩৬. সে সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহ-নিকটবর্তী বেণুবনস্থ কলন্দক নিবাপে বাস করছিলেন। সে সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা চীবর প্রস্তুত করার সময়ে বহু সুতা (সুত্তং) যাচঞা করছিলেন। চীবর প্রস্তুত করতে গিয়ে দেখা গেল যে, বহু সুতা অবশিষ্ট থাকল। তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো : "বন্ধুগণ, আমরা অন্যদের নিকট হতে সুতা যাচঞা করে তন্তবায়দের (তাঁতীদের) দ্বারা চীবর বয়ন করাব।" অতঃপর ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা অন্যদের নিকট হতে সুতা যাচঞা করে তাঁতীদের দ্বারা চীবর বয়ন করাচ্ছিলেন। এরূপে চীবর বয়ন করাতে গিয়ে দেখা গেল যে, অনেক সুতা অবশিষ্ট থাকল। দ্বিতীয়বারও ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা অন্যদের নিকট হতে সুতা যাচঞা করে তাঁতীদের দিয়ে চীবর বয়ন করাচ্ছিলেন। তখন এভাবে চীবর বয়ন করতে গিয়েও দেখা গেল যে, বহু সুতা বাকি থাকল। তৃতীয়বারও ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা অন্যদের নিকট হতে সুতা যাচঞা করে তন্তুবায়দের দ্বারা চীবর বয়ন করাচ্ছিলেন। জনসাধারণ এ কারণে এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন—"এ কেমন আসক্তিযুক্ত হীনাচরণ যে, কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ স্বয়ং সুতা যাচঞা করে তন্তুবায়দের (তাঁতীদের) দ্বারা চীবর বয়ন করাচ্ছেন?"

ভিক্ষুরা সেই মানুষদের এরূপ নিন্দাবাদ, আন্দোলন ও ক্ষোভ প্রকাশ শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরা এ ব্যাপারে জানতে পেরে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা স্বয়ং সুতা যাচঞা করে তাঁতীদের দিয়ে চীবর বয়ন করাচ্ছেন?" তখন সেই ভিক্ষুরা ভগবানকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞাত করলেন। ভগবান তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা নিজেরাই সুতা যাচঞা করে তন্তুবায়দের দ্বারা চীবর বয়ন করাচ্ছ?"

তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বললেন, "হ্যাঁ ভগবান, তা সম্পূর্ণ সত্য বটে।"

অতঃপর ভগবান বুদ্ধ ইহা নিতান্ত গর্হিত বলে প্রকাশ করে বললেন, "হে মূর্খগণ, এ কেমন হীন প্রকৃতি তোমাদের; কেন তোমরা নিজেরাই সুতা যাচঞা করে তাঁতীদের দিয়ে চীবর বয়ন করাতে গেলে? তোমাদের এ

ধরনের মন্দাচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।"

ভগবান তাদেরকে এভাবে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে চপলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত হিতকর। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৬৩৭. "যো পন ভিক্খু সামং সুত্তং ৰিঞ্ঞাপেত্বা তন্তৰাযেহি চীৰরং ৰাযাপেয্য, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয"ন্তি।

অনুবাদ : "যদি কোনো ভিক্ষু গৃহীদের নিকট হতে স্বয়ং সুতা যাচঞা করে তন্তুবায় (তাঁতী) দ্বারা চীবর বয়ন করায়, তাহলে সেই ভিক্ষু 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধী হবে।"

৬৩৮. **'যো পনাতি'** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

'ভিক্খূতি' বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

'সামন্তি' অর্থে স্বয়ং যাচঞা করে।

'সুত্তং' অর্থে ছয় প্রকার সুতাকে বুঝায়। যথা : ১. ক্ষৌম, ২. কার্পাস, ৩. কোশিক, ৪. কম্বল, ৫. শণ বল্কল দ্বারা নির্মিত এবং ৬. উক্ত পাঁচ প্রকার সুতাকে বুঝায়।

'তন্তুবাযেহীতি' বলতে তাঁতী দ্বারা বুনালে, প্রয়োগে প্রয়োগে 'দুক্কট' আপত্তি হবে। সেরূপে বুনিত চীবর প্রতিলাভে 'নিস্সগ্গিয়' অপরাধ হয়।

তখন সেই অপরাধপ্রাপ্ত চীবর সংঘ, গণ বা একজন ভিক্ষুকে বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই চীবরটি বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই 'চীবর' স্বয়ং সুতা যাচঞা করে তাঁতীদের দ্বারা বয়ন করানো কারণে, 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। সেহেতু আমি ইহা সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

সেই আপত্তিপ্রাপ্ত চীবর বিসর্জন করার পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন অপরাধপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই 'চীবর' স্বয়ং সুতা যাচঞা করে তাঁতীদের দ্বারা বয়ন করানোর কারণে, 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। সেহেতু আমি ইহা সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

সেই আপত্তিপ্রাপ্ত চীবর বিসর্জন করার পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

"বন্ধু, আমার এই 'চীবর' স্বয়ং সুতা যাচঞা করে তাঁতীদের দ্বারা বয়ন করানোর কারণে, 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। সেহেতু আমি ইহা সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে এভাবেই দিতে হবে :

"আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।"

৬৩৯. 'তাঁতী দ্বারা চীবর বয়ন করালে, চীবর বয়ন করা হয়েছে' এরূপ ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। 'তাঁতী দিয়ে চীবর বয়ন করালে, চীবর বয়ন করা হয়েছে কিনা' এরূপ সন্দেহ করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। 'তাঁতী দ্বারা চীবর বয়ন করায়ে, চীবর বয়ন করা হয়নি' এরূপ ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

'তাঁতী দ্বারা চীবর বয়ন না করায়ে, চীবর বয়ন করা হয়েছে' এরূপ ধারণায় 'দুক্কট' অপরাধ হয়। 'তাঁতী দ্বারা চীবর বয়ন না করায়ে বয়ন করা হয়েছে কিনা' এরূপ সন্দেহ করলে 'দুক্কট' অপরাধ হয়। 'তাঁতী দ্বারা চীবর বয়ন না করালে, বয়ন করা হয়নি' এরূপ ধারণায় কোনো অপরাধ হয় না।

৬৪০. **অনাপত্তি :** চীবর সেলায়ের প্রয়োজন হলে, কটি ও অংশ বন্ধনী প্রস্তুত করলে পাত্রের থলি ও জল ছাঁকুনি তৈরি করলে নিজের জ্ঞাতিদের নিকটে ও নিমন্ত্রিতদের নিকটে চেয়ে নিলে, অপরের নিমিত্তে, নিজের ধন (অর্থ) দ্বারা নিলে, ভিক্ষু যদি উন্মাদ হয় এবং আদিকর্মিকের অপরাধ হয় না।

['সুত্তবিঞ্ঞত্তি' ষষ্ঠ শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

৭. মহাপেসকার সিক্‌খাপদং
(মহাতাঁতী-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৬৪১. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-সন্নিধানে অনাথপিন্ডিক কর্তৃক প্রদত্ত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময়ে জনৈক পুরুষ প্রবাসে গমনের সময় তার স্ত্রীকে এরূপ বললেন, "সুতা তুলে অমুক তন্তুবায়কে (তাঁতীকে) দিয়ে তা দ্বারা চীবর বয়ন করায়ে সযত্নে রেখে দিবে। যখন আমি প্রবাস হতে ফিরে আসব, তখন সেই চীবরটি দিয়ে আর্য উপনন্দকে আচ্ছাদন (পূজা) করব।" অন্যতর পিণ্ডচারিক ভিক্ষু সেই পুরুষের এরূপ ভাষিত বাক্য শুনলেন। তখন সেই ভিক্ষু আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উপনন্দকে এরূপ বললেন, "হে বন্ধু, আপনি মহাপুণ্যবান। অমুক স্থানের জনৈক পুরুষ প্রবাসে যাওয়ার সময় তার স্ত্রীকে এরূপ বলতে শুনেছি : 'তুমি সুতা তুলে অমুক তাঁতীকে দিয়ে চীবর বয়ন করায়ে যত্নসহকারে রেখে দিবে। আমি প্রবাস হতে ফিরে এসে সেই চীবরটি দিয়ে আর্য উপনন্দকে আচ্ছাদন করব।"

তখন আয়ুষ্মান উপনন্দ সেই ভিক্ষুকে বললেন, "হে বন্ধু, সেই গৃহপতি আমার উপাসক হন।" এবং সেই তাঁতীও ছিল আয়ুষ্মান উপনন্দের সেবক। তখন আয়ুষ্মান উপনন্দ সেই তাঁতীর নিকট গিয়ে এরূপ বললেন, "হে বন্ধু, এই চীবরটি আমার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করাচ্ছেন। তুমি এই চীবরটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ঘন, সমানভাবে সুতানাল প্রসারণ করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নরূপে অতি সুন্দর করে প্রস্তুত করবে।"

তখন সেই তন্তুবায় আয়ুষ্মান উপনন্দকে বললেন, "ভন্তে, সেই গৃহপত্নী আমাকে এই সুতা দিয়ে বলেছেন যে, 'আপনি এই সুতা দ্বারা চীবর বয়ন (প্রস্তুত) করুন। সুতরাং ভন্তে, আমার দ্বারা এর চেয়ে বেশি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বা ঘন করা সম্ভব হবে না। অধিকন্তু ভন্তে, যতদূর সম্ভব আমি চীবরটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ঘন, সমানভাবে সূত্রনাল প্রসারণ করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নরূপে সুন্দর করে তৈরি করার চেষ্টা করব।" তখন আয়ুষ্মান উপনন্দ সেই তাঁতীকে বললেন, "হে বন্ধু, আপনি এই চীবরটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ও ঘন করার চেষ্টা করুন। এই সুতা দ্বারা চীবরটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ও ঘন করা কোনো প্রকার সঙ্কুলান হবে না।"

অনন্তর সেই তাঁতী শীঘ্রই যথাযথরূপে সুতা তাঁতে প্রসারিত করে যেখানে

সেই স্ত্রী (গৃহপত্নী) সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই স্ত্রীকে এরূপ বলল, "আর্যে, সুতার প্রয়োজন হয়েছে।"

তখন সেই তাঁতী সেই স্ত্রীলোককে আরও জিজ্ঞেস করল, "আর্যে, আপনি কি আমাকে বলেন নাই, 'এই সুতা দ্বারা চীবর প্রস্তুত করুন?'

সেই স্ত্রীলোক উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ আমি তা আপনাকে বলেছিলাম।"

তখন সেই তাঁতী বলল, "আর্যে, অধিকন্তু আর্য উপনন্দ আমাকে এরূপ বলছেন যে, 'হে বন্ধু, আপনি এই চীবরটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ও ঘন করার চেষ্টা করুন। এই সুতা দ্বারা চীবরটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘন করা কোনোরূপ সঙ্কুলান হবে না।"

অতঃপর সেই স্ত্রীলোক সেই তাঁতীকে পূর্বে যেই পরিমাণে সুতা দিয়েছিলেন; দ্বিতীয়বারেও সেই পরিমাণে সুতা দিলেন। তখন আয়ুষ্মান উপনন্দ শুনলেন যে, "সেই পুরুষ (গৃহপতি) নাকি প্রবাস হতে এসেছেন।" ইহা শুনে আয়ুষ্মান উপনন্দ যেখানে সেই পুরুষের নিবাস, সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। তখন সেই পুরুষ আয়ুষ্মান উপনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উপনন্দকে অভিবাদন জ্ঞাপনপূর্বক একান্তে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই পুরুষ তার স্ত্রীকে এরূপ বললেন, "সেই চীবরটি কি বয়ন করা শেষ হয়েছে?"

তখন স্ত্রী প্রত্যুত্তরে বললেন, "হ্যাঁ আর্য, সেই চীবরটি বুনা শেষ হয়েছে।" তখন স্বামী তাকে বললেন, 'তাহলে চীবরটি আন; আমি আর্য উপনন্দকে সেই চীবর দ্বারা আচ্ছাদন করাব।"

তখন উক্ত স্ত্রীলোক সেই চীবরটি এনে তার স্বামীকে দিয়ে উক্ত বিষয়ে (পূর্বের ঘটনা) প্রকাশ করলেন। তখন সেই পুরুষ আয়ুষ্মান উপনন্দকে চীবর দিয়ে এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ মহালোভী ও অসন্তুষ্টিপরায়ণ। এদেরকে চীবর দিয়ে আচ্ছাদন করাও সুখকর নহে। কেন আর্য উপনন্দ আমার দ্বারা পূর্বে নিমন্ত্রিত না হয়ে তন্তুবায়ের নিকট চীবরপ্রাপ্তির নিমিত্তে বিবিধ প্রকার মত প্রকাশ করতে গেলেন?"

ভিক্ষুরা সেই পুরুষের এরূপ নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ শুনতে পেলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরাও এ বিষয়ে শুনতে পেয়ে এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে দুর্নাম করতে লাগলেন, কী করে আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র পূর্বে অনিমন্ত্রিতাবস্থায় গৃহপতির তন্তুবায়ের নিকট উপস্থিত হয়ে

চীবরের নিমিত্তে বিবিধ প্রকার মত প্রকাশ করতে পারলেন?” অতঃপর সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান উপনন্দকে বিবিধ প্রকারে তিরস্কার করে ভগবানকে এ বিষয়ে সবিস্তারে প্রকাশ করলেন। ভগবান আয়ুষ্মান উপনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে উপনন্দ, ইহা কি সত্য যে, তুমি নাকি পূর্বে অনিমন্ত্রিতাবস্থায় গৃহপতির তাঁতীর নিকট গিয়ে চীবরের জন্যে বিবিধ প্রকার মত প্রকাশ করেছ?”

“হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।”

তখন ভগবান উপনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন “হে উপনন্দ, সেই পুরুষ তোমার জ্ঞাতি না অজ্ঞাতি?”

“ভগবান, সে আমার অজ্ঞাতি।”

“হে মোঘপুরুষ, অজ্ঞাতি অজ্ঞাতির প্রতিরূপ (যোগ্য) কি, অপ্রতিরূপ (অযোগ্য) কি অথবা সত্য কি, মিথ্যা কি এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। কেমন করে তুমি পূর্বে নিমন্ত্রিত না হয়ে অজ্ঞাতি গৃহপতির তাঁতীর সমীপে গিয়ে চীবরের নিমিত্তে বিবিধ প্রকার মত প্রকাশ করতে পারলে? হে মোঘপুরুষ, তোমার এ কার্য কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের সহায়ক হবে।”

ভগবান অনেক প্রকারে আয়ুষ্মান উপনন্দকে ভর্ৎসনা করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত মঙ্গলকর। এ কারণে হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৬৪২. **"ভিকখুং পনেৰ উদ্দিস্স অঞ্ঞাতকো গহপতি ৰা গহপতানী ৰা তন্তৰাযেহি চীৰরং ৰাযাপেয্য, তত্র চে সো ভিকখু পুব্বে অপ্পৰারিতো তন্তৰাযে উপসঙ্কমিত্বা চীৰরে ৰিকপ্পং আপজ্জেয্য—'ইদং খো, আৰুসো, চীৰরং মং উদ্দিস্স ৰিয্যতি। আযতঞ্চ করোথ ৰিত্থতঞ্চ। অপ্পিতঞ্চ সুৰীতঞ্চ সুপ্পৰাযিতঞ্চ সুৰিলেখিতঞ্চ সুৰিতচ্ছিতঞ্চ করোথ। অপ্পেৰ নাম মযম্পি আযস্মন্তানং কিঞ্চিমত্তং অনুপদজ্জেয্যামা'তি। এৰঞ্চ সো ভিকখু ৰত্বা কিঞ্চিমত্তং অনুপদজ্জেয্য অন্তমসো পিণ্ডপাতমত্তম্পি, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয"**ন্তি।

অনুবাদ : "যদি কোনো অজ্ঞাতি গৃহপতি বা গৃহপত্নী কোনো ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে কোনো তাঁতী দ্বারা চীবর প্রস্তুত করালে, যেই ভিক্ষুকে প্রদান করবে সেই ভিক্ষু কোনো প্রকারে তা জ্ঞাত হয়ে উক্ত গৃহপতির বা গৃহপত্নীর নিমন্ত্রণ বা আহ্বান ব্যতীত সেই তাঁতীর সমীপে গিয়ে বলেন যে, 'হে বন্ধুগণ, সেই গৃহস্থরা এই চীবরটি আমার নিমিত্তে প্রস্তুত করাচ্ছেন। তোমরা চীবরটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বড় করবে। এবং চীবরটি যাতে মসৃণ হয়, সেরূপ করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে সুন্দর করে প্রস্তুত করবে। যদি তা কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে পুরস্কার দিব" এরূপ বলে যদি সেই ভিক্ষু কিছুমাত্র উপহার বা অন্ততপক্ষে ভিক্ষালব্ধ পিণ্ডপাত মাত্রও দেয়, তাহলে তার 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হবে।"

৬৪৩. **'ভিক্খুং পনেব উদ্দিস্সাতি'** বলতে ভিক্ষুর নিমিত্তে, ভিক্ষুকে প্রদান করার ইচ্ছায় চীবর প্রস্তুত করে তা দ্বারা আচ্ছাদন করাকে বুঝায়।

'অঞ্ঞাতকো' বলতে অজ্ঞাতি অর্থাৎ মাতৃপক্ষের সাত পুরুষ এবং পিতৃপক্ষের সাত পুরুষ ব্যতীত অন্যদেরকে বুঝায়।

'গহপতি' অর্থে যেই ব্যক্তি বা পুরুষ গৃহে বসবাস করে তাকে বুঝায়।

'গৃহপতানী' অর্থে যেই স্ত্রীলোক গৃহে অবস্থান করে তাকে বুঝায়।

'তন্তুবাযেহীতি' অর্থে যেই তাঁতী দ্বারা চীবর বয়ন করা হয় তাকে বুঝায়।

'চীবরং' বলতে ছয় প্রকার চীবরের মধ্যে অন্যতর চীবর যা বিকপ্পনুপযোগীর মধ্যে অন্তিম।

'বাযাপেয্যাতি' অর্থে চীবরাদি বয়ন করায়।

'তত্র চে সো ভিক্খূতি' বলতে যেই ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে চীবর বয়ন করা হয়, সেই ভিক্ষুকে বুঝায়।

'পুব্বে অপ্পবারিতোতি' বলতে 'ভন্তে, আপনার কীরূপ চীবরের প্রয়োজন? আপনার জন্যে কোনো প্রকারের চীবর বয়ন করাবো?' এরূপে ইত্যাদি প্রকারে গৃহপতি বা গৃহপত্নী কর্তৃক পূর্বে জিজ্ঞাসা না করাকে বুঝায়।

‘তন্তুবাযে উপসঙ্কমিত্বাতি’ বলতে যেস্থানে তাঁতীর গৃহ সেখানে উপস্থিত হওয়া, সেস্থানে যাওয়া।

‘চীবরে বিকপ্পং আপজ্জেয্যাতি’ বলতে “হে বন্ধু, সেই গৃহস্থরা এই চীবরটি আমার জন্যে বয়ন করাচ্ছেন। তোমরা চীবরটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বড় করবে, সুতাগুলো উত্তমরূপে ঘন ও সমানভাবে প্রসারণ করবে এবং চীবরটি যাতে কোমল ও মসৃণ হয়, তেমনভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে সুন্দর করে বয়ন করবে। যদি তোমরা বর্ণিতরূপে চীবরটি বয়ন কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু পুরস্কার দিব” ভিক্ষু তন্তুবায়ের নিকট গিয়ে এরূপ প্রকাশ করাকে বুঝায়।

‘এবঞ্চ সো ভিক্খূ বত্বা কিঞ্চিমত্তং অনুপদজ্জেয্য অন্তমসো পিণ্ডপাতমত্তম্পীতি’ বলতে সেই ভিক্ষু এরূপ (পূর্বোক্ত প্রকারে) প্রকাশ করে অন্ততপক্ষে ভিক্ষালব্ধ পিণ্ডপাত মাত্রও প্রদান করলে বুঝায়। এখানে ‘পিণ্ডপাত’ বলতে যাগু, ভাত, খাদ্যবস্তু, চূর্ণপিণ্ড, দন্তকাষ্ঠ, অবুনানো সুতা বা ঝালরহীন বস্ত্র, এমনকি ধর্মদেশনা করাকেও বুঝায়।

যদি ভিক্ষুর বর্ণিত নিয়মানুযায়ী তাঁতী গৃহস্থদের নিকট গিয়ে সুতা এনে চীবরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থে বড় বা ঘন করে, তাহলে সেই প্রয়োগে প্রয়োগে ভিক্ষুর ‘দুক্কট’ আপত্তি। এবং সেই নিয়মে নির্মিত চীবর প্রতিলাভে ‘নিস্‌সগ্গিয়’ অপরাধ প্রাপ্ত হয়। তখন সেই ‘নিস্‌সগ্গিয়’ আপত্তিপ্রাপ্ত চীবর সংঘ বা গণ কিংবা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই চীবরটি বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলবে :

“ভন্তে, আমার এই চীবরটি পূর্বে অনিমন্ত্রিত অবস্থায় অজ্ঞাতি গৃহপতির তন্তুবায়ের নিকট গিয়ে চীবরের জন্যে নানাবিধ অভিমত প্রকাশ করায় ‘নিস্‌সগ্গিয়’ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। সে কারণে আমি এই চীবরটি মাননীয় সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।”

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর ‘নিস্‌সগ্গিয়’ হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ

উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।”

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

“ভন্তে, আমার এই চীবরটি পূর্বে অনিমন্ত্রিত অবস্থায় অজ্ঞাতি গৃহপতির তন্তুবায়ের নিকট গিয়ে চীবরের জন্যে নানাবিধ অভিমত প্রকাশ করায় ‘নিস্‌সগ্গিয়’ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। সে কারণে আমি এই চীবরটি মাননীয় সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।”

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“মাননীয় আয়ুষ্মানগণ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর ‘নিস্‌সগ্গিয়’ হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।”

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

“বন্ধু, আমার এই চীবরটি পূর্বে অনিমন্ত্রিত অবস্থায় অজ্ঞাতি গৃহপতির তন্তুবায়ের নিকট গিয়ে চীবরের জন্যে নানাবিধ অভিমত প্রকাশ করায় ‘নিস্‌সগ্গিয়’ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। সে কারণে আমি এই চীবরটি মাননীয় সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।”

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।”

৬৪৪. অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় পূর্বে অনিমন্ত্রিতাবস্থায় গৃহপতির তাঁতীর নিকট উপস্থিত হয়ে, চীবরের নিমিত্তে বিবিধ মত প্রকাশ করলে ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ আপত্তি হয়।

অজ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি কি না সন্দেহবশত পূর্বে অনিমন্ত্রিতাবস্থায় গৃহপতির তন্তুবায়ের নিকট গিয়ে, চীবরের জন্যে বিবিধ মত প্রকাশ করলে ‘নিস্‌সগ্গিয়

পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

অজ্ঞাতিকে জ্ঞাতি ধারণায় পূর্বে অনিমন্ত্রিতাবস্থায় গৃহপতির তাঁতীর নিকট গিয়ে, চীবরের নিমিত্ত নানা প্রকার মত প্রকাশ করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

জ্ঞাতিকে অজ্ঞাতি ধারণায় 'দুক্কট' আপত্তি হয়। জ্ঞাতিকে জ্ঞাতি কি না সন্দেহ করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। জ্ঞাতিকে জ্ঞাতি বলে ধারণায়, কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৬৪৫. **অনাপত্তি :** রক্তসম্পর্কের জ্ঞাতি হলে, গৃহস্থদের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে প্রকাশ করলে অপরের নিমিত্তে হলে, স্বীয় ধন দ্বারা নিলে, মহার্ঘ মূল্যের প্রস্তুত (বয়ন) করতে ইচ্ছুক হয়ে কম মূল্যের প্রস্তুত করালে, ভিক্ষু যদি উন্মাদগ্রস্ত হয় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে অনাপত্তি।

['মহাপেসকার' সপ্তম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

৮. অচ্চেকচীবর সিক্‌খাপদং

(অচ্চেক-চীবর-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৬৪৬. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-সমীপে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবন বিহারে বাস করছিলেন। সে সময়ে জনৈক মহামাত্য প্রবাসে যাওয়ার সময়ে ভিক্ষুদের নিকট এরূপ বলে দূত প্রেরণ করলেন, "ভদন্তগণ, আপনারা আগমন করুন। আমি 'বর্ষাবাসিক চীবর' দান করব।" তখন ভিক্ষুরা "ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন যে, বর্ষাবাস শেষ হলে বর্ষাবাসিক চীবর নিতে পারবে" এরূপ চিন্তা করে সংশয়-হেতু সেখানে গমন করলেন না। তখন সেই মহামাত্য এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে বদনাম করতে লাগলেন, "কেন ভদন্তগণ, আমার দ্বারা দূত প্রেরণ করার পরও আসলেন না? আমি এখন সেনা নিয়ে গমন করছি। কারণ জীবন এবং মৃত্যু দুটোই অনিশ্চিত।" ভিক্ষুরা সেই মহামাত্যের এরূপ আন্দোলন, নিন্দা ও বদনাম শুনতে পেলেন। তখন সেই ভিক্ষুরা ভগবানকে এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রকাশ করলেন। ভগবান এই নিদানে, এই হেতুতে ধর্মকথা উত্থাপন করে

ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি, তোমরা অচ্চেক[1] (অত্যেক) চীবর প্রতিগ্রহণ করে রাখতে পারবে।"

৬৪৭. সে সময়ে ভিক্ষুরা "ভগবান অনুমতি দিয়েছেন যে, 'অচ্চেক-চীবর' প্রতিগ্রহণ করে রাখতে পারবে" ইহা মনে করে অচ্চেক-চীবর প্রতিগ্রহণ করে চীবরকাল সময় অতিক্রম করছিলেন। তারা সেই চীবরগুলো পুঁটলিবদ্ধ করে চীবর রাখার বাঁশে ঝোলায়ে রাখলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ শয্যাসন পরিদর্শনার্থে বিচরণ করার সময় সেই পুঁটলিবদ্ধ চীবরসমূহ চীবর রাখার বাঁশে ঝোলানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। চীবরসমূহ ঝোলানো অবস্থায় দেখে ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আবুসোগণ, কারা এই চীবরসমূহ পুঁটলিবদ্ধ করে বাঁশে ঝোলায়ে রেখেছেন?"

তখন তারা বললেন, "বন্ধু, এগুলো আমাদের 'অচ্চেক চীবর'।"

আয়ুষ্মান আনন্দ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'বন্ধুগণ, এই চীবরগুলো রেখেছেন যে, কয়দিন অতিবাহিত হলো?

তখন সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান আনন্দকে যত দিন অতিবাহিত হয়েছে ততদিন সম্পর্কে জ্ঞাত করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, "কেন ভিক্ষুরা 'অচ্চেক চীবর' গ্রহণ করে চীবরকাল সময় অতিক্রম করছেন?" অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ সেই ভিক্ষুদেরকে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে ভগবানকে এ বিষয়ে সবিস্তারে প্রকাশ করলেন। ভগবান সেই ভিক্ষুদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা অচ্চেক-চীবর প্রতিগ্রহণ করে চীবরকাল সময় অতিক্রম করছো?"

"হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।"

তখন ভগবান তাদেরকে নিন্দা করে বলতে লাগলেন, "হে ভিক্ষুগণ, কেন তোমরা 'অচ্চেক-চীবর' প্রতিগ্রহণ করে চীবরকাল সময় অতিক্রম করবে? হে ভিক্ষুগণ, এই কাজ তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত অনুপযুক্ত, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকরণীয় কার্য সম্পাদিত হয়েছে। ভিক্ষুগণ, তোমাদের এ ধরনের হীনকার্য কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা

---

[1]. সৈন্যসহ প্রবেশকালে, বিদেশে যাত্রাকালীন, রোগ সময়ে, গর্ভিনী অবস্থায়, অশ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলে, কিংবা যখন কোনো অপ্রসন্ন ব্যক্তির প্রসন্নতা উৎপন্ন হয়, তখন যেকোনো প্রয়োজনীয় কারণবশত কোনো দায়ক-দায়িকা ভিক্ষুকে 'বর্ষাবাসিক চীবর' প্রদান করলে, তাকে 'অচ্চেক-চীবর' বলে।

প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।”

ভগবান বহুভাবে সেই ভিক্ষুদেরকে ভর্ৎসনা করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত হিতজনক। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদটি উদ্দেশ করছি :

৬৪৮. “দসাহানাগতং কত্তিকতেমাসিকপুণ্ণমং ভিকখুনো পনেৰ অচ্চেকচীৰরং উপ্পজ্জেয্য, অচ্চেকং মঞ্ঞমানেন ভিকখুনা পটিগ্গহেতব্বং, পটিগ্গহেত্বা যাৰ চীৰরকালসমযং নিকিখপিতব্বং। ততো চে উত্তরি নিকিখপেয্য, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয”ন্তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো ভিক্ষু কার্তিকী পূর্ণিমার বা প্রবারণা পূর্ণিমার দশ দিন পূর্বে ‘অচ্চেক চীবর’ প্রাপ্ত হয়, তাহলে সেই চীবর যে ভিক্ষু ইচ্ছা করে সে ভিক্ষু গ্রহণ করতে পারবে। এবং সেই চীবর গ্রহণ করে বিনয় কর্মানুযায়ী অধিষ্ঠান বা বিকপ্পন কিছুই না করে চীবর মাসের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রবারণা পূর্ণিমার পর আরও এক পূর্ণিমা পর্যন্ত রাখতে পারবে। কোনো ভিক্ষু তদপেক্ষা অধিক কাল পর্যন্ত অধিষ্ঠান বা বিকপ্পন কিছুই না করে রেখে দিলে, সেই ভিক্ষুর ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হবে।”

৬৪৯. **‘দসাহানাগতান্তি’** বলতে বর্ষাবাস শেষে প্রবারণা পূর্ণিমার দশ দিন পূর্বে বুঝায়।

‘কত্তিকতেমাসিক পুণ্ণমন্তি’ বলতে ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস পরিসমাপ্তিতে সেই প্রবারণা উদযাপন করা হয়, তাকেই ‘কত্তিক’ বুঝায়।

'অচ্চেকচীবরং' অর্থে সৈন্যসহ গমনকালীন, প্রবাসে যাত্রাকালীন, রোগাবস্থায়, গর্ভিনী অবস্থায়, অশ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলে, অপ্রসন্নদের প্রসাদ উৎপন্ন হলে ইত্যাদি যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণে যদি কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক ভিক্ষুদের নিকটে দূত প্রেরণ করে বলে যে, "ভদন্তগণ, আপনারা আগমন করুন। আমি আপনাদেরকে 'বর্ষাবাসিক চীবর' দান করব" এরূপে যেই চীবর প্রদান করা হয়, তাকে 'অচ্চেক-চীবর' বলে।

'অচ্চেকং মঞ্ঞমানেন ভিক্খুনা পটিগ্গহেতব্বং পটিগ্গহেত্বা যাব চীবরকাল সমযং নিক্খিপিতব্বন্তি' বলতে যদি কোনো ভিক্ষু সেই 'অচ্চেক চীবর' লাভ করে, তাহলে ইচ্ছা করলে সেই চীবর গ্রহণ করতে পারবে। গ্রহণ করার পর চীবরকাল সময় পর্যন্ত কোনো প্রকার চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করে অবশ্যই রেখে দিতে হবে; তবে সেটাই হবে 'অচ্চেক-চীবর'।

'চীবরকালসমযো' বলতে যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রাপ্ত হয় নাই, তার পক্ষে বর্ষাঋতুর শেষ মাস পর্যন্ত এবং যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রাপ্ত হয়েছে তার পক্ষে চীবরমাস শেষ হওয়ার পর তার পরবর্তী এক মাসসহ মোট এই পাঁচমাস সময়কে বুঝায়।

'ততো চে উত্তরি নিক্খিপেয্যাতি' বলতে কঠিন চীবর প্রাপ্ত না হলে বর্ষাঋতুর শেষ দিবস অতিক্রম করলে 'নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। কঠিন চীবর প্রাপ্ত হলে কঠিনোদ্ধার[1] দিবস অতিক্রম করলেও 'নিস্সগ্গিয়' অপরাধ প্রাপ্ত হয়। তখন সেই নিস্সগ্গিয় আপত্তিপ্রাপ্ত চীবর সংঘ বা গণ কিংবা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই চীবরটি পরিত্যাগ করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে

---

[1]. কঠিন চীবর উদ্ধার বলতে কঠিন চীবর গ্রহণকারী (লাভী) ভিক্ষু পাঁচ প্রকার বিশেষ অধিকার বা ফল লাভ করেন। যথা : ১) পূর্বাহ্নের জন্যে নিমন্ত্রিত ভিক্ষু নিমন্ত্রণকর্তার বাড়ি হতে সহবিহারী ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা না করে অন্য বাড়িতে যেতে পারেন, ২) অধিষ্ঠিত ত্রিচীবর রাত্রিতে নিজের দেড় হাতের মধ্যে না রেখে অরুণোদয় করতে পারে, ৩) 'গণভোজন' অর্থাৎ চারিজনের অধিক ভিক্ষু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ভোজন করতে পারেন, ৪) অতিরিক্ত চীবর যথাইচ্ছা অধিষ্ঠান কিংবা বিকপ্পন (বেনামা) না করে নিজের অধিকারে রেখে দিতে পারেন এবং ৫) যেই বিহারে যারা কঠিন চীবর লাভ করেন, সেই বিহারে ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে যত চীবর দেয়া হয়, তৎসমুদয় চীবর তাদের অধিকার রাখতে পারেন।

বলতে হবে :

“ভন্তে আমার এই ‘অচ্চেক-চীবর’টি চীবরকাল সময় অতিক্রম করায় ‘নিস্সগ্গিয়’ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তদ্ধেতু আমি এই ‘অচ্চেক-চীবর’টি মাননীয় সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।”

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর ‘নিস্সগ্গিয়’ হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।”

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

“ভন্তে আমার এই ‘অচ্চেক-চীবর’টি চীবরকাল সময় অতিক্রম করায় ‘নিস্সগ্গিয়’ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তদ্ধেতু আমি এই ‘অচ্চেক-চীবর’টি মাননীয় সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।”

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“মাননীয় আয়ুষ্মাগণ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর ‘নিস্সগ্গিয়’ হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।”

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

“বন্ধু, আমার এই ‘অচ্চেক-চীবর’টি চীবরকাল সময় অতিক্রম হওয়ার কারণে ‘নিস্সগ্গিয়’ আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তদ্ধেতু এই ‘অচ্চেক-চীবর’টি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।”

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে।

এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।"

৬৫০. অচ্চেক-চীবরকে অচ্চেক-চীবর ধারণায়, চীবরকাল সময় অতিক্রম করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অচ্চেক-চীবরকে অচ্চেক-চীবর কি না সন্দেহ করে চীবরকাল সময় অতিক্রম করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

অচ্চেক-চীবরকে অনচ্চেকচীবর ধারণায়, চীবরকাল সময় অতিক্রম করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' অপরাধ হবে।

অনধিষ্ঠানে অধিষ্ঠান ধারণায়... অবিকপ্পনে বিকপ্পন ধারণায়... অবিসর্জনে বিসর্জন ধারণায়... অনষ্টে নষ্ট ধারণায়... অবিনষ্টে বিনষ্ট ধারণায়... অদগ্ধে দগ্ধ ধারণায়... অবিলুপ্তে বিলুপ্ত ধারণায়, চীবরকাল সময় অতিক্রম করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

'নিস্‌সগ্গিযযোগ্য' (ত্যাগযোগ্য) চীবরকে নিস্‌সগ্গিয় (পরিত্যাগ) না করে পরিভোগ করলেও 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অনচ্চেকচীবরকে অচ্চেক-চীবর ধারণায় 'দুক্কট' আপত্তি হয়। অনচ্চেকচীবরকে অনচ্চেক চীবর কি না সন্দেহ করলে 'দুক্কট' অপরাধ হয়। অনচ্চেকচীবরকে অনচ্চেকচীবর ধারণায় কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৬৫১. **অনাপত্তি :** নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধিষ্ঠান করলে বিকপ্পন (বেনামা) করলে বিসর্জন করলে চুরি বা অধিকার চ্যুত হলে, কীট-পতঙ্গাদি খেলে বা দংশন করলে অগ্নিতে দগ্ধ হলে, চীবর ছিন্ন হওয়ার পূর্বে গ্রহণ করলে বিশ্বাস করে গ্রহণ করলে ভিক্ষু যদি মতিভ্রম হয় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে কোনোরূপ অপরাধ হয় না।

['অচ্চেক-চীবর' অষ্টম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❊❊❊ ❊❊❊ ❊❊❊

৯. সাসঙ্ক সিক্‌খাপদং

(ভয় ও বিপৎসংকুল-বিষয়ক শিক্ষাপদ)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৬৫২. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-সন্নিকটে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক প্রদত্ত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে ভিক্ষুরা বর্ষাবাস সমাপ্ত করে

অরণ্য শয়নাসনে বিহার (বাস) করছিলেন। কার্তিক মাসে চোর, ডাকাতরা এসে সেই ভিক্ষুদেরকে আটক করে বলত যে—“আপনাদের লব্ধ যা কিছু আছে, আমাদেরকে দিন” এরূপে বিভিন্নভাবে উৎপীড়িত হওয়ায় তারা এ বিষয়ে ভগবানকে জ্ঞাত করলেন। তখন ভগবান এ কারণে, এ প্রসঙ্গে ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা প্রদান করছি, অরণ্য শয়নাসনে অবস্থান করার সময় ত্রিচীবরের (সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ ও অন্তর্বাস) মধ্যে যেকোনো একটি চীবর নিকটবর্তী গ্রামের কোনো বাড়িতে রেখে দিতে হবে।”

সে সময়ে ভিক্ষুরা “ভগবান এরূপ অনুজ্ঞা প্রদান করেছেন—অরণ্য শয়নাসনে বাস করার সময় ত্রিচীবরের মধ্যে যেকোনো একটি চীবর সমীপবর্তী গ্রামে কোনো বাড়িতে রাখতে হবে” এরূপ ভেবে তারা ত্রিচীবরের মধ্যে কোনো একটি চীবর নিকটবর্তী গ্রামের কোনো বাড়িতে রেখে ছয়রাত্রি অধিক অন্যত্র অবস্থান করছিলেন। সেই ভিক্ষুদের রেখে যাওয়া চীবরগুলো নষ্ট, বিনষ্ট হচ্ছিল, অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিল এবং ইঁদুরেরাও খাচ্ছিল। এ হেতু সেই ভিক্ষুরা জীর্ণ-শীর্ণ ও রুক্ষ চীবর পরিধান করছিলেন। অন্য ভিক্ষুরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে আবুসোগণ, কী হেতু আপনারা জীর্ণ-শীর্ণ ও রুক্ষ চীবর পরিধান করেছেন?”

তখন তারা ভিক্ষুদেরকে এ ব্যাপারে অবগত করলেন। যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরা এ বলে নিন্দা, আন্দোলন ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, “কেন ভিক্ষুরা ত্রিচীবরের যেকোনো একটি চীবর নিকটবর্তী গ্রামে কোনো বাড়িতে রেখে দিয়ে ছয়রাত্রির অধিক অন্যত্র বাস করছেন?” তখন সেই ভিক্ষুরা তাদেরকে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে ভগবানকে এ বিষয়ে জানালেন। ভগবান ভিক্ষুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ভিক্ষুগণ, ইহা কি সত্য যে, ভিক্ষুরা ত্রিচীবরের মধ্যে কোনো একটি চীবর সন্নিকটবর্তী গ্রামে রেখে দিয়ে ছয়রাত্রির অধিক অন্যত্র অবস্থান করছে?”

“হ্যাঁ ভগবান, তা সত্য বটে।”

তখন ভগবান নিন্দা করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, কেন সেই মূর্খরা ত্রিচীবরের কোনো একটি চীবর নিকটবর্তী গ্রামে কোনো বাড়িতে রেখে দিয়ে ছয়রাত্রির অধিক অন্যত্র অবস্থান করতেছে? হে ভিক্ষুগণ, তাদের এ প্রকারের আচরণ কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহা অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো

শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নের সহায়ক হবে।”

ভগবান বিবিধ প্রকারে সেই ভিক্ষুদেরকে তিরস্কার করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত হিতকর। তদ্ধেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ নির্দেশ করছি :

৬৫৩. “উপৰস্সং খো পন কত্তিকপুণ্ণমং যানি খো পন তানি আরঞ্ঞকানি সেনাসনানি সাসঙ্কসম্মতানি সপ্পটিভযানি তথারূপেসু ভিকখু সেনাসনেসু ৰিহরন্তো আকঙ্খমানো তিণ্ণং চীৰরানং অঞ্ঞতরং চীৰরং অন্তরঘরে নিকিখপেয্য, সিযা চ তস্স ভিকখুনো কোচিদেৰ পচ্চযো তেন চীৰরেন ৰিপ্পৰাসায। ছারত্তপরমং তেন ভিকখুনা তেন চীৰরেন ৰিপ্পৰসিতব্বং। ততো চে উত্তরি ৰিপ্পৰসেয্য, অঞ্ঞত্র ভিকখুসম্মুতিযা, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয”ন্তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো ভিক্ষু ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত উদ্‌যাপন শেষ করে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত চোর, ডাকাতের ভয় ও বিপদসঙ্কুল বিবিধ উপদ্রবজনক অরণ্যস্থিত শয্যাসনে অবস্থান করতে ইচ্ছা করে এবং কোনো বিশেষ কারণবশত অধিষ্ঠিত ত্রিচীবরের অন্যতর (যেকোনো একটি) চীবর ছাড়া অবস্থান করার প্রয়োজন হয়, তাহলে অরণ্যের নিকটবর্তী গ্রামের কোনো বাড়িতে কোনো একটি চীবর ছয়রাত্রি পর্যন্ত রাখতে পারবে এবং সেই অধিষ্ঠানকৃত চীবর ব্যতীত উক্ত ভিক্ষুও ছয়রাত্রি মাত্র অবস্থান করতে পারবে। কিন্তু যদি তদপেক্ষা ‘ভিক্ষু সম্মতি’ ব্যতীত অবস্থান করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হবে।”

৬৫৪. **‘উপবস্‌সং খো পনাতি’** বলতে বর্ষাব্রত সমাপ্তিকে বুঝায়।

‘কত্তিকপুণ্ণমন্তি’ বলতে আষাঢ়ী পূর্ণিমা হতে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই

চারি মাসকে বুঝায়।

'যানি খো পন তানি আরঞ্ঞকানি সেনাসনানীতি' বলতে অরণ্য বলতে শেষ গ্রাম সীমা হতে পঞ্চশত ধনু বা দুই হাজার হাত।

'সাসঙ্কং' বলতে বিহারে বা বিহারের চতুর্দিকের স্থান সীমায় চোরদের অবস্থানস্থল, আবাসস্থান, ভোজনস্থান, উপবেশন, শয়ন, ইত্যাদি পরিদৃষ্ট হলে বুঝায়।

'সপ্পটিভযং' বলতে বিহারে বা বিহারের উপচার বা স্থান সীমায় চোর, ডাকাতদের দ্বারা মনুষ্যগণ হত, বিলুপ্ত, মর্দিত পরিদৃষ্ট হলে বুঝায়।

'তথারূপেসু ভিক্খূ সেনাসনেসু বিহরন্তোতি' বলতে ভিক্ষু তদ্রুপ অরণ্য শয়নাসনে অবস্থান করার সময়।

'আকঙ্খমানোতি' অর্থে ইচ্ছা করলে।

'তিণ্ণং চীবরানং অঞ্ঞতরং চীবরন্তি' বলতে সঙ্ঘাটি বা উত্তরাসঙ্গ বা অন্তরবাস এ তিনটি মধ্যে যেকোনো একটি।

'অন্তরঘরে নিক্খিপেয্যাতি' বলতে ভিক্ষা বা আহার অন্বেষণে উপযুক্ত এমন সকল গ্রামে রাখতে পারে বুঝায়।

'সিযা চ তস্স ভিক্খুনো কোচিদেব পচ্চযো তেন চীবরেন বিপ্পবাসাযাতি' বলতে সেই ভিক্ষুর যদি কোনো কারণবশত ত্রিচীবরের কোনো একটি ব্যতীত বাস করার প্রয়োজন হয়, তাহলে উক্ত কারণে সেখানে বর্ষাবাস উচিত কিংবা সেরূপ করণীয় কার্য করা উচিত।

'ছারত্তপরমং তেন ভিক্খুনা তেন চীবরেন বিপ্পবাসিতব্বন্তি' বলতে সেই ভিক্ষু উক্ত কারণে উক্ত ছয়রাত্রি মাত্র অবস্থান করতে পারবে কিন্তু এর চেয়ে অধিকরাত্রি অবস্থান করতে পারবে না।

'অঞ্ঞত্র ভিক্খুসম্মুতিযাতি' বলতে ভিক্ষুসংঘের সম্মতি বা অনুমতি ব্যতীত।

'ততো চে উত্তরি বিপ্পবসেয্যাতি' বলতে সপ্তম দিবসের অরুণোদয়ে 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তি হয়। তখন সেই 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তিপ্রাপ্ত চীবর সংঘ বা গণ কিংবা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সেই চীবরটি পরিত্যাগ করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই চীবরটি ভিক্ষু সম্মতি ব্যতীত ছয়রাত্রির অধিক

অতিবাহিত করায় 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তি হয়েছে। তদ্ধেতু আমি এই চীবরটি মাননীয় সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমার এই চীবরটি ভিক্ষু সম্মতি ব্যতীত ছয়রাত্রির অধিক অতিবাহিত করায় 'নিস্সগ্গিয়' অপরাধ হয়েছে। সে কারণে এই চীবরটি আমি মাননীয় সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই চীবর অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই চীবরটি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যোষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

"বন্ধু, আমার এই চীবরটি ভিক্ষু সম্মতি ব্যতীত ছয়রাত্রির অধিক অতিবাহিত করায় 'নিস্সগ্গিয়' আপত্তি হয়েছে। তদ্ধেতু এই চীবরটি আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।"

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"আমি এই চীবরটি আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।"

৬৫৫. ভিক্ষু সম্মতি ব্যতীত ছয়রাত্রির অধিক অতিবাহিত করলে ছয়রাত্রির অধিক ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। ভিক্ষু সম্মতি ব্যতীত ছয়রাত্রির অধিক অতিবাহিত করলে ছয়রাত্রির অধিক কি না সন্দেহ করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। ভিক্ষু সম্মতি ব্যতীত ছয়রাত্রির অধিক অতিবাহিত করলে ছয়রাত্রির কম ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

অপ্রত্যুদ্ধারে প্রত্যুদ্ধার ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অবিসর্জনে বিসর্জন ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অনষ্টে নষ্ট ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অবিনষ্টে বিনষ্ট ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। অদগ্ধে দগ্ধ ধারণায় 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়। চুরি না হলে চুরি হয়েছে ধারণায় ভিক্ষু সম্মতি ব্যতীত বাস করলে 'নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়' আপত্তি হয়।

বিসর্জনযোগ্য চীবর বিসর্জন না করে পরিভোগ করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। ছয়রাত্রির কম হলে, তার চেয়ে অধিক ধারণায় 'দুক্কট' আপত্তি হয়। ছয়রাত্রির কম হলে, অধিক কি না সন্দেহ করলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়। ছয়রাত্রির কম হলে, ছয়রাত্রির কম ধারণায়, কোনো প্রকার অপরাধ হয় না।

৬৫৬. **অনাপত্তি :** শুধুমাত্র ছয়রাত্রি পর্যন্ত বাস করলে ছয়রাত্রির চেয়ে কম বাস করলে ছয়রাত্রি বাস করে পুনঃ গ্রামসীমায় ফিরে এসে বাস করে প্রস্থান করলে ছয়রাত্রির ভেতরে প্রত্যুদ্ধার করলে বিসর্জন করলে চুরি বা অধিকার চ্যুত হলে, কীট-পতঙ্গাদি খেলে বা দংশন করলে অগ্নিতে দগ্ধ হলে, চীবর না হতেই গ্রহণ করলে বিশ্বাসের উপর নিলে, ভিক্ষু সম্মতি থাকলে, ভিক্ষু যদি মতিভ্রষ্ট হয় এবং আদিকর্মিকের হলে সে ক্ষেত্রে কোনোরূপ অপরাধ হয় না।

['সাসঙ্ক' নবম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋

১০. পরিণত সিক্খাপদং

(সংঘলব্ধ দ্রব্য-বিষয়ক শিক্ষাপদ বর্ণনা)

[স্থান : শ্রাবস্তী]

৬৫৭. সে সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-সমীপে অনাথপিন্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবনারামে বাস করছিলেন। সে সময়ে শ্রাবস্তীর জনৈক ধর্মজন সংঘ[১] কর্তৃক ভিক্ষুসংঘের নিমিত্তে এ প্রকারে আহারসহ চীবর প্রস্তুত করে ঘোষণা করা হয়েছিল যে—"আমরা মাননীয় সংঘকে ভোজন করায়ে চীবর দান করব।" তখন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা যেখানে সেই জনসংঘ সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই জনসংঘকে এরূপ বললেন, "হে মহাশয়গণ, এই চীবরসমূহ আমাদেরকে দিন।"

তারা বললেন, "ভন্তে, আমরা দিতে পারব না। প্রতিবৎসরে আমাদের দ্বারা এরূপে সংঘকে দান দিবার জন্যে আহারসহ চীবর প্রস্তুত করা হয়।"

ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বললেন, "মহাশয়গণ, আপনারা সংঘের বহু দায়ক, সংঘের বহু লালনপালনকারী আছেন। আমরা আপনাদের আশ্রয়ে, আপনাদের সেবাযত্নে এখানে বাস করছি। আপনারা যদি আমাদেরকে না দেন; তাহলে কে বা আমাদেরকে দিবে? মহাশয়গণ, এই চীবরগুলো আমাদেরকে দিন।"

অতঃপর সেই জনসংঘ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের এরূপ পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে যে সকল চীবর প্রস্তুত করা হয়েছিল, সেগুলো তাদেরকে দিয়ে ভিক্ষুসংঘকে শুধু আহার পরিবেশন করলেন। 'আহারের সাথে চীবরও তৈরি করা হয়েছিল' এ বিষয়ে যে সকল ভিক্ষু জানতেন, তাঁরা ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে উক্ত চীবরগুলো দেয়া হয়েছে কি না তা না জেনে জনসংঘকে এরূপ বললেন, "মহাশয়গণ, সংঘের চীবর দিন।"

তারা বললেন, "ভন্তে, চীবরগুলো নাই। ভিক্ষুসংঘের জন্যে যে সকল চীবর প্রস্তুত করা হয়েছিল, সেগুলো আর্য ষড়বর্গীয়রা নিজেরাই আত্মসাৎ করেছেন।" তখন যে সকল ভিক্ষু অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টিপরায়ণ, লজ্জাশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষাকামী তাঁরা ইহা শুনে এ বলে আন্দোলন, নিন্দা ও প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন, "কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা জেনেশুনে

---

[১] বুদ্ধধর্মের অনুকরণ, অনুসরণকারী ব্যক্তিবর্গ কিংবা বুদ্ধের গৃহী শিষ্যবর্গকে বুঝায়।

সংঘলব্ধ বস্তু নিজেরাই আত্মসাৎ করলেন?” তখন সেই ভিক্ষুরা ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদেরকে অনেক প্রকারে তিরস্কার করে ভগবানকে এ ব্যাপারে সবিস্তারে জ্ঞাত করলেন। ভগবান তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভিক্ষুগণ, সত্যই কি তোমরা জেনেশুনে সংঘলব্ধ বস্তু আত্মসাৎ করেছ?”

“হ্যাঁ ভগবান, তা সম্পূর্ণ সত্য বটে।”

বুদ্ধ ভগবান তা নিতান্ত গর্হিত বলে ভর্ৎসনা করে বললেন, “হে মোঘপুরুষগণ, কী করে তোমরা জেনেশুনে সংঘলব্ধ বস্তু আত্মসাৎ করতে পারলে? হে মূর্খরা, তোমাদের এ কার্যে কিছুতেই অপ্রসন্নদের প্রসন্নতা উৎপাদন বা প্রসন্নদের প্রসন্নতা বৃদ্ধির কারণ হবে না। অধিকন্তু ইহাতে অপ্রসন্নদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং কোনো কোনো শ্রদ্ধাবানদের মনে অন্যথাভাব আনয়নে সহায়ক হবে।”

ভগবান বহুভাবে তাদেরকে নিন্দা করে চঞ্চলতা, অবিনীতা, মহাতৃষ্ণা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং অলসতার কুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন। তিনি অনেক প্রকারে গাম্ভীর্যতা, সুবিনীতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সল্লেখ (তৃষ্ণাদির সংযমতা), ধুতাঙ্গব্রত, সংঘ-সেবাপ্রিয়তা, পুনর্জন্মক্ষয়ের জন্য বীর্যারম্ভের (উৎসাহশীলতার) সুফল সম্বন্ধে বর্ণনা করে তদনুযায়ী এবং তদনুরূপ ধর্মদেশনা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি দশবিধ প্রত্যয় ও অর্থবশে ভিক্ষুসংঘের জন্য শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করব; যথা : ১. সংঘের সুষ্ঠুতা, ২. সংঘের শান্তিভাব বৃদ্ধির জন্যে, ৩. দুর্দম্য ভিক্ষুগণকে দমনের জন্যে, ৪. সদাচারী (শীলবান) ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্যে, ৫. বর্তমানে উৎপন্ন তৃষ্ণাসমূহ সংবরণের জন্যে, ৬. অনাগত জন্মের আসবসমূহের উৎপত্তিকে প্রতিঘাতের জন্যে, ৭. অপ্রসন্নের প্রসাদ উৎপন্নের জন্যে, ৮. প্রসন্নের প্রসাদ বৃদ্ধির জন্যে, ৯. সদ্ধর্মের স্থিতির জন্যে এবং ১০. বিনয়কে অনুগ্রহের জন্যে যা অত্যন্ত হিতজনক। এ হেতু হে ভিক্ষুগণ, আমি এই শিক্ষাপদ উদ্দেশ করছি :

৬৫৮. “যো পন ভিকখু জানং সঙ্ঘিকং লাভং পরিণতং অত্তনো পরিণামেয্য, নিস্সগ্গিযং পাচিত্তিয”ন্তি।

অনুবাদ : “যদি কোনো ভিক্ষু জেনেশুনে সংঘলব্ধ দ্রব্য নিজে আত্মসাৎ করে, তাহলে সেই ভিক্ষুর ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হবে।”

৬৫৯. **‘যো পনাতি’** অর্থে যা যেরূপ,... অথবা মধ্যম ইত্যাদি ভিক্ষুকে বুঝায়।

‘ভিক্‌খূতি’ বলতে ভিক্ষান্নজীবী ভিক্ষু,... জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্য দ্বারা

উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বুঝায়। এস্থলে এই অর্থেই ভিক্ষু অভিপ্রেত।

'জানাতি' বলতে স্বয়ং নিজে জানা বা অন্যের মাধ্যমে জ্ঞাত হওয়া কিংবা অন্য কেউ এসে তা প্রকাশ করা।

'সজ্ঘিকং' অর্থে যে বস্তু সংঘকে প্রদত্ত হয়, সংঘের উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়।

'লাভো' অর্থে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, রোগীর প্রত্যয় স্বরূপ ভৈষজ্য যথা : ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু ও গুড় এই পঞ্চদ্রব্য প্রভৃতিকে বুঝায়। এমনকি চূর্ণপিণ্ড, দন্তকাষ্ঠ এবং অবুনানো সুতাও।

'পরিণতং' বলতে এভাবে সুস্পষ্টভাবে কথিত হওয়া—"আমরা সংঘকে দান করব, আমরা সংঘের (সম্পদে) পরিণত করব।"

নিজের সম্পত্তিতে পরিণত করলে প্রয়োগে প্রয়োগে 'দুক্কট' আপত্তি। প্রতিলাভে 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তি হয়। তখন সেই 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তিপ্রাপ্ত সম্পত্তি সংঘ বা গণ কিংবা একজন ভিক্ষুর নিকট বিসর্জন করতে হবে।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই সম্পত্তি বিসর্জন করতে হবে। প্রথমে সংঘের নিকট উপস্থিত হয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পদে বন্দনাপূর্বক উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই ভিক্ষু কর্তৃক এভাবে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমি জেনেশুনে সংঘলব্ধ নিজের সম্পত্তিতে পরিণত করায় আমার 'নিস্‌সগ্গিয়' আপত্তি হয়েছে। সে কারণে আমি এই বস্তু সংঘের নিকট বিসর্জন করছি।"

সেই বস্তু বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত বস্তু আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

"মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সম্পত্তি অমুক নামীয় ভিক্ষুর 'নিস্‌সগ্গিয়' হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই সম্পত্তি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।"

তখন আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু কিছুসংখ্যক ভিক্ষু কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এরূপে বলতে হবে :

"ভন্তে, আমি জেনেশুনে সংঘলব্ধ বস্তু নিজের সম্পত্তিতে পরিণত করায়, আমার 'নিস্‌সগ্গিয়' অপরাধ হয়েছে। তদ্ধেতু এই বস্তু আমি সংঘের নিকট

বিসর্জন করছি।”

সেই বস্তু বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত বস্তু আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“মাননীয় সংঘ, আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই সম্পত্তি অমুক নামীয় ভিক্ষুর ‘নিস্‌সগ্গিয়’ হওয়ায় সংঘের নিকট বিসর্জন করা হয়েছে। যদি সংঘ উচিত সময় মনে করেন, তাহলে মাননীয় সংঘ এই সম্পত্তি অমুক নামীয় ভিক্ষুকে পুনঃ প্রদান করতে পারেন।”

অতঃপর আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু একজন ভিক্ষুর কাছে গিয়ে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা জ্ঞাপন করার পর উৎকুটিকভাবে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে এভাবে বলতে হবে :

“বন্ধু, আমি জেনেশুনে সংঘলব্ধ বস্তু নিজের সম্পত্তিতে পরিণত করায়, আমার ‘নিস্‌সগ্গিয়’ অপরাধ হয়েছে। তদ্ধেতু এই বস্তু আয়ুষ্মানের নিকট বিসর্জন করছি।”

চীবর বিসর্জনের পর আপত্তি দেশনা করতে হবে। ভিক্ষুসংঘের অনুমতিক্রমে দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু কর্তৃক আপত্তি প্রতিগ্রহণ করাতে হবে। এবং এরূপে বিসর্জিত চীবর আপত্তিমুক্ত ভিক্ষুকে দিতে হবে :

“আমি এই বস্তু আয়ুষ্মানকে দিচ্ছি।”

৬৬০. পরিণতকে পরিণত ধারণায় নিজের সম্পদে পরিবর্তন করলে ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়।[1] পরিণতকে পরিণত কি না সন্দেহবশত নিজের সম্পদে পরিবর্তন করলে ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়। পরিণতকে অপরিণত ধারণায় নিজের সম্পদে পরিবর্তন করলে কোনোরূপ অপরাধ হয় না। সংঘের পরিণতকে (লাভকে) অন্য এক সংঘের বা চৈত্যের সম্পদে পরিবর্তন করলে ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়। চৈত্যের পরিণতকে (লাভকে) অন্য চৈত্যের বা অন্য সংঘের অথবা অন্য পুদ্গলের সম্পদে পরিবর্তন করলে ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়। পুদ্গলের পরিণতকে অন্য পুদ্গলের বা অন্য সংঘের অথবা অন্য

---

[1]. এখানে ‘পরিণত’ বলতে কোনো দাতা এক বা একাধিক সংঘের উদ্দেশ্যে ‘এই এই জিনিসগুলো দান করব’ এভাবে সংকল্পবদ্ধ হলে, সে সমস্ত দ্রব্যগুলোকেই পরিণত বলা হয়। এক কথায় বলতে গেলে সংঘের বা পুদ্গলের অথবা কোনো চৈত্যের প্রাপ্ত দানকেই পরিণত বলা হয়েছে। এমন পরিণতকে তথা সংঘের প্রাপ্ত দানকে নিজের সম্পদে পরিবর্তন করলে, ‘নিস্‌সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ অপরাধ হয়।

চৈত্যের সম্পদে পরিণত করলে ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়। অপরিণতকে পরিণত ধারণায় ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়। অপরিণতকে পরিণত কি না সন্দেহ করলে ‘দুক্কট’ অপরাধ হয়। অপরিণতকে অপরিণত ধারণায় কোনোরূপ অপরাধ হয় না।

৬৬১. **অনাপত্তি :** যদি দাতা ‘আমরা কোথায় দান দেব’ এরূপে জিজ্ঞাসা করে, এবং ভিক্ষুও ‘যেস্থানে দান দিলে আপনাদের ভোগ সম্পত্তি বা দানফল বৃদ্ধি হয় বা উন্নতি সাধন হয় বা আপনাদের দীর্ঘদিনের হিত-সুখ মঙ্গল সাধিত হয় কিংবা চিত্ত প্রসন্ন হয়, সেখানে দান দিন’ এরূপ প্রকাশ করলে ভিক্ষু যদি উন্মাদগ্রস্ত হয় এবং আদিকর্মিকের ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার অপরাধ হয় না।

[‘পরিণত’ দশম শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত]

[পাত্রবর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]

‘তস্সুদ্দানং’/ স্মারক গাথা

দ্বিবিধ পাত্র, ভৈষজ্য, বর্ষাবাসিক চীবর আর পঞ্চম দানেতে
স্বয়ং চীবর বয়নে, অচ্চেক-চীবর, সাসঙ্ক, সংঘের সম্পত্তিতে।

৬৬২. “হে মাননীয় আয়ুষ্মানগণ, আপনাদের সম্মুখে ত্রিশ প্রকার ‘নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়’ ধর্ম (শিক্ষাপদ) উদ্দেশ করা হলো। তাই আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি। এ বিষয়ে আপনারা সকলে পরিশুদ্ধ আছেন কি? দ্বিতীয়বারও এরূপ জিজ্ঞাসা করছি, এ বিষয়ে আপনারা সকলে পরিশুদ্ধ আছেন কি? তৃতীয়বারও এরূপ জিজ্ঞাসা করছি, এ বিষয়ে আপনারা সকলে পরিশুদ্ধ আছেন কি? আপনারা সবাই পরিশুদ্ধ আছেন বিধায়, মৌনতা অবলম্বন করছেন—আমি এটাই ধারণা করছি।

[‘নিস্সগ্গিয়’ অধ্যায় সমাপ্ত]

[পারাজিকা সমাপ্ত]

❋❋❋ ❋❋❋ ❋❋❋
❋❋❋ ❋❋❋

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
হতে প্রকাশিত বইগুলোর তালিকা

১. খুদ্দকনিকায়ে উদান — *২০০/-*
অনুবাদ : শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু

২. খুদ্দকনিকায়ে মহানির্দেশ — *৩০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৩. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (প্রথম খণ্ড) — *৩৫০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৪. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (দ্বিতীয় খণ্ড) — *২০০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৫. খুদ্দকনিকায়ে চুলনির্দেশ — *২০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৬. খুদ্দকনিকায়ে বুদ্ধবংশ — *১০০/-*
অনুবাদ : শ্রীধর্মতিলক ভিক্ষু

৭. পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) — *প্রতি সেট ২০,০০০/-*

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা। এই প্রকাশনা সংস্থার অর্থের উৎস মূলত শত শত ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ নরনারীর মাসিক কিস্তিতে ১০০/- টাকা হারে প্রদত্ত শ্রদ্ধাদান।

এই প্রকাশনা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। লেখক, অনুবাদক ও শ্রদ্ধাদান দাতা উপাসক-উপাসিকাদের আন্তরিক সহায়তায় ত্রিপাসো বাংলাদেশ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে বলে আমাদের আশা। ত্রিপাসো ইতিমধ্যেই কিছু মূল পিটকীয় বই প্রকাশ করেছে। এবং এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে মোট ৫৯টি বইকে ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে প্রকাশ করেছে। সামনের দিনগুলোতেও এ ধারা অব্যাহত রাখাই সোসাইটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একি সাথে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত সংকলিত ও গবেষণামূলক বই প্রকাশেও সবিশেষ আগ্রহী সোসাইটি। বৌদ্ধধর্মীয় বই প্রকাশ করে এদেশে ধর্মের প্রচার-প্রসারে যতটা সম্ভব অবদান রাখাই সোসাইটির লক্ষ্য।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডাকযোগে চিঠি লিখতে পারেন ও ই-মেইল করতে পারেন :

সাধারণ সম্পাদক
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
শান্তিগিরি বন ভাবনা কেন্দ্র
রাঙ্গাপানি ছড়া, খাগড়াছড়ি - ৪৪০০
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
E-mail: tpsocietybd@gmail.com